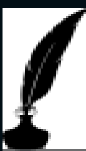
কালিকা পুরাণ

পঞ্চানন তর্করত্ন



কালিকা পুরাণ

পঞ্চানন তর্করত্ন

সারস্বত প্রকাশন

বিদ্যাবাচস্পতি অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়
saraswat-prakashan.weebly.com
saraswatprakashan07@gmail.com
পাণ্ডুয়া, ভারত



Free EPUB
১ ফেব্রুয়ারী ২০২৪
প্রথম সংস্করণ

Image Credits

Kali by Raja Ravi Varma, Public domain, from Wikimedia Commons

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Font Credits

Free fonts: Roboto and RobotoSlab designed by Christian Robertson from Google Fonts

Software Credits

keyboard for the input of Sanskrit in Devanagari script or Latin transliteration: The Heidelberg Input Solution Keyboard from Keyman

Free and open-source EPUB editor: Sigil

Free and open-source visual XHTML editor: PageEdit

Free and open-source image editor: GIMP

Library Credit

Free digital copies (scanned PDFs) of public domain books from Internet Archive

আমাদের প্রকাশিত বই

ইংরেজি

মনুস্মৃতি

গীতা

শ্রীশ্রীচণ্ডী

রামায়ণ

দেবী গীতা

শ্রীমদ্ দেবীভাগবদ্ পুরাণ

বাংলা

পাতঞ্জল যোগসূত্র

চিকাগো বক্তৃতা

কণিকনীতি

কালিকা পুরাণ

প্রকাশকের নিবেদন

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র একাধিক। শ্রুতি হচ্ছে দুপ্রকার — বেদ এবং তন্ত্র। এর পাশাপাশি রয়েছে বেদাঙ্গ, উপবেদ, ষড়-দর্শন। রয়েছে ইতিহাস যা রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে তৈরী। আর রয়েছে পুরাণ। পাঁচটি লক্ষণ থাকলে সেই শাস্ত্রকে পুরাণ বলা হয়। এই পঞ্চলক্ষণ হল — সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, ও বংশানুচরিত (মৎস পুরাণ ৫৩.৬৪)। সর্গ মানে হচ্ছে সৃষ্টি। সৃষ্টি থেকে প্রলয় পর্যন্ত ব্রহ্মার একদিন; তাকে বলা হয় কল্প। দিনান্তে ব্রহ্মা নিদ্রিত হলে প্রলয় আসে। প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারযুগ নিয়ে তৈরী হয় একটা মহাযুগ। যুগগুলিও চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে; অর্থাৎ কলির পরে আবার সত্যযুগ ফিরে আসে। এমন একহাজার মহাযুগ নিয়ে একটি কল্প। একটি কল্পকে আবার চোদ্দটি মন্বন্তরে ভাগ করা হয়। এক একটি মন্বন্তরে এক এক জন মনুর রাজত্ব চলে। বর্তমানে যে কল্প চলছে তার নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ছয়জন মনুর রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে; বর্তমান মনুর নাম বৈবস্বত মনু। একটা মন্বন্তরের শেষে শুধু মনু পরিবর্তিত হন না, তার সাথে সাথে দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তঋষি এরা সবাই বদলে যান। এক একটি মন্বন্তরে ৭১.৪ টি মহাযুগ থাকে। বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে এখন আঠাশতম মহাযুগ চলছে। প্রতিটি মহাযুগে এক এক জন ব্যাস বেদকে সংগ্রহ করে শ্রেণীবিভাগ করেন। বর্তমান, অর্থাৎ আঠাশতম ব্যাসের নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। সংক্ষেপে এই হল মন্বন্তর। এবারে বংশ আর বংশানুচরিত সম্বন্ধে অল্প ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। ভারতের প্রাচীন দুই রাজবংশ হল সূর্য ও চন্দ্র বংশ। সূর্য বংশের বিখ্যাত রাজা হলেন রামচন্দ্র এবং চন্দ্র বংশে কৌরব ও পাণ্ডবরা জন্মেছিলেন। এই দুই রাজবংশের বংশতালিকা এবং রাজাদের কীর্ত্তি বিবৃত হয় বংশানুচরিতে। আর, দেবতা ও ঋষিদের বংশ পরম্পরার বিবরণ রয়েছে বংশে। আবার একটি সৃষ্টির মধ্যে ছোট ছোট গৌণ সৃষ্টি ও ধ্বংসের চক্র চলে; এগুলিকে বলে প্রতিসর্গ। এই হল পঞ্চলক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সব পুরাণেই কম-বেশী এই বিষয়গুলির বিবরণ থাকে। এছাড়াও অন্যান্য নানা বিষয় পুরাণে থাকে। মোট আঠারোটি মহাপুরাণ এবং আঠারোটি উপপুরাণ রয়েছে।

কালিকা পুরাণ হল একটি উপপুরাণ। শ্রীমদদেবীভাগবত পুরাণে (১.৩.১২-১৬) এবং কূর্ম্ম পুরাণে (১.১.১৬-২০) যে আঠারোটি উপপুরাণের তালিকা দেওয়া আছে সেই দুই তালিকাতেই কালিকা পুরাণের নাম রয়েছে। সুতরাং সংশয়াতীত ভাবেই কালিকা পুরাণ একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে কালিকা পুরাণ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ হিন্দুধর্মের যে শাক্ত শাখা রয়েছে সেই শাখার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুরাণ হচ্ছে এই কালিকা পুরাণ। আর এই বাংলা হচ্ছে শাক্তভূমি। তাই আমরা যারা শাক্ত অর্থাৎ যারা মাতৃশক্তির আরাধনা করি তাদের কাছে এই পুরাণ যে অত্যন্ত আদরনীয় হবে সেটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ বাঙালীদের জাতীয় উৎসব দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজো বঙ্গদেশে মূলতঃ কালিকা পুরাণ অনুসারেই করা হয়। দেবী দুর্গার যে ধ্যানমন্ত্র, যা অনুসারে দেবীমূর্ত্তি নির্মাণ করা হয়ে থাকে, সেই মন্ত্রটিও কালিকা পুরাণের অন্তর্গত (৫৯.১১-২২)। তৃতীয় কারণটিও দুর্গাপুজো সংক্রান্তই। এই যে শরৎকালে দেবীর অকালবোধন হয় সেই কাহিনীর উল্লেখও এই কালিকা পুরাণেই পাওয়া যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা রামচন্দ্রের বিজয়কামনায় মহামায়ার নিদ্রাভঙ্গ করে তার পূজা করেছিলেন রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় (৬০.২৫-৩৩)।

বাংলায়, আমার জানা, কালিকা পুরাণের দুটি অনুবাদ রয়েছে। একটি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত এবং অপরটি পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি সংস্কৃত শ্লোকসহ। দুটি গ্রন্থই বর্তমানে 'পাবলিক ডোমেনের' অন্তর্ভুক্ত। এখানে পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদটি প্রকাশ করা হল। আমরা সংস্কৃত শ্লোক এখানে দিই নি। শুধুমাত্র বঙ্গানুবাদ দিয়েছি যাতে পাঠকের পড়তে সুবিধে হয়।

—

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় — কামদেবের জন্ম

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণ ও নর (বদরিকাশ্রমের দুই ঋষি) এবং নরোত্তম (বিষ্ণু), দেবী ও সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় (সংসার জয়কারী পুরাণাদি) গ্রন্থ পাঠ করিবে।

অতীব পবিত্র চিত্ত যোগিগণ ভবভয় ও ভবরোগ বিনাশের যোগ্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া বন্দনা করেন, যিনি পদবিক্ষেপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ এই তিনলোক অধিকার করিয়াছিলেন, সেই হরিপাদপদ্মযুগল আবির্ভূত হইয়া তোমাদিগকে পবিত্র করুন। ১

যিনি সকল যোগিজনের চিত্তস্থিত অবিদ্যা-তিমির-বিনাশে সূর্য রূপিণী ও মতিগণের মুক্তির হেতু হইয়া থাকেন, যিনি নিখিল জীবকে মোহিত করেন বলিয়া বিষ্ণুমায়া নামে প্রসিদ্ধ এবং যিনি জন্মে শুদ্ধ (মানবগণের) কুমতি দূর করেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ২

নিত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, জগতের আদি সেই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া কালিকা (নামক) পুরাণ বলিতেছি। ৩

(একদা) কমঠাদি মুণিগণ হিমালয় সন্নিধানে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

ভগবন্! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রের তত্ত্ব সম্যকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ষড়ঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ মন্থন করিয়া তাহার সারাংশ উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সমস্ত বেদে ও (অন্যান্য) শাস্ত্রে আমাদের যে যে সংশয় ছিল, হে ব্রহ্মণ! সূর্য যেমন তমোজাল বিদূরিত করেন, সেইরূপ আপনি আমাদের সেই সেই সন্দেহ দূর করিয়াছেন। ৫-৬

হে চিরজীবী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রসাদে আমরা বেদে ও সকল শাস্ত্রে নিঃসংশয় হইয়াছি। ৭

হে ব্রহ্মণ্। ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত সেই ধর্মশাস্ত্র, রহস্য (গূঢ়তত্ত্ব) সহিত আদ্যপান্ত আপনার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। ৮

পুনরায় আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, পুরাকালে কালী সংযমী মহেশ্বর শিবকে কিরূপে সতীরূপে মোহিত করিয়াছিলেন? যিনি সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠ সংসার বিমুখ সংযত সেই যতিবর হরকে কিরূপে বিচলিত করিয়াছিলেন? সুশোভনা সতী দক্ষপত্নীতে কিরূপে উৎপন্ন হইলেন এবং কেমন করিয়া শিব তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন? পুরাকালে সতীই বা কি হেতু দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ নিজ দেহ ত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়ের কন্যা হইয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আসিলেন কেন? এবং পুনরায় কামরিপু শিবের অর্ধশরীরভাগিনী হইলেন কেন? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করুন। আপনার মত সংশয় দূর করিতে অন্য কেহ নাই এবং কেহ হইবেনও না। সুতরাং এই সমস্ত বিষয় যাহাতে আমরা জানিতে পারি, হে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বিপ্রশ্রেষ্ঠ, আপনি তাহা করুন।[১] ৯-১৪

মার্কণ্ডেয় কহিলেন;-সেই সাতিশয় গোপনীয়, বাঞ্ছাকল্পতরু, জ্ঞানজনক পরম পবিত্র মঙ্গলকর আখ্যান আজ মুনিমণ্ডলী সকলে শ্রবণ করুন। ১৫

পূর্বে ব্রহ্মা, মহাত্মা নারদকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার নিকট ইহা প্রকাশ করেন। অনন্তর, সেই নারদও বালখিল্যগণসকাশে তৎসমস্ত কীর্তন করেন। ১৬

তৎপরে বালখিল্য মুনিগণ, আবার যবক্রীত মুনিকে বলেন। তিনি আবার অসিত ঋষির নিকটে ব্যক্ত করেন। ১৭

হে দ্বিজগণ! অসিত ঋষি আমাকে ইহা বিস্তৃতরূপে বলিয়াছেন। পরমাত্মা জগদীশ্বর চক্রপাণিকে প্রণাম করিয়া এই পুরাতন উপাখ্যান আমি তোমাদিগের নিকট বলিতেছি। ১৮

যিনি ব্যক্ত অব্যক্ত সৎ অসৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও জ্ঞান অজ্ঞানরূপে বিরাজমান, যিনি নিত্য, নিত্যজ্ঞানরূপী, নির্বিকার, চৈতন্যময়, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য এই ছয়টি ভীষণ

তরঙ্গ যাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী হইয়াও উদাসীন; সেই কালরূপী সর্ব্বব্যাপক জগন্নিবাস বিশ্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম। ১৯-২১

বেদবেদাঙ্গ বেত্তা যোগিগণ যাঁহাকে চিন্তা করেন; সেই হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরম জ্যোতির্ম্ময়কে প্রণাম করি। ২২

ভগবান্ লোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহার আরাধনাফলেই সুরাসুর-নর-প্রভৃতি যাবতীয় প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ২৩

বিধাতা, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়া যখন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মানব পুত্র সৃষ্টি করেন, তখন তাহার মন হইতে, এক পরম রূপবতী উত্তম রমণী আবির্ভূত হন। তিনি সন্ধ্যা নামে বিখ্যাত। এই সন্ধ্যাই সায়ংকালে অর্চিত হইয়া থাকেন।[২] ২৪-২৫

তাদৃশ সম্পূর্ণ-গুণ-শালিনী রমণী, তৎকালে স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে ছিল না; তৎপূর্ব্বে বা পরেও হয় নাই, হইবেও না। ২৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সন্ধ্যা স্বভাব সুন্দর সুনীল কুন্তলভারে বর্ষাকালীন ময়ূরীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ২৭

ইহার আকর্ণবিলম্বী অলকগুচ্ছ-শোভিত আপাটল ললাটদেশ, ইন্দ্রধনু বা নবীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইল। ২৮

চকিত হরিণীনয়নবৎ চঞ্চল, প্রফুল্ল-নীল-কমল-সন্নিভ তদীয় নয়নযুগল বড়ই শোভা পাইল। ২৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহার স্বভাব-চপল আকর্ণবিস্তৃত পরম রমণীয় ভ্রমরকৃষ্ণ যুগল মদনশরাসনের সদৃশ। ৩০

তিলকুসুম-সদৃশ তদীয় নাসিকা ভ্রূ মধ্যের অধোদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে আয়ত ও উন্নত। বুঝি ললাটের লাবণ্যই আধিক্যবশতঃ তথা হইতে বিগলিত হইয়া নাসিকা রূপে পরিণত হইয়াছিল। ৩১

কোকনদপ্রভ পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কামিজন-মনোহর তদীয় বদনমণ্ডল বিম্বফলসম–অধরোষ্ঠের অরুণ কান্তিযোগে নিরতিশয় শোভা পাইতেছিল। ৩২

যাহার সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যগুণে বদনমণ্ডলের পরিপূর্ণতা,–চিবুকের নিকট আসিবার জন্যই যেন তদীয় স্তনযুগলের উদ্যম। হে বিপ্রগণ! তাঁহার সেই কমলকলিকাকৃতি, উত্তুঙ্গ, পীবর পরস্পরসংসক্ত শ্যামাগ্র স্তনযুগল দেখিলে মুনিরাও মোহিত হইতেন। ৩৩

তাহার ত্রিবলি-শোভিত ক্ষীণ কটিদেশ, বসনের ন্যায় মুষ্টি-গ্রাহ্য। তাহার কটিদেশকে সকলেই কামদেবের শক্তি বলিয়া মনে করিয়াছিল। ৩৪

করভ-কর-প্রমাণ আনত করিকর-সদৃশ স্থূল-মূল মন্থরগমনোপযোগী তদীয় সুকোমল ঊরুযুগল দীপ্তি পাইয়াছিল। ৩৫

ফুল্লকমলারুণ সুন্দরপার্ষ্ণি-বিরাজিত তদীয় চরণদ্বয় কুসুম-শর-শরনিকর সদৃশ অঙ্গুলীদলে সমধিক শোভমান হইয়াছিল। ৩৬

সেই চারুদর্শন তনুলোমাবলি বিরাজিতা কৃশাঙ্গী স্মেরবদনা বিশালনয়না চারুহাসিনী, রমণীয় শ্রুতিপুটশালিনী সুলক্ষণা সুন্দরীকে দেখিয়া বিধাতা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮।

সেই বরবর্ণিনীকে দেখিয়া দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ সকলেই নিতান্ত ঔৎসুক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ৩৯

এই বরবর্ণিনী সৃষ্টিমধ্যে কি করিবেন; কাহারই বা হইবেন; ইহাই তাহারা সকলে ঔৎসুক্যসহকারে ভাবিয়াছিলেন। ৪০

হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে কাঞ্চন-চূর্ণবৎ-পীতবর্ণ এক মনোহর চঞ্চল পুরুষ তাহার মন হইতে আবির্ভূত হইয়া নিঃসৃত হইলেন। ৪১

তাঁহার বক্ষঃস্থল পীবর, নাসিকা সুচারু, ঊরু কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত, কুন্তলবর নীল কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন। মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ। ৪২

তাহার সুবিশাল বক্ষঃস্থল লোমাবলিশোভিত; বাহুযুগল ঐরাবতকরবৎ পীবর ও সুবৃত্ত; করতল, চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখরশ্রেণী আরক্তবর্ণ। ৪৩

তাহার ক্ষীণ কটিদেশ, মনোহর দন্তপংক্তি, মত্তহস্তীর ন্যায় গমন, প্রফুল্ল কমলবৎ লোচন, বকুলপুষ্পের ন্যায় গাত্র-সৌরভ। তিনি কম্বুগ্রীব, উন্নতকায়, মীনকেতু, মকর-বাহন। ৪৪

পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুসুমকার্মুকে শোভিত সেই কমনীয় পুরুষ স্বীয় নয়ন যুগল ঘুরাইতেছিলেন। ৪৫

দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ ও ব্রহ্মার মরীচি প্রভৃতি দশজন মানসপুত্র বিস্মিতচিত্তে সেই সুগন্ধপবন-সহচর শৃঙ্গাররস সেবিত তথাবিধ পুরুষকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও মনোবিকার প্রাপ্ত হইলেন। ৪৬-৪৭

সেই পুরুষও সৃষ্টিকর্তা জগৎপতি বিধাতাকে দেখিয়া প্রণামপূর্বক বিনয়-নম্র ভাবে বলিলেন;–হে ব্রহ্মন্! আমি কোন্ কার্য্য করিব? আমি যখন পুরুষ, তখন কার্য্য করাই আমার পক্ষে উচিত, অতএব হে বিধাতঃ আমাকে প্রশস্ত ন্যায্য কর্মে নিযুক্ত করুন। ৪৮-৪৯

হে লোকেশ! আমার অনুরূপ নাম ধাম ও পত্নী করিয়া দিন। যেহেতু আপনি জগতের সৃষ্টিকর্তা। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–ব্রহ্মা, সেই মহাত্মা পুরুষের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। সৃষ্টি তাহার নিজকৃত হইলেও তিনি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ৫১

অনন্তর ব্রহ্মা, সম্পূর্ণরূপে বিস্ময় পরিত্যাগপূর্বক চিত্ত সুস্থির করিয়া সেই পুরুষকে তাঁহার কর্তব্য উপদেশ করত বলিলেন। ৫২

তুমি তোমার এই মনোমোহন মূর্তি ও পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী-পুরুষদিগকে মোহিত করত চিরস্থায়িনী সৃষ্টির প্রবর্তক হও। ৫৩

দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, দৈত্য, দানব, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ, কীট, পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণিগণ, সকলেই তোমার শরব্য হইবে। ৫৪-৫৬

হে পুরুষপ্রবর! অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরাও তোমার বশবর্তী হইব। ৫৭

তুমি স্বয়ং প্রচ্ছন্নরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করত সতত সুখজনক হইয়া সনাতন সৃষ্টির প্রবর্তক হও। ৫৮

সকল প্রাণীর মনই, তোমার পুষ্পবাণের প্রধান লক্ষ্য হইবে। তুমি উহাদিগের সতত মত্ততা ও আনন্দ সম্পাদন করিবে। ৫৯

আমি তোমার এই সৃষ্টিপ্রবর্তনোপযোগী কর্ম্ম নির্দেশ করিয়া দিলাম, যাহা অনুরূপ হয়, তোমার তাদৃশ নামকীর্তনও করিব। ৬০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সুরজ্যেষ্ঠ বিধাতা এই কথা বলিয়া মানস পুত্রদিগের মুখের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ক্ষণমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৬৯

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বিতীয় অধ্যায় — কাম-বিক্রম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর, মরীচি অত্রি প্রভৃতি সেই মুনিগণ, ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই পুরুষের অনুরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। ১

আর সেই দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ব্রহ্মা মুখের দিকে চাহিলেন দেখিয়াই বৃত্তান্ত বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত স্থান নির্দেশ ও পত্নী দান করিয়াছিলেন। ২

হে দ্বিজোত্তমগণ। মরীচি প্রভৃতি বিপ্রমণ্ডলী, নিশ্চয় করিয়া এই পুরুষের নিকট সঙ্গতভাবে তদীয় নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। ৩

যেহেতু তুমি আমাদিগের এবং বিধাতার চিত্ত মথিত করিয়া উৎপন্ন হইয়াছ, এইজন্য লোকে তুমি মন্মথ নামে অভিহিত হইবে। ৪

তুমি জগতের অসাধারণ কামরূপী; তোমার সদৃশ কেহ নাই। অতএব হে মনোভব! তুমি কাম নামে বিখ্যাত হও। ৫

লোককে মত্ত কর বলিয়া তোমার নাম মদন; আর তুমি মহাদেবের দর্পনাশে সমর্থ বলিয়া দর্পক এবং কন্দর্প নামে জগতে বিখ্যাত হইবে। ৬

তোমার পঞ্চশরের যে রূপ পরাক্রম; বৈষ্ণবাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র এবং ব্রহ্মাস্ত্রেরও তাদৃশ পরাক্রম নহে। ৭

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বা সনাতন ব্রহ্মলোক–সকল স্থানেই তুমি থাকিবে; যেহেতু তুমি সর্বব্যাপী। অধিক বলিয়া কি হইবে? ফল কথা এই যে, তোমার সমান কেহ নাই। ৮

তৃণ হউক আর বনস্পতিই হউক, প্রাণী যে যে স্থানে থাকিবে, ব্রহ্মসভা হইতে তত্তৎ সমুদয় স্থানই তোমার হইবে। ৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আদি প্রজাপতি স্বয়ং দক্ষই তোমার ইচ্ছামত শোভনা পত্নী প্রদান করিবেন। ১০

আর ব্রহ্মার মানসজাতা এই সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে সন্ধ্যা নামে বিখ্যাতা হইবেন। ১১

যেহেতু এই বরবর্ণিনী ব্রহ্মার সম্পূর্ণ ধ্যানসময়ে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেইজন্য জগতে ইহার ‘সন্ধ্যা’ বলিয়া প্রসিদ্ধি হইবে। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–হে দ্বিজবরগণ! সেই মুনিগণ, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখাবলোকনপূর্বক তাহার সম্মুখে বিনয়-নম্রভাবে মৌনী হইয়া রহিলেন। ১৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর কামদেব-রমণী ভ্রূ-সদৃশ বক্র, উন্মাদননামক কুসুমনির্মিত শরাসন এবং হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ, মুনিদিগেরও জ্ঞাননাশক, পুষ্পময় পঞ্চশর গ্রহণ করিয়া সেইখানেই প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিতি করা কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪-১৬

ব্রহ্মা আমার যে নিত্যকর্ম্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা এই খানে মুনিগণ সন্নিধানেই এই ব্রহ্মার উপরেই করিয়া দেখি। ১৭

এখানে মুনিগণ আছেন; দক্ষ প্রজাপতি আছেন; স্বয়ং ব্রহ্মাও আছেন, আর এই বরাঙ্গনা সন্ধ্যাও এখানে অবস্থিত। ১৮

এই সকল পুরুষ এবং সন্ধ্যাও আজ আমার শরব্য হইবেন। ১৯

“অন্য প্রাণীর কথা দূরে থাক, আমি বিষ্ণু এবং মহাদেবও তোমার অস্ত্রের বশবর্তী” ব্রহ্মা এখনই এই কথা বলিয়াছেন। আমি আজি তাহা সার্থক করিব। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–কামদেব ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর, তিনি কুসুমশরাসনের কুসুমগুণে শরযোজনা করিলেন। ২১

তখন ধনুর্ধরপ্রধান কামদেব আলীঢ়-প্রণালী-অনুসারে উপবেশন করত যত্নপূর্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া বলয়াকার করিলেন। ২২

হে মুনিবরগণ! তিনি কার্মুকে শরসন্ধান করিলে, তথায় পরমানন্দকারী সুগন্ধ অনিল বহিতে লাগিল। ২৩।

অনন্তর, মদন, ব্রহ্মা দক্ষাদি-প্রজাপতি ও ব্রহ্মার সমস্ত মানস পুত্রগণকে পৃথক পৃথক্ কুসুমশরপ্রহারে মোহিত করিলেন। অনন্তর, শরপীড়িত সেই সমস্ত মুনি এবং ব্রহ্মা মোহিত হইয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ২৪-২৫

তাহারা সকলে বিকার প্রাপ্ত হইয়া বারংবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল। কেননা, রমণী হইতেই কামবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২৬

তখন সেই দুষ্ট মদন তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ মোহিত করিয়া, যাহাতে তাহাদিগের বহিরিন্দ্রিয়ের বিকার হয়, তাহা করিল। ২৭

অনন্তর যখন ব্রহ্মা, উদগতেন্দ্রিয় হইয়া সন্ধ্যাকে দেখিতে লাগিলেন, তখন তাহার শরীর হইতে একোন-পঞ্চাশৎ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইল। ২৮

হে দ্বিজগণ। আর কামশরবিদ্ধা সন্ধ্যা হইতে বিব্বোকাদি হাবসকল এবং চতুঃষষ্টি কলা উৎপন্ন হইল। ২৯

তাহারা সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে সন্ধ্যাও বারংবার কটাক্ষ পাত ও কটাক্ষসঙ্কোচ প্রভৃতি মদন-শরপাত-সনভূত বিবিধ ভাবপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৩০

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিলে, মন্দাকিনীর যেমন শোভা হয়, তদ্রূপ স্বভাবসুন্দরী সন্ধ্যাদেবীও মদন-বিকার-জনিত সেই সেই ভাব প্রকাশ করত অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিলেন। ৩১

অনন্তর বিধাতা সেই ভাববতী সন্ধ্যাকে অবলোকন করিতে করিতে বিধাতার শরীরে স্বেদজলধারা বহিতে লাগিল; তিনি সন্ধ্যার প্রতি অভিলাষী হইলেন। ৩২

অনন্তর মরীচি, অত্রি প্রভৃতি সেই সমস্ত মুনি ও দক্ষ-প্রমুখ মুনিবরগণও ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ৩৩

তখন মদন, বিধাতাকে, দক্ষ-মরীচি-প্রমুখ মুনিগণকে এবং সন্ধ্যাকে তথাবিধ বিকার প্রাপ্ত অবলোকন করিয়া আপনার কর্ম্মপটুতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। ৩৪।

ব্রহ্মা আমার যে কর্ম্ম কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহা করিতে পারি, তাহার এই আত্মাদরবর্ধক বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ৩৫

ইত্যবসরে, আকাশচারী মহাদেব ব্রহ্মাকে এবং দক্ষ-সমেত মানস পুত্র গণকে তাদৃশ বিকারপ্রাপ্ত অবলোকন করিয়া হাস্য উপহাস করিলেন। ৩৬

হে দ্বিজবরগণ! বৃষধ্বজ তাহাদিগকে ধিক্কার প্রদানপূর্বক পুনঃপুনঃ হাস্য করত লজ্জিত করিয়া এই কথা বলিলেন,–অহে ব্রহ্মা। নিজের তনয়াকে দেখিয়া তোমার কি না কামভাব উপস্থিত হইল! ছিঃ! যাহারা বেদানুসারে চলে, এ কাজ তাহাদিগের যোগ্য নহে। ৩৭-৩৮

পুত্রবধূ ও কন্যা মাতৃতুল্য; ইহা বেদের সিদ্ধান্ত। তুমিই এই সিদ্ধান্তের প্রকাশক। বিধি! তুমি সামান্য কামের প্রভাবে তাহা বিস্মৃত হইলে কিরূপে? ৩৯

হে চতুরানন! ধৈর্য্য তোমার মনকে সর্বদা সতর্ক করিয়া রাখে। বিধি! তথাপি ক্ষুদ্রকাম কি না তোমার সে মন বিগড়াইয়া দিল। ৪০

হে একান্তযোগী, সর্ব্বদা দিব্যদর্শী দক্ষ মরীচি প্রভৃতি মানস পুত্রগণ! কি তোমরা রমণীলোলুপ হইলে! ৪১

ছিঃ! আজ কি না মন্দবুদ্ধি কামের বাসনা পূর্ণ হইল! অবসরানভিজ্ঞ স্বল্পবুদ্ধি কাম তোমাদিগকে শরব্য করিল! ৪২

হে মুনিবরগণ! কামিনী হঠাৎ যাহার ধৈর্য্য লোপ করিয়া চিত্ত চঞ্চল করে, তাহাকে ধিক্। ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাদেবের এই কথা শুনিয়া লজ্জাবশে ব্রহ্মার ক্ষমধ্যে দ্বিগুণ ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। ৪৪

চতুরানন সেই কামরূপিণী সন্ধ্যাকে গ্রহণ করিতে ইচছুক হইলেও অতঃপর ইন্দ্রিয়বিকার সম্বরণ করিলেন, তাহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। ৪৫

হে দ্বিজবরগণ! তাহার শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অগ্নিস্বাত্ত ও বর্হিষদ পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। ৪৬।

তাঁহাদিগের সকলের বর্ণ দলিতাঞ্জন-সদৃশ; নয়ন ফুল্ল-কমল-সন্নিভ। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত যতি, পরম পবিত্র এবং সংসার পরাঙ্মুখ। ৪৭।

হে দ্বিজগণ। কথিত আছে, অগ্নিস্বাত্তগণ চতুঃষষ্টি সহস্র; বর্হিষদগ ষড়শীতি সহস্র। ৪৮

দক্ষ-শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিখিল গুণশালিনী এক কোমল-কৃশাঙ্গী বরবর্ণিনী উৎপন্ন হইলেন। ৪৯

তাহার মধ্য ক্ষীণ; লোমাবলি স্বল্প; দশনপংক্তি মনোহর; এবং বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনবৎ সুচারু। ৫০

ক্রতু, বসিষ্ট, পুলস্ত এবং অঙ্গিরা ব্যতীত মরীচি প্রভৃতি অপর ছয় জন ঋষি, ইন্দ্রিয়বিকার-নিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৫১

হে দ্বিজগণ! ক্রতু প্রভৃতি বারজন ঋষির যে ঘর্ম্মজল ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে অপর পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। ৫২

তাহার সোমপ, আজ্যপ, সুকালিন্ এবং হবির্ভুজ, (হবিষ্মন্ত) নামে বিখ্যাত, তাহারা সকলেই কব্যবাহী। ৫৩

সোমপগণ ক্রতুর পুত্র; সুকালিনগণ বসিষ্ঠের পুত্র; আজ্যপগণ পুলস্ত্যের পুত্র; এবং হবিষ্মন্তগণ অঙ্গিরার পুত্র। ৫৪

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি সেই কব্যবাহী লোক-পিতৃগণ চারিদিকে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মা সর্ব্বভূতেরই পিতামহ হইলেন। আর সন্ধ্যা পিতৃগণের জননী হইলেন। কেননা সন্ধ্যা তাহাদিগের গর্ভধারিণী না হইলেও উৎপত্তির নিদান বটে। ৫৫-৫৬

অনন্তর পিতামহ, শঙ্করের কথায় লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্দর্পের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধে তাহার বদনমণ্ডল ভ্রূকুটীভীষণ হইল। ৫৭

সেই অপরাধী মন্মথও প্রথম হইতেই ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার ও মহাদেবের ভয়ে সত্বর শরাসন গোপন করিল।[৩] ৫৮

হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা রোষাবিষ্ট হইয়া যাহা করিলেন, একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ কর। ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

—

তৃতীয় অধ্যায় — রতিপরিণয়

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–অনন্তর পূর্ণ রোষাবিষ্ট জগৎপতি ব্রহ্মা, দিধক্ষু অনলের ন্যায় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ১

ঈশ্বরকে বলিতে লাগিলেন; হে শিব! কাম যেমন আপনার সম্মুখে আমাকে শরাঘাত করিল, সেইরূপ ফল পাইবে। ২।

হে দেবাদিদেব! এই কন্দর্প অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম সাধন পূর্বক আপনার নয়নানলে ভস্মীভূত হইবে। ৩

হে দ্বিজসত্তমগণ! ব্যোমকেশ ও সংযতচিত্ত মুনিগণের সমক্ষে স্বয়ং বিধাতা এইরূপে কামকে শাপ দিয়াছিলেন। ৪

অনন্তর রতিপতি নিদারুণ শাপশ্রবণে ভীত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক তাহাদিগের সমক্ষে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৫

দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণসমক্ষে ব্রহ্মাকে যথার্থ কথা বলিতেও তাহার কণ্ঠস্বর ভয়ে জড়িত হইতে লাগিল। ভয় হইলে কাহারও ধৈর্য্য ও সাহসাদি গুণ থাকে না। ৬

মন্মথ বলিলেন,–হে ব্রহ্মন্! আমি ন্যায্যপথানুবর্ত্তী নিরপরাধ; হে লোকেশ! তবে আমাকে কি জন্য অতি দারুণ শাপ দিলেন? ৭।

আপনি আমাকে যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, প্রভো! আমি তাহাই করিয়াছি; অন্য কিছু করি নাই; তাহাতে আমাকে শাপ দেওয়া আপনার অনুচিত হইয়াছে। ৮।

আপনি যে বলিয়াছিলেন, “আমি, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আমরা সকলেই তোমার বশবর্ত্তী,” আমি তাহারই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি মাত্র। ৯

হে ব্রহ্মন্! এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। হে জগৎপতে। নিরপরাধে আমার প্রতি প্রদত্ত এই নিদারুণ শাপ মোচন করুন। ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তাহার এই কথা শুনিয়া জগৎপতি বিধাতা সেই সংযত-চিত্ত মদনকে অত্যন্ত আনন্দিত করত উত্তর প্রদান করিলেন। ১১

ব্রহ্মা বলিলেন,–এই সন্ধ্যা, আমার কন্যা, তুমি আমাকে ইহার প্রতি কামভাবাপন্ন করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলে বলিয়া আমি তোমাকে শাপ দিয়াছি। ১২

এখন আমার ক্রোধ-শান্তি হইয়াছে। মনোভব! যেরূপে শাপ মোন হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। ১৩

মদন! তুমি মহাদেবের নয়নানলে ভস্মীভূত হইয়া পশ্চাৎ তাহার অনুগ্রহে আবার শরীর পাইবে। ১৪

যখন, দেবাদিদেব মহাদেব দারপরিগ্রহ করিবেন; তখন তিনিই তোমাকে শরীরী করিবেন। ১৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনকে এই কথা বলিয়া মানস সম্ভূত মুনিবরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। ১৬

সর্ববিধাতা ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, মহাদেব, বায়ুবৎ শীঘ্রগামী বৃষভে আরোহণপূর্বক অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। ১৭

বিধাতা অন্তর্হিত হইলে এবং মহাদেব নিজালয়ে গমন করিলে, দক্ষ মদনের পত্নী নির্দেশ করিলেন। ১৮

দক্ষ তাহাকে বলিলেন,–কন্দর্প! এই আমার দেহজাত কন্যা; আমার রূপ গুণ ইহাতে বিদ্যমান; ইনি গুণে তোমার অনুরূপা বটে; ইহাকে বিবাহ কর। ১৯

এই মহাতেজস্বিনী রমণী তোমার সতত সহচারিণী এবং তোমার ইচ্ছানুসারে ধর্মতঃ বশবর্তিনী হইবেন। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–দক্ষ এই কথা বলিবার পর নিজ শরীরের স্বেদজল-সম্ভূত কন্যাকে সম্মুখে করিয়া তাহাকে রতি নামে অভিহিত করত কন্দর্পের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ২১

মদন, সেই রতি-নাম্নী মনোহরা রমণীকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র নিজ শরে বিদ্ধ হইয়া রতি-অনুরাগে মুগ্ধ হইলেন। ২২

সৌদামিনীর ন্যায় অতিশয় গৌরবর্ণা সেই চঞ্চলাপাঙ্গী মৃগনয়না রমণী তাঁহারই অনুরূপ ভার্য্যা হইয়া বড় শোভা পাইলেন। ২৩

মদন তাহার ভ্রূযুগল দেখিয়া সংশয় করিয়াছিলেন যে, বিধাতা কি আমার উন্মাদন নামক শরাসন এই রমণীতে নিবেশিত করিয়াছেন? ২৪

হে দ্বিজবরগণ! মদন, তদীয় কটাক্ষের আশুগামিতা দেখিয়া স্বীয় অস্ত্র গণের আশুগতা বা চারুতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। ২৫

মদন, তাঁহার স্বভাব সুগন্ধ মৃদু নিশ্বাসবায়ু আঘ্রাণ করিয়া মলয় পবনে শ্রদ্ধাহীন হইলেন। ২৬

মদন, ভ্রূরেখা-লাঞ্ছিত পূর্ণচন্দ্রনিভ তদীয় বদন অবলোকন করিয়া সেই মুখ ও প্রকৃত চন্দ্রের পার্থক্য নির্ধারণে সমর্থ হইলেন না। ২৭

ভ্রমরসেবিত সুবর্ণকমলকলিকাকার তদীয় কুচদ্বয়, চুচুকযুগলযোগে শোভা পাইয়াছিল। ২৮

তাহার দৃঢ় পীবর সমুন্নত পরস্পরসংলগ্ন স্তনযুগলের মধ্য হইতে নাভিপর্যন্ত লম্বমান, বিরল দীর্ঘ কমনীয় লোমাবলী দেখিয়া বোধ হয়, কাম নিজ কুসুম শরাসনের ভ্রমরপূর্ণ মৌর্ব্বী ভুলিয়া গিয়াছিলেন; নতুবা সেই মৌর্ব্বী ত্যাগ করিয়াইহা দেখিতে এত ব্যগ্র হইবেন কেন? ২৯-৩০

তদীয় গম্ভীর নাভিরঞ্জ মধ্যস্থলে, চারিপাশের চর্ম দ্বারা সংবৃত রন্ধ্র মুখ ক্ষুদ্রায়তন; তাঁহার মুখ ও নয়নযুগল আরক্ত-কমল-সন্নিভ। ৩১

একে তাহার বর্ণ স্বভাবতঃ সুবর্ণসদৃশ, তাহাতে আবার মধ্যদেশে ক্ষীণ; হে দ্বিজবরগণ! কাজেই কাম তাহাকে স্বর্ণবেদীর ন্যায়[৪] দেখিতে লাগিলেন। ৩২

কাম, কদলীস্তম্ভবৎ আয়ত ও স্নিগ্ধ কমনীয় কোমল ঊরুযুগল, নিজ শক্তি বোধে দেখিতে লাগিলেন। ৩৩

তাহার বিচিত্র পদদ্বয়ের পার্ষ্ণি, পদাগ্র ও প্রান্তভাগ সকলই আরক্ত। মদন, সেই রক্তিমাকে আপনার প্রতি রতির অনুরাগ বোধ করিয়াছিলেন।[৫] ৩৪

হে দ্বিজসত্তমগণ! কিংশুক-কুসুম-সদৃশ নখর-নিকরে ও সূক্ষ্মাগ্র নিস্তল অঙ্গুলীযোগে মনোহর রক্তবর্ণ তদীয় কর-যুগল দেখিয়া মদন ভাবিলেন,–রতি কি আমার অস্ত্রই দ্বিগুণ করিয়া তদ্বারা আমাকে মোহিত করিতে উদযোগ করিয়াছেন। ৩৫-৩৬।

কাম ভাবিলেন;-বুঝি লাবণ্য জল প্রবাহই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ইহার মৃণালযুগলসদৃশ স্নিগ্ধ কোমল আয়ত কমনীয় বাহুযুগলসদৃশ আসিতেছে। তাহার নীলনীরদ-সন্নিভ মদনমোহন মনোহর কেশপাশ, চমরী মৃগীর পুচ্ছস্থিত কেশগুচ্ছের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। ৩৭

মদন, সেই যতিজন-মনোহারিণী রতি দেবীকে দেখিয়া মহাদেব যেমন গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ৩৮

রতিদেবীও সাক্ষাৎ গঙ্গা; কেননা গঙ্গার সকল চিহ্নই তাহাতে বর্তমান, তিনি কান্তিরূপ জলপ্রবাহে পূর্ণ; তাহার কুচাগ্রযুগল কমল-কলিকা; বদন মণ্ডল প্রফুল্লকমল; সুন্দর বাহু মৃণালখণ্ড; ভ্রূভঙ্গী তাহার ক্ষুদ্র তরঙ্গ; কটাক্ষ পাত উত্তুঙ্গলহরী; নয়নযুগল নীলোৎপল; ক্ষীণ লোমাবলী তাহার শৈবাল; নিম্ননাভি তাহার আবর্ত্ত; লোকের চিত্তরূপ বৃক্ষ আত্মসাৎ করিতেও তিনি সুপটু; আর দক্ষ-প্রজাপতিস্বরূপ হিমালয় গিরি হইতে তাহার উৎপত্তি। ৩৯-৪২

কাম তখন সাতিশয় প্রমোদ বশত সেই ব্রহ্মদত্ত নিদারুণ শাপ বিস্মৃত হইয়া দক্ষকে বলিলেন;–প্রভো! এই সম্পূর্ণ সুন্দর-রূপশালিনী রমণী আমার সহচারিণী হইলে আমি এখন মহাদেবকে মোহিত করিতে পারিব, অন্য প্রাণীর কথা কি বলিব কি? ৪৩-৪৪

হে অনঘ! আমি যে যে স্থান লক্ষ্য করিয়া শরাসন ধরিব, তথায় তথায় ইহাকেও রমণ-মায়াযোগে আমার অনুকূলে চেষ্টা করিতে হইবে। ৪৫

আমি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মধ্যে যখন যেখানে যাইব, এই সতত-চারু হাসিনী তখনই আমার সহগামিনী হইবেন। ৪৬।

হে প্রজাপতি! নারায়ণের যেমন লক্ষ্মী, জলদজালের যেমন সৌদামিনী, তদ্রূপ ইনিও যেন সর্বদা আমার সহচারিণী হন। ৪৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–মদন এই কথা বলিয়া নারায়ণ যেমন সাগরোত্থিতা লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তমা রমণী রতিদেবীকে ঔৎসুক্য সহকারে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যাকালে মেঘ যেমন মনোহর সৌদামিনীসহ শোভা পায়, ফুট গৌরবর্ণ কামদেব রতিসহ সেইরূপ শোভা পাইলেন। ৪৮-৪৯

এইরূপে সাতিশয় আনন্দযুক্ত রতিপতি,–যোগী যেমন বিদ্যাকে (তত্ত্বজ্ঞান) হৃদয়ে ধারণ (চিন্তা) করেন, তদ্রূপ সেই রতিদেবীকে হৃদয়ে (বক্ষঃস্থলে) ধারণ করিলেন। জলধিনন্দিনী হরিকে পতিরূপে পাইয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্রবদনা রতিদেবীও শ্রেষ্ঠ স্বামী পাইয়া সেইরূপ সন্তোষ লাভ করিলেন। ৫০

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুর্থ অধ্যায় — মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ইতিপূর্বে বিধাতা মহাদেবের বাক্যে অবমানিত হইয়া যখন অন্তর্হিত হন, তদবধি চিন্তা কবিতে লাগিলেন;-রমণীতে অভিলাষ মাত্র দেখিয়া মহাদেব আমাকে নিন্দা করিলেন, তিনি নিজে মুনিগণের সমক্ষে দারপরিগ্রহ করিবেন কিরূপে? ১-২

আর তাহার হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী যিনি, তাহার হৃদয়স্থিত যোগমার্গে অনাস্থা জন্মাইয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিবেন, এমন রমণীই বা কে, যে তাহার জায়া হইবেন? ৩

কামও তাহাকে ভুলাইতে পারিবে না। তিনি অত্যন্ত যোগাসক্ত, স্ত্রীলোকের নামও ভালবাসেন না। ৪

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে আদি, মধ্য ও অন্তে সৃষ্টি হইবে কিরূপে? তাহা হইলে সৃষ্টিলোপ-নিবারণও অপরের সাধ্যাতীত। ৫

কোন কোন মহাবীর ভূতলে জন্মিবে, তাহাদের কাহার উপায়তঃ আমার বধ্য; কাহারাও উপায়তঃ বিষ্ণুর বধ্য, কাহারও বা উপায়তঃ মহাদেবের বধ্য। ৬

শম্ভু একান্ত বৈরাগ্যসম্পন্ন ও সংসাপরাঙ্মুখ হইলে সৃষ্টি চলিবে কিরূপে? ইনি ভিন্ন অপরে ইহার কর্ম্ম করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। ৭।

লোক-পিতামহ লোকেশ ব্রহ্মা ইহা চিন্তা করত গগনমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া পুনরায় ভূতলস্থিত দক্ষাদিকে অবলোকন করিলেন। ৮

তিনি মদনকে রতিসহচর ও আনন্দযুক্ত দেখিয়া পুনর্বার তথায় গমনপূর্বক পুষ্পশরকে সান্ত্বনা করত বলিলেন। ৯

হে মনোভব। এই রমণীকে সহচারিণী পাইয়া তোমার শোভা হইয়াছে; আর এই রমণীও তোমাকে পতিরূপে পাইয়া যোগ্যসমাগম প্রযুক্ত অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। ১০

যেমন লক্ষ্মীযোগে নারায়ণ ও নারায়ণযোগে লক্ষ্মী, যেমন শশি-যোগে নিশা ও নিশা-যোগে শশী–সেইরূপ তোমরা উভয়েই পরস্পরে শোভিত এবং উৎকৃষ্ট দাম্পত্যভাবে অনুপ্রাণিত। অতএব তুমি জগতের কেতু (শ্রেষ্ঠ) এই জন্য তুমি বিশ্বকেতু নামে বিখ্যাত হইবে। ১১-১২

হে বৎস! তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাও; তিনি যেন প্রীত-মনে দারপরিগ্রহ করেন। ১৩

নির্জন স্নিগ্ধ প্রদেশেই হউক, পর্বতেই হউক, আর নদীতেই হউক, ঈশ্বর যেখানে যেখানে যাইবেন তুমি এই রতিদেবীর সহিত তথায় তথায় গিয়া সেই বনিত-পরাঙ্মুখ সংযতচিত্ত হরকে ভুলাইবে। ১৪-১৫

তুমি ভিন্ন তাহাকে তুলাইতে পারে, এমন লোক কেহ নাই। ১৬

হে মনোভব! মহাদেবের রমণী-অনুরাগ সঞ্চার হইলে তোমারও শাপ মোচন হইবে। অতএব এই আত্মহিতকর কার্য্য করিতে বিমুখ হইও না। ১৭

যদি মহেশ্বর অনুরাগ সহকারে কোন করভোরূ রমণীর প্রতি স্পৃহা করেন, তাহা হইলে তখন তিনি তৎকালিক ভাবের উপযোগী বলিয়া তোমাকে সম্মানিত করিবেন। ১৮

অতএব তুমি জগতের হিতার্থে মহাদেবকে ভুলাইতে যত্ন কর। আর তাহাকে ভুলাইয়া তুমি বিশ্বকেতু হও। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–মন্মথ পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া জগতের হিতজনক যথার্থ কথা তাহাকে বলিতে লাগিলেন;-প্রভো! আমি আপনার বচনানুসারে মহাদেবকে ভুলাইব। কিন্তু আমার প্রধান অস্ত্র রমণী; আপনি নির্জনে সৃজন করুন। ২০-২১

হে বিধাতঃ! আমি শম্ভুকে ভুলাইলে পর যিনি তাহার পরেও তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, এইরূপ মনোরমা রমণী আমাকে বলিয়া দিন। ২২

যিনি তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন, বর্তমান সময়ে এরূপ রমণী আমি ত দেখিতে পাই না; অতএব আপনি তদ্বিষয়ে উপায় করুন। ২৩

কন্দর্প এই কথা বলিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন, কোন রমণী মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবেন? ২৪

অনন্তর চিন্তাকুল বিধাতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; তাহা হইতে কুসুমসংহতি ভূষিত বসন্ত উৎপন্ন হইলেন। ২৫

বসন্ত অলিকুলসঙ্কুল মুকুলিত চুতাঙ্কুর, কিংশুক কুসুম ও কমলশ্রেণী ধারণ কত ফুল্লকুসুমিত তরুবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২৬

তাহার রক্তকমল সদৃশ বর্ণ, নলিনাভ লোচনযুগল, সন্ধ্যাকালীন পূর্ণ শশধরের ন্যায় মুখমণ্ডল, তাহার সুন্দর নাসিকা, শঙ্খসদৃশ চরণাবর্ত, কুন্তলজাল নীলকুঞ্চিত। তিনি অস্ত গমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ কুণ্ডল যুগলে ভূষিত। ২৭-২৮।

তাহার গতি মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত; তাহার নিস্তল পীবর দীর্ঘ ভুজযুগল, অকর্ম কঠিন করতলদ্বয়; তাহার ঊরু, কটি ও জঙঘা সুবৃত্ত, গ্রীবা কম্বুসন্নিভ, স্কন্ধ উন্নত, জত্রুদেশ গূঢ় এবং মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। ২৯-৩০

সেই সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত পূর্ণাবয়ব কুসুমাকর উৎপন্ন হইলে উত্তম সদগন্ধপূর্ণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং তরুনিকর পুষ্পিত হইল। ৩১

মধুরস্বর কোকিলকুল শতশতবার পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিল। আর সুনির্ম্মল সরসীসলিলে কমলরাজি বিকশিত হইল। ৩২

সেই সুলক্ষণপূর্ণ বসন্ত সেইরূপে উৎপন্ন হইলেন দেখিয়া হিরণ্যগর্ভ মদনকে মধুর বচনে বলিলেন,–মন্মথ! এই ব্যক্তি তোমার পরম মিত্র ও সতত সহচর হইবে, আর তোমার কার্যে সর্ব্বদাই আনুকূল্য করিবে। ৩৩-৩৪

বায়ু যেমন অগ্নির মিত্র বলিয়া সর্ব্বত্র তাহার উপকার করেন, সেইরূপ এই তোমার বন্ধু সর্ব্বদা তোমার অনুগমন করিবেন। ৩৫

বসতির অন্ত হেতু বলিয়া অর্থাৎ প্রবাসীকে প্রবাসে থাকিতে দেন না বলিয়া ইহার নাম হউক "বসন্ত"। তোমার অনুগমন এবং লোকরঞ্জনই ইহার কর্ম্ম। ৩৬।

বসন্তেই শৃঙ্গার এবং মলয় পবন বসন্তেরই উপকরণ। সমস্ত ভাব তোমার সতত বশবর্ত্তী সুহৃদ হউক। ৩৭

আর এই সকল সুহৃদগণের সহিত তোমার যেমন সৌহার্দ, সেইরূপ বিব্বোকাদি হাব এবং চতুঃষষ্টি কলা রতির সহিত সৌহার্দ স্থাপন করুন। ৮

কাম তুমি বসন্ত প্রভৃতি এই সকল সহচর ও কথিত পরিজন-পরিবৃতা সহচরী এই রতি দেবীর সহিত মিলিত হও। ৩৯

মহাদেবকে মোহিত কর; এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী কর। তুমি সকল সহচরে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত প্রদেশে গমন কর। আর যিনি হরকে ভুলাইতে পারিবেন, এইরূপ রমণী, যাহাতে হয়, আমি তাহা করিতেছি। ৪০

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে মদন আনন্দিত হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে তদীয় চরণে প্রণিপাত করিলেন। ৪১

তখন মন্মথ, যেখানে শিব ছিলেন, দক্ষকে এবং সেই সমস্ত ব্রহ্মার মানস পুত্রদিগকে অভিবাদন করিয়া তথায় গমন করিলেন। ৪২

হে দ্বিজবরগণ! সেই মন্মথ, অন্যান্য অনুচর ও শৃঙ্গারাদি ভাবগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলে পিতামহ দক্ষ ও মরীচি অত্রিপ্রভৃতি মুনিবরগণকে মধুর বচনে বলিয়াছিলেন। ৪৩

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চম অধ্যায় — ব্রহ্মাকর্তৃক মহামায়ার স্তব

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর ব্রহ্মা, তখন মহাত্মা দক্ষকে এবং মরীচি প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন। ১

ব্রহ্মা বলিলেন,–কোন্ রমণী শম্ভুর পত্নী হইবেন? কোন্ রমণী তাহাকে ভুলাইতে পারিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতেছি। কিন্তু কাহাকেও শিবপত্নী বলিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ২।

দক্ষ! সন্ধ্যা ও সাবিত্রীর আরাধ্য দেবতা জগন্ময়ী মহামায়া বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী কেহ নাই। ৩

অতএব আমি জগজ্জননী যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়াকে স্তব করি, তিনি সুন্দর রূপে তাহাকে মোহিত করিবেন। ৪

দক্ষ! তুমিও সেই বিশ্বময়ীরই পূজা কর, তিনি যেন তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–পরমাত্মা ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া দক্ষ, মরীচিপ্রভৃতির বচনানুসারে সেই সৃষ্টিকর্তাকে বলিলেন। ৬।

দক্ষ বলিলেন,–ভগবন্! আপনি জগতের হিতজনক যে যথার্থ কথা বলিয়াছেন, হে লোকেশ। আমরা তদনুসারে কার্য্য করিব। ৭

বিষ্ণুমায়া ব্যতীত শিবের মনোহরণ করিতে অপর কেহ পারিবে না, ইহা স্থির বটে। স্বয়ং বিষ্ণুমায়া যাহাতে আমার কন্যা হইয়া মহাত্মা শিবের পত্নী হন, আমি তদনুরূপ চেষ্টা করিব। ৮।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তখন মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, "এই'ই বটে" বলিলে, দক্ষ, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯

দক্ষ, ক্ষীরোদ-সাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত হইয়া জগদম্বাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থাপনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করাই তপস্যার উদ্দেশ্য। ১০

দৃঢ়ব্রত দক্ষ সংযতচিত্ত হইয়া নিয়ম সহকারে তিন সহস্র দিব্য বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ১১

বায়ু-ভক্ষণ, অনশন, জলমাত্র পান অথবা বৃক্ষের গলিত পত্র ভোজন করিয়া জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে চিন্তা করত সেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। ১২

দক্ষ, তপস্যা করিতে গেলে, সর্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মা, পরম পবিত্র পুণ্যজনক মন্দরগিরিসমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মা মন্দরগিরির প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুণ্য ক্ষেত্রে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী বিষ্ণুমায়াকে তদ্গত একাগ্রচিত্তে অর্থপূর্ণ রচনাবলী দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩-১৪

ব্রহ্মা বলিলেন,–যিনি অবিদ্যা, বিদ্যা ও স্থূল সূক্ষ্ম-স্বরূপ, নিরাধারা নিরাকুলা এবং বিশুদ্ধ, সেই জগদ্ধাত্রী দেবীকে স্তব করি। ১৫

জগতের উপাদান কারণ জগদতীত প্রকৃতি যাহা হইতে উদ্ভুত, সেই পরমাত্মার অবয়বরূপিণী সনাতনী নিদ্রাকে স্তব করি। ১৬

তুমিই চিৎশক্তি, তুমিই পরমানন্দরূপী পরমাত্মা, তুমি সর্ব্বভূতের শক্তি এবং তুমিই পবিত্রতাবিধায়িনী। ১৭।

তুমি সাবিত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রতি, তুমি ধৃতি; আর জ্যোতিঃস্বরূপে তুমিই সংসারের প্রকাশিকা। ১৮

তমোরূপে তুমি জগৎকে আবরণে রাখ। তুমিই সৃষ্টিরূপে ইহাকে পূর্ণ কর। ১৯

তুমি বৈষ্ণবীরূপে জগতের স্থিতিকারিণী, হিতৈষিণী আবার তুমিই অন্তরূপে জগতের প্রলয় করিয়া থাক। ২০

তুমি মেধা; তুমি মহামায়া; তুমিই পিতৃলোকের আনন্দদায়িনী স্বধা। তুমি স্বাহা, তুমিই নমঃশব্দ, বষট্‌কার এবং স্মৃতিরূপা। ২১

তুমি পুষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী; তুমি করুণা, তুমি মুদিতা, তুমিই লজ্জা; তুমি শান্তি, তুমি কান্তি, তুমিই জগতের ঈশ্বরী! ২২

আবার বলি, তুমি মৈত্রী, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃদেবতা স্বধা। হে নিত্যশক্তি-স্বরূপে! আমার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর স্থিতিশক্তি এবং রুদ্রের বিনাশ শক্তি–এই সমস্ত শক্তিও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। ২৩।

একা তুমিই আত্মপ্রকাশক তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মগোপক অজ্ঞানরূপ দ্বিবিধভাব অবলম্বনপূর্বক কাহারও মুক্তি এবং কাহারও সংসারবন্ধন সাধন করিতেছ। ২৪

তুমি সর্ব্বভূতের লক্ষ্মী, তুমি ছায়া, তুমি সরস্বতী; তুমি ঋগ-যজুঃ সাম বেদরূপিণী, তুমি ত্রিমাত্রা (প্লুতরূপ) এবং সর্ব্বভূত-স্বরূপা। ২৬

তুমি পিতৃগণমনোরঞ্জিনী সামগীতি, তুমি সকল যজ্ঞেরই বেদি, সামধেনী এবং হবিঃ! ২৭

পরমাত্মার নিষ্কল অব্যক্ত অনির্দেশ্য রূপ এবং সমস্ত জগৎ–এই সূক্ষ্ম স্থূল সকল রূপই তোমার। ২৮

বিশ্বম্ভরে! যে সর্বাধারভূত বিশাল মূর্তি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, জগতে মঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপ। তুমিই সেই মূর্তি [৬]। ২৯

তুমি লক্ষ্মী, চেতনা, কান্তি, তুমি পুষ্টি, তুমি নিতা, তুমি কালরাত্রি, তুমি মুক্তি, শান্তি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি। ৩০

হে সুখভোগপ্রদায়িনি! তুমিই ভবসাগর পার তরণিরূপিণী; মাগো! প্রসন্ন হও; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই গতি; তুমিই মতি। ৩১

তুমি নিত্যা আবার তুমিই অনিত্যা! তুমি এই স্থাবর-জঙ্গমময় নিখিল জগন্মোহিনী; তুমি সঙ্গতিবিধায়িনী এবং সাঙ্গোপাঙ্গ-সকলযোগ-মার্গ-প্রবর্তিনী। ৩২।

তুমি যতিগণের ধ্যান, যতিগণের কীর্তি; যোগের অষ্টাঙ্গ তোমাতে বিদ্যমান; তুমি খড়্গ, শূল এবং চক্র ধারণ করিয়া থাক; তুমি ঘোররূপা। ৩৩

তুমি ঈশ্বরী, জনগণের প্রতি সর্ববিধ অনুগ্রহ করিতে সমর্থ; তুমি জগতের আদি অথচ তোমার আদি নাই; তোমা হইতে জগতের উৎপত্তি, অথচ তোমার উৎপত্তি নাই। ৩৪

এক তুমি প্রলয়কালে জগন্মণ্ডল সংহার করিয়া থাক; অথচ তোমার নাশ নাই। এক তুমিই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা এবং তামসী বলিয়া বর্ণিত আছ; এক তুমিই হিংসা এবং অহিংসা; তুমিই কালী এবং চতুরাননা। ৩৫

তুমি পরাৎপরা ও সকলের জননী; তুমি আনন্দময়ী এবং আনন্দদায়িনী। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয় এবং তুমি ইহা রক্ষণ ও ধারণ করিতেছ। ৩৬

তুমি দৃষ্টিহীন। অথচ তোমার দৃষ্টি অতি উত্তম; তুমি কর্ণহীনা অথচ তোমার শ্রবণযুগল পরম রমণীয়। তোমার হস্ত পদ নাই, অথচ তোমার গমনবেগ ও গ্রহণ-পাটব অত্যন্ত প্রবল। ৩৭।

তুমি স্বর্গ, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি মন এবং অহঙ্কারও তুমি–অধিক কি এই জগতের যে আট প্রকার প্রকৃতি (কারণ–প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি) আছে, তৎসমুদায়ই তুমি, আবার তুমিই যত্নস্বরূপা। ৩৮

তুমি মেরুরূপে জগতের নাভি এবং পরম নালিকা-স্বরূপা। তুমিই শুদ্ধ সত্বময়ী পরাৎপর, আবার তুমিই মোহপ্রদায়িনী মহামায়া। ৩৯

জগতের জন্য তোমাকে কারণ, কার্য, সত্য, শান্ত, মঙ্গলময় এবং অমঙ্গলময় নানারূপ ধারণ করিতে হইয়াছে। সেই সমস্ত রূপ উপাসকবৃন্দের ভক্তিবৃক্ষের ফলস্বরূপ। ৪০

তুমি অতি হ্রস্ব, অতিদীর্ঘ; তুমি অতি ক্ষুদ্র, অতি বৃহৎ; তুমি অতি সূক্ষ্ম অথচ নিখিল লোকব্যাপিনী জগন্ময়ী! ৪১

তুমি মানহীনা অথচ তোমার অত্যন্ত মান; তুমি অপরিমেয়া এবং উন্নত কায় গিরিরাজের দুহিতা। তোমার জগদ্ব্যাপী রূপরাজি সমবেত ও পৃথক্ ভাবে সেবা-ভক্তি করিলে সমুদয় সংসার-ভ্রান্তি দূর হয়। ৪২

তুমি ইষ্টানিষ্ট-পরিণামজ্ঞানসম্পন্না এবং লোকের ইষ্টানিষ্ট তোমার দ্বারাই হইয়া থাকে। আর তোমার নিখিল রূপই সৃষ্টি স্থিতি সংহারময়। ৪৩

অষ্টাঙ্গযোগ বলে বারংবার বিচার করিয়া যে তত্ত্ব স্থিরীকৃত হয়, সেই নিত্যরূপ তোমার। ৪৪

তুমি বাহ্য অন্তর; তুমি সুখ দুঃখ; তুমি জ্ঞান অজ্ঞান, তুমি জীবন মরণ; তুমি শান্তি অশান্তি; তুমিই জগদীশ্বরের ঐশী শক্তি। ৪৫

ত্রিভুবনে যাঁহার প্রভাব বর্ণন করিতে কেহ সমর্থ হয় না, তুমি সেই জগদীশ্বরেরও মোহকারিণী; আমি আর তোমাকে স্তব করিব কি? ৪৬

তুমি যোগনিদ্রা ও মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা; তুমি জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়া; তুমিই প্রকৃতি; তোমাকে স্তব করিয়া উঠিতে পারে কে? ৪৭

আমি, বিষ্ণু এবং শিব আমাদিগের শরীর গ্রহণ, যাহা হইতে হইয়াছে, তাহার প্রভাব ও গুণাবলী বর্ণন করিতে কে সমর্থ হইবে? ৪৮

তুমি প্রকাশ করিয়া থাক বলিয়া অভ্যন্তরচারিণী জ্যোতিঃস্বরূপিণী; আবার তুমিই বহিশ্চারিণী স্থাবর জঙ্গমস্বরূপা। ৪৯

প্রসন্ন হও মা! তুমি নিখিল জগতের জননী লক্ষ্মীরূপিণী; হে বিশ্বময়ি। বিশ্বেশ্বরি! হে সনাতনি! প্রসন্ন হও। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, যোগনিদ্রা, স্নিগ্ধাঞ্জন-সমপ্রভা, মনোহর রূপবতী চতুর্ভূজা বজ্র-খড়্গাধারিণী সিংহবাহিনী মুক্তকেশীরূপে সেই পরমাত্মা ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভুতা হইলেন। ৫১

নিখিল জগদ্গুরু বিধাতা তাহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া ভক্তি নম্র মস্তকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫২

হে জগতের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি রূপিণি! সৃষ্টিস্থিতিস্বরূপে! তোমাকে বার বার নমস্কার। আপনি চরাচরের শক্তিরূপা অখিলবিমোহিনী সনাতনী। ৫৩

কেশবের অর্ধাঙ্গরূপিণী লক্ষ্মী, সর্বাধারভূতা পৃথিবী, যোগিজনপূজিতা মনোহারিণী দেবী লজ্জা-এ সকলই তুমি; হে পরমাত্মসারে! তোমাকে নমস্কার। ৫৪

যোগিগণ, শ্রবণ-মননদ্বারা অবগত হইয়া সমাধিপূত-হৃদয়ে যে স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় বিশুদ্ধ বিদ্যা ভাবনা করেন, তুমিই সেই বিবিধ বিষয়াবলম্বিনী মহা বিদ্যা। ৫৫

জগৎ-পরিবর্তনহেতু কালস্বরূপ কূটস্থ (পরিবর্তনশূন্য) অব্যক্ত অচিন্তনীয় রূপ ধারণ করত তুমি জগতকে সতত পুরাতন নূতন ও মধ্যাবস্থাপন্ন করিতেছ। ৫৬

তুমি সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-জগতের একমাত্র হেতু প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই পুরুষের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বস্তুতে আসক্তি নিবৃত্তি করিয়া স্বয়ং অপসৃত হইয়া থাকেন। ৫৭

হে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডজননি! জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপে! জগতের হিতের জন্য যত্ন করুন; হে বিষ্ণুমায়ে! তোমাকে নমস্কার। ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–ত্রিলোকবিমোহিনী মহামায়া কালী বিশ্ব-ধাতার এই কথা শুনিয়া মেঘগম্ভীর-স্বরে তাহাকে বলিতে লাগিলেন;–হে ব্রহ্মন! কি জন্য তুমি আমাকে স্তব করিতেছ? আর শুন, কাহার উপরে তোমার ক্ষমতা খাঁটিতেছে না, আমার নিকট শীঘ্র বল। ৫৯-৬০

প্রত্যক্ষগোচর হইলে নিশ্চয় কার্য সিদ্ধ হয়। অতএব তুমি নিজ অভিলাষ ব্যক্ত কর; আমি আগ্রহ সহকারে তাহা করিব! ৬১

ব্রহ্মা বলিলেন,–ভূতপতি মহাদেব, একাকী বিচরণ করিতেছেন; সহ চারিণী করিতে ইচ্ছা করেন না। অতএব তুমি তাহাকে মোহিত কর, তিনি যেন স্বয়ং দারগ্রহণে অভিলাষী হন। ৬২।

তোমা ভিন্ন আর কোন রমণীই তাহার মনোহারিণী হইবে না, অতএব তুমিই একরূপে শিবমোহিনী হও। ৬৩

তুমি জগতের হিতের জন্য লক্ষ্মীরূপ ধারণ করত, নারায়ণকে যেমন আনন্দিত করিতেছ, এই মহাদেবকেও সেইরূপ আনন্দিত কর। ৬৪

আমার রমণীর প্রতি, মাত্র ইচ্ছা হইয়াছিল, বৃষধ্বজ তাহারই নিন্দা করিয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কখনই দার পরিগ্রহ করিবেন না। ৬৫

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধ্যে প্রলয় হেতু সেই রুদ্র, বৈরাগ্যবশে দারপরিগ্রহ করিলে সৃষ্টিচক্র চলিবে কিরূপে? ৬৬

আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমারই শরণাগত হইয়াছি। এ বিপদে তোমা ভিন্ন আর কেহ রক্ষক নাই; জগতের হিতের জন্য তুমি আমার এই কার্য্যটী সাধন কর। ৬৭

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কাম বা আমি–আমরা কেহই সেই ঈশ্বরকে ভুলাইতে পারিব না। অতএব হে জগন্মাতঃ! তুমি তাহাকে মোহিত কর। ৬৮

যেমন একা তুমি সর্ব্বভূতের কীর্তি, সংযতচিত্ত ব্যক্তিদিগের লজ্জা এবং বিষ্ণুর প্রেয়সী; (এইরূপ নানা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছ) সেইরূপ আর এক মূর্তি ধরিয়া ঈশ্বরকেও মোহিত কর। ৬৯,

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর যোগময়ী কালী ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাহা শ্রবণ করুন। ৭০

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষষ্ঠ অধ্যায় — দেবীর আশ্বাস প্রদান

দেবী বলিলেন,–ব্রহ্মন! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। এজগতে আমি ভিন্ন শঙ্করকে মোহিত করিতে পারে, এরূপ কেহ নাই। ১

মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করিলে সনাতন সৃষ্টি-চক্র চলিবে না, এতৎসমস্তও তুমি প্রতিপাদন করিয়াছ। ২

এই জগৎপতি মহাদেবকে ভুলাইতে আমারও স্বাভাবিক যত্ন আছে। আজ আবার তোমার কথায় তাহা দ্বিগুণতর প্রগাঢ় হইল। ৩

হর যাহাতে বিমোহিত হইয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় আপনা হইতেই দার পরিগ্রহ করেন, অমি তদ্বিষয়ে যত্ন করিব। ৪

মহাভাগ! লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বশবর্তিনী, তদ্রূপ আমিও সুচারু মূর্তি ধারণ করত তাহারই বশীভূতা হইব। ৫।

আর সেই প্রিয় মহাদেব, যাহাতে আমার বশবর্তী হন, তাহাও করিব। অধিক কি, মহাদেবকে আমি সামান্য-সংসারীর ন্যায় করিয়া ফেলিব। ৬।

হে বিধাতঃ! আমি কল্পান্তরেও প্রতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে আকুলতাশূন্য মহেশ্বরের রমণীরূপে অনুসরণ করিব। ৭

হে পিতামহ! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই দক্ষপত্নীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়া মনো হররূপে শঙ্করের সহিত মিলিত হইব। ৮

তাহাতেই দেবগণ, বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রারূপিণী আমাকে শঙ্করী এবং রুদ্রাণী বলিয়া স্তব করিবে। ৯

জন্মিবামাত্র জীবকে আমি যেমন মোহিত করিয়া থাকি, প্রমথপতি শঙ্করকেও তদ্রূপ মোহিত করিব। ১০

পৃথিবীতে যেমন সাধারণ প্রাণী, রমণীর বশে থাকে, শঙ্কর ততোধিক স্ত্রীর বশতাপন্ন হইবেন। ১১

তিনি হৃদয়মন্দিরে সমাধিলীলা ভঙ্গ করিয়া মুগ্ধ হইবার জন্যই আমাকে বিদ্যারূপে গ্রহণ করিবেন ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবতী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া তাহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। ১৩

তিনি অন্তর্হিত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় কামদেব, অনুচরগণের সহিত অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ১৪।

হে মুনিপুঙ্গবগণ! তিনি মহামায়ার বাক্য স্মরণ করত অতিশয় আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং তখন আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ১৫

অনন্তর মদন, মহাত্মা বিরিঞ্চিকে হংসযানে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ১৬

মনোভব, হৃষ্টচিত্ত সর্ব্বলোক-বিধাতাকে আসনে বসাইয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বন্দনা করিলেন। ১৭

অনন্তর ভগবান্ বিধাতা, বিষ্ণুমায়া যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথা মদনকে আনন্দিত করত, হর্ষ-বিজড়িত-মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন। ১৮

বৎস মনোভব! পূর্বে আমি মহাদেবকে মোহিত করিতে প্রস্তাব করিলে তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, “বরাবর মোহিত করিয়া রাখিতে পারে, এমন এক জন রমণী সৃজন করুন”,

আমি তদনুসারে কার্যসিদ্ধির জন্য মন্দরপর্ব্বতের গুহামধ্যে একাগ্রচিত্তে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা দেবীর স্তব করি। ১৯-২০

বৎস! তখন তিনি আপনিই সন্তোষসহকারে আমার প্রত্যক্ষগোচর স্বীকার করেন 'আমি শম্ভুকে মোহিত করিব'। ২১

মনোভব! তিনি অচিরকালমধ্যেই দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সত্যই শঙ্করকে মোহিত করিবেন। ২২

মদন বলিলেন,–ব্রহ্মণ! জগন্ময়ী বা যোগনিদ্রা কাহার নাম? তপোনিষ্ঠ মহাদেবকে কেমন করিয়া তিনি বশীভূত করিবেন? ২৩

সেই দেবীর প্রভাব কিরূপ? তিনি কে? উঁহার অবস্থিতিই বা কোথায়? হে লোক-পিতামহ! এই সকল কথা আমি আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ২৪

সমাধিত্যাগ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলে যাহার দৃষ্টিগোচরে আমরাও ক্ষণকাল থাকিতে পারি না, সেই মহাদেবকে তিনি কেমন করিয়া মোহিত করিবেন? ২৫

ব্রহ্মন! জ্বলন্ত অনল-সন্নিভ নয়নত্রয় ও বিকট জটাজূটে ঘোরদর্শন শূলপাণিকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে কে থাকিতে পারে? ২৬

এবংবিধ শূলপাণিকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করিতে অভিলাষিণী হইয়া যিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। ২৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–চতুরানন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেও, শিবকে মোহিত করা সম্বন্ধে মনোভবের সেই অনুৎসাহব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া "কাম মহাদেবকে ভুলাইতে পারিবে না", এই ভাবিতে ভাবিতে বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ২৮-২৯

নানারূপধারী, মহাবল-পরাক্রান্ত, লোলজিহ্বা, ভীষণাকৃতি চঞ্চলস্বভাব "গণ"–তাহার নিঃশ্বাসবায়ু হইতে উৎপন্ন হইল। ৩০

তাহাদিগের কেহ তুরঙ্গানন, কেহ কেহ গজানন, কতিপয় ব্যক্তি সিংহ ব্যাঘ্রানন; কাহারও মুখ কুকুরের ন্যায়, কাহারও বরাহের ন্যায়, কাহারও বা গর্দভের ন্যায় মুখ, কেহ ভল্লুকানন, কেহ বিড়লানন, কেহ শরভানন, কেহ শুকানন, কাহারও কাহারও বদন বানরের ন্যায়, কাহারও শৃগালের ন্যায়; কোন কোন ব্যক্তির মুখ সর্পের ন্যায়, কতকগুলি ব্যক্তির আকৃতি গোরুর ন্যায়, কাহারও কাহারও মুখ গোরুর ন্যায়, কাহারও বা মুখ পক্ষীর ন্যায়। ৩১-৩৩

অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি, অতি খর্বাকৃতি, অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত কৃশ, পিঙ্গল লোচন, নির্মল নেত্র, ত্রিনয়ন, একনয়ন, স্থূলোদর, এককর্ণ, ত্রিকর্ণ, চতুষ্কর্ণ, স্থূলকর্ণ, মহাকর্ণ, বিস্তৃতকর্ণ, কর্ণহীন, দীর্ঘনয়ন, স্থূলনয়ন, সূক্ষ্মনেত্র, দৃষ্টিহীন, চতুস্পদ, পঞ্চপদ, ত্রিপদ, একপদ, হ্রস্বপদ, দীর্ঘপদ, স্থূলপদ, মহাপদ, একহস্ত, চতুর্হস্ত, দ্বিহস্ত, ত্রিহস্ত, হস্তহীন, রিরূপাক্ষ, গোধাকার, মনুষ্যাকার, শিশু মারানন, ক্রৌঞ্চাকৃতি, বকাকার, হংসরূপী, সারসরূপী, মদ্গু-মুখ, কুররাস্য, কঙ্ক-বদন, কাকানন, অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধরক্ত, কপিলবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ, নীলবর্ণ, শুক্লবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিদ্বর্ণ এবং বিচিত্রবর্ণ এইরূপ নানা দলে বিভক্ত সেই “গণ” শঙ্খ, পট্ট, মৃদঙ্গ, ডিণ্ডিম, গোমুখ এবং পণবাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিল! ৩৪-৪০

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তাহারা সকলেই উন্নত নিবিড় পিঙ্গল জটাজুটে ভীষণ তর; সকলেই রথারোহী। ৪১

তাহাদিগের হস্তে শূল, পাশ, খড়্গ, ধনু, শক্তি, অঙ্কুশ, গদা, বাণ, পট্টিশ এবং প্রাস। ৪২

নানা প্রহরণধারী মহাবলসম্পন্ন সেই “গণ” ঘোরতর শব্দ করত ব্রহ্মার সম্মুখে ‘মার কাট’ বলিতে লাগিল। ৪৩

তাহারা তথায় ‘মার কাট” ইত্যাদি শব্দ করিতে থাক; বিধাতা সেদিকে দৃকপাত না করিয়া যোগনিদ্রার প্রভাব কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৪

অনন্তর, মদন, সেই “গণ’ দর্শনে ব্রহ্মার কথায় বাধা দিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্বক গণগণসম্মুখেই বলিতে লাগিলেন,–প্রভো! ইহারা কি কার্য করিবে? থাকিবে কোথায়? ইহাদিগের নামই বা কি? ৪৫

যাহা ইহাদিগের প্রকৃত কার্য্য; যথায় ইহারা থাকিবে, এবং ইহাদিগের যে নাম, তৎসমুদায় স্থির করিয়া দিয়া পরে আমার নিকট মহামায়ার প্রভাব কীর্ত্তন করিবেন। ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা মদনের এই কথা শ্রবণে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া গণদিগের কর্মাদি নির্দেশ করত তাহাদিগকে বলিলেন,–ইহার জন্মিবামাত্র স্পষ্টভাবে বারংবার ‘মার মার’ বলিয়াছিল এইজন্য ইহাদিগের নাম হউক ‘মার’। ৪৭-৪৮

আর মারাত্মক অর্থাৎ কামের অধীন বা সাংঘাতিক বলিয়াও ইহারা ‘মার’ নামে অভিহিত হউক। ইহার অবারিতভাবে সকল প্রাণীরই বিঘ্ন সাধন করিবে। ৪৯

হে মনোভব! তোমার অনুগমন করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য হইবে। তুমি যখন যখন নিজ কার্য সাধনেদ্দেশে যথায় যথায় গমন করিবে, তখন তখন ইহারাও তোমার সাহায্যার্থ তথায় তথায় যাইবে। ৫০

তুমি যাহাদিগের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, ইহারা তাহাদিগের মন উচ্চাটন করিবে; জ্ঞানীদিগের জ্ঞানপথেও সর্ব্বদা বিঘ্ন করিবে। ৫১

সকল প্রাণিগণ যাহাতে সংসার বন্ধনের অনুকূল কার্য্য করে, বিঘ্ন থাকিলেও ইহারা সর্ব্বতোভাবে তাহা করিবে। ৫২

ইহারা বেগশালী ও কামরূপী হইয়া সর্বত্র থাকিতে পারিবে। তুমি এই গণের অধিনায়ক হইবে। আর ইহারা নিত্যকর্মীদিগের পঞ্চযজ্ঞাংশ-ভোগী ও উদকশায়ী হইবে। ৫৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর তাহারা সকলে অভিলাষ অনুসারে কার্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা ও মদনের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান রহিল। ৫৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পৃথিবীতে কেহই তাহাদিগের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বর্ণন করিতে পারে না, যেহেতু তাঁহারা বিশেষ তপোনিষ্ঠ। ৫৫

তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র নাই, তাহারা সকলেই মাহাত্মা সন্ন্যাসী, সতত নিস্পৃহ এবং ঊর্দ্ধরেতা। ৫৮

অনন্তর ব্রহ্মা মদনের নিকট পুনরায় যোগনিদ্রার মাহাত্ম সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৭

যিনি অব্যক্তকে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন ভাবে ব্যক্তরূপে বিভক্ত করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করেন, তাহার নাম বিষ্ণুমায়া। ৫৮

যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, অন্তর এবং অধোদেশে অবস্থিত হইয়া পুরুষকে তাহা হইতে পৃথক করিবার পর স্বয়ং অপসৃত হন, তাহারই নাম যোগনিদ্রা। ৫৯

যিনি যোগিগণের মন্ত্র-মর্ম্মোদঘাটনে তৎপর, পরমানন্দস্বরূপা সত্ত্ববিদ্যা, তাহাকেই জগন্ময়ী বলা যায়। ৬০

গর্ভমধ্যে জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলেও সে সূতিপবনে প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যিনি তত্ত্বজ্ঞানশূন্য করেন, আর পূর্বপূর্ব জন্মের সংস্কার বলে আহারাদিকার্য্যে সতত প্রবৃত্ত করিয়া মোহ, মমতা ও সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকেন। ৬১-৬২।

যিনি জীবকে পুনঃপুনঃ ক্রোধ লোভ মোহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যেই চিন্তাকুল জীবকে নিরন্তর কামসাগরে নিক্ষেপ করত আমোদযুক্ত ও ব্যসনাসক্ত করেন, তাহারই নাম মহামায়া। সেই শক্তিবলেই তিনি জগদীশ্বরী। ৬৩-৬৪

মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টিকারণ বস্তুর উৎপত্তি-হেতু বলিয়া জগতে তাহাকে অনন্তরূপিণী উৎপত্তি শক্তি বলিয়া থাকে। ৬৫

যেমন বীজনিঃসৃত অঙ্কুরের ক্রমবিকাশ মেঘের জলে হয়, সেইরূপ তিনি উৎপন্ন জীবের ক্রম পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। সেই সর্ব্বসৃষ্টিকরাই সৃষ্টি শক্তি; তিনিই খ্যাতি, তিনিই ঈশ্বরী। ৬৬

তিনি ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের নিত্য ক্ষমা, তিনি দয়ালুদিগের দয়া; সেই নিত্যদেবী জগতের অভ্যন্তরে নিত্যরূপে প্রকাশমানা। ৬৭

সেই পরাৎপরা দেবী, জ্যোতিঃস্বরূপে ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রকাশ করিতেছেন; সেই বৈষ্ণবীই বিদ্যারূপে যোগিগণকে মুক্তি দিতেছেন। ৬৮

তিনিই আবার অবিদ্যারূপে সাংসারিকদিগকে সংসারবন্ধনে, দৃঢ়বদ্ধ করিতেছেন, তিনিই লক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণের সহচারিণী হইয়া তাহার মনোহরণ করিতেছেন। হে মনোভব! আমার কণ্ঠে তিনিই ত্রয়ীরূপে সতত অবস্থিত। ৬৯

সেই দিব্য মূর্তি পরাৎপরা, সর্ব্বত্রস্থায়িনী সর্ব্বত্রগামিনী এবং সর্বময়ী, তিনি স্ত্রীরূপে নিখিল প্রাণীকেই সর্ব্বতোভাবে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, অধিক কি তাহার প্রভাবে নারায়ণ প্রভৃতিও সর্বদা বিমোহিত। ৭০

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তম অধ্যায় — ব্রহ্মা ও কামের কথোপকথন

শিবকে মোহিত করিতে প্রযত্নসম্পন্ন ব্রহ্মা এইরূপে মহামায়া-স্বরূপ বর্ণন করিয়া মদনকে পুনরায় বলিলেন,–ইতিপূর্বে বিষ্ণুমায়া, মহাদেব যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ১-২

স্মর! তিনি নিশ্চয়ই দাক্ষায়ণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাত্মা শম্ভুর সহ চারিণী হইবেন, একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। ৩

শঙ্কর, যাহাতে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষী হন, এই নিজদলবল, রতি এবং বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া তুমিও তাহা করিতে থাক। ৪

মদন! শিব দারপরিগ্রহ করিলে আমরা কৃতকার্য হই, কেননা, তাহা হইলে এই সৃষ্টি নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্নভাবে চলে। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর, মনোভব, মহাদেবকে মোহিত করিতে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা ব্রহ্মার নিকট বলিতে লাগিলেন। ৬

ব্রহ্মন্! আমরা শিবকে মোহিত করিতে তাহার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে যে সকল কার্য করিতেছি, তাহা বলি, শ্রবণ করুন। ৭।

যখন শিব সংযতচিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া থাকেন, হে লোকেশ! তখন আমি মোহকর মৃদুমন্দ সুগন্ধ শীতল পবন দ্বারা তাহাকে নিরন্তর বীজন করি। ৮

আমি স্বীয় পঞ্চবাণ এবং শরাসন গ্রহণ করিয়া তদীয়গণকে মোহিত করত তাহার সমীপ ভ্রমণ করি। ৯

তথায় আমি নিরন্তর, সিদ্ধমিথুনগণকে সুরত কার্যে ব্যাপৃত করিতেছি, সেই সমস্ত হাবভাবগণ, ক্রমে সেই সিদ্ধনরনারীগণে প্রবেশ করিতেছে। ১০

হে পিতামহ! আমি শিবসমীপে গমন করিলে তত্রত্য কোন্ প্রাণী, বারং বার মিথুনভাব না করিয়া থাকিতে পারে? ১১।

আমি প্রবিষ্ট হইবামাত্র তথাকার সকল প্রাণিবৃন্দই মুগ্ধ হইয়া থাকে, কেবল মহাদেব ও তাহার বৃষ মনোবিকার প্রাপ্ত হন না। ১২

যখন প্রমথপতি, হিমালয়প্রস্থে গমন করেন, বিধাতঃ! তখন আমিও রতি এবং বসন্ত সমভিব্যাহারে তথায় গমন করি। ১৩।

যখন তিনি সুমেরু পর্বতে মন্দরপ্রস্থে বা কৈলাস পর্বতে গমন করেন, আমিও তখন তথায় গমন করি। ১৪

যখন শিব, ক্ষণকালের জন্য সমাধি ত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন, তখন আমি তাহার সম্মুখে চক্রবাক-মিথুনকে মোহিত করি। ১৫

ব্রহ্মন্! সেই চক্রবাক-মিথুন, হাবভাব-সম্পন্ন হইয়া অনবরত নানারঙ্গে উত্তম দাম্পত্যপরিপাটি করিতে থাকে। ১৬

হে বিধাতঃ! আমি ময়ুর-ময়ূরীবৃন্দ এবং অন্যান্য সস্ত্রীক পক্ষীদিগকেও তাহার সম্মুখে সম্মোহিত করিয়া থাকি। ১৭

যখন ময়ূরমিথুন, বিচিত্রভাবে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহা দেখিয়া কাহার মনে না উৎকণ্ঠা জন্মে?

তখন তাহার সম্মুখবর্তী মৃগগণ তাহার পার্শ্বে ও সম্মুখে উৎসুক ভাবে স্ব স্ব রমণীসহ উপযুক্ত ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ১৮

হে সর্ব্বলোককৃৎ! কিন্তু তাহার এমন ছিদ্র আমি কখন দেখিতে পাই না যে, তদীয় শরীরে শরক্ষেপ করিব। ২০

আমি অনেক দেখিয়া স্থির করিয়াছি; রমণীসঙ্গ ব্যতীত মহাদেবকে মোহিত করিতে সসহায়ে চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হইব না। ২১

হে মহাভাগ! আবার বসন্ত তাঁহাকে মোহিত করিবার জন্য আপনার অনুরূপ যে কার্য্য নিত্য করিতেছেন অথচ ফলদায়ক হইতেছে না; তাহা শ্রবণ করুন! ২২

যেখানে মহাদেব অবস্থিতি করেন, বসন্ত,-তথাকার চম্পক, বকুল, আম্র, বরুণ, পাটল, নাগকেশর, পুন্নাগ, কেতক, কিংশুক, বক, মল্লিকা, মাধবী, পর্ণধারা ও কুরুবকশ্রেণীকে প্রফুল্ল কুসুমে ভূষিত করেন। ২৩-২৪।

ফুল্লকমলময় সরোবরে মলয় পবন বহাইয়া শঙ্করনিকেতন যত্নসহকারে অতিশয় সদ্গন্ধযুক্ত করিয়া থাকেন। ২৫

তথায় লতা সকল ফুল্ল কুসুমশালিনী ও নবদলাঙ্কুরে মণ্ডিত হইয়া মনোহর ভাবে তরুগণকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ২৬

সেই সুগন্ধ সমীরণ বিকম্পিত সুন্দর-কুসুমময় পাদপবৃন্দ অবলোকন করিয়া কামবশ হয় নাই, এমন মুনিও তথায় নাই। ২৭

হে লোকেশ! মহাদেবের গণ (দলবল), অমরবৃন্দ, সিদ্ধসঙ্ঘ, এবং যাহারা অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ, তাহারাও নানাভাবে সুশোভন ক্রীড়া করিতে থাকেন। ২৮

কিন্ত শঙ্করের মোহকারণ আমরা কিছুমাত্র দেখি নাই। অণুমাত্র কাম ভাবও তাহার হয় না। ২৯

আমি এই সব দেখিয়া এবং শিবের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া মায়া ব্যতীত তাহাকে মোহিত করিবার চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছি। ৩০

আমি এখন আবার আপনার মুখে যোগনিদ্রার উক্তি ও তাহার প্রভাব শ্রবণ করিয়া এবং এই সকল গণ দর্শন করিয়া বোধ করিতেছি, সহায়সম্পন্ন হইলাম। আমি শম্ভুকে মোহিত

করিতে আবার উদ্যম করিতেছি। ৩১

হে ত্রিলোকনাথ! যোগনিদ্রা যাহাতে শীঘ্র শিবের পত্নী হন, আপনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ যত্ন করুন। ৩২

মহেশ্বরের নিত্যসঙ্গী যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধির বিঘ্ন, এইরূপ শত শত মারগণ দ্বারাও হইবে না, ইহা আমি বুঝি। ৩৩-৩৪

তথাপি এই মারগণ যতটুকুই পারে, ততটুকু মহাদেবের যোগাঙ্গ বিঘ্ন সম্পাদন করুক। অপরের সমক্ষে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারুক না পারুক তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। [৭] ৩৫

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টম অধ্যায় — দক্ষের প্রতি দেবীর বরদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে তপোধনগণ! অনন্তর ব্রহ্মাও যোগনিদ্রার কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়পূর্ব্বক মদনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,–সেই যোগ নিদ্রা অবশ্যই শিব-পত্নী হইবেন। তুমিও তাঁহার যথাশক্তি সাহায্য কর। ১-২

হে মনোভব! শঙ্কর, যেখানে আছেন; তুমি নিজগণ ও বসন্তের সহিত সত্বর সেইখানে গমন কর। ৩

এখন প্রতি দিন দিবারাত্রের চারিভাগের একভাগ মাত্র জগৎ মোহিত করিতে থাক, আর অবশিষ্ট তিনভাগ সর্ব্বদা সগণে শিব-সমীপে থাক। ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সর্ব্বলোক-পতি ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন মদন নিজগণ সমভিব্যাহারে শম্ভুসন্নিধানে গমন। করিলেন। ৫

এদিকে সেই সময়ে সুব্রত দক্ষ, বহুকাল তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া বহু নিয়মে দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন। ৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! দক্ষ নিয়মযোগে যোগনিদ্রার অর্চনা করিতে থাকিলে সেই সর্বমঙ্গলা তাহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ৭

অনন্তর, দক্ষপ্রজাপতি, জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। ৮

সেই সিংহবাহিনী, ঘনঘটা-শ্যামলা সু-উচ্চ-পীন-পয়োধরা নীলোৎপলধারিণী বরাভয়-দায়িনী চারু-বদনা চতুর্ভুজা খড়্গধারিণী সর্বগুণ-শালিনী আরক্তনয়না আলুলায়িত-রুচির-কুন্তলা মনোহারিণী সর্বমঙ্গলা মহামায়াকে দেখিয়া প্রজাপতি দক্ষ বিনয়নম্র-কন্ধরে পরম প্রীতিসহকারে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯-১১

তুমি জগতের আনন্দকারিণী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপা আনন্দময়ী দেবী; তুমি মঙ্গলময়ী, নারায়ণের লক্ষ্মী, তোমাকে স্তব করি। ১২

জগতের আশ্রয়, স্বপ্রকাশ সময় জ্যোতিঃস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব, হে মহেশ্বরি। তাহা তোমারই অংশ। ১৩

হে জগন্ময়ি! রজোগুণের আধিক্যে যে কামপ্রকাশক, মধ্যবস্থিত রাগ উৎপন্ন হয়, তাহা তোমার অংশাংশ। তমোগুণের আধিক্যে চেতনগণের আবরণ-কারক যে মোহের আবির্ভাব হয়, তাহাও তোমার অংশাংশ সম্ভূত। ১৪

তুমি লোক-মোহিনী নির্ম্মলা বিশুদ্ধরূপা পরাৎপরা; তুমি ত্রিরূপা অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা বা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর-স্বরূপা, ঋগ্ যজুঃ সামবেদ তোমার মূর্তি, তুমি এ বিপন্ন জগতের একমাত্র গতি। ১৫

মাধব যে নিজ মূর্তি দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সর্ব্বজগতের উপকার কারিণী সেই মূর্তি তোমারই। তুমি সূক্ষ্মা অপরাজিতা মহাপ্রভাবশালিনী বিশ্বশক্তি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্ব ও অধোভাগ আবরণ করিয়া রাখিয়াছ বলিয়াই বিশ্বমধ্যে বায়ু বহিয়া থাকে। ১৬-১৭

হে পরম-মাত্রারূপিণি! নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হেতু সময় নিরালম্ব নিষ্কল নির্ম্মল যে পরম জ্যোতিকে যোগিগণ চিন্তা করেন, সেই তত্ত্ব ও তোমার অন্তর্গোচর। ১৮

বুদ্ধি, প্রসিদ্ধও বটে, অপ্রসিদ্ধও বটে। কার্য্য দেখিয়া বুদ্ধির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাই প্রসিদ্ধ; সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা যায় না, তাই অপ্রসিদ্ধ; বুদ্ধি যোগহৃদয়ে প্রপঞ্চ-শূন্য, আর সংসারহৃদয়ে প্রপঞ্চবর্তী অর্থাৎ তুমি বহুশাখান্বিতা প্রসিদ্ধ। অপ্রসিদ্ধ প্রপঞ্চশূন্যা প্রপঞ্চবতী বজ্রগ্রাহিণী জনগণের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত নির্ম্মল-স্বরূপা বুদ্ধি। ১৯

তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সাবলম্বা, তুমিই নিরবলম্ব, তুমি জগৎ প্রপঞ্চময়ী আদ্যাশক্তি তুমিই জগদীশ্বরী। ২০

যিনি সরস্বতী নামে আখ্যাত হন, তুমি সেই বিরিঞ্চিকণ্ঠবাসিনী বেদ প্রকাশিনী ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভাসিনী বাণী। ২১

তুমি অগ্নি, তুমি স্বাহা; তুমি পিতৃগণ, তুমি স্বধা, তুমি আকাশ, তুমি কাল, তুমি দিক্, তুমিই বাহ্যবিষয়। ২২

তুমি অচিন্ত্যা, তুমি অব্যক্তা, তুমি অনির্দেশ্য রূপা, তুমি কালরাত্রি, তুমি শান্তা, তুমিই পরমা প্রকৃতি। ২৩

সংসারস্থ জীবগণের পরিত্রাণের জন্য তুমি যে বাহ্যরূপ ধারণ করিয়াছ, তাহাই ব্রহ্মা প্রভৃতি অবগত আছেন, কিন্তু পরাৎপররূপিণী তোমাকে কে জানিতে পারে? ২৪

মা ভগবতি! প্রসন্ন হও; হে সৌম্যরূপে! প্রসন্ন হও; হে ঘোররূপিণি! প্রসন্ন হও; হে জগন্ময়! তোমাকে নমস্কার। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–হে দ্বিজগণ! মহাত্মা দক্ষ এইরূপ স্তব করিলে, মহামায়া, তাহার অভিসন্ধি স্বয়ং অবগত থাকিয়াও তাহাকে বলিলেন,–দক্ষ তোমার এই পরমভক্তি দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,আমি স্বয়ং তাহা দিতেছি। ২৬-২৭

প্রজাপতে। তোমার নিয়ম, তপস্যা ও স্তবের দ্বারা আমি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর,-আমি প্রদান করিব। ২৮।

দক্ষ বলিলেন,হে জগন্ময়ি। হে মহামায়ে। যদি আমাকে বর প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই বর প্রদান কর যে, তুমি অবিলম্বে আমার কন্যা হইয়া শিবপত্নী হইবে। ২৯

হে দেবী! প্রজেশ্বরি। এই বর কে বল একা আমার পক্ষে নহে, কিন্তু এই জগতের–অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও পক্ষে জানিবে। ৩০

দেবী বলিলেন,–হে প্রজাপতে! আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্মিণী হইব। ৩১

যখন তুমি আমার প্রতি শিথিলাদর হইবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিব; আর যদি আদর শৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন সুখে থাকিব। ৩২।

হে প্রজাপতে! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের প্রেয়সী হইব, এই বর তোমাকে দিলাম। ৩৩

প্রজাপতে! আকুলতা-শূন্য মহাদেব, যাহাতে যতবার মিলন হইবে, ততবারই মোহিত হন তাহা করিব।[৮] ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহামায়া প্রজাপতি প্রধান দক্ষকে এই কথা বলিয়া তাঁহার সমক্ষেই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৩৫

মহামায়া অন্তর্হিতা হইলে দক্ষ ও আপন আশ্রমে গমন করিলেন, আর মহামায়া কন্যা হইবেন মনে করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। ৩৬-৩৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এরূপে তাহার যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারা নারদের উপদেশ ক্রমে এই পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিল। ৩৮

দক্ষের পুনঃপুনঃ সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইতে লাগিল; তাহারা সকলেই নারদের বাক্যে পূর্বজাত ভ্রাতৃগণের পদবী অনুসরণ করিল। ৩৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তোমরা সকলেই ভূমণ্ডলের এক এক জন সৃষ্টিকর্তা; অতএব এই বিস্তৃত ভূভাগের উপান্ত প্রান্ত একবার সম্পূর্ণরূপে দেখ। ৪০

দক্ষতনয়গণ নারদের এই কথায় প্রেরিত হইয়া পৃথিবী পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, আজিও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। ৪১

অনন্তর, দক্ষ, মৈথুনধর্ম্মে প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপ বীরণতনয়াকে বিবাহ করিলেন। ৪২।

হে সাধু-প্রধানগণ! তাহার নাম বীরিণী এবং অসিক্নী, হে দ্বিজোত্তমগণ! দক্ষ প্রজাপতির তাঁহাতে প্রথম সঙ্কল্প হইল; অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হউক, এই প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাহার গর্ভে সদ্য মহামায়া উৎপন্ন হইলেন। তিনি উৎপন্ন হইবামাত্র প্রজাপতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং সেই দুহিতার উজ্জ্বল তেজ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই মহামায়া। ৪৩-৪৪

তিনি উৎপন্ন হইলে, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; মেঘমালা বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল; দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। ৪৫

দেবগণ, নভস্তলে অবস্থিত হইয়া মঙ্গল বাদ্য বাজাইলেন। হে নরোত্তম গণ! তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে নির্বাণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ৪৬-৪৭

দক্ষ সেই মহামায়া জগদীশ্বরী বিষ্ণুমায়াকে দেখিয়া বীরিণীর অলক্ষ্যে যথাশক্তি তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিতে যত্নশীল হইলেন। ৪৭

দক্ষ বলিলেন,–বিষ্ণু যাহাকে শিবা, শান্তা, যোগনিদ্রা এবং জগন্ময়ী বলেন, সেই নিত্যরূপাকে প্রণাম করি। ৪৮

বিধাতা যাহার নিয়োগে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎপতি বিষ্ণু যাহার আদেশ পালন করিতে তৎপর, যাহার আজ্ঞায় রুদ্র সংহারকারী, সেই মহীয়সী দেবীকে নমস্কার করি। ৪৯

নির্বিকারা, নির্মলা, অপ্রমেয়া, প্রমা-প্রমাণ- প্রমেয়রূপিণী প্রমাবতী সুখাত্মিকা দেবীকে প্রণাম করি। ৫০

যে ব্যক্তি বিদ্যা-অবিদ্যারূপিণী পরাৎপরা তোমাকে ধ্যান করে, ভোগ ও মুক্তি তাহার করতলস্থ। ৫১

যে ব্যক্তি, বিদ্যা-অবিদ্যা-প্রকাশিনী পবিত্রতা-কারিণী তোমাকে একবারও প্রত্যক্ষ অবলোকন করে অবশ্য তাহার মুক্তি হয়। ৫২।

হে যোগনিদ্রে! মহামায়ে! হে জগন্ময়! বিষ্ণুমায়ে! প্রমাণ-প্রমেয়-বতী চিৎশক্তিমাত্রেই তোমার অংশ। ৫৩

জগদম্বে। যাহারা আপনাকে অম্বিকা, জগন্ময়ী এবং মায়া বলিয়া স্তব করে, তাহাদিগের সকলই হয়। ৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–মহাত্মা দক্ষ, জগদম্বার এইরূপ স্তব করিলে, মা যাহাতে শুনিতে না পান এইরূপ ভাবে তিনি দক্ষকে বলিতে লাগিলেন। ৫৫

তখন অম্বিকা, কেবল দক্ষ শুনিতে পান ও অপরে শুনিতে না পায় এইরূপ ভাবে তত্রস্থ জনগণকে মোহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন;-হে মুনিবর! তুমি পূর্বে যে কার্যের জন্য আমাকে আরাধনা করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; এখন সময় মত অবধারণ কর। ৫৬-৫৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তখন দেবী এই কথা বলিয়া দক্ষকেও নিজ মায়ায় আচ্ছন্ন করিলেন; আপনি শৈশবভাব অবলম্বন করিয়া জননী-পার্শ্বে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৮

অনন্তর, বীরিণী, সযত্নে যথোচিত ভাবে মুখ চক্ষু প্রভৃতি মার্জনা করিয়া দিয়া শিশুপালন-বিধি-অনুসারে তাহাকে স্তন্যপানাদি করাইতে লাগিলেন। ৫৯

তিনি বীরিণী ও মহাত্মা দক্ষকর্তৃক পালিত হইয়া শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ৬০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যেমন সমস্ত মনোহর কলা চন্দ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ তদীয় গুণাবলী শৈশবেই তাহাতে দেখা দিল। ৬১

যখন তিনি, সখীমধ্যে নিজ ভাবে ক্রীড়া করিতেন, তখনই নিরন্তর মহান দেবের প্রতিমূর্তি লিখিতেন। ৬২

যখন তিনি বাল্যোচিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন তখন অন্য কথার পরিবর্তে উগ্র, স্থাণু, হর, রুদ্র, স্মরশাসন–এই সকল কথাই তাহার স্মৃতিপথে আসিত। ৬৩।

হে দ্বিজবরগণ! সর্বগুণে গুণবতী প্রশংসাপাত্রী সেই দুহিতার সত্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতিপরায়ণতা দেখিয়া দক্ষ 'সতী' নাম রাখিলেন। ৬৪

বাল্যকালেও নিত্য-ভক্তিমতী সেই দুহিতার প্রতি, দক্ষ এবং বীরিণীর অনুপম বাৎসল্য প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বাড়িতে লাগিল। ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! শৈশবোচিত সকল গুণে গুণবতী সতত নীতিপরায়ণা সেই দুহিতা, মাতাপিতাকে নিয়ত সন্তুষ্ট করিতেন। ৬৬।

অনন্তর একদা তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা ও নারদ ভূমণ্ডলের রত্নভূতা সেই কন্যাটিকে দেখিতে আসিলেন। ৬৭

সতীও,–ব্রহ্মা এবং নারদকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সবিনয়ে প্রণাম করিলেন। ৬৮

বিধি-নারদ, প্রণামের পর বিনয়াবনতা সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত এই আশীর্বাদ করিলেন যিনি তোমাকে কামনা করিতেছেন, আর তুমি যাহাকে পতি করিতে অভিলাষিণী; সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর তোমার পতি হউন। ৬৯

হে কল্যাণি। যিনি তোমা ব্যতীত অপর রমণী গ্রহণ করেন নাই, করেন না এবং করিবেন না, তোমার সেই অনন্যসদৃশ পতি-লাভ হউক। ৭০

হে দ্বিজবরগণ! তাহারা এই কথা বলিয়া অনেকক্ষণ দক্ষালয়ে অবস্থিতি করিলেন, তৎপরে দক্ষের নিকট বিদায় লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ৭১

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

নবম অধ্যায় — দাক্ষায়ণীর ব্রত

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর সতী, শৈশব অতিক্রম করিয়া শোভন যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ১

তখন সেই সহজ-সর্বাঙ্গসুন্দরীর অঙ্গে রূপরাশি দ্বিগুণ উথলিয়া পড়িল। প্রজাপতি দক্ষ দুহিতাকে প্রারূঢ়-যৌবনা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই কন্যাকে মহাদেবের হস্তে সম্প্রদান করিব কিরূপে? ২

অনন্তর, সতী আপনিও, মহাদেবকে পাইবার আশয়ে, মাতৃ-আদেশে গৃহস্থিত চিত্রিত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৩

আশ্বিন মাসের নন্দকানামী অষ্টমীতে গুড়ৌদন ও লবণদ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া বন্দনা করিতে লাগিলেন, এইরূপে সেইদিন অতিবাহিত করিলেন। ৪

কার্তিক মাসের চতুর্দশীতে বিবিধ পায়স পিষ্টক দ্বারা শিবের আরাধনা করিয়া সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৫

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যবৌদন ও তিল দ্বারা দেবাদি দেবের আরাধনা করিয়া সেইদিন অতিবাহিত করিলেন। ৬

সেই সতী, পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীনিশাতে জাগরণাদি করিয়া প্রাতঃকালে কৃসরান্ন (তিল-মুগ-সিদ্ধ ওদন) দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন। ৭

তিনি মাঘমাসের পূর্ণিমাতে রাত্রিজাগরণ করিয়া নদীতীরে অবসনে শিবপূজা করিলেন। ৮

আর সম্পূর্ণ মাঘমাসে তৎকাল সম্ভুত বিবিধ পুষ্প ফল দ্বারা শিবপূজা-নিরত হইয়া সংযতাহারে থাকিলেন। ৯

ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে রাত্রি জাগরণ করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা বিশেষরূপে শিবপূজা করিলেন। ১০

সতী চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে দিবসে ও রাত্রিতে পলাশ কুসুম দ্বারা শিবপূজা করিলেন এবং শিবকে স্মরণ করত সেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ১১

তিনি বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে যবোদন দ্বারা শিবপূজা করিলেন, সম্পূর্ণ বৈশাখমাস ধৃত ভোজন করিয়া রহিলেন এবং মহাদেবকে স্মরণ করত নিরাহারে সেই দিন যাপন করিলেন। ১২

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমানিশাতে বসন ও বৃহতী পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া নিরাহারে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। ১৩

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতে বৃহতীকুসুম দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন। ১৪

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র এবং কুশ দ্বারা শিবপূজা করিলেন। ১৫

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে নানাবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা শিব পূজা করিয়া পরদিন চতুর্দশীতে জল পান করিয়া থাকিলেন। ১৬

যখন সতী এই ব্রতারম্ভ করেন, তখনই সাবিত্র' সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে ভগবান বাসুদেব-যথায় গণপরিবৃত মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, সেই হিমালয় প্রস্থে তদীয় সমীপে গমন করিয়াছিলেন। ১৭-১৮

মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সস্ত্রীক সমাগত দেখিয়া যথোচিত সম্ভাষণপূর্বক তাহাদিগের আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৯

মহাদেব তাহাদিগকে দাম্পত্যপ্রেমে আবদ্ধ দেখিয়া দারপরিগ্রহ করিতে মনে মনে কিঞ্চিৎ অভিলাষ করিলেন। ২০

অনন্তর “তোমাদিগের আগমন প্রয়োজন যথার্থরূপে বল; তোমরা কিজন্য আসিয়াছ? এখানে তোমাদিগের কি প্রয়োজন আছে?” ২১

মহাদেব এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুকর্তৃক প্রণোদিত হইয়া মহাদেবকে বলিলেন;–হে ত্রিলোচন! আমরা যে জন্য আসিয়াছি তাহা শ্রবণ কর; হে বৃষধ্বজ! দেবতাদের জন্য, বিশেষতঃ সৃষ্টি রক্ষার জন্যই আমরা আসিয়াছি। ২২-২৩

শম্ভু! আমি প্রতিবারেই এই জগৎ সৃষ্টি করি, বিষ্ণ, পালন করেন, তুমি সংহার করিয়া থাক। ২৪।

তোমাদিগের উভয়ের সাহায্যে আমি আমার কর্তব্যকার্য করিতে সমর্থ; বিষ্ণ, তোমার ও আমার সাহায্যে পালনকার্য্যে সমর্থ হন; তুমিও আমা দিগের উভয়ের সাহায্য ব্যতীত সংহার করিতে সমর্থ হও না। ২৫

অতএব হে বৃষধ্বজ! আমাদিগের পরস্পরের কার্যে পরস্পরের সাহায্য করা উচিত; নতুবা জগৎ থাকে না। ২৬

কোন কোন অসুর আমার বধ্য হইবে; কোন কোন অসুর। নারায়ণের বধ্য হইবে; কোন কোন অসুর তোমারও বধ্য হইবে। ২৭

কতকগুলি সুরবৈরী তোমার পুত্রের বধ্য; কতকগুলি আমার আত্মজ দিগের বধ্য; কতকগুলি বা মায়ার বধ্য হইবে। ২৮

তুমি সর্বদা যোগরত, বাগদ্বেষাদি-শূন্য ও দয়া-মাত্রসার হইলে তোমার। বধ্য অসুরসকলের আর বধ হইবে না। ২৯

হে ঈশ! হে বৃষধ্বজ! অথচ তাহাদিগের বধ না হইলে বারে বারে উপযুক্তমত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ই হইবে না। ৩০

হে হর! যদি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় না করা গেল, তাহা হইলে আমাদিগের মায়ার শরীর ভেদ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। ৩১

আমরা সকলেই এক; কেবল কার্য্যভেদে রূপভেদ হইয়াছে; সেই কার্য্য ভেদই যদি সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে রূপভেদের প্রয়োজন কি? ৩২

আমরা একই; ত্রিবিধ হইয়া বিভিন্নস্বরূপ হইয়াছি। মহেশ্বর। এই সনাতনতত্ত্ব জানিও। ৩৩

মায়াও কার্যভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করাতে–কমলা, সরস্বতী, সাবিত্রী ও সন্ধ্যা হইয়াছেন। ৩৪

হে মহেশ্বর! নারীই প্রবৃত্তি ও অনুরাগের মূল। স্ত্রীপরিগ্রহের পর, কাম ক্রোধাদির উৎপত্তি হয়। ৩৫

কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হেতু অনুরাগ উৎপন্ন হইলে, প্রাণিগণ যত্নপূর্বক বৈরাগ্য হেতুকে পরিত্যাগ করে। ৩৬

সঙ্গই, অনুরাগবৃক্ষের মহৎ ও প্রথম ফল। সঙ্গ হইতে কাম কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি। ৩৭

বৈরাগ্য এবং নিবৃত্তি শোকবশতও হয়, স্বভাববলেও হয়; সংসারপরাধ ব্যক্তির কদাপি সঙ্গ হয় না। ৩৮

তাহা হইলেই, হে মহেশ্বর! তাহার দয়া ও শান্তি উপস্থিত হয়। তখন অহিংসা, ক্ষমা এবং জ্ঞানমার্গের অনুসরণে প্রবৃত্তি হয়। ৩৯

তুমি তপোনিষ্ঠ সঙ্গ-হীন এবং সতত দয়াযুক্ত হইলে তোমার অহিংসা ও সতত শাস্তি হইবে। ৪০

তাহা হইলে তোমার অসুর-বধে প্রযত্ন হইবে কিরূপে?–দারপরিগ্রহ না করিলে যে যে দোষ, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। ৪১

অতএব হে জগদীশ্বর! শুধু দেবগণের নহে,-জগতের হিতার্থে, তুমি এক সুশোভনা রমণীর পাণিগ্রহণ কর। ৪২

বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, আমার যেমন সাবিত্রী সেইরূপ তোমার যিনি সহচরী হইবেন, হে শম্ভু! এখন তুমি তাহার পাণিগ্রহণ কর। ৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–মহাদেব, ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাস্য করত নারায়ণ সমীপে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৪৪।

ঈশ্বর বলিলেন,–ব্রহ্মন! জগতের জন্য তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচিন্তাই আমার স্বার্থ। সেই স্বার্থব্যাঘাত-ভয়েই জগতের হিতকর কার্যেও আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। ৪৫

তথাপি আমি যেরূপ জগতের হিতানুষ্ঠান করিতে পারি তাহা বলিতেছি। হে মহাভাগ। আমার উচিত কথা শ্রবণ কর। ৪৬।

যিনি ভাগে ভাগে আমার তেজ গ্রহণে সমর্থ হইবেন, আমার ভার্যা করিবার জন্য তাদৃশ কামরূপিণী যোগিনী রমণী নির্দেশ কর। ৪৭।

আমি যোগমুক্ত হইলে যোগযুক্ত হইবে; আমি কামাসক্ত হইলে মোহিনী হইবে;-হে ব্রহ্মন্! এইরূপ বরবর্ণিনী রমণী কে বলিয়া দাও? ৪৮

আমি ভার্য্যা করিতে প্রস্তুত আছি। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে “অক্ষয়” (অবিনাশী) বলিয়া থাকেন, সেই সনাতন পরম জ্যোতিকে চিন্তা করিব। ৪৯

তদীয় চিন্তায় আসক্ত হইয়া গাঢ় সমাধিস্থ হইব; যে রমণী তাহাতে বিঘ্ন করিবে, সে-ই আমার ভার্য্যা হইতে পারিবে। ৫০

তুমি, আমি বা বিষ্ণু–আমরা সকলেই পরম ব্রহ্মের অংশ; হে মহাভাগ! তাহার চিন্তা করা আমাদিগের উচিত। ৫১

হে কমলাসন! তদীয় চিন্তা ব্যতীত আমি ক্ষণকালও থাকিতে পারি না। অতএব বলিয়া দাও, কে সতত আমার কর্ম্মের অনুগামিনী রমণী;–আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি। ৫২।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সর্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া। স্মিতমুখে হৃষ্টচিত্তে এই কথা বলিলেন। ৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন,–মহাদেব! তুমি যেরূপ চাহিতেছ, সেরূপ রমণী আছে। ৫৪

সতীনাম্নী শুভাননা দক্ষতনয়া তোমার প্রার্থনানুরূপ রমণী, সেই বুদ্ধি শালিনীই তোমার ভার্য্যা হইবেন। ৫৫

তিনি তোমাকে পাইতে অভিলাষিণী হইয়া তোমার প্রীতি-সাধনোদ্দেশে তপস্থা করিতেছেন জানিও; হে দেবদেবেশ! তুমি সর্বান্তর্যামী-সকলই জানিতেছ। ৫৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর ব্রহ্মার বাক্য শেষ হইলে ভগবান মধুসূদন বলিলেন,–ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, তাহা তুমি কর। ৫৭

শিব "করিব" বলিলে ব্রহ্মা-সাবিত্রী ও লক্ষ্মী-নারায়ণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৫৮

শিবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মদন, রতি এবং মদনের বন্ধুবর্গ বিশেষ হর্ষযুক্ত হইলেন। অনন্তর মদন, শিব-সমীপে গমনপূর্বক বসন্তকে সতত নিযুক্ত রাখিয়া প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দশম অধ্যায় — দাক্ষায়ণীকে শিবের বর প্রদান

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর, সতী, পুনরায় আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে উপবাস করিয়া দেব-দেব মহাদেবকে ভক্তিভাবে পূজা করিলেন। ১

এই নন্দাব্রত পরিপূর্ণ হইলে নবমীতিথিতে দিনমানে, মহাদেব, সেই ভক্তি নম্রা সতীর প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন। ২

সতী মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে অথচ লজ্জাবনত বদনে তাহার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। ৩

সতীর তপস্যা-ফলদানে উদ্যত মহাদেব, তাঁহাকে ভার্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও সেই নন্দাব্রতধারিণী সতীকে বলিলেন,–দক্ষনন্দিনী! তোমার এই ব্রত দ্বারা আমি প্রীত হইয়াছি, নিজ অভিমত বর যাহা হয় প্রার্থনা কর, তাহা আমি দিব। ৪-৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জগৎপতি মহাদেব; তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া কেবল তাহার নিকটে সেই কথাটি শুনিবার জন্যই বলিলেন, “বর প্রার্থনা কর”। ৭।

সতীও তখন লজ্জাবশতঃ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কেননা, বালিকার মনোরথ, লজ্জার ঘন-আবরণে আবৃত। ৮

এই সময়ে কাম, মহাদেবের চক্ষু ও মুখের ভঙ্গী দর্শনে তাঁহাকে স্ত্রী পরি গ্রহে অভিলাষী বুঝিয়া অতি গোপনে শরাসনে কুসুমশর সন্ধান করিলেন। ৯

অনন্তর “হর্ষণ” বাণ দ্বারা মহাদেবের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন হর্ষান্বিত পরমেশ্বর শম্ভু, পরম ব্রহ্মচিন্তা ভুলিয়া বারবার সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ১০

অনন্তর মনোভব মোহবাণ দ্বারা শিবকে বিদ্ধ করিলেন। তখন হর্ষযুক্ত সেই মহাদেব অত্যন্ত মোহিত হইলেন। ১১

হে দ্বিজোত্তমগণ! তিনি তখন শুধু কামবাণে নহে, মায়া-প্রভাবেও মোহিত হইয়া হর্ষ ও মোহের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১২

অনন্তর, সতী কথঞ্চিৎ নিজ লজ্জা সংযত করিয়া মহাদেবকে বলিলেন, ‘আমার অভিলষিত বরদান কর’। ১৩

তখন সেই কথা শেষ না হইতে হইতেই বৃষধ্বজ, সেই বাক্যের প্রতিধ্বনির ন্যায় দাক্ষায়ণীকে বারবার বলিলেন ‘তুমি আমার ভার্য্যা হও’। ১৪

সতী, নিজ অভীষ্ট ফল-সাধন এই শিব বাক্য শ্রবণ করত মনোমত বর লাভে আনন্দিত হইয়া মৌনভাবে রহিলেন। ১৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! চারুহাসিনী সতী, কামভাবাপন্ন শিবের সম্মুখে নিজ হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৬

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তখন শৃঙ্গার রস স্বীয়ভাব সমুদায় গ্রহণপূর্বক তাহাদিগের উভয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কলা এবং হাব ইহারাও উপযুক্ত মত প্রবিষ্ট হইল। ১৭

স্ফটিকোজ্জ্বল মহাদেবের সমীপে সেই স্নিগ্ধ দলিতাঞ্জন-সমপ্রভা দাক্ষায়ণী চন্দ্রমধ্যে কলঙ্করেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণী মহাদেবকে বার বার এই বলিতে লাগিলেন যে, হে জগদীশ্বর। আমার পিতাকে জানাইয়া আমাকে গ্রহণ কর। ১৮-১৯

দেবী সতী অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে সেই ঐ কথা বলিলেন, কামমোহিত মহাদেবও তখনই “আমার ভার্য্যা হও” বলিতে লাগিলেন। ২০

অনন্তর রতি-বসন্ত-সহ মদন এই ব্যাপার দেখিয়া শিবকে হস্তগত করিতে সতত যত্নশীল থাকিলেন এবং আপনাকে আপনি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর দাক্ষায়ণী, শম্ভুকে আশ্বাস দিয়া হর্ষ-মোহা ক্রান্তভাবে মাতৃসমীপে গমন করিলেন। ২২।

মহাদেবও হিমালয় প্রস্থে আপনার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দীক্ষায়ণী-বিরহ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ২৩

দারপরিগ্রহ করিবার জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, ভূতপতি, বিরহদুঃখে কাতর হইয়াও তাহা স্মরণ করিলেন। ২৪

কেবল জগতের উপকারার্থে ব্রহ্মা যাহা পূর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বৃষধ্বজ, এখন ব্রহ্মাকে চিন্তা করিলেন। ২৫

মহাদেব স্মরণ করিবামাত্র, পরমেষ্ঠী, ইষ্ট-সিদ্ধি-আহ্লাদে আহলাদিত হইয়া সেই ত্রিশূলীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ২৬

বিরহকাতর মহেশ্বর, হিমালয়-প্রস্থে যেখানে অবস্থিত ছিলেন, সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাও তথায় উপস্থিত হইলেন। ২৭

অনন্তর সাবিত্রীসহ ব্রহ্মাকে দেখিয়া সতী-বিরহ-কাতর উৎকণ্ঠিতচিত্ত মহেশ্বর, তাহাকে বলিলেন;–ব্রহ্মন্! তুমি যে পূর্বে জগতের উপকারার্থ আমাকে দারপরিগ্রহ করিতে বলিয়াছিলে, তাহা এখন আমার স্বার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। ২৮-২৯

দাক্ষায়ণী সতী অতি ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করে; তৎকর্তৃক প্রপূজিত হইয়া আমি যখন তাহাকে বর দিতে যাইলাম, তখন মদন, সতী সমীপে মহাশরনিকর দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করে। ৩০

হে কমলাসন! আমি মায়ামোহিত হওয়াতে তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হই নাই। ৩১

ব্রহ্মন্! আমি দেখিলাম, সতীরও ইহাই অভিলাষ যে, আমি তাহার ব্রত ও ভক্তিবশে প্রীত হইয়া তাহার ভর্তা হই। ৩২

অতএব হে প্রজাপতে! তুমি জগতের হিতের জন্য এবং আমার জন্য যত্ন কর; দক্ষ যাহাতে আমাকে আহ্বানপূর্বক কন্যা দান করে, তাহা কর। ৩৩

দক্ষের গৃহে যাও, আমার কথা তাহাকে বল গিয়া; যাহাতে আমার সতীবিরহ দূর হয়, তাহা কর। ৩৪।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাদেব, প্রজাপতিসমীপে এই কথা বলিলেন। তখন সাবিত্রীকে দেখিয়া শিবের সতীবিরহ দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল। ৩৫

ব্রহ্মা কৃতকার্য্য ও আনন্দিত হইয়া শিবকে সম্বোধনপূর্বক জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩৬

ভগবন! মহাদেব! তুমি যাহা বলিলে তাহা নিশ্চয়ই জগতের জন্য; হে। বৃষধ্বজ। তোমার বা আমার স্বার্থ একেবারেই নাই। ৩৭।

দক্ষ নিজেই তাহার কন্যাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবে। আমিও তোমার কথা দক্ষসমীপে বলিব। ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মহাদেবকে এই কথা বলিয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্বক দক্ষভবনে গমন করিলেন। ৩৯

এদিকে দক্ষও সতী-প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন–আমি কি উপায়ে মহাদেবকে কন্যা দান করিব, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর যে তিনি নিজে আমার কন্যা প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন, এমন ত বোধ হয় না। ৪০-৪১

তবে কি তাহার নিকটে সত্বর আমি দূত পাঠাইব? না–ইহাও ভাল হয়; কেননা, যদি তিনি অবজ্ঞা করেন ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। ৪২

কিংবা বৃষধ্বজ আপনিই আমার কন্যার স্বামী হউন–মনে করিয়া তাহাকেই পূজা করি। ৪৩

আমার কন্যাও, ‘শিব আমার স্বামী হউন’–কামনা করিয়া ভক্তিভাবে তাহার পূজা করিয়াছিল, তাহাতে শিব তাহাকে বর দিয়াছেন। ৪৪

দক্ষ এইরূপ চিন্তিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে বিধাতা সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে হংসবিমানে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৫

দক্ষ বিধাতাকে দেখিবামাত্র প্রণাম ও যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন; আর স্বয়ং বিনয়নম্রভাবে তথায় অবস্থিত রহিলেন। ৪৬।

হে বিপ্রেন্দ্রগণ! অনন্তর দক্ষ, চিন্তিত থাকিলেও তৎকালে আনন্দিত হইয়া সর্ব্ব-লোকপতি ব্রহ্মাকে তথায় তাঁহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন,–হে জগদ্গুরো! কি উদ্দেশে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন বলুন; কেবল পুত্রস্নেহবশতঃ–বা কোন্ কার্য্যোপলক্ষে আপনি এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন? ৪৭-৪৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সুমহাত্মা দক্ষ, ব্রহ্মাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে আনন্দিত করত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,–দক্ষ আমি যেজন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি, তাহা শুন,–সে কার্য্য জগতের হিতকর, তোমারও অভিলষিত। ৪৯-৫০

তোমার কন্যা, জগৎপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া যে বর প্রার্থনা করে, তাহা প্রদান করিতে স্বয়ং শম্ভুই তোমার গৃহে আসিয়াছিলেন। ৫১

এখন শম্ভু আবার তোমার কন্যার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন; এখন যাহা ভাল হয়, বিবেচনা কর। ৫২

শঙ্কর, বর দিতে আসা অবধি তোমার কন্যা বিহনে ক্ষণকালের তরেও স্বস্তি পাইতেছেন না। ৫৩।

মদনও ছিদ্র পাইয়া সেই জগদীশকে সকল পুষ্প-শর দ্বারা বিশেষরূপে যুগপৎ বিদ্ধ করিয়াছে। ৫৪।

তিনি কামবাণে বিদ্ধ হইয়া আত্মচিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন, এখন কেবল সতীকে চিন্তা করত সামান্য লোকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন। ৫৫

গিরিশ, এখন সতীবিরহে কার্যান্তর প্রসঙ্গেও কথা কহিতে কহিতে তাহা ভুলিয়া গিয়া, নিজ পারিষদগণসমীপেই 'কোথায় সতী' বলিয়া ফেলেন। ৫৬।

বৎস! আমি, তুমি, মদন এবং মরীচি প্রভৃতি মুনিবরগণ–আমরা পূর্ব হইতে যাহা ইচ্ছা করিতেছি এখন তাহা সিদ্ধ হইল। ৫৭

তোমার কন্যা শিবের আরাধনা করিয়াছেন, এখন শিবও তাহাকে ধ্যান বলে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। ৫৮

যেমন সতী নানাবিধ ভাবে এবং নন্দা-তদ্বারা শম্ভুর আরাধনা করিয়াছেন এখন শম্ভুও আবার সেইরূপ সতীর আরাধনা করিতেছেন। ৫৯

অতএব হে দক্ষ! মহাদেবের জন্য কল্পিত নিজতনয়াকে অবিলম্বে মহাদেবকে দান কর; শিবের ধন শিবকে দিয়া মধ্যে থেকে তুমিই চরিতার্থ হও। ৬০

আমি নারদকে লইয়া তাহাকে তোমার গৃহে আনিতেছি, তাহার জন্য কল্পিত এই সতীকে তাহাকে দিও। ৬১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–দক্ষ, ব্রহ্মাকে "যে আজ্ঞা" বলিলে ব্রহ্মা, শিবসমীপে গমন করিলেন। ৬২।

ব্রহ্মা গমন করিলে দক্ষ, দক্ষপত্নী ও দক্ষতনয়া সকলেই অমৃতাপ্লুতের ন্যায় আনন্দপূর্ণ হইলেন। ৬৩

এদিকে কমলাসন ব্রহ্মা আনন্দ-প্রসন্নচিত্তে হিমালয়পর্বতস্থ মহাদেবের নিকটবর্তী হইলেন। ৬৪

বৃষধ্বজ, সেই বিশ্বস্রষ্টাকে আসিতে দেখিয়া সতীপ্রাপ্তিবিষয়ে মনে মনে বার বার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ৬৫

অনন্তর, স্মরশাসন মহাদেব, মদনপীড়নে অবশ হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মাকে শান্তভাবে বলিতে লাগিলেন। ৬৬

ঈশ্বর বলিলেন,–হে সুরজ্যেষ্ঠ। তোমার পুত্র আমাকে সতী-সম্বন্ধে কি বলিলেন, বল; দেখ যেন আমার হৃদয় মদন-শরে বিদীর্ণ না হয়। ৬৭

সুরজ্যেষ্ঠ! বিরহ, সমস্ত প্রাণীকে পরিত্যাগপূর্বক সতীবিনা আমার প্রতিই ধাবমান হইয়া আমাকেই ব্যথিত করিতেছে। ৬৮

ব্রহ্মন্! আমি অন্য কার্য্য করিবার সময়েও সতত "সতী সতী" চিন্তা করি। সেই সতীকে আমি যাহাতে প্রাপ্ত হই, তুমি শীঘ্র তাহার উপায় কর। ৬৮

ব্রহ্মা বলিলেন,–বৃষধ্বজ! আমার পুত্র দক্ষ, সতী সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা শুন, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে স্থির কর। ৭০

আমার পুত্র আমাকে বলিলেন,–আমার কন্যা সতী মহাদেবের জন্যই কল্পিত, অতএব তাহাকেই ত দেয়। এই কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ; বিশেষ আপনি বলিতেছেন। ৭১

আমার কন্যা এই জন্যই স্বয়ং মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেবও যত্নপূর্বক তাহার অন্বেষণ করিতেছেন, অতএব আমি মহাদেবকেই কন্যাদান করিব। ৭২

বিধাতঃ! শম্ভু, শুভলগ্নে শুভমুহূর্তে আমার নিকট আগমন করুন, আমি তখন আমার কন্যাকে ভিক্ষা-স্বরূপে তাহাকে সম্প্রদান করিব। ৭৩

দক্ষ, অনিন্দ সহকারে ইহা বলিয়াছেন; অতএব হে বৃষধ্বজ! তুমি সতীকে পাইবার জন্য শুভমুহূর্তে তদীয় নিকেতনে গমন কর। ৭৪।

ঈশ্বর বলিলেন,–আমি তোমাকে এবং মহাত্মা নারদকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিব। অতএব হে জগৎপূজ্য! সত্বর নারদকে স্মরণ কর। ৭৫

মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণকেও স্মরণ কর; আমি যখন দক্ষগৃহে গমন করিব, তখন তাহাদিগকে এবং প্রমথগণকেও সঙ্গে লইব। ৭৬।

অনন্তর ব্রহ্মা, স্মরণ করিবামাত্র নারদ ও অন্যান্য ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, যথায় ব্রহ্মা ও মহাদেব অবস্থিত ছিলেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং কাম প্রভাব দর্শনে চিন্তাকুল হইলেন। ৭৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একাদশ অধ্যায় — শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মা স্মরণ করিবামাত্র নারদ এবং ব্রহ্মার অন্যান্য সমুদয় মানস পুত্রগণ যেন বায়ুচালিত হইয়া সমাগত হইলেন।১

তখন মহাদেব-সেই ঋষিবৃন্দ, ব্রহ্মা এবং প্রমথগণ সমভিব্যাহারে বিবাহের উপযুক্ত সময়ে সানন্দে দক্ষালয়ে যাত্রা করিলেন। ২

প্রমথগণ আনন্দভরে শঙ্খ, পটহ, ডিণ্ডিম, তূর্য্য ও বংশ প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে শঙ্করের অনুগমন করিতে লাগিল। ৩

কতকগুলি প্রমথ, করতলে তালবাদ্য করিয়া পদধ্বনি করত অতিবেগে বিমানারোহণে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল। ৪

বিবিধাকার প্রমথগণ বাদ্যশব্দ শুনিয়া নানাবিধ শব্দে কোলাহল করত নির্গত হইল। ৫

অনন্তর, দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ-নৃত্য-গীত-বাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করত সানন্দে বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৬

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! সেই তরুণতর গন্ধর্ব্ব ও প্রমথগণের শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। ৭।

নিজগণ-পরিবৃত কামদেবও মহাদেবকে অত্যন্ত হর্ষিত ও মোহিত করত শৃঙ্গাররসাদি সমভিব্যাহারে তাহার সমক্ষেই তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৮

মহেশ্বর, বিবাহ করিতে গমন করিলে ব্রহ্মাদি সমুদায় দেববৃন্দ, স্বেচ্ছা ক্রমেই মনোহর বাদ্যোদম করিতে লাগিলেন। ৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন দিঙ্মণ্ডল সুপ্রসন্ন হইল; অগ্নিত্রয় প্রশান্তভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। ১০

সুগন্ধ পবন বহিতে লাগিল; বৃক্ষসকল কুসুমিত হইল; অসুস্থ প্রাণীরাও সুস্থভাব ধারণ করিল। ১১

হংস, সারস, কলহংস, ময়ূর ও চাতকবৃন্দ–যেন মহাদেবকে প্রেরণ করিবার জন্যই সুমধুর শব্দ করিতে লাগিল। ১২

ভুজঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম, জটাজূট এবং শশিকলাই তাহার বর-ভূষণ হইল; সেই ভূষণেই তিনি সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৩

অনন্তর, মহেশ্বর শীঘ্রগামী বেগশালী বলীবর্দ আরোহণে ব্রহ্মা ও নারদাদি সমভিব্যাহারে ক্ষণমধ্যে দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৪

অনন্তর, মহাতেজা দক্ষ,–মহাদেব এবং ব্রহ্মাদিকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থানপূর্বক তাহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। ১৫

দক্ষ পাদ্যাদিদ্বারা তাহাদিগের যথোচিত পূজা করিয়া মানস মুনিবৃন্দের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। ১৬

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর দক্ষ, শুভমুহূর্তে শুভলগ্নে নিজ দুহিতা সতীকে সহর্ষে শিবের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ১৭

তখন বৃষধ্বজ, আনন্দ সহকারে বৈবাহিক-বিধি অনুসারে বরতনু দাক্ষায়ণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ১৮

ব্রহ্মা এবং নারদাদি মুনিগণ, সুশ্রাব্য ঋগ্-যজুঃ-সাম গানদ্বারা মহেশ্বরের সন্তোষ সাধন করিলেন। ১৯

কতকগুলি প্রমথ বাদ্য করিতে লাগিল; অপর কতকগুলি নৃত্য করিতে লাগিল; মেঘদল, গগনতলে সমবেত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিল। ২০

অনন্তর গরুড়ধ্বজ, অতিবেগসম্পন্ন গরুড়ে আরোহণ করিয়া কমলা সমভিব্যাহারে শম্ভু সমীপে আগমনপূর্বক এই কথা বলিলেন। ২১

ভগবান বলিলেন,–মহেশ্বর! বর্ণ-বৈপরীত্যে আমি যেমন কমলাযোগে শোভা পাইতেছি, সেইরূপ তুমিও এই স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামলা দাক্ষায়ণীর সংসর্গে শোভা পাইতেছ। ২২-২৩

তুমি ইহার সহকারিতায় দেবগণ ও মনুষ্যগণকে রক্ষা কর, তুমি ইহার সহযোগে সংসারীদিগের সতত মঙ্গলসাধন কর; হে শঙ্কর! তুমি ইহার সাহায্যে যথাযোগ্যরূপে দস্যুগণকে সংহার করিবে। ২৪

যে ব্যক্তি ইহাকে দেখিয়া বা ইহার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া ইহার প্রতি সাভিলাষ হইবে, হে ভূতনাথ! তুমি তাহাকে বধ করিবে; এ বিষয়ে বিচার বিতর্ক করিতে হইবে না। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে দ্বিজগণ! সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, হৃষ্টচিত্ত পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রীতিভরে "তাহাই হইবে" বলিলেন। ২৬

অনন্তর ব্রহ্মা, চারুহাসিনী দক্ষনন্দিনীকে দেখিয়া কামাবিষ্টচিত্তে তাহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ২৭

ব্রহ্মা বারবার সতীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অবশ হইয়া আবার ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইলেন। ২৮

হে দ্বিজোত্তমগণ! তখন উজ্জ্বল দহনসন্নিভ ব্রহ্মবীর্য, মুনিগণের সমক্ষেই ভূতলে নিপতিত হইল। ২৯

হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর সেই বীর্য্য হইতে–সম্বর্ত্ত, আবর্ত পুষ্কর এবং দ্রোণ নামে নির্ঘোষকারী মেঘচতুষ্টয় গর্জন ও বারিধারা বর্ষণ করত উৎপন্ন হইল। ৩০

সেই মেঘদল গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলে এবং ঘোরতর গর্জন করিতে থাকিলে মহাদেব, দাক্ষায়ণীদেবীকে দেখিয়া অত্যন্ত কামমোহিত হইলেন। ৩১

তখন শঙ্কর, কামমোহিত হইলেও নারায়ণের বাক্যস্মরণে শূল উদ্যত করিয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন। ৩২

ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য শম্ভু শূল উদ্যত করিলে মরীচি, নারদ প্রভৃতি দ্বিজবরগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ৩৩

দক্ষও শঙ্কিতচিত্তে সত্বর সম্মুখে আসিয়া, হস্ত উত্তোলনপূর্বক “মৈবং মৈবং” (এরূপ করিবেন না, এরূপ করিবেন না) বলিয়া ভূতনাথকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। ৩৪।

অনন্তর মহেশ্বর, দক্ষকে সন্মুখবর্তী দেখিয়া নারায়ণ-বাক্য স্মরণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন,–হে বিপ্রবর প্রজাপতে। নারায়ণ এইমাত্র এইখানেই যাহা বলিলেন, আমিও তাহা করিতে স্বীকার করিয়াছি। ৩৫-৩৬

“যে ব্যক্তি এই রমণীকে সকামচিত্তে দর্শন করিবে, তুমি তাহাকে বধ করিবে”-বিষ্ণুর এই বাক্য ব্রহ্মাকে বধ করিয়া সফল করিব। ৩৭

ব্রহ্মা, সকাম হইয়া এই সতীকে দর্শন করত স্খলিতবীর্য্য হইল কেন? যখন অপরাধ করিয়াছে, তখন অবশ্যই ইহাকে বধ করিব। ৩৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাদের এই সব কথা বলিতেছিলেন, ইত্যবসরে সর্বজগৎ-প্রভু বিষ্ণু শীঘ্র তাহার সম্মুখবর্তী হইয়া তাহাকে ব্রহ্মবধ করিতে নিষেধ করত বলিলেন,–হে ভূতনাথ! এই জগৎস্রষ্টা জগৎপূজ্য ব্রহ্মাকে বধ করিও না। ইনিই সতীকে তোমার ভার্য্যা করিয়া দিয়াছেন। ৩৯-৪০

শম্ভো। এই চতুরানন, প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; ইনি বিনষ্ট হইলে জগৎসৃষ্টি করিতে পারে, এমন প্রাকৃত-পুরুষ এখন আর নাই। ৪১

আমরা তিন জনেই পুনঃপুনঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করি; তন্মধ্যে সামঞ্জস্য মত কোন কার্য্য এই ব্রহ্মা করেন, কোন কার্য আমি করি, কোনটী বা তুমি কর। ৪২

এই তিন জনের মধ্যে একজন বিনষ্ট হইলে তাহার কার্য্য করিবে কে? অতএব হে বৃষধ্বজ! তুমি বিধাতাকে বধ করিও না। ১৩

ঈশ্বর বলিলেন; আমি এই চতুরাননকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব; সৃষ্টিকর্তার অভাব হয়, আমিই স্থাবর-জঙ্গম প্রজা সৃষ্টি করিব। ৪৪

অথবা আমি নিজ তেজঃপ্রভাবে অন্য বিধাতা সৃষ্টি করিব; তিনিই আমার আদেশে সর্ব্বদা সৃষ্টি করিবেন। ৪৫

প্রভো! আমি এই বিধাতাকে বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করত এক জন সৃষ্টিকর্তা সৃজন করিব; হে চতুভুজ। এ কার্য্য করিতে আমাকে বারণ করিও না। ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–চতুর্ভুজ,–গিরশের এই কথা শুনিয়া প্রসন্ন মুখে ঈষৎ হাস্য করত পুনরায় বলিলেন, এ কাজ করিও না। ৪৭

হে দ্বিজোত্তমগণ। তিনি ঈশ্বরকে বলিলেন; নিজের উপর ঐ প্রতিজ্ঞা করা উচিত হয় না। ৪৮

অনন্তর, শম্ভু পুনরায় বলিলেন; বিধাতা আমার আত্মা কিরূপে? এই অগ্রবর্তী বিধাতা প্রত্যক্ষতই ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। ৪৯

তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ–মহাদেবের সন্তোষ সাধন করত মুনিগণসম্মুখে হাস্য করিয়া বলিলেন; ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন; তুমি ব্রহ্মা হইতে বিভিন্ন নহ; আমিও তোমাদিগের উভয় হইতে ভিন্ন নহি; আমাদিগের আত্মা চিরদিন অভিন্ন। ৫০-৫১

প্রধান অপ্রধান, খণ্ড অখণ্ড ও সাকার জ্যোতির্ম্ময় (নিরাকার) স্বরূপে অবস্থিত আমারই দুই-ভাগ তোমরা দুইজন; আর আমি এক ভাগ। ৫২

তুমিই বা কে? আমিই বা কে? আর ব্রহ্মাই বা কে?-পরমাত্মস্বরূপী আমারই এই বিভিন্ন তিন অংশ, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ। ৫৩

তুমি আপন মনে আত্মচিন্তা কর,-মনে কর জগন্মণ্ডল আত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত; আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নভাব হৃদয়ে গাঢ়-প্রবিষ্ট কর। ৫৪

হে হর। যেমন এক ব্যক্তিরই মস্তক ও গ্রীবাদি ভেদে অনেক অঙ্গ; সেই রূপ আমারও তিন অংশ। ৫৫

সেই যে আত্মপরপ্রকাশ, কূটস্থ, অব্যক্ত, অনন্ত, নিত্য, দীর্ঘহ্রস্বাদি বিশেষণ বর্জিত পরাৎপর পরমজ্যোতি–তাহাই আমরা,-ভিন্ন নহি। ৫৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহাদেব তাহার এই কথা শুনিয়া বিমোহিত হইলেন; তিনি এই অভিন্নতা অবগত থাকিলেও অন্যচিন্তায় তাহা বিস্মৃত হওয়াতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা এবং একরূপ দেবত্রয়ের বিশেষণভেদের কথা গোবিন্দকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৭-৫৮

অনন্তর, নারায়ণ শিব-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবত্রয়ের অভিন্নতা-কীর্তন ও একত্ব প্রদর্শন করিলেন। ৫৯

তখন মহাদেব, নারায়ণের মুখ-কমল-কোষ হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নরূপতা শ্রবণ ও স্বরূপ দর্শন করিয়া কুসুম-মধু-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিধাতাকে আর বধ করিলেন না। ৬০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বাদশ অধ্যায় — ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ

ঋষিগণ বলিলেন,হে দ্বিজপুঙ্গব! জনার্দন, শিবের নিকট ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের যে অভিন্নতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

বিপ্রবর! গরুড়ধ্বজ কিরূপেই বা ত্রিদেবের একত্ব প্রদর্শন করিলেন, তাহা বলুন। আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–দেবত্রয়ের অভেদ প্রতিপাদন ও একত্ব প্রদর্শন-বিবরণ পরমপবিত্র, পরম গোপনীয়,–মুনিমণ্ডলী তাহা শ্রবণ করুন। ৩

হে মুনিবরগণ! গোবিন্দ, শিবকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাদরে তাহাকে সম্বোধনপূর্বক দেবত্রয়ের অভেদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৪

পূর্বে জগৎ ছিল না, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই, প্রসুপ্তের ন্যায় তমোগুণের দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। ৫।

তখন দিবা-রাত্র ছিল না; পৃথিবী ছিল না; জ্যোতি ছিল না; আকাশ ছিল না; জল ছিল না; বায়ু ছিল না; অধিক কি অন্য কিছুই ছিল না। ৬

থাকিবার মধ্যে–সূক্ষ্ম নিত্য অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত, অবিশেষণ, অদ্বয় জ্ঞানময়, এক পরম ব্রহ্ম ছিলেন। ৭

হে ভূতনাথ! আর ছিলেন–সর্ব্বগত সনাতন প্রকৃতি-পুরুষ ও জগৎকারণ অখণ্ড কাল। ৮

হে মহেশ্বর। সেই যে এক পরম ব্রহ্ম, আমাদিগের এই রূপত্রয় তাহারই অর্থাৎ তিনিই এই তিনরূপে বিভক্ত; সেই জগদীশ্বরেরই কাল নামে আর একটী নিত্যরূপ আছে; তাহা অনাদি অনন্ত এবং নিজের কোন না কোন অংশবিশেষে জনকতা-সম্বন্ধ-সত্তা প্রযুক্ত সর্ব্বভূতেরই কারণ অর্থাৎ দণ্ড ক্ষণ মূহুর্তাদি-কালের অংশ; যে দণ্ড ক্ষণ বা মূহুর্তাদিতে সে বস্তুর

উৎপত্তি, সেই দণ্ডাদি সেই বস্তুর কারণ; এইরূপে কালের অংশ কারণ হয় বলিয়া অংশী অখণ্ডকালও কারণ-পদ-বাচ্য। ৯-১০

অনন্তর স্বয়ং ব্রহ্ম, সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করিয়া স্বপ্রকাশক শক্তিবলে নিরুপম ভাস্বর রূপে প্রকাশিত হন। ১১

প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হইলে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল, পশ্চাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ (সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক) অহঙ্কারের উৎপত্তি। ১২

অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র; সর্বব্যাপক পরমেশ্বর শব্দতন্মাত্র হইতে মূর্তি হীন আকাশ সৃষ্টি করেন। ১৩

হে মহেশ্বর। অনন্তর তিনি রসতন্মাত্র হইতে জল সৃজন করিলেন; নিরাধার সেই জলরাশিকে নিজ মায়াবলে স্বয়ং ধারণ করিলেন। ১৫

অনন্তর প্রভু পরমেশ্বর, সমভাবাপন্ন গুণত্রয়-স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভিত করিলেন। ১৫

অনন্তর প্রকৃতি, সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদ্বীজ অব্যগ্রভাবে স্থাপিত করিলেন। ১৬

সেই বীজ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সুবিশাল সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। অনন্তর, সেই অণ্ড, বিশাল জলরাশিকে নিজ গর্ভমধ্যস্থ করিল। ১৭

জলরাশি সেই স্বর্ণময় অণ্ডের গর্ভে অবস্থিত হইলে পরমেশ্বর, সেই জলধারণী মায়াবলেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে ধারণ করিলেন। ১৮

সেই অণ্ডের বাহিরের সকল ভাগই জল, বহ্নি, বায়ু এবং আকাশ দ্বারা ক্রমে ক্রমে আবৃত। ১৯

জলরাশি–সপ্তসমুদ্র, নদী, সরোবর এবং দীর্ঘিকাদি পরিমাণেই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত; অন্য জল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ছিল। ২০

স্বয়ং পরমেশ্বর, ব্রহ্মা-স্বরূপে এই অণ্ড মধ্যে এক দৈববর্ষ বাস করিয়া সেই– অণ্ড ভেদ করিলেন। ২১

হে মহেশ্বর! তৎপরে তাহাতে জরায়ুরূপ সুমেরু ও অন্যান্য পর্বত সকলের অভ্যন্তরস্থ জলরাশি হইতে সপ্তসমুদ্র উৎপন্ন হইল। ২২

সেই সপ্তসমুদ্রমধ্যে ত্রিগুণময়ী পৃথিবী-ঈশ্বর প্রকৃতির নিয়োজিত গন্ধতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইল। ২৩।

পর্বতাদি উৎপত্তির পূর্বে পৃথিবী উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের বিচিত্র সংযোগে পৃথিবী অত্যন্ত কঠিনাকৃতি। ২৪

সর্ব্বলোকগুরু ব্রহ্মা সেই পৃথিবীতে অবস্থিত। ২৫

যখন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ ব্রহ্মা ব্যক্ত হন নাই–তখন, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ উৎপন্ন হয়। ২৬

সর্ব্বভূতের জীবন সর্বত্রগ পবন, প্রকৃতির নিয়োজিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৭

সেই অণ্ডের ভিতর বাহিরে অতুলনীয় জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশদ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। আর সকল বস্তুই কেবল অণ্ডগর্ভে ছিল। ২৮

হে মহেশ্বর। অনন্তর ব্রহ্মা প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণময় নিজ শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন; হে শম্ভো! এই বিভক্ত শরীরত্রয় ত্রিগুণময় হইল। ২৯

হে মহেশ্বর। সেই অখণ্ড শরীরের ঊর্ধ্বভাগ চতুর্মুখ চতুর্ভুজ কমল-কেশর সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞ্চিশরীরে পরিণত হইল। ৩০

মার্কণ্ডেয় উবাচ এতদ্ভুত্ব বচস্ত বিষ্ণোরমিততেজসঃ। হর্ষোৎফুল্লমুখঃ প্রোচে পুনরেব জনার্দন। ৩৯

তাহার মধ্যভাগে একমুখ, শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুশরীর। ৩১

আর অধোভাগে পঞ্চানন চতুর্ভুজ স্ফটিকবৎ শুক্লবর্ণ শিবদেহ হইল। ৩২

অনন্তর, জগৎপালক পরমেশ্বর, ব্রহ্মার শরীরে সৃষ্টিশক্তি নিযোজিত করিয়া আপনিই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টিকর্তা হইলেন। ৩৩।

হে মহেশ্বর! তিনি বিষ্ণুশরীরে স্থিতি শক্তি নিজ মায়া প্রকৃতি ও নিজ জ্ঞানশক্তি নিযোজিত করিলেন। ৩৪

হে মহেশ্বর! এইরূপে পরমেশ্বর মদ্রূপে স্থিতিকর্তা হইলেন। আমাতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করাতে আমি সর্বদা তৎস্বরূপে বিরাজমান। ৩৫

তখন পরমেশ্বর, শম্ভুশরীরে প্রলয়কারিণী শক্তি নিযোজিত করিলেন; সেই পরমেশ্বরই শম্ভুরূপে প্রলয়কর্ত্তা হইলেন। ৩৬

অতএব পরম জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপ সেই অনাদি প্রভু ভগবানই–এই তিন শরীরে স্বয়ং বিরাজমান। এক পরমেশ্বরই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় এই তিন কার্য্য করাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব- পৃথক পৃথক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩৭।

অতএব তুমি, আমি এবং বিধাতা আমরা বস্তুত পৃথক্ নহি। পূর্বোক্ত রূপেই আমাদিগের শরীর, রূপ ও জ্ঞান বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৩৮।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাদেব, অমিততেজা বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া হর্ষ প্রফুল্ল-বদনে পুনরায় তাহাকে বলিলেন। ৩৯

ঈশ্বর বলিলেন,–জ্যোতির্ম্ময়, নির্লেপ, পরমেশ্বর যদি এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় হইলেন, তাহা হইলে আবার মায়া কে? কাল কে? প্রকৃতি কে? ৪০

পুরুষই (জীবাত্মা) বা কাহারা? ইহারা কি পরমেশ্বর হইতে পৃথক্?–যদি পৃথক হন তাহা হইলে, পরমেশ্বর এক অর্থাৎ অদ্বয় হইলেন কিরূপে? হে গোবিন্দ! তৎসমস্ত এবং পরমেশ্বরের প্রভাব যথাযথরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। ৪১

ভগবান বলিলেন,–তুমিই ধ্যানস্থ হইয়া জ্যেতির্ম্ময় নিত্য অক্ষয় আত্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে আত্মাতে অবলোকন করিয়া থাক। ৪২।

প্রভো! তুমিই স্বয়ং ধ্যানযোগে মায়া, প্রকৃতি, কাল ও পুরুষ (জীবাত্মা) সমূহ অবগত হইয়া থাক, অতএব তুমি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হও। ৪৩

এখন তুমি আমার মায়ায় মোহিত হওয়াতে, সেই পরম-জ্যোতিঃ বিস্মৃত হইয়া বনিতা-রত হইয়াছ। ৪৪

হে প্রমথনাথ! এখন আবার তুমি রোষাবেশে আপনি আপনা ভুলিয়া আমাকে প্রকৃতি প্রভৃতির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ। ৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর মহাদেব, তাহার সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণসমক্ষে যোগাবলম্বনপূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন। ৪৬

মহেশ্বর, বদ্ধপর্য্যঙ্কাসনে মুদ্রিত নয়নে আত্মাতে আত্ম-চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৭

এইরূপে পরব্রহ্ম চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শুভ্র শরীর, অদ্ভুততেজঃ সমুজ্জ্বল হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইল। তখন মুনিগণ সেই শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। ৪৮

শম্ভু ধ্যানমুক্ত হইলে, বিষ্ণুমায়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধূর্জটি তপঃস্তেজঃসমুজ্জ্বল হইয়া অত্যন্ত দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৪৯

যে সকল প্রমথগণ, সেবা করিবার জন্য শিবসমীপে অবস্থিত ছিল, তাহারা “ইনি শঙ্কর কি সূর্য” ইহা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারিল না। ৫০

তখন স্বয়ং বিষ্ণুই গাঢ়সমাধিমগ্নচিত্ত ধূর্জটির শরীরাভ্যন্তরে জ্যোতীরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫১

অব্যয় নারায়ণ স্বয়ং তাহার জঠরে প্রবেশপূর্বক সমস্ত সৃষ্টিক্রম প্রদর্শন করিলেন। ৫২

শম্ভু–প্রথমেই স্থূল-সূক্ষ্মভাব-বর্জিত বিশেষণহীন নিত্যানন্দময় অথচ আনন্দশূন্য অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় নির্মল। ৫৩

সকলের অদৃশ্য অথচ সর্ব্বদ্রষ্টা জগতের মূল কারণ আনন্দময় পরমবস্তু পরমাত্মাকে এবং আত্মাকেও তৎস্বরূপে দর্শন করিলেন। ৫৪

বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহেশ্বর, তদ্গতচিত্তে দেখিলেন,–প্রকৃতি তাহারই স্বরূপ, কেবল সৃষ্টির জন্য ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৫

দেখিলেন;-প্রকৃতি এক,–পরমেশ্বরের সমীপে বিভিন্নবৎ রহিয়াছেন। আর দেখিলেন, প্রকৃতি-নিরত পুরুষ সমূহ; ইহারাও প্রকৃতির ন্যায় কেবল সৃষ্টির জন্যই ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫৬

হে দ্বিজসত্তমগণ! যেমন অজস্র স্ফুলিঙ্গ বহুবিস্তৃত পাবকের অংশ, সেইরূপ এই পুরুষসমূহও পরমেশ্বরের অংশ। ৫৭

সেই পরম জ্যোতিই নিরন্তর কালরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই কালেরই অংশবিশেষ-সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ১৮

চন্দ্রশেখর দেখিলেন;-প্রকৃতি, পুরুষ, কাল সকলই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন; তবে সৃষ্টির জন্য ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এইমাত্র। ৫৯

আবার পৃথগভূত সেই সকল বস্তুকে অভিন্ন দেখিলেন। তখন দেখিলেন; “একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন ইহ জগতে দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই। ৬০

শিব দেখিলেন; সেই ব্রহ্মই প্রকৃতি ও কালরূপে প্রকাশ পান; তিনিই পুরুষরূপে সংসারে প্রবৃত্ত হন। ৬১

ভোগ করিবার জন্য প্রাণিগণের শরীরে অধিষ্ঠান করেন। শঙ্কর দেখিলেন,–সেই প্রকৃতিই মায়ারূপে হরি হর বিরিঞ্চিকে এবং অন্যান্য প্রাণিসকলকে মোহিত করেন। মায়ানাম্নী প্রকৃতিই স্ত্রীরূপে প্রাণিগণকে সতত সম্মোহিত করেন। ৬২-৬৩

তিনিই হরি-প্রিয়া লক্ষ্মী; তিনি সাবিত্রী; রতি, সন্ধ্যা; তিনিই সতী; তিনিই সতী-জননী বীরিণী। ৬৪।

সেই স্বয়ং প্রকৃতি বুদ্ধিরূপিণী; তাহাকেই লোকে চণ্ডিকাদেবী বলিয়া থাকে। স্বয়ং মহেশ্বর ধ্যানমার্গ-রত হইয়া অবিলম্বে এই সমস্ত দর্শন করিলেন। ৬৫

হে দ্বিজোত্তমগণ! স্বয়ং নারায়ণ, মহেশ্বরকে মহদাদিভেদে সৃষ্টি-পরিপাটি, কাল, প্রকৃতি ও পুরুষবৃন্দ প্রদর্শন করিয়া আর আর যাহা দেখাইলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৬৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রয়োদশ অধ্যায় — ধ্যানযোগে মহাদেবের বিশ্বদর্শন

অনন্তর, নারায়ণ মহেশ্বরকে ব্রহ্মাণ্ডসংস্থান দেখাইলেন;-জলরাশিস্থিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-সময়ের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১

মহেশ্বর, সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রকাশকারী কমলোদরসন্নিভ আরক্ত-বর্ণ জ্যোতির্ময় জগৎপতি ব্রহ্মাকে দেখিলেন। ২

আবার সৃষ্টির জন্য পৃথগভূত শরীরী জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল কমলাসন চতুর্ভুজ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মুহুর্মুহুঃ দেখিলেন। ৩

মহাদেব দেখিলেন;–সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি সেইখানেই তিনভাগে বিভক্ত হইল; তাহার উর্ধ্বভাগে ব্রহ্মা, মধ্যভাগে বিষ্ণু ও অন্তভাগে শিব হইলেন। ৪

আবার দেখিলেন, পূর্বমূর্তি; আবার তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইল; উর্ধ্বভাগ ব্রহ্মাকারে, মধ্যভাগ নারায়ণাকারে ও শেষভাগ শিবাকারে পরিণত হইল। ৫

এইরূপ সেই শরীর বারংবার ত্রিধা-বিভক্ত হইতে লাগিল–দেখিলেন। ৬

মহেশ্বর, এই সম্পূর্ণ জগন্মণ্ডলকে স্বীয় গর্ভে অবলোকন করিলেন। তিনি দেখিতে লাগিলেন;–কখন বিষ্ণুদেহ ব্রহ্মদেহে লীন হইল। ৭

কখন ব্রহ্মদেহ বিষ্ণুদেহে লয় পাইল; কখন শম্ভুদেহ বিষ্ণুদেহে মিশাইয়া গেল; কখন বিষ্ণুদেহ শম্ভুদেহে বিলীন হইল; কখন বা শম্ভুদেহ ব্রহ্মদেহে মিলাইল। ৮

এইরূপ বারম্বার পরস্পরের দেহে লয় পাইতে লাগিল এবং তিনজনেই একীভূত হইতে লাগিলেন। বামদেব আবার দেখিলেন; সেই অভিন্ন দেহ বিভিন্ন হইল। ৯

আবার সেই দেহ পরমাত্মাতে বিলীন হইল। ১০

শম্ভু, তন্মধ্যে দেখিলেন, বৃহৎ-বৃহৎ-পর্বতসমূহে বিরলসংবৃতা অনন্ত জলশায়িনী পৃথিবী। পুনরায় দেখিলেন, যেন সৃষ্টি কাল, ব্রহ্মা সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন; আপনি শিব, গরুড়াসন বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা সকলেই পৃথক হইয়াছেন।১১

তখন দেখিলেন; দক্ষ প্রজাপতি, নিজ প্রমথগণ, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র ঋষিগণ, বীরিণী এবং সতী। ১২।

দেখিলেন, সন্ধ্যা, রতি, কাম, শৃঙ্গার, বসন্ত, হাব, ভাব, মায়াগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, মরুদগণ। ১৩

দেখিলেন;-ঘনঘটা, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, মানুষ, ভুজঙ্গ, নক্র, মৎস্য, কচ্ছপ। দেখিলেন,–উল্কা, নির্ঘাত, ধূমকেতু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ। ১৪-১৫

ধূর্জটি দেখিলেন;-কতকগুলি ব্যক্তি রমণীসহ মৈথুনভাবে প্রবৃত্ত; কেহ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ উৎপন্নপ্রায়; কেহ বা আসন্ন-মৃত্যু। ১৬

পরমেশ্বর শম্ভু দেখিলেন;–কতকগুলি ব্যক্তি হাসিতেছে; কতকগুলি ক্রীড়া করিতেছে; কতকগুলি বিলাপ করিতেছে; কতকগুলি বা দৌড়িতেছে। ১৭

মহাদেব দেখিলেন;–কতিপয় ব্যক্তি দিব্যালঙ্কারভূষিত মাল্যচন্দনচর্চিত হইয়া নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে। ১৮

দেখিলেন;–কতিপয় তপোধন মুনি, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নামাদি কীর্ত্তন ও তাহাদিগের স্তব করিতেছেন। ১৯

দেখিলেন;–কেহ কেহ নদীতীরে তপোবনে তপস্যা করিতেছেন; কেহ কেহ স্বাধ্যায়–বেদ অধ্যয়নে বা বেদাধ্যাপনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ২০

তখন শিব, সপ্তসাগর নদী ও দেব-সরোবর সকল দেখিতে পাইলেন। আর তিনি আপনাকে পর্বতারূঢ় দেখিলেন। ২১

আর দেখিলেন;-মায়া লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে আর সতীরূপে শঙ্কররূপী আপনাকে অতীব মোহিত করিতেছেন। ২২

দেখিতে লাগিলেন; তিনি যেন সতীর সহিত কৈলাস, সুমেরু ও মন্দর পর্বতে এবং শৃঙ্গার-রসপূর্ণ দেবোদ্যানে বিহার করিতেছেন। ১৩

যেরূপে সতী, সেই দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়নন্দিনী হইলেন, আপনি আবার তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন, যেরূপে অন্ধকাসুর নিহত হইল, যেরূপে কার্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি যেরূপে তারকাসুরকে বধ করিলেন, তৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও বৃষধ্বজ, তৎসমস্তই বিস্তারিতরূপে দেখিতে পাইলেন। ২৪-২৫

বিষ্ণু, নরসিংহরূপে যে প্রকারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন, কালনেমি ও হিরণ্যাক্ষ তৎকর্তৃক যেরূপে নিহত হয়, তিনি পূর্বে দানবগণের সহিত যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে যে যে দৈত্য বিনাশ করিয়াছিলেন, তৎকালিক ভবিষ্যৎ ঘটনা হইলেও দেবাদিদেব তৎসমস্তই দেখিতে পাইলেন। ২৬-২৭

মহাদেব, ব্রহ্মা হইতে সিদ্ধ-বিদ্যাধর-মনুষ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি পর্যন্ত সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চই পৃথক পৃথকরূপে দেখিয়া অবশেষে দেখিলেন; তিনি যেন তৎসমস্ত সংহার করিতেছেন। ২৮

সংহার শেষে দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনজনমাত্র অবস্থিত; এই চরাচর জগৎ শূন্য। ২৯-৩০

শূন্যতার আবাসভূমি এই নিখিল জগন্মণ্ডলে অবশিষ্ট তিনজনের একজন ব্রহ্মা, বিষ্ণুশরীরে লীন হইলেন; আর একজন শিব, তিনিও বিষ্ণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩১

তখন রুদ্রদেব, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র অব্যক্তরূপী বিষ্ণুকেই দেখিতে পাইলেন; তদ্ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩২

অনন্তর দেখিলেন;–বিষ্ণুও অত্যন্ত উদ্ভাসমান জ্যোতির্ময় নিত্যতত্ত্ব পরমাত্মাতে বিলীন হইলেন। ৩৩।

অনন্তর দেখিলেন;–কেবল নিত্য জ্ঞানময়, আনন্দময়, জ্ঞানগম্য অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, আর কিছুই পাইলেন না। ৩৪

শম্ভু, নিজ শরীর মধ্যেই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব ও পৃথকৃত্ব আর জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় দেখিতে পাইলেন। ৩৫

তখন শম্ভু, স্বপ্রকাশ শান্ত নিত্য অতীন্দ্রিয় একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম পরমাত্মাকেই দেখিতে পাইলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ৩৬

তখন শিব,-কে ব্রহ্মা, কে বিষ্ণু, কে শিব, আর কিই বা জগৎ– পরমাত্মা হইতে এ সকলের ভেদ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ৩৭

শিব এইরূপ দেখিতেছেন, ইত্যবসরে হরি তদীয় শরীর মধ্য হইতে নির্গত হইলেন। তখন মায়াও বৃষধ্বজ শরীরে প্রবেশ করিলেন। ৩৮

জনার্দন, শম্ভুর নিকটে দেবত্রয়ের অভিন্নতা ও পার্থক্য প্রদর্শনপূর্বক তদীয় শরীর হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন। ৩৯

সংযতচিত্ত মহাদেব সমাধি ত্যাগ করিলে মায়ামোহিত সেই দেবাধিদেবের মন সতীর প্রতি ধাবিত হইল। ৪০

হে দ্বিজোত্তমগণ! অনন্তর, মহেশ্বর, দাক্ষায়ণীর প্রফুল্ল-কমল-সন্নিভ মনোহর বদনমণ্ডলের দিকে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ৪১

অনন্তর, শঙ্কর-দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ নিজ প্রমথগণ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহাদিগকে তথায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ৪২

তখন জনার্দন, বৃষধ্বজ মহাদেবকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নবদনে ঈষৎ হাস্য করত তাহাকে বলিলেন;–শঙ্কর! তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব ও অনেকত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন তাহা তুমি বেশ বুঝিয়াছ ত? ৪৩-৪৪

হে মহাদেব! প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং মায়া, ইহারা–কে এবং কিরূপে, তাহা তুমি নিজ শরীরাভ্যন্তরেই দেখিতে পাইয়াছ। ৪৫

সদা শান্ত পরম মহৎ এক ব্রহ্ম কিরূপ? এবং তিনি নানারূপ হইলেন কিরূপে? ৪৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান বৃষধ্বজ, ভগবান মধুসূদন কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৪৭

পরম মঙ্গল-স্বরূপ শান্ত অনন্ত অচ্যুত একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই; হরে! নিখিল জগন্মণ্ডলই তাহা হইতে অভিন্ন; সৃষ্টিকার্যের জন্যই তিনি কাল প্রভৃতি রূপে প্রকাশমান। ৪৮

সেই নিরঞ্জন পরব্রহ্মই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-কারণ, আমরা তিনজন তাহারই অংশ; সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিবার জন্য তাহারই রূপত্রয় বিভিন্ন ভাবে বিরাজ করিতেছে। ৪৯

আমি, তুমি, ব্রহ্মা, কাল, প্রকৃতি বা অন্য কেহ–আমরা তাহার স্বরূপ হইলেও তদীয় প্রেরণা ভিন্ন কিছুই করিতে পারি না। ৫০

ভগবান্ বলিলেন,–হে বৃষধ্বজ! তুমি এই সার বুঝিয়াছ, সার সার কথাও বলিলে। ৫১

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-আমরা তিনজন তাঁহারই অংশ। অতএব হে শম্ভো! তুমি যদি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একত্ব বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর ব্রহ্মাকে বধ করিতে পারিতেছ না। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাদেব, অমিততেজা বিষ্ণুর এই সকল কথা শুনিয়া এবং দেবত্রয়ের একতা দর্শন করতে ব্রহ্মাকে আর বধ করিলেন না। ৫৩

বিষ্ণু, যেরূপে শম্ভুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অভেদ বুঝাইয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি তোমাদিগকে এই বলিলাম। এক্ষণে প্রস্তুত কথা বলিব, সন্দেহ নাই। ৫৪

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুর্দশ অধ্যায় — শিব-বিহার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর, জলদাবলী গর্জন করিতে থাকিলে সতীপতি মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া হিমালয় পর্বতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, শিব, আনন্দ-শালিনী সতীকে উত্তুঙ্গ বৃষভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রমণীয়-নিকুঞ্জ-শোভিত হিমালয় প্রস্থে গমন করিতে লাগিলেন। ১-২

তখন সেই চারুহাসিনী সুদতী দাক্ষায়ণী, বৃষোপরি শিবসমীপে অবস্থিত হওয়াতে শশধরসমীপে মেঘমালার ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩

ব্রহ্মাদি প্রধান প্রধান দেবগণ, ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, দক্ষ প্রজাপতি এবং সুরাসুর সকলেই আনন্দিত হইলেন। ৪

প্রমথগণ–কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি কতত, কেহ কেহ করতালি প্রদান করত কেহ কেহ বা হাস্য করত, বৃষধ্বজের অনুগমন করিতে লাগিল। ৫

শিব ব্রহ্মাদিকে বিদায় দিলেও তাহারা পরমানন্দে কিয়দ্দূর পর্যন্ত শিবের অনুসরণ করিলেন। ৬

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ শিবের সহিত সম্ভাষণ করিয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণপূর্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৭

দেবগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ ও বিদ্যাধরগণ প্রভৃতি যাঁহারা যাঁহারা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিবের নিকট বিদায় লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। মহাদেব, দার-পরিগ্রহ করিলে তাহারা সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। ৮-৯

অনন্তর, মহাদেব, সতীসহ আমোদজনক অতি প্রিয় স্বস্থান কৈলাসে বৃষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রমথগণও তথায় উপস্থিত হইল। ১০

অনন্তর বিরূপাক্ষ, সেই দক্ষ-নন্দিনীকে পাইয়া নন্দী প্রভৃতি নিজগণকে গিরি-গুহা হইতে বিদায় দিলেন। ১১

বিদায় দিবার সময় তাহাদিগের সকলকেই এই সূনৃত (সত্যপ্রিয়) কথা বলিয়া দিলেন, যখন আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তখন তোমাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে। হে প্রমথগণ। চিত্ত চঞ্চল হইলেই তোমার আমার নিকটে সমাগত হইবে।১২-১৩

নন্দী ভৈরবাদি প্রমথগণ, মহাদেবকর্তৃক এবরূপ কথিত হইয়া হিমালয় পর্বতে মহাকৌষী-নদী-প্রপাত সন্নিধানে গমন করিলেন। ১৪

তাহারা চলিয়া যাইলে মহাদেব, মোহিত হইয়া বহুদিন সতীসহ নির্জনে নিরন্তর সাতিশয় ক্রীড়াসক্ত হইলেন। ১৫

মহাদেব, কোন দিন, বন্য পুষ্প আহরণপূর্বক মনোহর মালা গাঁথিয়া সতীর হারস্থানীয় করিয়া দিলেন। ১৬

কোন দিন, সতী, দর্পণে আপন মুখ দেখিতেছেন, এমন সময় মহাদেব চুপিচুপি পশ্চাতে গিয়া সেই দর্পণে আপনার মুখও দেখাইলেন। ১৭

কোন দিন মহাদেব, সতীর কুন্তলপাশ উন্নমিত করিয়া উল্লাসযুক্ত হইলেন, তখন বার বার সেই কেশরাশি বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন, খুলিতে লাগিলেন, আবার পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। ১৮

মহাদেব, সতীর সহজ-রক্ত চরণযুগল অনুরাগবশে উজ্জ্বল-অলক্তকরসে রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ১৯

যে সকল কথা অন্যের নিকট উচ্চৈঃস্বরে এবং শীঘ্র বলা যায়; শিব সতীর আনন স্পর্শ করিবার জন্যই সেই সকল কথা তাহার কাণে কাণে এবং বিলম্ব করিয়া বলিলেন।

মহাদেব, অদূরে লুকাইয়া থাকিয়া অন্যমনস্ক সতীর পশ্চাদ্ভাগে সযত্নে ধীর পদক্ষেপে আগমনপূর্বক দুই হাতে তাহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। ২১

বৃষধ্বজ, মায়াবলে সেইখানে অন্তর্হিত হইয়াই সতীকে আলিঙ্গন করিলেন; সতী ভয়চকিতা ও ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। ২২

মহাদেব সুবর্ণকমলকলিকা সদৃশ তদীয় কুচযুগলে মৃগনাভি দ্বারা ভ্রমরাকারে তিলক করিয়া দিলেন। ২৩

মহাদেব, সতীর স্তনযুগল হইতে সহসা হার উন্মোচনপূর্বক বারংবার তাহাতে হাত দিলেন। ২৪

শিব,–কেয়ূর, বলয় এবং তরঙ্গ (অলঙ্কার বিশেষ) সেই সেই অলঙ্কার স্থান হইতে বারম্বার খুলিয়া আবার পরাইয়া দিলেন। ২৫

দেখ, এই কালিকা (মেঘজাল) গমন করিতেছে, এ তোমার সবর্ণা সখী; মহাদেব এই কথা বলিলে সতী যেমন সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সতীর স্তনদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ২৬

কোন সময়ে, প্রমথনাথ, মদনোন্মত্ত মনে সেই হৃদয়বল্লভার সহিত আনন্দে নানাবিধ লীলা করিলেন। ২৭

শঙ্কর, কখন বন্যপুষ্প ও পদ্মপুষ্প আহরণ করিয়া সতীর সর্বাঙ্গ পুষ্প ভরণে ভূষিত করিলেন। ২৮

সতীপতি হর, আনন্দিত ও মোহিত হইয়া সকল রমণীয় গিরিকুঞ্জে তাহার সহিত বিহার করিলেন। ২৯

বৃষধ্বজ, শয়নে, উপবেশনে, অবস্থানে এবং গমনাদি চেষ্টাতে ক্ষণকালের জন্যও সতী না থাকিলে স্বস্তি লাভ করেন নাই। ৩০

শিব, বহুকাল কৈলাস গিরিকন্দরে সতীসহ বিহার করিয়া হিমালয় পর্বতে মহাকোষী-নদী-প্রপাতের নিকটে গমন করিলেন। ৩১

বৃষধ্বজ, হিমালয় পর্বতে প্রবিষ্ট হইলে কামও রতি-বসন্তের সহিত তথায় গমন করিলেন। ৩২

কামদেব, তথায় গমন করিলে, বসন্ত-শঙ্করসমীপে বৃক্ষ, জল ও ভূমণ্ডলে নিজ শোভা বিস্তার করিলেন। ৩৩।

তখন তরুগণ সুপুষ্পিত হইল; লতাসকল কুসুমিত হইল; সরোবরে পদ্ম ফুটিল, কমলে ভ্রমর বসিল। ৩৪

বসন্ত তথায় প্রবিষ্ট হইলে, সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে আমোদিত সুগন্ধ মলয়ানিল বহিতে লাগিল। ৩৫

যেমন নিপুণ ব্যক্তি, তক্র (ঘোল) মন্থন করিয়া তাহা হইতে ঘৃত উত্থাপন করে; সেইরূপ, বসন্ত, মুনিগণের চিত্ত মথিত করিয়া কামপ্রবৃত্তিরূপ সার উদ্ধার করিয়া দিলেন। ৩৬

সন্ধ্যাকালীন অর্ধচন্দ্রের ন্যায় পলাশ-কুসুম-রাশি মদনাস্ত্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। ৩৭

তখন দেবগণ, সদা প্রমোদ-মত্ত হইলেন। তখন সরোবরে কমলবৃন্দ, সকল জনগণকে মোহিত করিতে উদ্যত সুবদনা জলদেবতার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৩৮।

স্বর্ণবর্ণ-কুসুমরাজিমণ্ডিত মনোহর নাগকেশর-তরুগণ, কামদেবের রথধ্বজের ন্যায় শঙ্করসমীপে বিরাজ করিতে লাগিল। ৩৯

চম্পকতরুশ্রেণী, বিকসিত-কুসুমসমূহ দ্বারা আপনার ‘হেমপুষ্প’ নাম নিরন্তর ব্যক্ত করিতে লাগিল। ৪০

পাটল-বৃক্ষসকল এরূপভাবে কুসুমিত হইল,–তাহাতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল, প্রফুল্ল পাটলাকুসুমে পাটলবর্ণ হইয়া উঠিল। ৪১

কুসুমিত লবঙ্গলতা নিজ সুগন্ধে মলয়-পবনকে আমোদিত করিয়া কামিজনের চিত্ত অত্যন্ত মোহিত করিতে লাগিল। ৪২

মাধবী-কুসুম-সুবাসিত রতিক্রীড়াময় মনোহর বনভূমিসকল মাধবী-কুসুম গন্ধ-লুব্ধ অলিকুলে সঙ্কুল হইয়া বড়ই শোভা পাইল। ৪৩

চুতপাদপনিকরের বিটপাগ্রভাগ সতেজে উদ্গত ও সুন্দর মুকুলিত হইল; তাহাতে ঐ বৃক্ষশ্রেণী মদন-শর-সমুহ-সংবৃতবৎ শোভা পাইতে লাগিল। ৪৪

পরম জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে মুনিগণের চিত্ত যেরূপ নির্ম্মল হইয়া বিরাজ পায়; সেইরূপ, সরোবরাদির জল ফুল্ল-কমল-পরিবৃত ও নির্ম্মল হইয়া শোভা পাইল। ৪৫

যেমন তত্ত্ব জ্ঞানীর হৃদয় হইতে মমত্ব দূর হয়, সেইরূপ তুষাররাশি, সূর্যরশ্মি সম্পর্কে গগনতল হইতে অপসৃত হইল। ৪৬।

তথায় কোকিলগণ অতীব নিঃশঙ্কচিত্ত প্রাণীপীড়ক মদনের কুসুম-জ্যা শব্দের ন্যায় নিরন্তর শব্দ করিতে লাগিল। ৪৭

তথায় বনমধ্যগত কুসুমমধুপায়ী মধুকরনিকর, মানিনী-মান-বুভুক্ষু স্মরশার্দূলের হুঙ্কারবৎ কূজন করিতে লাগিল। ৪৮।

চন্দ্রের সকল কলাই এতদিন শিশিররাশির মধ্যে ডুবিয়াছিল; এখন চন্দ্র পৃথিবীর জনগণকে মোহিত করিবার জন্য কুশলে সেই সকল কলা ক্রমে ধারণ করিতে লাগিলেন। ৪৯

তখন পতিসহ রমণীগণের যেমন রমণীয়তা হইল; সেইরূপ শশধরসহ রজনীদেবীও প্রসন্ন এবং তুষারহীন হইলেন। ৫০

সেই সময়ে মহাদেব, গিরিরাজ হিমালয়ের সংবৃত নিকুঞ্জ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ সুললিত বিহার করিতে লাগিলেন। ৫১

কল্যাণী দাঙ্গায়ণীও তাহার সহিত এরূপ সুচারু বিহার করিলেন যে, তিনি ক্ষণকালও না থাকিলে শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। ৫২

সতী দেবী সম্ভোগ বিষয়ে তাহার হৃদয়ের অতীব প্রিয় হইলেন। যেন সতী, শিবকে সেই মধুর শৃঙ্গাররস পান করাইতেই শিবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫৩

মহাদেব দাঙ্গায়ণীর সমগ্র দেহ স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য দ্বারা ভূষিত করিয়া নর্মলীলা করিলেন। ৫৪

যেমন সংযমী পুরুষ আত্মজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ মহেশ্বর, আলাপ, অবলোকন, হাস্য ও সম্ভাষণ দ্বারা সতীর অন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৫৫

সতী-মুখ-চন্দ্রের সুধাপানে মহেশ্বরের শরীর দৃঢ় হইল; তাই তিনি কখনই শেষের সে ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন না। ৫৬

মহাদেব, দাঙ্গায়ণীর মুখ কমল সৌরভে, অসামান্য সৌন্দর্য্য ও লীলানৈপুণ্য দ্বারা বদ্ধ হইয়া রজ্জুবদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় আর কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। ৫৭

এইরূপে মহেশ্বর, হিমালয় পর্বতের নিকুঞ্জ প্রস্থ ও কন্দর মধ্যে সতীসহ প্রতিদিন বিহার করিতে লাগিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! তাহার এইরূপ বিহার করিতে করিতে দেবপরিমাণে চতুর্বিংশতি বৎসর অতীত হইল। ৫৮

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চদশ অধ্যায় — শিব-দুর্গার হিমালয় পর্বতে বাস করিবার প্রস্তাব

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; অনন্তর, দক্ষতনয়া কোন সময়ে বর্ষাকালে, পর্বতপ্রস্থে অবস্থিত বৃষধ্বজকে বলিলেন,–এই পরম দুঃসহ বর্ষাকাল উপস্থিত, এখন নানাবর্ণের জলদজাল দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ১-২

কদম্ব-কুসুম-পরাগমিশ্রিত-জলকণাবাহী বেগবান্ প্রভঞ্জন হৃদয় কম্পিত করত বহিতেছে। ৩

বিদ্যুৎ-পতাকাভূষিত আসারবর্ষী জলদাবলীর তীব্রতর ঘোর গর্জনে কাহার চিত্ত বিক্ষুব্ধ না হয়? ৪

সূর্যের প্রকাশ নাই; নিশাকর মেঘগর্ভে লুকায়িত; এখন দিবা-রাত্রি সমান; এ কালের দিনও বিরহীদিগের প্রাণান্তকর। ৫

হে শঙ্কর। মেঘজাল, গর্জন করিতেছে, পবন চালিত হওয়াতে একস্থানে থাকিতে পারিতেছে না, তাহাতে বোধ হইতেছে ইহারা যেন লোকের মস্তকে পড়িল। ৬

ভীরু-ভয়াবহ ও কামুকজনের অভিলষিত মহাবৃক্ষসকল পবনচালিত হওয়াতে দেখাইতেছে, যেন উহারা গগনমণ্ডলে নাচিতেছে। ৭

স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জনামল জলদ-জালের নিম্নে বলাকাবলী যমুনাজলস্থিত ফেনরাশির ন্যায় সাতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৮

সুনীল-সমুদ্র-সলিলে প্রদীপ্ত বাড়বানলের ন্যায় এই সৌদামিনী মেঘজালো পরি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছে। ৯

এখন গৃহ-প্রাঙ্গণেও শস্প-অঙ্কুর দেখা যাইতেছে;–হে বিরূপাক্ষ! অন্য স্থলে অর্থাৎ যেখানে সচরাচর শস্প উৎপন্ন হয়, তথায় সে শস্প উৎপন্ন হইতেছে তাহা আর বলিব কি? ১০।

যেমন ক্ষীরসমুদ্র মন্দর পর্বতস্থিত তরুনিকরের শ্যামল পত্রপুঞ্জে শোভিত হইয়াছিল, সেইরূপ এই শুভ্রবর্ণ হিমাচল, মেঘ-শ্যামল কক্ষভূমি দ্বারা শোভা পাইতেছে। ১১

যেমন লক্ষ্মী কলিকালে সজ্জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যে সে লোকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইরূপ, পুষ্পশোভা পলাশ কুসুম ত্যাগ করিয়া কূটজ পুষ্প ভজনা করিল। ১২

ময়ূরগণ, নিরন্তর মেঘশব্দে আনন্দিত হইয়া বৃষ্টি সূচনা করত বনে বনে সতত কেকারব করিতেছে। ১৩

মেঘ দর্শনে উৎসুক অতিমত্ত চাতকগণের আসন্নবৃষ্টিসূচক মধুর ধ্বনি শ্রবণ কর। ১৪

এখন ইন্দ্রধনু, গগনমণ্ডলে দেখা দিয়াছে। বুঝি আসাররূপ শর-নিকর দ্বারা তাপ-শত্রুকে বিনাশ করিবার জন্যই তাহার আবির্ভাব। ১৫

দেবাদিদেব! মেঘগুলির একবার অত্যাচার দেখ;-বেটারা কিনা আপনাদিগের অনুগত ময়ূর ও চাতককে উৎকট করকাঘাতে পীড়া দিতেছে। ১৬

হে গিরিশ! ময়ূর ও চাতককুলের মিত্রের নিকটেও নিগ্রহ দেখিয়া হংসগণ দূরবর্তী হইলেও সেই মানসসরোবরে চলিয়াছে। ১৭

এই বিষম সময়ে কাক ও চকোরেরাও নীড় নির্মাণ করিতেছে, তুমি গৃহবিনা সুখে থাকিবে কিরূপে? ১৮

হে পিনাকপাণি! আমি মেঘ ভয়ে বড় কাতর হইয়াছি; অতএব আমার কথানুসারে অবিলম্বে বাসস্থান করিতে যত্নশীল হও। ১৯

হে বৃষধ্বজ! তুমি কৈলাসে হিমালয়ে মহাকৌষী-নদীতীরে অথবা পৃথিবীতে যেখানে হয় তোমার উপযুক্ত বাসস্থান কর। ২০

দাক্ষায়ণী শম্ভুকে বারংবার এই কথা বলিলে, তিনি মৌলিভূষণ-শশধরের বিশদ-কিরণচ্ছুরিত বদনে ঈষৎ হাস্য করিলেন। ২১

অনন্তর, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ঈশ্বর, ঈষৎ-হাশ্যে উদ্ভিন্ন-ওষ্ঠাধর হইয়া পরমেশ্বরী সতীদেবীর সন্তোষ-বিধান করিলেন। ২২

ঈশ্বর বলিলেন, হে মনোহরে! আমি তোমার প্রীতির জন্য যে স্থানে বাস করিব, তথায় আমার পুরীতে কদাচ মেঘ যাইতে পারিবে না। ২৩

হে মনোহারিণি! মেঘগণ বর্ষাকালেও হিমালয় পর্বতের নিতম্বদেশ পর্যন্ত সতত বিচরণ করে। ২৪

মহাদেবি! জলদজাল, কৈলাস পর্বতের মেখলা পর্যত সঞ্চরণ করে, তাহার ঊর্ধ্বে কদাচ যাইতে পারে না। ২৫

পুষ্করাবর্তকাদি মেঘগণও সুমেরুপর্বতের জানুমূল পর্যন্ত যাইতে পারে, তাহার ঊর্ধ্বে পারে না [৯]। ২৬

প্রিয়ে! এই সকল গিরিবরের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার মন চাহে, শীঘ্র আমাকে তাহা বল। ২৭

সুবর্ণময় পক্ষের পবনবেগে বিকম্পিত পল্লব স্বেচ্ছাবিহারী মধুর-কূজন বিহঙ্গ বর্গে তোমার বড় আমোদ; এই হিমালয় পর্বতে তাহা সতত সুলভ। ২৮

সিদ্ধাঙ্গনাগণ, তোমার সহিত চিরসখ্য করিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাহারা ফলাদি দান করত তোমার আনন্দ-উপকার করিতে এই স্বেচ্ছাবিহার ভূমি মণিকুট্টিমশোভিত গিরিবরে আসিবে। ২৯

দেবকন্যা, নাগকন্যা, গিরিকন্যা ও কিন্নর-কন্যাগণ, সকলেই আমোদ-প্রমোণ বিলাস-বিভ্রমে সতত তোমার সহায়তা করিবে। ৩০

সুরসুন্দরীগণ, তোমার এই নিরুপম-রূপরাশি ও বদনমণ্ডল আর তাহা দিগের নিজ নিজ দেহ ও লাবণ্যের দিকে চাহিয়া তাহারা আপন আপন শরীর ও রূপ গুণে নিত্য অবহেলা করিবে। ৩১

রূপে-গুণে ত্রিলোক-বিখ্যাতা গিরিরাজ-মহিষী মেনকাও অভ্যর্থনাদি দ্বারা নিত্য তোমার মানসিক আনন্দবিধান করিবেন। ৩২

গিরিরাজ-বংশীয়া গুণবতী পুরস্ত্রীগণ, তোমার সহিত সারল্য-পূর্ণ প্রীতি বিস্তার করিবেন, তাহাতে তোমার প্রীতিসহকারে সতত নিজকুলোচিত শিক্ষাও হইবে। ৩৩

গিরিরাজ হিমালয়ে কুঞ্জসকল কোকিলকুলের বিচিত্র-কাকলীরবে আনন্দময়; বসন্ত সতত বিরাজমান; স্বচ্ছ জলপূর্ণ শত শত সরোবর; আর কমলপূর্ণ পুষ্করিণীও শত শত। তাই বলি প্রিয়ে! হিমালয়ে থাকিতে ইচ্ছা হয় কি? ৩৪

সর্বকামপ্রদ কল্পপাদপে আচ্ছন্ন হিমালয়ের হরিত বর্ণ তরুরাজির কুসুমচয় উপভোগ করিতে পারিবে। ৩৫

হে মহাভাগে! দেবগণের লীলাভূমি সেই হিমাচল প্রশান্ত শ্বাপদকুল, বহুতর মুনি, যতি এবং নানাবিধ মৃগগণে পরিবৃত রহিয়াছে। ৩৬

তথায় মানস প্রভৃতি স্ফটিক-সুবর্ণ-প্রবাল-রজতময় বহুতর সরোবর, সেই সকল সরোবর আবার রত্নময় নাল-দণ্ড সুবর্ণময় ফুল্লকমল কমলকুল ও মনোহর নীলোৎপলাদি দ্বারা পরিশোভিত। ৩৭-৩৮

শিশুমার ও শঙ্খ-কচ্ছপ-মকরকুলে আবৃত এবং স্নানকালে শত শত সুর রমণীগণের অঙ্গবিধৌত বিবিধ গন্ধদ্রব্য, কুঙ্কুম ও পরিভ্রষ্ট বিচিত্র সৌরভ-বাসিত স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ। ৩৯-৪০

তাহাদিগের তীরে হরিতবর্ণ উত্তঙ্গ পাদপশ্রেণী; তদীয় শাখাসকল পবন হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া যেন আপনাদিগের সম্পদের কথা জানাইতেছে। ৪১

ইহাতে সরোবরকুলের বড়ই শোভা। সেই সকল সরোবরে কলহংস, সারস, মদগু, চক্রবাক ও মধুমত্ত ভ্রমরকুল, সতত বিরাজমান। ৪২

অথবা ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বসু, কুবের এবং আমি–আমাদিগের পুরীপরিসরে শোভিত শৃঙ্গ, রম্ভা, শচী, মেনকা প্রভৃতি রম্ভোরুগণ-নিষেবিত, দেবগণের আবাসভূমি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগিরি উচ্চচূড় সুমেরুপর্বতে বাস করিতে ইচ্ছা কর কি? ৪৩-৪৫

তথায় অপ্সরোগণসেবিতা ইন্দ্রাণী শত শত দেবীগণ পরিবৃত হইয়া সর্বদা তোমার সহায়তা করিবেন। ৪৬

অথবা কুবেরনগর-শোভিত, গঙ্গাজল-প্রবাহ-পূত, পূর্ণচন্দ্রসম-শুভ্রবর্ণ আমার চিরবাসস্থান গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে থাকিতে ইচ্ছা হয় কি? ৪৭

ঐ পর্বতের গুহা ও সানুদেশে ব্রহ্মকন্যাগণ সদা বিচরণ করে। ৪৮

বিবিধ মৃগগণ সেবিত শত শত কমলাকর সরোবরে আবৃত কৈলাসপর্বত কোন গুণেই সুমেরুর ন্যূন নহে। ৪৯

এই সকল স্থানের মধ্যে যেখানে বাস করিতে তোমার আন্তরিক ইচ্ছা, তাহা শীঘ্র বল, আমি তোমার সহিত সেইখানেই বাস করিব। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–শঙ্কর, এই কথা বলিলে, দাক্ষায়ণী, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করত ধীরে ধীরে মধুরভাষে মহাদেবকে বলিলেন,–আমি তোমার সহিত হিমালয় পর্বতেই বাস করিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি অবিলম্বেই এই মহাগিরিতে বাস কর। ৫১-৫২।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর মহাদেব তাহার কথা শুনিয়া পরমানন্দে দাক্ষায়ণী সমভিব্যাহারে সিদ্ধরমণীগণ-সেবিত মেঘ ও বিহঙ্গকুলের অগম্য সরোবর-কানন-শোভিত উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখরে গমন করিলেন। ৫৩-৫৪

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষোড়শ অধ্যায় — দক্ষ-যজ্ঞ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সতী-সহচর শম্ভু সুবর্ণ-রজতে বিচিত্র, রত্নকন্দর শোভিত, বাল-সূর্যসন্নিভ, তুঙ্গশিখরে সমাগত হইলেন। ১

তথায় স্ফটিক-প্রস্তরময়, হরিত-বৃক্ষরাজি-শোভিত, বিচিত্র-কুসুমিত লতা ও সরোবরযুক্ত গিরিরাজ নগরী-সন্নিহিত শিখরাংশে বৃষধ্বজ সতীসহ বহুদিন বিহার করিলেন। ২

তথায় কমল বিকসিত, নীলোৎপল প্রস্ফুটিত, ফুল, কুসুমিত দ্রুমদল বিটপে অলিকুল গুঞ্জরিত; চক্রবাক, কলহংস, হংস, মদগু, মত্ত সারস, বক ও ময়ূরগণের শব্দ ও পুংস্কোকিল-কুলের মধুর কলস্বনে সতত শব্দময়,-মৃগগণ সেবিত, কিন্নর, কিন্নরী, সিদ্ধ, অপ্সরা, যক্ষ, বিদ্যাধরী ও দেবগণের বিহার-ভূমি, পার্বতীয় কন্যা ও পুরন্ধ্রিবর্গে পরিবৃত সেই শিখরদেশে বীণাতন্ত্রীর মৃদুমধুর ঝঙ্কার-মিশ্রিত মৃদঙ্গ পটহ শব্দের সঙ্গে অপ্সরাগণের সকৌতুক নৃত্য, সুগন্ধবতী অপার্থিব লতা এবং উর্ধ্ব-ফুল্ল কুসুমরাজি-সংবৃত নিকুঞ্জাবলী;-শোভার এক শেষ। ৩-৮

এই সুশোভন স্বর্গতুল্য স্থানে শঙ্কর, দিবমানের দশ সহস্র বৎসর সতীসহ সানন্দে বিহার করিলেন। ৯

শঙ্কর কখন কৈলাসে যাইলেন, কখন দেবদেবীপরিবৃত সুমেরু-শিখরে যাইলেন। ১০

কখন দিকপালগণের উদ্যান-কাননে গমন করিলেন, কখন বা পৃথিবীতলে যাইলেন; এইরূপ নানাস্থানে গিয়া তথায় তথায় সতীসহ অত্যন্ত বিহার করিলেন। ১১

সতীগত-চিত্ত মহাদেবের দিবা রাত্রি জ্ঞান হয় নাই; বেদ তপস্যা ও শমদমাদি মনে পড়ে নাই; কেবল সতীর প্রীতিবিধানই তাহার কর্তব্য কার্য্য হইল। ১২

সতী, সকল স্থানে সকল সময়ে একমাত্র শিবমুখই দেখিতে লাগিলেন; মহাদেবও সর্বদা সর্বত্র কেবল দাক্ষায়ণীর বদনমণ্ডলই দেখিতে লাগিলেন। ১৩

শিব-দাক্ষায়ণী এইরূপ পরস্পর সংসর্গে ভাব-জলসেচন দ্বারা পরস্পরের অনুরাগ-বৃক্ষ বর্ধিত করিতে লাগিলেন। ১৪

এই সময়ে ত্রিভুবনহিতকারী দক্ষ, সর্ব্ব-জীবন মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করেন। ১৫

সেই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক হোতৃকার্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদগাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু এবং হোতা। ১৬

সর্ব্বদেবগণসহ স্বয়ং বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা; স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার বেদ বিধিপ্রদর্শক। ১৭

এই যজ্ঞে সকল সকল দিকপালগণ, দ্বারপাল ও রক্ষক। তথায় মূর্তিমান যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত হন, ধরামণ্ডল যজ্ঞবেদী হইলেন। ১৮

সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে শীঘ্র শীঘ্র রাশি রাশি হবি গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্নি সহস্র সহস্র নিজ দেহ প্রকাশ করেন। ১৯

একৈক-পবিত্র-পাণি মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ এই কার্যের প্রধান সহায় হন। তাঁহারা সামধেনী মন্ত্র (অগ্নি প্রজ্বালন মন্ত্র) দ্বারা সর্ব্বত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করেন। সপ্তর্ষিগণ, দিক, বিদিক্, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল শ্রুতি-স্বরে পূর্ণ করত সামগান করেন। ২০-২১

সু-মহাত্মা-দক্ষ, সেই যজ্ঞে বরণ করেন নাই;–এইরূপ কেহ ছিল না। ২২

দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, তৃণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, আদিত্য, ঋষি, স্থাবরমণ্ডল–দক্ষ, সেই মহাযজ্ঞে সকলকে বরণ করেন। ২৩-২৪

কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ও নিমেষাদি সকলেই দক্ষকর্তৃক বৃত হইয়া তথায় সমাগত হন। ২৫

এ মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পুত্রামাত্যসৈন্য সমভিব্যাহারে, নৃপতি এবং বসু প্রমুখ গণ-দেবতা–সকলেই দক্ষকর্তৃক বৃত হইয়া যজ্ঞে গমন করেন। ২৬।

কীট, পতঙ্গ, জলজ প্রাণী, বানর, ঘোরবিঘ্নকর, শ্বাপদ, মেঘ, পর্বত, নদী, সমুদ্র, সরোবর ও দীর্ঘিকা–সকলেই বৃত হইয়া তথায় গমন করেন। ২৭

পাতালবাসী অসুর এবং দেবতুল্য সমস্ত রমণীগণও তথায় গমন করিলেন। তাহারা সকলেই সেই যাযজুক দক্ষের যজ্ঞে স্ব স্ব হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। ২৮

মুনি দক্ষ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ অর্চনাপূর্বক বরণ করিয়া সর্বস্ব দক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ২৯

মহাত্মা দক্ষ, “মহাদেব কপালী, অতএব তিনি যজ্ঞার্হ নহেন” বিবেচনা করিয়া সে যজ্ঞে তাহাকে বরণ করেন নাই। ৩০

সতী আপনার প্রিয়তনয়া হইলেও, কপালীর ভার্যা বলিয়া সে যজ্ঞে দোষদর্শী দক্ষ, তাহাকে আহ্বান করেন নাই। ৩১

পিতা তাদৃশ উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আমি কপালীর ভার্য্যা বলিয়া আমাকে আহ্বান করেন নাই, ইহা তত্ত্বানুসন্ধানপূর্বক শ্রবণ করিয়া সতী দক্ষের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন সতী,-আরক্ত-নয়না ও আরক্তবদনা হইয়া দক্ষকে শাপদগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। ৩২-৩৩

তিনি কোপাবিষ্ট হইলেও তৎক্ষণাৎ পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে তখন আর দক্ষকে শাপ দিলেন না, মনে মনে ইহা স্থির করিলেন;–শাপ দিবার আবশ্যকতা নাই, আমি পূর্বেই দক্ষকে দৃঢ়নিয়ম-বন্ধ করিয়া দিয়াছি যে, আমার প্রতি তোমার অবজ্ঞা উপস্থিত হইলেই আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। ৩৪-৩৫

যখন আমাকে কন্যারূপে প্রার্থনা করত বহুকাল আমার স্তব করে, তখন আমি এই নিয়ম করিয়া দিয়াছি; শাপে কাজ নাই, আমি সেই নিয়ম পালন করিব। ৩৬

সতী দেবী ইহা চিন্তা করিয়া জগন্ময় নিষ্কাম ঘোরতর নিজ নিরুপম নিত্য রূপ স্মরণ করিলেন। ৩৭

তখন দাক্ষায়ণী শ্রী হরির যোগনিদ্রাস্বরূপ নিজ রূপ স্মরণ করত মনে মনে চিন্তা করিলেন; ব্রহ্মার কথামত দক্ষ যে জন্য আমাকে স্তব করিয়াছিল; তাহার কিছুই হইল না, শঙ্কর এখনও অপুত্রক। ৩৮-৩৯

এখন দেবগণের কেবল একটি কার্য্য হইয়াছে, শঙ্কর আমার জন্যই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন। ৪০

আমি ভিন্ন আর কোন রমণীই শঙ্করের অনুরাগবর্ধনে সমর্থ হইবে না; অতএব শিব অন্য রমণীকে গ্রহণ করিবেন না। ৪১

তথাপি আমি পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞাবশতঃ এই দেহত্যাগ করিব; তৎপরে ত্রিভুবনের হিতার্থ আমি পুনরায় এই হিমালয়ে প্রাদুর্ভূত হইব। ৪২

পূর্ব হইতেই শম্ভু, সুরগৃহসদৃশ রমণীয় হিমালয়প্রস্থে আমার সহিত বহুকাল বিহার করিতে প্রীতিযুক্ত আছেন। ৪৩

তথায় চার্ব্বঙ্গী ব্রতচারিণী মেনকাদেবী, পর্ব্বতবংশীয়াদিগের মধ্যে সুশীলা এবং পুরস্ত্রীবর্গের প্রধান। ৪৪

তিনি আমাকে মা'র ন্যায় সামঞ্জস্যভাবে সকল কার্য্য করিতে বলেন; তাহার উপর আমার বড় অনুরাগ হইয়াছে, তিনিই আমার মা হইবেন। ৪৫

আমি পর্বতবংশীয়া কন্যাগণের সহিত বহুকাল বাল্যক্রীড়া করত মেনকা দেবীর পরমানন্দ সম্পাদন করিব। ৪৬

তৎপরে আমি পুনরায় শিবের অতি প্রিয়তমা ভার্য্যা হইব; তখন আমি উপায় দ্বারা নিশ্চয়ই দেবকার্যসকল সাধন করিব। ৪।

দক্ষনন্দিনী এইরূপ চিন্তা করত দক্ষের নিদারুণকর্ম্ম স্মরণমাত্রে ঘোর রোষাবেশে জ্বলিয়া উঠিলেন। ৪৮

তখন কোপরক্ত-নয়ন সতী, যোগবলে শরীরের সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন। সেই মহাকুম্ভকে তদীয় প্রাণ-বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। ৪৯-৫০

অন্তরীক্ষস্থিত দেবতাসকল তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া শোকাশ্রু পূর্ণনয়নে হাহাকার করিতে লাগিলেন। ৫১

অনন্তর সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; তিনি সতীকে মৃত দেখিয়া শোকাবেগে মূহুর্মুহুঃ আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। ৫২

হায় সতি। কোথায় গেলে; হায়! সতি। তোমার একি হইল!! হায় মাসি। তখন এইরূপ উচ্চতর আর্তনাদ হইতে লাগিল। ৫৩

সতি। তুমি অপ্রিয় শ্রবণেই প্রাণত্যাগ করিলে, আর আমি ঈদৃশ ঘোর অপ্রিয় স্বচক্ষে দেখিয়া জীবনধারণ করিব কিরূপে? ৫৪

বিজয়া করতল দ্বারা বারংবার সতীর মুখমার্জনা এবং এইরূপ সকরুণ বিলাপ করত তাহার মুখ আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ৫৫

নয়নজলে সতীর রক্ষঃস্থল ও বদনমণ্ডল অভিষিক্ত করত করযুগল দ্বারা তদীয় কেশপাশ উত্তোলিত করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫৬

শোকাকুলিতেন্দ্রিয় বিজয়া মস্তক উন্নমিত ও অবনমিত করত মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। ৫৭

আর অশ্রুপূর্ণকণ্ঠা বিজয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন;-তোমার জননী বীরিণী, তোমার এই মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শোকাবেগে জীবনধারণ করিবেন কিরূপে? দেখিতেছি, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। ৫৮

তোমার পিতা তাদৃশ নির্দয় এবং ক্রূরকর্মা হইলে ও তোমার মরণ-সংবাদ শুনিয়া প্রাণধারণ করিবেন কিরূপে? ৫৯

দক্ষ, তোমার প্রতি নিজকৃত নৃশংস ব্যবহার স্মরণ করিয়াই বিশেষ শোকাকুল হইবেন। ৬০

দক্ষ, যাজ্ঞিক হইয়াও যজ্ঞবিষয়ে মূর্খ; তিনি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? তিনি শ্রদ্ধাশূন্য ও বুদ্ধিহীন; যজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবেন বা কিরূপে? ৬১

আমি অত্যন্ত রোদন করিতেছি, হায় মা! আমাকে উত্তর দাও; নির্দয় আমি তোমার শোকে প্রাণকেও শল্যসম বোধ করিতেছি। ৬২

তুমি কি কখন শিবকৃত কোন অপ্রিয় কার্য্য স্মরণ করিতেছ; তাই রোষাবেশে আমার সহিত কথা কহিতেছ না। ৬৩

সেই চক্ষু, সেই বচন-চাতুরীময় বদন, সেই তোমার নাসিকা;–ইহাদিগের বিভ্রম কোথায় গেল? তোমার হাস্য কোথায় গেল? ৬৪

তোমার বিভ্রমহীন নয়নযুগল, নাসিকা এবং ঈষৎ-হাস্যহীন মুখ দেখিয়া মহাদেব সহিয়া থাকিবেন কিরূপে? ৬৫

আমি এই শিবের আশ্রমে আসিলে, কে আর মা! হাসিতে হাসিতে বার বার সুমধুর সত্য কথা বলিবে? ৬৬

মা! তোমার ন্যায় বন্ধু-বান্ধবে স্নেহবতী পতি-চিত্তানুসারিণী সর্ব্বলক্ষণা ক্রান্তা আর কোন্ রমণী হইবে? ৬৭

দেবি। দেবদেব মহাদেব, তোমার বিরহে শোকাকুল-চিত্ত, দুঃখিত, নিরুৎসাহ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন। ৬৮

সতীকে মৃত দেখিয়া অতি দুঃখিত-হৃদয়া ও শোকাকুলা বিজয়া এইরূপ বিলাপ করত, কাঁপিতে কাঁপিতে ঊর্ধ্বভুজে চীৎকার শব্দে ভূতলে পতিত হইলেন। ৬৯

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তদশ অধ্যায় — দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ইত্যবসরে শিব, শোভন মানসসরোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া নিজ আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলেন! ১

বৃষধ্বজ আসতে আসতেই বিজয়ার নিদারুণ তীব্র আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়-চকিত হইলেন। ২

অনন্তর, শিব, মন এবং পবনের ন্যায় শীঘ্রগামী বলবান বৃষারোহণে সত্বর নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩

তখন মহাদেব প্রিয়তমা দেবী দাক্ষায়ণীর নিকট আগমনান্তর তাহাকে মৃত দেখিয়াও প্রেমবশত মৃতবোধ না হওয়াতে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। ৪

অনন্তর বৃষধ্বজ, সতীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণপূর্বক মুখ মুছাইতে মুছাইতে সতীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন,–"দাক্ষায়ণি! ঘুমাইতেছ কেন?" ৫

তখন শিবের কথা শুনিয়া সতীর ভগিনী-তনয়া বিজয়া দাক্ষায়ণীর মৃত্যু বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ৬।

বিজয়া বলিলেন,–শম্ভো! দক্ষ, যজ্ঞ করিবার জন্য সবান্ধব সুরাসুর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয় দেবযোনি এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দিক্পাল সকলকেই আহ্বান করেন। ৭-৮

দক্ষ, সে যজ্ঞে যাহাকে আহ্বান করেন নাই এমন প্রাণী ত্রিভুবন খুজিলেও পাওয়া যায় না। ৯

সতী, পিতার এইরূপ যজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে, আমার মুখে শুনিয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং আপনার আহ্বান না হওয়ার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১০

হে ভূতনাথ! সতীকে তাদৃশ চিন্তিত দেখিয়া আমি যেমন শুনিয়াছিলাম তদনুসারে আপনাদিগের যজ্ঞে নিমন্ত্রণ না হইবার কারণ কীর্ত্তন করিলাম। ১১

আমার পিতা শুনিতে পান,–”শিব কপালী, সতী তাহার পত্নী, অতএব তাহার সংসর্গে দূষিতা; সুতরাং জামাতা শিব বা কন্যা সতী আমার যজ্ঞে আসিবে না।” দক্ষ নিজ গৃহে বীরিণীকে সুমিষ্টভাবে ইহা বুঝাইতেছিলেন, ইহাই নিমন্ত্রণ না হওয়ার কারণ। ১২-১৩

আমার এই কথা শ্রবণে সতী আমাকে কিছু না বলিয়া শোকাকুল-ভাবে বিবর্ণবদনে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ১৪

হে মহেশ্বর! তাঁহার শ্যামবর্ণ বদনমণ্ডল তৎক্ষণাৎ ক্রোধে ভ্রূকুটীভীষণ ও ধূমকেতুর উদয়ে গগনতলের ন্যায় কঠোরভাবাপন্ন হইল। ১৫

অনন্তর, মুহূর্তকাল কি যেন ভাবিয়া মহাকুম্ভকে নিজ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত প্রাণত্যাগ করিলেন। ১৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–রোষ-পূর্ণ মহারুদ্রের, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকুহর হইতে অগ্নিকণোদগারী প্রলয়-সূর্য-সন্নিভ ভৈরবনাদী বহুতর ভয়াবহ জ্বলন্ত উল্কা নির্গত হইতে লাগিল। ১৭

অনন্তর, মহাতপা দক্ষ, যথায় যজ্ঞ করিতেছিলেন,–রুদ্রদেব, তথায় গমন করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ১৮

কপর্দী মহাকোপে, বহুমূল্য-পাত্র-শোভিত যজ্বাদি-পরিবৃত সেই যজ্ঞ দর্শন করিলেন। ১৯

দেখিলেন, আজ্য-হোম-প্রদীপ্ত হুতাশন চতুর্দিকে প্রজ্বলিত, অস্ত্রধ্বজ সহ দিক্‌পালগণ সকলেই যথাস্থানে অবস্থিত, বিধাতা এবং বিষ্ণু যজ্ঞস্থলের মধ্যস্থানে,-রোষাবিষ্ট ধূর্জটি ইহা দেখিয়া দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। ২০-২১

ইন্দ্র, ভগ, সূর্য, ভার্যাগণপরিবৃত চন্দ্র এবং মহর্ষি গৌতম, ইহাদিগকে পূর্বভাগে অবস্থিত দেখিলেন। ২২

অগ্নি, মরুগণ, সাধ্যগণ, গরুড়, সনৎকুমার, আত্রেয় এবং ভার্গব, ইহাদিগকে অগ্নিকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ২৩

যম, চিত্রগুপ্ত, বিশ্বদেব, অগ্নিষ্বাত্তাদি ও কব্যবাহাদি সমস্ত পিতৃগণ, চতুর্বিধ ভূতসমূহ, মঙ্গলগ্রহ, সিদ্ধ, প্রেত, মহর্ষি, অগস্ত্য এবং গালব–ইহাদিগকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দেখিলেন। ২৪-২৫

নৈর্ঋতরাজ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, মাংসাশী পশু-পক্ষি, ক্ষুদ্রজন্তু, কিন্নর, মহর্ষি মৌদগল এবং রাহু, ইহাদিগকে নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত দেখিলেন। সানুচর, বরুণ, কামদেব, বসন্ত, শনিগ্রহ, গুহ্যক, মহাসর্প, গ্রাহ, নক্র, মৎস্য, কচ্ছপ, সপ্তসমুদ্র, নদ-নদী, তীর্থ, মানসাদি সমুদয় হ্রদ, গঙ্গা, জম্বুনদী এবং কাম, মধু, বসন্ত, অনুচরের সহিত বরুণ, শনৈশ্চর ও সমস্ত পর্বত-ইহাদিগকে পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেখিলেন। ২৬-২৯

সানুচর বায়ু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, কল্পবৃক্ষ, হিমালয় এবং মহর্ষি কশ্যপ ইহা দিগকে বায়ুকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ৩০

নলকুবরসহ যক্ষরাজ কুবের, স্থূলকর্ণাদি সুপণ্ডিত যক্ষ, সুমেরু প্রভৃতি পর্বত, কমলবৃন্দ, বহুতর ফল, চতুঃষষ্টিকলা, পদ্মাদিনিধি, বিবিধ রত্ন, সুবর্ণ, মনুষ্য, ধ্রুব যজ্ঞ, সোম, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, প্রত্যুষ এবং প্রভাত–ইহাদিগকে উত্তরদিকে অবস্থিত দেখিলেন। ৩১-৩৩

বৃষধ্বজ ব্যতীত সকল রুদ্র, বীজ, মন্ত্র, বিবিধ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, বিবিধ অন্ন, ব্রীহি এবং তিল–এতৎসমুদায়কে ঈশানকোণে অবস্থিত দেখিলেন। ঈশান কোণে পূর্বদিকের মধ্যস্থলে কঠোর ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষি দেখিলেন। ৩৪-৩৫

মহর্ষি, চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গ দেখিলেন। শিব নৈর্ঋত কোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে শ্বেতপর্বত, সহস্রনাগ-পরিবৃত অনন্ত, কুষ্মাণ্ড, ডাকিনীগণ বেষ্টিত সপ্তভোগী কেতু,

সৌদামিনী-বিজড়িত নানাবর্ণ জলদাবলী এবং করিণী সহিত ঐরাবত প্রভৃতি দিগগজবৃন্দ রহিয়াছে দেখিলেন। ৩৬-৩৮

মহারুদ্র দূর হইতে সেই মহাসমৃদ্ধিসমুজ্জ্বল যজ্ঞ স্থান অবলোকন করিয়া সত্বর বীরভদ্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ৩৯

অনন্তর, বীরভদ্র, বহু-গণ-পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ-ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪০

বীরভদ্র যজ্ঞ ধ্বংস করিতেছেন দেখিয়া সর্ব্বদেবগণ-পরিবৃত বিষ্ণু তাহাকে নিবারণ করিলেন। ৪১

বীরভদ্র নিবারিত হইতেছেন দেখিয়া মহেশ্বর, রোষ-রক্ত-নয়নে স্বয়ং যজ্ঞ স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৪২।

তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রথমেই ভগ [১০] (সূর্য্যবিশেষ) ত্বরা সহকারে বাহুযুগল বিস্তৃত করিয়া রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন। ৪৩

তখন বৃষধ্বজও তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ প্রহারে তাহার নয়নযুগল বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ৪৪।

অনন্তর, দিবাকর (আর একজন সূর্য) [১১] ভগসূর্য্যকে নেত্রহীন দেখিয়া স্পর্ধা-সহকারে সত্বর বিরূপাক্ষ রুদ্রদেবের সম্মুখীন হইলেন। ৪৫

অনন্তর, মহাদেব নিজ হস্তদ্বারা সেই সূর্যের হস্তধারণপূর্বক দূর করিয়া দিয়া অতিরোষভরে যজ্ঞাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৬

তৎপরে মার্ত্তণ্ড বিশাল ভুজযুগল বিস্তার করিয়া হাস্য করত আগমনপূর্বক বলিলেন,—এস আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব; বলিয়াই তাহার সম্মুখীন হইলেন। ৪৭

মার্তণ্ড হাস্য করিতেছিলেন–সময় বুঝিয়া বৃষধ্বজ অতিশয় কোপাবেগে চপেটাঘাত দ্বারা তাহার মুখ হইতে দন্তপংক্তি নিপাতিত করিলেন। ৪৮

যে যে দেবতা ও ঋষি তথায় ছিলেন, মার্তণ্ডকে দন্তহীন এবং ভগসূর্যকে নেত্রহীন দেখিয়া তাহারা সকলেই পলায়নপর হইলেন। ৪৯

মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধে সমুদায় দেবাদিকে তাড়াইয়া দিয়া মৃগরূপে পলায়ন-পর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ৫০

যজ্ঞ, আকাশ পথে ব্রহ্মালোকে প্রবিষ্ট হইলেন; ক্রুদ্ধ বৃষধ্বজও তথায় প্রবেশ করিলেন। ৫১

রুদ্র-ভীত যজ্ঞ, ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্বক নিজ মায়াবলে সতী শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৫২

তখন যজ্ঞানুগামী রুদ্র, মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাহার মৃত-শরীর দেখিতে পাইলেন। ৫৩

তখন, মহাদেব, দক্ষ-দুহিতা সতীকে মৃত দেখিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গেলেন; শবদেহের পার্শ্বে বসিয়া সতীর জন্য অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। ৫৪।

শূলপাণি, সতীদেবীর বহুবিধ গুণাবলী চিন্তা করিয়া তাহার দশন-পংক্তি শোভিত কমলসন্নিভ মুখমণ্ডল, অরুণাঞ্চল-বসন ও ভ্রূযুগল দর্শন করিয়া অত্যন্ত শোকে ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ৫৫।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টাদশ অধ্যায় — শিবস্তব

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তখন, বৃষধ্বজ, দক্ষ-নন্দিনীর গুণাবলী গণনা করত, দুঃখার্ত্ত হইয়া সামান্য মনুষ্যের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১

মহাদেব, বিলাপ করিতেছেন জানিয়া, কাম, রতি বসন্ত-সমভিব্যাহারে তাহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। ২

মহাদেব শোকাকুল হইলেও দুষ্ট রতিপতি, ভ্রষ্টচিত্ত রোরুদ্যমান সেই দেব দেবকে একেবারে পঞ্চশর প্রহার করিলেন। ৩

শিব, শোকোপহত-চিত্ত হইলেও কাম-বাণে আকূল হইয়া মিশ্র ভাব প্রাপ্তি বশতঃ শোক করিতেও লাগিলেন, মুগ্ধ হইতেও লাগিলেন। ৪

প্রভু শিব, তখন কখন ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন, কখন উঠিয়া দৌড়িতে থাকিলেন, কখন সেইখানেই ঘুরিতে লাগিলেন, কখন বা দাক্ষায়ণী দেবীকে স্মরণ করত নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, কখন বা তিনি ভূতলবিলুণ্ঠিত মৃত সতীকে রসভাবাবেশে অবস্থিত ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ৫-৬

শঙ্কর, বারংবার “সতী সতী” নাম উচ্চারণপূর্বক “বৃথা মান ত্যাগ কর” বলিয়া গা ঠেলিতে লাগিলেন। ৭

সতীর গাত্র হস্তদ্বারা পরিষ্কার করিয়া শরীরের যথাস্থানে অবস্থিত অলঙ্কার গুলিকে উন্মোচনপূর্বক পুনরায় সেই সেই স্থানে পরাইয়া দিলেন। ৮

ভূতনাথ, এইরূপ করিতে থাকিলেও মৃত সতী যখন কিছুই বলিলেন না, তখন মহাদেব, শোকাবেগে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। ৯

রোদনপরায়ণ মহাদেবের নয়নজল পতিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন।১০

শিবের নয়নজল যদি ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল দগ্ধ করিয়া ফেলিবে; এখন এ বিষয়ে কি উপায় করা যায়, এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ১১

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবেচনা করিয়া মূঢ়ভাব প্রাপ্ত মহাদেবের নয়নজল নিবারণের জন্য শনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১২

দেবতারা বলিলেন,–হে ত্রিলোকানুগ্রহ-কারক মহাভাগ শনৈশ্চর। হে মূলশক্তি-সম্ভূত সূর্য-পুত্র। তোমাকে নমস্কার। ১৩

শূল, পাশ, শরাসন এবং বর–তোমার হস্তে বিরাজমান; তুমি ছায়া-গর্ভ সম্ভূত; তোমাকে নমস্কার। ১৪

হে নীল-জলদশ্যামল! হে দলিতঞ্জন-পুঞ্জ-সন্নিভ! তুমি সকল প্রাণীরই প্রাণ ধরণের হেতু; তোমাকে নমস্কার ১৫

হে গৃধ্রধ্বজ! তোমাকে নমস্কার; ভগবন! সুপ্রসন্ন হও; শিবের শোক সম্ভূত নয়নজল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা কর। ১৬।

যেমন তুমি পূর্বে একশতবর্ষ-মেঘের জল গ্রহণ করিয়া অনাবৃষ্টি করিয়া ছিলে, সেইরূপ শিবের নয়নজলও গ্রহণ কর। ১৭

তুমি জল গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া, পুষ্করাদি মেঘদল, ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে সতত বৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮

সেই সমস্ত বৃষ্টিজল তুমি আকাশেই বিনষ্ট করিয়াছিলে; সেইরূপ এখন শূলপাণির বাপ নাশ কর। ১৯

তুমি ভিন্ন শিবের নয়নজল নিবারণ করিতে পারে এমন কেহ নাই। ২০

সে অশ্রু পতিত হইলে দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ব্রহ্মালোক এবং পর্বত সহ পৃথিরী দগ্ধ করিবে; অতএব তুমি নিজ মায়াবলে ধারণ কর। ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, শনৈশ্চর, অনতি হৃষ্ট চিত্তে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। ২২

শনৈশ্চর বলিলেন,–হে সুরসত্তমগণ! আমি যথাশক্তি তোমাদিগের কার্য্য করিব; কিন্তু মহাদেব, যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, তাহা তোমাদিগকে করিতে হইবে। ২৩

আমি সমীপে থাকিয়া দুঃখশোকাকুল এই মহাদেবের নয়নজল ধারণ করিলে, তাহার কোপে নিশ্চয়ই আমার শরীর বিনষ্ট হইবে; এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৪

আমি সমীপে থাকিয়া ভূতনাথের নয়নজল গ্রহণ করিব, কিন্তু তিনি যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন–তোমরা তাহা কর। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে, শঙ্করসমীপে গমন করিয়া যোগমায়াবলে তাহাকে সম্মোহিত করিলেন। ২৬

তখন, শনিও ভূতনাথের সমীপবর্তী হইয়া তাহার দুরাধর্ষ অশ্রুবৃষ্টি মায়াবলে গ্রহণ করিলেন। ২৭

যখন সূর্যপুত্র শনি তদীয় অশ্রু ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি জলধার নামক মহাগিরিতে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। ২৮

জলধারগিরি, লোকালোক পর্বতের নিকটে, পুষ্কর দ্বীপের পশ্চাদ্ভাগে এবং জলসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত। ২৯

সেই গিরি সর্বতোভাবে সুমেরু-পর্বত-সদৃশ। শনৈশ্চর, শিবের বাষ্পবৃষ্টি ধারণে অসমর্থ হইয়া সেই পর্ব্বতে তাহা স্থাপন করেন। ৩০

গিরিবরও ঈশ্বরের সেই অশ্রু-জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন এবং তাহার তেজে গিরির মধ্যভাগ অবিলম্বে বিদীর্ণ হইল। ৩১

অনন্তর, সেই নয়নাম্বু, গিরিভেদ করিয়া জলসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইল। সমুদ্রও সেই প্রখর জলরাশি ধারণে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর তাহা সাগর-মধ্য ভেদ করিয়া সাগরের পূর্বকূলে সমাগত হইল। ৩২-৩৩

স্পর্শমাত্রে তাহা ভেদ করিয়া ফেলিল। সেই পুরদ্বীপ-মধ্য-গত অশ্রুজল বৈতরণী নদী হইয়া পূর্বসাগর-মুখে গমন করিল। ৩৪

সেই নয়নজল, জলধার গিরি ভেদ এবং সাগরসংসর্গ-বশতঃ কিঞ্চিৎ সৌম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবী ভেদ করিতে পারে নাই। ৩৫

শিবের নয়ন-জল-সম্ভূতা সেই নদীর বিস্তার দুই যোজন, তাহা যম-পুর দ্বারে বর্তমান রহিয়াছে। অনন্তর শোক-বিমূঢ়-চিত্ত বৃষধ্বজ, সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া বিলাপ করত পূর্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

গমন-পরায়ণ মহাদেবের উন্মত্তের ন্যায় ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩৮

শিব-গাত্র-স্পর্শবশতঃ এই শবশরীর পচিয়া গলিয়াও পড়িবে না। তবে ইহা বিচ্যুত হইবে কিরূপে? ৩৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি, ইহা চিন্তা করত, যোগমায়াবলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪০

সেই দেবগণ, সতীর শব-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করত পুণ্যতীর্থ করিবার উদ্দেশে ভূতলের স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন। ৪১

প্রথমে পৃথিবীতে দেবীকূটনামক স্থানে সতীর পদযুগল নিপতিত হইল। জগন্মণ্ডলের হিতের জন্য উড্ডীয়ান-নামক স্থানে তাহার ঊরুযুগল পতিত হইল। ৪২।

কামপর্ব্বতের কামরূপে তাঁহার যোনিমণ্ডল পড়িল। সেই স্থানে পূর্ব ভাগে নাভিমণ্ডল পড়িল। সুবর্ণ-হার শোভিত স্তনযুগল জলন্ধরে পড়িল। স্কন্ধ ও গ্রীবা পূর্ণগিরিতে, আর মস্তক কামরূপের শেষভাগে পড়িল। ৪৩-৪৪

মহাদেব, সতীর শবদেহ লইয়া যতদূর গমন করিয়াছিলেন, পূর্বদেশের মধ্যে ততদূর পর্যন্তই যাজ্ঞিক দেশ বলিয়া কথিত। ৪৫

সতী-শরীরের অন্য অবয়বসকল দেবগণকর্তৃক তিল তিল খণ্ডিত হইয়া পবনবেগে আকাশগঙ্গাতে গমন করিল। ৪৬

হে দ্বিজগণ! তখন যেখানে যেখানে সতীর পদাদি অঙ্গ পতিত হইল, তথায় তথায় মহাদেব, সতী-স্নেহ-বশে বিমূঢ় হইয়া স্বয়ং লিঙ্গরূপে অবস্থিত হইলেন। ৪৭

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শনি এবং অন্যান্য সকল দেবগণই প্রীতি সহকারে সতীর পাদাদি অঙ্গ পূজা করিলেন। ৪৮

দেবীকূটে সতীর পদযুগে অধিষ্ঠিত জগদম্বা মহাদেবী যোগনিদ্রা “মহাভাগা” নামে অভিহিত। উড্ডীয়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী এবং জালন্ধরে “চণ্ডী” বলিয়া কথিত। ৪৯-৫০

কামরূপের পূর্বভাগে অবয়বাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম “দিক্কর-বাসিনী” আর শেষভাগে অঙ্গাধিষ্ঠাত্রী যোগনিদ্রার নাম “ললিতকান্তা”। ৫১

যেখানে সতীর মস্তক নিপতিত হয়, তথায় বৃষধ্বজ, তদীয় মস্তক দর্শনে অত্যন্ত শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত উপবিষ্ট হইলেন। ৫২

শিব তথায় উপবিষ্ট হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ দূর হইতেই তাহাকে সান্তনা করত তদীয় নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫৩।

শিব দেবগণকে আসিতে দেখিয়া শোকে ও লজ্জাতে তথায় প্রস্তর হইয়া লিঙ্গমূর্তি হইলেন। ৫৪

মহেশ্বর, লিঙ্গরূপী হইলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, তথায় লিঙ্গরূপী জগৎ-প্রভু ত্রিলোচনকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৫

দেবতারা বলিতে লাগিলেন,–তুমি মহাদেব, শিব, রুদ্র, উগ্র, স্থাণু, বৃষধ্বজ; তুমি শ্মশানবাসী, সৃষ্টিসংহারকারী পরাৎপর শঙ্কর। ৫৬

নীললোহিত ভর্গ; তুমি দেব! ভূত-ভাবন, অব্যয়, বরদ, গিরিশ; আমরা ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করি। ৫৭

যাহার মূল-প্রকৃতিসহ সংসার অনাদি; সেই যোগবেদ্য লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শম্ভু শিবকে নমস্কার। ৫৮

তুমি জটাজুটধারী বিদ্যা-শক্তি সম্পন্ন গিরিশ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব তোমাকে নমস্কার। ৫৯

তোমার অন্তরে জ্ঞানামৃত, তাহাতে তোমার দেহ এবং মন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ; তুমি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিব; তোমাকে নমস্কার। ৬০

জগতের আদি-মধ্য-অন্তস্বরূপ স্বভাবতঃ অনল-সদৃশ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তি ময় শিবকে নমস্কার। ৬১

“প্রলয়-পয়োধি-জলে” অবস্থিত, স্থিতিসংহারকারণ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার। ৬২

পরাৎপর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, লিঙ্গ রূপা ব্রহ্ম শান্তিময় পরমাত্মা শিবকে নমস্কার। ৬৩।

জ্বালাজাল-সংবৃতাঙ্গ, জ্বলন্ত অনলস্বরূপ লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার। ৬৪

জ্ঞানদীপ বিধাতা প্রণব-বাচ্য পরম পদার্থকে নমস্কার। লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম শান্তিময় শিবকে নমস্কার। ৬৫

দাক্ষায়ণীপতে। মৃড়! হে শর্ব্ব! হে মহেশ্বর! তোমাকে নমস্কার; হে ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ! শিব! প্রসন্ন হও। ৬৬

হে লোকনাথ মহেশ্বর! তুমি শোকাকুল হইয়া বেড়াইলে, সকল দেবগণই ব্যাকুল হন, অতএব শোক পরিত্যাগ কর। ৬৭

হে ভূতনাথ! হে সর্ব্বকারণ-কারণ! তোমাকে নমস্কার; প্রসন্ন হও; আমাদিগের সকলকে রক্ষা কর; শোক ত্যাগ কর, তোমাকে নমস্কার। ৬৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–দেবগণ, জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিলে, সেই শোকাকুল দেব, নিজরূপ ধারণপূর্বক প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৬৯

প্রাদুর্ভূত মহাদেবকে শোকে বিহ্বল এবং চৈতন্য-হীন দেখিয়া বিধি, সান্ত্বনা পূর্বক শোকনাশন বাক্য দ্বারা বৃষধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন। ৭০

হে হিরণ্যবাহো! তুমি ব্রহ্মা, তুমিই জগৎপতি বিষ্ণু। হে হর! একমাত্র তুমিই সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কারণ। ৭১

তুমিই অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা চরাচর সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। হে বিশ্বকৃৎ। তুমিই উৎপাদক, স্থাপক এবং নাশক। ৭২

হে মহাদেব! তোমাকে আরাধনা করিয়া রাগদ্বেষাদিবর্জিত সংসারবিমুখ তত্ত্বজ্ঞানী মুমুক্ষুগণ মুক্তি লাভ করে। ৭৩

হে মহেশ্বর! বায়ু, অগ্নি, জল এই সকল বস্তুদ্বারা বর্ধিত চন্দ্র-সূর্য-সমন্বিত নাড়ীত্রয়-মধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব তোমারই বশবর্তী। ৭৪

জ্ঞান-সলিল-প্রবৃদ্ধ অষ্ট-শাখ প্রকৃতিতরুর সমীপসেব্য তপস্যাপত্র-পুঞ্জ সমাচ্ছাদিত সু-সূক্ষ্ম কোমল পুষ্প,–সতত তোমারই আয়ত্ত। ৭৫

মূলাধার চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সমস্ত বায়ু অনাহত চক্রে রোধ করিয়া হৃৎপদ্মমধ্যে যে রজোস্তমোগুণাতীত প্রসন্ন তেজ অবলোকন কর, হে শিব! তুমিই তৎস্বরূপ। ৭৬

পরক-কুম্ভক-রেচক এই প্রাণায়াম-বলে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক যোগিগণ যে প্রপঞ্চাতীত পরম শুদ্ধ সমুজ্জ্বল তেজ অবলোকন করেন, তাহা তোমা হইতেই আগত। ৭৭

হে মহেশ! তত্ত্বজ্ঞানিগণের অন্বেষণীয় সাধ্যসাধন-রূপী গুণ-গণ-বর্জিত ইন্দ্রিয়রূপ চোরদিগের অনপহার্য্য–অমূল্য ধন তোমারই আছে। ৭৮

সে ধন,–ক্রোধ, শোক, মান বা দম্ভবলে উপভোগ্য নহে; কিন্তু ক্রোধাদি ত্যাগ করিলেই তাহার বৃদ্ধি হয়। হে শঙ্কর! তুমি মায়া দ্বারা মোহিত হইয়াছ। তুমি হৃদয়-স্থিত পরম বস্তু বিস্মৃত হইয়াছ। ৭৯-৮১

এখন মায়াকে পৃথক ভাবিয়া আত্ম-সাহায্যেই আপনাকে ধৈর্যান্বিত কর। ৮২

হে মহেশ্বর। পূর্বে আমরাই জগতের জন্য মায়াকে স্তব করি, তিনিই তোমার ধ্যান-গত চিত্তকে বহু যত্নে নিজায়ত্ত করেন। ৮৩

শোক, ক্রোধ, মোহ, কাম, মন, পরাধীনতা, ঈর্ষা, মান, সন্দেহ, দয়া, অসূয়া এবং নিন্দা এই দ্বাদশপ্রকার চিত্ত-মল–ইহারা বুদ্ধিনাশের হেতু। ৮৪

এই সকল চিত্ত-মল-সেবন ভবাদৃশ লোকের অকর্তব্য; অতএব হে হর! শোক পরিত্যাগ কর। ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–শম্ভু, এইরূপ সান্ত্বভাবে স্তুত হইয়া আপনার কর্তব্য স্মরণ করিয়াও সতী বিরহে শোকে আপনার ধৈর্য্যসম্পাদন করিতে পারিলেন না। শিব অধোমুখে থাকিয়া ব্রহ্মার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, ব্রহ্মন। অতঃপর কি করিব বল। ৮৬-৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাদেব, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে তিনি সকল দেবগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবের শোক-নাশন বাক্য বলিতে লাগিলেন; মহাদেব! আপনি আপনাকে মনে করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। ৮৮

তুমি শোকের পাত্র নহ; তোমার চিত্তে কিছুমাত্র শোক থাকিতে পারে না। ৮৯

দেবদেব! তুমি শোকান্বিত হইলে, দেবগণও ভীত হন। তোমার ক্রোধ, জগৎকে বিধ্বস্ত করিতে পারে এবং শোক সকলকেই শোকান্বিত করে। ৯০

শনি, যদি তোমার অশ্রুধারা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী তোমার অশ্রুজলে আকুল হইয়া বিদীর্ণ হইত। তাহা গ্রহণ করাতে শনিও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ৯১

মহাদেব। যেখানে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ ঔৎসুক্য সহকারে সর্বদা ক্রীড়া করেন, যে পর্বত শ্রেষ্ঠ, পরিমাণে সুমেরুসদৃশ। ৯২

পুষ্করাবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘগণ, যাহার পদ্ম নাল সদৃশ বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া জলপান করে। ৯৩

মহামুনি অগস্ত্য জগতের হিতার্থ মন্দরগিরি হইতে সদা সর্ব্বদা যেখানে গিয়া তপস্যা করেন। ৯৪

প্রবাদ আছে–পূর্বে অগস্ত্য, যে পর্বতে থাকিয়া তপোবলে জল-সমুদ্রকে করতলে স্থাপনপূর্বক পান করিয়াছিলেন; শনৈশ্চর, তোমার অশ্রু জল বহনে অসমর্থ হইয়া সেই জলধারনামক পর্বতে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে সেই পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়াছে। ৯৫-৯৬

শম্ভো! সেই নয়নজল, পর্বত ভেদ করিয়া সাগরে পতিত হয়; তৎক্ষণাৎ সাগর-গর্ভস্থ মীনাদি মরিয়া যাইল। তাহা আবার মৃত মীনাদি সঙ্কুল সেই সাগর ভেদ করিয়া সত্বর পূর্বতীরে আসিল। ৯৭-৯৮

সেই অশ্রুজলতেজে সমুদ্র বেলাও বিদীর্ণ হইল। তোমার অশ্রুজল, বেলা ভেদ করিয়া পৃথিবীর কিয়দংশ ভেদ করিয়া পূর্বসাগর-গামিনী বৈতরণী নদী রূপে পরিণত হইয়াছে। ৯৯

নৌকাদ্রোণী, রথ বা বিমান–কোন যান দ্বারাই সেই প্রতপ্ত-জলপূর্ণা অতি-ভীষণা নদী পার হওয়া যায় না। ১০০

পৃথিবী এখন মহাকষ্টে তাহাকে ধারণ করিতেছেন। সেই নদী উর্ধ্বগামী বাষ্প দ্বারা আকাশচারী প্রাণীদিগকে সর্বদাই অপসৃত করিতেছে। মহেশ্বর। ভয়ে সেই নদীর উপর দিয়া কোন দেবতাও গমনাগমন করিতে পারে না। ১০১-১০২

সেই নদী দুই যোজন বিস্তৃত, গভীর এবং জলপূর্ণ। উহা ত্রিভুবন, ভীত করত যমদ্বার বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ১০৩

তোমার নিশ্বাস-পবনজালে পর্বত, কানন, দ্বীপ এবং বৃক্ষসকল বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অধ্যাপি পূর্ববৎ অবস্থিত হয় নাই। ১০৪

বাধাহীন সনাতন ভবদীয় নিশ্বাস বায়ু, একেবারে সমস্ত জগৎ পীড়িত করিতেছে, আজও প্রশান্ত হইতেছে না। ১০৫

তুমি সতীর মৃতদেহ বহন করত ভ্রমণ করিতেছিলে, পৃথিবী তখন তোমার প্রতি-পদক্ষেপে বিশীর্ণ ও ব্যাকুল হয়, আজও সে-ব্যাকুলতা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ১০৬

হে বৃষধ্বজ! তোমার ক্রোধ ও শোকে ব্যাকুল হয় নাই–এখন স্বর্গ মর্ত্য পাতালে এমন প্রাণী নাই। ১০৭

অতএব তুমি শোক ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর। আপনা হইতেই আপনাকে বুঝিয়া লও, আত্মসাহায্যেই আপনি ধৈর্য্য সম্পন্ন হও। ১০৮

আর দিব্য শতবর্ষ অতীত হইলে সেই সতীও ত্রেতাযুগের প্রথমে তোমার ভার্য্যা হইবেন। ১৫৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, চিন্তাপরায়ণ মৌনভাবে অধোমুখে উপবিষ্ট শিবকে ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তিনি অমিত-তেজা ব্রহ্মাকে বলিলেন,–ব্রহ্ম। আমি যত দিন সতীশোক-সাগর উত্তীর্ণ না হই, ততদিন আমার সহচর হইয়া শোকাপনোদন কর। ১১০-১১

বিধাতঃ! এই সময়ে আমি যেখানে যেখানে গমন করিব, তুমিও তথায় তথায় যাইয়া আমার শোক নাশ করিতে থাক। ১১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–লোকনাথ ব্রহ্মা, মহাদেবকে “তথাস্তু” বলিয়া তাহার সহিত কৈলাস পর্বতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১১৩

ব্রহ্মার সহিত মহেশ্বরকে কৈলাস গমনে উদ্যোগী দেখিয়া নন্দিভৃঙ্গি প্রমুখ সমস্তগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১৪

অনন্তর, শারদ জলবৎ শুক্লবর্ণ পর্বতোপম বৃষ, গৈরিকসন্নিভ ব্রহ্মার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১৫

বাসুকি প্রভৃতি অষ্টনাগ, সত্বর নানাস্থানে উঠিয়া শীঘ্র হরের মস্তক বাহু প্রভৃতি ভূষিত করিল। ১১৬

অনন্তর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সতীপতি মহাদেব নিখিল দেবগণ সমভিব্যাহারে হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন। ১১৭

অনন্তর পর্বতরাজ হিমালয়, সচিবগণ সমভিব্যাহারে নিজ নগর ওষধি-প্রস্থ হইতে নির্গত হইয়া সেই সকল সুরশ্রেষ্ঠকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। ১১৮

অমাত্যগণ ও পৌরবর্গ সমভিব্যাহারে গিরিরাজ, পূজা করিলে সেই সুরবর সকল সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। ১১৯

অনন্তর, মহেশ্বর–সেই গিরিরাজনগর ওষধিপ্রস্থে সখীগণ-পরিবৃতা গৌতমতনয়া বিজয়াকে দেখিতে পাইলেন। ১২০

তখন বিজয়াও মহেশ্বরপ্রমুখ সমস্ত সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণাম করিয়া শিবের নিকটে মাতৃম্বসা সতীর কথা জিজ্ঞাসা করত রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন; মহাদেব! তোমার সতী কোথায়? তিনি বিনা তোমার শোভা হইতেছে না। পিতঃ! তুমি তাহাকে ভুলিয়া গেলেও আমার হৃদয় হইতে আর তিনি অপসৃত হইতেছেন না। ১২১-১২২

যখন, সতী, রোষ ভরে আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করেন, আমি তখন হইতেই শোকশল্যে বিদ্ধ হইয়া আছি, কোনমতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি না। ১২৩

এই বলিয়া বিজয়া বসনাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া অত্যন্ত রোদন করত ভূমিতে পতিত এবং মুর্চ্ছিত হইলেন। ১২৪

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

উনবিংশ অধ্যায় — শিপ্রানদীর উৎপত্তি-বিবরণ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; তখন মহাদেব, বিজয়াকে পতিত দেখিয়া দক্ষতনয়াকে স্মরণ করত শোকজনিত উদ্বেগভার বহনে অসমর্থ হইলেন।১

তখন শিব, সকল দেবতার সমক্ষেই ধৈর্য্যচ্যুত ও বাষ্পাকুল লোচন হইয়া গাঢ় চিন্তাবিষ্ট হইলেন। ২

তখন ব্রহ্মা, শোককাতরা বিজয়াকে আশ্বাসিত করিয়া মহেশ্বরকে আশ্বাস প্রদান করত সান্ত্বনাপূর্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩

ভগবন্! পুরাণ-যোগিন্! শোক করা তোমার অনুপযুক্ত, পরমজ্যোতিই তোমার একমাত্র ধ্যেয় বস্তু ছিলেন; প্রভো! এখন একি? রমণী-ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন কেন? ৪

তোমার স্বভাব, প্রভবিষ্ণু পরম শান্ত এবং স্থূল-সূক্ষ্ম-বহির্ভূত; শোকে তাহা বিক্ষিপ্ত হইতেছে কেন? ৫

যতিগণের ধ্যেয়, পরাৎপর নিরঞ্জন নির্মল, সর্বত্রগ, রাগদ্বেষাদি-গুণবর্জিত যে রূপ তোমার শ্রুতি-সিদ্ধ, তাহা একবার বুদ্ধি-সাহায্যে গ্রহণ কর। ৬

শোক, লোভ, ক্রোধ, মোহ, হিংসা, মান, দম্ভ, মদ, আমোদ, ব্যসনাসক্তি, ঈর্ষা, অসূয়া, অসহিষ্ণুতা এবং অসত্যভাষণ এই চতুর্দশ দোষ জ্ঞাননাশক। ৭

যোগিগণ, ধ্যান যোগদ্বারা তোমার চিন্তা করেন; তুমি বিষ্ণুরূপী এবং তুমিই এ ভুবনের বিধাতা। এখন, যিনি সতীনাম্নী হইয়া তোমার মোহবিধান করিতেছেন, তিনি শোকমোহ-কারিণী তোমারই মায়া। ৮।

যিনি সকল লোককে বিমোহিত করত গর্ভাবস্থান-পর্য্যন্ত স্থিত তাহাদিগের পূর্ব-জন্ম-জ্ঞান জন্মকালে বিলুপ্ত করিয়া, অন্য জ্ঞান জন্মাইয়া দেন; আজ তিনিই শোকাতুর তোমাকে

বিমোহিত করিতেছেন। ৯

পূর্বকাল হইতে প্রতিকল্পেই এরূপ হইয়া আসিতেছে; তুমি সহস্র সহস্র সতী বিসর্জন দিয়াছ; সহস্র সহস্র সতী মরিয়াছেন, আবার চরাচর জগতের হিতের জন্য পুনরায় তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছ। ১০

যত সহস্র সতী মরিয়াছেন, যত বার তুমি তাহার বিরহ বেদনা পাইয়াছ এবং যেরূপে তিনি আছেন–হে বৃষধ্বজ। তাহা একবার ধ্যানযোগে অবলোকন কর। ১১

হে ঈশ! তিনি যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সুরগণেরও দুর্লভ বস্তু তোমাকে প্রাপ্ত হইবেন এবং তোমার পক্ষে তিনি যাদৃশী হইবেন তৎসমস্তই তুমি ধ্যানযোগে অবলোকন কর। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ব্রহ্মা শঙ্করকে এইরূপ বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া তাহাকে সেই গিরিরাজ নগরী হইতে নির্জন স্থানে লইয়া গেলেন। ১৩

অনন্তর, ব্রহ্মাদি দেবগণ হিমালয়-প্রস্থে এবং হিমালয় নগর ওষধি-প্রস্থের পশ্চিমে শিপ্রনামক জলপূর্ণ সবোবর দেখিতে পাইলেন। ১৪।

ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথাকার নির্জন স্থানে, মহাদেবকে অগ্রে করিয়া যথারীতি উপবেশন করিলেন। ১৫

সকল প্রাণীদিগের মনোহর নির্মল-শীতল-সলিলপূর্ণ সর্বগুণে মানসসরোবর সদৃশ সেই সরোবর দেখিয়া মহাদেব তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ক্ষণ কাল উৎসুক হইলেন। তিনি দেখিলেন; জগজ্জনতৃপ্তি-বিধায়িনী শিপ্রা নামে নদী সেই সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিলেন। ১৬-১৭

শিব দেখিলেন, নানা দেশাগত বহুবিধ মনোহর বিহঙ্গকুল সেই জলপূর্ণ সরোবরে বিচরণ করিতেছে। ১৮

তিনি দেখিলেন; অনতি-প্রবল-পবনবেগ-সম্ভূত তরঙ্গমালার উপরে বিরাজমান কতিপয় চক্রবাকযুগল যেন নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। ১৯

শিব দেখিলেন; কোন কোন স্থানে সমস্ত পক্ষীদিগের চঞ্চু পুটে তরঙ্গ লাগিতেছে; কোন স্থলে বা বিহগকুল, তরঙ্গাঘাতে জল হইতে উড্ডীন হইতেছে। ২০

সেই সরোবরতীরে শ্রেণী-বদ্ধ হংস কলহংস ও সারসবৃন্দ থাকাতে, তীরে তীরে তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত-শঙ্খমণ্ডলী-সজ্জিত সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২১

দেখিলেন; বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যকুলের আঘাত-বিক্ষুব্ধ-সলিল-শব্দে বিত্রাসিত বিহঙ্গগণ ভয়সূচক শব্দ করিয়া সরোবরের স্থানে স্থানে মনোহরতার পূর্নাবয়বতা করিতেছে। ২২

দেখিলেন; সেই সরোবর ফুল্ল-কমল ও কমল-কলিকা-যোগে স্থূল-বৃহৎ-ক্ষুদ্র তারকাখচিত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৩

শ্বেত-শতদল-বনমধ্যে এক-আধটী নীলোৎপল; নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে নীলজলদ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ২৪

স্বর্গবাসিগণ, কমল-বন-মধ্যে নিস্পন্দভাবে অবস্থিত কতিপয় হংসকে, প্রফুল্ল-কমল-ভ্রম হওয়াতে হংস বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ২৫

বিধাতা, তথায় রক্ত ও শুক্ল এই দ্বিবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত দেখিয়া নিজ দেহের অরুণতা এবং আসনের প্রফুল্লতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২৬

শঙ্কর, সেই সরোবরের প্রফুল্ল শতদল অবলোকন করিয়া নিজ শিরোভূষণ শশধরের কিরণ-সম্পর্কে মলিন ভাবাপন্ন হস্তস্থিত কমলের আর তাহার সহিত তুলনা করিলেন না। ২৭

বিষ্ণু চারিদিক দেখিয়া নিজ চক্ররূপী সূর্যের কিরণজালে প্রফুল্ল আপনার হস্তস্থিত কমল উভয়কেই সদৃশ বোধ করিলেন। ২৮

বিবিধ বিহঙ্গম কুলে পরিব্যাপ্ত, শত শত কমলিনী এবং নীল কমলচয়ে সংবৃত সেই হৃদয়মোহন পূর্ণসরোবরের বিমল জলরাশি তীরস্থিত দেবদারুতরু নিকরের পুষ্পপরাগে সুবাসিত, আর তাহার তীরে তীরে হরিত বর্ণ বৃহৎ বৃহৎ বনস্পতি,–শিব ঔৎসুক্যসহকারে ইহা দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য শোকহীন হইলেন। ২৯-৩১

শিব, যেমন চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গা, সুমেরু হইতে জম্বুনদী, সেইরূপ শিপ্র সরোবর হইতে বিনিঃসৃত শিপ্রানদী অবলোকন করিলেন। ৩২

ঋষিগণ বলিলেন, শিপ্র সরোবর কোথা হইতে হইল? শিপ্রানদীই বা তাহা হইতে নিঃসৃত হইল কিরূপে? এই সরোবরের কিরূপ প্রভাব? বিস্তৃতরূপে তৎসমস্ত কীর্তন করুন। ৩৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; মহাভাগ মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন, আমি শিপ্রা নদীর নিঃসরণবৃত্তান্ত ও শিপ্র-সরোবরের প্রভাবাদি কীর্ত্তন করিতেছি। ৩৪

হে দ্বিজগণ! যখন বসিষ্ঠ অরুন্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন, তখন তাহার বৈবাহিক জলে শিপ্রানদীর উৎপত্তি হয়। ৩৫

যেমন বিষ্ণুপাদপ্রসূতা প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা গঙ্গা সাগরে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপ শিপ্রানদীও বিধিনিয়োগে শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হয়। ৩৬

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের বিবাহকালে গায়ত্রী ও "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক যে জলদ্বারা শান্তি করেন, তৎসমস্ত মিলিত হইয়া মানসপর্ব্বতের গুহা হইতে সাগর-সদৃশ শিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হইতেছে। ৩৭-৩৮

পূর্বে বিধাতাই দেবগণের উপভোগার্থ হিমালয়পর্বতে শিপ্রনামে মহা সরোবর সৃজন করেন। ৩৯

ইন্দ্র, আজিও অরোগণসহ শচী সমভিব্যাহারে, শিপ্রসরোবরের প্রসন্ন পুণ্য সলিলে বিহার করেন। ৪০

আজিও দেবগণ, সেই সরোবরকে রত্নের মত রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য তথায় যাইতে পারে না। ৪১

মুনিগণ তপঃপ্রভাবে মহাযত্নে সেই শিপ্রনামক শুভ সরোবরে গমন, তদীয় জলপান এবং তথায় স্নান করিতে পারেন। ৪২

মনুষ্যগণ, দৈবযোগে কোন রকমে তথায় স্নান ও সেই জল পান করিলে চিরকাল সবলেন্দ্রিয় থাকে এবপং নিশ্চয়ই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! এই সরোবর বর্ষাকালে বাড়ে না, গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয় না, সর্বদা একভাব। ৪৪

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কর-কমল-নির্গত বশিষ্ঠ-বিবাহের যে শান্তি-জল তথায় পতিত হয়, হে দ্বিজসত্তমগণ! শিপ্রসরোবরগর্ভস্থ সেই জল প্রত্যহ বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদনপূর্বক লোকহিতাভিলাষে সেই প্রবৃদ্ধ জলরাশিকে পুণ্যতমা নদী করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ৪৫-৪৭

সেই নদী মহেন্দ্র পর্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই শিপ্রা নদী গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী স্নানকারীদিগের পবিত্রতাবিধায়িনী। ৪৮

সেই মহানদী শিপ্রসরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম "শিপ্রা"; ব্রহ্মা পূর্বেই এই নামকরণ করিয়াছেন। ৪৯

যে মানব, কার্তিকপূর্ণিমাতে তথায় স্নান করেন, তিনি অতি সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন। ৫০

মনুষ্য সম্পূর্ণ কার্তিকমাস শিপ্রাজলে স্নান করিলে, প্রথমে ব্রহ্মলোকে গমন করে, পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ৫১

ঋষিগণ বলিলেন,–হে ব্রহ্মন! বসিষ্ঠ অরুন্ধতী দেবীকে বিবাহ করেন কেন? আর অরুন্ধতী কাহার কন্যা তাহা আমাদিগকে বলুন। ৫২

যিনি শ্রেষ্ঠপতিব্রতা বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত, ভর্তৃচরণযুগল ব্যতীত যিনি অন্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। স্ত্রীলোকে যাহার মাহাত্ম্য-কথা শ্রবণ করিলে ইহজন্মে ও পরজন্মে পাতিব্রত্য লাভ করে। ৫৩-৫৪

আর আসন্ন-মৃত্যু অশুচি এবং পাপিষ্ঠ পুরুষ যাহাকে (যাহার নক্ষত্র মূর্তিকে) দেখিতে পায় না, আমাদিগের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলুন। ৫৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তিনি যেরূপে যাহার তনয়া হইয়া উৎপন্ন হন, যেরূপে তিনি বসিষ্ঠকে প্রাপ্ত হন, যেরূপে তিনি পতিব্রতা হন-তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ৫৬

সেই যে সন্ধ্যা, পূর্বে ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হন, তিনিই তপস্যা দ্বারা দেহত্যাগ করিয়া মুনিবর মেধাতিথির ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্বক অরুন্ধতী হন। ৫৭

সেই ব্রতচারিণী সতী অরুন্ধতী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বাক্যে সংশিত ব্রত মহাত্মা বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন। ৫৮

ঋষিগণ বলিলেন,–সন্ধ্যা, কোথায় কিজন্য কিরূপ তপস্যা করিয়া ছিলেন? ৫৯

কেনই বা তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া মেধাতিথির কন্যা হন? কিরূপে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথিত কঠোর ব্রতানুষ্ঠানে মহাত্মা বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন। ৬০

হে দ্বিজোত্তম! বিস্তারিতরূপে তৎসমস্ত আমাদিগকে বলুন। ৬১

হে দ্বিজসত্তম! মহাসতী অরুন্ধতীর চরিত্র শ্রবণ করিবার জন্য আমাদিগের অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৬২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–পূর্বে ব্রহ্মা নিজ তনয়া সন্ধ্যাকে দেখিয়া সকামচিত্ত হন। পরে কন্যা বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করেন। ৬৩

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে সন্ধ্যারও স্মর-শর-বিলোড়িত চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। ৬৪

তৎপরে বিধাতার প্রতি শিবের সোপহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ধ্যা বুঝিলেন, তাঁহার নিজের চিত্তও ঋষিগণের জন্য অন্যায় চঞ্চল হইয়াছে। ৬৫

সন্ধ্যা, তখন বারম্বার কামের তাদৃশ মুনিমোহকর ভাব অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা ও লজ্জিত হইলেন। ৬৬,

অনন্তর, ব্রহ্মা মদনকে শাপ দিয়া অন্তর্হিত হইলে এবং শিব নিজালয়ে গমন করিলে, সন্ধ্যা রোষাবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৬৭

তখন মনস্বিনী সন্ধ্যা, ক্ষণকাল ধ্যান করিবামাত্র এইরূপ যথার্থ পূর্ব-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ৬৮

তিনি জন্মগ্রহণ করিবামাত্র ব্রহ্মা তাঁহাকে কামবশে সানুরাগে যুবতি দেখিয়া তাহার প্রতি অভিলাষ করেন। ৬৯-৭০

আর তাহাকে দেখিয়া ভাবিতাত্মা সকল মানসমুনিগণেরই চিত্ত অন্যায়রূপে সকাম হইয়া উঠে। দুরাত্মা মদন, তাহার নিজের চিত্তও মথিত করে। ৭১

এইজন্য সেই সকল ঋষিবৃন্দকে দেখিয়া তাহার মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়। স্বয়ং মদন এই পাপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। ৭২।

কেননা ব্রহ্মা, শিবের সাক্ষাতে তাহাকে শাপ দিয়াছেন। সন্ধ্যা তখন বিবেচনা করিলেন; আমি এখন আমার উচিত ফল পাইতে ইচ্ছা করি। ৭৩।

যখন পিতা ও ভ্রাতৃগণ, কামবশে আমাকে দেখিয়া অভিলাষ করিয়াছেন, অথচ তাহা আবার অসাক্ষাতে নহে; তখন আমা অপেক্ষা পাপচারিণী আর কেহই নাই। ৭৪

আপনার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া স্বামীর প্রতি যেরূপ হয় সেইরূপ অন্যায় কামভাব আমারও উপস্থিত হইয়াছিল। ৭৫

আমি স্বয়ংই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। বেদবিধি অনুসারে আমি নিজদেহ অনলে আহুতি দিব। ৭৬

এই ভূতলে এক নিয়ম স্থাপন করিয়া যাইব;–প্রাণিগণ জন্মিবামাত্র যাহাতে কামবশ না হয়। ৭৭

এই জন্য আমি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া এই নিয়ম স্থাপন করিব, পরে প্রাণত্যাগ করিব। ৭৮

আমার যে শরীরে পিতা ও ভ্রাতৃগণ কামভাবে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ৭৯

আমার যে শরীরে নিজ জনক ও ভ্রাতার প্রতি কামভাব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুণ্য-সাধন নহে। ৮০

সন্ধ্যা, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর উৎপাদক চন্দ্রভাগ নামক গিরিবরে গমন করিলেন। ৮১

পর্বতরাজ চন্দ্রভাগ, উত্তম প্রভাশালিনী স্বর্ণবর্ণা সন্ধ্যার অধিষ্ঠানে, সন্ধ্যা কালীন শশধরের উদয়ে উদয়-পর্বতের ন্যায় সাতিশয় শোভা পাইয়া ছিলেন। ৮২

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

বিংশ অধ্যায় — অরুন্ধতী-উপাখ্যান

অনন্তর, তপস্যা করিবার জন্য একাগ্রচিত্ত সন্ধ্যাকে চন্দ্রভাগ পর্বতে গমন করতে দেখিয়া ব্রহ্মা, নিজ পুত্রকে বললেন। ১

ব্রহ্মা নিজ সমীপে আসীন, বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ কঠোর ব্রতধারী জ্ঞান যোগী সর্ব্বজ্ঞ স্বীয় পুত্র বসিকে বলিলেন। ২

বসিষ্ঠ। এই মনস্বিনী সন্ধ্যা তপস্যা করিতে অভিলাষিণী হইয়া যথায় গমন করেন, তুমি তথায় গমন কর এবং ইহাকে যথাবিধি দীক্ষিত কর। ৩

মুনিবর! পূর্বে এই সন্ধ্যা আমাকে তোমাদিগকে এবং আত্মাকে কাম পরতন্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জা পাইয়াছিলেন। ৪

ইনি আমাদিগের এবং নিজের সেই পূর্বতন কার্য্য অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া এখন প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। ৫

নিয়মশূন্য জগতে ইনি তপঃপ্রভাবে নিয়ম স্থাপন করিবেন। এখন সেই সাধ্বী-তপস্যা করিতে চন্দ্রভাগ পর্বতে গমন করিয়াছেন। ৬

বৎস! সন্ধ্যা, তপস্যার ভাব কিছুই জানেন না; অতএব যাহাতে তিনি এ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা কর। ৭।

তুমি এই রূপ পরিত্যাগপূর্বক রূপান্তর ধারণ করিয়া সন্ধ্যাসমীপে গমন করত তপস্যা করিবার নিয়ম শিক্ষা দেও। ৮

তোমার এই রূপ দেখিলে সন্ধ্যা পূর্বের ন্যায় এখনও লজ্জা পাইবেন; সুতরাং তোমার সম্মুখে কিছুই বলিবেন না। ৯

এই জন্যই বলিতেছি,–তুমি নিজরূপ পরিত্যাগপূর্বক রূপান্তর অবলম্বন করিয়া মহাভাগা সন্ধ্যাকে উপদেশ দিবার জন্য গমন কর। ১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তখন বসিষ্ঠ-ঋষিও "যে আজ্ঞা" বলিয়া জটাধারী তরুণ ব্রহ্মচারী বেশে চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে সন্ধ্যাসমীপে গমন করিলেন। ১১

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তথায় দেখিলেন; মানস-সরোবর সদৃশ গুণসম্পন্ন এক জলপূর্ণ দেবসরোবর এবং তাহার তীরে সন্ধ্যা। ১২

প্রদোষকালে তারকাখচিত গগনমণ্ডলে চন্দ্র উদয় হইলে গগনের যেমন শোভা হয় ফুল্ল-কমল-কুল শোভিত সেই সরোবরের তীরে সন্ধ্যা বর্তমান থাকাতে সরোবরেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। ১৩।

ঋষি বসিষ্ঠ, তথায় তাহাকে দেখিয়া তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। অনন্তর সকৌতুকে লোহিতনামক সেই বৃহৎ সরোবর দেখিতে লাগিলেন। ১৪

বসিষ্ঠ দেখিলেন, সেই সরোবর হইতে চন্দ্রভাগা নদী বিশাল গিরিসানু ভেদ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিতেছেন। ১৫

হিমালয়-সানু ভেদ করিয়া গঙ্গা যেমন সাগরে গমন করিতেছেন, সেইরূপ চন্দ্রভাগা নদীও চন্দ্রভাগ পর্বতের পশ্চিম সানু ভেদ করিয়া সাগরাভিমুখে প্রবাহিত। ১৬

ঋষিগণ বলিলেন,–হে বিপ্রবর! সেই মহাগিরিতে চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? লোহিত নামক সেই বৃহৎ সরোবর কিরূপ? ১৭

সেই পর্বত-শ্রেষ্ঠের নাম চন্দ্রভাগা হইল কেন? আর সেই পুণ্য-সলিলা নদীর নামই বা 'চন্দ্রভাগা' হইল কেন? ১৮

এই সকল কথা এবং চন্দ্রভাগা নদী, লোহিত সরোবর ও চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অত্যন্ত কুতুহল জন্মিতেছে। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে মুনিবরগণ! চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি বিবরণ, চন্দ্রভাগ পর্ব্বতের মাহাত্ম্য এবং চন্দ্রভাগ নাম হইবার কারণ ইত্যাদি তোমা দিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল শ্রবণ কর। ২০

হিমালয় পর্বতের সহিত মিলিত শত-যোজন-বিস্তৃত ত্রিশ-যোজন উচ্চ এক পর্বত আছে; তাহার বর্ণ কুন্দ বা চন্দ্রের ন্যায় শুক্ল। ২১

পূর্বকালে কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মা, জগতের হিতের জন্য সেই পর্বতে সুধানিধি নির্ম্মল চন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেবভোজ্য এবং পিতৃভোজ্য করিয়া ছিলেন। তাহাতেই তিথির ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২২-২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই পর্বতে চন্দ্র বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব দেব গণ–সেই পর্বতের চন্দ্রভাগ নাম রাখেন। ২৪

ঋষিগণ বলিলেন;–যজ্ঞভাগ এবং ক্ষীরোদ-সাগর-সম্ভূত অমৃত বর্তমান থাকিতে কমলাসন, চন্দ্রকে দেবভোজ্য করিলেন কেন? ২৫

আর কব্য বর্তমান থাকিতে তাহাকে পিতৃভোজ্য করিলেনই বা কেন? গুরো! তিথি-ক্ষয়-বৃদ্ধিকালে চন্দ্র কিরূপ অবস্থাপন্ন হন? ২৬

ব্রহ্মন! সূর্য্য যেমন তিমিররাশি বিনষ্ট করেন, আপনিও সেইরূপ আমা দিগের এই সংশয় দূর করুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি ভিন্ন এ সংশয় ছেদন করে এমন কেহ নাই। ২৭।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–পূর্বকালে দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশটি পরম রমণীয়া নিজ দুহিতা চন্দ্রকে প্রদান করেন। ২৮

অনন্তর শশধর, তাঁহাদিগের সকলকেই যথাবিধি বিবাহ করিয়া দক্ষের অনুমতিক্রমে স্বস্থানে লইয়া গেলেন। ২৯

অনন্তর, চন্দ্র, সেই সকল দক্ষতনয়ার মধ্যে একমাত্র রোহিণীর প্রতিই সাতিশয় অনুরাগ বশতঃ সুরত মহোৎসব-কেলিকলা-কৌতুকে তাহারই সহিত সহবাস করিতেন। ৩০

চন্দ্র, রোহিণীকেই ভজনা করিতেন; রোহিণীর সহিত আমোদ করিতেন; রোহিণী ব্যতীত অণুমাত্র সুখ লাভ করিতেন না। ৩১

অন্যান্য দক্ষ তনয়াগণ, চন্দ্রকে একমাত্র রোহিণীর প্রতি আসক্ত দেখিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। ৩২

যখন, তাহারা প্রতিদিন সেবা করিয়াও চন্দ্রের অনুরাগভাজন হইতে পারিলেন না, তখন সকলেই কুপিত হইলেন। ৩৩

অনন্তর, উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, বিশাখা, উত্তরভাদ্র পদ, জ্যেষ্ঠা এবং উত্তরাষাঢ়–এই নয়জন অত্যন্ত কুপিতা হইয়া শশধরসমীপে গমনপূর্বক চারিদিকে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৩৪-৩৫

চন্দ্রকে ঘিরিয়া তাহারা চন্দ্রের বামাঙ্কস্থায়িনী উত্তমালঙ্কার ভূষিতা রোহিনীকে দেখিলেন; দেখিলেন–চন্দ্র, তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ৩৬

তাহারা সকলে বরবর্ণিনী রোহিণীকে তাদৃশ-সৌভাগ্যশালিনী দেখিয়া ঘৃতাহুতিদ্বারা অনলের ন্যায় অতিরোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। ৩৭

অনন্তর, মঘা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী এরং কৃত্তিকা–শশধর ক্রোড়-স্থিতা মহাভাগা রোহিণীকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন। ৩৮

তাহারা অত্যন্ত কোপ সহকারে রোহিণীকে রূঢ় কথা বলিতে লাগিলেন;–অরে দুর্বুদ্ধি। তুই বাঁচিয়া থাকিতে চন্দ্র আমাদিগের প্রতি অনুরাগী হইবেন না। অতএব আমাদিগের অনেকের মঙ্গলার্থে দুর্ম্মতিশালিনী তোকে বধ করিব। ৩৯-৪০

যখন তুই ঋতুমতী না থাকিস, তখনও অন্য বহুতর ঋতুমতী রমণীকে স্বামী সহবাসে বঞ্চিত করত তাহাদিগের গর্ভধারণের প্রতিবন্ধক হইয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিস; অতএব তোকে বধ করিতে আমাদিগের কোন পাপ নাই। ৪১

ব্রহ্মা পূর্বে পুত্রকে নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিবার সময়ে এবিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের শুনা আছে। ৪২

যেখানে একজন দুরাচারীর নিধন হইলে বহুলোকের মঙ্গল সাধিত হয়; সেখানে তাকে বধ করিলে পুণ্য হয়। ৪৩

(অশীতি রতির অন্যূন) সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুতল্পগামী (বিমাতৃগামী বা অগম্যগামী) এবং আত্মঘাতী ইহাদিগকে বধ করিলে পুণ্য হয়। ৪৪।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; চন্দ্র, মঘা প্রভৃতির তাদৃশ অভিপ্রায় বুঝিলেন, কার্যেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন, অতিমনোরম প্রেয়সী রোহিণীকে ভীতা দেখিলেন। ৪৫

এবং তাহাদিগকে সম্ভোগ না করাতে আপনারও সতত অপরাধ হইতেছে, মনে মনে ভাবিলেন চন্দ্র, এই সকল বুঝিয়া সুঝিয়া ভাবিয়া ও চিন্তিয়া ভীতা রোহিণীকে তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ৪৬

চন্দ্র, রোহিণীকে ছাড়াইয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপুর্ব্বক কৃত্তিকা প্রভৃতি সেই কুপিত নিজ রমণীমণ্ডলকে নিবারণ করিলেন। ৪৭

তখন কৃত্তিকা, আর্দ্রা, মঘা, ভরণী–রোহিণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিবারণতৎপর চন্দ্রের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। ৪৮

নিশানাথ! এই যে আমাদিগকে নিরস্ত করিতেছ, ইহাতে তোমার লজ্জা বা পাপের ভয়ও কি হইতেছে না? ছিঃ। যেন তুমি একেবারে নিতান্ত অধম হইয়াছ। ৪৯

আমরা তোমার প্রতি সতত ভক্তিমতী এবং পাতিব্রত্য ব্রতচারিণী; আমাদিগের সকলকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়ের ন্যায় এক জনের প্রতি আসক্ত হইয়া রহিয়াছ। ৫০

তুমি কি বেদমূলক ধর্ম অবগত নহ? না–পূর্বে তাহা একেবারে শ্রবণই কর নাই? নতুবা এরূপ সজ্জন-বিগর্হিত অধর্ম কার্য্য করিবে কেন? ৫১

হে সুধাকর! আমরা যথোচিতরূপে ধর্মশাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং তোমার পরিণীতা রমণী; আমাদিগের কেবল মুখের দিকেও কি চাহিতে নাই? ৫২

আমাদিগের পিতা দক্ষ, নারদের নিকট ধর্মশাস্ত্রের যে কথা বলিতেছিলেন তৎকালেই তাহার প্রমুখাৎ সে কথা আমরা শুনিয়াছি। নিশাপতে। তুমি তাহা শ্রবণ কর। ৫৩

যে পুরুষ, বহু রমণীর স্বামী হইয়াও অনুরাগক্রমে একজন মাত্র পত্নীতে আসক্ত; সেই স্ত্রৈণ পুরুষ অত্যন্ত পাপী এবং তাহার যাবজ্জীবন অশৌচ অর্থাৎ সে ব্যক্তি বৈদিক কার্য্যে চিরদিন অনধিকারী। ৫৪

স্বামীর সহিত সম্ভোগ করিতে না পাইলে স্ত্রীলোকের যেরূপ কষ্ট হয়, তাহার অনুরূপ কষ্ট আর কিছুই নাই। ৫৫

যে অধম পুরুষ, সতী-ভার্য্যা ঋতুমতী হইলে বিশুদ্ধ ঋতুদিনে তাহাতে উপগত না হয়, তাহার ভ্রূণহত্যা পাপ হয়। ৫৬

ভার্য্যা যে পর্যন্ত আত্রেয়ী থাকে, ততদিন অর্থাৎ ঋতুর তিন দিন পর্যন্ত উপগত হওয়া নিষিদ্ধ; যদি দৈবাৎ উপগত হয়, তাহা হইলে কোন বিহিত কার্য্যেই তাহার অধিকার থাকিবে না। ৫৭

বিশুদ্ধ ঋতুদিনে বহুভার্য্য পুরুষের ভার্য্যাসঙ্গমে প্রতিবন্ধক হইতে পারে–এমন কোন কার্য্য, শাস্ত্রেও কথিত হয় নাই। ৫৮

পরিণীতা ভার্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেননা, তাহাদিগের সন্তোষে মঙ্গল, আর অসন্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাকে। ৫৯

যে ঘরে বা যে বংশে, পত্নী, পতির–এবং পতি, পত্নীর সন্তোষ বিধান করেন, তথায় নিত্যই মঙ্গল হইয়া থাকে। ৬০

যে রমণী সৌভাগ্য-মদ-গর্বিতা হইয়া স্বামীকে সপত্নীসঙ্গম করিতে না দেয়, সে জন্মান্তরে বেশ্যা হয়। ৬১

এই জন্মেও সে লোক-নিন্দা ও অধর্ম লাভ করে; আর তাহার পিতৃকুল এবং ভর্তৃকুল স্বর্গভাগী হন না। ৬২

সপত্নী, পতিকে নিরোধ করিয়া (আটকাইয়া) রাখিলে অন্যান্য সপত্নীর যে সাতিশয় দুঃখ হয়, তাহাতে নিরোধকারিণী সপত্নী এবং পতি উভয়েরই অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটে। ৬৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তাহারা এই সকল অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিলে, চন্দ্র রোহিণীর মলিন মুখ দেখিতে কুপিত হইলেন। ৬৪।

রোহিণীও বারংবার তাহাদিগের উগ্রতা দর্শনে ভয়, শোক এবং লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিলেন না। অনন্তর চন্দ্র, অত্যন্ত রোষভরে সেই পত্নীদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। ৬৫-৬৬

যেহেতু কৃত্তিকা প্রভৃতি তোমরা চারিজন, আমার সম্মুখে উগ্রভাগে তীক্ষ্ণ (কটু) বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমর সুরসমাজেও “উগ্র” এবং “তীক্ষ্ণ” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। ৬৭

এই জন্য অর্থাৎ আমার সম্মুখে উগ্র-ভাব-প্রদর্শন প্রযুক্ত তোমারা এই কৃত্তিকা প্রভৃতি নয়জনই নিজ নিজ ভোগ্য দিনে যাত্রার উপযুক্ত হইবে না। ৬৮

দেবতা প্রভৃতি স্বর্গবাসিগণ, এবং মনুষ্য প্রভৃতি ভূতলবাসিগণ তোমাদিগকে দেখিয়া যাত্রা করিলে সেই দোষেই তাহাদিগের ইষ্টসিদ্ধ হইবে না। ৬৯

অনন্তর, তাহারা তাহার সেই অতি দারুণ শাপ শ্রবণ করিয়া এবং চন্দ্রের শাপ দেওয়া দেখিয়া তাহার হৃদয় যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর–ইহা বুঝিয়া ক্রোধবশে সকলেই দক্ষ-গৃহে গমন করিলেন। ৭০

অশ্বিনী প্রভৃতি সকলেই পিতা দক্ষকে গদ্গদস্বরে বলিলেন,–চন্দ্র, আমাদের কাছে থাকেন না, কেবল রোহিণীকেই সতত ভজনা করেন। ৭১

আমরা সেবা করিলেও তিনি আমাদিগের ভজনা করেন না; যেন আমরা পরস্ত্রী। অবস্থানে, বিরামে, শ্রবণে এবং ভোজনে, চন্দ্র, রোহিণী ব্যতীত কিছুমাত্র সুখলাভ করেন না। ৭২-৭৩

চন্দ্র, রোহিণীর সহিত একত্র আছেন–এমন সময়ে তোমার অন্যান্য তনয়া গণকে সেইদিকে যাইতে দেখিলে, তিনি অন্য দিকে চক্ষু ফিরান, আর ফিরিয়া দেখেন না। ৭৪

স্বামীর কর্তব্য অন্য সদ্ভাব দূরে থাক, তিনি আমাদিগের মুখও দেখেন না। এখন আমরা করি কি–তাহা বলুন। ৭৫

হাঁ, এই সময়ে আমরা একদিন চন্দ্রকে অনুরোধ করি, তাহাতে চন্দ্র, আমাদিগকে নিদারুণ শাপ দিয়াছেন। ৭৬

তিনি বলিয়াছেন, তোমরা দারুণ এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-স্বভাব, জগতে এইরূপে নিন্দিত হইবে এবং অযাত্রিক হইবে। ৭৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–প্রজাপতি দক্ষ, কন্যাগণের কথা শুনিয়া যথায় চন্দ্র রোহিণীসহ অবস্থিত ছিলেন, তথায় তাহাদিগের সহিত গমন করিলেন। ৭৮

চন্দ্র, দূর হইতেই দক্ষ আসিতেছেন দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর সেই মহামুনি নিকটে আসিলে তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। ৭৯

চন্দ্র, বিধিমত বন্দনা করিলে দক্ষ আসন পরিগ্রহ করিয়া মিষ্টভাবে এই কথা বলিলেন। ৮০

দক্ষ বলিলেন,–সকল ভার্য্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর; বৈষম্য করিও না; বৈষম্য করিলে অনেক দোষ; ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৮১

পত্নীর প্রতি কামানুবন্ধ-বশতই রতি ও পুত্ররূপ ফল-পত্নী হইতে হইয়া থাকে, কামানুবন্ধ সংসর্গাধীন; সংসর্গ আসক্তি হইতে আর আসক্তি, অভিধান এবং তন্মুলক নিরীক্ষণাদি হইতে জন্মিয়া থাকে। ৮২-৮৩

অতএব তুমি পত্নীগণের প্রতি অভিধ্যান-সহকারে অবলোকনাদি কর। ৮৪

যদি আমার এই ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে লোকসমাজে নিন্দিত এবং পাপভাগী হইবে। ৮৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সুমহাত্মা দক্ষের এই কথা শুনিয়া চন্দ্র, তাহার ভয়ে তখন "তাহাই হইবে" বলিলেন। ৮৬

তখন মুনি দক্ষ, কৃতকার্য হইয়া জামাতা চন্দ্র এবং কন্যাগণের সহিত সম্ভাষণপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। ৮৭

দক্ষ গমন করিলে পর, চন্দ্র সেই রোহিণীকে লইয়া তাহার প্রতি অনুরাগ বশতঃ পূর্বভাব অবলম্বন করিলেন; আর অন্যান্য পত্নীদিগের প্রতি পূর্বের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। ৮৮

সেই তখনকার ন্যায় এখনও রোহিণীকে পাইয়া আর কাহারও প্রতি চাহিয়া দেখেন না; কেবল রোহিণীর সহিতই আমোদ-প্রমোদ, কেলি-কৌতুক করেন; তাহাতে তাহারা (অন্যান্য চন্দ্রপত্নীগণ) নিজনিজ দুর্ভাগ্যদর্শনে উদ্বিগ্নচিত্ত এবং কুপিত হইলেন। ৮৯

তাহার পিতৃসন্নিধানে গিয়া কহিলেন; পিতঃ! চন্দ্র, এখনও আমাদিগের কাছে আসেন না; সর্ব্বদাই রোহিণীতে আসক্ত। ৯০

তুমি এত বলিলে, তোমারও কথা রাখিল না; অতএব তুমি এখন আমাদিগকে রক্ষা কর। ৯১

অনন্তর, মুনি দক্ষ, ঈষৎ কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ উঠিলেন এবং মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া চন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। ৯২

তখন, প্রজাপতি দক্ষ, চন্দ্রকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,–"সকল ভার্যার প্রতি সমান ব্যবহার কর; বৈষম্য করিও না। যদি তুমি মূর্খতা-প্রমুক্ত আমার এই কথা না রাখ, তাহা হইলে হে নিশানাথ! ধর্মশাস্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী তোমাকে আমি অভিসম্পাত প্রদান করিব"। ৯৩-৯৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর চন্দ্র দক্ষের ভয়ে তাহার সম্মুখে "আমি ইহা করিব, আমি ইহা করিব" বলিয়া তাহা করিতে আগ্রহ-সহকারে বারবার অঙ্গীকার করিলেন। ৯৫

এইরূপে চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করিলে, দক্ষ বিদায় লইয়া চন্দ্রের সম্মতিক্রমে স্বস্থানে গমন করিলেন। ৯৬

দক্ষ চলিয়া গেলে, নিশাপতি রোহিণীর সহিত সাতিশয় বিহার করত দক্ষের কথা ভুলিয়া গেলেন। ৯৭

অশ্বিনী প্রভৃতি সেই সমস্ত মনোরমা রমণীগণ, চন্দ্রের সেবা করিতে থাকিলেও চন্দ্র, তাহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হইলেন না, প্রত্যুত অবজ্ঞাই করিতে লাগিলেন। ৯৮

চন্দ্র, তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে থাকিলে তাহারা কাতর হইয়া পিতৃ সমীপে গমনপূর্বক কাতরস্বরে রোদন করত এই কথা কহিলেন। ৯৯

হে মুনিবর! চন্দ্র, এবারও তোমার কথা রাখিলেন না; তিনি এখন আমাদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবজ্ঞাই করিতেছেন! ১০০

অতএব আমাদিগের আর চন্দ্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এখন আমরা তপস্বিনী হইব; তপস্যা করিবার নিয়ম বলিয়া দাও। ১০১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা তপস্যা দ্বারা শরীর শোধিত করিয়া জীবনত্যাগ করিব; আমরা বড় দুর্ভগা, আমাদিগের জীবনে কাজ কি? ১০২।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–কৃত্তিকা অশ্বিনী প্রভৃতি দক্ষতনয়াগণ, এই কথা বলিয়া করতলে কপোল স্থাপনপূর্বক পরস্পরে, নিকট নিকট ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। তাহাদিগকে তাদৃশ দুঃখবিহ্বলেন্দ্রিয়া ও মলিনবদনা দেখিয়া দক্ষ রোষাবেশে অনলের ন্যায় জলিয়া উঠিলেন। ১০৩-১০৪

অনন্তর কোপপূর্ণ মহাত্মা দক্ষের নাসিকাগ্র হইতে রমণীসম্ভোগলোলুপ, অধোমুখ, নিম্নদৃষ্টি, জগতের কাসোৎপাদক–ভীষণ যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হইল। তাহার দংষ্ট্রাভীষণ, বর্ণ অঙ্গারবৎ কৃষ্ণ, কেশ স্বল্প, আকৃতি অতিদীর্ঘ কৃশ, এবং শিরা-পরিব্যাপ্ত, হস্তে একগাছি দণ্ড। ১০৫-১০৭

যক্ষ্মা, দক্ষকে বলিল,–হে মুনে! আমি কোথায় থাকিব? আমি কিই বা করিব? হে মহামতে! তাহা আমাকে বলিয়া দিন। ১০৮

অনন্তর দক্ষ তাহাকে বলিলেন,–তুমি সত্বর চন্দ্রশরীরে গমন কর; তুমি চন্দ্রকে গ্রাস করিবার জন্য স্বেচ্ছামত তথায় বাস কর। ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাত্মা দক্ষের এই কথা শুনিয়া সেই রোগ ধীরে ধীরে চন্দ্রের সমীপবর্তী হইল। ১১০

চন্দ্রের সমীপবর্তী হইয়াই–সর্প যেমন বল্মীকস্তূপে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ছিদ্র পাইয়া সেই মহারোগ চন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ১১১

সেই নিদারুণ রাজযক্ষ্মা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চন্দ্র, মোহ যাইলেন ও নিজের সতত বিষম দৌর্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন। ১১২।

হে দ্বিজগণ! সেই রোগ, উৎপন্ন হইয়া প্রথমেই রাজাতে অর্থাৎ চন্দ্রে লীন হইয়াছিল বলিয়া তাহা জগতে “রাজযক্ষ্মা” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ১১৩

অনন্তর, সেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত চন্দ্র গ্রীষ্মকালে স্বল্পসলিলা নদীর ন্যায় প্রত্যহ ক্ষয় পাইতে লাগিলেন। ১১৪

চন্দ্র, ক্ষয় পাইতে লাগিলে ওষধি সকল (ধান্য প্রভৃতি) ক্ষয় পাইল; ওষষি ক্ষয় হওয়াতে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে পারিল না। ১১৫

যজ্ঞ অভাবে দেবগণের অন্ন মারা গেল। জলদাবলী বিনষ্ট হইল, সুতরাং বৃষ্টি হওয়াও বন্ধ হইল। ১১৬।

বৃষ্টি অভাবে সকল লোকের অন্নাভাব হইল। ১১৭

হে দ্বিজবরগণ! সমস্ত লোক দুর্ভিক্ষ-বিপদে কাতর হইলে দানধর্ম্মাদি আর কিছুই রহিল না। ১১৮

তখন প্রজাগণ সকলেই দুর্বল, সার-হীন, লোলুপেন্দ্রিয় এবং কু-কর্ম্মরত হইয়া পাপ কার্য্যই করিতে লাগিল। ১১৯

এইরূপ ভাব দেখিয়া ইন্দ্রাদি দিকপালগণ, নবগ্রহ অন্যান্য দেবগণ এবং সপ্ত সমুদ্র–সকলেই অত্যন্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন। ১২০

ক্রমে সমস্ত জগৎকে ব্যাকুল এবং দস্যুপীড়িত দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ১২১

তাহারা, জগৎপতি, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণামপূর্বক যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন। ১২২

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, পর-পরিভূতের ন্যায়, হৃতবিষয়ের ন্যায় তাহাদিগের ম্লান বদন দর্শনে বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন,–অহে দেবগণ! আসিতে ত কোন ক্লেশ হয় নাই? এখন জিজ্ঞাসা করি, কি জন্য তোমরা আসিয়াছ? তোমাদিগের দুঃখ-পীড়িত-দেহ ও ম্লানবদন দেখিতেছি? ১২৪

তোমাদিগকে বিঘ্ন-বাধাশূন্য, নির্ভয় এবং কামচারী করিয়া স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত করিয়াছি; এখন আবার দুঃখিত দেখিতে পাই কেন? ১১৫

যাহা তোমাদিগের দুঃখের কারণ, বা যে তোমাদিগকে দুঃখিত করিয়া তুলিয়াছে–সম্পূর্ণরূপে তাহা কীর্ত্তন কর এবং মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অবধারণ কর। ১২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর, লোকপালক ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং অগ্নি, স্বয়ম্ভুর নিকটে দেবগণের দুঃখকারণ বলিতে লাগিলেন। ১২৭

হে বিধাতঃ! আমরা যে জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, যাহা আমা দিগের দুঃখের কারণ এবং যাহাতে আমাদিগের শ্রী মলিন হইয়াছে তৎসমস্ত শ্রবণ করুন। ১২৮

হে লোক-পিতামহ! কোন স্থানেই আর যজ্ঞ হয় না; যাহাদিগের কোন বাধা ছিল না–কোন ভয় ছিল না; সেই সমস্ত প্রজাগণ এখন ক্ষয় পাইয়াছে। ১২৯

পৃথিবীতে এখন দানাদি ধর্ম নাই, তপস্যা নাই; মেঘে বৃষ্টি করে না, ভূমণ্ডল জলহীন হইয়াছে। ১৩০

ওষধি ও শস্য সকল বিনষ্ট; লোক সমস্ত ব্যাকুল; বিপ্রগণ দস্যু-পীড়িত; আর তাহারা বেদধ্বনি করেন না। ১৩১

অনেক প্রজা অন্নাভাবে মরিতেছে। যজ্ঞভাগ না থাকাতে আমরাও অন্নহীন হইয়াছি। ১৩২

তাহাতেই আমরা দুর্বল ও শ্রীহীন; কোনরূপেই স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। ১৩৩

চন্দ্র, চক্রগতি দ্বারা বহুদিন রোহিণীমন্দিরে বৃষরাশিতে অবস্থিত আছেন, তিনি এখন ক্ষীণ এবং জ্যোৎস্না-হীন। ১৩৪

দেবতারা যখনই অন্বেষণ করেন, তখনই দেখেন,-চন্দ্র, তাহাদিগের অগ্রে নাই। হে বিধাতঃ! তিনি কখনও দেবসভাতে আইসেন না। ১৩৫

রোহিণীকে ত্যাগ করিয়া প্রায় কখনই তিনি কোন স্থানে যান না, তবে অন্য কেহ না থাকে ত একটু আধটু বাহিরে আইসেন। ১৩৬

তখন দেখা যায় তাহার সকল কলা গিয়াছে, কেবল একটী কলা অবশিষ্ট আছে। হে লোকেশ। এইরূপ অবস্থা বিপর্যয় সর্বত্রই হইয়াছে। ১৩৭

তদ্দর্শনে আমরা দিশাহারা হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। কালকঞ্জাদি অসুরমণ্ডলী, যাবৎ পাতাল হইতে উঠিয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়, তন্মধ্যেই আমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। ১৩৮-১৩৯

জগতের, এইরূপ ব্যতিক্রম কেন যে হইয়াছে, সেই বিপ্লব কারণ আমরা অবগত নহি। ১৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–দিব্যদর্শী পিতামহ, দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে ক্ষণ কাল চিন্তা করত সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন;–যে কারণে লোকবিপ্লব হইতেছে এবং যে উপায়ে তাহার শান্তি হইবে–দেবগণ সকলে তাহা শ্রবণ কর। ১৪১-৪২

চন্দ্র, অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাইশ জন বরাঙ্গনা দক্ষ তনয়াকে বিবাহ করেন। ১৪৩

সকলকে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু অনুরাগবশতঃ সর্ব্বদা রোহিণীর নিকটেই থাকিতেন, অন্য কাহারও নিকটেই যাইতেন না। ১৪৪

অনন্তর, অশ্বিনী প্রভৃতি ছাব্বিশজন বরারোহা রমণী সকলেই দুভাগ্য-জ্বরে পীড়িত হইয়া স্বয়ংই নিজ নিজ পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন। ১৪৫

চন্দ্র, অনুরাগক্রমে রোহিণীর সহিত যেরূপ ভাব করেন, আর তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ভাব করেন–তাহারা দক্ষের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। ১৪৬

অনন্তর মহাবুদ্ধি দক্ষ, জামাতাকে মিষ্টবাক্যে স্তব করিয়া ও বহুতর সুন্বত বাক্য বলিয়া কন্যাগণের জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন। ১৪৭

সুমহাত্মা দক্ষ, নিজের ইচ্ছামত চন্দ্রকে অনুরোধ করিলে তিনি সকল পত্নীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিতে স্বীকার করেন। ১৪৮

চন্দ্র, তাহাদিগের সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করিলে মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৪৯

মুনিবর দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র সেই সকল পত্নীর প্রতি বৈষম্য পরিত্যাগ করিলেন না। তাহার পত্নীগণ তাহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া পিতৃসমীপে গমন করিলেন। ১৫০

তনন্তর দক্ষ, তনয়াগণের জন্য চন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া সকল পত্নীতেই সমান ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন এবং বললেন; চন্দ্র! যদি তুমি এহ সকলগুলির প্রতিই সমান ব্যবহার না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে শাপ দিব। অতএব অসামঞ্জস্যের কার্য করিও না। ১৫১-১৫২

পুনরায় দক্ষ চলিয়া গেলে, চন্দ্র, যখন তাহাদিগের প্রতি স্বীকার মত সমান ব্যবহার না করিলেন; তখন তাহারা রোষাবেশে পুনরায় যাইয়া দক্ষকে বলিলেন; চন্দ্র, তোমার কথা রক্ষা করিলেন না; তিনি আমাদিগের কাছে আইসেন না; আমরা তপস্যা করিব; তোমার নিকটে থাকিব। ১৫৩-১৫৪

মুনি দক্ষ, তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন; তখন তাহার মন চন্দ্রকে ক্ষয়কারক শাপ দিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইল। ১৫৫

কুপিত মহামুনি শাপ দিতে উৎসুকচিত্ত হইলে তাহার নাসিকাগ্র হইতে ক্ষয় নামে মহারোগ নির্গত হইল। ১৫৬

সুমহাত্মা দক্ষ, রোগকে চন্দ্রের নিকটে পাঠাইয়াছেন; রোগও চন্দ্র-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; সেই রোগই চন্দ্রকে ক্ষীণ করিয়া ফেলিয়াছে। ১৫৭

মহাত্মা চন্দ্র, ক্ষীণ হইয়াছেন বলিয়া তাহার জ্যোৎসাও ক্ষীণ হইয়াছে; জ্যোৎস্না ক্ষীণ হওয়াতে সকল ওষধি ক্ষয় পাইয়াছে। ১৫৮

ওষধি অভাবে জগতে আর যজ্ঞ হইতেছে না; যজ্ঞ অভাবে অনাবৃষ্টি, তাহাতেই সমস্ত প্রজা ক্ষয় হইয়াছে। ১৫৯।

যজ্ঞভাগ-উপভোগ ব্যতীত তোমাদিগের সেইরূপ দুর্বলত্ব এবং ব্যতিক্রম হইয়াছে। যে জন্য জগতের ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম; হে দ্বিজোত্তমগণ! যে উপায়ে ঐ বিপদের শান্তি হইবে তাহা শ্রবণ কর। ১৬০-১৬১

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একবিংশ অধ্যায় — চন্দ্রের যক্ষ্মারোগমুক্তি

ব্রহ্মা কহিলেন; হে সুরগণ! তোমরা দক্ষ ভবনে গমন কর; চন্দ্র যাহাতে পূর্ণ হন, সেই জন্য গিয়া দক্ষকে প্রসন্ন কর। ১

চন্দ্র, পূর্ণ হইলে সমস্ত জগৎ প্রকৃতিস্থ হইবে। তোমাদিগের শান্তি এবং ওষধি সকলেরও পুনরুদ্ভব হইবে। ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে দক্ষালয়ে গমন করিলেন। ৩

সকল দেবগণ, যথাযোগ্য বিনীতভাবে প্রজাপতি দক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম-পূর্বক মধুবচনে বলিতে লাগিলেন; ব্রহ্মন্! আমরা বহু দুঃখে অবসন্ন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন; হে মহামতে! আমাদিগকে রক্ষা করুন, শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন। ৪-৫

পরমাত্মার ব্রহ্মা নামে যে সৃষ্টিকারক মূর্তি, বিপ্ররূপী পরম জ্যোতি তাহারই অঙ্গস্থিত; হে জ্যোতিঃ-স্বরূপ-বিপ্র! আপনাকে নমস্কার। ৬

যিনি সর্ব্ব জগতের রক্ষক বলিয়া “দক্ষ”, আর প্রজাপালক বলিয়া “প্রজাপতি” নামে অভিহিত, আমরা তাহাকে নমস্কার করি।৭

সমস্ত জগতের পালন-কর্তা কুশলাদিগের রক্ষাকর্তা মহাত্মা দক্ষকে সত্বর আত্মহিতের জন্য নমস্কার করি। ৮

সংযতেন্দ্রিয় যোগিগণ যাহাকে সতত চিন্তা করেন, যিনি সেই সারবস্তু পরমাত্মার সারভূত, তুমি সেই দক্ষ। ৯

হে অতি তেজস্বিন্! তুমি যোগবৃত্তি অধ্বর্য্যু এবং পারগামীদিগেরও পরম গতি; তোমাকে বারবার নমস্কার করি। ১০

সেই সকল দেবগণের এই কথা শ্রবণপূর্বক দক্ষ, প্রাধান্য-প্রযুক্ত ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া প্রসন্ন-বদনে বলিতে লাগিলেন; হে মহাবাহু ইন্দ্র। কি কারণে তোমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? প্রভো! দুঃখের কারণ কি বল; আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১১-১২

তোমাদিগের দুঃখ দূর করতে আমাকেই বা কি করিতে হইবে? আমার সাধ্যাতীত না হইলে আমি তোমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হিত করিব। ১৩।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মহামুনি ব্রহ্ম-তনয় দক্ষের সেই কথা শুনিয়া বৃহস্পতি, ইন্দ্র এবং অগ্নি, তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৪

হে দ্বিজবর! শশধর ক্ষীণ হইয়াছেন, তাহাতে সকল ওষধিই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; ওষধি অভাবে এখন আর যজ্ঞ হইতেছে না। ১৫

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে সকল প্রজাই ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির, কতকগুলি প্রজা এইরূপ মহাদুঃখ পাইয়া প্রাণত্যাগও করিয়াছে। ১৬

ব্রহ্মন্! আপনার ক্রোধে এই যে চন্দ্রের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ১৭

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! সপ্তসমুদ্র–বল, পশু-পক্ষী বল, সুর-মণ্ডলী বল,–অধুনা ত্রিজগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা ক্ষুব্ধ বা বিলুপ্ত হয় নাই। ১৮

এখন আর যজ্ঞ হয় না; তপস্বী তপস্যা করেন না। প্রজাকুল ক্ষীণ ভয়াতুর এবং অন্নকষ্টে হতশ্রী। ১৯

হে বিপ্রবর! এইরূপ বিপ্লব প্রবৃত্ত হইয়াছে, এখন যাবৎ দৈত্যগণ রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগকে পীড়া না দেয়, তন্মধ্যে উদ্ধার করুন। ২০

দক্ষ! চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হউন, তপোবলে তাহাকে পূর্ণ করুন; চন্দ্র পূর্ণ হইলে, সমস্ত জগতই প্রকৃতিস্থ হইবে। ২১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন; তখন ব্রহ্মনন্দন দক্ষ, দেবগণের এই কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে শল্যোদ্ধার করত তাহাদিগকে বলিলেন; চন্দ্রের প্রতি আমার যে শাপ-বাক্য নির্গত হইয়াছে, আমি কোন নিদান ধরিয়াই তাহা মিথ্যা করিতে পারি না। ২২-২৩

কিন্তু আমার বাক্যও একান্ত মিথ্যা না হয়, অথচ চন্দ্রও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এরূপ উপায় দেখ। ২৪।

তাহাতেও এইমাত্র উপায় আছে; চন্দ্র, সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করুক, তবে একপক্ষ ক্ষয় ও একপক্ষ বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ২৫

হে দ্বিজগণ। দক্ষ এই কথা বলিলে, তাহার সেই কথা শুনিয়া এবং সেই প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন করিয়া সুরগণ, সকলেই চন্দ্রমা যথায় ছিলেন তথায় গমন করিলেন। ২৬

অনন্তর ভার্যাগণ পরিবৃত চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সেই সুরবরসমূহ হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন। ২৭

মহাভাগগণ, তথায় গমন করিয়া দক্ষের কথিত সমস্ত কথাই পরমাত্মা ব্রহ্মার নিকট বলিলেন। ২৮

ব্রহ্মা, দেবগণের প্রমুখাৎ দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে সুবিস্তৃত চন্দ্রভাগ পর্বতে গমন করিলেন। ২৯

সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, তথায় গমন করিয়া প্রজাগণের হিত-কামনায় লোহিত নামক বৃহৎসরোবর-জলে চন্দ্রকে স্নান করাইলেন। ৩০

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞানসম্পন্ন জগৎপ্রভু পিতামহ, এইজন্যই পূর্বে এই স্থানে এই জলপূর্ণ সরোবর সৃষ্টি করেন। ৩১

সেই লোহিত নামক বৃহৎ সরোবরে স্নান করিলে, প্রাণী রোগ-শূন্য এবং চিরজীবী হয়। ৩২

তথা স্নান করিবামাত্র চন্দ্রের শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মা রোগ নির্গত হইল; তখন আবার তাহার পূর্বের ন্যায় রূপ প্রকাশ পাইল। ৩৩।

রাজযক্ষ্মা, নিঃসৃত হইয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক বলিল,-আমি কি করিব? কোথায় যাইব? ৩৪

হে লোকেশ! আপনি ত্রিজগতের সৃষ্টিকর্তা, অতএব আপনি আমার অনুরূপ ভার্য্যা, বাসস্থান এবং চিরন্তন কর্তব্যকার্য্য স্থির করিয়া দিন। ৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর, ব্রহ্মা, রাজযক্ষ্মাকে চন্দ্রের শরীর-স্থিত অমৃতপানে পরিপুষ্ট এবং চন্দ্রকে ক্ষীণ দেখিলেন। ৩৬

বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে ধারণপূর্বক বারংবার পর্বতে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই রাজযক্ষ্মার দেহ হইতে অমৃত বাহির করিয়া লইলেন। ৩৭

লোকপালক ব্রহ্মা সেই বহিষ্কৃত অশুদ্ধ অমৃত, ক্ষীরোদসাগরে জলমধ্যে গোপনে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮

পূর্বে চন্দ্রের কলাসকল ক্ষীণ হইয়াছিল, এখন ব্রহ্মা সেই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষিপ্ত অমৃত হইতে তিল তিল কলাচূর্ণ গ্রহণ করিলেন। ৩৯

রাজযক্ষ্মারোগ-প্রভাবে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের যে অমৃতময়ী পঞ্চদশকলা ক্ষয় পাইয়াছিল, তাহা রাজ-যক্ষ্মারই গর্ভে ছিল। ৪০

এখন নিষ্পীড়ন বশে তৎসমস্ত চুর্ণ হইয়া যাইল। তেজ, জ্যোৎস্না এবং অমৃত এই তিন পদার্থময়। চন্দ্র-শরীর, তিনভাগে বিভক্ত হইয়া রাজ-যক্ষ্মার গর্ভে থাকে। ৪১-৪২

জ্যোতি চূর্ণ হইয়াছিল, জ্যোৎস্না রাজযক্ষ্মা-দেহে লীন হইয়াছিল, আর অমৃতরাশি দ্রবভাবে উক্ত রোগের উদরে ছিল। ৪৩।

ব্রহ্মা যখন রোগের উদর হইতে অমৃত বাহির করেন, তখন কেবল অমৃত নহে–জ্যোৎস্না, জ্যোতি এবং অমৃত, সকলই বাহির হইয়াছিল। ৪৪

তখন বিধি তৎসমস্তই ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর বিধাতা দেবগণকে পর্বতে ছাড়িয়া স্বয়ং সত্বর ক্ষীরোদসাগরে গমন করেন। ৪৫

তৎপরে অমৃত, কলাচুর্ণ এবং জ্যোৎস্না–এই তিন বস্তুই সমুদ্রে প্রক্ষালন পূর্বক গ্রহণ করিয়া সেই পর্বতে আগমন করিলেন। ৪৬

বিধি, ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে চন্দ্রভাগ পর্বতে আসিয়া দেবগণের মধ্যে কলাচুর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না স্থাপন করিলেন। ৪৭

ব্রহ্মা দেবগণের মধ্যে সেই তিন বস্তু রাখিয়া রাজযক্ষ্মার বাসস্থানাদি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৪৮।

যে ব্যক্তি, দিবা রাত্রি, সন্ধ্যা–সকল সময়েই রমণীতে আসক্ত হইয়া সুরতসেবা করে, হে রাজযক্ষ্মন্! তুমি তাহার শরীরে বাস করিবে। ৪৯

যে ব্যক্তি, প্রতিশ্যায় রোগ, শ্বাসরোগ, কাসরোগ বা শ্লেষ্মরোগযুক্ত হইয়া মৈথুনাসক্ত হয়, তুমি, তাহাতে প্রবেশ করিবে। ৫০

তৃষ্ণানাম্নী মৃত্যুকন্যা, গুণে তোমার অনুরূপা; সেই তোমার ভার্য্যা হউক; সে তোমার সতত অনুগামিনী হইবে। ৫১

ক্ষীণতাই তোমার কর্তব্য কর্ম্ম; তুমি যথায় থাকিবে, তাহার ক্ষীণতা করিবে, এখন সত্বর যথেচ্ছ স্থানে গমন কর, চন্দ্রের প্রতি বিমুখ হও। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহারোগ রাজযক্ষ্মা ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বিদায় পাইয়া সর্ব্বদেবগণসমক্ষে অন্তর্হিত হইল। ৫৩।

সেই মহারোগ অন্তর্হিত হইলে পর, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রকে পঞ্চদশ কলার দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ৫৪

অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, সেই সেই অমৃতরাশি জ্যোৎস্না এবং কলাচূর্ণ দ্বারা চন্দ্রকে পূর্ব্ববৎ করিলেন। ৫৫

যখন চন্দ্র, যোল কলাপূর্ণ হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন, তখন দেবগণ, তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৫৬

অনন্তর পূর্ণচন্দ্র, পিতামহকে প্রণাম করিয়া সুর-সভামধ্যে অনতি-হৃষ্ট চিত্তে তাহাকে বলিলেন। ৫৭।

সোম বলিলেন,–ব্রহ্মন! আমার শরীরে এখন পূর্ব্বের ন্যায় আস্থা নাই, বীর্য্য নাই, উৎসাহ নাই; অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ৫৮

আমি পূর্ব্বের ন্যায় চেষ্টা (গমনাদি) করিতে পারিতেছি না; প্রত্যহ এইরূপে চেষ্টাহীন হইয়া থাকিব কিরূপে? ৫৯

ব্রহ্মা বলিলেন,–চন্দ্র! যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত হওয়াতে তোমার অঙ্গসন্ধি সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আজও তাহা পূর্ণ হয় নাই। ৬০

আমি, এখন, রাজ-যক্ষ্মার উদর হইতে তোমার যে দেহচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না নিঃসারিত করিলাম। ৬১

সেই চূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্নার প্রক্ষালনসময়ে যে কিছু অংশ জলে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তোমার শরীরে নাই। ৬২

এই জন্যই হে রাজন! এখন তোমার অঙ্গসন্ধি সকল অবসন্ন। যাহা হউক, যাহাতে তোমার কষ্ট দূর হইবে, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি। ৬৩

যজ্ঞে প্রথমে প্রাজাপত্য, তৎপরে ঐন্দ্র, তৎপরে আগ্নেয় পুরোডাশ আহুতি দিবে; সকল যজ্ঞেই এই নিয়ম। ৬৪

তাহার পর, তোমার ভাগের পুরোডাশ; আমি এই নিয়ম করিয়াছি। সেই যজ্ঞীয় ভাগ নিত্য ভোজন করিলে তোমার পূর্ব্ববৎ উৎসাহ, স্থিতিশক্তি এবং বীর্য ইহবে। ৬৫

ক্ষীরোদসাগরের জলে তোমার যে সকল অমৃতাংশ দেহচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না কণা বর্তমান আছে, হে শশধর! তৎসমস্তই তোমার জ্যোৎস্নাসংসর্গে প্রত্যহ বাড়িতে থাকিবে। ৬৬।

স্বারোচিধ-মন্বন্তরের দ্বিতীয় সত্যযুগে শঙ্করের অংশ-সম্ভূত, প্রচণ্ড মার্তণ্ড সদৃশ উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন দুর্বাসা নামে এক ব্রাহ্মণ হইবেন। ৬৭

তিনি দেবরাজের দুর্বিনয় বশতঃ তাহাকে নিদারুণ শাপ দিয়া সুরাসুর পরিবৃত ভুবনমণ্ডলীকে শ্রীহীন করিবেন। ৬৮

হে চন্দ্র! তোমার ক্ষয়ে এখন যেমন লোকবিপ্লব হইয়াছে, সমস্ত জগৎ শ্রীহীন হইলে, এইরূপ লোক-বিপ্লব হইবে। ৬৯

তৃতীয় সত্যযুগে এ ঘটনা হইবে; মনুষ্য-প্রমাণে চারি যুগ এইরূপ বিপ্লববস্থা থাকিবে। ৭০

অনন্তর চতুর্থ সত্যযুগ আসিলে, আমি শিব এবং বিষ্ণু–আমরা দেবগণ সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিব। ৭১

যজ্ঞভাগহীন হইলে আমরা দেবগণের জন্য মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া দেব-দানব সমভিব্যাহারে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিব। ৭২

এই তোমার শরীরামৃত, যাহা ক্ষীরোদসাগরে রহিল; রাশীকৃত এই অক্ষয় সুধামন্থন করিয়া গ্রহণ করিব। ৭৩

চন্দ্র। তোমার এই দেহকে পুষ্ট করিবার জন্য সর্বৌষধি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ইহাকে সাগর-জলে নিক্ষেপ করিব। ৭৪

আমরা সাগরমন্থন করিয়া যখন অমৃত উত্তোলন করিব, তখন তোমার দেহ পূর্ব্ববৎ হইবে। ৭৫

তখন তোমার দেহ, তেজো-বীর্য-সম্পন্ন, অক্ষয় সুধাময় এবং দৃঢ়সন্ধি-যুক্ত হইবে। ৭৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সুধাংশুকে এই কথা বলিয়া তাহার এক পক্ষে ক্ষয়, আর এক পক্ষে বৃদ্ধি–ইহার জন্য যত্নশীল হইলেন। ৭৭

চন্দ্র একপক্ষ ক্ষয় পাইবে, আর একপক্ষ বৃদ্ধি পাইবে, দক্ষ এই কথা বলিয়া ছিলেন, বিধাতা তাহা রক্ষা করিতে যত্নবান হইলেন। ৭৮

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, চন্দ্রকে ষোলভাগে বিভক্ত করিলেন; বিভাগ করিয়া সমস্ত সুরগণকে এই উত্তম কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৯

চন্দ্রের ষোলকলা; তন্মধ্যে এক কলা অদ্যাবধি শিবের মস্তকে থাক্; আর অন্য সমস্ত কলা, বিনা যক্ষ্মারোগে ক্ষয় পাইবে। ৮০

যদি চন্দ্র, দক্ষের বাক্যে, একপক্ষকাল, ক্ষয়রোগে পীড়িত হইয়া ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে আর ইহার শান্তি হইবে না। ৮১

হে সুরবরগণ! প্রতিমাসের প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত চতুর্দশদিনে ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের চতুর্দশ কলার জ্যোৎস্না শিবমস্তকস্থিত শশিকলাতে গমন করিবে; অমৃত তোমরা পান করিবে। ৮২-৮৩

তেজোভাগ সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইবে। কৃষ্ণপক্ষে, এইরূপ চন্দ্রক্ষয় হইবে। ৮৪

চন্দ্রের অবশিষ্ট এক কলা অমাবস্যাতিথির প্রথমভাগে হরিৎপত্রে লুকাইয়া থাকিবে। ৮৫

দ্বিতীয় ভাগে রোহিণীতে গমন করিবে; তৃতীয়ভাগে কলাবশিষ্ট বিধু-কলা সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া সমুজ্জ্বল হইবে। ৮৬

আর চতুর্থভাগে বলসম্পন্ন হইয়া নিজমণ্ডল ও রথ-ঘোটক-সমভিব্যাহারে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। ৮৭।

প্রথম কলার ক্ষয় যতক্ষণে হয়, ততক্ষণেই কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রভৃতির ক্ষয়-বৃদ্ধিও কলাক্ষয়ের সময়-তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে। এই জন্যই তিথিসকলের হ্রাসবৃদ্ধি শুক্ল, কৃষ্ণ–উভয়পক্ষেই হইয়া থাকে। ৮৮-৮৯

তৎপরে যে পর্যন্ত প্রথম কলা উদয় হইতে থাকে, দ্বিতীর কলার উদয় না হয়, তাবৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, অনন্তর শিবশিরোভূষণ শশিকলাতে অবস্থিত দ্বিতীয় ভাগাদির জ্যোৎস্না ক্রমে পুনরায় আগত হইবে; তোমর কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ যে অমৃত পান করিবে। ৯০-৯২

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! চন্দ্র শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াদি তিথিতে তৎসমস্ত দ্বারা এবং জ্যোৎস্নাযোগে পূর্ণ হইতে থাকিবে। ৯৩

যেমন কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ শশিকলা ক্ষয় পাইতে থাকে, হে দেবগণ! সেইরূপ শুক্লপক্ষে প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ৯৪

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের তেজোভাগ সূর্যমণ্ডল হইতে পুনরায় সমাগত হইবে। আর কৃষ্ণপক্ষে ক্রমানুসারে তাহা সূর্যমণ্ডলে সঙ্গত হইতে থাকিবে। ১৫

শিব-শিরো-ভূষণ-শশিকলা হইতে জ্যোৎস্না পুনরায় আসিবে। তেজোভাগ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে আসিবে আর অমৃত স্বয়ং উৎপন্ন হইবে। ৯৬

শুক্লপক্ষে এইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রের বৃদ্ধি-ক্ষয় অনুসারেই শুক্লপক্ষ আর কৃষ্ণপক্ষ এই দ্বিবিধ নাম হইয়াছে। ৯৭।

যে ভাগ, যতক্ষণে ক্ষয় বা বৃদ্ধি পাইয়া চরমাবস্থাতে উপনীত হইবে, সেই ভাগ-সংখ্যানুসারে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত তিথির পরিমাণ ততক্ষণ হইবে। ৯৮

যদি শীঘ্র কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, অথবা যদি বিলম্বে কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হয়, তাহা হইলে, শীঘ্র ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি অল্পপরিমাণ, আর বিলম্বে ক্ষীণ বা বৃদ্ধ কলার অনুসারী তিথি দীর্ঘ পরিমাণ হয়। ৯৮-৯৯

চন্দ্রব্যতীত হব্য-কব্য হয় না; অতএব হব্য-কব্যের বৃদ্ধির জন্য দেবগণ চন্দ্রকে রক্ষা করুন। ১০০

আর পিতৃগণ প্রতিমাসে অমাবস্যার অপরাহ্নে কলাবশিষ্ট চন্দ্রকে রোহিণী গৃহে ভোজন করিবেন। ১০৯

তদাস্বাদনে প্রত্যহ কব্য বৃদ্ধি হইবে; সেই কব্য দ্বারা পিতৃগণ পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন। ১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন– অনন্তর, দেবগণ সকলে লোকহিতের জন্য চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি বিষয়ে ব্রহ্মার আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১০৩

দেবগণ ও ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রার্থনা করিলে, মহাদেব পরমাত্মস্বরূপ শশিকলাকে মস্তকে ধারণ করিলেন। ১০৪

যে পরম তেজ জন্মমৃত্যুশূন্য এবং পরিবর্তনরহিত, এই শশিকলা, সেই তেজঃ স্বরূপ, এইজন্য তাহার আর ক্ষয় হয় না। ১০৫

যোগিগণ, যখন অক্ষয় পরমানন্দ জ্যোতিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাহাদিগের মন উক্ত শশিকলাতে বিলীন হইবে। ১০৬

"শিবশিরঃস্থিত শশিকলাতে চিত্ত লীন হইলে মুক্তি হইবে বলিয়া চন্দ্রের দ্বারা মুক্তি হয়" এইরূপ শ্রুতি আছে। ১০৭

মহাদেব, এই সকল বিবেচনা করিয়া ক্ষয়-বৃদ্ধি-শূন্য শশিকলাকে সর্ব্বলোক হিতার্থে মস্তকে ধারণ করিলেন। ১০৮

চন্দ্রের চন্দ্রিকাসম্পর্কে ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ওষধিবৃদ্ধি হইলে, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ১০৯

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে দেবগণ নিজ নিজ ভাগ এবং পিতৃগণ প্রচুর পরিমাণে কব্যগ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১১০

যে সকল দেবতার যজ্ঞভাগ নাই, তাহারা দেবগণের জন্য ব্রহ্মার সৃষ্ট সেই অমৃত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। ১১১

যজ্ঞ-আপ্যায়িত সেই অমৃত জ্যোৎস্নাযোগে বৃদ্ধি পায়; জ্যোৎস্না ব্যতীত তাহা ক্ষয় পায়। ১১২

অতএব চন্দ্র, অমৃত এবং যজ্ঞের অসামান্য কারণ। দক্ষশাপ হইতে সেই চন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য এতকাণ্ড করিতে হইয়াছিল। ১১৩

এখনও কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ, চন্দ্রের সুধা পান করেন, তেজ-সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়, জ্যোৎস্না শিব-শির-স্থিত শশিকলাতে গমন করে। ১১৪

পুনরায় শুক্লপক্ষে এককলা উদিত হয়, তখন, শিব-মস্তকের শশিকলা হইতে পূর্বপ্রবিষ্ট অপর জ্যোৎস্নাংশ আর সূর্য-মণ্ডল হইতে পূর্ব-প্রবিষ্ট তেজ আসিয়া উদিত কলাতে মিলিত হয়। চন্দ্রের ষোলকলা,–তন্মধ্যে এ, কলা শিবের মস্তকে; অবশিষ্ট কলাসকলের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়; তাহাতেই শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ। ১১৫-১১৬

ব্রহ্মা সেই পর্বত-শ্রেষ্ঠোপরি যে কারণে যেরূপে চন্দ্রকে বিভাগ করেন এবং পর্ব্বতের নাম চন্দ্রভাগ হয়, যজ্ঞভাগ এবং কব্য (পিতৃভোজ্য অন্নাদি) থাকিতেও যে জন্য ব্রহ্মা চন্দ্রকে দেবগণের ও পিতৃগণের ভোজ্য করেন এবং যেরূপে তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় তৎসমস্ত তোমাদিগকে এই বলিলাম। ১১৭-১১৮

এই পবিত্রতম উপাখ্যান যে ব্যক্তি একবারও শ্রবণ করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযক্ষ্মা হইবে না। ১১৯

যে ব্যক্তি, যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার এই সকল কথা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অচিরে রোগমুক্ত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে। ১২০

যে ব্যক্তি এই গুহ্য হইতে গুহ্য পরম-স্বস্ত্যয়নস্বরূপ পবিত্র উপাখ্যান একান্ত চিত্তে শ্রবণ করে, সে অত্যন্ত পুণ্যভাগী হয়। ১২১

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বাবিংশ অধ্যায় — অরুন্ধতীর জন্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন–সেই মহাগিরির যে সানুতে দেবগণের সভা হইয়াছিল, তথায় বিধাতার বাক্যে সীতা-নাম্নী এক দেবনদী উৎপন্ন হয়। ১

যখন, দেবগণ চন্দ্রকে মনোহর শীতা-সলিলে স্নান করাইয়া ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তাহাকে পান করেন, তখন সেই সীতা জল চন্দ্রের স্নানে অমৃত হইয়া সেই বৃহল্লোহিত সরোবরে নিপতিত হয়। ২-৩

সেই মানস (মনঃসম্ভুত) সরোবরে অমৃত-জল বৃদ্ধি পাইল; ব্রহ্মা স্বয়ং তাহা দেখিলেন। ব্রহ্মার দর্শন মাত্রে সেই জল হইতে এক উত্তম কন্যা উত্থিতা হইলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা, তাহার নাম রাখিলেন, “চন্দ্রভাগা”। ৪-৫

সমুদ্র, ভার্য্যা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। চন্দ্র, গদার অগ্রভাগদ্বারা সেই পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বভেদ করিয়া চন্দ্রভাগা নাম্নী সেই রমণীর অধিষ্ঠিত জলরাশি প্রবাহিত করিয়া দেন। ৬-৭

সেই অমৃত-জলপূর্ণ বৃহল্লোহিত-নামক সরোবর চন্দ্রভাগা নদীরূপে সমুদ্রে গমন করিল। ৮

তখন সমুদ্রও নিজভার্যা মহানদী চন্দ্রভাগাকে সেই জলপ্রবাহ দ্বারা নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। ৯

গঙ্গা-সদৃশ বিবিধ গুণবতী চন্দ্রভাগা নদী সেই পর্বত-প্রধান চন্দ্রভাগে এই রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১০

যত নদী বা পর্বত–সকলেই স্বভাবতঃ দ্বিরূপ-সম্পন্ন; নদীগণের এক রূপ জল, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র শরীর আছে। ১১

পর্বতের এক মূর্তি পাষাণময় স্থাবর, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র দেহ আছে। অর্থাৎ যেমন শুক্তি শঙ্খাদির অন্তর্গত স্বতন্ত্র দেহ এবং বাহিরে অস্থিময় স্বরূপ সর্বদা বিরাজমান। ১২-১৩

এইরূপ, নদী এবং পর্বতের জল ও স্থাবর মূর্তি-বাহিরে, আর এতদ্ভিন্ন দেহ অন্তরে অবস্থিত তাহা সর্বদা উপযোগী নহে। ১৪

স্থাবর মূর্তি, পর্বতের অন্তরে স্থিত শরীরের পুষ্টি ও তৃপ্তিবিধায়ক; আর, নদীর অন্তরে স্থিত শরীর তদীয় জলময় মূর্তি দ্বারা পোষিত ও তর্পিত হয়। ১৫

পূর্বকালে, বিষ্ণু, জগৎ-স্থিতির জন্য নদী ও পর্ব্বতদিগকে সযত্নে কামরূপী করেন। ১৬

হে দ্বিজগণ! জল শুষ্ক হইতে থাকিলে নদীর সর্বদা দুঃখ হয়, আর স্থাবরদেহ বিশীর্ণ হইলে পর্বতের প্রকৃত শরীর সর্বদা দুঃখাকুল হয়। ১৭

সেই চন্দ্রভাগ-পর্বতে সন্ধ্যাকে বৃহল্লোহিত সরোবরের তীরে অবস্থিত দেখিয়া বসিষ্ঠ, সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন–ভদ্রে! তুমি কি জন্য এই নির্জন গিরিবরে আসিয়াছ? গৌরাঙ্গি! তুমি কার কন্যা? তুমি কিইবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ১৮-১৯

দেখিতেছি, তোমার মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, কিন্তু এরূপ শ্রীহীন বিষণ্ণ কেন? যদি এ সকল কথা তোমার পক্ষে বিশেষ গোপনীয় না হয়; তাহা হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন–সন্ধ্যা, মহাত্মা বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া এবং জ্বলন্ত অনল-সন্নিভ মূর্তিমান ব্রহ্মচর্যসদৃশ সেই মহাত্মা জটাধারী তপোধন বসিষ্ঠকে অবলোকন করিয়া সাদরে প্রণিপাত-পুরঃসর বলিতে লাগিলেন–দ্বিজবর! আমি যেজন্য। এই পর্বতে আসিয়াছি, আপনার দর্শনমাত্রেই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা, প্রভু হে! অবিলম্বেই তাহা সিদ্ধ হইবে। ২১-২৩।

ব্রহ্মন্! আমি তপস্যা করিবার জন্য এই নির্জন পর্বতে আসিয়াছি; আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা, আমার নাম সন্ধ্যা। ২৪

মুনিবর! আমি তপস্যার কোন উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই; যদি এই গোপনীয় বিষয় উপদেশ দেওয়া আপনার অনুচিত না হয়, তাহা হইলে আমাকে উপদেশ দিন। ২৫

ইহাই আমার গোপনীয় চিকীর্ষিত; আর অন্য কোন কার্যই নাই। ২৬

আমি তপস্যার ভাব না জানিয়া তপোবনে আসিয়াছি, এই চিন্তায় বিশুষ্ক হইতেছি এবং হৃদয় সতত কম্পিত হইতেছে। ২৭

মার্কণ্ডের বলিলেন,–ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ, তাহার এই কথা শুনিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেননা তিনি স্বয়ং সকল তত্ত্বই অবগত ছিলেন। ২৮

অনন্তর, বসিষ্ঠ, তপস্যা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়া সংযতচিত্তা শিষবৎ সন্ধ্যাকে গুরুবৎ শিক্ষা দিতে লাগিলেন;–যিনি পরম মহৎ জোতিস্বরূপ, যিনি পরম মহৎ তপস্য-স্বরূপ, সেই পরমারাধ্য পরম বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা কর। ২৯-৩০।

একমাত্র যিনি, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের আদি কারণ জগতের আদি সেই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমকে ভজনা কর। ৩১

হে শুভাননে! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমললোচন, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসধারী বনমালী, কেয়ূর-কুণ্ডল-কিরীট-বলয়াদি-ভূষণ-ভূষিত, গরুড়-পৃষ্ঠে শ্বেতশত দলে আসীন, সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিত নির্ম্মল-স্ফটিক-সন্নিভ বা নীলোৎপল-শ্যামল মূর্তি সাকার এবং নিরাকার নিত্যানন্দময় এবং আনন্দ-শূন্য জ্ঞান-গম্য দেব দেব বিষ্ণুকে এই মন্ত্র দ্বারা ভজনা কর। ৩২-৩৫

"ওঁ নমো বাসুদেবায় ওঁ" সর্ব্বদা এই মন্ত্র স্মরণ করত মৌনী তপস্যা আরম্ভ কর। ৩৬

মৌনী তপস্যা যে কিরূপ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মৌনাবলম্বনে স্নান এবং মৌনাবলম্বনেই পূজা করিতে হইবে। প্রথম ছয় দিন কিছুই আহার করিবে না, কেবল তৃতীয় দিন রাত্রিতে এবং ষষ্ঠ দিন রাত্রিতে পর্ণজলপান করিয়া থাকিবে। ৩৭

তাহার পর তিন দিন নিরম্বু উপবাস; তৃতীয় দিন রাত্রিতেও জলপান করিবে না। এইরূপ তপস্যা সমাপ্ত হইলে, প্রতি তৃতীয়দিন রাত্রিতে যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিতে পারিবে। ৩৮

বৃক্ষবল পরিধান, যথাকালে ভূমিতে শয়ন–এই তপস্যার অঙ্গ। ইহার নাম মৌনী তপস্যা; ইহাতে অবিলম্বে ব্রতফল পাওয়া যায়। ৩৯

এইরূপ তপস্যাযোগে মাধবকে দৃঢ়চিন্তা কর। তিনি প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। ৪০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–এইরূপে বসিষ্ঠ মুনি সন্ধ্যাকে ন্যায্যমত তপশ্চর্যা শিক্ষা দিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ৪১

সন্ধ্যাও তপস্যার ভাবভঙ্গী বুঝিয়া বৃহল্লোহিত সরোবরতীরে সানন্দে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২

বসিষ্ঠ, তপস্যা-সাধন যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন, সন্ধ্যা তদ্দ্বারা এই ব্রতে ভক্তিভাবে গোবিন্দ পূজা করিতে লাগিলেন। ৪৩

সন্ধ্যা একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন; এইরূপে নারায়ণগত চিত্তে তাহার চারি যুগ কাটিয়া গেল। ৪৪

তাহার অদ্ভুত তপস্যা দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইল; এইরূপ তপস্যা আর কাহারও হইবে না। ৪৫

মানুষ-প্রমাণে চারিযুগ অতীত হইলে, জগৎপতি বিষ্ণু, সন্ধ্যা যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাত্মাকে সেইরূপ দেখাইয়া তাহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ৪৬-৪৭

অনন্তর, সন্ধ্যা, নিজ-চিন্তিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কমললোচন, কেয়ূর কুণ্ডল-কিরীট-কটক-শোভিত, গরুড়োপরি আসীন, নীলোৎপল-দল-শ্যামল পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে সম্মুখে

দেখিয়া "আমি হরিকে কি বলিব? কিরূপেই বা স্তব করিব" এইরূপ চিন্তা করত সভয়ে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলেন। ৪৮-৫০

মধুসূদন, সেই মুদ্রিত-নয়না সন্ধ্যার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু দান করিলেন। ৫১

তখন সন্ধ্যা দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য এবং দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া প্রত্যক্ষে গোবিন্দ দর্শন করত সেই জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন,–জ্ঞানগম্য পরাৎপর ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম ন-বৃহৎ যদীয় নিরাকার রূপ–যোগিগণ, অন্তরে ধ্যান করেন, সেই হরিকে আমি নমস্কার করি। ৫২-৫৩

যাহার শিব, শান্ত, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, জ্ঞানাতীত স্বপ্রকাশ রূপ প্রকাশ কারক মার্তণ্ড-সন্নিভ এবং তমঃপারে অবস্থিত; সেই তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৫৪

যাহার এক শুদ্ধ দীপ্যমান মনোহর স্বাভাবিক চিদানন্দময়, অনলাত্মক প্রসন্ন রূপ নিত্যানন্দময়, সৎ, বিবিধ-প্রকার এবং শ্রীপ্রদ তাহাকে নমস্কার। ৫৫

তত্ত্বজ্ঞান সঙ্কেতে উদ্ভাবনীয়, বস্তুতঃ পৃথক হইলেও সত্ত্ব-সংবৃত আত্ম-স্বরূপে ধ্যেয়, সারাৎসার, যদীয় রূপ, সর্ব্বপারবর্ত্তী এবং পাবনের পাবন, সেই তোমাকে নমস্কার করি। ৫৬

যোগিগণ যে তোমার নিত্য অজর অব্যয় সর্বব্যাপক রূপকে অষ্টাঙ্গ সমাধি-পরম্পরা দ্বারা চিন্তা করেন এবং জ্ঞান-যোগ-দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন, সেই তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৫৭

যিনি সাকার শুদ্ধরূপে গরূড়োপরি-সংস্থিত, মনোহর নীলনীরদসন্নিভ এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, সেই যোগযুক্ত তোমাকে আমি নমস্কার করি। ৫৮

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু আকাশ, কাল এবং দিঙ্মণ্ডল যাহার রূপ-সেই তোমাকে নমস্কার করি। ৫৯

প্রকৃতি এবং পুরুষ, যাঁহার কাজের অংশমাত্র; সেই প্রধান পুরুষ হইতেও অব্যক্তরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি। ৬০

যিনি স্বয়ং পঞ্চভূত, যিনি স্বয়ং আবার তাহাদিগের গুণ এবং যে পরাৎপর জগতের আধার, সেই তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ৬১

যে দেব, পরমাত্মা জগন্ময় অক্ষয় অব্যয় পরম পুরাণ-পুরুষ, সেই তোমাকে নমস্কার করি। ৬২

যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি করেন এবং যিনি রুদ্ররূপে সংহার করিবেন, সেই তোমাকে বার বার নমস্কার করি। ৬৩

যিনি কারণের কারণ, দিব্যামৃত-জ্ঞান-বিভূতি প্রদাতা, সমস্ত লোকের অন্তরে মোহান্ধকারজনয়িতা এবং স্বপ্রকাশরূপ, সেই পরাৎপরকে বারবার–নমস্কার। ৬৪

যাহার চরণ হইতে পৃথিবী, চক্ষু হইতে সূর্য, মন হইতে চন্দ্র, মুখ হইতে বহ্নি এবং নাভি হইতে অন্তরীক্ষ উৎপন্ন–এইরূপ সমস্ত জগৎই যাহার প্রপঞ্চ বলিয়া কথিত, তুমি সেই হরি; তোমাকে নমস্কার করি। ৬৫

হরি হে! তুমি পরাৎপর পরমাত্মা; তুমিই পরম শব্দব্রহ্মরূপা ব্রহ্মবিচারণ পরায়ণ। বিবিধ-প্রকার পরমতত্ত্ব বিদ্যা। যে জগদীশ্বরের আদি-মধ্য-অন্ত নাই, সেই বাক্য মনের অতীত দেবকে স্তব করিব কিরূপে? ৬৬-৬৭

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধন মুনিগণ, যাহার অনন্তরূপ জানিতে পারেন না, আমি তাহাকে কেমনে বর্ণনা করিব? ৬৮

প্রভু হে! তুমি নির্গুণ, আমি স্ত্রীলোক; আমি তোমার গুণাবলী জানিব কিরূপে? ইন্দ্র প্রভৃতি দেব দানবগণেও তোমার রূপ অবগত নহেন। ৬৯

হে জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার করি; হে তপোময়! তোমাকে নমস্কার করি, হে ভগবন। প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে ভূয়োভুয় নমস্কার করি। ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর শ্রীহরি নারায়ণ, সন্ধ্যার অজিন-বল্কল সংবৃত মস্তক-স্থিত-পবিত্র-জটা-কলাপে শোভিত ক্ষীণ শরীর এবং শিশির-পীড়িত কমলোপম বিশুষ্ক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন। ৭১-৭২

হে শুভবুদ্ধিশালিনি! ভদ্রে! তোমার পরম তপস্যায় এবং স্তবে আমি প্রীত হইয়াছি; এখন যে বরে তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, সেই বর প্রার্থনা কর। ৭৩

তুমি বল; আমি তোমার মনোগত বর প্রদান করিব; তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। ৭৪

সন্ধ্যা বলিলেন,–দেব! যদি আমার তপস্যার তুমি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি প্রথমেই এই বর চাহি, প্রদান কর। ৭৫

হে দেবেশ! পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়, কিন্তু কালক্রমে যেন সকাম হয়। ৭৬

"আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হই" এই আমি দ্বিতীয়, বর প্রার্থনা করিলাম। ৭৭

হে জগন্নাথ! স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি আমার যেন সকাম দৃষ্টি পতিত না হয় এবং স্বামীও যেন আমার বিশেষ সুহৃৎ হন। ৭৮

যে পুরুষ, আমাকে কামভাবে অবলোকন করিবে, তাহার যেন পুরুষত্ব নষ্ট হয় এবং ক্লীবত্ব হয়। ৭৯

ভগবান্ বলিলেন, প্রথম শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয় কৌমারাবস্থা, তৃতীয় যৌবনাবস্থা, আর চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা। ৮০

প্রাণিগণ, তৃতীয় বয়োভাগ প্রাপ্ত হইলে, সকাম হইবে। দ্বিতীয় ভাগের অন্তেও কদাচিৎ হইবে। ৮১

প্রাণিগণ, উৎপন্ন হইবামাত্র যাহাতে সকাম না হয় এইরূপ নিয়ম তোমার তপস্যা প্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম। ৮২

ত্রিজগতে আর কাহারও যাদৃশ সতীত্ব হইতে পারিবে না, তুমি তাদৃশ সতীত্ব প্রাপ্ত হও। ৮৩

তোমার পাণিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি, কামভাবে তোমাকে দেখিবে–সে তৎক্ষণাৎ ক্লীব হইয়া দুর্বলত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৮৪

তোমার স্বামী, মহাভাগ তপোরূপ-সমন্বিত এবং তোমার সহিত সপ্তকল্পান্ত-জীবী হইবেন। ৮৫

এইরূপ তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করিলে, আমি তাহা দিলাম। আর তোমার মনে যা ছিল, আমি তাহাও বলিয়া দিতেছি। ৮৬

তুমি, অগ্নিতে দেহত্যাগ করিতে পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, মেধাতিথি মুনির দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে আহুতি- প্রজ্বলিত অনলে অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর। মেধাতিথি, এই পর্বতের উপত্যকা ভূমিতে চন্দ্রভাগা নদীতীরে তপসাশ্রমে মহাযজ্ঞ করিতেছেন। ৮৭-৮৯

আমার প্রসাদে তুমি তথায় মুনিগণের অলক্ষ্যে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়া উক্ত কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে। ৯০

অনন্তর বহ্নিসম্ভূতা হইয়া সেই মেধাতিথির দুহিতা হইবে। যে কোন ব্যক্তিকে তুমি স্বামী করিতে বাঞ্ছা কর, তাহাকে নিজ হৃদয়ে ধ্যান করত অনলে দেহ ত্যাগ করিবে। ৯১

সন্ধ্যে! যখন তুমি এই পর্বতে চতুর্যুগব্যাপী কঠোর তপস্যা করিতে থাক, তখন সত্যযুগ অতীত হইবে। ৯২

ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে দক্ষের কতকগুলি কন্যা উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে তিনি, সাতাইশটী কন্যা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। ৯৩

অনন্তর, সেই সকল কন্যার জন্যই দক্ষ রোষাবেশে চন্দ্রকে শাপ দেন। তখন সকল দেবতারাই তোমার অতি নিকটেই আসিয়াছিলেন। ৯৪

তুমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়াছিলে। তুমি ব্রহ্মা বা অন্য দেবতা কাহাকেও দেখিতে পাও নাই। তপঃপ্রভাবে তোমাকেও তাহারা দেখিতে পান নাই। ৯৫

বিধাতা, চন্দ্রের শাপমোচনার্থ যখন এখানে চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি করেন, মেধাতিথি মুনি, তখনই আসিয়া উপস্থিত হন। ৯৬

তাঁহার তুল্য তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানে নাই। তিনি মহা বিধানে জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। ৯৭

সেই যজ্ঞে প্রজ্বলিত অনলে নিজ কলেবর পরিত্যাগ কর। ৯৮

হে তপস্বিনি। তোমার কার্যসিদ্ধির জন্য আমি এই সমস্ত ঘটনা ঘটাইয়া রাখিয়াছি। মহাভাগে। এখন নিজ কার্য সম্পাদন কর;–মহামুনির যজ্ঞে যাও। ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর স্বয়ং নারায়ণ হস্তাগ্রদ্বারা সন্ধ্যাকে স্পর্শ করিলে, ক্ষণমধ্যে তাহার শরীর পুরোড়াশময় হইল। ১০০

মহামুনি মেধাতিথির সেই বিশ্বোপকারক যজ্ঞে অগ্নি যাহাতে ক্রব্যদাতা (অবৈধ-মাংসদাহকত্ব) প্রাপ্ত না হন, এই জন্যই নারায়ণ ঐরূপ করিলেন অর্থাৎ সন্ধ্যা-শরীরকে পুনরাডাশময় করিলেন। ১০১

জগন্নাথ, নারায়ণ এইরূপ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। সন্ধ্যাও মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে গমন করিলেন। ১০২

অনন্তর, সন্ধ্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে সকলের অলক্ষ্যে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে প্রবিষ্ট হইলেন। ১০৩

পূর্বে বসিষ্ঠ ব্রহ্মার আদেশে ব্রহ্মচারিবেশে সন্ধ্যাকে তপস্যা করিবার বিধি উপদেশ দেন। ১০৪

সেই তপস্যানুষ্ঠানের উপদেশক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকেই পতিভাবে মনে করিয়া ব্রহ্ম-নন্দিনী সন্ধ্যা, বিষ্ণুর প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে সেই যজ্ঞীয় প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। ১০৫-১০৬

অনন্তর, পুরোডাশময় সন্ধা-শরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। ১০৭

বহ্নি তাঁহার শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিশুদ্ধ দেহকে সূর্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। ১০৮

সূর্য সেই শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণের প্রীতির উদ্দেশে নিজ রথে স্থাপিত করিলেন। ১০৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! তদায় শরীরের ঊর্ধ ভাগ–দিবসের আদি ও অহো রাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসন্ধ্যা। ১১০

শেষভাগ–দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যভাগিনী পিতৃগণের সতত প্রীতি-দায়িনী সায়ং-সন্ধ্যা হইল। ১১১

সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন দেবগণের প্রীতিদায়িনী প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় হইয়া থাকে। ১১২

আর সূর্য অস্তমিত হইলে, রক্ত-কমল-সন্নিভা পিতৃপণের আনন্দ-বিধায়িনী সায়ংসন্ধ্যা উদিত হন। ১১৩

আর প্রভু বিষ্ণু, সন্ধ্যার প্রাণবায়ুকে দিব্য-শরীর ও মনঃসম্পর্কে শরীরী করিয়া মেধাতিথির যজ্ঞীয় অনলে স্থাপন করিলেন। ১১৪

অনন্তর, মুনি মেধাতিথি তাহাকে যজ্ঞাবসানে অগ্নিমধ্যে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা কন্যা রূপে প্রাপ্ত হইলেন। ১১৫

তখন মুনি, সেই কন্যাকে যজ্ঞীয় অর্ঘ্যজলে স্নান করাইয়া, সদয়ভাবে সানন্দে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। ১১৬

মুনি, তাহার নাম রাখিলেন "অরুন্ধতী"। এই কার্যে মুনিবর মেধাতিথি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন। ১১৭।

তিনি কোন কারণেই ধর্মরোধ করেন না, এই জন্য ত্রৈলোক্যবিখ্যাতা সেই "অরুন্ধতী" নাম তাহার অর্থপূর্ণ হইল। ১১৮

মহর্ষি মেধাতিথি, যজ্ঞ সমাপন করাতে কৃত-কৃত্য এবং তনয়া লাভে আনন্দিত হইয়া সেই নিজ আশ্রমে শিষ্যবর্গসহ নিরন্তর সেই কন্যাকেই লালন পালন করিতে লাগিলেন। ১১৯

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় — অরুন্ধতী-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অনন্তর, দেবী অরুন্ধতী চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তাপসারণ্যনামক সেই মহর্ষি-আশ্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১

অরুন্ধতী, শুক্লপক্ষের শশিকলা ও জ্যোৎস্নার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ২

সতী অরূন্ধতী, পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে চন্দ্রভাগা নদীকে এবং সেই তাপসারণ্যকে নিজ-গুণে পবিত্র করিতে লাগিলেন। ৩

তথায় অরুন্ধতীর বাল্যোচিত পবিত্র ক্রীড়াস্থান–মেধাতিথি-নিষেবিত মহাপুণ্য তীর্থ হইল। ৪।

আজও লোকে সেই তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগা নদীর অরুন্ধতীতীর্থজলে স্নান করিলে বিষ্ণুপদ লাভ করে। ৫

সমস্ত কার্তিকমাস চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলে মানুষ, প্রথমতঃ বিষ্ণুগৃহে গমন করিয়া শেষে মুক্তি লাভ করে। ৬

যে ব্যক্তি মাঘ মাসের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে এক একবার চন্দ্রভাগ নদীতে স্নান করিবে, তাহার বংশে কদাচ রাজযক্ষ্মা রোগ হয় না। ৭

সে ব্যক্তি, মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া পশ্চাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করে। তারপর পুণ্য ক্ষয় হইলে, ইহলোকে জন্মিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়। ৮

চন্দ্রভাগাজল পান করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়; একবার যথাবিধি স্নান করিলেও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ৯

একদা অরুন্ধতী চন্দ্রভাগজলে স্নান করিয়া পিতৃসমীপে বাল্যোচিত-ক্রীড়া করিতেছেন। ১০

ইত্যবসরে কমলাসন ব্রহ্মা, আকাশপথে যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। ১১

অনন্তর, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় অবতীর্ণ হইয়া অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত সময় হইয়াছে দেখিলেন। ১২

অনন্তর ব্রহ্মা, মেধাতিথি প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই মহর্ষি মেধাতিথিকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মা বলিলেন,–মুনিবর অরুন্ধতীকে উপদেশ দিবার সময় এই; অতএব ইহাকে সতীরমণীগণের সমীপে রাখ। ১৪

স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকেরই উপদেশ দেওয়া উচিত; কিন্তু তোমার এখানে ত কোন স্ত্রীলোক নাই। অতএব তুমি তোমার কন্যাকে বহুলা ও সাবিত্রীর নিকটে রাখ গিয়া। ১৫

মুনিবর। তোমার কন্যা তাহাদিগের দুই জনের সংসর্গ পাইলে অবিলম্বে মহাগুণ-সম্পত্তিশালিনী হইবে। তখন মেধাতিথি, পরমাত্মা ব্রহ্মার কথা শুনিয়া তাহাকে যে আজ্ঞা বলিলেন। ১৬-১৭

অনন্তর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা গমন করিলে, মেধাতিথি মুনি, কন্যাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। ১৮

তথায় সূর্যমণ্ডলমধ্যগতা পদ্মাসনে আসীনা অক্ষমালা-ধারিণী কল্যাণী সাবিত্রীদেবীকে দেখিতে পাইলেন। ১৯

তখন বহুলা মানসপর্বতের সানুদেশে গমন করিয়াছিলেন, এখন মুনি দৃষ্টা সাবিত্রীও সূর্য্যমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া তথায় চলিলেন, মুনিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলেন। ২০

সেই মানসপর্বতে, সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী এবং চারুপদা এই পাঁচজন, পরস্পরে ধর্ম্মোপাখ্যানের সদালাপ করিয়া লোকহিতাভিলাষে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। ২১

তপোধন মেধাতিথি, সর্ব্বলোকের জননীস্বরূপা তাহাদিগের সকলকে একত্র অবস্থিত দেখিয়া প্রত্যেককে পৃথক পৃথক প্রণাম করিলেন। ২৩

তাহাদিগকে একত্র দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন তপোধন, তাহাদিগকে সভয়ে এই মধুর কথা বলিলেন। ২৪

মা সাবিত্রী! মা বহুলে! এই আমার যশস্বিনী কন্যা; এক্ষণে ইহাকে উপদেশ দিবার এই সময়, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। ২৫

ব্রহ্মা, আমার কন্যাকে আপনার নিকট উপদেশ লইতে বলিয়াছেন; তাই আমার কন্যা, আপনার কাছে আসিয়াছে। ২৬

যাহাতে আমার এই বালিকা সচ্চরিত্রা হয়, আপনারা দুইজনে ইহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিন। মা! সাবিত্রি! মা! বহুলে! তোমাদিগের উভয়কে নমস্কার করি। ২৭

অনন্তর দেবী সাবিত্রী, বহুলার সহিত, মুনিবর মেধাতিথিকে এবং তাহার বালিকা তনয়াকে সস্মিতভাবে বলিলেন। ২৮

মুনিবর! ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রাসাদেই আপনার কন্যা পূর্ব হইতেই সুচরিত্রা হইয়া রহিয়াছেন। ২৯

তবে, ব্রহ্মার আদেশ বলিয়া আমি এবং মহাসতী বহুলা–আমরা উভয়ে আপনার কন্যাকে এইরূপ শিক্ষা দিব, যাহাতে তিনি অবিলম্বেই আরও ধীর হন। ৩০

এই অরুন্ধতী, পূর্বজন্মে ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন; আপনার তপোবলে নারায়ণের অনুগ্রহে ইনি আপনার কন্যা হইয়াছেন। ৩১

ইনি আপনার কুল পবিত্র করিয়াছেন, যশ বাড়াইবেন, ইনি সমস্ত জগতের এবং দেবগণের কেবল মঙ্গল সম্পাদনই করিবেন। ৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–অনন্তর, মুনিবর মেধাতিথি তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ ও তাহাদিগকে প্রণামপূর্বক কন্যা অরুন্ধতীকে আশ্বাস দিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ৩৩

মুনিবর, চলিয়া গেলে অরুন্ধতী মাতৃ-সমা তাহাদিগের উভয়ের সহ বাস ও যত্ন পালনে, নির্ভয় হইয়া থাকিলেন এবং আনন্দিত হইতে লাগিলেন। ৩৪

অরুন্ধতী, কখন, রাত্রিতে সাবিত্রীসহ সূর্য্যগৃহে গমন করেন, কখন বা বহুলার সহিত ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। ৩৫

দেবী অরুন্ধতী, তাহাদিগের সহিত এইরূপ বিহার করত দৈব পরিমাণে সপ্ত বৎসর অতিবাহিত করিলেন। ৩৬

সতী অরুন্ধতী তাঁহাদিগের উভয়ের নিকট স্ত্রীলোকের কর্তব্যকার্য্য বিষয়ে উপদেশ পাইয়া অবিলম্বে সমস্ত বুঝিলেন; তখন তিনি সাবিত্রী ও বহুলা হইতেও শ্রেষ্ঠা হইলেন। ৩৭

অনন্তর, যথাযোগ্য কাল প্রাপ্ত হইলে, কমলিনীকুলের শোভার ন্যায় তাহার সুন্দর যৌবন সঞ্চার হইল। ৩৮

এক দিন, উদ্ভিন্ন-যৌবনা অরুন্ধতী মানস পর্ব্বতে একাকী বিচরণ করিতে করিতে মনোহর তেজস্বী বসিষ্ঠ মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ৩৯

সেই সতী, ব্রহ্ম-শ্রীসম্পন্ন নবসূর্য-সন্নিভ চারুরূপধারী বসিষ্ঠকে দেখিবামাত্র কামভাবে ইচ্ছা করিলেন। ৪০

অনন্তর বসিষ্ঠ ও বরবর্ণিনী অরুন্ধতীকে দেখিবামাত্র মদনাকুল হইয়া বার বার তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৪১

হে দ্বিজবরগণ! তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনে, সামান্য লোকের ন্যায় মর্যাদা শূন্যভাবে তাহাদিগেরও পরস্পরের অত্যন্ত কাম বৃদ্ধি হইল। ৪২

অনন্তর, মেধাতিথিনন্দিনী, ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্বক আত্মাকে এবং মদনো দ্বিগ্ন হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেন। মহাতেজা বসিষ্ঠও ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্বক আপনার মদনোন্মথিত চিত্তকে প্রশমিত করিলেন। ৪৩-৪৪

অনন্তর, দেবী অরুন্ধতী মুনি-সন্নিধান ত্যাগ করিয়া, নিজ কামোদ্বেগের নিন্দা করত সাবিত্রী সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ৪৫

“হায়! আমি সতীত্ব হারাইলাম” এই চিন্তা সেই মহাসতীর মনে নিরন্তর উদিত হইতে লাগিল। ৪৬

তাহাতে তিনি সাতিশয় মনোদুঃখে কাতর হইলেন। মনোদুঃখে তাঁহার মুখ মলিন, অঙ্গ সকল স্নান এবং গতি স্খলিত হইতে লাগিল। ৪৭

নিজ চিত্তকে নিন্দা করত এইরূপ ভাবিলেন;–সতীগণের মর্যাদা, মৃণাল সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং বুঝি ক্ষণকাল বায়ুর ভারও সহিতে পারে না; তাই তাহা অল্প চাঞ্চল্যেই বিনষ্ট হয়। ৪৮

ইহাই যে সতীধর্ম্মের সারোদ্ধার, ব্রতচারিণী সাবিত্রী স্ত্রীধর্ম অধ্যয়ন করাইয়া আমাকে ইহা বলিয়াছেন। ৪৯

হায়, আমি আজ পরপুরুষের প্রতি অভিলাষ করিয়া সেই ধর্ম লোপ করিলাম। ৫০

হায়, আমার ইহ পরকালের কি হইবে? মেধাতিথিনন্দিনী এই রূপ চিন্তা করত দুঃখার্তা হইয়া দেবী বহুলা ও সাবিত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৫১

সাবিত্রী অরুন্ধতী সতীকে, তথাবিধ মলিনমুখী দেখিয়া ধ্যান-যোগ অবলম্বনে সমুদয় জানিতে পারিলেন। ৫২।

অনন্তর সর্বজ্ঞা দিব্যদর্শিনী সাবিত্রী, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর পরস্পর-দর্শন, তাঁহাদিগের উভয়ের অতিদুঃসহ কামোদ্রেক এবং অরুন্ধতীর মালিন্যের নিদান চিন্তা–সকল ব্যাপারই দিব্য-জ্ঞান-বলে জানিতে পারিলেন। ৫৩-৫৪

অনন্তর, ব্রতচারিণী মহাদেবী সাবিত্রী মেধাতিথি-তনয়ার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৫৫

বৎস! সূর্য-কিরণ-পরিতপ্ত ছিন্নমূল কমলের ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল আজি এমন বিবর্ণ হইল কেন? ৫৬

হে গুণবতী প্রধানে! বিরল-নীল-জলদাবলি সংবৃত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তোমার শরীর এত ম্লান হইল কেন? ৫৭

ভদ্রে! তোমার মন যেন চিন্তাকুল বোধ হইতেছে, যদি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে তুমি স্বীয় দুঃখকারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–অনন্তর, অরুন্ধতী, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও লজ্জায় অধোবদনা হইয়া রহিলেন। মাতৃতুল্য গুরুজন সাবিত্রীর নিকট কিছুই বলিতে পারিলেন না। ৫৯

যখন মেধাতিথি-নন্দিনী কিছুই বলিলেন না, তখন তপস্বিনী সাবিত্রী স্বয়ং সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ৬০

বৎসে! তুমি যে সূর্যসন্নিভ ঋষিকে অবলোকন করিয়াছ, তিনি ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন। ৬১

তোমার এবং বসিষ্ঠের পরস্পর দাম্পত্য-বন্ধন বিধাতা পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং বসিষ্ঠকে দেখাতে সতীত্ব-লোপ হয় নাই। ৬২

বৎসে! তাহাকে দেখিয়া তোমার মনে যে কামোদ্রেক হইয়াছে, তাহাতেও দোষ নাই, অতএব মনোদুঃখ ত্যাগ কর। ৬৩

শোভনে! তুমি পূর্বজন্মে কঠোর তপস্যা করিয়া বসিষ্ঠকেই পতিভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলে, এই জন্যই তিনি তোমার প্রতি কামভাবাপন্ন হইয়াছেন। ৬৪

বৎসে! পূর্বে তুমি যেরূপ বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে এবং তথায় যে ভাবে নিরন্তর তপস্যা করিয়াছিলে তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–সাবিত্রী এই কথা বলিয়া সন্ধ্যার উৎপত্তি, তিনি যে উদ্দেশে চন্দ্রভাগ পর্বতে তপস্যা কারন তাহা, বিধাতার বচনানুসারে সন্ধ্যাকে বসিষ্ঠের ব্রহ্মচারিরূপে তপস্যা শিক্ষা দান, তদুপদেশে সন্ধ্যার কঠোর তপস্যা, ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া যেরূপে সন্ধার প্রত্যক্ষ গোচর হন তাহা, সন্ধ্যাকে বিষ্ণুর বরদান, মর্যাদা স্থাপন, উপদেশক বসিষ্ঠকে পরজন্মে স্বামী করিতে সন্ধ্যার অভিলাষ, মেধাতিথির যজ্ঞানলে তাঁহার দেহত্যাগ এবং মেধাতিথির কন্যারূপে তাঁহার উৎপত্তি–অরুন্ধতীকে এ সমস্ত কথাই সুবিস্তারে যথাক্রমে বহুলার সহিত বলিলেন। ৬৬-৭০

অনন্তর, অরুন্ধতী, সাবিত্রীর নিকট সেই কথা ও পূর্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে “ইনি আমার মনোগত সকল কথাই জানিতে পারিয়াছেন” ভাবিয়া অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ সাতিশয় অধোমুখী হইলেন। আর সাবিত্রীর কথায় তিনি জাতিস্মর হইলেন। ৭১-৭২

তখন অরুন্ধতী সতী সেই রূপ অধোমুখে থাকিয়াই পূর্বজন্মে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই দিব্য জ্ঞানবলে স্মরণ করিলেন। ৭৩

বিষ্ণুর প্রসাদে পূর্বকালে তিনি দিব্য-দর্শিনী হন, বালকভাব প্রযুক্ত দিব্য-দর্শিত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল। ৭৪

এখন আবার সাবিত্রীর কথায় পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে তৎসমস্ত যেন তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতে লাগিল এবং তিনি সমুদয় পূর্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। ৭৫

অরুন্ধতী দেবী পূর্বজন্মের বিষ্ণুদত্ত জ্ঞান পাইয়া “আমি এই বসিষ্ঠকে পূর্বজন্মে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি” আনন্দ সহকারে স্বয়ং ইহা জানিতে পারিলেন। ৭৬

বসিষ্ঠ দর্শনে কামোদ্রেক হওয়াতে সতীত্ব নাশ হইল বলিয়া পূর্বে মনে মনে যে আতঙ্ক হইয়াছিল, মেধাতিথি-নন্দিনী, তখন আপনা হইতেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। ৭৭-৭৮

অনন্তর, সাবিত্রী, অরুন্ধতী সতীকে চিন্তাশূন্য দেখিয়া তাহার সহিত সূর্যভবনে গমন করিলেন। ৭৯

সতী-শ্রেষ্ঠা সর্বজ্ঞা সাবিত্রী, অরুন্ধতীকে সূর্য-ভবনে রাখিয়া ব্রহ্ম-সদনে গমন করিলেন। ৮০

সাবিত্রী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিবামাত্র তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, সেই অমিত-তেজা সুরশ্রেষ্ঠকে বলিলেন-হে ভগবন। জগদীশ্বর! অরুন্ধতী সতী, মানস পর্বতের সানুদেশে আপনার পুত্র বসিষ্ঠকে দেখিয়াছেন। ৮১-৮২

প্রজাপতে! তাহাদিগের পরস্পরের সন্দর্শনে পরস্পরের সাতিশয় কামোদ্রেক হয় এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরে অভিলাষী হন। ৮৩

অনন্তর, ধৈর্য্যবলে মদনবিকার প্রশমিত করিয়া অসৎকার্য আচরণ বোধে অত্যন্ত দুঃখিত, অন্যমনস্ক ও লজ্জিত ভাবে স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। ৮৪

সুরজ্যেষ্ঠ! এই ত ব্যাপার; এখন পরিণামে যাহা শুভ ফলপ্রদ হয়, লোক-হিতাভিলাষে তাহা সম্পাদন করুন। ৮৫

নিখিল জগদগুরু ব্রহ্মা, সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া দিব্যজ্ঞানবলে, ভাবী কার্যের ফলাফল দর্শন করিলেন। ৮৬

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মনে মনে বলিলেন, “বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহ সময় এই ত উপস্থিত। ৮৭

অতএব লোকহিতার্থে তাহা সম্পাদনের জন্য আমি তথায় গমন করি”; মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া যথায় বসিষ্ট-অরুন্ধতীর পরস্পরে দর্শন হইয়াছিল, সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে সেই মানসপর্বত-সানুদেশে গমন করিলেন। ৮৮-৮৯

পিতামহ তথায় গমন করিলে, বৃষধ্বজ মহাদেব, নন্দি-ভৃঙ্গি-প্রভৃতি অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯০

ব্রহ্মা কর্তৃক ভক্তিভাবে চিন্তিত হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধর জগদীশ্বর বাসুদেবও ব্রহ্মা এবং শিব যথায় অবস্থিত ছিলেন, তথায় স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর–মেধাতিথির নিকট নারদকে দূত পাঠাইলেন। ৯১-৯২।

তাহারা বলিলেন, নারদ! তুমি সত্বর চন্দ্রভাগ পর্ব্বতে যাও; ঐ পব্বতের উপত্যকা ভূমিতে মহর্ষি মেধাতিথি বাস করেন। ১৩

আমাদিগের বাক্যে তুমি যথাসময়ে তাহাকে এখানে আনয়ন কর, অর্থাৎ তাহাকে সঙ্গে লইয়া সত্বর তুমি এখানে ফিরিয়া আইস। ৯৪

নারদও, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কথাক্রমে, মহাকার্য সিদ্ধির জন্য মেধা তিথিকে আনিতে সত্বর গমন করিলেন। ৯৫

সেই দেব-ত্রয়ের কথানুসারে নারদ, মেধাতিথির সহিত সম্ভাষণপূর্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মানস পর্বতে গমন করিলেন। ১৬

এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ, ঋষি-তপস্বি-গণ, আর সাধ্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সমস্ত দেবপত্নী, দেবগণের অনুচরবৃন্দ এবং অন্যান্য প্রাণিগণ সকলে মানস পর্বত প্রস্থে গমন করিলেন। ৯৭-৯৮

এইরূপে তথায় দেবগণের সভা হইলে কমলাসন ব্রহ্মা, মেধাতিথিকে আদেশ করত এই কথা বলিলেন—মেধাতিথি! এই দেবসভামধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি-অনুসারে তোমার ব্রতচারিণী কন্যা অরুন্ধতীকে বসিষ্ঠ-হস্তে সম্প্রদান কর। ৯৯-১০০

বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর দাম্পত্য-বন্ধন, আমি পূর্বেই স্থির করিয়াছি; আর এই সুসঙ্গত কার্য নারায়ণেরও অনুমোদিত। ১০১

এইরূপ করিলে তোমার বংশের বড়ই যশ হইবে এবং নিখিল জগতের হিতসাধন হইবে; অতএব সম্প্রদান কর, আর বিলম্ব করিও না। ১০২।

অনন্তর মেধাতিথি ঋষি, ব্রহ্মার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেই সুরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রণামপূর্বক "যে আজ্ঞা" বলিলেন। ১০৩

মেধাতিথি তাঁহাদিগের, বচনানুসারে কন্যা অরুন্ধতীকে লইয়া দেবগণ সমভিব্যাহারে ধ্যানস্থ বসিষ্ঠের সমীপবর্তী হইলেন। ১০৪

দেবগণপরিবৃত মেধাতিথি মুনি, সমীপে গিয়া ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ–এই চতুর্বর্গের প্রতি পৃথক পৃথক ভাবে অনুরক্ত জ্বলন্ত অনল-সন্নিভ, ব্রাহ্মণ্য শোভা-সমুজ্জ্বল নবোদিত দিবাকরের ন্যায় সাতিশয় তেজস্বী মহর্ষি বসিষ্ঠকে মানস পর্বতের কন্দরে আসীন দেখিলেন। ১০৫-১০৭

অনন্তর, অরুন্ধতী-পিতা মুনিবর মেধাতিথি, তনয় অরুন্ধতীকে অগ্রে করিয়া সংযতচিত্ত বসিকে বলিলেন-হে ভগবন ব্রহ্মনন্দন! আমি ব্রাহ্মণ বিবাহ বিধি অনুসারে আপনাকে এই ব্রতচারিণী স্বীয় কন্যাকে দান করিলাম, গ্রহণ করুন। ১০৮

ব্রহ্মন। আপনি আপন ইচ্ছাক্রমে যে যে আশ্রমে বাস করিবেন, এই পতিব্রতা সুন্দরী কন্যা তথায় তথায় আপনার প্রতি ভক্তিমতী ছায়ার ন্যায় অনুগত ও সমান ব্রত-চারিণী হইয়া আপনার শুশ্রূষা করিবে। ১০৯-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–বসিষ্ঠ, মেধাতিথি মুনির এই কথা শুনিয়া এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া "এই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী" দিব্য-জ্ঞানবলে ইহা নিশ্চয় করিলেন। ১১১-১২

অনন্তর ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে সেই মেধাতিথি-নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া 'বাঢ়ং' অর্থাৎ 'আচ্ছা গ্রহণ করিলাম' বলিলেন। ১১৩

মহাত্মা বসিষ্ঠ পাণিগ্রহণ করিলেই সতী অরুন্ধতী, পতি-বসিষ্ঠের চরণযুগলে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। ১১৪

অনন্তর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ, বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে বিবাহবিধি অনুসারে বিবিধ উৎসবে আমোদিত করিতে লাগিলেন। ১১৫

সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দক্ষ কশ্যপ প্রভৃতি অতি তপস্বী মুনিগণ, ব্রহ্মার কথানুসারে তদীয় পুত্র বসিষ্ঠকে জটাবল্কল পরিধান, চর্ম সমস্ত উন্মোচনপূর্বক মন্দাকিনী জলে স্নান করাইয়া সেই বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সতীকে সুবর্ণময় নানাবিধ মনোহর দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন। ১১৬-১৮

মুনিগণ, তাহাদিগের উভয়কে ভূষিত করিয়া সাজসজ্জাদি সমাধা করিলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর বিবাহাবভৃথ (বিবাহান্তে স্নান) করাইলেন। ১১৯

সর্ব্বতীর্থ জল সুবর্ণকলসে স্থাপন করিয়া গায়ত্রী 'দ্রুপদা' প্রভৃতি আশীর্বাদকর মন্ত্র পাঠ করত স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাহাদিগের উভয়কে স্নান করান। ১২০-২১

অনন্তর, মহর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ–সকলে, উত্তম স্বরে উচ্চারিত ঋগ-যজুঃ-সাম বেদীয় মন্ত্রাবলী পাঠ করত গঙ্গা প্রভৃতি নদীজল দ্বারা বারংবার তাহাদিগের শান্তি বিধান করিলেন। ১২২

ব্রহ্মা, অব্যাহত-গতি ত্রিভুবনসঞ্চারী সূর্যের ন্যায় তেজস্বী একখানি বিমান ও জলপূর্ণ কমণ্ডলু তাহাদিগের যৌতুক দিলেন। ১২৩

বিষ্ণু সকল দেবতাগণের ঊর্দ্ধ্বে মরীচি প্রভৃতির নিকটে উত্তম দুর্লভস্থান তাহাদিগকে যৌতুক দিলেন। ১২৪

মহেশ্বর, তাহাদিগকে সপ্তকল্পপর্যন্ত বাঁচিবার বর দিলেন। ১২৫

অদিতি, ব্রহ্মনির্মিত স্বীয় কুণ্ডলযুগল, কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্বক মেধাতিথি নন্দিনীকে দিলেন। ১২৬

তাঁহাকে সাবিত্রী পাতিব্রত্য, বহুলা বহু-পুত্রসম্পন্নতা, আর ইন্দ্র ও কুবের বহুতর ধনরত্নাদি দান করিলেন। ১২৭

অন্যান্য দেবদেবী মুনিগণ–যাহার তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রত্যেকে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীকে এইরূপে যথাযোগ্য যৌতুক প্রদান করিলেন। ১২৮

বসিষ্ঠ, স্বর্ণময় সেই মানস পর্ব্বতে এইরূপে যথাবিধি অরুন্ধতীকে বিবাহ করিয়া তিনি এবং তাহার পত্নী উভয়েই আনন্দিত হইলেন। ১২৯

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের করতল বিগলিত বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহাবভৃথ-জল ও শান্তিজল প্রথমে সেই মানসপর্বত-কন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা আবার সপ্তধা বিভক্ত হইয়া মানসপর্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বতের গুহা সানু ও সরোবরে পৃথক পৃথক ভাবে পতিত হইতে থাকে। ১৩০-৩১

তন্মধ্যে যে জল দেবভোগ্য শিপ্রসরোবরে পতিত হয়, তাহা হইতেই শিপ্রা নদীর উৎপত্তি; বিষ্ণু শিপ্রানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন। ১৩২

যে জল মহাকৌষিক প্রপাতে পতিত হয়, তাহা হইতে কৌষিকীনদীর উৎপত্তি। ১৩৩

বিশ্বামিত্র এই নদীকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন। ১৩৪

সে জল উমাক্ষেত্রে মহাকাল সরোবরে পতিত হয়, তাহাতে কাবেরী নবী মহাকাল সরোবর হইতে নিঃসৃত হয়। ১৩৫

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে শিব-সমীপে যে জল পতিত হয়, তাহাতে এক নদীর উৎপত্তি হয়। ১৩৬

‘গোমত’ নামক শৈলক্ষণ্ড হইতে নিঃসৃত হওয়াতে তাহার নাম গোমতী। ১৩৭

পর্বতরাজ হিমালয়ের মৈনাক নামে আত্মসদৃশ পুত্র মেনকার গর্ভ হইতে যে সানুতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তথায় যে জল পতিত হয়, তাহাতে দেবিকা নামে মহানদীর উৎপত্তি; মহাদেব ঐ নদীকে সাগরে প্রেরণ করেন। ১৩৮

“হংসাবতার” সমীপবর্তী গুহাতে যে জল পতিত হয়, তাহাতে ‘সরযূ’ নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি। ১৩৯

যে জল খাণ্ডব-বন-সন্নিধানে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী গুহাতে “ইরা” হ্রদের মধ্যে নিপাতিত হয়, তাহাতে মহানদী ইরাবতীর উৎপত্তি। ১৪০

দক্ষিণসমুদ্রগামিনী এই সমস্ত নদী মর্তবাসীদিগকে স্নান-পান-সেবনে জাহ্নবীর ন্যায় ফলদান করিয়া থাকেন। ১৪১

এই সমস্ত নদী ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের নিদান এবং চিরকাল-স্থায়িনী। ১৪২

এই সপ্ত মহানদী দেবগণের সতত ভোগ্য। ১৪৩

সুরগণ সমীপে বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর বিবাহ কালে সদা পবিত্রম-সলিলা সপ্ত, নদীর এইরূপে উৎপত্তি হইল। ১৪৪

তখন বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীকে এইরূপে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত বিমান যোগে দেবদত্ত স্থানে গমন করিলেন। ১৪৫

মুনিবর বসিষ্ঠ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনানুসারে নিখিল ত্রিভুবনের লোকের হিতার্থে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৪৬

যুগ-গুণানুরূপ শরীর বেশ ভাবাদি করিয়া সকলকে ধর্মকার্য্যে তৎপর করত অপ্রমত্তভাবে প্রসন্নচিত্তে ত্রিলোক বিচরণ করেন। ১৪৭

বসিষ্ঠ, পূর্বকালে এইরূপে দেবগণের কথায় ভুবনহিতের জন্য অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। ১৪৮

যে ব্যক্তি, এই ধর্মসাধক উপাখ্যান নিত্য শ্রবণ করিবে, সে সর্বমঙ্গলযুক্ত চিরজীবী এবং ধনবান হইবে। ১৪৯

যে রমণী সর্ব্বদা এই অরুন্ধতী-উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, সে ইহলোকে পতিব্রতা হইয়া পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে। ১৫০

সর্ব্বদা যশ, কীর্তি এবং পুণ্যবর্ধনকারী এই আখ্যানই পরম স্বস্ত্যয়ন ও পরম ধর্ম। ১৫১

ইহা বিবাহে শ্রবণ করাইলে স্ত্রীপুরুষের দীর্ঘজীবন, পুংসবনে শ্রবণ করাইলে পুত্রজন্ম, যাত্রাকালে শ্রবণ করাইলে কার্যসিদ্ধি আর শ্রাদ্ধে শ্রবণ করাইলে পিতৃলোকের প্রীতি হইয়া থাকে। ১৫২

যেরূপে অরুন্ধতী অতি পতিব্রতা ও মহাত্মা বসিষ্ঠের ভার্য্যা হইলেন, তোমাদিগকে তৎসমস্তই এই বলিলাম। ১৫৩

অরুন্ধতী যাহার কন্যা, যেরূপে যথায় উৎপন্ন হন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বচনে যেরূপে তিনি, বসিষ্ঠকে পতিভাবে বরণ করেন, পুণ্যজনক পাপনাশক আয়ুবর্ধন আরোগ্যকর গুহ্যতিগুহ্যতম সেই-সমস্ত কথাই আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ১৫৪-৫৫

যে ব্যক্তি বিপ্র-সভামধ্যে অন্ততঃ একবারও এই পুণ্যপুঞ্জসাধন ও মঙ্গলকর ইতিহাস শ্রবণ করাইবে, সে পাপ-জাল বিমুক্ত হইয়া দেহান্তে পরলোকে মুনি গণের সাহায্য লাভপূর্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৫৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুর্বিংশ অধ্যায় — শিবের অন্তর হইতে মায়ার অপসারণ ও শিবের তপস্যা

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,– অনন্তর, হিমালয় পর্বতপ্রস্থে শিপ্র-সরোবরতীরে আসীন মহেশ্বর, নিকটবর্তী সেই সরোবর অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, ধ্যান করিতে বারংবার অনুরোধ করায় তিনি ধ্যান করিতে মনস্থ করিলেন। ২।

সেই স্মরহর আত্ম-সাহায্যে আত্মাতেই আত্ম-দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়চিত্তে ধ্যান করিতে পরম যত্নশীল হইলেন। ৩

মহাদেবের চিত্ত ধ্যানপ্রবণ হইয়াছে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভাবিলেন, শিব, মায়া-মোহিত হওয়াতেই সতীশোকে আকুল হইয়া সাতিশয় বিলাপ করিতেছেন; জগজ্জননী মায়াই ইহার মোহকারণ। অতএব এই মায়াকে নিঃসারিত করিয়া শিবের চিত্তকে ধ্যানে আসক্ত নিরাকুল ও নিরঞ্জন করিব। অতএব সংযত চিত্তে বিষ্ণুশক্তি মায়াকে স্তব করা যাক। সতী পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া যতদিন না শিবের অঙ্কশায়িনী হন, ততদিন ইনি শোকহীনচিত্তে নিষ্কল পরমব্রহ্ম ধ্যান করুন। ৪-৯

মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহামায়া যোগনিদ্রাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০

পরমনিষ্কলা মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিরূপা স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য-কারণ-জ্ঞান-অজ্ঞান রূপিণী ঐকান্তিক প্রীতি ও পুষ্টিস্বরূপা পবিত্রা পাবনী ক্ষেমঙ্করী শ্রীশক্তি শিবাকে আমরা মহা ভক্তিসহকারে স্তব করি। ১১-১২

তুমি মেধা, তুমি ধৈর্য্য, তুমি লজ্জা, তুমি একা হইয়াও সর্বব্যাপিনী; তুমি আত্মপ্রপঞ্চ জগতের প্রকাশকারিণী দিবাকরদীধিতি। ১৩

যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধার; যাহা জগতের কারণ এবং জগৎ; যাহা ব্রহ্মাদিকে আপ্যায়িত করে; তুমি সেই জল এবং তুমিই নদী। ১৪

একমাত্র যে সদাগতি, সর্ব্বজগতের প্রাণ ও দেবগণের আধার, সেই বায়ু তোমারই অংশ। ১৫

যে এক জ্যোতি সর্বত্রসমিদ্ধ সর্বব্যাপক ও জগৎকারণ আর বহুধা পরি দৃশ্যমান হইয়া থাকে, সেই জ্যোতি তোমারই রূপ। ১৬

যে বস্তু–ব্রহ্মলোক পাতাল ও উহার মধ্যবর্তী সমুদায় লোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তুমিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য বাহ্য ও সর্ব্বত্র অবস্থিত আকাশ। ১৭

প্রপঞ্চ-প্রসবিনী তুমিই কুলাচল-কুল-নিয়ন্ত্রিতা লোকমাতা জগদ্ধাত্রী অচলা মাধবী ধরণী। ১৮

তুমি বুদ্ধি, তুমি বুদ্ধির বিষয় পদার্থসমূহ; তুমি মা! ছন্দোগতি; তুমি বেদমাতা গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী। ১৯

তুমি নিখিল জগতের বার্তা, তুমি কামরূপিণী ত্রয়ী (ঋগ যজুঃ সাম)। ২০

তুমি নিদ্রারূপে, স্বর্গাদিনিবাসী অমরাদি প্রাণিগণকে সুখী করত মুগ্ধ কর। ২১

তুমি ধর্মিষ্ঠদিগের সুখ; পাপিষ্ঠদিগের দুঃখ; তুমি নীতিজ্ঞদিগের সুখ দায়িনী লক্ষ্মী, তুমি অন্তকালস্থায়িনী ও ধৈর্য্যস্বরূপা। ২২

তুমি সর্ব্বজগতের শান্তি, তুমি শশধরের কান্তি, তুমি সর্ব্বভূতের জননী, তুমিই নারায়ণ-বিমোহিনী লক্ষ্মী। ২৩।

তুমি পঞ্চভূতের সারকী তত্ত্বরূপিণী, তুমিই ত্রৈলোক্যরূপা মহামায়া, তুমি জনগণ-বিমোহিনী তন্দ্রা। ২৪

পরমেশ্বর যাহার সাহায্যে সর্ব্বভূতকে সংসারচক্রে আরোহণ করাইয়া ভ্রমণ করাইতেছেন, হে মহেশ্বরি! তুমি সেই মায়া। ২৫

তুমি জয়যুক্তদিগের জয়শক্তি, তুমি লজ্জা ও উত্তম নীতি, তুমি সামবেদের গীতি, তুমিই যজুর্বেদের নিগদময় মন্ত্র। ২৬

সমস্ত দেবগণের শক্তিরূপিণী জ্যোতির্ময়ী যে দেবীকে একমাত্র সত্ত্বগুণের সাহায্যে সাক্ষাৎ করা যায় ও যিনি রজোগুণপ্রপঞ্চ সাহায্যে জগতের উপাদান কারণ হইতেছেন, আমরা তাহাকে স্তব করিতেছি, তিনি আমাদিগের মঙ্গল দায়িনী হউন। ২৭

হে শিবে! তুমি চৈতন্যশক্তিহীন প্রকৃতি, তুমি সংসারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ স্বরূপ দুঃখজাল হইতে নিস্তারকারিণী, যোগের অষ্টাঙ্গরূপ পারসাধন কেনিপাত (দাঁড়) বিক্ষেপে বেগবতী তরণী; তোমাকে আমরা প্রণাম করি। ২৮

যিনি নিদ্রারূপে ত্রিলোকবাসীদিগের নাসিকা, মুখ, চক্ষু, বাহু, বক্ষঃস্থল এবং মন অবলম্বন করিয়া নিরন্তর সুখ সম্পাদন করেন, সেই ধৃতি-স্মৃতি-বৃত্তি রূপিনী দেবী আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৯

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শক্তি, সেই মায়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তখন মহামায়া যোগনিদ্রা, দেবগণকর্ত্তক এইরূপ স্তুত হইয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে সত্বর সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইলেন। ৩১

মায়া নিঃসৃত হইলে, বিশ্বরূপী স্বয়ং মধুসূদন শান্তিসম্পাদনার্থ শিবের অন্তরে প্রবেশ করিলেন। ৩২

যেরূপে প্রতিকল্পে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, অচ্যুত তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা দেখাইতে লাগিলেন। ৩৩

তিনি যেরূপে সতী শিবের ভার্য্য হন, সতী যে বস্তু, যাহার কন্যা এবং যেরূপে দেহত্যাগ করেন–তৎসমস্ত দেখাইলেন। ৩৪

তিনি, বহির্ব্যক্ত, অন্তঃসারশূন্য এই রাজসপ্রপঞ্চ মুহুর্মুহুঃ দেখাইয়া শিবের মনকে পরম তেজে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। ৩৫

তখন মহাদেবও সেই সমস্ত প্রপঞ্চ বারংবার দর্শন করিয়া নিঃসারবোধে সার বস্তুতে মনোনিবেশ করিলেন। ৩৬

তখন দেববৃন্দবন্দিতা মায়া ব্রহ্মাদিসমীপে কর্ত্তব্য-পালনে অঙ্গীকার করিয়া সত্বর অন্তর্হিত হইলেন। ৩৭

ভগবান্ নারায়ণ, শিবের মন পরম পদে নিবেশিত করিয়া সূর্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রের ন্যায় তদীয় অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৩৮

তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে, কৃতকার্য হইয়া মহাদেবকে সেই পর্বতে পরিত্যাগপূর্বক প্রীতি-যুক্ত-চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৯

ইন্দ্রাদি দেবগণ, ধ্যানাসক্ত ব্রহ্মরূপী চন্দ্রশেখর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৪০

সেই দেবগণ, গমন করিলে বৃষবাহন মহেশ্বর, দিব্যমানে সহস্র বৎসর পরম জ্যোতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৪১

ঋষিগণ বলিলেন,–মধুসূদন, শম্ভু-হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে প্রতিকল্পের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যথার্থরূপে প্রদর্শন করিলেন? ৪২

আর সেই কৈটভসূদন রাজস জগৎপ্রপঞ্চ এবং তাহার সারশূন্যতা প্রদর্শন করিলেন কিরূপে? ৪৩

কিরূপেই বা তিনি সেই পরমগুহ্য সনাতন পরম জ্যোতি দেখাইলেন? হে দ্বিজবর! আমরা তোমার নিকট হইতে এই পরম মঙ্গলপ্রদ অদ্ভুত উৎকৃষ্ট ধর্মকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪৪-৪৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন–হে দ্বিজসত্তমগণ! আমি বরাহ-কল্পীয় সৃষ্টির কথা বলিতেছি। সৃষ্টি বরাহ-কল্পে যেরূপ, অন্যান্য কল্পেও সেইরূপ জানিবে। ৪৬

হরি, শিবকে আদি সৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া যেরূপ প্রতিসৃষ্টিতে প্রলয়াদি দেখিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ৪৭

হে বিপ্রগণ! প্রথমতঃ প্রলয় বর্ণন, তৎপরে বরাহ-কল্পীয় আদি সৃষ্টি ও প্রলয় কীর্ত্তন করিব–শ্রবণ কর। ৪৮

এক এক নয়ন-নিমীলনে এক এক নিমেষ, ইহা কালের অংশবিশেষ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা। ৪৯

ত্রিংশৎ কলাতে এক ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত,–ত্রিংশৎ মুহূর্তে মনুষ্যের এক অহোরাত্র। ৫০

পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দুই পক্ষে, মনুষের এক মাস, পিতৃগণের এক অহোরাত্র। ৫১

দ্বাদশ মাসে মনুষ্যদিগের এক বৎসর–দেবগণের এক অহোরাত্র। কৃষ্ণ পক্ষ-পিতৃ-দিন, অতএব পিতৃকার্য্য তাহাতেই কর্তব্য। ৫২

আর শুক্লপক্ষ তাহাদিগের নিদ্রোপযোগিনী রজনী বলিয়া কীর্ত্তিত। উত্তরায়ণ ছয়মাস-দেবগণের দিন, দক্ষিণায়ন ছয়মাস দেবগণের নিদ্রোপযোগিনী রজনী। নিম্নলিখিত সৌর দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, তিন ঋতুতে মনুষ্যদিগের অয়ন, ছয় ঋতুতে বৎসর। ৫৩-৫৫

হে দ্বিজগণ! চৈত্র প্রভৃতি দুই দুই মাসে ঋতু; ঋতুগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তাহা পৃথক পৃথক্ শ্রবণ কর। ৫৬

চৈত্র-বৈশাখ বসন্তঋতু, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষাঋতু, আশ্বিন কার্তিক শরৎ-ঋতু, অগ্রহায়ণ-পৌষ হেমন্ত-ঋতু, আর মাঘ-ফাল্গুন শিশিরঋতু; এই ছয় ঋতু কথিত হইল। কোন যজ্ঞাদি কার্যের কাল বসন্ত, কোন যজ্ঞাদি কার্যের কাল গ্রীষ্ম, এইরূপে সকল ঋতুই যজ্ঞাদি-কার্য্যের বিহিত কাল। ৫৭-৫৮

মনুষ্য-পরিমাণে সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ। ৫৯

তন্মধ্যে চারিশত বৎসর সন্ধ্যা এবং চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ইহা লইয়া সত্যযুগের পরিমাণ সপ্তদশ লক্ষ অষ্টাবিংশতি সহস্র। ৬০

মনুষ্য পরিমাণে বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর–ত্রেতাযুগের পরিমাণ। তন্মধ্যে তিন শত বৎসর সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬১-৬২

মনুষ্য পরিমাণে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে তিনশত বৎসর সন্ধ্যা ও তিনশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬৩

চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, তন্মধ্যে দেড় শত বৎসর সন্ধ্যা আর এক শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬৪-৬৫

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি–এই চারিযুগ, মনুষ্য প্রমাণে এইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সমন্বিত এই চারিযুগের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর। ৬৬-৬৭

মনুষ্যের এক বৎসরে এক দৈব অহোরাত্র; এইরূপ নিয়মানুসারে গণনা করিলে মনুষ্যদিগের চতুর্যুগে দেবতাদিগের বার হাজার বৎসর। ৬৮

তাহা মনুষ্যদিগের সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশ-সংযুক্ত চারিযুগ। পাপপুণ্যাদি ব্যবস্থানুসারে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি–এইরূপ যুগভেদ ব্যবহার দেবগণের নাই। ৬৯-৭০

মনুষ্যদিগের চারি যুগে এক দৈব যুগ হয়; একসপ্ততি দৈবযুগে এক মন্বন্তর। ৭১

দৈব দুইসহস্র যুগে এবং মনুষ্যদিগের দুই সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার অহোরাত্র। ৭২

এক ব্রহ্মদিনে চতুর্দশ মনুর অধিকার। মনুষ্যদিগের ন্যায় এইরূপ ব্রাহ্মদিব-মানানুসারে তিনশত ষাট দিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হইয়া থাকে। ৭৩

ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসরে এক পরার্দ্ধ–তাহাই ঈশ্বরের দিন, ঈশ্বরের রাত্রিও ঐ পরিমাণ। ৭৪

ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপরার্দ্ধ কাল, এই দ্বিপরার্দ্ধকাল অতীত হইলে ব্রহ্মার লয় হয়। ৭৫

ব্রহ্মা পরমবস্তুতে লীন হইলে, জগন্মণ্ডলের প্রাকৃত লয় হইয়া থাকে। যিনি সমস্ত জগতের আধার পরাৎপর অব্যয় ব্রহ্ম, তাহার অহোরাত্র “পর” নামে অভিহিত; তাহার অর্ধের নাম পরার্দ্ধ। ৭৬-৭৭

জগৎস্বরূপী অক্ষয় অব্যয় ভগবান্ পরমাত্মা–স্থূল হইতে স্থূলতম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। ৭৮

তাঁহার আবার দিবারাত্রি ও বৎসরাদির ব্যবহার কি? ৭৯

কিন্তু পূর্বে পৌরাণিকগণ এবং তাহাদিগের পথাবলম্বী আমরাও সৃষ্টি প্রলয়ের বোধ-সৌকার্য্যার্থে তাহার অহোরাত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছি। ৮০

তিনিই দিবা রাত্রি, তিনিই বৎসর, তিনিই পৃথিবী, তিনিই সৃষ্টিকর্তা আবার তিনিই সংহারকর্তা; সেই পুরাণ-পুরুষ বিশ্বরূপী এবং সমস্ত বিশ্ব তাহাতেই প্রকাশিত। ৮১

ব্রহ্ম, নিত্য পরমাত্মায় বিলীন হইলে, সমস্ত জগৎই ক্রমে ক্রমে সেই পরমাত্মভাবে পরিণত হইতে থাকে। ৮২

ব্রহ্মার শতবর্ষ-শেষে রুদ্ররূপী জনার্দন, জগৎ সংহার করিয়া স্বয়ং পরম বস্তুতে লীন হন। ৮৩

সূর্য্য, প্রথমে সমুদয় স্থাবর জঙ্গমকে তীব্র কিরণে বিশোষিত করিয়া সমস্ত জলাংশ গ্রহণ করেন। ৮৪

একশত দৈববৎসরে বৃক্ষ, তৃণ প্রাণী ও পর্বতগণ–শুষ্ক, চূর্ণ এবং বিশীর্ণ হইয়া যায়। ৮৫

তখন দ্বাদশ সূর্যের কিরণ-জাল অত্যন্ত প্রবল হয় এবং দ্বাদশ সূর্যও জগৎ শোষণের জন্য উদ্দীপ্ত হন। ৮৬

সেই সমস্ত সূর্য্য, রশ্মি দ্বারা সমস্ত ভুবনমণ্ডল দাহ করেন; তাহাতে স্বর্গ মর্ত্য স্বেদহীন এবং অতিশয় উষ্ণভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ৮৭

অনন্তর সকল স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে, রুদ্ররূপী জনার্দন, সূর্য-রশ্মি হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমে পাতালে, পরে অতলে গমন করেন। ৮৮-৮৯

অনন্তর তিনি, প্রধান শূল ধারণপূর্বক সপ্তপাতালস্থিত সমুদায় দেব, ঋষি, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগকে নিহত করেন। ৯০

এইরূপে সেই লোক-সংহারক রুদ্র, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এবং সমুদ্রবাসী সকল প্রাণীদিগকে বধ করেন। ৯১

অনন্তর রুদ্র, স্বয়ং মুখমণ্ডল হইতে মহাবায়ু সৃষ্টি করেন, সেই অব্যাহত গতি বায়ু শত বৎসর যাবৎ ভুবনমধ্যে পরিভ্রমণ করত যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই তৃণরাশির ন্যায় উৎসাদিত করিয়া থাকে। ৯২-৯৩

অতি বেগশালী সেই বায়ু জগতের সমস্ত বস্তু চারিদিক হইতে উৎসারিত করত দ্বাদশ সূর্যে প্রবিষ্ট হয়। ৯৪

রুদ্রপ্রেরিত বায়ু তেজোরাশি-সহ দ্বাদশ-সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া সুবিশাল জলদাবলী সঞ্চার করিয়া দিতে আরম্ভ করে। ৯৫

তখন অতি-বেগ-সম্পন্ন বায়ু এবং অতি রৌদ্ররূপী 'রুদ্র' কর্তৃক প্রেরিত জলদাবলী গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে। ৯৬

দলিতাঞ্জন-পুঞ্জসন্নিভ, ধুম্রবর্ণ, রক্তবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, বকসন্নিভ, পর্বতাকার, কুঞ্জরাকার, প্রাসাদ-সদৃশ ভীষণ ভীষণ সেই সকল মহা-ঘন-ঘটা ত্রিলোক প্লাবিত করত মহাশব্দে শতবর্ষেরও অধিককাল বৃষ্টি করিয়া থাকে। ৯৭-৯৯

তাহাদিগের স্তম্ভসদৃশ স্থূল ধারাপাতে ত্রিভুবন পূর্ণ হইয়া যায়। ১০০

ধ্রুবলোক হইতে সমস্ত স্থান জল-প্লাবিত হইলে রুদ্ররূপী জনার্দন, নিজ মুখ হইতে পুনরায় বায়ু সৃজন করিলেন। ১০১

সেই মেঘমালা অব্যাহতগতি প্রবল-বায়ুবেগে শতবৎসর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। ১০১

মেঘ সকল বিনষ্ট হইলে, রুদ্র ব্রহ্মলোক জনলোকাদি সমস্তই নির্দয়ভাবে সংহার করেন। ১০৩

সমস্ত জগৎ বিশেষতঃ ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হইলে রুদ্র, দ্বাদশসূর্য্য সন্নিধানে উপস্থিত হন। ১০৪

সংহারকর্তা রুদ্রদেব, মহাবেগে তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বাদশ সূর্য্যকে গ্রাস করেন; দিবাকরগণ উদরস্থ হইলে তাহার প্রোজ্জ্বলতা সাতিশয় বৃদ্ধি পায়। ১০৫

কালান্তক-যমোপম মহাবল রুদ্র, মুষ্টিপেষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণীকৃত ও পৃথিবী চূর্ণীকৃত হয়। ১০৬

তখন, হরি, সমস্ত জলরাশি যোগবলে ধারণ করেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থিত অভ্যন্তরস্থিত সমুদয় জলই তখন মিলিত হইয়া থাকে। ১০৭

ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড চূর্ণ ও চূর্ণিত পৃথিবীর অংশ সেই একীভূত সর্ব্বব্যাপী জল, রাশির উপর নৌকার মত ভাসিতে থাকে। ১০৯

অনন্তর জল, পৃথিবীর সারভাগ–সমুদায় গন্ধতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে তাহাতেই পৃথিবী বিনষ্ট হয়। ১১০

অনন্তর সেই ভয়ঙ্কর রুদ্র, নিজগর্ভস্থ পুঞ্জীভূত তেজরাশিকে পুনরায় নিঃসারিত করেন। ১১১

ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যেখানে যতটুকু তেজ থাকে, তৎসমস্তই সেই তেজোরাশির সহিত মিলিত হইয়া পড়ে। ১১২

জগতের সমস্ত তেজ গ্রহণে উজ্জ্বল একীভূত তেজোরাশি ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড চূর্ণ ও দগ্ধ করিয়া আরও উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। ১১৩

অনন্তর সেই তেজ জলের সার রসতন্মাত্র গ্রহণ করিলে, তেজঃপ্রভাবে জল রাশি বিনষ্ট হয়। ১১৪

জল বিনষ্ট হইলে, একীভূত মহাবেগসম্পন্ন সকল বায়ু তেজোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রূপতন্মাত্র গ্রহণ করে। ১১৫

রূপতন্মাত্র গৃহীত হইলে, সমুদায় তেজ বিনষ্ট হয়; অনন্তর বায়ু, অবারিত ভাবে প্রবল হয়। ১১৬

রুদ্র, ঘোরনিস্বন প্রভঞ্জন বহিতেছে দেখিয়া স্বয়ং আকাশ-মণ্ডলকে বিক্ষোভিত করেন। ১১৭

আকাশ তাহাতে সংক্ষুব্ধ হইয়া পবনের স্পর্শতন্মাত্র গ্রহণ করে, তাহাতেই পবন বিনষ্ট হয়। ১১৮

বায়ু নষ্ট হইলে রুদ্র, আকাশের সার শব্দতন্মাত্র গ্রহণ করিলে আকাশ বিনষ্ট হয়; তখন রুদ্র, ব্রহ্মার দেহে বিলীন হন। ১১৯

তখন, ব্রহ্ম শরীর নিরাধার এবং অত্যন্ত আকুল হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গ ও উত্তম-খড়্গ-সম্পন্ন পাঞ্চভৌতিক চিরন্তর নিজ দেহ হইতে সর্ব্বতোভাবে সার গ্রহণ পূর্বক স্বীয় শক্তি দ্বারা অতি শীঘ্র সংহার করেন। ১২০-১২২

তখন তিনি নিরাধার নিরাকার নির্বিকার নিঃসত্ব, বিশেষণ-বর্জিত ন-স্থূল, ন-সূক্ষ্ম, নির্লেপ “একমেবাদ্বিতীয়ং” সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ সর্বব্যাপী পরম ব্রহ্মরূপে বর্তমান থাকেন। ১২৩-১২৪

তখন দিবা-রাত্রি থাকে না আকাশ পৃথিবী থাকে না, জ্যোতি-অন্ধকার–বা আর কিছুই থাকে না। তখন, শ্রবণাদি-ইন্দ্রিয়ে অতীত বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি জড়িত ব্রহ্ম-পুরুষ বর্তমান থাকেন। ১২৫

সৃষ্টি যতকাল থাকে, ততকাল অর্থাৎ ব্রহ্মার শতবর্ষ, এক পরমতত্ত্ব ব্রহ্মও সৃষ্টিহীন অবস্থাতে বর্তমান থাকেন, অনন্তর সৃষ্টি প্রবৃত্তি হয়। ১২৬

তন্মাত্রগণ অহঙ্কার এবং মহতত্ত্ব, সকলই–এমন কি, অন্যান্য প্রলয়ে স্থায়ী এই সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতিরূপে পর্যবসিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রকৃত প্রলয়। ১২৭-১২৮

বিপ্রগণ! এই আমি তোমাদিগকে প্রাকৃত মহাপ্রলয় কীর্ত্তন করিলাম, এই আদি-সৃষ্টির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১২৯

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চবিংশ অধ্যায় — সৃষ্টি কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–"কাল" নামক দেবতাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী; প্রলয় তাহারই কিয়দংশে বিভক্ত। ১

কালের প্রলয় ভাগ অতীত হইলে, জ্ঞানস্বরূপ প্রভু পরম ব্রহ্মের সৃজনেচ্ছা হইল। ২

অনন্তর, পরমেশ্বর, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামত্রে বিক্ষোভিত করিলে ঐ প্রকৃতিই সর্ব্ব-কার্য্যের উপযোগিনী হইলেন। ৩

যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্তন হয়, কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্তনের কর্তা নহে, নিমিত্তমাত্র; প্রকৃতির ক্ষোভ সম্বন্ধে পরমেশ্বরও ঠিক তাহাই। ৪

সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচ-বিকাশ-শালিনী প্রকৃতিরূপে ক্ষোভ্য। ৫

জগৎপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির জন্য পুরুষদিগকে (জীবাত্মাকে) ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করিলেন। ৬

সেই সাম্যাবস্থাপন্ন-ত্রিগুণাত্মিক, প্রকৃতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) গণ অধিষ্ঠিত হইলে গুণ-বৈষম্য হইল। ৭

তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি, তাহাকে আবরণ করিলেন। ৮

প্রধানসংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। ৯

অহঙ্কার–পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণের চিরন্তন হেতু; তন্মধ্যে তামস অহঙ্কারই পঞ্চভূতের কারণ। ১০

অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিল। মহত্তত্ত্বাবৃত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইল। ১১

প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শতন্মাত্র, অনন্তর রূপতন্মাত্র, তাহার পর রসতন্মাত্র, সর্বশেষে গন্ধতন্মাত্র–এইরূপ যথাক্রমে পঞ্চতন্মত্রের উৎপত্তি। অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক পৃথক আবরণ করিল। ১২-১৩

শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দের প্রথম উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল। তামস অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রসহ আকাশ আবৃত করিল। ১৪

আকাশসহ স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের প্রথম উপাদান শব্দ-গুণান্বিত বায়ু উৎপন্ন হইল। ১৫

আকাশ-বায়ু-সহকৃত রূপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্বত্র বিস্তৃত হইল। ১৬

তাহা রূপের প্রথম উপাদান কারণ আর শব্দস্পর্শেরও অন্যতম উপাদান বটে। ১৭

আকাশ-বায়ু-তেজঃ সমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। ১৮

অমিত-তেজা বিষ্ণুর আধারশক্তি, অনিলান্দোলিত নিরাধার জলরাশি ধারণ করিলেন। ১৯

পরমেশ্বর, প্রথমতঃ তাহাতেই বীজধারণ করেন; সেই বীজ সূর্য্য-সন্নিভ সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। ২০

ঐ অণ্ড মহতত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থদ্বারা নির্মিত এবং তদ্বারা চতুর্দিকে সংবৃত। ২১

জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব–দশ দশ গুণ অধিক বিস্তৃতভাবে ক্রম-বহির্ভূত এই সকল পদার্থ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। ২২

সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজসকল পদার্থের মধ্যবর্তী; দ্বিজগণ! এই রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডও আবার জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তুদ্বারাই যথাক্রমে আবৃত ২৩

স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ডমধ্যে-ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপনপূর্বক দিব্যমানে একবৎসর অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন। ২৪

ইচ্ছামাত্র সেই অণ্ডভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন। তখনই অন্যান্য চতুর্ভুত-সহকৃত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। ২৫

এই নিখিল পৃথিবী, সকল তন্মাত্র সাহায্যে নির্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, সমুদায় রূপ, রস এবং গন্ধ–সকলই ইহাতে বর্তমান। ২৬

সেই ব্রহ্মাণ্ডের কমলে সুমেরু, জরায়ুদ্বারা পর্বত-সমূহ এবং গর্ভ-সলিলে সপ্ত সমুদ্র আর স্কন্ধদ্বয় স্বর্গ উৎপন্ন হয়। ২৭

অপর দেশ-সম্ভূত স্কন্ধযুগল মহাসুখকর সপ্ত-নাগালয় পাতাল উৎপন্ন হয়, তন্নিম্নে স্বয়ং পরমেশ্বর বিরাজমান। ২৮

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরাশিতে মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছা-বলে শ্রেষ্ঠলোক তপোলোক এবং ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বগতি দ্বারা সত্যলোক উৎপন্ন হইল; সর্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত; এই বিষ্ণু লোককেই ধীরগণ জ্ঞানগম্য চরম পরম-পদ বলিয়া থাকেন। ২৯-৩০

সেই ঈশ্বর, ব্রহ্মা-রূপে জগৎ নির্মাণ করিয়া জগৎ-স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন; স্বয়ং উৎপন্ন দেহ বলিয়া বিষ্ণু "স্বভু" নাম প্রাপ্ত হইলেন। ৩১

অনন্তর তিনি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য পীবর যজ্ঞ-বরাহ-দেহ অবলম্বন নিমগ্ন প্রায় পৃথিবীকে ধারণ করিতে তাহার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া অতিবেগে অধোদেশে গমন করিলেন। ৩২

কিছুকাল পরে তিনি পৃথিবীকে দংষ্ট্রার অগ্রভাগে স্থাপনপূর্বক সমস্ত জলরাশি অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইলেন। অনন্তর, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য সপ্তফণা-সমন্বিত অনন্তরূপী হইলেন। ৩৩

জলস্থিত অনন্ত, ছয় ফণা প্রসারিত করিয়া মধ্যবর্তী একটী ফণার উপরে পৃথিবী ধারণ করিলে যজ্ঞ বরাহ পৃথিবী হইতে দন্ত খুলিয়া লইলেন। ৩৪

অনন্ত যে ছয় ফণা প্রসারিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি পূর্বদিকে, একটি পশ্চিমদিকে, একটী দক্ষিণদিকে, একটি উত্তরদিকে, একটী ঈশানকোণে আর অন্যটী অগ্নিকোণে আছে। অবশিষ্ট ফণা পৃথিবীমধ্যে আর তদীয় দেহ নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত। ৩৫-৩৬।

বায়ুকোণে–শূন্য, এই জন্য সেই দিকে, পৃথিবী কিঞ্চিৎ নম্র। ৩৭

সেই দীর্ঘ-দেহ অনন্ত, যখন জলোপরি নিরবলম্বনে থাকিতে অপারগ হইলেন, তখন বিষ্ণু, কুর্ম্মরূপী হইয়া অনন্ত-দেহ ধারণ করিলেন। ৩৮

অনন্তর কচ্ছপ, বহু চরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড আক্রমণপূর্বক বায়ুকোণে গ্রীবা বিস্তার করিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা অনন্তকে ধারণ করিলেন। ৩৯

দীর্ঘকায় অনন্ত কুর্ম্মপৃষ্ঠে নয়টি কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন। তখনও পৃথিবী, অনন্ত-ফণোপরি অবস্থিত হইয়াও স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল। তাই যজ্ঞবরাহ পৃথিবীকে অচল করিবার জন্য পর্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

তিনি সুমেরু-পর্ব্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিবার জন্য খুরপ্রহার করিলে সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। ৪২

বরাহের পদাঘাতে উক্ত মহাশৈল, ষোড়শ-সহস্র-যোজন রসাতলে প্রবেশ করিল। ৪৩

হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই প্রহার হওয়ার সুমেরুর উৰ্দ্ধভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন বিস্তৃত রহিল। ৪৪

সেই পৃথিবীধর সুমেরু পর্বত, যাহাতে বিচলিত না হয়, এই জন্য বরাহ তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমা পর্ব্বত স্থাপন করিলেন। ৪৫

বরাহ, পদাঘাতে হিমালয় প্রভৃতি সেই সকল পর্ব্বতের–উচ্চে পাঁচভাগের এক ভাগ করিয়া ভূতলমধ্যে প্রোথিত করিলেন। ৪৬

অনন্তর ব্রহ্মা, মহাতেজা বরাহকে নমস্কার করিয়া অর্ধনারী-অর্ধনর মহাদেবকে নিজ দেহ হইতে উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ৪৭

তিনি উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে মহাশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, "রোদন করিতেছ কেন?" ৪৮

তখন মহেশ্বর বলিলেন,–"আমার নামকরণ কর।" "মহাশয়! তুমি রোদন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম 'রুদ্র' থাকিল।" ৪৯

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, রুদ্র আরও সাতবার রোদন করিলেন। তৎপরে, ব্রহ্মা আরও তাহার সাতটী নাম রাখিলেন যথা,শর্ব্ব, ভব, ভীম, মহাদেব, উগ্র, ঈশান এবং পশুপতি। ৫০-৫১

মায়া, যেরূপে তোমা হইতে বিভক্ত হন, তুমি জগতে সৃষ্টি করিবার জন্য এইরূপে আত্মাকে বিভক্ত কর; তুমিও একজন প্রজাপতি। ৫২

অনন্তর, প্রভু ব্রহ্মা, অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্ধশরীরে নারী হইয়া–সেই নারীর গর্ভে বিরাট পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ৫৩

ভগবান ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, 'প্রজাপতি। সৃষ্টি কর।' অনন্তর বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুর মনুকে সৃষ্টি করিলেন। ৫৪

স্বায়ম্ভুব মনু, তপস্যাপ্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা, তৎকর্তৃক পরিতোষিত হইয়া সৃষ্টির জন্য মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন। ৫৫

দক্ষ উৎপন্ন হইলে, মনু, বিথিকে দশবার প্রণাম করিলেন; তখন ব্রহ্মা, আরও দশজন মানসপুত্র উৎপাদন করিলেন। ৫৬

তাঁহাদিগের নাম-মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসি, ভৃগু এবং নারদ। ৫৭

ব্রহ্মা মনের দ্বারা ইহাদিগকে মনু হইতে উৎপাদন করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে ও ইহাদিগকে “তোমরা সৃষ্টি কর” এই আজ্ঞা প্রদানপূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৫৮

এদিকে পরমেশ্বর বরাহ, মুখ দ্বারা খনন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে বলয়াকারে সপ্তসাগর নির্মাণ করিলেন। ৫৯

বরাহ, সাতবার ভ্রমণে-সপ্তসমুদ্র নির্মাণ ও সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া পৃথিবীর শেষভাগে গমন করিলেন। ৬০

তিনি, পরিমাণে দুই লক্ষ যোজন উন্নত লোকালোক পর্ব্বতকে ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর করিলেন। এইরূপে বরাহ, গৃহের ন্যায় পৃথিবী মণ্ডলের পার্শ্বে সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন করিলেন। ৬১

বিপ্রগণ! আমি এই–তোমাদিগের নিকট আদিসৃষ্টির কথা কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে প্রতিসর্গ (দক্ষাদিকৃতসৃষ্টি) কীর্তন করিতেছি, মহর্ষিগণ শ্রবণ করুন। ৬২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষড়বিংশ অধ্যায় — প্রতিসর্গ বর্ণন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–বরাহাধিষ্ঠিত বলিয়া বারাহ নামে অভিহিত এই সৃষ্টি শ্রবণ করিলে। ১।

অনন্তর, দক্ষপ্রভৃতির কৃত পৃথক পৃথক প্রতিসর্গ বর্ণিত হইতেছে। রুদ্র, বিরাটপুরুষ, মনু, দক্ষ এবং মরীচি প্রভৃতি মানসপুত্রগণ, প্রত্যেকে যে যে সৃষ্টি করিয়াছেন তৎসমুদায়ের নাম প্রতিসর্গ। ২

বিরাটপুত্র মনু, অন্য ছয় মনু সৃষ্টি করিয়া বহুতর প্রজা বৃদ্ধি করিলেন, সেই মনু, প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে যে ছয়টী পুত্র উৎপাদন করেন, তাহারা সকলেই মনু। ৩-৪

তাহাদিগের নাম যথা;–স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, বৈরত, চাক্ষুস এবং মহাতেজা বিবস্বান। ৫

যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধ, বহুতর ভূত, বিদ্যুৎ, মেঘ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মৎস্য, পশু, কীট এবং অন্যান্য জলজ স্থলজ প্রাণী;–স্বায়ম্ভুব মনু পুত্রগণের সহিত এই সমস্ত সৃজন করেন, ইহাকে তাহার প্রতিসর্গ বলা যায়। ৬-৮

স্বায়ম্ভুব পুত্র ছয় জন মনুও স্ব স্ব অধিকার কালে প্রত্যেকে প্রতিসর্গ করিয়া চরাচর ব্যাপ্ত করেন। ৯

ইহ জগতে, বরাহ,-যজ্ঞ যজ্ঞীয় দ্রব্য, যূপ, প্রাগ্বংশ, ধর্ম, অধর্ম এবং যাবতীয় গুণ–সৃষ্টি করেন। ১০

দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি এবং সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্তিত করেন–ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। ১১

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ঊরু হইতে বৈশ্যগণ, পদতল হইতে শূদ্রগণ এবং চারি মুখ হইতে চারি বেদ উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মার প্রতি সর্গ বলিয়া ইহার নাম

ব্রাহ্মসর্গ। ১২-১৩

মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি; কশ্যপ হইতে সমস্ত জগৎ; দেব দৈত্য দানব প্রভৃতি তাহার সৃষ্ট, ইহা মারীচ প্রতিসর্গ। ১৪

অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, চন্দ্র হইতে জগদ্ব্যাপক চন্দ্রবংশ ইহা সোম-সর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ। ১৫

অথর্ব্ববেদ-প্রচারক অঙ্গিরা ঋষির অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়। আর মন্ত্র যন্ত্রাদি সমস্তই অঙ্গিরার সৃষ্ট; ইহা অঙ্গিরার প্রতিসর্গ। ১৬

পুলস্ত্যর পুত্র আজ্যপ-নামক পিতৃগণ এবং বলবীর্য্য সমন্বিত রাক্ষসবৃন্দ ইহা পুলস্তের প্রতিসর্গ। ১৭

সর্পাদি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বহুতর প্রজা পুলহ সৃষ্টি করেন–ইহা পুলহের প্রতিসর্গ। ১৮

প্রোজ্জ্বল সূর্য-সন্নিভ ভূরিতেজা সর্ব্বজ্ঞ অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্য ক্রতুর পুত্র, ইহা ক্রতুর প্রতিসর্গ। ১৯।

অনল সন্নিভ ষড়শীতি-সহস্র প্রাচেতসগণ প্রাচেতার পুত্র; ইহা প্রচেতার প্রতিসর্গ। ২০

সুকালী নামে পিতৃগণ ও অরুন্ধতী-গর্ভ সম্ভূত অন্য পঞ্চাশ জন যোগী বসিষ্ঠের পুত্র, ইহার নাম বসিষ্ঠ প্রতিসর্গ। ২১

ভৃগু হইতে ভার্গবদিগের উৎপত্তি; তাহারা দৈত্যগণের পুরোহিত, কবি এবং মহাপ্রাজ্ঞ; নিখিল জগন্মণ্ডল, তাহাদিগের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা ভার্গব প্রতিসর্গ। ২২

নারদ হইতে নানাবিধ নক্ষত্র, বিমান, প্রশ্ন-উত্তর, নৃত্য-গীত কৌতুক উৎপন্ন হয়, ইহা নারদপ্রতিসর্গ। ২৩

এই দক্ষ মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, বহুপুত্র উৎপাদনপূর্বক তাহাদিগের বিবাহ দিয়া স্বর্গ মর্ত্য পরিপূর্ণ করিলেন। ২৪

তদীয় পুত্রপৌত্রাদির সন্তান সন্ততি অদ্যপি ভুবনমণ্ডলে বর্তমান রহিয়াছে ও উৎপন্ন হইতেছে। ২৫

বিষ্ণুর নয়ন হইতে সূর্য্য, মন হইতে চন্দ্র, কর্ন হইতে বসু ও দশদিক, আর মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল; ইহা বিষ্ণুর প্রতিসর্গ। ২৬-২৭

পরে চন্দ্র, সৃষ্টির জন্য অত্রি-নেত্র হইতে প্রাদুর্ভূত হন আর সূর্য্য কশ্যপপত্নী অদিতি কর্তৃক পূজিত হইয়া কশ্যপের ঔরসে ও অদিতিগর্ভে উৎপন্ন হন। ২৮

রুদ্র হইতে চতুর্বিধ ভূতগণ উৎপন্ন হইল, তন্মধ্যে কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্র রূপধারী এক প্রকার; শৃগালাস্য বানরাস্য আর এক প্রকার; ভল্লুকানন বিড়ালানন অন্যপ্রকার; সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ অপর প্রকার। তাহারা সকলেই নানা শাস্ত্রধারী, কামরূপী এবং মহাবল-পরাক্রান্ত। ইহা রুদ্রের প্রতিসর্গ। ২৯-৩০

হে দ্বিজোত্তমগণ! তোমাদিগকে এই প্রতিসর্গের কথা বলিলাম। এক্ষণে এক এক কল্পশেষে যে দৈনন্দিন প্রলয় হয় তাহা শ্রবণ কর। ৩১

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তবিংশ অধ্যায় — দৈনন্দিন প্রলয় কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মন্বন্তর শব্দে মনুর অধিকার-কাল বোধ হয়, অর্থাৎ এক একজন মনু, যতদিন প্রজাপালন করেন, ততদিন তাহারই নামে মন্বন্তর প্রচলিত হয়, ইহা শুনা আছে। ১

একসপ্ততি দৈবযুগে এক এক মন্বন্তর; চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প; এই কল্পই বিধাতার দিন। ২।

ব্রহ্মার দিনাবসানে, জগতে অত্যন্ত উৎপাত হইতে থাকে; মহামায়া যোগনিদ্রা, ব্রহ্মাকে আশ্রয় করেন। ৩

সেই লোকপিতামহ ব্রহ্মাও অমিততেজা বিষ্ণুর নাভি-কমলে প্রবিষ্ট হইয়া সুখে নিদ্রা যান। ৪

অনন্তর বিষ্ণু, স্বয়ং ত্রৈলোক্যসংহর্তা রুদ্ররূপী হইয়া পূর্বের ন্যায় সমস্ত ভুবনমণ্ডল বিনষ্ট করিতে থাকেন। ৫

তিনি যেমন মহাপ্রলয়কালে, বায়ু-বহ্নি-সাহায্যে সমস্ত দগ্ধ করেন, সেইরূপ দৈনন্দিন প্রলয়েও ত্রিলোক দাহ করেন। ৬

ত্রৈলোক্য দাহ-কালে করাল-কৃশানু-তাপ-পীড়িত মহর্লোকনিবাসিগণ, তাপার্ত হইয়া জন-লোকে গমন করেন। ৭

অনন্তর, রুদ্র, নানাবর্ণ ঘোর-গর্জন প্রলয়কালীন জলদ-জাল দ্বারা মহাবৃষ্টি করাইয়া ধ্রুবলোক পর্যন্ত ব্যাপী উত্তুঙ্গ-তরঙ্গাকুল জলরাশিদ্বারা ভুবনমণ্ডল পরিপূর্ণ করেন এবং সেই পরমেশ্বর, ত্রৈলোক্যকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে রাখিয়া নাগপর্যঙ্কে শয়ন করেন। ৮-১০

সেই জগৎপতি নারায়ণ, ব্রহ্মাকে নাভিকমলে রাখিয়া এবং ত্রৈলোক্য দাহ করিয়া লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে নাগপর্যঙ্কে শয়ন করেন। ১১

যখন কালানলে সমস্ত ভুবনমণ্ডল দগ্ধ হয় এবং ত্রৈলোক্যগ্রাসে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর যোগনিদ্রার বশবর্তী হন, তখন অনন্ত, পৃথিবী ছাড়িয়া তাহার নিকটে গমন করেন। ১২-১৩

অনন্ত, ত্যাগ করিলে পৃথিবী ক্ষণমধ্যে অধোগত হইতে হইতে কুর্ম্ম-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যেন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পড়ে। ১৪

তখন, কুর্ম্ম, পদ-নিকর-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-নিম্ন অবলম্বনপূর্বক জলোপরি ভাসমান দোদুল্যমান পৃথিবীকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন। ১৫

"এই পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে পতিত হইলে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে" ভাবিয়া কুর্ম্মরূপী নারায়ণ তাহাকে ধারণ করেন। ১৬

পৃথিবী, চঞ্চল-জলরাশিসংসর্গে দোদুল্যমান হইলে কূর্ম্ম, বহুতর ব্রহ্মাণ্ড ধারণ-ক্ষম নিজ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেন। ১৭

যথায় ক্ষীরোদ সমুদ্রে নারায়ণ, লক্ষ্মীসমভিব্যাহারে নিদ্রাভিলাষী শেষ নামক পরমেশ্বর মহাবল অনন্ত, তথায় যাইয়া ত্রৈলোক্য-গ্রাসতৃপ্ত সেই পরমেশ্বরকে মধ্যম ফণা দ্বারা ধারণ করেণ; পূর্ব-ফণা পদ্মাকারে উর্ধ্বে বিস্তৃত করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করেন। ১৮-১৯

দক্ষিণ-ফণা তাহার উপাধান করিয়া দেন; উত্তর-ফণা তাহার পাদোপধান করেন। ২০

মহাবল অনন্তরূপী বিষ্ণু, পশ্চিম-ফণাকে তালবৃন্ত করিয়া নিদ্রাভিলাষী দেবদেবকে স্বয়ং ব্যজন করেন। ২১

তিনি নারায়ণের শঙ্খ, চক্র, নন্দকখড়্গ, তুণীর-দ্বয় এবং গরুড়কে, ঈশান ফণার দ্বারা ধারণ করেন। ২২

আর গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু এবং অন্য সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র আগ্নেয়-ফণা দ্বারা ধারণ করেন। ২৩

অনন্ত, এইরূপে নিজদেহকে নারায়ণের শয্যা করিয়া এবং জলমগ্না পৃথিবীর উপর অধো-দেহ স্থাপন করিয়া আপনারই শরীরান্তর জগৎ-কারণ-কারণ জগদ্বীজ নিত্যানন্দ বেদময় ব্রহ্মণ্য জগৎ-কারণ-কর্তা। তৎকালে নারায়ণের নাভি-কমলে ব্রহ্মা ও জঠরাভ্যন্তরে ত্রৈলোক্য বিরাজিত থাকে। ২৪-২৭

ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাধিপতি পরাবরগতি সপরিচ্ছদ লক্ষ্মী-সহচর নারায়ণকে মস্তকে ধারণ করেন। ২৮

অব্যয় নারায়ণ, ব্রহ্ম দিবসের সম-পরিমাণ সন্ধ্যাসহ রাত্রি এইরূপে শয়ন করিয়া অতিবাহিত করেন। ২৯

এই প্রলয়-ব্রহ্মার প্রতি দিনান্তেই হয় বলিয়া পুরাবেতৃগণ ইহাকে "দৈনন্দিন" প্রলয় বলিয়া থাকেন। ৩০

রজনী অতীত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ইহ জগতে পুনরায় সৃষ্টি করিবার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হন। ৩১

ত্রিভুবনকে জলরাশিপূর্ণ ও পুরুষোত্তমকে শয়ান দেখিয়া-ব্রহ্মা, মহামায়া নারায়ণের অঙ্গ-সংস্থিতা বৈষ্ণবী মায়া জগন্ময়ী যোগ নিদ্রাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৩২

নির্বিকারা চিৎশক্তি পরম ব্রহ্মরূপিণী মহামায়া সনাতনী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করি। ৩৩

দেবি। তুমি যোগিগণের তত্ত্ববিদ্যা, তুমি গতি, তুমি স্তুতি, তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি; তুমি আহা-স্বধা, তুমি সঙ্গীতরূপা। ৩৪

তুমি সাম গীতি, তুমি নীতি, তুমি লজ্জা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি সরস্বতী; হে ঈশ্বরি। তুমিই যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা। ৩৫

তুমি কান্তি, তুমি সর্বশক্তি, তুমি বিষ্ণুমূর্তি, তুমিই শিবা; তুমি সর্বলোক ধাত্রী, তুমিই প্রাণিগণের অবিদ্যা। ৩৬

হে দেবি! তুমি ব্রহ্মাণ্ড-ধারিণী আধারশক্তি; তুমিই সর্বজগতের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ৩৭

তুমি সাবিত্রী, তুমি গায়ত্রী, তুমি সৌম্যা, তুমি ভীষণা, আবার তুমিই অতি শোভনা, তুমি নারায়ণের নিত্যসিসৃক্ষা, তুমি সুষুপ্সা, তুমিই সুষুপ্তি। ৩৮

হে পরমেশ্বরি। তুমি, লজ্জা-পুষ্টি-ক্ষমা-শান্তি-ধৃতি; তুমি পৃথিবীরূপে সচরাচর ভুবনমণ্ডল ধারণ করিতেছ। ৩৯

তুমি জল, তুমি জলের কারণ; তুমি সর্বাভ্যন্তরচারিণী; তুমি স্তুতি, তুমি স্তবের যোগ্য, তুমি স্তুতিকারিণী, আবার তুমিই স্তুতিশক্তি। ৪০

আমি তোমাকে কি স্তব করিব? হে পরমেশ্বরি। প্রসন্ন হও; হে জগদম্বে। তোমার পায়ে পড়ি, নারায়ণকে জাগাইয়া দেও ৪১

ব্রহ্মা, লোকধাত্রী মহামায়ার এইরূপ স্তব করিলে তিনি, নারায়ণকে চক্ষু মুখ, নাসিকা, বাহু এবং হৃদয় হইতে নির্গত হইলেন। ৪২

রজোগুণময়ী মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মার নয়নপথে অবস্থিত হইলেন। ৪৩

অনন্তর, নারায়ণ, যোগনিদ্রা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষণমধ্যে ভুজঙ্গশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। ৪৪

অনন্তর, তিনি জলমগ্না পৃথিবীকে বরাহরূপে উদ্ধৃত করিয়া অবিলম্বে জল রাশির উপরিভাগে স্থাপন করেন। ৪৫

পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বৃহৎ নৌকার ন্যায় অবস্থিত হয়, বিস্তৃত দেহ বলিয়া ডুবিয়া যায় না। ৪৬

অনন্তর, নারায়ণ, পৃথিবীতে আসিয়া নিজ মায়াবলে সমস্ত জলরাশি অপসারণপূর্বক প্রাণিগণের স্থিতির জন্য নিজেই সচেষ্ট হন। ৪৭

অনন্তও পূর্ববৎ পৃথিবীতলে গিয়া কুর্মোপরি অবস্থিত হইয়া পৃথিবী ধারণ করেন। ৪৮

অনন্তর, সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সমস্ত প্রজাপতিগণকে উৎপাদন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৪৯

ব্রহ্মা বা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, যখন যে সৃষ্টি করেন, তখন তাহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছাসম্ভূত। ৫০

হে দ্বিজবরগণ! ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি প্রবৃত্ত প্রজা স্রষ্টাদিগের প্রতি পরমব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান্ প্রকৃতি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, পুরুষ এবং মহদাদি প্রকৃতির অনুগ্রহ জন্মে। ৫১-৫২

পুরুষগণ, মহাভূতসমূহ, প্রধান-পুরুষ, ব্রহ্ম, কাল এবং মহদাদি প্রকৃতির অধিষ্ঠান হেতু স্থাবর অথবা জঙ্গম, স্থির অথবা নশ্বর যাহাদের উৎপত্তি হয়, সে সকলেতেই পরম-পুরুষ কারণসমূহে অধিষ্ঠান করেন। ৫৩-৫৪

ভগবান্ হরি, মহাদেবকে যে প্রকারে কল্পান্ত সম্বন্ধীয় সৃষ্টি এবং সংহার দর্শন করাইয়াছিলেন, আমি তাহা বিশেষরূপে তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ৫৫

ভগবান্ মহাদেবকে যেরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের অসারতা দর্শন করাইয়াছেন, সম্প্রতি সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, হে দ্বিজগণ! তাহা শ্রবণ কর। ৫৬

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টাবিংশ অধ্যায় — জগতের অসারত্ব-কীর্তন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–অপরিসীম দুঃখের সাগর এই সারাংশরহিত জগৎ সমূহ যে ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় সেই ক্ষণেই লীন হইতেছে। ১।

নিঃসার জগৎ–যে সকল সারবস্তু অক্লেশে উৎপাদন করিতেছে, পুনর্বার মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সেই জগতেই উক্ত সারবস্তু সকল বিলীন হইতেছে। ২

জগন্নাথ হরি, উৎপত্তি এবং প্রলয় দ্বারা মহাদেবকে ভাবে জগৎ-প্রপঞ্চের নিঃসারতা দেখাইলেন। ৩

একমাত্র মঙ্গলনিধান শান্ত অনন্ত অচ্যুত পরাৎপর জ্ঞানময় বিশিষ্ট অদ্বৈত অব্যগ্র অচিন্ত্যরূপ এক ব্রহ্মাই সার তদ্ভিন্ন সকলই অসার। ৪

যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে এবং যিনি মেঘ জালমণ্ডিত গগনমণ্ডলকে অসার বিশ্বমণ্ডলের সহিত ধারণ করিতেছেন, যোগি পুরুষগণ আত্মস্বরূপ যে পরমাত্মার প্রাপ্তিবাঞ্ছায় সর্ব্বদা অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষা করেন এবং যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজাল-জটিল-সংসারমণ্ডলে পুনর্বার প্রতি নিবৃত্ত হন না;–সেই যোগিগণের আরাধ্য ব্রহ্মাই সার, অন্য সকলই অসার এবং যাহার দ্বারা নিত্যপদ-প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্ত্তক (নিষ্কাম) ধর্ম দ্বিতীয় সার। প্রবর্তক (সকাম) ধর্ম অসার। ৫-৭

বল্মীককুল (উই) যে প্রকার উৎসাহে মৃত্তিকাসঞ্চয় করত স্বীয় স্বার্থসাধন করে, সেইরূপ চতুর ব্যক্তি পাপ-বিমুক্তি এবং পারলৌকিক পথের পাথেয় স্বরূপ ধর্মসঞ্চয় করিবে। ৮

এক ধর্মই সকল প্রকার সাংসারিক কর্ম্মসমূহের মঙ্গলনিদান। এতদ্ভিন্ন অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রভৃতি, সেই ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। ৯

বরং শিরচ্ছেদাদি দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ শতগুণে শ্রেয়স্কর, তথাপি লোক এবং বেদ উভয়গর্হিত ধর্ম-পরিত্যাগ করা অতি অযোগ্য। ১০

এই লোকত্রয় ধর্মকর্তৃক ধৃত। জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ধর্ম হইতে হইতেছে। এবং পূর্বে ত্রিদিবেশ্বর দেবগণ ধর্মবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। ১১

চতুষ্পদ ধর্মরূপ ভগবান নিরন্তর জগৎ পরিপালন করিতেছেন। তিনিই আদি পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। ১২

যে ব্যক্তি ধর্মচ্যুত হয়, সেই ব্যক্তিই ক্ষর নামে অভিহিত এবং যে ব্যক্তি প্রযত্ন-পরিপাল্য স্বধর্ম হইতে চ্যুত না হয়, তাহাকেই অক্ষরসংজ্ঞার অভিধেয় বলা হয়। ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট সার ব্রহ্ম এবং অসার জগতের বিষয় বর্ণনা করিলাম। ১৪।

এই বিষয় স্বয়ং মহাদেব স্বীয় অন্তরে ধ্যানে দর্শন করিয়াছেন। জগন্নাথ বিষ্ণু এই বিষয় দর্শন করাইয়াছিলেন। ১৫

মহাদেব স্বয়ং আত্মধ্যান বলে দর্শন করিয়াছিলেন। নিরাকার হইয়াও মূর্তিমান নির্ম্মায়িক পরমব্রহ্মই সার এবং ধর্ম দ্বিতীয় সারস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন সকলই অসার। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই সার পদার্থ জানিয়াও নিত্য-পদ মোক্ষধাম প্রাপ্ত হন। ১৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ঊনত্রিংশ অধ্যায় — বরাহের ক্রীড়া বর্ণন

ঋষিগণ বলিলেন;–মহাদেব পূর্বে যে চতুর্বিধ ভূতগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা উৎপন্ন হইয়া কি কার্য্য সাধন করিয়াছিল? এবং তাহারা কি নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিল? ১

কাহারও অর্ধ-শরীর বরাহের ন্যায় এবং অর্ধ-শরীর হস্তীর ন্যায়। কোন কোন গণনায়ক কি নিমিত্ত সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভয়ঙ্কর রূপধারী হইয়াছিল? ২

কি নিমিত্ত তাহার নিরন্তর ক্রূর কর্ম্ম করিত? এবং মহাবল প্রমথগণের আহার্য্য কি ছিল? এই সকল বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত আমরা অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ৩।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–হে মুনিগণ! যে প্রকারে শিব হইতে গণসকলের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উৎপন্ন হইয়া যে কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তোমরা তাহা শ্রবণ কর। ৪

সুগোপনীয় ধর্ম-অর্থ কামদায়ী তেজস্বী পরম-তপস্যা-স্বরূপ এই বৃত্তান্ত তোমাদের সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছি। ৫

লোক-যশস্কর, ধনপ্রদ, আয়ুজনক, সন্তোষক, পুষ্টিকারক এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া ইহলোক এবং পরলোকে কোন কষ্ট পায় না। ৬-৭

মুনিবরগণ! অদি বরাহসর্গ শেষ হইলে মহাদেব জগন্নাথ বরাহ দেবকে বলিয়াছিলেন,– প্রভো! আপনি যাহার নিমিত্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, পৃথিবী পূর্বের ন্যায় যথাস্থানে অবস্থাপিত হইয়াছেন। ৮

অতএব আপনার বরাহরূপ ধারণের সার্থক্য সম্পন্ন হইয়াছে। এবং আপনার অনুগ্রহে সাগর সকলের প্রকৃতিস্থিতা, পৃথিবীর উদ্ধার এবং ব্রহ্মা কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ৯-১০

আপনি তেজোময় সর্ব্বময় যজ্ঞস্বরূপ এবং জগতে যে সকল গুরু আছেন, তাহাদেরও আপনি পরাৎপর গুরুস্বরূপ। ১১।

হে পৃথিবীপতে। আপনার বহনে অসমর্থা পৃথিবী বিশীর্ণা হইতেছেন এবং পূর্বে আপনার স্থাপিতা ধরা পর্বতসমূহের সংঘাতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। ১২

অতএব হে ধরাপতে! আপনি বরাহ শরীর ত্যাগ করুন। জগদাত্মক জগদ্রূপ এবং জগতের কারণ-সমূহেরও কারণ-স্বরূপ আপনার এই বরাহ দেহকে অন্য কে বহন করিতে পারিবে; বিশেষতঃ আপনি জলময়-প্রদেশে কামিনী পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীধর্মিণী পৃথিবী আপনার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। ১৩-১৪

হে জগন্নাথ! রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, সেই গর্ভ হইতে যাহার উৎপত্তি হইবে, তাহার দুর্যশ হইবে এবং দেবগন্ধর্বাদির প্রতিদ্বন্দ্বী আসুরীভাব লাভ করিবে। দক্ষের সমীপে লোকপতি ব্রহ্মার নিকট এই কথা শ্রুত হইয়াছি, হে লোকপতে। রজস্বলাসঙ্গমে দোষান্বিত অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহ দেহত্যাগ করুন। ১৫-১৭

আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী লোকনিয়ন্তা এবং সময় মত সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়াদিকার্য্য করিয়া থাকেন। ১৮

অতএব হে মহাবল। লোকহিতের নিমিত্ত প্রকাণ্ড বরাহদেহ ত্যাগ করুন। পুনর্বার উচিতকালে এই দেহ ধারণ করত উপস্থিত কার্য্য সাধন করিবেন। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ভগবান্ বরাহদেব মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত বলিলেন,–হে মহেশ্বর! তুমি যে বাক্য আমাকে বলিলে তোমার সেই বাক্যানুসারে যজ্ঞবরাহদেহ নিশ্চয় ত্যাগ করিব। ২০-২১

এবং তোমার কথানুসারে সময়মত লোকহিতের নিমিত্ত পুনর্বার আশ্চর্য্য বরাহ দেহ ধারণ করিব। ২২

জগতের গুরু জগৎ-স্রষ্টা লোকনিয়ন্তা জগন্নাথ মহাকায় বরাহরূপী ভগবান এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৩

বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে দেবদেব মহাদেব প্রমথগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ২৪

বরাহদেব সেই স্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্বতে বরাহরূপিণী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ২৫

পরমকামুক বরাহরূপী লোকেশ, পর্ব্বতোত্তমে পৃথিবীর সহিত বহুকাল বিলাস করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিলেন না। ২৬

তদনন্তর বরাহদেবের বীর্যে পৃথিবীর গভে মহাবল সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরনামক তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ২৭-২৮

সুবৃত্তাদি মহাবল বরাহ-পুত্রগণ শৈশবকালে পরস্পর মিলিত হইয়া সুমেরু পর্বতের কাঞ্চনময় সানুতে, গহ্বর মধ্যে এবং সরোবরে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। ২৯

হে দ্বিজগণ! বরাহদেব সেইকালে বরাহরূপিণী পৃথিবীর সহিত রমণরসে এবং সুবৃত্তাদিগণের স্নেহে কাম ক্রীড়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৩০

মহাবল বরাহদেব কখন পুত্রগণের সহিত কর্দম মধ্যে অবতরণ করিয়া ভার্যার সহিত কর্দমক্রীড়া করিতেন। ৩১

সন্ধ্যাকালীন রক্ত পীতবর্ণ মেঘ হইতে জল বর্ষণ হইলে যেরূপ শোভা হয়, পিঙ্গলবর্ণ বরাহদেবের সর্বাঙ্গ পঙ্কলিপ্ত হওয়ায় সেইরূপ শোভা সম্পন্ন হইত। ৩২

বরাহ, পুত্র-ত্রয় এবং ধরিত্রীর সহিত বিলাস করত শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পৃথিবীর মধ্যদেশ বরাহ-বিক্রমে নম্র হইল। ৩৩

অনন্তদেবও কূর্ম্মকে আক্রমণ করত পৃথিবী মধ্যস্থায়ী বরাহদেবের বহন ব্যথায় ভগ্নমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন। ৩৪

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর–ইহাদিগের পোত্র (মুখাগ্র) আঘাতে সুমেরুর স্বর্ণবপ্রসকল ভগ্ন হইল। ৩৫

হে দ্বিজগণ! দেবগণ যত্নপূর্বক সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে সুবর্ণ দ্বারা যে সকল রম্য স্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন, বরাহপুত্রগণ সেই স্থানসকল মুখ প্রহারে চূর্ণ করিয়াছিল। ৩৬

মানস প্রভৃতি দেবগণের নির্মল রম্য সরোবর সকল বরাহ-শিশুগণ পোত্রাঘাতে সকলদিকে আবিল করিতে লাগিল। ৩৭

বনিতারূপিণী পৃথিবী বরাহের সহিত রমণ করিয়া তাহার দেহভারে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩৮

সুবৃত্তাদি বরাহ পুত্রগণ সমুদ্র সকলে অবগাহন করত রত্নের সহিত রত্নাকরকে পোত্র দ্বারা ব্যাকুল করিল। ৩৯

সেইকালে ইতস্ততঃ ক্রীড়াপর বরাহপুত্রগণ, পার্বত্য ভূমি, নদী এবং কল্পদ্রুম প্রভৃতিকে ভগ্ন করিল। ৪০

জগৎকর্তা বরাহদেব পুত্রগণদ্বারা জগতের অমঙ্গল হইতেছে জানিয়াও পুত্র বাৎসল্যে স্বয়ং তাহাদিগকে বারণ করিতেন না। ৪১

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর ইচ্ছানুরূপ যেকালে স্বর্গে গমন করিত, তাহাদের আগমন দর্শন করত অমরগণ মরণভয়ে দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতেন। ৪২

যজ্ঞ-বরাহ, এইরূপ ভার্যা এবং পুত্রগণের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করত কখনও সন্তোষলাভ করিলেন না; কিন্তু প্রতিদিনই তাঁহার কামবৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কাম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইত না। ৪৩

ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রিংশ অধ্যায় — বরাহ-শরভসংগ্রাম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তদনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র এবং দেবযোনি-সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ যুক্তি করিয়া অনাদি দেবাদিদেব শরণাগতপালক ভগবানের শরণ লওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় মুনিগণের সহিত জগৎপতি বাসুদেব গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের সমীপে গমন করত প্রণতিপূর্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ২-৩

হে দেবাদিদেব! আপনি জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণসমূহের কারণ; হে কালরূপিন! মহাপুরুষ! ভগবন্! আপনি স্থূলরূপে জগদ্ব্যাপী হইয়াও সূক্ষ্ম রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ৪

হে পুরুষোত্তম পরমেশ্বর! আপনি এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কারী। এবং আপনি স্বয়ং মায়া স্বরূপে জগৎ মোহিত করিতেছেন। হে পরমেশ্বর! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাত্মক ত্রিকালের যে কিছু বস্তু আছে, সকলই আপনার স্বরূপ। অর্থাকাঙ্ক্ষী দরিদ্রগণ আপনাকে লাভ করিলে অকিঞ্চিৎকর অর্থাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হয়। কামুকগণ আপনাকে পাইলে সকাম হইয়া অসুখকর কামক্রীড়া হইতে পরাঙ্মুখ হয়। ৫-৭

ধর্মপরায়ণগণ স্বীয়ধর্মবলে আপনার দর্শন পাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করে এবং মুমুক্ষুগণ আপনার দর্শনে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। হে সর্বাত্মক। কামুক, অর্থী, ধার্মিক এবং মুমুক্ষু প্রভৃতি সকলেই আপনার স্বরূপ। ৮

আপনার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ এবং চরণ হইতে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ৯

হে বিভো! আপনার নেত্র হইতে সূর্য, মন হইতে চন্দ্র এবং কর্ণ হইতে প্রাণ-অপান-প্রভৃতির সহিত পবনদেব জন্মিয়াছেন। ১০

আপনার মস্তক হইতে স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক, নাভিমণ্ডল হইতে আকাশ এবং চরণকমল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছেন। ১১

আপনার কর্ণের অগ্রভাগ হইতে দিক্ এবং জঠর হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ১২

আপনি নির্গুণ এবং নির্ম্মল হইয়াও গুণবান্ অদ্বিতীয় স্বরূপ হইয়াছেন। হে অচ্যুত জগন্নাথ! আপনি উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় প্রভৃতি দেহি ধর্মহীন পরমেশ্বর। ১৩

আর দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দেবগণ, সাধ্য, যক্ষ, মরুগণ এবং মুমুক্ষু যোগিগণ আপনার ধ্যানে কাল অতিবাহিত করেন। ১৪

বিশেষজ্ঞ পরাশরাদি নিঃস্পৃহ মুনিগণ আপনাকে চিরানন্দময় বলেন এবং আপনিই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল আলবাল (জলদান স্থান) এবং ফলের স্বরূপ। ১৫

হে কমলকর! আপনি হস্তচতুষ্টয় অসি, চক্র, পদ্ম এবং ধনু ধারণ করিয়া পদ্মার সহিত শোভা পাইতেছেন; এবং সুমেরুশিখরোপরি সজল-জলদ যেরূপ শোভা পায়, আপনিও গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া তাহা হইতে অধিক শোভায় শোভিত হন। ১৬

আপনিই দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং আপনিই সকল বস্তুর স্বরূপ। ব্রহ্মা, শিব এবং লোকপাল–আমাদের গুণ, স্মরণ করিবার যোগ্য নহে। অতএব হে ভক্তভয়হারিন্! আমরা ভয় হেতু আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ভূতভাবন ভগবান এই প্রকার ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর রবে বলিলেন,–হে দেবগণ! তোমরা যে ভয়-নিমিত্ত আগমন করিয়াছ এবং আমার দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয় শান্তি হইবে, তাহা শীঘ্র বল। ১৮-১৯

দেবগণ বলিলেন, যজ্ঞ-বরাহের ক্রীড়াহেতু পৃথিবী প্রতিদিন শীর্ণ বিশীর্ণ হইতেছেন। লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তি লাভ করিতেছে না। ২০

শুষ্ক অলাবু ফলের উপরে আঘাত করিলে সে যে প্রকার খণ্ড খণ্ড হয়, যজ্ঞ বরাহের খুরের আঘাতে পৃথিবীও সেইরূপ বিদীর্ন হইতেছেন। ২১

বরাহদেবের সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরনামক প্রলয়াগ্নির ন্যায় তেজস্বী যে তিনটি পুত্র আছেন, তাহারাও আঘাতে পৃথিবীকে জীর্ণ করিতেছেন। ২২

হে জগদীশ্বর! তাহাদের কর্দম-ক্রীড়া-হেতু মানসাদি উত্তম উত্তম সরোবর সকল ভগ্ন হইয়াছে, অদ্যাপি পূর্ববৎ শোভা ধারণ করিতেছে না। ২৩

মহাবল বরাহপুত্রগণ মন্দারাদি দেবতরু সকলকে ভগ্নপ্রায় করিয়াছেন। পারিজাত তরু–পুষ্প, ফল, পত্র প্রভৃতি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিতেছে। ২৪

হে মহাবাহো! যে কালে সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রগণ, অত্রি গিরির উন্নতশিখর হইতে লবণ সমুদ্রের জলে লম্ফ প্রদান করেন, সেই সময়ে তাহাদের লম্ফন-বেগে উত্থিত জল-প্রবাহে ত্রিভুবন মগ্নপ্রায় হয়। ২৫

লোক সকল জলমগ্ন হইয়া প্রাণভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করত প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পুত্রকলহ ত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে ধাবমান হয়। ২৬

যজ্ঞবরাহপুত্রগণ যেকালে ইচ্ছানুরূপ স্বর্গে গমন করেন, তাহাদের দর্শনে অতিশয় ভীত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিয়াও চিত্তের শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ২৭

ক্রীড়াপরায়ণ বরাহপুত্রগণ, পর্বত সকলের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীও পর্বত-পতন-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অধোগামিনী হন। ২৮

হে জগদীশ্বর বৈকুণ্ঠনাথ! এই প্রকার বরাহপুত্রগণের ক্রীড়ায় ত্রিলোক বিনষ্টপ্রায় হইতেছে। অতএব হে ধরাপতে! আপনি ধরার প্রতি সদয় হউন। ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–জনার্দন দেবগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে বিশেষরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

যে নিমিত্ত দেবগণ এবং প্রজাগণ মহাদুঃখ পাইতেছে এবং পৃথিবীও বিদীর্ণ হইতেছে, এই সকল দুঃখের কারণস্বরূপ বরাহদেহ ত্যাগ করিব; কিন্তু সুখাসক্ত সেই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না। ৩১

অতএব হে মহাদেব! তোমার যত্নে আমি বরাহদেহ ত্যাগ করিব। ৩২

ব্রহ্মন্! তুমি মহাদেবকে নিজ তেজে পুষ্ট কর। দেবগণ মহাদেবকেও আপ্যায়িত করুন। ৩৩

মহাদেব সকলের উৎসাহে যজ্ঞবরাহকে বিনাশ করুন! রজস্বলার সঙ্গমে এবং ব্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। ৩৪

প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অখণ্ডনীয় পাপের এই প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কেননা, প্রাণত্যাগ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়। ৩৫

প্রজাপণের পালনার্থে আমার জন্ম, সেই প্রজাই যখন আমার নিমিত্ত প্রতিদিন মহাদুঃখ অনুভব করিতেছে, তখন প্রজাহিতের নিমিত্ত আমি শীঘ্রই বরাহদেহ পরিত্যাগ করিব। ৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ব্রহ্মা এবং মহাদেব এই প্রকার ভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে গোবিন্দ! আপনি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্য করুন। ৩৭

ভগবান বাসুদেব দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে গমনের আদেশ করিয়া বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণের নিমিত্ত ধ্যানপর হইলেন। ৩৮

মাধব ক্রমশ বরাহ-দেহ হইতে তেজ আকর্ষণ করিলে সেই দেহ সত্ত্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩৯-৪০

ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজ বিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ৪১

নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার করায় তিনি অত্যন্ত বলবান হইলেন। ৪২

তদনন্তর মহাদেব উর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণ সমন্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ করিলেন। ৪৩

দুইলক্ষ যোজন উন্নত, দেড়লক্ষ যোজন বিস্তৃত, ঊর্ধ্বে একলক্ষ যোজন বিস্তৃত। ৪৪

পার্শ্বে অর্ধ লক্ষ যোজন পরিমাণে দীর্ঘ বরাহশরীর বৃদ্ধি পাইল। ৪৫

তদনন্তর যজ্ঞবরাহ, মস্তক দ্বারা চন্দ্র-স্পর্শী সুদীর্ঘ নাসিকা এবং নখরবিশিষ্ট অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃতমুখে অষ্ট-দন্ত-শোভিত। ৪৬-৪৭

শরীরানুরূপ-দীর্ঘ পুচ্ছধারী, পৃষ্ঠদেশে পাদচতুষ্টয় দ্বারা বিরাজমান, মুখে ভয়ানক শব্দকারী এবং ইতস্ততঃ শরীরবিস্তারী শরভরূপী মহাদেবকে দর্শন করিলেন। ৪৮

সুবৃত্ত, কনক, ঘোর এই তিন জন মহাবল ভ্রাতা শরভের বেগে আগমন দর্শন করিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন! ৪০

তাহারা একেবারে শরভশরীরে পোত্রের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫০

বরাহ-পুত্রত্রয় মায়াতে শরভের ন্যায় দীর্ঘ হইয়া বিষম প্রহারে শরভকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ৫১

শরভ, বরাহপুত্রগণের বিষম পোত্র-প্রহারে পৃথিবী হইতে গম্ভীর সমুদ্রজলে পতিত হইলেন। ৫২

মকরাদি হিংস্রজলজন্তুপূর্ণ মহোদধিতে শরভ পতিত হইলে বরাহপুত্রগণ ক্রোধবশতঃ লম্ফপ্রদান করিয়া সমুদ্রজলে নিপতিত হইল। ৫৩

হে দ্বিজগণ! যজ্ঞবরাহ সুবৃত্তাদির সমুদ্রজলে পতন দেখিয়া পুত্রস্নেহে এবং শত্রুর প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিলেন। ৫৪

তাহাদের পতনবেগে স্বর্গবাসী দেবগণ এবং গ্রহ নক্ষত্রগণ ভগ্ন হইল। ৫৫

কোন কোন দেব নিহত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। কোন কোন জ্ঞানিদেব মহর্লোক আশ্রয় করিলেন। ৫৬

নক্ষত্রগ্রহ রাশিচক্র হইতে মহীতলে পতিত হইয়া –হে দ্বিজগণ। পৃথিবীকে দীপ্তিরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ করিল। ৫৭।

তাহাদের পতনবেগে যে প্রচণ্ড বায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সকল পৃথিবীতে ভগ্নশৃঙ্গ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন পর্বত ঐভাবে সমুদ্রজলে পতিত হইল। ৫৮-৫৯

কোন পর্বত, পর্ব্বতের উপর পতিত হইয়া পার্বত্য জীবজন্তু এবং বৃক্ষ সকলকে নাশ করত পৃথিবীতে স্থির হইল। ৬০

কোন পর্বত বায়ু দ্বারা বিমর্দিত হইয়া পতনবেগে পৃথিবীস্থ জন্তুসকল নষ্ট করিল। অচল সকল পৃথিবীতে পতিত হইয়া পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে চলৎশক্তি সম্পন্নের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। ৬২-৬১

সপুত্র যজ্ঞবরাহ, শরভ এবং বিশালশৃঙ্গ পর্বতগণ সমুদ্রে পতিত হইয়া জল উচ্ছলিত করিয়াছিলেন। ৬৩

তাঁহাদের পতনবেগে সলিলরাশি উৎক্ষিপ্ত হইলে সাগরসমূহ কিঞ্চিৎকাল পরে নির্জলবৎ হইয়াছিল। ৬৪

তাঁহাদের উৎক্ষিপ্ত জল-প্রবাহে পৃথিবী পূর্ণ হইলে প্রজা সকল নষ্ট হইতে লাগিল। মরণদশাপন্ন প্রজা সকল জলে সন্তরণ করত শরণার্থী হইয়া ম্রিয়মাণ হইল। ৬৫

'হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা সুত!' ইত্যাদি সম্বোধনে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ৬৬

যে দিকে শরভ, বরাহগণের সহিত নিপতিত হইয়াছিলেন, সেইদিকে পৃথিবী তাহাদের চরণভরে বিদীর্ণ হইয়া মগ্ন হইলেন। ৬৭

অপর দিকে বরাহাদির পরাক্রমে চঞ্চলা পৃথিবী পর্বতসহ উত্থিত হইয়া জনলোকে উঠিল। ৬৮

শরভ, সেইকালে ভয় এবং শ্রমান্বিত হইয়া বরাহবিক্রম হেতু চঞ্চলা, জন লোকগামিনী পৃথিবীকে সোপানপংক্তির ন্যায় দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ৬৯-৭০

তদনন্তর বরাহগণ পোত্র (মুখাগ্র) প্রহার, খুরাঘাত, দন্তপ্রহার এবং ভয়ানক গাত্রনিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭১

শরতও দন্তাগ্রপ্রহার, তীক্ষ্ণ নখাঘাত, পুচ্ছাঘাত এবং ভয়ানক মুখাঘাত দ্বারা যজ্ঞবরাহ এবং তৎপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭২।

একক শরভ বরাহচতুষ্টয়ের সহিত সমানভাবে সহস্র বৎসর পর্যন্ত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। ৭৩

তাঁহাদের বেগের সহিত প্রহার, ভ্রমণ, গমন, আগমন, আস্ফোটন এবং বিকট শব্দে কদ্রুপুত্রগণের সহিত পন্নগসমূহ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল। ৭৪

তদনন্তর তাহারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উপর উত্থান করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করত ভূমিসাৎ হইলেন। ৭৫

অনন্ত কচ্ছপের সহিত অতিকষ্টে বহু পরিশ্রমে পৃথিবী ধারণে যত্ন করিয়া ছিলেন এবং তাহারা অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করায় ভগ্নমস্তক হইয়া বহু সন্তাপ অনুভব করিয়াছিলেন। ৭৬

অনন্ত, স্ববশে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত সমভূমিতে পরিণত করিলে, জল প্রবাহে জলজন্তুর সহিত পরস্পর যুধ্যমান বরাহগণ এবং শরভ নিবিষ্ট হইলে উদ্বেল সমুদ্রজলে জগৎ জলমগ্ন

হইল। ৭৭-৭৮

তখন সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা হরিকে চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, ভগবন্! ত্রিভুবনবাসী সুরাসুর মানব সকলে নষ্ট হইয়াছে। ৭৯

স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎও বিধ্বস্ত হইয়াছে। হে জগন্নাথ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য এবং সরীসৃপ (সর্পাদি) এবং তপস্বী মুনিগণ সকলে অকালে নষ্ট হইয়াছে। ৮০

হে জগৎপতে! আপনি সকলের পালক এবং প্রভু। অতএব আমাদিগকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করুন। ৮১

বরাহদেবকে উপসংহার করিয়া চরাচরের সহিত পৃথিবীকে সংস্থাপন করুন। ৮২

ভগবান, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবন সংস্থাপনার্থে যত্নবান হইলেন। ৮৩

তদনন্তর বেদপ্রতিপাদ্য এবং বেদস্থাপক হরি, রোহিত মৎস্যরূপী হইয়া লোকহিতের নিমিত্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদসকল ধারণ করিলেন। ৮৪

বসিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি তপোবন ভরদ্বাজকে পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া উত্তম নৌকায় আরোহণ করত জলমধ্যে উপস্থিত হইলেন। ৮৫

তদনন্তর, ভগবান্ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার সহিত বরাহদেবের যে স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। ৮৬

ভগবান, বরাহগণের পোত্রাঘাতে অতিশয় পীড়িত এবং শ্রমযুক্ত মহাদেবকে বিস্তৃত বদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সমীপাগত দেখিয়া দেবগণের সম্মুখে নৃসিংহ মূর্তিকে স্মরণ করিলেন। ৮৭

ভগবান স্মরণমাত্রেই যজ্ঞবরাহের হিতের নিমিত্ত লোকস্রষ্ঠা নরসিংহদেবের আগমনদর্শন করিয়া তদীয় শরীর হইতে নিজতেজ আকর্ষণ করিলেন। ৮৮

বরাহগণ এবং শরভ, নৃসিংহশরীর হইতে সূর্য্যসদৃশ তেজ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইল দর্শন করিলেন। বরাহ, নৃসিংহদেবকে নিস্তেজ দর্শন করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ৮৯

তদনন্তর, বরাহনিশ্বাসে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট বৃহৎপরিমাণ অনেক বরাহ উৎপন্ন হইল। তাহারা নির্ভয় চিত্তে অনেক প্রকার মায়া অবলম্বন করিয়া শরভরূপী মহাদেবকে আঘাত করিতে লাগিল এবং নৃসিংহের সাহায্যে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ করত মহাদেবকে বিমথিত করিল। ৯০

মায়াবলে বরাহগণ কখন ভয়ঙ্কর পক্ষী, কখন গো, অশ্ব এবং মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া কখন নৃসিংহ বরাহ এবং শৃগাল প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকটন করিয়া মহাদেবকে অতিশয় ব্যথাযুক্ত করিলে ভগবান্ মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শরভরূপী মহাদেবকে নিজ কর দ্বারা স্পর্শ করত নিজ শরীরস্থিত তেজ তাহার দেহে সঞ্চার করিলেন। ৯১-৯৩

অনন্তর মহাদেব, সর্ব্বলোকনিয়ন্তা বিষ্ণুর স্পর্শে ব্যথাহীন এবং আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল ধারণ করিলেন। ৯৪

তদনন্তর পরাক্রমশালী শরভের ভয়ঙ্কর-শব্দে চতুর্দশ ভুবন পূর্ণ হইল। ৯৫

মহাদেবেরও প্রচণ্ড শব্দকালে মুখ হইতে হে ফুৎকারনিকর বহির্গত হইয়া ছিল, সেই ফুৎকার হইতে মহাবল তেজস্বী প্রমথগণ উৎপন্ন হইল। ৯৬

বরাহের নিশ্বাসে নানারূপী যে প্রকার মায়াবিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহা অপেক্ষা বলবান্ কুক্কুর, বরাহ, উষ্ট্র, প্লবগ, গোমায়ু, গো, ভল্লুক, মার্জার, মাতঙ্গ, শিশুমার, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ইন্দুর, হয়গ্রীব, হয়মুখ, মহিষ, মনুষ্য, মৃগ, মেষ, কবন্ধ (মস্তকহীন), পাদহীন, বিহস্ত, বহুহস্ত, শরভ, কৃকলাস, মৎস্যবক্ত্র, গ্রীবাবক্ত্র, হ্রস্ব, দীর্ঘ, কৃশ, চতুষ্পদ, অষ্টপাদ, ত্রিপাদ, দ্বিপাদ, একপাদ, ভুরিহস্ত, যক্ষ-কিন্নর-অশ্বাকৃতি, পক্ষযুক্ত, লম্বোদর, মহোদর, দীর্ঘোদর, স্থূলকেশ, বহুকর্ণ, বিকর্ণ, স্থূলাধর, দীর্ঘদন্ত, দীর্ঘশ্মশ্রু প্রভৃতি ত্রিভুবনে যতপ্রকার জন্তু

আছে, তাহাদের প্রত্যেকের সমনাবয়ব চতুর্দশটী করিয়া পুত্রের সহিত গণসকল শিবের মুখনির্গত ফেন হইতে উৎপন্ন হইল। ৯৭-১০৩

স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভুবনে সে প্রকার কোন জন্তু ছিল না। যাহাদিগের সমানরূপিগণ–শিব হইতে উৎপন্ন হয় নাই। ১০৪

শিবগণ সকলে ভিন্দিপাল, খড্গ, পরিঘ, তোমর, অঙ্কুশ, অসি, পাশ, শঙ্কু, খট্বাঙ্গ, ত্রিশূল, কপাল, শক্তি, দাত্র, শূলী, রীশাগ্র, যষ্টি, ভিত্তি, কণ্টক, পাশ, শরাতিগ, কোদণ্ড প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছিল; এবং বলবানগণ জটা, চন্দ্র এবং কপাল প্রভৃতি শৈব লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়াছিল। ১০৫-১০৮

কোন কোন গণ মহাদেবের রূপ ধারণ এবং বাহনে আরোহণ করিয়া তাহার ন্যায় জটাকীর্ণ মস্তকে অর্ধচন্দ্র ধারণ করত কিরণমণ্ডলে দিন্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন। কেহ বা মহাদেবের ন্যায় অর্ধাঙ্গে পর্বত-নন্দিনীকে ধারণ করিয়া রমণোৎসুক হইয়াছিলেন। ১০৯

হে দ্বিজগণ! সকলেই স্বেচ্ছাক্রমে আকাশাদি বিচরণ করিতে পারেন, কেহ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ লোহিতবর্ণ এবং রক্ত, পীত, চিত্র, হরিত, কপিল, অর্ধপীত, অর্দ্ধনীল, ধবল, পীন, অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্ধশুক্ল, একবর্ণ, দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, বহুবর্ণ, চতুর্থবর্ণ, পঞ্চমবর্ণ, ষষ্ঠবর্ণ এবং দশবর্ণ বিশিষ্ট প্রমথ ডিণ্ডিম, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, বংশ, ঝর্ঝর, ঝর্ঝরি, মর্দল, বীণা, তন্ত্রী, পঞ্চতন্ত্রী, নর্দট, দর্দর, গোমুখ, নরক, কুণ্ড এবং করতাল প্রভৃতির বাদ্য এবং উচ্চহাস্যদ্বারা ত্রিভুবন আন্দোলিত করিয়া আনন্দিতচিত্তে বরাহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১১০-১১৬

শরভরূপী মহাদেব নিজগণকে আজ্ঞা দিলেন; হে মহাবলগণ! তোমরা ক্রূর নিষ্ঠুর হইয়া ক্রূরকর্ম্মা বরাহগণকে নিষ্ঠুর আঘাত কর। ১১৭

তদনন্তর নানাপ্রকার অস্ত্রধারী প্রমথগণ মহাদেবের আদেশে বরাহগণের সহিত ক্রূর দৃষ্টিতে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ১১৮

আকাশচারী শরভ এবং বরাহের গণ জলপূর্ণ ভূমণ্ডল ত্যাগ করিয়া আকাশমধ্যেই সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১৯

তদনন্তর প্রলয়পবন যে প্রকার পয়োধির দুরবস্থা করে, সেই প্রকার মহাবল প্রমথগণ বরাহের গণকে নষ্ট করিল। ১২০

বরাহ, স্বকীয়গণের সহিত বরাহসমূহের নাশ দেখিয়া পূর্ব পশ্চাৎবৃত্তান্ত চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২১

ভগবান, বরাহকে চিন্তান্বিত দর্শন করিয়া সকল বৃত্তান্ত তাহার মনোগোচর করিলেন এবং বরাহও দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। সেই কালে মহাবল শরভরূপী ভর্গ মহাদেব, দন্তাঘাতে নরসিংহকে দুইখণ্ড করিলেন। ১২২-১২৩

নরসিংহ, শরভদন্তাঘাতে দুইখণ্ড হইলে তাহার নররূপ অর্ধ দেহ হইতে মহাতপা দিব্যাকৃতি মুনিরূপী নর এবং সিংহাকৃতি অর্ধদেহ হইতে মহাতপস্বী নারায়ণ নামক জনার্দন উৎপন্ন হইলেন। ১২৪-১২৬

মহাত্মা নর এবং নারায়ণ সৃষ্টির প্রধান কারণস্বরূপ; যাহাদের অলৌকিক প্রভাব শাস্ত্র, বেদ, তপস্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ। ১২৭

হরি, নর নারায়ণকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত মৎস্যদেবরক্ষিত নৌকায় সংস্থাপিত করিয়া শরভ এবং বরাহের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১২৮

পরমেশ্বর বরাহদেব "আমি লোকহিতের নিমিত্ত অবশ্যই শরীরত্যাগ করিব।" এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াই হরি ব্রহ্মা এবং শম্ভু সহিত এই উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ১২৯

এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরমেশ্বর বরাহদেব শরভকে বলিলেন–হে মহাদেব। আমি দেব ঋত্বিজ প্রভৃতি সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত দেহত্যাগ করিব। আমাকে দেহ ত্যাগ করিতে বিসর্জন কর। ১৩০-১৩১

হে মহাত্মন্! আমার অঙ্গসমষ্টিতে যজ্ঞযূপ নির্মাণ করত পৃথক পৃথক্ অঙ্গ দ্বারা সমিৎ বাদি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নির্মাণ করিবে। আমার দেহোৎপন্ন যজ্ঞীয়-দ্রব্যসমূহ বিধিপূর্বক পৃথিবীতে স্থাপন করিবে। ১৩২-১৩৩

এই রূপে যজ্ঞ বিহিত হইলে, সেই যজ্ঞ হইতে দেব এবং অন্যান্য প্রকার প্রজা এবং অন্নাদির সহিত যোগিগণ উৎপন্ন হইবেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল দ্রব্যই জন্মিবে। যেহেতু এই জগৎই যজ্ঞস্বরূপ। ১৩৪

রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভধারণ করিয়াছেন, হে ভর্গ! এই গর্ভপ্রসূত বালককে চিরকাল রক্ষা করিবে। ১৩৫

পৃথিবী যে কালে ভারাক্রান্ত হইয়া তোমার নিকট পুত্রবধের প্রার্থনা করিবে, সেই কালে পৃথিবীপুত্রকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবে। ১৩৬

যে কালে পৃথিবী ভারে পীড়িতা হইয়া একশত যোজন পাতাল মধ্যে মগ্ন হইবেন, আমি সেই কালে শৃঙ্গবিরাজিত বরাহ-রূপ ধারণ করত ইহাকে উদ্ধার করিব। ১৩৭

তোমার বীর্যে উৎপন্ন ষান্মাতুর নামে যে পুত্র দেবগণের সেনাপতি হইয়া অসুর-সংহার করিবেন, তিনিই কার্য শেষ হইলে, আমাকে বরাহ-মূর্ত্তি ত্যাগ করাইবেন। ১৩৮

হে দ্বিজবরগণ! মহাবল যজ্ঞ বরাহ এই প্রকার বলিলে, তাহার দেহ হইতে কোটি সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী এবং জবাপুষ্প সমান লোহিত-বর্ণ তেজ নির্গত হইয়া ভগবান্ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। ১৩৯-১৪০

হে দ্বিজগণ! বরাহ-দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ হরির অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে, ভগবান বরাহ;– নিজপুত্র সুবৃত্র, কনক এবং ঘোরের দেহ হইতে নিজ তেজ গ্রহণ করিলেন। ১৪১

যজ্ঞবরাহের ন্যায় সুবৃত্তাদি তদীয় পুত্রগণের দেহ হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান তেজ পৃথক পৃথকরূপে নির্গত হইয়া হরির দেহে প্রবেশ করিল। ১৪২-১৪৩

তদনন্তর হরি এবং ভর্গ মহাদেব, বরাহের বাক্য শ্রবণ করত অঙ্গীকার করিলেন এবং পুত্রের সহিত বরাহের প্রাণ ত্যাগের নিমিত্ত মহান্ যত্ন করিতে লাগিলেন। ১৪৪

তদনন্তর শরভ, বিষম মুখ-প্রহারদ্বারা বরাহের কণ্ঠদেশ হইতে শরীর ছেদন করত সেই জলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪৫

শরভ,–এই প্রকারে প্রথমে বরাহ-দেহকে জলসাৎ করিয়া সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রয়ের কণ্ঠদেশ ছেদন করত পূর্ব্ববৎ সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪৬

প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বরাহগণ সমুদ্রজলে পতনকালে জলের প্রচণ্ড শব্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ১৪৭

এইরূপে বরাহগণ পতিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর মিলিত হইয়া পুনর্বার জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪৮

হে দ্বিজবরগণ! চারিভাগে বিভক্ত ষষ্টিশত সহস্র সংখ্যক প্রমথগণ আগমন করত মহাদেবের অর্চনা করিলেন। ১৪৯

চারিভাগে বিভক্ত প্রমথগণের মধ্যে একভাগে নানারূপধারী জটা এবং অর্ধচন্দ্রবিশিষ্ট যে ষোড়শ সহস্র প্রমথ ছিলেন, ভোগবিমুখ ধ্যানপরায়ণ যোগী, মদ-মাৎসর্য-দম্ভ-অহঙ্কার-রহিত নিষ্পাপ সেই মহাত্মাগণ মহাদেবের আনন্দ জন্মাইতেন। ১৫০-১৫১

তাঁহারা কখন কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেন না। এবং স্রক্ চন্দনাদি উপভোগ্য বিষয়ে তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। তাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি সংসারসুখে নিরভিলাষ হইয়া নিয়ম অবলম্বন করত যোগশিক্ষার নিমিত্ত ধ্যান পরায়ণ মহাদেবকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ব্রতাদি পালন করিতেন এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনাহারে থাকিতে ক্লেশ বোধ করিতেন না। ১৫২-৫৩

যেকালে অম্বিকাপতি মহাদেব জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম চিন্তা করিতেন, সেইকালে প্রমথগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। ১৫৪০

অণিমা লঘিমা প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য্য সমন্বিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি স্বরূপে সেই ষোড়শ কোটী প্রমথগণ ব্রতপর ছিলেন। ১৫৫

এতদ্ভিন্ন অন্য প্রমথগণ কামুক এবং মহাদেবের ক্রীড়া বিষয়ে সহায়; বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত, জটা-অর্ধচন্দ্রবিশিষ্ট, শিবের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃষারূঢ়, উমার ন্যায় সুন্দরী কামিনীগণ-সেবিত, বিচিত্র মাল্যশোভিত স্বর্গীয় পুষ্পমাল্যধারী উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগামী আট কোটী প্রমথ, রমণোচিত বেশভূষা ধারণ করিত। ১৫৬-১৫৮

মহামনা প্রমথগণ মহাদেবের ন্যায় অর্ধ-অঙ্গে হর এবং অর্ধ-অঙ্গে গৌরীর রূপ ধারণ করত শরীরের বামার্ধে পার্বতীরূপধারী মহাদেবের অনুগমন করিতেন। ১৫৯

মহাদেব পার্বতীর সহিত যেকালে সুখে বিলাসাদি করেন, সেইকাল অর্ধাঙ্গে হর অর্ধাঙ্গে গৌরীর রূপধারী প্রমথগণ দ্বারপাল হন। ১৬০

প্রতিদিন যেকালে মহাদেব আকাশ পথে বিচরণ করেন; উক্ত প্রমথগণ সেই সময়ে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিচরণ করেন। ১৬১

এবং তিনি যেকালে ধ্যান করিতে আরম্ভ করেন, তাহারা সেই সময়ে জলাদি দ্বারা তাহার পরিচর্যা করেন। সেই প্রমথগণ নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারেন। ১৬২

যে মহাবল বীর প্রমথগণ যুদ্ধভূমিতে গমন করত শত্রুবল বিদলিত করেন, তাহাদের সংখ্যা নয় কোটি। ১৬৩

গায়ক প্রমথগণ, মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতির বাদ্যানুসারে মধুরস্বরে গান করত মহাদেবের সমীপে নৃত্য করেন। ১৬৪

তিন কোটিসংখ্যক নানারূপ-ধারী সেই প্রমথগণ বিচরণপর মহাদেবের নিরন্তর পশ্চাতে গমন করেন। ১৬৫

সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ বলবান্ প্রমথগণ সকলেই মায়াবলে সকল কার্য্য সাধন করিতে পারেন এবং সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, সকলেই ইচ্ছানুরূপ সকল স্থানেই সকল সকল সময়ে যাইতে পারেন। ১৬৬

অধিক কি বলিব, অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্যশালী মহাবল মহাদেব ভক্ত প্রমথগণ মুহূর্তকালমধ্যে ত্রিভুবন গমন করত পুনর্বার প্রত্যাগমন করিতে পারেন। ১৬৭।

রুদ্রনামক অন্য প্রমথগণ জটা এবং অর্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরেন্দ্রের আদেশে সর্বদা স্বর্গে বাস করিতেন। ১৬৮

এক কোটিসংখ্যক বলবান্ সেই প্রমথগণ নিরন্তর মহাদেবের সেবা করিতেন। ১৬৯

যে প্রমথগণ পাপাত্মাগণকে নিজ মহিমায় বিস্ময়ান্বিত করত ধার্মিক ব্যক্তি সকলকে পরিপালন করিতেন এবং মহাদেবের ব্রতাবলম্বী মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহকরত জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের সদাতন বিঘ্ন বিনাশ করিতেন, তাঁহারা ছত্রিশ কোটি সংখ্যক ছিলেন। ১৭০

বরাহগণের নিধন দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত এবং মহাদেবের সেবার জন্য এই প্রমথগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭১

শরভরূপী মহাদেব,–বরাহগণ, নরসিংহ এবং হরিকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্তাপূর্বক যে শব্দ করিয়াছিলেন, সেই শব্দ-কালে মুখ হইতে নির্গত শীকর হইতে তাহাদের উৎপত্তি হেতু বহুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৭২-১৭৩

ক্রুর দর্শনে, ক্রূর যুদ্ধে এবং ক্রূর কার্য্যে বরাহগণকে হননেচ্ছু মহাদেবের ইচ্ছা বশত প্রমথগণ ভয়ঙ্কর এবং ক্রূরকর্ম্মা হইয়াছিল। ১৭৪

মহাবল প্রমথগণ যদিও ক্রূরকার্য্য করিত না, তথাপি তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ করিত এবং যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও ক্রূরকার্য্য করিত, তাহা হইলে তাহাদের অত্যন্ত ক্রূরতা প্রকাশ পাইত। ১৭৫

তাহারা পর্বতপ্রান্তে নিবেদিত ফল, জল, পত্র, পুষ্প এবং মূল প্রভৃতি বন্য দ্রব্য ভোজন করিত। ১৭৬

এবং তাহারা ফল-পুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়াও ভোজন করিত। মহাদেবের যে কিছু দ্রব্য ভোজ্য ছিল, তাহারাও সেই সকল ভোজন করিত। ১৭৬

তাহারা চৈত্রমাসীয় চতুর্দশী ভিন্ন সকলদিনেই আমিষান্ন ভোজন করিত। কিন্তু মহাদেব মধুমাসের চতুর্দশীতেও আমিষান্ন ভোজন করিতেন। ১৭৭

তদনন্তর বরাহগণ বিনষ্ট হইলে প্রমথগণ, সেই মহাদেবের সহিত মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। ১৭৮

তাহারা স্বয়ং চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া অতীতকার্য্য সকল কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। এই জন্য ব্রহ্মার বাক্যে ভূতগ্রাম সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন।১৭৯

লোকে পূর্বে চারিপ্রকার ভূতগ্রাম জানিত। ইহারাই ভূতগ্রামপদের অধিকারী হইল। ১৮০

মহাদেবের ভূতগণের যে প্রকার আহার, যে প্রকার অবয়ব, যেরূপ কার্য্য; তাহা তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ১৮১

যে ব্যক্তি সাংখ্য-যোগান্তর্গত এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিবে, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া নিরন্তর উৎসাহপূর্বক যোগবিদ্যায় বিজ্ঞ হইবে। ১৮২

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একত্রিংশ অধ্যায় — বরাহের যজ্ঞরূপত্ব কীৰ্ত্তন

ঋষিগণ বলিলেন, যজ্ঞবরাহের দেহ কি প্রকারে যজ্ঞস্বরূপ হইল? এবং সুবৃত্তাদি বরাহ-পুত্রত্রয় কি প্রকারে অগ্নিস্বরূপ হইলেন? ১

ভগবান, মহাত্মা বরাহ দ্বারা কি নিমিত্ত অকালে ভয়ঙ্কর জন-ক্ষয়-কর প্রলয় করাইলেন? ২

শাখা মৎস্যরূপধারণ করিয়া কি নিমিত্ত বেদ সকল রক্ষা করিলেন? কি প্রকারে পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি হইল? ৩

কোন মহাত্মা পাতাল-মগ্না ধরাকে উদ্ধার করিলেন? হে গুরো। মহাদেব শরভদেহ কি প্রকারে ত্যাগ করিলেন। এবং তিনি দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহ কিরূপে পরিণত হইল? ৪

মহাত্মন্। এই সকল বিষয় আমাদিগকে বলুন। হে দ্বিজবর। আপনি এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। অতএব হে মহামতে! আমরা শ্রবণণাৎসুক হইয়াছি; অনুগ্রহ করিয়া তাহা বলুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন–হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা যে সকল বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিলে, সাবধান হইয়া সৰ্ব্ববেদ-ফলদায়ী তাহার উত্তর শ্রবণ কর। ৬

যজ্ঞদ্বারা দেবগণ তুষ্ট হন, যজ্ঞই সকলের প্রতিষ্ঠাপক; যজ্ঞ ধরণীকে ধারণ করিয়াছেন। যজ্ঞই প্রজাগণকে পাপরাশি হইতে উদ্ধার করেন। ৭

অন্ন হেতু জীবগণ জীবনধারণ করিতেছে, পর্জন্য হইতে সেই অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, পর্জন্য পুনরায় যজ্ঞ বলে জন্মিতেছে। ৮

অতএব সকল জগৎ যজ্ঞময়; মহাদেব কর্তৃক বিদারিত বরাহদেবের দেহ হইতে সেই যজ্ঞ যে প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছি। হে দ্বিজগণ সাবধানে শ্রবণ কর। ৯

শরভ কর্তৃক বরাহদেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহকে গ্রহণ করত আকাশে গমন করিলেন। ১০

বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই দেহ ছেদন করিলেন। ১১

যেহেতু সেই দেহের সন্ধিভাগ সকল পৃথক পৃথক্ যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞ হইল, তাহার কারণ শ্রবণ কর। ১২

ভ্রূদ্বয় এবং নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোমনামক মহাযজ্ঞ হইল; কপোলদেশের উচ্চ স্থান হইতে কর্ণ-মূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোম যজ্ঞ হইল। ১৩

চক্ষু এবং ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিভাগ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞরূপে পরিণত হইল; মুখাগ্র এবং ওষ্ঠের সন্ধিভাগ পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ হইল। ১৪

জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃদ্ধস্তোম এবং বৃহৎস্তোম নামক যজ্ঞদ্বয় হইল। জিহ্বাদেশের অধোদেশ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজযজ্ঞ হইল। ১৫

বেদাধ্যাপনই বৈদিক যজ্ঞ; পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণই পৈতৃক-যজ্ঞ, দেবোদ্দেশে হোমাদি করা দৈব-যজ্ঞ; ছাগাদির বলিদান ভৌতিক-যজ্ঞ; মনুষ্যগণের অতিথির অভ্যর্থনাই নৃযজ্ঞ। ১৬

প্রতিদিন স্নান তর্পণ নিত্য-যজ্ঞ। যজ্ঞবরাহের কণ্ঠসন্ধি এবং জিহ্বা হইতে এই সমস্ত যজ্ঞ ও বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৭

অশ্বমেধ মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্তক সেই যজ্ঞসকল–চরণ-সন্ধি হইতে জন্মিয়াছিল। ১৮

রাজসূয়, অর্থকারী বাজপেয় এবং গ্রহযজ্ঞ-সকল পৃষ্ঠসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯

প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান শ্রাদ্ধ এবং সাবিত্রী প্রভৃতি যজ্ঞ-হৃদয়সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২০

উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্তবিধায়ক যজ্ঞ সকল যজ্ঞরূপী বরাহদেবের মেঢ্র-সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২১

রাক্ষসযজ্ঞ, সর্পযজ্ঞ, সকল প্রকার অভিচারযজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষ-জাপ প্রভৃতি যজ্ঞ খুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২২

মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গীষ্পতি; ভোগজ এবং অগ্নীষোমযজ্ঞ লাঙ্গুল হইতে এবং সংক্রমণাদি কৃত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ এবং দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ লাঙ্গুলসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৩-২৪

তীর্থ-প্রয়োগ, মাস সঙ্কর্ষণ, আর্ক এবং আথর্বণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৫

ঋচোৎকর্ষ ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বনামক যজ্ঞ জানুদেশ হইতে জন্মিয়াছিল। ২৬

হে দ্বিজবরগণ! এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল, অদ্যপি এই যজ্ঞগণই প্রজা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছেন।২৭

যজ্ঞ-বরাহের পোত্র (মুখের অগ্রভাগ) হইতে স্রুক্ এবং নাসিকা হইতে স্রুব উৎপন্ন হইল। অন্য প্রকার স্রুক স্রুব যথাক্রমে পোত্র এবং নাসিকা হইতে হইল। ২৮

হে মুনিসত্তম! তাঁহার গ্রীবাদেশ হইতে প্রাগ্বংশ (হোমগৃহের পূর্বভাগস্থ গৃহ) হইয়াছিল। কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ত্ত, যজুধর্ম প্রভৃতি জন্মিল। ২৯

দন্তসকল হইতে যূপ এবং রোম হইতে কুশ উৎপন্ন হইল। অধ্বর্য্যু, হোতা, কাষ্ঠ-তাহার অগ্রপশ্চাৎ দক্ষিণ বামপাদ হইতে জন্মিল। ৩০-৩১

পুরোডাশ এবং চরু মস্তিষ্ক হইতে এবং নেত্রদ্বয় হইতে করীষ-প্রদীপ্ত-অগ্নির এবং খুর হইতে যজ্ঞকেতুর উৎপত্তি হইল। ৩২।

মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী এবং মেঢ্র হইতে যজ্ঞকুণ্ড হইল। শুক্রধারায় আজ্য এবং যজ্ঞবরাহের কাম হইতে মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল। ৩৩

পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্ঞ জন্মিল। এবং তাহার আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন। তাহার কক্ষ হইতে মুঞ্জার উৎপত্তি হইল। ৩৪

এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবি প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। ৩৫

যজ্ঞরূপে সর্ব্বজগৎ আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ-বরাহের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। ৩৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই প্রকারে যজ্ঞ সৃষ্টি করত সুবৃত্ত কনক এবং ঘোরের নিকট যতুপূর্বক আগমন করিলেন। ৩৭

তদনন্তর দেবত্রয় সুবৃত্তাদির দেহত্রয়কে একত্র করিয়া মুখবায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ৩৮

ব্রহ্মা সুবৃত্তের দেহে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তি হইল। ৩৯

কেশব কনকের শরীর মুখ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে পঞ্চবৈতান-ভোজী গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। ৪০

এই প্রকার মহাদেব, ঘোরের দেহ, মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। ৪১

ত্রিজগদ্ব্যাপী এই অগ্নিত্রয়ই ত্রিভুবনের মূলীভূত কারণ। হে দ্বিজগণ! এই অগ্নিত্রয় প্রতিদিন যেস্থানে অবস্থান করেন, সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অনুচরের সহিত সেই স্থানে বাস

করেন। ৪২

এই অগ্নিত্রয়ই কল্যাণসমূহের আধার এবং ইহারাই দেবতা-স্বরূপ। এই অগ্নিত্রয়ই স্নান-বিধিস্বরূপ এবং পরম পুণ্যাত্মক। ৪৩

যে দেশে এই অগ্নিত্রয় মন্ত্রাদি দ্বারা আহুত হন, সেই দেশে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষস্বরূপ চতুর্বর্গ বিরাজ করেন। ৪৪

হে দ্বিজগণ! তোমাদের প্রশ্নসকলের উত্তর প্রদান করিলাম। ৪৫

যেরূপে যজ্ঞ-বরাহদেহ যজ্ঞ-স্বরূপ হইল এবং তাঁহার পুত্রত্রয় অগ্নিস্বরূপ হইলেন, এই সকল তোমাদের প্রশ্ন অনুসারে উত্তর করিলাম। ৪৬

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় — মনু-কপিল-সংবাদ–প্রলয় কীর্তন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে মহাত্মগণ! ভগবান বরাহদেহ-দ্বারা অকালে সর্বজনক্ষয়কারী প্রলয় করিলেন কেন, তাহা শ্রবণ কর। ১

ভগবান, মৎস্যরূপ ধারণ করত বেদ সকল রক্ষা করিলেন, মহাপাপনাশী সেই বৃত্তান্ত বলিব। ২।

পূর্বে সিদ্ধ ঈশ্বর বিষ্ণু মহামুনি কপিল সাক্ষাৎ হরির স্বরূপ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান। ৩

ভগবান, জগতে এক সিদ্ধ পুত্রের উৎপত্তি ইচ্ছা করিলে তাহার দেহ হইতে সিদ্ধ কপিল উৎপন্ন হন। ৪

মহামুনি কপিল একদিন স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে বলিয়াছিলেন। ৫

কপিল বলিলেন,–হে ব্রহ্মপুত্র মহামতে মনুশ্রেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব! তোমার নিকট আমি একটি বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থিত বিষয় সম্প্রদান কর। ৬

তুমি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করত পরিপালন করিতেছ, অতএব তুমি জগতের পতি। ৭

স্বর্গ-মর্ত্য এবং পাতলবাসী দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জন্তুর তুমিই প্রভু, বর-দাতা এবং সর্বকালীন রক্ষক। ৮

তুমি ধাতা বিধাতা এবং সর্বেশ্বরেশ্বর; তোমাতেই নিরন্তর সকল ত্রিভুবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৯

যেস্থানে তপস্যা করিলে কার্য্য এবং কারণের সহিত ত্রিজগৎপ্রপঞ্চ আমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইবে। ১০

নির্জন ত্রিভুবনেও দুর্লভ পাপনাশক পবিত্র, এবং শুদ্ধজ্ঞানের স্ফুর্তিকারক এতাদৃশ কোন স্থান আমাকে নির্দেশ করিয়া দাও। ১১

আমি সর্ব্বভূতের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইয়া জ্ঞানরূপ দীপালোকে জগজ্জনকে উদ্ধার করিব। ১২

অজ্ঞানরূপ জলনিধিতে নিমগ্ন ত্রিভুবনবাসি-জনগণকে জ্ঞানরূপ প্লব আশ্রয় করাইয়া উদ্ধার করিব। ১৩।

হে জগদীশ্বর। তুমি আমাদের নাথ পূজ্য এবং পালক, অতএব এই বিষয় উপপাদনের যুক্তি বল। ১৪

স্বায়ম্ভুব মনু এই প্রকার মহাত্মা কপিলের বাক্য শ্রবণ করত নিম্নতাত্মা ব্রতাবলম্বী কপিলকে এই বাক্য বলিলেন। ১৫

মনু বলিলেন,–যদ্যপি তুমি জ্ঞানদীপ নির্মাণ করত জগতের হিতকামনায় তপস্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা হইলে স্থানের কি প্রয়োজন? ১৬

হে দ্বিজ! পূর্বে ব্রহ্মা অত্যাশ্চর্য্য তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার নিকট বা অন্য কাহারও নিকট স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। ১৭

মহাদেব বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক দৈবপরিমাণে দশ সহস্র বৎসরকাল পর্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্থান অভিলাষ করেন নাই। ১৮

হে মহামুনে। দেবেন্দ্র, অগ্নি, শমন, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ইহারা দিক্‌পাল হইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারাও স্থানার্থে কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন নাই। ১৯-২০

হে কপিল! এই বিস্তৃত ধরামণ্ডলে দেবগৃহ, তীর্থক্ষেত্র, নদী এবং অনেক অনেক মাহাত্ম্যান্বিত স্থান আছে। ২১

তাহার মধ্যে মনোমত কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিলে তপস্যা কি সিদ্ধ হইবে না? ২২

আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করা কেবল তোমার আত্মশ্লাঘা সূচনা করা মাত্র; তপস্বিগণের আত্মশ্লাঘা করা একান্ত অনুচিত। ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;- সিদ্ধপ্রধান কপিল স্বায়ম্ভুব মনুর এই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপূর্বক বলিলেন,–তোমার জগতে আধিপত্য দেখিয়া তপস্যার নিমিত্ত মনোমত স্থান প্রার্থনা করায় তুমি আমার অবমাননা করিলে এই নিষ্ঠুর বাক্যে বোধ হইতেছে, তুমি ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিয়া গর্বিত হইয়াছ। ২৪-২৬

তোমার নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়া আমি আত্মশ্লাঘী হইয়াছি, অদ্য এই প্রকার অসহ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি না, শীঘ্রই নিজ দুষ্কর্মের ফল অনুভব করিবে। ২৭

দেব, দানব এবং মানব প্রভৃতির সহিত এই ত্রিভুবন শীঘ্রই নষ্ট, বিনষ্ট এবং বিধ্বস্ত হইবে। ২৮

যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি পৃথিবী স্থাপন করিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবী নাশ করিবেন এবং যিনি পালন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই স্থাবর-জঙ্গমের সহিত এই জগৎ নাশ করুন। ২৯

হে স্বায়ম্ভুব। শীঘ্রই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালত্মক হতহত বিধ্বস্ত দেব গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্যপূর্ণ ত্রিজগৎকে জলময় দর্শন করিবে। ৩০

মুনিশ্রেষ্ঠ তপোনিধি কপিল, এই বাক্য বলিয়া সেই স্থান হইতে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন করিলেন। ৩১

মনু, কপিল মুনির কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণবদনে ভবিতব্যতার বলবত্তা বিবেচনায় মহর্ষি কপিলকে আর কিছু বলিলেন না। ৩২

তদনন্তর বুদ্ধিমান স্বায়ম্ভুব মনু, জগৎহিতের নিমিত্ত গরুড়ধ্বজ গোবিন্দের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ৩৩

যে স্থান হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা বহির্গত হইয়াছেন, জগৎকর্তা স্বায়ম্ভুব মনু, বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। মনু সেই স্থানে গমন করত পুণ্যা পাপনাশিনী সর্বকালীন-ফল-শালিনী কোমল এবং সরস-মঞ্জরী-সমন্বিতা শীতলচ্ছায়া দ্বারা সন্তাপ-নিবারিণী শুষ্কপত্র-রহিতা বদরিকা দর্শন করিলেন। ৩৪-৩৬

বদরিকার শাখাগ্র এবং মূল প্রভৃতি অবয়ব গঙ্গার প্রবাহে সিক্ত হইতেছে। নানাপ্রকারে মুনি-ঋষিগণ আগমন করত তথায় তাঁহার তপস্যা করিতেছেন। ৩৭

সেই স্থান সকল প্রকারে মঙ্গলজনক, নানাপ্রকার মৃগগণ ইচ্ছামত সুখে ক্রীড়া করিতেছে। সরোবর সকল, প্রফুল্ল-কমল-সমূহের শোভায় উপশোভিত হইয়াছে, রমণীয় সেই সরোবর দীপ্তিপরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৩৮

লোকভাবন মনু, পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া নিয়তাহারে সেই স্থানে তপস্যা করিতে যত্ন করিলেন। ৩৯

মনু জগতের কারণ সকলের কল্যাণস্বরূপ জগৎসমূহের নাথ, নবীন মেঘ এবং কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমলনয়ন, পীতাম্বর শোভিত গরুড়ারূঢ়, জগন্ময়, লোকনাথ, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-স্বরূপী জগৎকারণ, সহস্রাক্ষ, সহস্রশীর্ষ, সর্বব্যাপী, আধার, অজ এবং বিভুস্বরূপ পরমপুরুষ নানায়ণকে "শুদ্ধ জ্ঞানস্বভাব হিরণ্যগর্ভ অব্যক্তরূপী প্রধান-পুরুষ বাসুদেবকে প্রণবোচ্চারণপূর্বক নমস্কার করি"–সর্ব্বদেবময় এই পরম মন্ত্র জপ করত আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর জগন্নাথ কেশব স্বায়ম্ভুব মনুর উক্ত মন্ত্র জপপূর্বক আরাধনায় শীঘ্রই প্রসন্ন হইলেন। ৪০-৪৫

তদনন্তর, জনার্দন, দুর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ কর্পূরকণা-সদৃশ, উজ্জ্বল-নেত্রদ্বয়-শোভিত ক্ষুদ্র মৎস্যরূপ ধারণ করত তপস্যাপর স্বায়ম্ভুব মনুর সমীপে উপনীত হইলেন এবং ভয়ে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, কারুণ্য-যুক্ত মহাত্মা সায়ম্ভুব মনুকে বলিলেন,–মহাত্মা তপোনিধে! বৃহৎ

বৃহৎ মৎস্যগণ আমার সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ করিয়া আমাকে ভোজনের উপক্রম করে; অতএব ভয়ান্বিত-আমাকে রক্ষা কর। ৪৬-৪৮

হে মহাভাগ! প্রতিদিন মৎস্যগণ আমাকে ভোজন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়; আমি ভীত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি না। অদ্য পুনর্বার সেই বৃহৎ মৎস্যগণ আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। আমিও পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়া জীবনরক্ষা অভিলাষে-হে মহাত্মন! আপনার শরণ লইলাম, আপনার যদ্যপি আমার প্রতি দয়া হয়, তাহা হইলে এই এই শঙ্কট হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি ভয়-চকিত-চিত্ত; এখন আমি চঞ্চল বৃক্ষচ্ছায়া এবং তরঙ্গসকল দর্শন করিয়া মৎস্যদের ভয় আশঙ্কা করিতেছি। ৪৯-৫৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু ক্ষুদ্র মৎস্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত অনুকম্পাপুরঃসর বলিলেন;–আমি তোমাকে রক্ষা করিব। ৫৪।

তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু হস্তমধ্যে জলগ্রহণ করত সেই জলে ক্ষুদ্র মৎস্যটিকে স্থাপন করিয়া তাহার স্বচ্ছন্দক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫৫

তদনন্তর মনু এইরূপে কিছুকাল তাহার বিস্তৃত ক্রীড়া দর্শন করত দয়াবান্ হইয়া জলপূর্ণ অলিঞ্জরে (জ্বালায়) মনোহর সেই মৎস্যকে স্থাপন করিলেন। ৫৬

অনন্তর সেই মৎস্য সেই অলিঞ্জরে অবস্থান করত প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া অল্পকালের মধ্যে সামান্য রোহিত মৎস্যস্বরূপ হইল। ৫৭

মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু প্রতিদিন দশঘট করিয়া জল সেই অলিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিপালন করিতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যও মনুর আশ্রমে অলির মধ্যে মনুদত্ত জলাদি দ্বারা লোমশ বৃহৎ মৎস্য হইল। ৫৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় — মনু-মীন সংবাদ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–অনন্তর মনু স্থূলকায় মৎস্যকে দেখিয়া স্বয়ং হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রস্ফুটকমল-সরোবরে গমন করিলেন। ১

সাতিশয় দয়াশীল মনু পবিত্র নারায়ণশ্রমে একযোজন বিস্তৃত সার্দ্ধযোজন সুদীর্ঘ বহুল মৎস্যসঙ্কুল শীতল স্বচ্ছ-সলিল-রাশিপূর্ণ সেই সরোবরে আগমন পূর্বক মৎস্যকে রাখিয়া পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন, মৎস্যও অচিরকাল মধ্যেই স্থূলকায় হইল। হে দ্বিজগণ! মৎস্য। এরূপ বাড়িয়া উঠিল যে, সেই সরোবরের আর স্থান কুলাইল না। ২-৩

একদা উন্নতকায় মহামৎস্য সরোবরের পূর্ব ও পশ্চিমতীরে মস্তক ও পুচ্ছ স্থাপনপূর্বক উত্থিত হইয়া মহাত্মা মনুর উদ্দেশ্যে "আমাকে রক্ষা কর" এইরূপ চিৎকার করিল। ৫-৬

তখন মনু, মীনশ্রেষ্ঠ এইরূপ চীৎকার করিতেছে জানিয়া আগমনপূর্বক তাহাকে হস্তে গ্রহণ করিতে যাইলেন। ৭

"কি আশ্চর্য! আমি মৎস্যকে তুলিতে পারিতেছি না" এইরূপে ক্ষণিক চিন্তা করত তাহাকে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ৮

মৎস্যরূপী বিশ্বময় ভগবান্ বিষ্ণুও মনুর হস্তে আসিয়া লঘু হইলেন। ৯

অনন্তর মনু, দুই হস্তে তাহাকে উত্তোলনপূর্বক স্কন্ধে করিয়া সমুদ্রে গমন পূর্বক তদীয় তোয়-রাশিতে রাখিলেন। ১০

"এইস্থানে ইচ্ছানুসারে বাড়িতে থাক, কেহই তোমাকে মারিবে না, শীঘ্রই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হও।" ১১

সৌভাগ্যশালী প্রাণিশ্রেষ্ঠ মনু, এই বলিয়া তাহার লঘুতা চিন্তা করত অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ১২

সেই মৎস্য অতিশীঘ্র পূর্ণাবয়ব হইল তদীয় দেহে সমুদয় সমুদ্র ব্যাপ্ত হইল। ১৩

তখন প্রতিভাশালী স্বায়ম্ভুব মনু, শল্ক-পরিবৃত পূর্ণাবয়ব মৎস্যকে শিলাবৃত মানস শৈলের ন্যায় জল অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে ও দেহবিস্তারে সমস্ত সাগরকে নিশ্চলরূপে রোধ করিতে দেখিয়া, আর তাহাকে মৎস্য বোধ করেন নাই। ১৪-১৫

অনন্তর সেই স্বায়ম্ভুব মনু, তৎকালীন তাহার অদ্ভুত মূর্তি সন্দর্শন করত পূর্ব লঘুতা স্মরণ করিয়া বিনীতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;–হে সাধুশ্রেষ্ঠ! ভবদীয় মহত্ব ও লঘুতা সন্দর্শন করিয়া আপনাকে আমার আর মৎস্য বলিয়া বিবেচনা নাই, আপনি কে আমাকে বলুন। আপনি মীনরূপধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর? হে মহাভাগ! যদি ইহা গোপনীয় না হয়, তবে আমাকে বলিতে পারেন। ১৬-১৮

মৎস্য বলিলেন, তুমি যাহাকে প্রতিদিন আরাধনা করিয়া থাক, আমি সেই সনাতন বিষ্ণু; হে প্রজাপতি, তুমি যাহা আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমি মূর্তিমান হইয়া সম্পাদন করিব, পূর্বে এইরূপ অঙ্গীকৃত ছিলাম, তাই তোমার মনোরথ সিদ্ধির জন্য অদ্য অবতীর্ণ হইয়াছি, মনু! আমার এই মূর্তিকে সেই সিদ্ধিদায়িনী জানিও। ১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–মনু অমিততেজা বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শুনিয়া ও স্বয়ং বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ জানিয়া স্তব করিলেন, হে বহ্নি-সূর্য-চন্দ্রনেত্রধারী সনাতন! হে স্থূলসূক্ষ্ম কার্যকারণেশ্বর হরি! আপনাকে প্রণাম করি। ২০-২১

হে পরমারাধ্য হরি! আপনি জগতের সমস্ত কারণ অবগত আছেন, আপনি জগতের আশ্রয়। ২৩

আপনি কার্যকারণ-স্বরূপ আত্মা এবং পবিত্রতাকারিগণের পবিত্রতার কারণ। ২৪

হে ত্রিবিক্রম। ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন হরে! আপনি স্বয়ং স্ব স্ব স্বরূপ ধারণপূর্বক ধরারূপ ধরিয়া সমস্ত লোককে ধারণ করিতেছেন। হে সর্ব্বদেবময়। হে পরম ধ্যানধারিন! হে সুরগণের পরমারাধ্য সুরেশ্বর নারায়ণ! আপনার নিজের জন্ম নাই, তথাপি আপনি জগতের

উৎপত্তিকারণ, আপনি স্বয়ং চরণশূন্য হইলেও সর্বদা গতিশীল। আপনি তেজঃস্বরূপ, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলের অগোচরতা নিবন্ধন স্পর্শজ্ঞানের অগোচর এবং আপনিই সকলের ঈশ্বর; আপনার কেহ ঈশ্বর নাই। ২৫-২৬

আপনি স্বয়ং অনাদি হইলেও সকলের আদি, নিত্য আনন্দই আপনার উৎপত্তিস্থান। ত্রিভুবনের বীজস্বরূপ যে স্বর্ণময় অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বিখ্যাত, সে বীজও আপনার তেজ এবং আপনি তাহাকেই তোয়রাশিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আপনি সকলের আশ্রয়, আপনার কোন আশ্রয় নাই, আপনি সকলের কারণ, আপনার কেহই কারণ নহে। ২৭-২৮

হে সর্ব্বলোক প্রভব! প্রভো! জগদীশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ। ২৯

যে আপনার দশ প্রকার মূর্তি কাম-ক্রোধাদি-ষড়রিপুবর্জিত, হে তেজো রাশি-পতে ভূতভাবন! সেই সকল মূর্তিস্বরূপ আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। ৩০

হে পরেশ! স্থূল হইতে স্থূলতর ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভবদীয় স্বভাব বর্ণনা করিতে কে পারে? যিনি অজ্ঞান-তমসের অতি দূরবর্তী, সূর্য্য-সম-তেজস্বী, সেই আপনাকে আমার সর্ব্বদা নমস্কার। ৩১

যিনি পৃথিবীব্যাপী সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ ও সহস্রনেত্র হইয়াও দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানে স্থিতি করিয়াছিলেন, সেই বীর্যবান্ বিষ্ণু এই স্থানে আগমন পূর্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩২

হে মীন-মুর্তি-ধারিন্! আপনাকে নমস্কার, হে ভগবন হরে। আপনাকে নমস্কার। হে জগদানন্দময়! আপনাকে নমস্কার, হে ভক্তবৎসল! আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। ৩৩

তখন মৎস্যরূপী বাসুদেব স্বায়ম্ভুব মনুর স্তোত্রে পূজিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,– হে সুব্রত! তপস্যা, ভক্তি ও এইরূপ পূজা বিধি দ্বারা বারংবার পূজিত হইয়া আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। ৩৪-৩৫

মনোরথ সিদ্ধির জন্য তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব, প্রদান বিষয়ে আমার বিচার নাই; যাহা ত্রিভুবনের হিতকারী এরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ৩৬

মনু বলিলেন;–হে বিষ্ণো! সর্ব্বলোক হিতকর বর যদি আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি তাহার বিষয় এক্ষণেই বলিব শ্রবণ করিয়া সেই বর প্রার্থনা করুন। ৩৭

পূর্বে কপিলদেব আমার জন্য ত্রিভুবনের প্রতি "তোমার সকলই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত ও লয় প্রাপ্ত হউক। ৩৮

যিনি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি ইহাকে পালন করিতেছেন এবং পরে যিনি ইহাকে সংহার করিবেন, তাহারা সকলেই এক্ষণে ইহাকে জলপ্লাবিত করুন"। ৩৯

এইরূপ শাপ প্রদান করেন, তাই আমি কাতর হৃদয়ে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ৪০

যেন এই ত্রিভুবন জলপ্লাবিত ও বিনষ্ট বিধ্বস্ত না হয়, সেইরূপ আমাকে বর প্রদান করুন। ৪১

ভগবান্ বলিলেন;–কপিল আমা হইতে ভিন্ন নহে, আমিও কপিল হইতে ভিন্ন নহে। ৪২

হে মনো! সেই মুনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বাক্যানুসারে বিজিত হইয়াছে। ৪৩।

অতএব তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, অন্যথা হইবার নহে। হে মনো! আমি সে বিষয়ে তোমার সাহায্য করিব, তাহা শ্রবণ কর, হে মনু। বিনষ্ট লয়প্রাপ্ত ত্রিজগৎ জলরাশি-মগ্ন হইলে আমি অতি শীঘ্রই সেই জলরাশি শুষ্ক করিব। ৪৪

হে মনু! যে পর্যন্ত জলপ্লাবন থাকিবে, সেই সময়ে তোমার যাহা কর্তব্য। আমি তদ্বিষয়ে হিতবাক্য বলিতেছি এক্ষণে অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৪৫

মনো! যাজ্ঞিক কাষ্ঠসমূহ দ্বারা প্রস্থে দশযোজন এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিংশৎ যোজন-পরিমিত এবং জগৎ-সৃষ্টির মূলীভূত কারণ সকলের ধারণে সমর্থ যজ্ঞীয় কাষ্ঠসমূহ দ্বারা এক নৌকা নির্মাণ

কর; ঐ নৌকা আমি স্বশক্তি দ্বারা দৃঢ় করিয়া রাখিব। প্রলয়কালীন জলের প্রচণ্ড বেগেও তাহার বিঘ্ন হইবে না এবং নয় যোজন পরিমাণে দীর্ঘ এবং প্রস্থে বাহুমূল হইতে অঙ্গুরীর অগ্র ভাগের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বিস্তৃত যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বৃক্ষসমূহের বল্কল এবং সূত্রদ্বারা স্বয়ংই বৃহৎ এক রজ্জু নির্মাণ কর। ৪৬-৪৮

যাহার মায়ায় লোক মুগ্ধ হইয়া মায়াজালে বদ্ধ হইতেছে, সেই জগজ্জননী উক্ত রজ্জুর বিঘ্ন নিবারণ করত রক্ষা করিবেন। ৪৯

যে কালে প্রলয়পয়োনিধির সলিল-তরঙ্গে এবং প্রচণ্ড পবনের ঝঞ্ঝাবাতে ভূতল রসাতল গমনোদ্যত হইবে, তুমি সেই কালে ভাবী সৃষ্টির বীজসকল সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ সকলকে গ্রহণ করিয়া দক্ষের সহিত সেই নৌকায় আরোহণ করত একচিত্তে আমাকে স্মরণ করিবে। স্মরণ করিবামাত্রই আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়া দর্শন দিব। ৫০-৫২

তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শন করিয়া আমাকে জানিতে পারিবে। যেকাল পর্যন্ত এই প্রকার ভয়ঙ্কর কার্য্যে জগৎ দোদুল্যমান হইবে, আমি তদবধি সেই নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করত রক্ষা করিব। ৫৩

অনন্তর প্রলয়কালীন ক্ষোভ শান্ত হইলে, তুমি পূর্বোক্ত রজ্জুদ্বারা আমার শৃঙ্গের সহিত ঐ নৌকাকে দৃঢ়তর বন্ধন করিবে। ৫৪

দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসরকাল ঐ জল শুষ্ক হইলে হিমালয়গিরির উন্নত– শিখরে নৌকা বন্ধন করিয়া আমার দর্শন প্রতীক্ষায় সেই স্থানে থাকিবে এবং আমাকে চিন্তা করিবামাত্র আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হইব। ৫৫-৫৭

পৃথিবীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল অবশিষ্ট থাকিলে তোমায় দর্শন দিব। তুমিও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গ দর্শনে আমাকে জানিতে পারিবে। ৫৮

মহাত্মন্! আমার অনুগ্রহে পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-দুর্লভা পূর্বের লক্ষী লাভ করিবে। ৫৯

মনো! তুমি যে মন্ত্র জপ করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছ, যে ব্যক্তি এই মন্ত্রের জপাদি করিয়া আমার পূজা করিবে তাহারও মনোরথ সফল হইবে। ৬০

লোকানুগৃহীতা ভগবান্ এই প্রকারে স্বায়ম্ভুব মনুকে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৬১

স্বায়ম্ভুব মনুও–ভগবান এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্তর্হিত হইলে তাঁহার আদেশমত যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ করত পূর্বোক্ত পরিমাণে এক নৌকা নির্মাণ করিলেন এবং বৃক্ষের বল্কল এবং সূত্রদ্বারা রজ্জুও নির্মাণ করিলেন। ৬২-৬৩

তদনন্তর বহুকালের পর মহাদেব যজ্ঞ-বরাহ-রূপধারী বিষ্ণুর সহিত মৃগ রূপ ধারণ করিয়া তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। ৬৪

অনন্তর প্রলয় হেতু ত্রিভুবন ছিন্নভিন্ন হইলে স্বায়ম্ভুব মনু, সেই রজ্জু দ্বারা নৌকাকে বন্ধন করিয়া সৃষ্টির বীজ সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং বেদ-সকলকে গ্রহণ করত নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং বিষ্ণুর আদেশমতে মৎস্য রূপধারী ভগবানকে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৫-৮৭

তদনন্তর শৃঙ্গবিরাজিত গিরিবরের ন্যায় শোভাশালী মৎস্যরূপী ভগবান এক শৃঙ্গ ধারণ করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ৬৮

এবং যেকাল পর্যন্ত সেই জল মহাবেগে সৃষ্টিনাশে প্রবৃত্ত হইল, ভগবান তদবধি নৌকা পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। ৬৯

প্রলয় শান্ত হইলে ভগবান, রজ্জু দ্বারা শৃঙ্গে দৃঢ়তর বদ্ধ নৌকা ধারণ করিয়া দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসরে সুমেরু-শিখরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। যোগমায়া জগদ্ধাত্রী, সেই নৌকার বিঘ্নবিনাশ করিয়াছিলেন। ৭০-৭১

ক্রমশঃ জল শুষ্ক হইতে লাগিল, দুই সহস্র যোজন পরিমাণে উন্নত, পশ্চিম দিগ্ব্যাপী হিমালয় পর্বতের প্রধান শৃঙ্গ, জল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলে, ভগবান্ তাহাতেই নৌকাবন্ধন করত মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ সকল রক্ষা করিলেন। ৭২-৭৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–হে মুনিসত্তম! মহাত্মা কপিলমুনির শাপে অকালে যে প্রলয় হইল, সেই বিষয় সবিস্তারে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলাম। ৭৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় — সৃষ্টি-বিস্তার

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই প্রকারে অকাল-প্রলয়ানন্তর যেরূপে পুনর্বার সৃষ্টি হইল এবং যিনি এই পৃথিবী উদ্ধার করিলেন, সেই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ১

পরমেশ্বর বিষ্ণু, প্রলয়-বেগ নিবৃত্ত হইলে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া পর্বতের সহিত পৃথিবীকে পৃষ্ঠে গ্রহণ করত উন্নত অবনত দেশসকল সমান করিলেন। ২

শরভ এবং বরাহের যুদ্ধকালে পৃথিবীর যে সকল দেশ বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল দেশও সমভূমি করিলেন। ৩

এই প্রকারে সকল দেশ সমভাগে পরিণত হইলে ভগবান, ধরাধর অনন্তকে কূর্ম্মরূপে ধারণ করিলেন। ৪

তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, নর-নারায়ণের সহিত সেই নৌকার সমীপে আগমন করিয়া মনু সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং দক্ষকে সম্বোধন করত নর নারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন,–হে মহাত্মগণ! বরাহ এবং শরভের যুদ্ধে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে, পুনর্বার যেরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর। ৫-৭

সৃষ্টির নিমিত্ত উপস্থিত নর-নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা করুন। ৮

মনো! ইহারা তপস্যা দ্বারা জনলোকবাসি দেবগণকে তুষ্ট করিয়া পূর্ববৎ গ্রহ এবং নক্ষত্রাদিগণকে নিরূপিত স্থানে অবস্থাপিত করত দিনকর এবং চন্দ্রকে নির্ণীত স্থানে সংস্থাপিত করুন। ৯-১১

স্বায়ম্ভুব মনো! তুমি ধরাতলে বীজ সকল বপন কর; পৃথিবীও সকল দিকে শস্য-রাশিতে পরিপূর্ণা হউন। ১২

ওষধি লতা বৃক্ষ বল্লী প্রভৃতি নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ বস্তু রোপণ কর। ১৩

দক্ষ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইহাদের অমৃত-সদৃশ ফলদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরিকে তৃপ্ত করুন এবং যজ্ঞ-বরাহের পুত্রদেহ হইতে উৎপন্ন অগ্নিয় দ্বারা যজ্ঞ করুন। এই যজ্ঞদ্বারাই সৃষ্টি আরম্ভ করুন। ১৪-১৫

নর-নারায়ণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, দক্ষ, অগ্নিত্রয় এবং যজ্ঞদ্বারা তুমি স্বয়ং, স্বর্গ-মর্ত্য রসাতলের সৃষ্টি সম্পন্ন কর। ১৬

যাহাতে সৃষ্টি নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়, আমরাও প্রতিদিন সেই বিষয়ে যত্ন করিব। ১৭

তদনন্তর সৃষ্টি শেষ হইলে জল বায়ু গগন প্রভৃতি সকল ভূতই পূর্বেঁই ন্যায় তেজস্বী হইবে। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই প্রকার আদেশ করিয়া পর্বতসকলকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ১৯

মেরু মন্দর কৈলাস এবং হিমালয় প্রভৃতি পর্বতোপরি পৃথক পৃথক স্থানে দেবগণের অবস্থান নিরূপণ করিলেন। ২০

তদনন্তর স্বায়ম্ভুব মনু নৌকা হইতে পৃথিবীতে নামিয়া প্রথমতঃ বীজসকল বপন করিতে আরম্ভ করিলেন ২১

তদনন্তর বৃক্ষ, লতা, বল্লী, গুল্ম, তৃণ, বন্য শস্যসকল, ওষধি (ধান্যাদি) বীজ, শাখা এবং অঙ্কুর প্রভৃতি জলজ এবং স্থলজ উদ্ভিজ্জ সকল প্রফুল্ল হইল। ২৩

এবং সজল ভূমির উপরে তাহাদের অধিক শোভা হইতে লাগিল। এই রূপে পৃথিবী, ফলভরে আশ্চর্য শোভাধারণ করিলেন। ২৪

স্বায়ম্ভুব মনু, পূর্বের ন্যায় পৃথিবীর শোভা-সম্পত্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত চিত্ত হইলেন। ২৪

তদনন্তর মহাযোগী নর এবং মহামতি নারায়ণ দেবগণের সংস্থাপনের নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ২৫

ঋষিসত্তম নর এবং নারায়ণ তপস্যাদ্বারা তেজোময় ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া জনলোকবাসি-দেবগণকে আনয়ন করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্বকীয় তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করিলেন। ২৬-২৮

তিনি, সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল সৃষ্টি করত পাতাল নির্মাণ করিলেন। এবং চন্দ্র-সূর্য-দেবের রথকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া পূর্বের ন্যায় দিবারাত্রির আধিপত্য প্রদান করিলেন। ২৯-৩০

দক্ষ–যজ্ঞীয় বৃক্ষ এবং লতা শস্যাদি সকল সম্যকরূপে উৎপন্ন এবং দিক পাল দেবগণ পৃথক পৃথকৃরূপে প্রতিপন্ন হইলে কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সদস্যরূপে পরিগণিত করিয়া দ্বাদশ-বৎসর-সাধ্য জ্যোতিষ্টোম নামক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩১-৩৩

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিত্রয়কে বারংবার হোমদ্বারা আরাধনা করিলে এবং বরাহদেব যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হইল। ৩৪

তদনন্তর দক্ষ, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রজাবিস্তারেচ্ছায় রূপ-গুণ-প্রভৃতি সুলক্ষণসম্পন্না ত্রয়োদশটি কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং মহাত্মা কশ্যপ মুনিকে ত্রয়োদশ সম্প্রদান করিলেন। ৩৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! কশ্যপের ঔরসে দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভ-সম্ভূত অপত্য সকলে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল। কশ্যপ প্রজাপতিই সকলের জনক। ৩৬

উক্ত পুত্রগণ মাতৃ-নামেই প্রসিদ্ধ হইল। হে মুনিগণ! দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার নাম পৃথক পৃথক্ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৭-৩৮

অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধ, প্রথা, বরিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা এবং কদ্রু, এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা জগতে বিখ্যাত। ৩৯

ব্রহ্মার ধ্যানকালে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বর্গ-মর্ত্যে দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ৪০-৪১

ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন দশ পুত্রের মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই ছয়জন প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমে মরীচি হইতে কশ্যপের উৎপত্তি হইল। ৪২-৪৩

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে, ধাতা, মিত্র, অর্যমা, শক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, এই দ্বাদশ জন জন্মগ্রহণ করত আদিত্য নামে বিখ্যাত হন। ৪৪-৪৫

ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ দিবাকর লোকে নিজকিরণ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্য অপেক্ষা ইহার বংশই অধিক হইল। ৪৬

দক্ষের দ্বিতীয় কন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে বলবান এক পুত্র জন্মিল। ৪৭

দিতি গর্ভজাত হিরণ্যকশিপুর প্রহলাদ, সংলাদ, বাষ্কল এবং শিবিনামক মহাপরাক্রমশালী চারিটি পুত্র। প্রহলাদের তিনটি পুত্র হয়, তাহার মধ্যে বিরোচন জ্যেষ্ঠ; কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামক অন্য পুত্রদ্বয় কনিষ্ঠ। ৪৮-৪৯

বিয়োচনের ঔরসে দাতাদিগের অগ্রগণ্য বলি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। বলির বাণনামক মহাবল এক পুত্র হয়। ৫০

এই বাণকে মহাদেব স্বয়ং ভোজনাদি প্রদান দ্বারা পালন করিয়াছেন। বাণের প্রসিদ্ধ নামান্তর মহাকাল। কুসুম্ভ মকর প্রভৃতি বাণের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়। ৫১

দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয় কন্যা দনুর গর্ভে বিপ্র, চিত্তি, শম্বর; নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্ষ, ক্ষয়, শঙ্কু, বিয়ন্মূর্দ্ধা, বেগবান, কেতুমান, সূর্য্য, চন্দ্রমা, স্বয়, স্বর্ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, কুম্ভ, বৃষপর্ব্বা, অজক, অশ্বগ্রীব, সূক্ষ্ম, তুরুণ্ড, নহুষ, উর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চক্র, অন্নচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শলভ, দিবাকর এবং নিশানাথ এই চল্লিশটি মহা বল পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ৫২-৫৬

ইহাদের মধ্যে দিবাকর নিশাকর নামক দনুপুত্র অদিতি-পুত্র সূর্য চন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র। বলবীর্যশালী ইহাদের পুত্র পৌত্র এবং তৎপুত্রগণকর্তৃক জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ৫৭-৫৮

দক্ষের চতুর্থ কন্যা দনায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষর, রস এবং বৃত্র নামে মহপরাক্রমশালী চারটী পুত্রের রূপ-গুণ-বলসমন্বিত এক শতটী করিয়া পুত্র হয়। হে দ্বিজগণ! দক্ষের পঞ্চম কন্যা কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধহন্তা এবং ক্রোধশত্রু নামে মহাবীর্য্যবান্ কালেয় নামে বিখ্যাত চারিটী পুত্র জন্মে। ৫৯-৬৩

যষ্ঠ কন্যা সিংহিকার গর্ভে চন্দ্র, সূর্য, বিমর্দন রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্র বিমর্দন, এই চারিজনের উৎপত্তি হয়। ৬৪

দক্ষের সপ্তম কন্যা ক্রোধার গভে গণ ক্রোধ-বশ ক্রূরকর্মা এবং বিমর্দন এই কয় জনের উৎপত্তি হয়। ৬৫

দক্ষের কন্যা সকলের মধ্যে ক্রোধা এবং সিংহিকা এই দুই জন অতিশয় ক্রুর–এই নিমিত্ত ইহাদের গর্ভে যাহাদের জন্ম, তাহারাও মাতৃদোষে ক্রূরতর হইয়াছিল। ৬৬

মুনির গর্ভে শুক্র নামে মহাকবি এক পুত্রের উৎপত্তি হয়। তিনি দৈত্য দানব কালেয় প্রভৃতি বৈমাত্রেয়গণের পৌরোহিত্য কর্মে নিযুক্ত হন। ৬৭।

কবিবর শুক্রের ত্বষ্টা, ধর, অত্রি, সৌনক নামে চারিটি পুত্র হয়। তাহারাও দৈত্যাদির পৌরোহিত্যরূপ পৈতৃক কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৬৮

ব্রহ্মার বংশীয় সূর্যসমপ্রভ দৈত্য, দানব, কালেয়, ক্রোধাপুত্র, সিংহিকাসুত প্রভৃতি অসুরগণের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রে ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। ৬৯-৭১

মে এতাদৃশভাবে তাহাদের বংশ বিস্তৃত হইল যে, বহুকাল কীর্তন করিলেও প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা যায় না। ৭২

দক্ষের অষ্টম কন্যা বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি অনুরু গরুড় অরুণ এবং অরুণি এই কয় জনের জন্ম হয়। ৭৩

নবম কন্যা কদ্রুর গর্ভে অনন্ত, বাসুকি ঈশ, তক্ষক, কুলিক, কুর্ম্ম, সুমনা ইহারা জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪

দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন,উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য, চন্দ্র, পুষ্টবান্, অর্কপৃষ্ট, প্রমুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুত, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সর্ববিৎ, বলী, শালিশীর্ষ, পর্জন্য, কলি এবং নারদ নামক পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হন। ৭৫-৭৭

দক্ষ প্রজাপতির দ্বিতীয় কন্যা দিতি–অনবদ্যা, সানুরাগা, সসুরা, মার্গণী, প্রিয়া, অসূয়া, সুভগা, ভীমা এই কন্যা আটটিও প্রসব করিয়াছিলেন। ৭৮

দক্ষের দশম কন্যা প্রধার গর্ভে কশ্যপ-ঔরসে বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, সুপর্ণ, সিদ্ধ, বর্হিঃ, পূর্ণ, পূর্ণাঙ্ক, ব্রহ্মচারী, রতিপ্রিয় এবং ভানু এই দশটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা কেহ দেব, কেহ গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৭৯-৮০

দক্ষকন্যা প্রধা-অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, গামিনী, মনোরমা, বিদ্যুৎপন্না, রম্ভা, অরুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহু, সুরতা তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরা গণেরও জননী। ৮১-৮২

অতিবাহু, তুম্বুরু হাহা হুহু ইত্যাদি নামে খ্যাত গন্ধর্বশ্রেষ্ঠগণ প্রধাপুত্র। ৮৩

দক্ষকন্যা কপিলার গর্ভে অমৃত ব্রাহ্মণ, গো, মুনি, অপ্সরা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। ৮৪

এই প্রকার দক্ষকন্যাগণের গর্ভে কশ্যপের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র-কন্যাগণের পুত্র-পৌত্রসমূহে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইলেন। ৮৫-৮৬

সর্ব্বভূতাত্মা হরি, এইরূপে যজ্ঞস্বরূপ বরাহদেবের দেহোৎপন্ন অগ্নিত্রয়, লোকপ্রসিদ্ধ স্বায়ম্ভুব মনু, কশ্যপাদি সপ্তর্ষিগণ এবং নরনারায়ণ প্রভৃতি দ্বারা অকাল-প্রলয়ান্তে পুনর্বার পূর্বের ন্যায় ত্রিভুবন সৃষ্টি করিলেন ৮৭-৮৮

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী নর-নারায়ণ-স্বরূপ জগন্নাথ হরি ইচ্ছানুসারে সময়ে সময়ে এই প্রকার সৃষ্ট্যাদি কার্য করেন। ৮৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় — শরভের দেহত্যাগ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে দ্বিজবরগণ! মহাদেব, বরাহের সহিত যুদ্ধ করিতে যে শরভরূপ ধারণ করেন, তাহার পরিত্যাগবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি যত্নপূর্বক শ্রবণ কর। ১।

বরাহপুত্রগণের দেহ, যজ্ঞে অগ্নিরূপে পরিণত হইলে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা জগতের হিতের নিমিত্ত শরভরূপী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন। ২

দেব! বহুদেশব্যাপক আপনার দেহ দর্শন করিয়া সকল লোকেই ভয় পাইতেছে, অতএব ভয়ঙ্কর রূপ সম্বরণ কর। ৩

স্বর্গমর্ত্যব্যাপী আপনার দেহ দর্শন করিয়া কি খেচর, কি স্বর্গবাসী, সকলেই ভীত হইতেছে। ৪

অতএব হে বিশ্বনাথ! ত্রিভুবনহিতার্থে আপনি এ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বধামে চলুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর লোকহিতকর শঙ্কর, সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জলমধ্যে শরভ-দেহ ত্যাগ করিলেন। ৬।

অষ্টমূর্তি মহাদেব শরভ-দেহ ত্যাগ করিলে সেই দেহের আটটী চরণ অষ্ট মূর্তিকে আশ্রয় করিল। ৭

দেহের দক্ষিণভাগের প্রথম চরণ বেগে আকাশে গমন করিল। বামভাগের দ্বিতীয় চরণ সূর্যে লীন হইল। দক্ষিণভাগের তৃতীয় চরণ চন্দ্রমণ্ডল আশ্রয় করিল। ৮

বামভাগের চতুর্থ চরণ অগ্নিমূর্তিতে পর্যবসিত হইল। পৃষ্ঠস্থিত দক্ষিণ ভাগের পঞ্চম চরণ ক্ষিতিরূপে পরিণত হইল। পৃষ্ঠদেশের বামভাগ-স্থিত ষষ্ঠ চরণ জলরূপ আশ্রয় করিল। ৯

দক্ষিণপৃষ্ঠস্থিত সপ্তম চরণ বায়ুমূর্তির আশ্রিত হইল, বামপৃষ্ঠের অষ্টম চরণ হোতৃরূপ মূর্তিতে যুক্ত হইল। ১০

এই প্রকারে অষ্টমূর্তির অষ্টপাদ আকাশাদি অষ্ট মূর্তিতে আশ্রিত হইল। তাহার দেহ হইতে তেজোময় শক্তি নিত্যধামে গমন করিল। ১১

মহাত্মা মহাদেবের অবশিষ্ট শরভ-দেহ হইতে প্রচণ্ডরূপধারী দুর্দ্ধর্ষ কপালী, ভৈরব, ভূতপ্রভৃতির জন্ম হইল। ১২

যাহারা মৃত ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক মেদ মাংস সহিত কপালদ্বারা অগ্নিতে হোম করে এবং মদ্য দ্বারা দেবের পূজা করে। ১৩।

মনুষ্য বলিদান, সর্ব্বদা রক্তপান, সুরাদ্বারা যজ্ঞ আচরণ, অদ্ভুত নর-কপাল ধারণ, ব্যাঘ্রচর্মপরিধান, সমল-ত্রিবলিময় ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান প্রভৃতি ভয়ানক কর্ম করত কপাল ব্রতধারী হইয়া প্রতিদিন ভৈরবের পূজা করে, ইহাদের আরাধ্য কপালধারী ভৈরব, মহাভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। ১৪-১৬

নবসূর্য্যসমদ্যুতি অষ্টাদশবাহুবিশিষ্ট, আরক্তলোচন ভয়ঙ্কর-শব্দকারিণী কালী প্রচণ্ডা প্রভৃতির সহিত সর্বদা ক্রীড়াপরায়ণ, অত্যুষ্ণ মনুষ্য-মাংস-ভোজী, মৃতমনুষ্যের হস্তমালদ্বারা পরিবৃতকণ্ঠ। ১৭-১৮

রক্তচন্দনদ্বারা লিপ্তাঙ্গ, শবনির্মিত আসনোপবিষ্ট, বিস্তৃত-বদনে ক্ষুদ্র ওষ্ঠধারী, খর্বাকৃতি, দীর্ঘাচরণ, ক্রীড়াবাদ্যাদিরত এবং উচ্চভাবে হাস্যকারী মহাভৈবর, লোকে বিখ্যাত। ১৯

এইপ্রকার শরভ দেহ হইতে কপালি প্রভৃতির সহিত প্রকাশ পাইয়া ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন এবং তিনি প্রমথগণের সহিত আকাশে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। ২০-২১

অদ্যাপি জগজ্জন মহাভৈরবের উপাসনা করিয়া মনোমত ফললাভ করিতেছে। ২২

যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দশীদিনে মধু, মদ্য, ফল, মাংস, মৎস্য এবং রক্তাদিদ্বারা একবার ভৈরবের পূজা করে, সে ব্যক্তি সফলমনোরথ হইয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয় এবং বৃষোপরি আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করে। ২৩-২৪

হে ঋষিবরগণ! তোমরা আমার নিকট যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে পর্য্যায় ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর করিলাম। আর যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে বল, তোমাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি। ২৫

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় — নরকাসুরের উপাখ্যান

ঋষিগণ বলিলেন,–নরকাসুর কিপ্রকারে বরাহদেবের পুত্ররূপে জন্মিল এবং দেবতার ঔরসে দেবীর গর্ভে জন্মিয়াও কি নিমিত্ত অসুর বলিয়া বিখ্যাত হইল। ১

সে কিরূপে দীর্ঘজীবী হইল এবং পৃথিবী গর্ভে কিরূপে বহুকাল বাস করিল। মহাবলী নরক কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল? ২

সে কিরূপে অসুরগণের অধিপতি হইয়াছিল? তাহার পর কি নামে প্রসিদ্ধ হইল? ৩

শ্রুত হইয়াছি,–যজ্ঞবরাহ এবং পৃথিবী উভয়ের রতি হওয়ায় নরকের জন্ম হইয়াছে। হে মুনিবর! এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমাদের নিকট সবিস্তারে বর্ণন করুন। ৪

ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানবেত্তা আপনিই আমাদের গুরু এবং শাস্তা, অতএব লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা নরকাসুরকে কি নিমিত্ত বর দিলেন; এই সকল বিষয় আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনিগণ! তোমাদের প্রশ্নসকলের ক্রমশ উত্তর প্রদান করিতেছি। প্রথমত নরক কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

রজস্বলা-ধরিত্রীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে জন্ম হেতু নরক অসুর-যোনি প্রাপ্ত হইল। ৭

পৃথিবীর গর্ভে মহাবীর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বকীয় দৈব শক্তিবলে বহুদিনের নিমিত্ত পৃথিবীগর্ভ কঠিন করত পুত্রপ্রসবে বাধা উৎপাদন করিলেন। ৮

জগদ্ধাত্রী পৃথিবী প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও অপত্য প্রসব না হওয়ায় এবং বরাহের মৃত্যু-হেতু অতিশয় শোকাকুল হইয়া বারংবার অনেক রোদন করিতে লাগিলেন। ৯-১০

তৎপরে তিনি ভগবান্ মধুসূদন কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। ১১

তদনন্তর ভগবন্নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেও দৈববিড়ম্বনায় গর্ভ প্রসব না হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিতা হইলেন এবং সম্পূর্ণ-গর্ভ-ভার-সহনে অক্ষম হইয়া পুনর্বার মাধবের শরণাগত হইলেন। ১২-১৩

শরণাগত-পালক জগৎপতি মধুসূদনকে নতশিরে প্রণাম করিয়া এই প্রকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪

যাঁহার রূপ জগতে সাধারণের নয়নপথের অতীত মূল-কারণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; এবং যে প্রধান পুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি জীবধর্ম নাই এবং যিনি জগতের নিয়ন্তা, যিনি স্বাহাদি মন্ত্রের প্রতিপাদ্য-স্বরূপ, যাহার আত্মা নিত্যানন্দময় এবং যে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় সকলে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইতেছে, স্বয়ং যিনি নিযুক্ত হইতেছেন এবং যিনি অব্যয়রূপে সর্ব্বদা শোভা পাইতেছেন এবং সংসারকে সৃষ্টি স্থিতি এবং লয়-চক্রে ভ্রমণ করাইতেছেন, সেই জগৎ-পিতা ভগবানকে স্থিরচিত্তে স্মরণপূর্বক প্রণাম করিতেছি। ১৫-১৮

যিনি উত্তম যদুবংশে উৎপন্ন হইয়া কন্দর্পের জন্মদাতা এবং সংহর্তা; জল যাহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, অগ্নি যাহাকে সন্তাপিত করিতে পারে না, শীত যাহাকে স্বীয় শৈত্যগুণে কষ্ট দিতে পারে না, সমুদ্র যাহাকে জলপ্রবাহে প্লাবিত করিতে পারে না, সূর্য্যাদি যাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মৃত্যু যাঁহার প্রতি আধিপত্য করিতে পারে না, এতাদৃশ তোমাকে নমস্কার করি। ১৯-২১

শমগুণাবলম্বী মুনিগণ একাগ্রচিত্তে যে বস্তু ধ্যান করেন, ধর্মবিরোধ পাষণ্ডগণের কুমতিকলাপ যাঁহার দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং যাঁহার রূপ, সাত্ত্বিক উপায়ে দৃষ্ট হয়, হে মহাপুরুষ! সেই তুমি বিপদাপন্ন পৃথিবীকে রক্ষা কর। ২২

হরি এই প্রকারে পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমীপে আগমন করত বলিলেন,–দেবি বসুন্ধরে! তুমি দুঃখিতমনে কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? ২৩

যদ্যপি কোন ব্যাধিবশত পীড়িত হইয়া রোদন কর, তাহা হইলে সে কি প্রকার ব্যাধি, তাহা অবিলম্বে বল। ২৪

তোমার মুখপদ্ম পূর্বের ন্যায় প্রফুল্ল নাই, শরীরে তাদৃশ কান্তিপুঞ্জ লক্ষিত হইতেছে না, নয়নযুগল ভয়চকিত; সুতরাং পূর্বের ন্যায় কটাক্ষনিক্ষেপ করিতেছে না। ২৫

এরূপ অবস্থায় আর কখনও তোমাকে দেখি নাই। লোকাতীত সৌন্দর্য্যে বিপরীতরূপে পরিণত হইয়াছে, কোন দুঃখে এইরূপ হইয়াছে সত্বর বল। ২৬

জগদীশ্বর হরির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী দেবী, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বিনীতভাবে বলিলেন,–হে মাধব! দুর্ব্বহ গর্ভভার বহন করিতে অক্ষমা হইয়া নিরন্তর দুঃখ অনুভব করিতেছি। এই দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ২৭-২৮

আপনি যেকালে বরাহরূপ ধারণ করিয়া রজস্বলা আমার সহিত সঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই কালেই আমি গর্ভবতী হইয়াছি। ২৯

কিন্তু একাল পর্যন্ত প্রসব না হওয়ায় গর্ভভারে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি। ৩০

হে জগদীশ্বর! আপনি যদ্যপি গর্ভধারণ-দুঃখ হইতে আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই প্রাণ ত্যাগ করিব। ৩১

আমার ন্যায় আর কোন কামিনীই এ প্রকার গর্ভ-যন্ত্রণায় কষ্ট পায় নাই। মদমত্ত হস্তী যেপ্রকার সরোবরকে আলোড়িত করে, সেইরূপ আমাকেও এই গর্ভ, কষ্ট অনুভব করাইতেছে। ৩২

পৃথিবীপতি ভগবান এই প্রকার পৃথিবীর দীন-বচন শ্রবণ করিয়া সূর্য্যকিরণে সন্তপ্তা লতার ন্যায় সন্তপ্তা ধরাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,-বসুন্ধরে। তোমার এ দুঃখ চিরস্থায়ী হইবে না এবং তোমার গর্ভ, নিরূপিত সময় অতীত হইলেও যে প্রসব হয় নাই, তাহার কাণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩-৩৪

রজস্বলা তোমার সহিত বরাহের সঙ্গম হওয়ায় যে গর্ব ধারণ করিয়াছ, এই গর্ভে মহাবল অসুর উৎপন্ন হইবে জানিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ তাদৃশ মহাবল অসুরের উৎপত্তিতে অনিষ্ট হইবে বিবেচনায় দৈবশক্তিতে প্রসব হইতে দিতেছেন না। ৩৫-৩৬

স্বর্গে যদ্যপি তাদৃশ বীরবর তোমার পুত্রের জন্ম হয়, তাহা হইলে দেব দৈত্য প্রভৃতির সহিত স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক নষ্ট হইবে। ৩৭

এই হেতু ব্রহ্মাদি দেবগণ লোক হিতের নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্বে অলৌকিক পরাক্রমশালী পুত্রকে তোমার গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। ৩৮

আদি সৃষ্টি হইতে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে এই গর্ভস্থিত সন্তান প্রসব করিবে। ৩৯

হে চন্দ্রমুখি! যেকাল পর্যন্ত সত্যযুগ শেষ হইয়া ত্রেতাযুগের অর্ধভাগ উপস্থিত না হয়, সেই কাল অবধি এই গর্ভধারণ কর। ৪০

বসুন্ধরে! যত দিন পর্যন্ত তোমার গর্ভ প্রসব না হয়, ততদিন পর্যন্ত গর্ভভারে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ভগবান বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গর্ভবতী দয়িতা বসুন্ধরার নাভিমণ্ডলে পাঞ্চজন্য শঙ্খের অগ্রভাগ স্পর্শ করাইলেন। ৪২

পৃথিবীশ্বরের স্পর্শে পৃথিবীর দেহ লঘু হইল–কষ্টপ্রদ দুর্ব্বহ গর্ভ লঘুতর হইয়া সুখকর বোধ হইতে লাগিল। ৪৩

জগন্মাতা পৃথিবী গর্ভবতী হইলেও গর্ভহীন স্ত্রীলোকের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৪৪

তদনন্তর, জদগীশ্বর বসুন্ধরাকে বহুতর সান্ত্বনা বাক্যে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,–হে মনস্বিনি! জগদ্ধাত্রি! বসুন্ধরে! তুমি যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়া ধরিত্রী নাম লাভ করিয়াছ। ৪৫-৪৬

তোমার সদৃশ ধৈর্য্যশালিনী দ্বিতীয়া নাই। তুমি জগতের সকল বস্তু ধারণ করিতে সমর্থা এবং সহিষ্ণুতা গুণের প্রতিকৃতি বলিয়াই ক্ষমা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ। তোমাতে সকল ধন নিক্ষিপ্ত আছে, এ নিমিত্ত তুমি বসুমতী নামে আখ্যাতা। ৪৭

ধরিত্রি! তুমি আর দুঃখিতা হইও না। যে কালে তোমার পুত্র প্রসব হইবে, সেইকালে আমাকে স্মরণ করিবামাত্র আমি আগমন করত তোমার পুত্রকে প্রতিপালন করিব। ৪৮

পৃথিবি। আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম, ইহা অতি সুগোপ্য; কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। ৪৯

ভাগ্যবতি! ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলে তোমার গর্ভ হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে। ৫০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ভগবান্ এই বাক্য বলিয়া গর্ভভার পীড়িত পৃথিবীকে আহলাদিত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৫১

কৃশাঙ্গী পৃথিবী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গর্ভ-হীনা নারীর ন্যায় সবলে যথাস্থানে গমন করিলেন। ৫২

ষট ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় — নরকাসুরের উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে দ্বিজবরগণ! অনন্তর বহুদিনের পর বিদেহদেশাধিপতি বলবান, সকল-রাজগুণসম্পন্ন, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, সৎস্বভাব, চতুর, ব্রহ্মতেজস্বী, স্থিরচেতা, শুদ্ধ, দেব-দ্বিজ-গুরুগণের সেবায় সর্বদা তৎপর, প্রজাগণের পিতার ন্যায় পরিপালক জনক নামে রাজা ছিলেন। ১-৩

জনক, কাল অতীত হইলেও পুত্রসন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় একদা বিমনা হইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪

রাজা জনক, একদিন নারদ মুনির মুখে শুনিলেন, মহাত্মা দশরথ রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বার্ধক্যে মহাবীর্য্যবান পুত্রচতুষ্টয় লাভ করিয়াছেন। ৫

দশরথরাজা অযোধ্যা নামে নিজপুরে মহাতপস্বী-ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনিগণকে আনয়ন করত মনস্বী এবং মহাবলবান, রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে পুরন্দরসদৃশ চারিটি পুত্র যজ্ঞফলরূপে লাভ করিয়াছেন। ৬-৭

মহারাজা জনক, দেবর্ষি নারদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞফলে পুত্রোৎপত্তি বাঞ্ছায় মহিষীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলেন। ৮-১০

তদনন্তর রাজা জনক, পুরোহিত গৌতম এবং তাহার পুত্র শতানন্দের আদেশানুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ১১

সেই যজ্ঞভূমি হইতে, সুন্দর-শরীর দুইটি পুত্র জন্মিল। কল্যাণ-নিলয় ভুবন-মোহিনী এক কন্যাও পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইলেন। ১২

জনক, নারদের আদেশে স্বয়ং লাঙ্গলদ্বারা যজ্ঞভূমির সীমাবধি প্রদেশ কর্ষণ করিলেন। ১৩

ভুমি হইতে জনকরাজা সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা লাভ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ১৪

কন্যা জন্মিবামাত্র পৃথিবী সেইস্থানে উপস্থিত গৌতম, নারদ এবং জনক রাজাকে বলিলেন,–রাজন। ভুবনমোহিনী এই কন্যা তোমাকে অর্পণ করিলাম। জনক-জননী-কুলপাবনী মঙ্গলময়ী এই কন্যাকে গ্রহণ কর। মহারাজ! এই কন্যা হইতে আমার ভার দূরীভূত হইবে। আমিও দুর্ব্বহ ভার বহন হইতে মুক্তি লাভ করিব। ১৫-১৭

ইহার জন্যই যমশাসক রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণ যমভবন দর্শন করিবে। ১৮

মহারাজ! তুমিও এই কন্যা হইতে পরম আনন্দ লাভ করিবে; এবং ইহা হইতে তুমি দৈবিক এবং পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। ১৯

হে নরোত্তম! কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে; যে বিষয় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে–তাহা নারদ ও গৌতমের সমক্ষে তোমাকে বলিতেছি। ২০

রাবণবীর নিহত হইলে, ভারপীড়া-রহিত হইয়া আমি তোমার যজ্ঞভূমিতে সুখে একটি সুপুত্র প্রসব করিব, তুমি রাজশ্রেষ্ঠ; যতদিন তাহার শৈশব অতিক্রম হয়, ততদিন তুমি তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিবে। ২১-২২

রাজন্! তাহার বাল্যকাল অতীত হইলে, আমি তাহাকে পালন করিব। তাহার যাহাতে মনুষ্যস্বভাব হয়,তদ্বিষয়ে তুমি যত্ন করিবে। ২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–জনকরাজা পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে পৃথিবীকে প্রণামপূর্বক সান্ত্বভাবে বলিতে লাগিলেন;-জগদ্ধাত্রি! তোমার কথামত আমি তাহাকে পালন করিব, কিন্তু তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর; হে পরমেশ্বরি! প্রসন্ন হও। ২৪-২৫

হে দেবি! আমি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তুমি জগজ্জননী শক্তিস্বরূপা, তোমাকে প্রণাম করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ২৬।

পৃথিবী এইরূপ জনকরাজার বাক্য শ্রবণ করত সকল মুনিগণের সম্মুখে জনককে নিজরূপ দর্শন করাইলেন ২৭

নীলকমল-শ্যামলা দীর্ঘ-বাহুযুগলে মৃণাল-সদৃশ শুভ্রবর্ণ অক্ষমালা এবং পদ্মধারিণী সুন্দরী জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করত জনকরাজা প্রণাম করিলেন। অনন্তর পৃথিবীদেবী সদ্যোজাতা জনকাত্মজা সীতাকে নিজ হস্তে গ্রহণ করত বলিতে লাগিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! জগজ্জননী তোমার এই কন্যা মনুষ্যভাব লাভ করিবেন। তন্নিমিত্ত কিছুকাল অপেক্ষা কর। ২৮-৩০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–পৃথিবীদেবী জনকরাজাকে ইহা বলিয়া নরদাদি মুনিগণকে সম্ভাষণাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৩১

মনুষরূপী জনক-রাজা সর্বলক্ষণ-সম্পন্না কন্যা এবং পুত্রদ্বয়কে লাভ করিয়া আনন্দ-চিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৩২।

তদনন্তর যথাসময়ে মনুষ্যরূপী জগৎ-প্রভু ভগবান, রাবণ-বধ করিলে বসুন্ধরা মহারাজা জনকরাজার যে যজ্ঞ-ভূমিতে সীতাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করত মহাবীর পুত্র প্রসব করিলেন। ৩৩-৩৪

জগজ্জননী পৃথিবীদেবী, পুত্র উৎপন্ন হইলে পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ৩৫

স্মরণ করিবামাত্র দেবাদিদেব ভগবান, প্রতিজ্ঞাপালনার্থে পৃথিবী যে স্থানে পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আবির্ভুত হইলেন। বসুন্ধরা পরমেশ্বরকে প্রাদুর্ভুত দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সত্যভূত-প্রিয়বাক্য বলিতে লাগিলেন,-মহাপ্রভো! এই আপনার অতি কোমলাকৃতিবালক জন্মিয়াছে, পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ইহাকে পালন করুন। ৩৬-৩৮

ভগবান্ বলিলেন, হে দেবি! মহাপরাক্রমশালী তোমার এই পুত্র মনুষ্যভাব প্রকটনকরত চিরকাল বিজ্ঞজনের ন্যায় সুখী হইবে। ৩৯

তোমার এই পুত্র যতকাল পর্যন্ত মনুষ্যভাব বিভাবিত করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সর্বদা সুখে রাজ্য ভোগ করিবে। ৪০

এই পুত্র যে কালে মনুষ্যভাব ত্যাগপূর্বক কোন কার্য করিবে, সেই কাল হইতে ইহার জীবনের আশা থাকিবে না। ৪১

এবং ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমে ধন-রত্ন-গজ-ঐশ্বর্য-রথ সমূহে সমৃদ্ধ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবে। বীর্যবান তোমার পুত্র বিপুল অক্ষয় রাজলক্ষ্মী লাভ করত ভোগ করিবে। ৪২

মনুষ্যগণের যে যে যুগে যে যে ভাব হয়, এই বালকও তদনুসারে নিজের যুগানুরূপ ভাব করিবে, সেই বিষয়ে যত্ন কর। ৪৩

প্রাগজ্যোতিষ নামে অতি স্থির ইহার নগর হইবে; সেই পুরে বাস করত চিরকাল রাজ্য শাসন করিবে। ৪৪

পৃথিবীপতি জগৎপ্রভু বিষ্ণু, পৃথিবীকে এইরূপ বাক্যে সন্তোষিত করিয়া কেবলমাত্র তাহারই দৃষ্টিগোচর হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্নিহিত হইলেন। ৪৫

পৃথিবী অর্ধরাত্রে প্রসূত মহাতেজস্বী পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত অতিগোপনে জনকরাজাকে জানাইলেন। ৪৬

জনকরাজা পৃথিবীর পূত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেই রাত্রিকালেই যজ্ঞ ভূমিতে আগমন করিলেন। ৪৭

পৃথিবী জনকরাজাকে যজ্ঞভূমিভে গমন করিতে দর্শন করিয়া অন্য কোন বাক্য না বলিয়াই নৃপের সম্মুখে অন্তর্হিতা হইলেন। ৪৮

অনন্তর জনকরাজা যজ্ঞভূমিতে গমন করত তেজে সূর্য-চন্দ্র-অগ্নিসন্নিভ পৃথিবী-পুত্রকে দর্শন করিলেন। ৪৯

সেই পুত্র বারংবার রোদন করিতেছে এবং হস্তপদ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছে; মূর্তিমান দ্বিতীয় কার্তিকসদৃশ সুন্দর তাহার দেহ। ৫০

মহদ্যুতি সেই বালক রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া যজ্ঞভূমি হইতে কিছুদূর পর্যন্ত গমন করিল। ৫১

যজ্ঞভূমি হইতে বহির্গত হইয়া একটি মৃত মনুষের মস্তকে নিজ মস্তক বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিতে করিতে কিছুকাল সেই ভাবেই অবস্থিত হইল। ৫২।

তদনন্তর জনকরাজাও পৃথিবীপুত্রের অন্বেষণার্থ যজ্ঞভুমি হইতে বহির্গত হইয়া প্রান্তভূমিতে জাজ্বল্যমান অনলের ন্যায় দীপ্তিশালী, কান্তিতে কলানিধি সদৃশ এবং তেজে সূর্য-সন্নিভ সেই বালককে দর্শন করিলেন এবং অগ্নি যে প্রকার শরবণ-স্থিত কার্তিককে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রাজাও পৃথিবীর নিকট প্রতিজ্ঞা করাতে সেই বালককে গ্রহণ করিলেন। ৫৩-৫৫

সেই কালে সেই বালকের মস্তকসমীপে মনুষ্যমস্তক দর্শন করিয়া জনক রাজা সন্দিগ্ধচিত্তে সেই বৃত্তান্ত পুরোহিত গৌতমকে জানাইলেন। ৫৬

এবং সেই বালককে লইয়া স্বকীয় অন্তঃপুরে গমন করত পট্টমহিষীকে কার্ভিকসদৃশ পুত্রপ্রাপ্তি-সংবাদ বলিলেন এবং সেই রাজমহিষীও বিস্তীর্ণনয়ন সিংহস্কন্ধ উন্নতবাহু প্রশস্তবক্ষা কমনীয় নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ পুত্রটীকে দর্শন করিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন–এ সন্তান কি আপনার সন্তোষার্থে পালন করিব? ৫৭-৫৮

মহিষীর বাক্য শ্রবণ করত জনক বলিলেন,–সুন্দরি! যজ্ঞ-ভূমিতে উৎপন্ন এ বালককে নিজ পুত্রের ন্যায় পালন কর। ১৯

স্থিরপ্রতিজ্ঞ নৃপশ্রেষ্ঠ জনক–পৃথিবী নির্জনে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহিষীর সমীপে সেই কথা উত্থাপন করিলেন না। ৬০

এই ধরিত্রী আমার পুত্র পৌত্রাদি বংশাবলীকে পালন করিবেন; ইহা ভাবিয়া রাজা আনন্দ সহকারে দেবীকে পুত্রপালনে আদেশ করিলেন। দেব ও সুরকুমার সদৃশ তনয় প্রাপ্ত হইয়া "এই বালক শত্রুজেতা এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ষড়বিধ-ঈতি-বর্জিত হইবে" ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৬১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় — নরকের পিতৃ-দর্শন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ, গৌতম-মহর্ষি দ্বারা পুত্রের মনুষ্যা চরণীয় সংস্কার করাইলেন। ১

মনুষ্যমস্তকে মস্তক ন্যস্ত করিয়াছিল বলিয়া মুনি সেই পুত্রের নাম নরক রাখিলেন। ২

ঋক্ যজুঃ সাম মন্ত্রের দ্বারা কেশ বপনাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়-বিধিমতে করিলেন। ৩

তাহার পর সেই নরক রাজভবনে দিন দিন শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভা সম্পন্ন হইতে লাগিল। ৪

রাজা পুত্রকে মনুষ্যাচরণীয় কার্যকলাপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য মনে করিয়া ধীসম্পন্ন গৌতমপুত্র শতানন্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়োচিত, মনুষ্যাচরণীয় কার্যপরম্পরা শিক্ষা দিলেন। ৫

সেইরূপ দেবী বসুন্ধরাও রাজপুত্র নরককে মনুষ্য কর্তব্য কার্যকলাপ সুবিশদ রূপে শিক্ষা দিলেন। ৬

যে সময়ে রাজপুত্র নরক প্রসূত হইয়াছিল, সেই সময়ে দেবী পৃথিবী মায়া যোগে মনুষ্যরূপ ধারণ করত রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৭

হে মুনিগণ! তাহার পর, অন্তঃপুর-প্রবিষ্টা বসুন্ধরা, রাজাজ্ঞা অনুসারে ধাত্রী কাত্যায়নী রূপে ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত নরককে পালন করত নীতিশিক্ষা দিলেন। ৮-৯

পৃথিবী-পুত্র নরক, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এবং রীতিনীতিতে সমস্ত রাজপুত্রদিগকে অতিক্রম করিল। ১০

শরীর-লাবণ্যে, রূপে, বলবীর্য্যে, ধনুর্যুদ্ধে, গদাযুদ্ধেও অন্যান্য রাজপুত্র দিগকে অতিক্রম করিল। ১১

শাস্ত্রজ্ঞ, ধনুর্বেদপারদর্শী রাজপুত্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বীর বর্গের অজেয় হইলেন। ১২

বিদেহাধিপতি, নরকের প্রভূত পরাক্রম দেখিয়া এবং অন্য পুত্রদিগকে তাহা হইতে হীনবীর্য্য দর্শনে অধিক আনন্দিত হইলেন না। ১৩

ভাবিলেন, কালক্রমে এই মহাবীর আমার পুত্রদিগকে নিরাস করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবে। ১৪

রাজা অন্তঃপুরস্থিত পুত্রদিগকে দেখিয়া যত প্রফুল্ল হইতেন, কিন্তু নরককে দেখিয়া তত হইতেন না। ১৫

বসুন্ধরা রাজার সেই ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং মহিষীও রাজার সেই ভাবে বিস্মিত হইলেন। ১৬

অনন্তর, এক সময়ে মহাত্মা জনকের মহিষী–প্রাণেশ্বর নৃপশ্রেষ্ঠ বিদেহ পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭

নাথ। আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইব মনে করিতেছি। যদি সেটী আপনার পরিহাস বিবেচনা না হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ১৮

যে সময়ে আপনার পুত্রগণ সম্মুখীন হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করে, তৎকালে নরককে দেখিলে, আপনাতে মলিনভাব লক্ষিত হয়। ১৯

তাহার পর, দিবারাত্র বিস্মিতভাবে বাক্য-প্রয়োগ করেন কেন? আপনার ভাবদর্শনে সংশয় ও ভয় আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। ২০

আপনার পুত্র নরক অত্যন্ত রূপবান ও বীর্য্যবান্, নীতি ও বিনয়ে সুপণ্ডিত এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ও মহাবলবান। ২১

আপনি এরূপ পরদুর্জেয় পুত্রকে, তাদৃশ স্নেহ করিতে পরাঙ্মুখ কেন? তাহাই আমি জানিবার জন্য ইচ্ছা করি, যদি বক্তব্য হয় তবে বলুন। ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–রাজা মহিষীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিলেন, তাহার পর এই কথা বলিলেন। ২৩

রাজা বলিলেন,–প্রিয়ে! যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার প্রকৃত ঘটনা তোমাকে বলিব; তিনমাস কাল প্রতীক্ষা কর। ২৪

এ বিষয়ে নিগূঢ়তত্ত্ব আছে, এ সময়ে পুত্রগত রহস্য-গোপনেও কিছু বলিব। ২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–রাজা এবং মহিষীর প্রস্তাব নিকটে হইয়াছিল বলিয়া, মায়ামানুষী, ধাত্রী বসুধা পরস্পরের সেই বাক্য শুনিলেন। ২৬

বসুন্ধরা, রাজা এবং মহিষীর আলোচিত তিনমাস পরিমিত প্রতীক্ষণীয় সময়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। ২৭

সেই সময়ে নরকের নাম শ্রবণে বিমর্ষচিত্ত রাজাকে দেখিয়া ভাবিলেন; তিনমাস অতীত হইলে নরকের ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইবে। ২৮

তাহার পর রাজা মহিষীকে পুত্রগত বৃত্তান্ত সঙ্গোপনে বলিবেন। তৎপরে আমার রহস্যও প্রকাশ হইবে। ২৯

এই ভাবিয়া দেবী বসুন্ধরা পুত্রের জন্য কিছু চিন্তিত হইলেন এবং তৎকাল কর্তব্য কার্য্য নিশ্চয় করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩০

তাহার পর গৌতমের সহিত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া যশস্বিনী বসুন্ধরা পুত্রের জন্য এই কথা বলিলেন। ৩১

আমার প্রস্তাবিত নিয়ম আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আমার বিনয়াবনত পুত্রকেও আপনি সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিয়াছেন। ৩২

পুত্রও যৌবনে পদার্পণ করিয়াও অত্যন্ত বিনীত হইয়াছে; আপনার অনুগ্রহে আমার পুত্র সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৩৩

বর্তমান সময়ে পুত্রকে পূর্বের নিয়মানুসরণ করাইতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি নরককে যাইতে অনুমতি করুন। ৩৪

হে রাজন! পুরোহিতের সহিত আপনি কিঞ্চিৎ সময় প্রতীক্ষা করুন এবং দুঃখিত হইবেন না, আমি নরককে লইয়া প্রচ্ছন্নভাবে গমন করি। ৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–জগৎ-মাতা বসুন্ধরা বিদেহাধিপতিকে এই কথা বলিয়া, এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপারদর্শনোম্মুখ রাজা ও শতানন্দের সমক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। ৩৬

রাজাও ক্ষিতির সেই বাক্য অঙ্গীকার করত পুরোহিতের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন, ক্ষিতি তাহা অন্তর্হিতভাবেই দেখিলেন। ৩৭।

অনন্তর এক সময়ে নরক-ধাত্রী বসুন্ধরা মায়াবলে মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নির্জনে নরককে বলিলেন। ৩৮

মহাবাহু নরক! তোমার সহিত অদ্য গঙ্গাগমনে অভিলাষিণী হইয়াছি; পুত্র! যদি তুমি অনুগমন কর, তাহা হইলে সুখে যাইতে পারি। ৩৯

নরক বলিলেন,–পিতৃআজ্ঞা ব্যতীত আপনার অনুগমনে স্বীকৃত হইতে পারি না; মহারাজের অনুমতি লইয়া আপনার ঈপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিব। ৪০

গুরুপুত্র শতানন্দের অনুমতি লইয়া রথে আরোহণ করত আপনার সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিব। ৪১

ধাত্রী বলিলেন,–জনক তোমার পিতা নহেন, কিন্তু যিনি সর্বজগতের প্রভু, তিনি তোমার পিতা, আমার সহিত গমন করিলেই তাহাকে দেখিতে পারিবে। ৪২

মহারাজ জনক, তোমার মাত্র প্রতিপালক পিতা; কিন্তু হে সুব্রত! যিনি তোমার জন্মদাতা, তাহাকে অচিরাৎ দেখিতে পাইবে। ৪৩।

অন্যান্য গোপনীয় বিষয় গঙ্গাতীরে তোমাকে বলিব, না হইলে গোপনীয় বিষয় সমস্ত প্রকাশিত হইবে। ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নরক ধাত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিয়া রথ পরিত্যাগ করত গুপ্তভাবে পদব্রজে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ৪৫

অনন্তর বসুন্ধরা, গঙ্গাতীরে পুত্রকে রাখিয়া মনুষ্যমূর্তি পরিত্যাগ করত নীলাৎপল-দলের ন্যায় শ্যাম সর্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর এবং মনোহর বিবিধ অলঙ্কার-ভূষিত স্বকীয় মূর্তি দেখাইলেন। ৪৬-৪৮

পূর্বে এ ভাব গুপ্ত ছিল কেন, পৃথিবী তাহা–যাহাতে পুত্রের প্রতীতি হয়, এরূপভাবে বলিলেন। ৪৯

হে পুত্র। যে সময়ে তুমি আমার গর্ভে দিন দিন বাড়িতে লাগিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন। ৫০।

ক্ষিতি পূর্বে ঋতুমতী ছিল, সে সময়ে তাহার গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে জাত মহাবলসম্পন্ন পুত্র উদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সেই গর্ভজাত পুত্র, অসুররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে। ৫১

এইরূপে চিন্তাকুল দেবগণ, সেই সময়ে একটি কুৎসিত মন্ত্রণা করিলেন, এই গর্ভস্থ বালক গর্ভেতেই সর্ব্বদা অবস্থান করুক। ৫২

তাহার পর তুমি আমার গর্ভেই বহুকাল অবস্থান করিলে, সেই সময়ে দেবতাদের কু-চক্রে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ৫৩

বহুকাল তোমাকে গর্ভে ধারণ করাতে মৃতপ্রায় হইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলাম। ৫৪

তাহার বাক্যের প্রভাবেই তুমি প্রসূত হইলে। হে পুত্র। আমি তোমার জন্মের যে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম, তাহা নিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া ধারণা কর। ৫৫

অনন্তর বসুধা, পুত্রের যতক্ষণ বিস্ময়ভাবের উদয় না হইল, ততক্ষণ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৫৬

আপনি যেরূপে বিদেহনাথের যজ্ঞভূমিতে প্রসব করিয়াছিলেন এবং বিদেহ রাজের সহিত যেরূপ আচার-ব্যবহার হইয়াছিল, যেরূপে মায়াবলে, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া নরকের ধাত্রীভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত নরককে বলিলেন। ৫৭-৫৮

অনন্তর পৃথিবীবাক্যে কিঞ্চিৎ সংশয়িত হইয়া নরক পুনর্বার পৃথিবীকে বলিলেন। ৫৯

যদি আমার পিতা স্বয়ং বিষ্ণু এবং আপনি স্বয়ং পৃথিবী মাতা, তাহা হইলে পিতা বিষ্ণু আমার উন্নতিসাধনে ধরায় আগমন করুন। ৬০

সেই সর্বলোক-ঈশ্বর বিষ্ণু যদি বলেন যে, আমি তোমার পিতা ও বসুন্ধরা তোমার মাতা, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি। ৬১

আপনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া ধাত্রীরূপে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, কিন্তু যদি তোমার এইপ্রকার রূপ হয়, তাহা হইলে সেই কাত্যায়নী রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৬২

সেই সময়ে দেবী বসুন্ধরা পুত্রকে এই কথা বলিলেন,–পুত্র! আমি তোমার জননী, আমা হইতেই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমিই জগদ্ধাত্রী পৃথিবী; আমারই স্বরূপ মৃত্তিকা। ৬৩

হে মহাবাহু! তোমার পিতা জগৎপালক, অচ্যুতরূপ বিষ্ণু। তাহার বরাহ অবস্থাতে সেই বরাহরূপে বিষ্ণুর ঔরসে আমার গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। ৬৪

কালক্রমে তোমার জন্ম হইল, তাহার পর এই রাজা জনক তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। ৬৫

ধনুর্দ্ধর নরক পৃথিবীকে এই কথা বলিলেন; আমার মাতা পূর্বেই স্থির হইয়াছেন, কিন্তু আপনি বলিতেছেন, আমি তোমার মাতা এবং পিতাও পূর্বেই বিহিত হইয়াছেন, আপনি বলিতেছেন বিষ্ণু তোমার পিতা। ৬৬-৬৭

কিন্তু আমি জানি, বিদেহাধিপতি জনক আমার পিতা, তাহার মহিষী সুমতী আমার জননী, তাঁহার পুত্রগণ আমার ভ্রাতা ও জনক-নন্দিনী-সীতা আমার ভগিনী। জনক-পত্নী সুমতী আমার মাতা, তাহা সমস্ত লোকেই বিশেষ জানে। ৬৮-৬৯

যে কাত্যায়নীর রূপ আপনি কিছুক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কাত্যায়নী আমার ধাত্রী। কিন্তু আপনি যে পিতা ও মাতার কথা বলিয়াছেন, তাহ সমস্তই আমার নিকট মিথ্যা জল্পনা করিয়াছেন, যেরূপেতে আমি আপনার পুত্র, সে বিষয় নিশ্চিতভাবে আমাকে বলুন। ৭০-৭১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–অনন্তর পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যের উদ্ভব হইলেও বসুন্ধরা তাহার পর শোকোচ্ছাসে আকুল হইলেন। সর্বংসহা সমস্ত পুত্র-বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব-বৃত্তান্ত সুবিশদরূপে পুত্রকে বলিলেন।৭২-৭৩

যেরূপে ঋতুমতী হইয়া বরাহরূপী বিষ্ণুর সহিত সম্ভোগ হইয়াছিল যে কারণে দৈবদুর্বিপাকে পুত্রকে গর্ভে বহুকাল ধারণ করিয়াছিলেন, যেরূপে গর্ভ-যাতনায় পীড়িত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং যেরূপে জনকরাজকে বিষ্ণু তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পুত্রকে বলিলেন। তথাপি সে সব বাক্যে নরকের সন্দেহ দূর হইল না। ৭৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী মায়া-মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন। ৭৫

যে কাত্যায়নীরূপে নরককে প্রতিপালন করিতেন; পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সেই মূর্তিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৭৮

অনন্তর, নরক, ধাত্রী কাত্যায়নীকে দেখিয়া রাজমন্দিরগত পূর্ব-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৭

কাত্যায়নীরূপিণী বসুন্ধরাও যেরূপে নরক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং জনকভবনে যাহা হইয়াছিল, তৎসমস্তই নরককে বলিলেন। ৭৮

নরক, কাত্যায়নীর বাক্যে বিশ্বস্ত হইলেন; পৃথিবীও কাত্যায়নীমূর্তি পরিত্যাগ করত স্বমূর্তি গ্রহণ করিলেন। ৭৯

অনন্তর পৃথিবী পূর্ববিহিত সময়ে বারংবার প্রণাম করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। ৮০

ক্ষিতি স্মরণ করিবামাত্র গরুড়ধ্বজ মাধব প্রত্যক্ষ ভাবে সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৮১

দেবী পৃথিবী সম্মুখস্থ গরুড়বাহন, নীলোৎপল-দলের ন্যায় শ্যাম, শঙ্খ-চক্র গদাধারী পীতবস্ত্র-পরিধান শ্রীবৎসলাঞ্ছন জগৎ-প্রভু নারায়ণকে দেখিয়া ভক্তি পূর্বক ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ৮২-৮৩

‘হে জগন্নাথ জগৎকারণ! হে পরমেশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন’ পৃথিবী এই প্রকার নানাবিধ স্তুতি করিলেন। ৮৪

নরকও হরিকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং তাহার তেজঃপুঞ্জের বিপুল প্রভাবে তৃপ্তি লাভ করত ভূমিতেই উপবেশন করিলেন। ৮৫

নরক উপবিষ্ট হইলে দেবী বসুধা পুত্রের নিমিত্ত নানাবিধ স্তুতি বাক্যে নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন। ৮৬

নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শঙ্খাগ্রদ্বারা পুত্র নরককে স্পর্শ করিলেন, স্পর্শমাত্রেই নরকের দিব্যচক্ষু হইল এবং নরক অত্যন্ত হৃষ্ট, উৎসাহসম্পন্ন ও মহাবলবান হইলেন। ৮৭-৮৮

তাহার পর উঠিয়া মহাভক্তিপূর্বক সাষ্টাঙ্গে জগৎকর্তা হরিকে মুহুর্মুহু প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৮৯

নরক-বীর সেই সময়ে পৃথিবীকে বিশেষ বিশ্বাস করিয়া তাহাকেও ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিলেন। ৯০

প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত চিত্তে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর পৃথিবী পুত্রের জন্য মাধবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ৯১

সর্ব্বদেব-ঈশ্বর নারায়ণ, আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন। আপনি আমাকে এ পুত্র প্রদান করিয়াছেন; ইহার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, তাহা পালন করুন। ৯২।

ভগবান বলিলেন, পৃথিবী! তুমি পুত্রের জন্য যে সমস্ত প্রার্থনা করিয়া ছিলে, তাহা সমস্তই দিয়াছি এবং উত্তম রাজ্যও দিয়াছি। ১৩

জগৎকর্তা নারায়ণ এই কথা বলিয়া নরক ও পৃথিবীকে লইয়া গঙ্গাতে প্রবেশ করিলেন। ৯৪

এবং ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাগজ্যোতিষ পুরে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানটি কামরূপের মধ্যে। ৯৫

যেখানে কামাখ্যাদেবী নায়িকা, সেই দেশে নিজের পুত্রের জন্য পূর্বে মহাদেব গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৯৬

সে স্থানে অত্যন্ত কর্কশকায় বহু-কিরাতবর্গের বাস; বিষ্ণু সেই স্থানে সুবর্ণ স্তম্ভনিভ, জ্ঞান-হীন, বিনা কারণে মুণ্ডিতমস্তক, মদ্য ও মাংস ভোজনে তৎপর কিরাতকুল দেখিতে পাইলেন; তাহারাও ভগবানকে দেখিয়া কুপিত হইলেন। ৯৭-৯৮

তাহাদের অধিপতির নাম ঘটক, সে অত্যন্ত বীর্যবান, তাহার সুবর্ণ-স্তম্ভ সদৃশ দীর্ঘ কলেবর, অতএব প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। ৯৯

সেই ঘটক ক্রোধ-পরবশ হইয়া চতুরঙ্গ সেনার সহিত মহাবল নরক ও ভগবানকে আক্রমণ করিল এবং বহু কিরাত সহ ঘটক, নারায়ণকে শরবর্ষণ করিয়া নিতান্ত জর্জরিত করিল। ১০০-১০১

মাধবও মহাবীর্যবান্ পুত্র নরককে কিরাত-সহ যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। ১০২

নরক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ধনুর্গ্রহণ করত বলবান্ কিরাতরাজের সহিত বহু অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অনেক সময় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০৩

তাহার পর বলবান নরক, ধনুর্গুণে ভল্ল নামক অস্ত্র যোজনা করিয়া কিরাতরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। ১০৪

সিংহ যেমন বনমধ্যে হরিণদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ নরক বীরও প্রধান প্রধান কিরাতদিগকে ও সেনাপতিদিগকে বিনাশ করিলেন। ১০৫

অনন্তর, কিরাতরাজ হত হইলে কিরাত-বলের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিল, কেহ বা নরকের শরণাপন্ন হইল। ১০৬

যাহারা যুদ্ধেতেই রত ছিল তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া নরক, শরণাগত দিগকে রক্ষা করিলেন। ১০৭

তাহার পর নরক পিতার নিকট গিয়া প্রণাম করত বলিলেন, তাত! কিরাতরাজ ঘটক হত হইয়াছেন এবং তাহার সেনাপতিগণও হত হইয়াছে, এখন কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

১০৮

ভগবান বলিলেন;–পুত্র! দেব দিক্করবাসিনীর স্থান পর্যন্ত কিরাতদিগের অপসারিত কর এবং পলায়তিদিগকে খুব শাস্তি প্রদান করিয়া শরণাগতদিগকে রক্ষা কর। ১০৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তাহার পর নরক বীর চতুর্দন্ত বিপুল শরীর বীর্যে ঐরাবত সদৃশ, বেগে গরুড়-তুল্য কিরাতরাজের বাহন শ্বেতহস্তী আরোহণ করিয়া দিক্করবাসিনীর স্থান পর্যন্ত কিরাতদিগকে অপসারিত করিলেন। ১১০-১১১

অনন্তর, নরক কিরাতদিগকে তাড়িত করিয়া পুনর্বার পিতার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিলেন। কিরাতগণ আমার প্রভাবে তাড়িত হইয়া সাগরের সন্নিকট-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিরাতাধিপতি ঘটক নিহত হইয়াছে। ১১২

এসময়ে অন্য কর্তব্য কি আছে আদেশ করুন, ঐরাবত-সদৃশ এই গজে আরোহণ করিয়া সমস্ত সম্পাদন করি। ১১৩

ভগবান বলিলেন; পুত্র। করতোয়া নামে গঙ্গা সর্ব্বদা পূর্বদিগ ভাগে বহিতেছেন, যে স্থানে ললিতকান্তাদেবী আছেন, সেই স্থান পর্যন্ত তোমার ভবন হইবে। ১১৪

এই স্থানে দেবী মহামায়া জগৎপ্রসবিনী যোগনিদ্রা, কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সর্বদা বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য নামক নদও রহিয়াছে; এই পুণ্যভূমে দশদিকপালগণও স্বকীয় স্বকীয় স্থানে আছেন। ১১৫-১৬

এই স্থানে স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা ও আমি–সর্বদা অবস্থান করি এবং চন্দ্র সূর্য্যও নিরন্তর বাস করিতেছেন। ১১৭

এটি অত্যন্ত রহস্যস্থান, এজন্য সমস্ত দেবতারাই ক্রীড়ার নিমিত্ত এ স্থলে আগমন করেন। ১১৮

এস্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন এবং এটি অত্যন্ত গোপনীয় এবং ভোগের স্থান; এই পুরীতে ব্রহ্মা পূর্বে একটি নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রপুরী সদৃশ এই পুরীর প্রাগজ্যোতিষ নাম হইল। ১১৯

ভদ্র নরক! তুমি দারপরিগ্রহ করত রাজা হইয়া অমাত্যের সহিত কুশলে বাস কর, আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিলাম। ১২০।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–বিষ্ণু পুত্রকে এই কথা বলিয়া মহাদেবের আজ্ঞানুসারে পূর্বসাগরের নিকট ভূমিতে তাহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। ১২১

ললিত-কান্তার পূর্বভাগ অবধি করিয়া সাগর পর্যন্ত ভূমি, কিরাতদের বাসস্থান হইল এবং ললিতকান্তার পশ্চাৎভাগকে সীমা করিয়া, করতোয়া নদী পর্যন্ত কামাখ্যাদেবীর আবাসস্থান। ১২২-১২৩

সেইস্থান হইতে কিরাতদিগকে দূর করিয়া, বেদশাস্ত্রবিৎ বহু ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের বাসস্থান করিলেন। ১২৪

নারায়ণ, মুনিদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া যেরূপে বেদাধ্যয়ন দান ধর্ম ইত্যাদি নিরন্তর বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিলেন। ১২৫

সেই স্থানের সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যে নিরত এবং দানধর্ম্মে পরায়ণ বলিয়া দেবতারাও অনেককাল কামরূপ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। ১২৬

তাহার পর হরি, পুত্রের বিবাহের জন্য মায়ানাম্নী বিদর্ভ রাজকন্যাকে বরণ করিলেন। ১২৭

হৃষীকেশ, পুত্রের সহিত মায়ার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহার সহিত পুত্রকে রাজত্বে অভিষেক করিলেন। ১২৮

মাধব, গিরিদুর্গ-মধ্যবর্তী কোন সুগুপ্তস্থানে পুরী নির্মাণ করিলেন, সেটি অত্যন্ত নিভৃত ও সকল বিষয়ে সুখকর এবং দেবতাদেরও অগম্য। ১২৯

তৎপরে, নরক কিরাতরাজের চতুর্দন্ত বহুবিধ হস্তী, প্রভূত সৈন্য, অশ্ব ভূষণ ইত্যাদি সমস্ত গ্রহণ করিলেন। ১৩০

বিষ্ণু কিরাতরাজের নিজের ব্যবহার্য ভূষণ এবং ধ্বজ ও আভরণাদি সমস্ত পুত্রকে দিলেন। ১৩১

তাহার ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ লৌহময় চক্র-শোভিত অর্ধযোজন বিস্তৃত, মনের ন্যায় বেগশালী সহস্র সহস্র অশ্বযুক্ত, কাঞ্চনখচিত, বেদিকার বিস্তারের ন্যায় বিস্তৃত, কাঞ্চনময়, বজ্রের ন্যায় কঠিন ধ্বজ-শোভিত এবং স্বর্ণ-নির্মিত দণ্ড পতাকা যুক্ত বৈদূর্য্যমণিদ্বারা মনোহর, সিংহ ও ব্যাঘ্রের চর্মে আচ্ছাদিত ও লৌহজালে আচ্ছাদিত, কিঙ্কিণীজালরূপ মালাভূষিত, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র যুক্ত মায়াময় রথও তাহাকে দিলেন এবং সর্ব্ব-শত্রুবিনাশিনী শক্তিও তাহাকে দিলেন, সেই শক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তরূপিণী ও বিপ্রকক্ষস্থিত অগ্নিরূপা। ১৩২-১৩৬

নরকের হিতের জন্য বসুধার সমক্ষে বিষ্ণু এই নিয়ম করিলেন এবং নরককে বলিলেন,– তুমি এই শক্তি প্রাণসংশয় ব্যতীত মনুষ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিও না। ১৩৭-৩৮

এই বৈদেহী মায়া রূপ ও গুণে তোমারই অনুরূপা; যতদিন তুমি বর্তমান থাকিবে, ততদিন তোমার নিকট অবস্থান করিবেন। ১৩৯

তুমি পুত্রের জন্য ত্রেতাতে যত্ন করিও তাহার পর দ্বাপরের শেষভাগে পুত্র হইবে। ১৪০

পুত্র! চিরকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রাহ্মণ ও মুনিগণের সহিত কদাচ বিরুদ্ধাচরণ করিও না এবং রাজা ও দেবগণের সহিতও বিরুদ্ধাচরণ করিও না। ১৪১-৪২

পরে অজেয়, এই মহাদুর্গের মধ্যে সদাকাল বাস কর এবং দিব্য স্ত্রীগণের সহিত সুখভোগে রত থাকিয়া নিরন্তর সুখে কালযাপন কর। ১৪৩

পুত্র! তুমি কামরূপে এই কমনীয় পর্ব্বতে চিরকাল বাস করিবে এবং জগন্মাতা মহামায়ারূপিণী কামাখ্যাদেবী ব্যতীত অন্য দেবপূজায় বিশেষ রত হইও না। ১৪৪

নরক! আমার প্রস্তাবিত নিয়মের অন্যথা করিলে তোমার প্রাণনাশ হইবে, অতএব এই নিয়ম যত্নপূর্বক প্রতিপালন কর। ১৪৫

বিষ্ণু নিজ-তনয়কে এই কথা বলিয়া পৃথিবীকে গোপনে এই কথা বলিলেন। ১৪৬

সুন্দরি! তোমার নিকট যে যে বিষয় পূর্বে বলিয়াছিলাম, সে সমস্তই নরকের আশু মঙ্গলের জন্য। অতএব সে বিষয়ে তুমি উহাকে উপদেশ দান কর। ১৪৭

জগদ্ধাত্রি! তুমি যে সময়ে নরকের বিনাশ করিতে আমাকে বলিবে, সেই সময়ে কোন এক মনুষ্য তাহাকে বিনাশ করিবে। ১৪৮

পৃথিবী বলিলেন, পুত্রের জন্যই আমার এই যত্ন, কিন্তু পুত্রের অভাব হইলে আমার নিন্দা হইবে, অতএব নাথ! আপনি পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন। ১৪৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিষ্ণু পৃথিবীকে বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই করিব। এবং নরককেও স্নেহবাক্য বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। ১৫০

হরি স্বস্থানে প্রস্থান করিলে করিলে পৃথিবী তনয়কে হরির প্রস্তাবিতরূপে সেই স্থলে স্থাপন করিলেন। ১৫১

বেদ-শাস্ত্র-পারদর্শী, ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য-কার্যে রত, নীতিজ্ঞ, নম্র, দানতৎপর কামাখ্যা দেবীর পূজাতে রত, নীলকুটনামক পর্ব্বতে নানাবিধ সুখভোগে আসক্ত, শোভাসম্পন্ন এবং শত্রুর অজেয়, নরক-বীরও; সেই পুরীতে ইন্দ্রের ন্যায় চিরকাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৫২-৫৩

তাহার পর বিদেহ-বাজও নরকের সুখ-সম্পত্তির কথা শ্রবণ করিয়া স্ত্রী-পুত্র বন্ধুগণের সহিত নরককে দেখিতে আসিলেন এবং কামরূপের মধ্যে প্রাগ জ্যোতিষ নামক পুরে গমন করিয়া শারদীয়-নিশাকরের ন্যায় শোভা সম্পন্ন নরক রাজাকে দেখিলেন। ১৫৪-৫৫

বিদেহরাজ প্রাগজ্যোতিষপুরকে ইন্দ্রভবন বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ ভূষণে ভূষিত নরককে দেবরাজ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ১৫৭

তাহার পর জনক, মহিষীকে সমস্ত বলিলেন,–এ মহাত্মা তোমার পালিত পুত্র নরক, বরাহরূপী জগৎপালক বিষ্ণুর ঔরসজাত পৃথিবী দেবীর পত্র, কিরূপ ভাবে পরিণত হইয়াছে দেখ। ১৫৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, জনকরাজা এই কথা বলিয়া যেরূপে নরকের জন্ম হইয়াছিল, পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন। ১৫৯

তাহার পর বিদেহাধিপতি নরকের সৎকারে সৎকৃত হইয়া আনন্দিত-চিত্তে সেই প্রাগজোতিষপুরে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বন্ধুগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১৬০-১৬১

পৃথিবীপুত্র নরক প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া চিরকাল বিহার করিতে লাগিলেন। ১৬২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

উনচত্বারিংশ অধ্যায় — নরকের চরিত্র

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মনোহর শোভাশালী, দীর্ঘজীবী নরক, মনুষ্য-প্রথানুসারে বহুকাল রাজত্ব করিলেন। ১

তাহার পর ত্রেতা অতীত হইলে দ্বাপরের শেষভাগে, শোনিতপুরে বাণ নামক অসুর জন্মগ্রহণ করিল। ২

সে অত্যন্ত বলবান এবং শিবের মিত্র, তাহার অগ্নিনামক নগর। বলিপুত্র সেই মহাত্মা, প্রবল প্রতাপশালী হইল এবং নরক রাজার সহিত তাহার অত্যন্ত মিত্রতা হইল ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশেষ অনুগ্রহ হইল এবং গমনাগমন হইতে লাগিল। ৩-৪

উভয়েই পবন ও অগ্নির ন্যায় প্রবল প্রতিপাশে বদ্ধ হইলেন। ৫

বাণ মহাদেবকে আরাধনা করিয়া অকুতোভয়ে, অসুরের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিল। ৬

হে দ্বিজগণ! বাণের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া এবং তাহার সংসর্গে নরকও সেই ভাব অবলম্বন করিলেন। ৭

পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে আর পূজা করিতেন না এবং যজ্ঞ দানাদি ধর্ম কার্যেও পূর্বের ন্যায় মনোযোগ করিতেন না। ৮

বিষ্ণু ও পৃথিবীকেও পূর্বরূপ পূজা করিতেন না এবং কামাখ্যা দেবীর প্রতিও পুর্বরূপ ভক্তি করিতেন না। ৯

ইহার মধ্যে এক সময় ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ মুনি, কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করিলেন। ১০

নীলকুট পর্ব্বতের দুর্গমধ্যে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিবার জন্য নরক বসিষ্ট দেবকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। ১১

তারপর বসিষ্ঠ মুনি কুপিত হইয়া কর্কশবাক্যে নরককে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, তুমি মহাতেজস্বী বরাহের ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে দেবতা-দর্শন করিতে দিতেছ না। ১১-১৩

হে ধরাত্মজ! এ কি তোমার কুলপ্রথামত কার্য্য করিতেছ, দ্বারপ্রবেশ করিতে দাও, দেবী জগদম্বাকে অর্চনা করি। ১৪

তাহার পর পৃথিবীপুত্র-নরক কর্কশবাক্যে মুনিকে ভর্ৎসনা করত তাহা হইতে নিরস্ত করিলেন। ১৫

তৎপরে মুনি কুপিত হইয়া নরককে শাপ দিলেন, পাপিষ্ঠ। বরাহপুত্র। তুই যাহার ঔরসে জন্মিয়াছিস, মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া সেই মহাত্মা অচিরাৎ তোকে বিনাশ করিবেন। ১৬

পাপাত্মা। তোর মৃত্যু হইলে তাহার পর জগন্মাতা কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিব, থাক, আমি নিজ স্থানে যাইতেছি। ১৭

পাপিষ্ঠ। তুই যতদিন জীবিত থাকিবি, ততদিন জগজ্জননী কামাখ্যা সমস্ত পরিবারের সহিত অন্তর্ধান হউন। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম-নন্দন বসিষ্ঠ মুনি নরকের কর্কশ বাক্যে অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৯

মুনির গমনের পর নরক বিস্মিত হইয়া নীলকূট গিরির গুহাভ্যন্তরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। ২০

মন্দিরে যাইয়া কামরূপেশ্বরী কামাখ্যাকে দেখিতে পাইলেন না এবং তাহার যোনিমণ্ডল ও সমস্ত পরিজন কিছুই দেখিলেন না। ২১

তাহার পর নরক বিমর্ষ হইয়া মাতা বসুন্ধরাকে এবং পিতা জগৎকর্তা নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। ২২

হে দ্বিজগণ। কিন্তু বসুধা ও বিষ্ণু, নীতিমার্গ পরিত্যাগ করাতে এবং নিয়মের অপ্রতিপালনে নরককে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিলেন না। ২৩

বজ্রধ্বজ নরক বসুন্ধরা ও বিষ্ণুর দর্শন অভিলাষে অনেক সময় প্রতীক্ষা করিয়াও দেখিতে পাইলেন না। ২৪

তাহাদের দর্শন না পাইয়া নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং ঋতুমতী স্ত্রীর ন্যায় স্বকীয় পুরী শোভাশূন্য হইয়াছে দেখিলেন। ২৫

দেবী অন্তর্হিত হওয়াতে সেই পুরীস্থিত মনুষ্যগণ পূর্বরূপ বেদবাক্য উচ্চারণ করিত না এবং পুণ্যকার্যেও বিশেষ যত্ন করিত না। ২৬

দেবগণ মনুষ্যগণ ও মহর্ষিগণ কেহই নরকভবনে যাইতেন না। সেই নগর যজ্ঞক্রিয়া এবং উৎসবাদিশূন্য হইল। ২৭

রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া বহুলোক বিনাশপ্রাপ্ত হইল; লৌহিত্যনামক নদের জলও শুষ্কপ্রায় হইল। ২৮

নরক সে সময়ে রাজ্যে এইরূপ বিপরীতভাব দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মশাপে মরণ অতি নিকটে আগমন করিয়াছে। ২৯

এই ভাবিয়া প্রাগজ্যোতিষপতি নরক, শোকে অধীর হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিপুত্র বাণের নিকট গমন করিলেন। ৩০

বাণ, নরকের প্রাণসম বন্ধু, কোন বিপদে পতিত হইলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনী কুমারের ন্যায় উভয়ে উভয়কেই রক্ষা করিয়া থাকেন। ৩১

বজ্রকেতু নরক স্থির করিলেন, এ সময়ে শম্ভুসখা, মিত্র বাণ অনুকূল মন্ত্রণা প্রদানে প্রাজ্ঞ। ৩২।

এই প্রকার স্থিরবুদ্ধি করিয়া বাণনগরে দূত প্রদান করিলেন। ৩৩

দূত; দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিয়া শোণিতপুরে গমন করিল; তাহার পর বাণকে নরকের সমস্ত বৃত্তান্ত বলি। ৩৪

যেরূপে বসিষ্ঠ শাপ দিয়াছেন, যেরূপে কামাখ্যা অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং যেরূপে প্রাগজ্যোতিষপুরে নানারূপ বিঘ্ন হইতেছে, যেরূপে নিয়মের ভঙ্গ হওয়াতে ক্ষিতি ও বিষ্ণু স্মরণ করিলেও আগমন করেন নাই, নরক-দূত সমস্তই বলিপুত্র বাণকে বলিল। ৩৫-৩৬

বাণ মিত্রের দৈব-পরাভব শ্রবণ করিয়া, নরককে প্রতিকারবিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য, কাঞ্চনময় বিচিত্রাঙ্গ তিনশত অশ্বযুক্ত, লৌহময় চক্র, ব্যাঘ্র ও ময়ূর ধ্বজে ভূষিত, সুবর্ণ দণ্ড ধবল ছত্র-যুক্ত, কিঙ্কিণী আচ্ছাদিত এবং নানারত্নখচিত রথে আরোহণ করিলেন। ৩৭-৩৯

সহস্র-বাহুশোভিত বাণ, চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রাগজ্যোতিষ নামক নরকভবনে উপস্থিত হইলেন। ৪০

বাণ, প্রাগজ্যোতিষেশ্বর নরকের সমীপবর্তী হইয়া তাহার পূর্বের সেরূপ শোভা নাই দেখিতে পাইলেন। ৪১

বাণ তাহার যথাযোগ্য সৎকারে সৎকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনার পুরী শোভাহীন হইয়াছে কেন? ৪২

আপনার শরীরেরও পূর্বের ন্যায় শোভা নাই ও মনও নিতান্ত অসন্তুষ্ট দেখিতেছি, ইহার কারণ কি আমাকে বলুন। ৪৩

বাণ এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, ক্ষিতি-কুমার নরক, বষিষ্ঠ মুনির শাপ অবধি সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ৪৪

বাণ যাহা নরকের নিকট শুনিলেন, দূত সে সমস্তই পূর্বে বলিয়াহে। বাণ, সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া বজ্রধ্বজ নরককে বলিলেন। ৪৫

এবিষয়ে শোক করা আপনার উচিত নহে,শরীরি-মাত্রেরই সুখ-দুঃখ চক্রের স্যায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। ৪৬

দুঃখ উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তিদের প্রতিকার করাই কর্তব্য; সেই প্রতিকারই মঙ্গলজনক হয়, আপনিও সম্প্রতি প্রতিকার বিষয়ে যত্নবান হউন। ৪৭

এই পৃথিবীতে মনুষ্য দানব অথবা অসুর রাক্ষস কিন্নর-ইহার মধ্যে যে কেহ অসাধারণ ঐশ্বর্যশালী হইবেন, ইন্দ্রের তাহা কিছুতেই সহ্য হইবে না। ৪৮-৪৯

দেবগণের সহিত কুটিলতা করিয়া যে প্রকারেই হউক, তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিবে। ৫০

তাহার মনোমত দেবতা নিত্য সনাতন বিষ্ণু; তিনি ইন্দ্রের সামান্য অনিষ্টও করিবেন না। ৫১

ইন্দ্রের অনিষ্ট করিব বলিয়া যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আরাধনা করে, বিষ্ণু তাহাকে কৌশলে অনিষ্ট বরদান করিয়া বিনাশ করেন। ৫২

অনেককাল আরাধনা করিলে বিষ্ণু অভিলষিত বিষয় দান করেন এবং অত্যন্ত কায়ক্লেশে পূজা করিলে প্রসন্নভাব অবলম্বন করেন। ৫৩

ইষ্টদেবের আরাধনা ব্যতীত, কোন ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছে এবং বর্তমান সময়ে পাইতেছে? ৫৪

আপনি পূর্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন না, এজন্য আপনার রাজ্যে নানারূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছে। ৫৫

যে বিষ্ণু আপনার পালক তাহার স্বভাবত কাহারও প্রতি অনুগ্রহ হয় না; কিন্তু বিষ্ণুকে ক্ষিতির বাক্যানুসারে নিরন্তর আরাধনা করিয়াছেন। ৫৬

সেই বিষ্ণুই আপনাকে সচ্ছিদ্র বর দান করিয়াছেন; বসিষ্ঠের কোন অপরাধ আছে বলিয়া স্থির করিবেন না। ৫৭

আপনি ইহার অন্যথা আচরণ করিলে হতশ্রী হইবেন। ৫৮

বসিষ্ঠের প্রতি অপরাধ আরোপ করিবেন না, আপনি স্মরণ করিলেও ক্ষিতি ও মাধব আগমন করিলেন না। ৫৯

অতএব মিত্র! ইহা হরির বুদ্ধির কুটিলতাই স্থির করুন। ৬০

এসময়ে আপনার উদাসীনভাবে থাকা ভাল নহে, 'বিষ্ণু আমার পিতা' এইরূপ আপনার মনের বিশ্বাস। ৬১

কিন্তু বরাহই আপনার পিতা, তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। বরাহ হরির অংশ, এইরূপ আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। ৬২

কিন্তু তাহার অংশ এই কথা কে কোথায় বলিয়া থাকে বলুন? তাহা হইলে আপনি–শিব অথবা ব্রহ্মার অর্চনা করুন। ৬৩

তাহারা প্রসন্ন হইলে অভিলষিত বিষয় দান করিবেন; বিঘ্নই হউক অথবা মুনিশাপ হউক, কিংবা পীড়াদায়ক যে কোনরূপই হউক, ব্রহ্মা কিংবা শিব প্রসন্ন হইলে সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৬৪-৬৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ভূমি-পুত্র নরক বাণের বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন। ৬৬

মিত্রবৎসল! বাণ! আপনি যাহা বলিলেন, সেই আরাধনা করা আমার শীঘ্রই কর্তব্য। ৬৭

বিষ্ণু আমার আরাধনীয় নহেন। তাহার কারণ পূর্বেই আপনি বলিয়াছেন, কিন্তু শম্ভূও আমার আরাধনীয় নহেন; কারণ তিনি আমার পুরমধ্যে গুপ্তভাবে আছেন। ৬৮

তাহা হইলে মিত্র! আপনার বাক্যানুসারে ব্রহ্মা আমার আরাধনীয়। অতএব মিত্র সেই ব্রহ্মার পুত্র। লৌহিত্যনদের জলসমীপে তাহার উপাসনা করিব। ৬৯

হে মিত্র! গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দেন, সেইরূপ আপনার উত্তমরীতি অনুসারে সান্ত্বনাবাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছি। ৭০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–বজ্রধ্বজ মিত্রবৎসল নরক এই কথা বলিয়া বাণকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। ৭১

তাহার পর বলিপুত্র সৎকৃত হইয়া স্বীয় নগরে গমন করিলেন। ক্ষিতিপুত্র অব্যগ্রচিত্তে ব্রহ্মার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৭২

তাহার পর মহাত্মা নদরাজ লৌহিত্যের তীরে ব্রহ্মার আরাধনাদি তপস্যার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৭৩

একশত বৎসর পর্যন্ত মনুষ্যের প্রথানুসারে জলাহাররূপ ব্রতাচরণ করিয়া ব্রহ্মাকে অর্চনা করিলেন। ৭৪

লোক-পিতামহ ব্রহ্মা একশত বৎসরের পর সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে নরকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৭৫

"হে সুব্রত। তোমার উপাসনায় প্রীত হইয়াছি, তোমাকে বরদান করিব, তুমি বর প্রার্থনা কর" কমলাসন, নরককে এই কথা বলিলেন। ৭৬

তাহার পর নরক সর্বলোকেশ্বর কমলাসনকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং বিনয়-নম্র মস্তকে কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রণাম করত বলিলেন। ৭৭

হে সুরজ্যেষ্ঠ! দেব অসুর রাক্ষস এবং সকল দেবযোনি ইহাদের সকলের অবধ্য হই, প্রথম এই বর দান করুন। ৭৮

যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য জগতে প্রকাশিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আমার সন্তান-পরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে জগতে অবস্থান করুক, দ্বিতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন। ৭৯

এবং তিলোত্তমাদির যে সমস্ত রূপ ও গুণ আছে, সেই সমস্ত রূপ ও গুণ সম্পন্ন ষোড়শসহস্র স্ত্রী হইবে, তৃতীয়তঃ এই বর প্রদান করুন। ৮০

সকলের অজেয় এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা ঐশ্বর্যের অপরিত্যক্ত হইব, হে পিতামহ! অদ্য এই পাঁচটি বর আমি প্রার্থনা করি। ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ভূমি-পুত্র মায়ায় মোহিত হইয়া এবং মুনি-শাপ বিস্মৃত হইয়া অন্য বর প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু মুনিশাপ বর্তমান রহিল। ৮২

তুমি যাহা প্রার্থনা করলে, সে সমস্তই তোমার সিদ্ধ হইবে; পিতামহ, নরককে এইরূপ বর দান করিয়া বলিলেন, দ্বাপরের শেষ ভাগে তিলোত্তমাদির ন্যায় রূপবতী সুরকন্যাগণ জন্ম গ্রহণ করিবে, যতদিন নারদ তোমার বজ্রধ্বজ পুরে গমন না করেন, ততদিন হে ক্ষিতিপুত্র! তাহাদের সহিত সম্ভোগাদি করিও না। ৮৩-৮৪

এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। নরক, পরম আনন্দ লাভ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

তাহার পর স্বকীয় নগর–আনন্দিত লোক সকলে অধিষ্ঠিত, লক্ষ্মীযুক্ত, সদা উৎসাহসম্পন্ন, বিপ্লববর্জিত দেখিলেন এবং পশু, শস্য, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদিতে নগর পরিপূর্ণ হইল, নগর পুনরায় দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় হইল। ৮৬-৮৭

নরকের তপস্যা শেষ হইয়া বর লাভ হইয়াছে শুনিয়া বাণ সেই সময়ে স্বয়ং বজ্রধ্বজ নরকের সমীপে গমন করিলেন এবং ভৌমনগর প্রাগজ্যোতিষ পুরীতে উপস্থিত হইয়া মিত্র নরককে তপস্যার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন;– কোথায় আপনি তপস্যা করিয়াছেন?

কিরূপে ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন? কিরূপ বর লাভ করিয়াছেন? তৎসমস্ত আমাকে বলুন। ৮৮-৯০

আপনার নগর আনন্দপূর্ণ এবং জনসমাজও অত্যন্ত প্রফুল্ল, অশ্ব-হস্তি-পূর্ণ এবং মঙ্গলধ্বনিযুক্ত, নানাবিধ শস্য পরিপূর্ণ, ব্যাধিশূন্য। ৯১

আপনি উত্তমরূপে পালন করিতেছেন দেখিতে পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি বলুন, কিরূপে ব্রহ্মা হইতে বর লাভ করিলেন? ৯২

ভৌম বলিলেন;–ব্রহ্মা স্বয়ং পর্বতরূপ ধারণ করিয়া কামেশ্বরীকে ধারণ করিবার জন্য এখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; যতক্ষণ বসিষ্ঠ আমাকে শাপ দেন নাই ততক্ষণ কামাখ্যাধারণে স্বয়ং যত্ন করিয়াছিলেন। ৯৩

হে বলিপুত্র! ব্রহ্মা আমার পুরে এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে দেবকুল-সেব্য হইয়াও বিরাজ করিতেছেন। তাহার পর আমি বারিভক্ষণ করিয়া একশত বৎসর তপস্যা করিলাম। ৯৪

তখন বায়ু-সেব্য, মনোহর এবং প্রাণীদিগের সুখকর লৌহিত্যতীরে তপস্যাতে রত হইবার পর, এক শত বৎসর এক বৎসরের ন্যায় অতীত হইল। ৯৫

তৎপরে চতুরানন সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষভাবে আমার সমক্ষে আগমন করত হিতবাক্য বলিলেন। তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর। ৯৬

সুরাসুর এবং দেবযোনিমাত্রের অবধ্যতা, অবিচ্ছিন্ন সন্তান, পরের অজেয়তা, অখণ্ড ঐশ্বর্যের আধিপত্য, উত্তমরূপ-সম্পন্ন স্ত্রীগণের পতিত্ব, এই পাঁচটী বর আমি প্রার্থনা করিলাম, তিনিও তাহা দিয়া নিজমন্দিরে গমন করিলেন। ৯৭-৯৮

তাহার পর আমি হৃষ্টান্তঃকরণে নিজপুরে আগমন করিয়া সৎকার্য-বহুল মন্ত্রিগণের সহিত সমস্ত পুরাতন বন্ধুবান্ধবদিগকে দান এবং মান্য ব্যক্তির সন্তোষ সাধন করিলাম। ৯৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–বলিপুত্র নরকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তত সন্তুষ্ট হইলেন না; এবং নরককে সেই সময়ের উপযুক্ত বাক্য বলিলেন, মনোমত বাক্যও বলিলেন না। ১০০

তাহার পর কহিলেন, মিত্র! তোমার মতি ব্রহ্মার সমক্ষে বশিষ্ঠ-শাপ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; হে ক্ষিতিপুত্র! তোমার মঙ্গল কিরূপে হইবে? অবশ্যম্ভাবী যে কার্য সেটী নিত্য। ১০১

কৃত দৈবকার্য পুনর্বার করা যায় না; অবশ্যম্ভাবী কার্য্য নিশ্চয়ই হইবে, তাহা ব্রহ্মাও প্রতিরোধ করিতে পারেন না। ১০২

অতএব মহাবীর পাবকসদৃশ অসুরদিগকে সচিবের পদে নিযুক্ত করুন, দেবতাদিগেরও দুর্জেয় বীরদিগকে দ্বারীর পদে নিযুক্ত করুন। ১০৩

যদি দেবেশ্বরকে অতিক্রম করিয়া আপনি বর লাভ করিয়া থাকেন, যে বর ব্রহ্মা আপনাকে দিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করুন এবং নিজ পুরে অবস্থিতি করিয়া জায়াগর্ভে পুত্রোৎপাদন করুন। ১০৪-১০৫

বাণ, এই কথা বলিয়া যথানিয়মে সৎকৃত হইয়া গমন করিলেন, নরকও মিত্র-বচন প্রতিপালন করিতে উপক্রম করিলেন। ১০৬

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চত্বারিংশ অধ্যায় — নরকের পুত্রোৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–কালক্রমে পত্নী ঋতুমতী হইলে ক্ষিতিপুত্র নরক, ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান, সুমালী নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। ১

তাহারা মহা বলবান, অত্যন্ত বীর্য্যবান ও অন্য বীরগণের দুর্দমনীয় হইল। তাহার পর বাণের বাক্যানুসারে অনুসন্ধান করিয়া হয়গ্রীব নামক অসুরকে আনয়ন করত সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। ২-৩

হয়গ্রীবের বিষয় শ্রবণ করিয়া মুরুনামে অসুর তথায় উপস্থিত হইল; এবং পৃথিবীতে উপযুক্ত যত অসুর ছিল, সকলেই নরক-ভবনে উপস্থিত হইল। ৪

নরক-ভবনে হয়গ্রীব আগমন করিয়াছে শুনিয়া সুন্দ-নিসুন্দ নামক অসুর দ্বয় সকল সৈন্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইল; এবং বিরূপাক্ষ অসুরও সেই স্থানে আগমন করিল। ৫

অসুরগণ একত্র সমবেত হইলে নরক, সমস্ত সৈন্যের সহিত মুরুকে পশ্চিম দ্বারের অধিপতি করিলেন, হয়গ্রীবকে উত্তরদ্বারাধিপতি করিলেন। ৬

পূর্বদ্বারের অধিপতি করিলেন, বিরূপাক্ষকে দক্ষিণদ্বারে এবং সুন্দকে মধ্যে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। মুরু ষটসহস্র ক্ষুরান্ত পাশ দ্বারে যোজনা করিল। ৭-৮

নরক, পুররক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিশেষ সৎকার করিলেন; এবং পূর্বতন মন্ত্রিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, সর্ব্বদা অসুরের সহিত অবস্থান করত আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। ৯।

তাহার পর ক্ষিতিপুত্র পূর্ব-পরিচিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া অসুরভাব গ্রহণ করত দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। ১০

দেবতা ও মুনিগণকে নিরন্তর অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন; নরক হয়গ্রীবের সাহায্যে দেবরাজকে জয় করিলেন। ১১

এইরূপ অসুরভাব বিস্তার করত ক্ষিতিপুত্র নরক ক্ষিতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন; এবং বাণের বাক্যানুসারেই ইন্দ্র ও মুনিদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। ১২

হয়গ্রীবের সহায়তাবশতঃ নরকবীর দেবরাজকে হঠাৎ পরাজিত করিয়া ত্রিলোকদুল্লভ সর্ব্ব-রত্ন-স্রাবী দুঃখ ও বিঘ্ননিবারক অদিতির কুণ্ডলদ্বয়, মুনি শাপে ভয় না করিয়া হরণ করিলেন। ক্ষিতিপুত্র এইরূপ দেবতা ও মুনিদিগের উৎপীড়নে রত হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর প্রাগজ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিলেন। ১৩-১৫

ইহার মধ্যে ক্ষিতি মহাভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মাধব ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। ১৬

যে দানব রাক্ষস দৈত্যদিগকে বিষ্ণু বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহারা রাজা নরকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা অত্যন্ত বলবান, তাহাদের দুর্বহ ভার আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাহারা অসংখ্য–তাহাদের সংখ্যা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না। ১৭-১৮

সেই অসুরদের মধ্যে অষ্টশত সহস্র–প্রধান এবং অত্যন্ত বলবান্; তাহার মধ্যে অত্যন্ত বলসম্পন্ন বলিপুত্র বাণ, বীর কংস, ধেনুক, অরিষ্ট, প্রলম্ব, মল্ল চাণুর, মুষ্টিক, মহাবলবান্ জরাসন্ধ, নরক, হয়গ্রীব, নিসুন্দ, সুন্দ, বিরূপাক্ষ, পঞ্চজন, হিড়িম্ব, বক, জটাসুর, কির্ম্মীর, অনায়ুধ, অলম্বুষ, সৌভ, জরাসন্ধ ও দ্বিবিদ বানর, শ্রুতায়ুধ, মহাদৈত্য শতায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র সুবাহু, অতিবাহু, হিরণ্যপুরনিবাসী কালকঞ্জ প্রভৃতি দৈত্যবর্গের ভার আমি কিছুতেই সহ্য করিতে সক্ষম হইতেছি না। ১৯-২৪

ইহাদের চরণে নিরন্তর দলিত হইয়া দিন দিন বিশীর্ণ হইতেছি। এ সমস্ত দৈত্যের ভার বহন করিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়াছি, ইহাদিগকে দেবগণ বিনাশ করুন। না হইলে একেবারে বিশীর্ণ হইব, অথবা পাতালে গমন করিব। ২৫-২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—"আমরা ক্ষিতির ভার মোচন করিব" এই বলিয়া পৃথিবীকে বিদায় করিলেন। ২৭

তাহার পর সকল দেবগণ সনাতন মাধবকে ক্ষিতির ভারাবতরণের জন্য তোষণ করিলেন। ২৮

ভগবান তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব রূপে পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ কর;–এই কথা বলিয়া স্বয়ং ভারাবতারণের নিমিত্ত দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। দেবগণ সনাতন হরি অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রুত হইয়া পৃথিবীতে রম্ভা ও তিলোত্তমার ন্যায় রূপ ও গুণ সম্পন্না ষোড়শ সহস্র স্ত্রী উৎপাদন করিলেন, তৎপরে সেই মনোহারিণী স্ত্রীগণ হিমবৎপ্রস্থে ক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া ভূমিপুত্র নরক হঠাৎ তাহাদিগকে হরণ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পরাভূত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে লইয়া গেলেন। ২৯-৩২

সেই স্ত্রীগণ নরকসমীপে সম্ভোগ বিষয়ে কিছু সময় প্রতীক্ষা করিতে প্রার্থনা করিল-হে ভূমিপুত্র! নারদ এই নগরে যতদিন আগমন না করেন, ততদিন সম্ভোগস্পৃহা নিবৃত্তি করুন, এবং আমাদের রক্ষা করুন। হে বীর! নারদ শীঘ্রই এই নগরে আগমন করিবেন, তাহার আগমন কাল পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া প্রতীক্ষা করুন। তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে তৎপরে আপনার সঙ্গে সম্ভোগ-সুখভোগ করিব। এইরূপ তাহারা কিঞ্চিৎ সময়ের প্রার্থনা করিলে পৃথিবী-পুত্র নরক সেই সময় ব্রহ্ম-বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাদের কথায় সম্মত হইলেন। ৩৩-৩৬

ইহার মধ্যে বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দগৃহে বর্ধিত হইতেছিলেন। তাহার পর কংস কেশী ও প্রলম্বাদি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া সমুদ্র মধ্যস্থিত দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

তাহার পর সেই দ্বারকাতে মনুষ্য-রূপধারী কৃষ্ণ-কালিন্দী, রুক্মিণী, নগ্নজিৎ-কন্যা, সত্যা, লক্ষ্মণা, চারুহাসিনী, শীল-সম্পন্না সুশীলা ও জাম্ববতী এই আটটী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ৩৯-৪১

সেই কন্যাদিগের প্রতি সতত অনুরক্ত থাকিয়া ভগবানের ষট্‌ত্রিংশ বৎসর অতীত হইল। সেই সময় বলদেব তাহার সহায় ছিলেন। ৪২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তৎপরে কৃষ্ণের শাস্ত্র ও অস্ত্র-বিদ্যায় পারদশী প্রদ্যুম্ন শাম্ব প্রভৃতি মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ৪৩

তাহাদের পরাক্রমে ক্ষিতির ভারভূত বহুদৈত্য বিনষ্ট হইল। তৎপরে কৃষ্ণ, নানাবিধ ক্রীড়াতে রত হইয়া দ্বারকাতে বাস করিতে লাগিলেন। ৪৪

অনন্তর ইন্দ্র নরকের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া নিজগণের সহিত দ্বারকাতে, কৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন। ৪৫

দ্বারকায় আসিয়া তিনি লোকনাথ কৃষ্ণকে বহু নমস্কার করত কাঞ্চনময় আসনে উপবেশন করিলেন এবং কৃষ্ণ, তাহার বিশেষ আদর করিলেন। তাহার পর শত্রু, নরকের আচরণ সমুদয় বলিতে লাগিলেন; নরক; পূর্বে যাহা করিয়াছেন এবং বর্তমানে সময়ে যাহা করিতেছেন, আনুপূর্বিক সমস্তই বলিলেন। ৩৮-৪৭

ইন্দ্র বলিলেন, মহাবাহু কৃষ্ণ! আমি যে জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, সে সমস্তই বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন, তাহাতে শঙ্কা করিবেন না। ৪৮

সুরপীড়ক দুষ্ট ভূমি-পুত্র নরক, চিরজীবী হইয়া বিষ্ণু ও ক্ষিতিকর্তৃক প্রতি পালিত হইয়াছে, এ সময়ে দুষ্ট-বিষ্ণু ও ক্ষিতিকে অবজ্ঞা করত বাণের বাক্যানুসারে ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিয়াছে এবং ব্রহ্মদত্ত বরলাভ করিয়া অত্যন্ত গর্বিত হইয়াছে; মাধব ও ক্ষিতিকে কদাচ স্মরণ করে না। ৪৯-৫১

সেই দুরাত্মা পূর্বে ধর্মশীল দেবারাধনায় রত এবং ব্রতশীল ছিল, বর্তমান সময়ে অসুরভাব ধারণ করত সকলকেই পীড়া দিতেছে, মোহবশে অদিতির অমৃত-নিস্যন্দী কুল-দ্বয় হরণ করিয়াছে। ৫২

দেব ও ঋষিগণকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে, এবং ব্রাহ্মণদিগের অপ্রিয়কার্যে সর্বদা রত থাকিয়া, দুষ্ট ইচ্ছানুসারে নিরন্তর আমাকেও উৎপীড়ন করিতেছে। ৫৩

অসুর ও দেবতাদিগের জেতা এবং দেবাদির অবধ্য হইয়াছে,–এমন কি আপনার পর্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব সেই পাপাত্মাকে মঙ্গলের নিমিত্ত বিনাশ করুন। ৫৪

আপনার জন্য দেবগণ–দেব ও গন্ধর্ব্ব কন্যাগণকে পর্বত প্রধান হিমালয়ে রাখিয়াছিলেন। ৫৫

সেই দেবকন্যা ও গন্ধর্ব্বকন্যা শতাধিক ষোড়শ সহস্র। ৫৬

সেই সমস্ত কন্যাগণকে বলগর্বিত পাপিষ্ঠ নরক; হয়গ্রীবের সাহায্যে হরণ করিয়াছে। ৫৭

সাগরে পৃথিবীতে ও স্বর্গে যে সকল রত্ন ছিল, সে সমস্তই দেবতা ও মনুষ্য দিগকে উৎপীড়ন করিয়া আত্মসাৎ করত লৌহিত্যনদের তীরে, মণি-পর্বত নির্মাণ করিয়াছে। ৫৮-৫৯

সেই রত্নপর্ব্বতে অলকা নামে মনোহর পুরী নির্মাণ করিয়াছে, তাহাতে সেই সকল দেব ও গন্ধর্বকন্যাগণ বাস করিতেছে। ৬০

এবং তাহারা সম্ভোগ-বর্জিত হইয়া একবেণী ধারণ করত আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব কৃষ্ণ! আপনি তাহাদিগকে সনাথা করুন। ৬১

ভূমি-পুত্র! যতদিন নারদমুনি আপনার নগরে না আসিবেন, ততদিন আমাদের সঙ্গে সম্ভোগ বিষয়ে আপনি বিরত থাকিবেন। ৬২

এইরূপে সেই কন্যাগণ দুরাত্মা নরকের নিকট সময় প্রার্থনা করিয়া তাহাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত রাখিতেছে। ৬৩

যে সময়ে নারদ প্রাগজ্যোতিষপুরে গমন করিবেন, সেই সময়ে নরককে বিনাশ করিবার জন্য আপনিও সেই নরকভবনে গমন করিবেন। ৬৪

এবং আপনি পাপকর্ম্মা দেব ও মনুষ্যগণের কণ্টকস্বরূপ, নরকসদৃশ দুর্দমনীয় নরককেও বিনাশ করুন। ৬৫

তাহার বধের জন্য ক্ষিতিদেবীও পুত্রশোক প্রাপ্ত হইবেন না; যেহেতু দেবী স্বয়ং তাহার বধের জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। ৬৬

অতএব আপনি পাপিষ্ঠ নরককে বিনাশ করুন; তাহাকে বিনাশ করিয়া স্ত্রী এবং মণিরত্নাদি উদ্ধার করুন। ৬৭

ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, জগৎপতি নারায়ণ, নরক বিনাশ করিবার জন্য সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তৎকালেই প্রাগজ্যোতিষ পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৬৮৬৯

বিষ্ণু সত্যভামার সহিত গরুড়ে আরোহণ করিয়া নরক-পুরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র স্ব-ভবনে স্বর্গে গমন করিলেন। ৭০

মহাদ্যুতি বিষ্ণু ও ইন্দ্র আকাশে গমন করিতেছেন–দেখিয়া যাদবগণ, সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র উদয় হইয়াছেন মনে করিল। ৭১

তাহাকে দেখিয়া অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিল; তাহারা ক্ষণকালমধ্যেই উভয়ে অদৃশ্য হইলেন। ৭২।

তৎপরে ক্ষণকালমধ্যেই জগৎপতি নরকের বশীকৃত প্রাগজ্যোতিষ নামে রম্য নগরে উপস্থিত হইলেন। ৭৩

সেই নগর ভয়ঙ্কর মৃত্যুপাশের ন্যায় মুরু নামক অসুরের ক্ষুরান্ত ষটসহস্র পাশের দ্বারা সুগুপ্তভাবে বেষ্টিত। ৭৪

বিষ্ণু সেই পুরী হইতে নারদকে বাহির হইতে দেখিলেন; বিষ্ণু যে সময়ে দ্বারকা হইতে আসিতেছিলেন। ৭৫

সেই সময়ে নারদ প্রাগজ্যোতিষ পরে যাইয়া নরকের সৎকারে সৎকৃত হইলেন এবং নরক তাঁহার সমীপে দেবকন্যাগণের সহিত সম্ভোগের সময় প্রার্থনা করিলেন। ৭৬

তাহার পর নারদ বলিলেন, অদ্য চৈত্রের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী প্রবৃত্ত হইয়াছে, হে ধরাপুত্র! নবমীতে আপনার বিশেষ বিপদ; তাহার পর চতুর্দশীতে এই স্ত্রীগণ যদি সুন্দররূপে ঋতুস্নাতা হয়, তাহা হইলে আপনি ইহাদের সহিত সুখে সম্ভোগ করিবেন। ৭৭-৭৮

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরক ভীত হইলেন; এবং নগরে বিশেষরূপে সৈন্য নিবেশ করিলেন। ৭৯

রাজ্য–রাক্ষসেরা রক্ষা করিতেছিল, এখন আবার বিশেষরূপে চারিদিকে রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। ভয় ও হাস্যমুক্ত হইয়া নরক সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮০

সেই অবসরে গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণ, প্রাগজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইয়া পশ্চিম দ্বার আক্রমণ করিলেন। ৮১

ষটসহস্র ক্ষুর নামক পাশসমূহ খণ্ড খণ্ড করিলেন; এবং মুরু নামে দৈত্যকে তাহার অনুচর ও বন্ধুগণের সহিত বিনাশ করিলেন। ৮২

মহাবলসম্পন্ন ষটসহস্র দ্বাররক্ষকদিগকে বিষ্ণু, চক্রের দ্বারা সেই সময়ে বিনাশ করিলে; সহস্র সৈন্যের সহিত মুরুকে যমালয়ে পাঠাইলেন। ৮৩

তাহার ছয় পুত্রকে চক্রের দ্বারা বিনাশ করিলেন এবং অন্যান্য দানবদিগকেও চক্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন। ৮৪

তাহার পর জনার্দন, বহুশিলা অতিক্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত নিসুন্দ ও সুন্দকে বধ করিলেন। ৮৫

পূর্বে যে বীর একাকী সহস্র বৎসর দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং শত্রুকে অতিক্রম করিয়া অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিল। ৮৬

কেশব–সেই হয়গ্রীব বীরকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন। মহাবল, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীপুত্র লৌহিত্য-গঙ্গার মধ্যজলে বিরূপাক্ষ ও সুন্দকে বিনাশ করিয়া, পঞ্চজন বীরকেও বিনাশ করিলেন। ৮৭-৮৮

জগন্নাথ, মহাকায় দুরাসদ মহাবীরদিগকে নিধন করিয়া, প্রাগজ্যোতিষ পুরী প্রাপ্ত হইলেন। ৮৯

তাহার পর আকাশস্থ সমস্ত দেবগণ ও নারদমুনি ঈশ্বরকে জয় শব্দের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেই পুরে প্রবেশ করিলেন। ৯০

শ্রীসম্পন্ন অত্যন্ত দীপ্তিশীল প্রকার ও অট্টালিকা দ্বারা ভূষিত পুরীকে বিষ্ণু, ইন্দ্রের অমরাবতী বিবেচনা করিলেন। ৯১

সেই পুরে সমস্ত প্রহরিগণের সহিত-ভীরুদিগের ভয়জনক দেবতাদিগের আনন্দবর্ধক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল, যেরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, সেইরূপই হইল। ৯২

তাহার পর শার্ঙ্গবিনির্মুক্ত বাণের দ্বারা সেই মহাবাহু গরুড়াসীন জনার্দন বহু দানবগণকে বধ করিলেন। ৯৩

তাহার পর অষ্টশত সহস্র ও অষ্ট শত অসুর বিনাশ করিয়া নরকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৯৪

নরক, যুদ্ধে সকল অসুর পতন হইয়াছে শুনিয়া এবং মহাবাহু মহাবলসম্পন্ন গরুড়স্থ কৃষ্ণকে দেখিয়া, বসিষ্ঠের শাপ এবং মাধবের প্রস্তাবিত নিয়ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। নারদের বাক্য ও ব্রহ্মার সচ্ছিদ্র বর–সমস্তই স্মরণ হইল। ৯৫-৯৬

কেশব কালপ্রাপ্ত হইয়া আগমন করিয়াছেন, অতএব বাণের বাক্য স্মরণ করত যুদ্ধই নিশ্চয় করিলেন। ৯৭

তাহার পর পৃথিবীপুত্র নরক কাঞ্চনময় বজ্রধ্বজ, অষ্ট লৌহচক্রযুক্ত, সহস্র অশ্বযুক্ত, বহুতূণীর-বদ্ধ, নানা প্রহরণযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। ৯৮-৯৯

নরক, সমরের নিমিত্ত মনুষ্যভাব গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই গরুড়ের উপরিস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, অচ্যুত শঙ্খ-চক্র-গদাধারী কিরীট-কুণ্ডল-বিভূষিত শ্রীবৎস-বক্ষ কৌস্তুভমণি প্রদীপ্ত-বক্ষস্থল পীতাম্বরধারী। ১০০-১০২

অনন্তর প্রাগজ্যোতিষাধিপতি পৃথিবীপুত্র নরক বীর, প্রভু বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১০৩

তৎপরে যুদ্ধ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট কালিকা-সদৃশী কালিকা-মূর্তি দেখিতে পাইলেন; তাঁহার রক্তবর্ণমুখ ও নয়ন, দীর্ঘ কলেবর, করে খড়্গ ও পাশ, তিনি জগদ্ধাত্রী জগন্মোহিনী কামাখ্যাদেবী। ১০৪

নরক জগৎপ্রসবিনী দেবীকে দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত ভীত হইল এবং মনে করিল,–যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর নরকাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১০৫

তৎকালে কৃষ্ণ তাহার সহিত, দেবতাদের মধ্যে ও মনুষ্যগণের মধ্যে অভূত পূর্ব অদ্ভুত যুদ্ধ করিলেন। ১০৬

মাধব ভূমিপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবরাজের হর্ষোৎপাদন করত তাহাকে বধ করিলেন। ১০৭

সুদর্শন চক্রের দ্বারা হরি নরকের মধ্যদেশ দ্বিখণ্ড করিলেন, সে হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। ১০৮

চক্র-ছিন্ন ভূমিপতিত নরক-দেহ বজ্র-ভিন্ন গৈরিক পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১০৯

পুত্র, ভূমিতে পতিত হইলে তাহার শরীর দেখিয়া বসুধা সেইটি তাহার মৃত্যুকাল ইহাই বিবেচনা করত শোক-বেগ সহ্য করিলেন। ১১০

পৃথিবী স্বয়ং অদিতির কুণ্ডলদ্বয় লইয়া গোবিন্দকে উপঢৌকন দান করিয়া বলিলেন। ১১১

আপনি বরাহাবতারে যখন আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আপনার সংসর্গে আমার গর্ভে নরকের উৎপত্তি হয়, তাহাকে এত দিন আপনি প্রতিপালন করিয়াছেন, অদ্য রণে আপনিই বিনাশ করিলেন। ১১২

সকল অভীষ্টপ্রদ অদিতির এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং হে গোবিন্দ। ইহার সন্ততি আপনি সর্বদা রক্ষা করুন। ১১৩

ভগবান্ বলিলেন, দেবি! ভারাবতারণের জন্য নরকের বধ প্রার্থনা করিয়াছিলে বলিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। ১১৪

দেবি। তোমার বাক্যানুসারে ইহার সন্তানদিগকে আমি প্রতিপালন করিব এবং প্রাগজ্যোতিষপুরে পৌত্র ভগদত্তকে অভিষিক্ত করিব। ১১৫

এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অন্তঃপুরে নরকের ধনাগারে প্রবেশ করিলেন। বীর জনার্দন সেই স্থানে রাশিকৃত পর্বতাকার বিবিধ রত্ন দেখিতে পাইলেন। ১১৬-১১৭

মাধব মণি মুক্ত প্রবাল এবং বৈদূর্য্যের পর্বত হীরক-পর্বত ও রজতময় দেখিলেন। সুবর্ণ সমুদয়, রুক্মনির্মিত দণ্ড, রত্নময় ধ্বজ দেখিলেন। ১১৮

বিচিত্র বাহনসমূহ, যান, শয্যা এবং সুবর্ণখচিত মহামূল্যবান্ অনেক বস্তু দেখিলেন। ১১৯

যে যে মণিরত্নাদি ধনসমূহ নরকভবনে দেখিলেন, সেরূপ অন্যত্র কোথাও দেখেন নাই। ১২০

যে সমস্ত ধনরত্ন নরকভবনে আছে, সেরূপ–কুবের, ইন্দ্র, যম, বরুণ ইহাদের কাহারও নাই। ১২১

কেশব-নারদ ও পৃথিবীর সহিত সার হইতে সারতর পুরধন অবেক্ষণ করিলেন; তাহার মধ্যে তাহাদের গ্রহণীয় বস্তু গ্রহণ করিলেন। পরবীর-প্রহারিণী স্বদত্ত বৈষ্ণবী শক্তিও গ্রহণ করিলেন। ১২২-১২৩

তাহার পর কেশব–পৃথিবী ও নারদসহ নরকপুত্র ভগদত্তকে সেই শ্রেষ্ঠ প্রাগজ্যোতিষপুরে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বিশেষরূপে অভিনিবেশ করিলেন। ১২৪-১২৫

ক্ষিতি, ভগদত্তকে অভিষিক্ত দেখিয়া তাহার জন্য কেশব সমীপে সেই শক্তি পুনর্বার প্রার্থনা করিলেন। ১২৬

কেশবও নারদের অনুমতিতে ক্ষিতির বাক্যানুসারে প্রীত হইয়া সেই শক্তি ভগদত্তকে দিলেন। ১২৭

নরক বরুণকে জয় করিয়া যে কাঞ্চনস্রাবী ছত্র আনয়ন করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিলেন। ১২৮

সেই ছত্র প্রতিদিন অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করে এবং একক্রোশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ও অর্ধ যোজন দীর্ঘ। ১২৯

কেশব উৎকৃষ্ট রত্ন সকল এবং চতুর্দন্ত মদস্রাবী শ্রেষ্ঠ, চতুর্দশসহস্র গজ– দৈত্যের দ্বারা দ্বারকাতে পাঠাইলেন। ১৩০-৩১

যে সমস্ত দেবকন্যাকে নরক হরণ করিয়াছিলেন, কেশব তাহাদের বেণী মোচন করিলেন। ১৩২

বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা তাহাদিগকে ভূষিত করত বিমানে আরোহণ করাইয়া দৃঢ় ও বলবান্ সৈন্য দ্বারা নারদ সহ দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন। ১৩৩

নরক সুরকন্যাগণের জন্য যে দিবাকর-তুল্য প্রভাশীল, রত্নসমূহ-খচিত, মণিপর্বত নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৩৪

জগন্নাথ তাহা উৎপাটন করিয়া গরুড়পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন এবং সেইরূপ বরুণের ছত্রও গরুড়ের উপরে তুলিয়া সত্যভামার সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন। ১৩৫

জগৎপতি হরি–ভগদত্ত ও পৃথিবীকে সাদরবাক্য বলিয়া আকাশমার্গে দ্বারকাতে প্রস্থান করিলেন। ১৩৩

অষ্টভার-সুবর্ণস্রাবী ছত্র মণি-পর্বত, ও সত্যভামার সহিত কেশবকে বহন করিয়া গরুড় অবলীলাক্রমে গমন করিল। ১৩৭

তাহার পর ক্ষণকামধ্যেই পরবীরবিনাশক কেশব দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণ ও সুরগণের সহিত আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ১৩৮

অনুরাগ ও বিরাগের কারণ মহামায়া জগন্ময়ী কালিকা জগন্নাথ পরাপর– পতি জগৎকারণ জগৎকর্তা জ্ঞানগম্য জগন্ময় হরিকে এইরূপেই মোহিত করিয়া থাকে। ১৩৯-৪০

মূঢ় ব্যক্তিরা মিত্রকে অনুগ্রহ করেন এবং অমিত্রকেও বিনাশ করেন; এবং যুগলরূপে স্ত্রীতেই সর্বদা রমণ করে। ১৪১

হে বিপ্রগণ! যেরূপে নরকাসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যেরূপে বরলাভ করিয়াছিল, যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে এবং বাণের বুদ্ধিতে যেরূপে ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়াছিল, সে সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম। হে দ্বিজোত্তমগণ। আপনাদের আর যে বিষয় জানিতে অভিলাষ হয়, জিজ্ঞাসা করুন। ১৪২-৪৩

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একচত্বারিংশ অধ্যায় — পার্বতীর জন্ম

ঋষিগণ বলিলেন, কিরূপে জগৎপ্রসবিনী কালী দাক্ষায়ণী গিরিসুতা হইলেন? কিরূপে তিনি হরকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন? ১

কিজন্যই বা তিনি পিনাকীর অর্ধ শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন? হে মহামতে! এই জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল–সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে বলুন। ২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! যেরূপে দাক্ষায়ণী সতী গিরিসুতা হইয়াছেন এবং যেরূপে শিবের অর্ধশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩

দাক্ষায়ণী সতী প্রাণত্যাগ করিয়া মানসিক গতিতে হিমালয় পর্বতে মেনকাসমীপে গমন করিলেন। ৪

হে দ্বিজগণ। যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী শিবসহ হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন, সেই সময়ে মেনকা তাহার হিতৈষিণী ছিলেন। ৫

অতএব তাহাতেই আমি জন্মগ্রহণ করিব, সতী এই মনে করিয়া প্রাণত্যাগ করত হিমালয়সুতা হইলেন। ৬

পূর্বে যে সময়ে দাক্ষায়ণী দক্ষের প্রতি কোপ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই সময়ে মেনকা শিবাকে আরাধনা করিতেন। ৭

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সনাতনী যোগনিদ্রাস্বরূপা সর্ব্বভূতমোহিনী সর্ব্বলোকের শরণ সেই জগদম্বাকে চৈত্রমাসের অষ্টমীতে উপবাস করিয়া নবমীতে মোদক, পিষ্টক, পায়স ও গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা সপ্তবিংশতি বত্সর পর্যন্ত পুত্রকামনা করত প্রত্যহ পূজা করিতেন। ৮-১০

ওষধিপ্রস্থে গঙ্গাতে মৃন্ময়ী মূর্তি করিয়া কোন সময়ে নিরাহারে, কোন সময়ে সংযতাহারে, মহামায়াতে মন অর্পণ করত সপ্তবিংশতি বৎসর পর্যন্ত মেনকা দেবী মহাঐশ্বর্য্য লালসাতে

পূজা করত কাল যাপন করিলেন। ১১-১২

সপ্তবিংশতি বৎসরের পর জগন্মাতা; জগন্ময়ী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হইয়া বলিলেন। ১৩

দেবি! আপনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহা এইক্ষণ প্রার্থনা করুন; আপনার মনের বাঞ্ছিত বিষয় সমস্ত প্রদান করিব। ১৪

তাহার পর মেনকা দেবী প্রত্যক্ষভাবে কালীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ১৫

দেবি। আপনার মূর্তি আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম; কিন্তু শিবে। যদি আপনি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে আপনাকে কিঞ্চিৎ স্তব করিতে ইচ্ছা করি। ১৬

সর্বমোহিনী কালিকা 'মাতঃ' এই বলিয়া মনোহর বাহু দ্বারা মেনকাকে আলিঙ্গন করিলেন। ১৭

তাহার পর মেনকাদেবী, প্রত্যক্ষভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরী কালীকে অভিলষিত বাক্যের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৮।

মেনকা বলিলেন, জগদ্ধাত্রী লোকধারিণী চণ্ডিকাকে আমি প্রণাম করিতেছি; সর্বকামার্থদায়িনী জগদ্ধাত্রীকেও প্রণাম করি। ১৯

নিত্যানন্দা জ্ঞানময়ী জগৎপ্রসবিনী মহামায়াকে আমি করজোড়ে প্রণাম করি। যিনি সর্বদা শুদ্ধা, যিনি হর-বিরিঞ্চিরূপিণী গৌরী মহামায়া, ভক্তের শোক-দুঃখনাশিনী, যিনি শিবজায়া, ভদ্রা, তাহাকে আমি প্রণিপাত করি। ২০-২১

যিনি চিৎস্বরূপা শিবা, যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্না নিত্যস্বরূপা, যিনি অনিত্যা, প্রাণিগণের বুদ্ধিরূপা, তাহাকে প্রণাম করি। আপনি যতিদিগের সংসার বন্ধনচ্ছেদিনী, আমাদের সেই গতির অনুসরণ করিবার ক্ষমতা কোথায়। ২২

আপনি সামবেদের উক্তি সিদ্ধিরূপা এবং ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের অনুষ্ঠেয় যাগাদিরূপ দীর্ঘকার্যরূপা, আপনিই অথর্ব্ববেদোক্ত অভিচারাদি কার্য্যস্বরূপা; অতএব আপনি আমার নিত্য অভিলাষ পূর্ণ করুন। ২৩

ভূতবর্গ, নিত্য, অনিত্য, ভাগহীন, পরস্থ ও তন্মাত্র ইহা দ্বারা আপনাকেই যোগ করে, আপনি তাহাদের নিত্যরূপা শক্তি। কোন স্ত্রী আপনার যোগ্য রূপ বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইবে। ২৪

আপনি ক্ষিতি এবং ধরিত্রী ও জগতের নিত্য প্রকৃতিস্বরূপা; যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্মরূপ বশ হয়, আপনি সেই নিত্যরূপ শক্তি; অতএব মাতঃ আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ২৫

আপনিই অগ্নিগত উগ্রাশক্তিস্বরূপা এবং সূর্যকরের দাহিকাশক্তিরূপা; চন্দ্রিকার আহ্লাদিকা শক্তিরূপা; অতএব আপনাকে স্তব করত প্রণিপাত করিতেছি। ২৬

আপনি যোষিৎপ্রিয়দিগের যোষিৎস্বরূপা, উর্দ্ধরেতাদিগের বিদ্যারূপা; সর্বজগতের বাঞ্ছারূপা এবং হরির মায়াস্বরূপা। ২৭

আপনি বহুরূপ ধারণ করত নিরন্তর সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির শরীরের কারণ; অতএব দেবি! আপনাকে প্রণিপাত করি, প্রসন্ন হউন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তাহার পর জগন্মাতা দেবি মেনকাকে বলিলেন, দেবি! বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। ২৯

তৎপরে যশস্বিনী মেনকা প্রথমেই বীর্যবান্, আয়ুষ্মান্ এবং ধনসম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ৩০

তাহার পরে সুরূপ ও গুণশালিনী কুলদ্বয়ের আনন্দরূপা ও ত্রিভুবন-দুর্লভা একটী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। ৩১

তাহার পর দেবী ঈষৎ হাস্যসহকারে মেনকার অভিলাষ পূর্ণ করত বলিলেন,–তোমার বীর্য্যবান্ একশত পুত্র হইবে। কিন্তু প্রথম পুত্র অত্যন্ত বলবান্ হইবে। ৩২-৩৩

দেবতা রাক্ষস ও মনুষ্যের–সকল জগতের হিতের জন্য আমিই তোমার কন্যা হইব। ৩৪

তুমি নিত্য সুখপ্রসবা, নিত্য পতিব্রতা এবং অম্লান-রূপ-সম্পন্না ও সুভগা হইবে। ৩৫

জগদ্ধাত্রী এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। মেনকাও–প্রফুল্ল চিত্তে স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৩৬

তাহার পর কালক্রমে মেনকা দেবী মৈনাককে প্রসব করিলেন, এই মৈনাক ইন্দ্রের সমস্পর্দ্ধী হইয়া পক্ষের সহিত অদ্য পর্যন্তও সমুদ্রমধ্যে আছে। ৩৭

তাহার পর দেবী একন্যূন শত পুত্র ক্রমে প্রসব করিলেন; তাহারা মহা বীর্যবান, মহাসত্বসম্পন্ন ও সকল-লক্ষণ-যুক্ত। ৩৮

তাহার পর-জগন্ময়া মোগনিদ্রা কালিকা পূর্বে সতীদেহ ত্যাগ করিয়া ছেন, পুনর্বার জন্মের নিমিত্ত মেনকাসমীপে গমন করিলেন এবং অনুরূপ সময়ে তাহার গর্ভে উৎপন্না হইয়া সাগর হইতে লক্ষ্মীর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন। ৩৯-৪০

দেবী বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে অর্ধরাত্রি সময়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে গঙ্গার ন্যায় জন্মিলেন। ৪১

দেবীর জন্ম হইলে দিক সকল প্রসন্ন হইল, বায়ু অনুকূল হইয়া সুন্দর গন্ধে আমোদিত করিতে লাগিল। ৪২

তৎপরে ভিন্ন রূপ তোয়-বৃষ্টির ন্যায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহা প্রজ্বলিত অগ্নি প্রশান্তভাব ধারণ করিল। মেঘকূল মৃদু গর্জন করিতে লাগিল। ৪৩

দেবীর জন্ম হইতেই সমস্ত জগৎ স্বাস্থ্যময় হইল। নীলোৎপলদল-সদৃশ নবপ্রসূতা শ্যামাকে দেখিয়া মেনকা হাস্যের সহিত আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন; এবং দেবগণও অতুল হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৪-৪৫

অন্তরীক্ষ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যাম সেই হিমালয় সুতাকে স্তব করিতে লাগিল। ৪৬

হিমালয় তাহাকে ‘কালী’ এই নামে আহ্বান করিলেন; বান্ধবগণ দেবীর ‘পার্বতী’ এই নাম রাখিলেন, আর তাঁহারা কালী ও গিরিনন্দিনী ইহাও বলিলেন। ৪৭-৪৮

তাহার পর দেবী, গিরিরাজ-গৃহে বর্ষাকালীন গঙ্গার ন্যায় ও শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। ৪৯

অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্তা চার্ব্বঙ্গী কালীর চন্দ্র-বিম্বের কলার ন্যায় মনোহর কান্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ৫০

কালী বাল্যভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নদীসমূহ যেরূপ কালিন্দীতে মিলিতা হয়, সেইরূপ সখীগণও কালীর সহিত ক্রীড়াচ্ছলে মিলিতা হইল। ৫১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দেবী পূর্ব-জন্ম-বশীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বয়ং সমস্ত গুণ রাশি প্রাপ্ত হইলেন। ৫২

গিরিকন্যা নিজগুণে দেবকন্যা ও অপ্সরাগণকে অতিক্রম করিলেন এবং গানে গন্ধর্ব্ব-কন্যাদিগকে অতিক্রম করিলেন। ৫৩

তাহার লাবণ্য সর্ব্বদা বন্ধুবর্গের প্রীতিকর হইল। গুণের দ্বারা পিতা, মাতা ও বন্ধুগণকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ৫৪

তাহার পর জগন্মাতা নিত্য, মাতার তৃপ্তিকারিণী হইয়া পিতার পূজাদি সৎকারে সর্বদা রত হইলেন এবং ভ্রাতাদিগের সহিত সর্ব্বদা রত থাকিলেন। ৫৫

কালিন্দী যেরূপ সূর্যসমীপে সর্বদা থাকেন সেইরূপ জগন্মাতা সর্ব্বদা কন্যারূপে পিতার সমীপে উপস্থিত থাকিতেন। ৫৬

অনন্তর একদা গিরি, তাহাকে নিকটে রাখিয়া তনয়গণের সহিত সঙ্গত হইয়া অতি গৌরবে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় নারদ স্বর্গ হইতে সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং পুত্রগণের সহিত সুখাসীন হিমালয়কে দেখিতে পাইলেন। ৫৭-৫৮

নিকটস্থিতা কালীকে সূর্য্যসমীপে কালিন্দী সদৃশ দেখিলেন, এবং তাহাকে শরতের রাত্রিকালে সম্পূর্ণ বর্ধিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিবেচনা করিলেন। ৫৯

গিরি তাহাকে পূজা করত উপবেশন করিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিলেন। নারদ প্রথমতঃ গিরিরাজকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬০

তাহার পর বিদিত-বৃত্তান্ত বাগ্মিশারদ মুনি, হাস্যপূর্বক মেনকাকে বলিলেন, আপনার এই কন্যা অতি রমণীয়া, যেন শুভাংশুর কিরণ দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতেছেন। শৈলরাজ! আপনার সর্ব্বসুলক্ষণশালিনী এই প্রথমপ্রসূতা কন্যা শম্ভুর দয়িতা হইয়া তাহার সর্বদা অনুকূল-বর্তিনী হইবেন। ৬১-৬৩

এই তপস্বিনী শম্ভুর চিত্তও সর্ব্বদা প্রসন্ন করিবেন; তিনিও ইহাকে ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে পরিণয় করিবেন না। ইঁহাদের যেরূপ প্রণয় হইবে, সেরূপ প্রণয় এ জগতে কাহারও হয় নাই, হইবেন না এবং বর্তমান সময়েও হইতেছে না। ৬৪

হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা দেবতাদিগের অনেক হিতকর কার্য করিবেন এবং ইহার দ্বারাই শিব অর্ধনারীর ঈশ্বর হইবেন। ৬৫

শিবের–দেবীর সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ হইবে এবং দেবী ভগবানের শরীরার্ধ গ্রহণ করিবেন ও তাহার আস্পদ প্রাপ্ত হইবেন। ৬৬

আপনার তনয়া কালী, তপস্যাদ্বারা হরকে প্রসন্ন করিলে সুবর্ণাভা ও সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী বিদ্যুৎ-সদৃশী হইবেন; ইহার নাম পরে গৌরী বলিয়াই খ্যাত হইবে। ৬৭

এই কন্যা শিব ভিন্ন অন্য বরে প্রদান করিতে মনেও স্থান দিও না। এইটী অতি গোপনীয় বিষয়,-দেবতাদিগের নিকটও প্রকাশ করিবেন না। ৬৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হিমালয় নারদ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন;–আমি শুনিতেছি, মহাদেব মানুষসঙ্গ পরিত্যাগ করত সংযতাত্মা হইয়া নির্জনে দেবতাদিগের অগম্য স্থানে তপস্যা করিতেছেন। ৬৯-৭০

হে দেবর্ষে। ধ্যানমার্গস্থিত মহাদেব, পরমব্রহ্মে অর্পিত মনকে, কিরূপে ভ্রষ্ট করিবেন, সেবিষয়ে আমার সংশয় বোধ হইতেছে। ৭১

অক্ষর মহাদেব, প্রদীপ-কলিকা-সদৃশ পরমব্রহ্মকে অন্তরে সর্বস্থানে নিরন্তর দেখিতেছেন; তিনি বাহ্যদৃষ্টিশূন্য হইয়াছেন। ৭২

হে দ্বিজ। আমি কিন্নরদিগের মুখে এই রূপ শ্রুত হইয়াছি; তাহা হইলে হর, কিরূপে তাদৃশ মনকে ভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? ৭৩

বিশেষতঃ আমি এই শুনিয়াছি, হর দাক্ষায়ণীর সহিত পূর্বে শপথ করিয়া ছিলেন যে, "প্রিয়ে দাক্ষায়ণি সতি! তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিব না"; মুনে! এ বিষয় আপনাকে সত্য বলিতেছি। ৭৪-৭৫

সতীর সহিত পূর্বে ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, এখন অন্য স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন কিরূপে? ৭৬

নারদ বলিলেন, গিরিরাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না–আপনার এই কন্যা সেই সতী; শিবের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সংশয় নাই। ৭৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–নারদ ঋষি, যেরূপে সতী মেনকাতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তৎসমস্তই গিরিরাজকে বলিলেন। গিরিরাজ পুত্রদারের সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিঃসংশয় হইলেন। ৭৮-৭৯

তাহার পর কালী নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে লজ্জাতে অধোমুখী হইলেন। ৮০

গিরি, হস্ত দ্বারা তাঁহার মুখ মার্জনা করত কিঞ্চিৎ উন্নমিত করিলেন এবং মস্তকে নিরন্তর চুম্বন করিয়া নিজের আসনে বসাইলেন। ৮১

তাহার পর নারদ পুনর্বার মেনকাতনয়গণের সহিত গিরিরাজকে আনন্দিত করত শৈলতনয়ার জন্য বলিলেন, শৈলরাজ! এই সামান্য সিংহাসনে দেবীর প্রয়োজন কি? শিবের ঊরুই ইহার সর্ব্বদা আসন হইবে। ৮২-৮৩

পর্বতরাজ! আপনার তনয়া হরের ঊরুরূপ আসন নিরন্তর প্রাপ্ত হইবেন,–অন্য কোন স্থানে এরূপ উৎকৃষ্ট আসন পাইবে না। ৮৪

নারদ, শৈলরাজকে এইরূপ উদার-বাক্য বলিয়া তৎক্ষণাৎ দেবযানে ত্রিদশ ভবনে গমন করিলেন। গিরিপতিও চিন্তা, হর্ষ ও আমোদযুক্ত হইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৮৫

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বিচারিংশ অধ্যায় — মদন-ভস্ম

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ইহার মধ্যে শম্ভু, শিপ্রা সরোবর পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীর্থে হিমালয় পর্বতে যে স্থানে গঙ্গা ব্রহ্মপুর হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিত হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ১

ওষধি-প্রস্থ-নগরের-অনতিদূরে এক সামুতে বৃষধ্বজ শিব,–পরাৎপর অচ্যুত, জ্ঞানময়, নিত্য জ্যোতীরূপ নিরঞ্জন জগৎব্যাপী, প্রদীপের আভার ন্যায় অতি প্রদীপ্ত, দ্বৈতহীন, বিশেষশূন্য পরমাত্মাকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২-৩

মহাদেব ধ্যান-রত হইলে প্রমথাদিগণসমূহও ধ্যান-রত হইল; এবং নন্দী ভৃঙ্গীও ধ্যানে রত হইলেন। ৪

পূর্বে যাহারা দ্বারে ছিল, তাহারাই দ্বারে নিযুক্ত হইল, ও সমস্ত প্রমথবৃন্দ সেই স্থানে অতি নিঃশব্দে রহিল। ৫

এবং সকলেই জানিতে পারিল যে, তাহারা নিঃশব্দভাবে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ৬

অন্য লোকও-গণদিগের অবস্থানের দূরে ক্রীড়া করত কুসুম-দল ও গিরি প্রস্রবণ জল-দ্বারা তাহারা সকল কার্য সম্পন্ন করিতেছে এবং গৈরিকের দ্বারা ভূষিত হইয়া রত্নভূষণে ভূষিতবৎ বোধ হইল। ৭-৮

গিরিরাজ, গণের সহিত মহাদেবকে প্রত্যহ দেখিয়া একদিন বন্ধুগণের সহিত ওষধিপ্রস্থ হইতে প্রস্থান করত পূজার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ৯-১০

পর্বতস্থ শম্ভুও পূর্বে গঙ্গাকে যেরূপ শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক গিরিরাজের পূজা গ্রহণ করিলেন। বৃষধ্বজ পূজিত হইয়া সহসা গিরিরাজকে ধ্যানযোগস্থ হইয়াও সবিস্ময়ে বলিলেন। ১১-১২

তোমার প্রস্থে গোপনীয় স্থানে তপস্যার জন্য আমি আগমন করিয়াছি, কিন্তু যাহাতে কোন ব্যক্তি আমার নিকট আসিতে না পারে তাহাই কর। ১৩

তুমি মহাত্মা, জগতের ধামস্বরূপ, মুনিদিগের সর্বদা আশ্রয়স্বরূপ, তুমি দেবতা, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর ও দ্বিজগণের সর্বদা আবাস স্থান এবং গঙ্গা প্রভাবে সর্ব্বদা পবিত্র। ১৪

গিরিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার পুর-সমীপে গঙ্গা-প্রবাহ-যুক্ত প্রস্থ আশ্রয় করিয়াছি, সম্প্রতি তাহার উপযুক্ত কার্য কর। জগন্নাথ, বৃষধ্বজ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ১৫

তাহার পর গিরিরাজ শম্ভুকে সপ্রণয়ে এই কথা বলিলেন, হে পরমেশ্বর; হে জগন্নাথ! আপনি আগমন করিয়া আমাকে পবিত্র করিলেন, ইহা হইতে অন্য কর্তব্য বিষয় কি আছে। ১৬-১৭

হে জগন্নাথ! জন্মাবধি দেবগণ মহা তপস্যা করিয়াও আপনাকে প্রাপ্ত হয় না–অদ্য আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। ১৮

অতএব আমি বিবেচনা করি, আমা হইতে ধন্যতর নাই ও পুণ্যবানও নাই; যেহেতু আপনি হিমালয় পর্বতে তপস্যার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। হে পরমেশ্বর! আমি, আমাকে ইন্দ্র হইতেও অধিকতর বলিয়া বিবেচনা করি। যেহেতু আপনি ইচ্ছাবশত গণের সহিত এই হিমালয়ে আগমন করিয়াছেন। ১৯-২০

গিরিরাজ এই কথা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন, তাহার পর নিজ পরিবারবর্গকে আদেশ করিলেন, অদ্য প্রভৃতি কেহ গঙ্গাতে গমন করিও না; যে ব্যক্তি আমার শাসন অতিক্রম করিয়া যাইবে, সে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। ২২

গিরি এরূপ আদেশ করিয়া তিল পুষ্প ও কুশাসন গ্রহণ করত নিজ তনয়াকে সঙ্গে করিয়া হর-সমীপে গমন করিলেন। ২৩।

অনন্তর, গমন করিয়া ধ্যান-রত জগন্নাথকে গিরিরাজ, সর্বগুণান্বিতা নিজ তনয়া কালী দ্বারা প্রণাম করাইলেন এবং পূজার জন্য আনীত তিল-কুসুমাদিও তাঁহার অগ্রে প্রদান করিলেন। শৈলরাজ, তনয়াকে অগ্রে করিয়া শম্ভুকে বলিলেন। ২৪-২৫

ভগবন! আমার এই তনয়া আপনাকে আরাধনা করিবার জন্য সমাদিষ্টা হইয়া এস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। ২৬

অতএব সখীগণের সহিত আপনার আরাধনাকাক্ষিণী তনয়াকে-আমার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক– আরাধনের নিমিত্ত আদেশ করুন। ২৭

অনন্তর শঙ্কর, নবযৌবনা শৈলরাজ-তনয়াকে দেখিলেন; গিরিতনয়ার বিকশিত নীলপদ্মের ন্যায় আভা; পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখকান্তি; তিনি নীলকেশন কলাপ-শোভিতা; তাহার কম্বুগ্রীবা, আয়ত-লোচন, উজ্বল মনোহর কর্ণযুগল, মৃণালসদৃশ আয়ত ভুজদ্বয়। ২৮-২৯

অত্যন্ত মনোহারিণী দেবী কালিকার পদ্মকুট্মলসদৃশ ঘন ও স্থূল স্তনদ্বয়। ৩০

তাহার মধ্যে ক্ষীণ, পাণিতলদ্বয় রক্তবর্ণ, পাদপদ্মের যুগল স্থলপদ্মের ন্যায় মনোহর। ৩১

মধ্যদেশ ক্ষীণ ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন, বৃত্ত, স্থূল ঘন উজ্জ্বল জঙ্ঘাদ্বয়, ওষ্ঠ বিম্ব সদৃশ, জঙ্ঘাগ্রভাগ সুবৃত্ত, তিন স্থল গম্ভীর, ছয়ভাগ উন্নত; তিনি সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না যোষিৎগণের শিরোরত্ন-সদৃশী লোকত্রয়ে দুর্লভা। ৩২-৩৪

দেবী ধ্যানরূপ পঞ্জরে আবদ্ধ মুনিদিগের মনকেও দর্শনমাত্রই যোগভ্রষ্ট করিতে সক্ষম। ৩৫

শঙ্কর, গিরিরাজের বাক্যানুসারে মনোহরা, তপস্যা ও ধ্যানাদির নিত্য বিঘ্ন-হেতু, অনুরাগবর্দ্ধিনী কামরূপিণী গিরিতনয়াকে দেখিয়া উপবেশনের নিমিত্ত বলদকে অবলম্বন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ৩৬

গিরিরাজ। তোমার তনয়া সখীগণের সহিত নির্ভয়ে নিত্য আমার সেবাতে রত হইয়া এস্থানে অবস্থান করুক। এই কথা বলিয়া মহাদেব সেবার নিমিত্ত দেবীকে আদেশ করিলেন। ৩৭

বিঘ্নের কারণ সত্ত্বেও যাহার বিঘ্ন হয় না, তাহারই মহদ্ধৈর্য্য। নির্বিঘ্ন স্থানে দ্বিজগণ যে তপস্যা করে, তাহা হইতে–বিঘ্নযুক্ত স্থানে বিঘ্নহেতুকে পরাভব করিয়া যে ব্যক্তি তপস্যা করে, তাহারই মহত্ত্ব ও তাপসদিগের মধ্যে তপস্যার ধীরতা। ৩৮-৩৯

তাহার পর গিরিরাজ, পরিচারকবর্গের সহিত স্বমন্দিরে গমন করিলেন। হরও পরম ব্রহ্মের চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ৪০

কালী সখীগণের সহিত প্রত্যহ চন্দ্রশেখর মহাদেবের সেবাতে রত হইয়া গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ৪১

কোন সময়ে কালী, সখীগণের সহিত শঙ্করসমক্ষে পঞ্চমস্বরে গান করিতে লাগিলেন, কোন সময়ে তিনি সখীকূলসহ সমিধ-বারি-পুষ্পাদি আহরণ করিয়া স্নান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪২-৪৩

কোন সময়ে অভিলাষিণী হইয়া চন্দ্রশেখরের অগ্রে তাহাকে চিন্তা করত তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেন। ৪৪

যে সময়ে কোন কার্যে ব্যগ্র থাকিতেন, সে সময়ে তাহার কার্য করিতেই চেষ্টা করিতেন; সে সময়ে কোন কার্য্য না থাকিত, সে সময়ে হরকে চিন্তা করিতেন। ৪৫

কোন সময় ভূতেশ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন এবং কোন সময়ে নানারূপ সদ্ভাবে আমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন; কালী সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তান্বিতা হইয়া স্বপ্নেও পরমেশ্বরকে অর্চনা করিতেন। ৪৬-৪৭

যে সময়ে কালী সম্মুখে থাকিয়া মহেশ্বরকে ধ্যান করিতেন, সে সময়ে সর্ব্বভূত-ঈশ্বর গিরিশ, এখনও কালী গর্ভ-গত বীর্যের দ্বারা শরীর ধারণ করিতেছে, এই বলিয়া নিসর্গ-সুন্দরী ধৃতব্রতা সেই কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিলেন না। ৪৮-৪৯

মহাদেবও তাহাকে দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন, গিরি-সুতা তপস্যাচরণ করত ব্রত করিতেছে কেন? ৫০

কৃতব্রতা গর্ভ-বীজ-বর্জিতা হইলে ইহাকে গ্রহণ করিব; কালী ভার্য্যা হইলে সুদয়িতা হয়, কিন্তু এ রমণী যোনি-জাতা অতএব দূষিতা। ৫১

যাহাতে ব্রত ও সংস্কারের দ্বারা গর্ভ-বীজ জনিত দোষ দূর হয়, কালী সেই রূপ ব্রত করিতে যত্ন করুক। ৫২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–ভূতেশ, এই চিন্তা করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন–ধ্যানাসক্ত হইয়া তাহার অন্য চিন্তার উদ্ভব হইত না। ৫৩

কালীও প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক শম্ভুকে সেবা করিতে লাগিলেন এবং সতত তাহার রূপ চিন্তা করিতেন। ৫৪

ধ্যানস্থ হর, পূর্বচিন্তা বিস্মৃত হইয়া নিরন্তর সম্মুখস্থিতা কালীকে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতেন না। ৫৫

ইহার মধ্যে তারক নামক অসুররাজ ব্রহ্ম-বরে দর্পিত হইয়া দেবতাদিগকে ও সমস্ত জগৎস্থিত লোকদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল এবং ত্রিভুবন বশীভূত করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইল। ৫৬

তারক তিনলোক জয় করিয়া নিজেই ইন্দ্র হইল এবং সমস্ত দেবতাদিগকে হারাইয়া স্বকীয় দৈত্যগণকে সেই পদে নিযুক্ত করিল। ৫৭-৫৮

তারক রাজা হইলে, যম ইচ্ছামত লোকদিকে শাসন করিতে পারিতেন। সূর্যও তাহার ভয়ে লোকদিগকে ইচ্ছামত তাপ দিতে পারিতেন না। ৫৯

চন্দ্র রশ্মি বিস্তার করিয়া তাহার নর্ম্ম-সাচিব্য করিতে লাগিলেন। বায়ু নিরন্তর সুগন্ধি গম্ভীর ও স্নিগ্ধ হইয়া তাহারই সেবাতে রত হইলেন। তারকের শাসনে বায়ু সর্ব্বদা তাহাকে বীজন

করিতে লাগিলেন। ৬০-৬১

কুবেরও সারভূত ধন গ্রহণ করিয়া তারকের ইচ্ছানুসারে তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬২

তারকের ইচ্ছানুসারে অগ্নি পাচক হইলেন,–ব্যঞ্জন ও অন্য ভোজনীয় বস্তু সকল তাহার ইচ্ছামত পাকাদিসম্পন্ন করিতে লাগিলেন; নিঋতি সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত ভয়ে অশ্ব গজ ইত্যাদির শিক্ষা দিতেন। ৬৩-৬৪।

তারক অপ্সরাগণের নৃত্য দর্শনে, মাগধদিগের স্তুতিপাঠ শ্রবণে, গন্ধর্বগণের গান শ্রবণে, পরিতৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে দ্বেষ করত ক্রীড়া করিতে লাগিল। ৬৫

ত্রিজগতে সমস্ত লোকদিগকে বিলোড়ন করিয়া লোক-দুর্লভ দেবতাদিগের সার সার বস্তু গ্রহণ করিল। ৬৬

শত্রু প্রভৃতি দেবগণ তারকের উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া অনাথনাথ ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ৬৭

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৬৮

সর্ব্বলোক-ঈশ্বর তারক-দৈত্য আপনার বরে দর্পিত হইয়া, আমাদিগকে হঠাৎ নিরাস করত বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াছে। ৬৯

দিবা রাত্রি আমাদিগকে পীড়া দিতেছে, আমরা যেখানে সেখানে অবস্থান করিতেছি; আমরা পলায়িত হইয়াও সমস্ত দিকেই তারককেই দেখিতে পাই। ৭০

ব্রহ্মন! অগ্নি, যম, বরুণ, নিঋতি, বায়ু, কুবেরাদি দেবগণ–তাহার শাসনবশতঃ পরিবারবর্গের সহিত নিতান্ত পীড়িত হইতেছেন; ইহাদিগকে অনিচ্ছাতেও কার্য করিতে হয় এবং সকলেই তাহার অনুজীবী। ৭১-৭২

সমস্ত দেব-বনিতা ও অপ্সরাগণ এবং যাহা লোকে সারভূত, দৈত্য সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে। ৬৮-৭৩

বর্তমান সময়ে যজ্ঞ হইতেছে না, তাপসগণ তপস্যা করিতেছে না এবং দান ধর্ম্মাদি কার্যও কিছুই দেবলোকে হইতেছে না। ৭৪

তাহার সেনাপতি ক্রৌঞ্চ নামে দানব, পাতালে গমন করিয়া দিবারাত্র প্রজাদিগকে পীড়া দিতেছে। তারকের উৎপীড়নে জগৎ আকুল হইতেছে। অতএব পিতামহ! পাপিষ্ঠ তারক হইতে জগৎ পরিত্রাণ করুন। ৭৫-৭৬

আমরা যে স্থানে ছিলাম, সেইস্থানে পুনর্বার স্থাপন করুন। হে। লোকনাথ! হে জগৎগুরো। আমরা তারক কর্তৃক স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। ৭৭

আপনি আমাদের গতি, শাস্তা, ভ্রাতা, পিতা ও মাতা এবং ত্রিভুবনের স্থাপক ও পালক; তাহা হইলে হেপ্রজাপতে! যাহাতে আমরা তারক-রূপ বহ্নিতে দগ্ধ না হই, তাহাই এখন আপনার করা উচিত। ৭৮-৭৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণকে সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৮০

হে দেবগণ! আমারই বর দানে তারক অত্যন্ত গর্বিত হইয়াছে, আমা হইতে তাহার মরণ যুক্তিযুক্ত নহে; তোমাদের প্রতিকার সমস্ত কার্য্যেই কর্তব্য কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে প্রকাশ্য রূপে সক্ষম হইব না; যাহাতে তারক স্বয়ং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই তোমরা যত্ন কর;- আমি তাহার উপদেশ দিতেছি। ৮১-৮৩

তারক–আমার, নারায়ণের, মহাদেবের এবং অন্য দেবগণের-কাহারও বধ্য নহে এই বর আমি তপস্যাকালে সেই তারককে দিয়াছি, কিন্তু এক উপায় আছে, হে সুরোত্তমগণ! তাহাই কর। ৮৪-৮৫

দাক্ষায়ণী সতী, পূর্বে প্রাণত্যাগ করিয়া শৈল-রমণী মেনকাসমীপে আগমন করিয়াছিলেন; গিরি তাহাকে মেনকাজঠরে উৎপাদন করিয়াছেন;-যেরূপ আমার তনয় ভৃগু পূর্বে স্বকীয় স্ত্রীতে লক্ষ্মীকে উৎপাদন করিয়াছিল। ৮৬-৮৭

মহাদেব সেই গিরি-কন্যার অবশ্য পাণিগ্রহণ করিবেন; হে, সুরগণ। যাহাতে মহাদেব, শীঘ্র অনুরক্ত হইতে পারেন, তাহাই চেষ্টা কর, তাহার তেজ আপনাদের প্রতিকারে সমর্থ হইবে। ৮৮

সেই ঊর্দ্ধরেতা শম্ভুকে গিরি তনয়াই প্রচ্যুতরেতা করিতে সক্ষমা, অন্য কোন স্ত্রী সে বিষয়ে সক্ষমা হইবে না। শম্ভুর পরিত্যক্ত তেজ হইতে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে, সেই তারকের হন্তা; অন্য কেহই তাহাকে বধ করিতে সক্ষম হইবে না। ৮৯-৯০

সম্প্রতি সেই গিরিরাজ-সুতা পূর্ণ যৌবনা; তিনি গিরিপ্রস্থে ধ্যানরত হরকে নিত্য সেবা করেন। ৯১

হিমালয়ের বাক্যানুসারে সখীগণ-সহ কালীনাম্নী গিরিসুতা সর্ব্বজ্ঞ ধ্যানস্থ পরমেশ্বরকে নিরন্তর সেবা করেন। ধ্যানাসক্ত মহাদেব সম্মুখ-স্থিতা ত্রৈলোক্য সুন্দরী কালীকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করেন না। ৯২-৯৩

হে ত্রিদশগণ! চন্দ্রশেখর যাহাতে কালীকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ চেষ্টা কর, তাহা হইলে অচিরাৎ স্বস্থান স্বর্গপুর লাভ করিতে পারিবে; তবে তারককেও আমি গমন করিয়া নিবৃত্ত করিব। হে নির্জরগণ! তোমরা গমন। কর। ৯৪-৯৫

এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মা তারকভবনে গমন করিলেন এবং তাহার নিকটে যাইয়া এই কথা বলিলেন, অহে তারক। তুমি স্বর্গরাজ্য শাসন করিও না; তোমার জন্য কেহ তপশ্চরণ করিতে পারিতেছে না। ৬-৯৭

সময়ানুসারে পূর্বে বর প্রার্থনা করাতে আমি বরদান করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য আমি বর দিই নাই; অতএব স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতিতলে রাজত্ব কর; সেই

মর্ত্যলোকেই তোমার দেবভোগ্য সমস্তই হইবে। এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মা সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ৯৮-৯৯

তারকও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিতিতলে গমন করিল; কিন্তু ক্ষিতিতলে থাকিয়াই নিরন্তর দেবতাদিগকে পীড়া দিতে লাগিল। মহাবল তারক, ইন্দ্রকে আদেশবর্তী করবহ করিল; ইন্দ্র, সতত দেবভোগ্য বস্তুসমূহ তাহাকে দিতে লাগিলেন; এইরূপ সেবা করিয়াও ঈশ্বর তারকের সন্তোষ সাধন করিতে সক্ষম হইতেন না। ১০০-১০২

এইরূপ দেবগণ পীড়িত হইয়া ক্রোধেও অত্যন্ত জর্জরিত হইলেন, হরের দারগ্রহণের প্রতি বিধাতার উপদেশানুসারে যত্ন করিলেন; তাহার পর ইন্দ্র, বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া কুসুমেষুকে ডাকিয়া এই কথা বলিতে অভিমত করিলেন। ১০৩-১০৪

ইন্দ্র বলিলেন, তুমি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছে, তুমিই এই বিশ্ব প্রসব করিয়াছ; তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব-ইহাদিগের প্রীতির হেতু হও; যেরূপ ব্রহ্মার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত পূর্বে ব্রতাচরণে রতা সাবিত্রীকে গ্রহণ করাইয়াছিলে, মাধব লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হর দাক্ষায়ণী সতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব তাহাদিগকে প্রীতিযুক্ত কর। দেবেশদিগের সম্বন্ধে যেরূপ প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলে, কাম! তুমি দেবতাদিগের সেইরূপ প্রীতি উৎপাদন কর। ১০৫-১০৭

তুমি পাতালে, স্বর্গে, ভূতলে, কোন ব্যক্তির প্রিয় নও তাহা নহে, জগতের প্রাণিমাত্রেরই প্রিয়; অতএব দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, মানব– ইহাদিগের সকলের তুমি পালক ও কর্তা এবং হৃদয়েও সর্ব্বদা বাস কর; তুমি সমস্ত জগতের হিতের জন্য চেষ্টা কর; দেব দানব, যক্ষ, মানব, সকলেরই হিতে রত হও। ১০৮-১১০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মকরধ্বজ দেবরাজের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে এই বাক্য বলিলেন,–হে শত্রু; আপনি যে কার্যের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া আমাকে বলিতেছেন; সেটী আপনি অবগত আছেন; যদি আমি সক্ষম হই এবং উচিত হয়, তাহা হইলে আদেশ করুন। আমার পাঁচটা মাত্র বাণ; তাহা পুষ্পময়, অতএব মৃদু; সেইরূপ চাপ পুষ্পময়,

ভ্রমরশ্রেণী গুণ; রতি আমার দয়িতা, বসন্ত সচিব, সারথি মলয়জ বায়ু, চন্দ্র আমার মিত্র, সেনাপতি শৃঙ্গার, হাব-ভাব সৈনিক;-সকলই আমার কঠিনতাশূন্য, অতএব মৃদু; আমিও সেইরূপ। যে যে কার্যে উপযুক্ত, ধীমান্ ব্যক্তি, তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করেন; যদি সে কার্য্য আমা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিয়োগ করুন। ১১১-১১৬

ইন্দ্র বলিলেন, হে মনোভব। যে কার্য তোমা দ্বারা সম্পাদন করাইতে ইচ্ছা করি, সেটা তোমার উচিত কার্য; সে কার্য্যে তুমি বলবান, কৃতকর্মা ও প্রাজ্ঞ কিন্তু অন্যের সেটী দুঃসাধ্য, সেই জন্য তোমাকে নিয়োগ করিতেছি। ১১৭১১৮

আমি শুনিতেছি, হিমালয় প্রস্থে বৃষভধ্বজ ধ্যানস্থ হইয়া তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু দারগ্রহণে নিরাকাঙক্ষ; পিতৃ-বাক্যানুসারে কালী, সখীগণ সহ হরের অনুমতিক্রমে তাহাকে নিত্য সেবা করিতেছে; কিন্তু ধ্যানরত মহাদেব আরূঢ় যৌবনা অতি সুন্দরী সেই স্ত্রীরকে মনের দ্বারাও ইচ্ছা করিতেছেন না। ১১৯-১২২

যেরূপে বৃষভধ্বজ কালীতে অনুরক্ত হন, তুমি দেবতাদিগের ও জগতের হিতের জন্য তাহার চেষ্টা কর। ১২৩

পূর্বে যেরূপ বৃষধ্বজ সতীতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার যত্নে গিরিতনয়ার সহিত তাহার রমণাভিলাষ হউক। ১২৪

সেই গিরিতনয়ার প্রভাবে হরের রেতঃ স্খলিত হইবে; তাহা হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমাদিগকে তারকাসুরের যন্ত্রণা হইতে উদ্বার করিবে। ১২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–তাহার পর ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোভবের পূর্বে ব্রহ্মদত্ত শাপের কাল উপস্থিত, ইহাই স্মরণ হইল। ১২৬

হে দ্বিজগণ! যে সময়ে কাম অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য সন্ধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া বিধাতার প্রতি পুষ্পময় বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিধি তাহাকে শাপ দিয়াছেন,-তুমি শম্ভুর নেত্রানলে দগ্ধ হইবে। ১২৭

যে সময়ে হর গিরিসুতার পাণি গ্রহণ করিবেন; সেই সময়ে তোমার সমস্ত শরীর ভস্মসাৎ হইবে। ১২৮

এইরূপ, ব্রহ্মার শাপ স্মরণ করত কাম ভীত হইয়াও ইন্দ্রবাক্যানুসারে শিবকে কালীর সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন। ১২৯

কাম পুনর্বার ইন্দ্রকে তৎকালোচিত বাক্য বলিলেন। ১৩০

মদন বলিলেন,–হে শক্র! আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। পূর্বে দাঙ্গায়ণীর সহিত যেরূপ হইয়াছিল, সেইরূপ গিরিজা কালীর সহিত হরের মিলন করাইব। ১৩১

কিন্তু হরের মোহ জন্মাইবার সময় আপনাদিগকে আমার সাহায্য করিতে হইবে। ১৩২

যে সময়ে সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা আমি হরের সম্পূর্ণ মোহ জন্মাইব, সেই সময়ে আমাকে সুস্থ করিতে হইবে, এই সহায়তা করিবেন। ১৩৩

আমি বসন্তের সহিত শীঘ্র শঙ্করাশ্রমে প্রবেশ করিব। প্রথমতঃ হর্ষণ বাণ দ্বারা মনের বিকার উৎপাদন করিয়া তাহার পর সমোহনাস্ত্র দ্বারা সেই গম্ভীর বৃষধ্বজকে মোহিত করিব। ১৩৪

হে বলসূদন; যে সময়ে কাল উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে বল-সূদন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন; আমি কার্য্য করিতে গমন করিলাম। ১৩৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–এই কথা বলিয়া মদন শঙ্করাশ্রমে গমন করিলেন এবং শত্রুও সমস্ত দেবগণকে বলিলেন। ১৩৬

হে দেবগণ! মনোভব যে কার্যে গমন করিতেছে, তাহাতে আপনারা তাহার সাহায্য করুন এবং সেই স্থানে সময়ানুসারে আমাকে অবগত করাইবেন। ১৩৭

যে সময়ে সম্মোহনাস্ত্র দ্বারা মদন মহাদেবকে মোহিত করিবে, সে সময়ে আমিও সেই স্থানে যাইব, আমাকে আপনারা জানাইবেন। ১৩৮

শক্র এই কথা বলিলে দেবগণ-মনোভব-সমীপে গমন করিলেন এবং মদনও হিমালয়ের গঙ্গাপ্রবাহস্থানে হরের তপস্যাভূমিতে যাইয়া সেই সানুতে অনুচর বসন্তকে নিয়োগ করিলেন। ১৩৯

তাহার পর সুরভি সেই স্থানে অবতীর্ণ হইল, ক্ষণকালমধ্যে তরু গুল্মলতা দিতে তাহার চিহ্নে প্রকাশ পাইল। ১৪০

কিংশুক, রঞ্জন, কেশর প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল; সরোবর সমস্ত প্রফুল্ল পদ্মফুলে শোভা পাইতে লাগিল; জন্তুগণ বিকারভাব প্রাপ্ত হইল। ১৪১

বায়ু-গম্ভীর ও পুষ্পরেণু দ্বারা সুগন্ধিভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাম, ধীরে ধীরে সুখকর কারণ সমস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১৪২

মৃগ, পক্ষী, সিদ্ধ, কিন্নর প্রভৃতি জীবগণ দ্বন্দ্বভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। ১৪৩

সেই স্থানে চূতবৃক্ষ কুসুমিত হইয়া অভিনব স্তবক দ্বারা ভূষিত হইল। হে দ্বিজগণ! অশোক, পাটল, নাগকেশর ও করুণাদি বৃক্ষ সকল কুসুমস্তবকে সুশোভিত হইল। ১৪৪

শিবের প্রমথাদিগণসমস্তও বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইল। শম্ভুর ভয়ে তাহারা প্রত্যক্ষভাবে বিকারজনিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিল না। ১৪৫।

সেই স্থানে ভ্রমরকুল কুসুম-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং সুমধুর গুঞ্জন করিয়া জায়ার সহিত মধুপানে মত্ত হইল। ১৪৬

এইরূপ বসন্ত প্রবৃত্ত হইলে শৃঙ্গার, পরিজনের সহিত হাব-ভাব সহ যুক্ত হইয়া, হর-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১৪৭।

মদন, সমস্ত পরিজনের সহিত এইরূপ অবস্থান করিয়া, শম্ভুর কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না– যে, প্রবিষ্ট হইবেন। ১৪৮

যে সময়ে বা প্রবেশের ছিদ্র প্রত্যক্ষ হয়, সে সময়ে তিনি ভয়ে আকুল হইয়া পড়েন! রতি এই কার্যে অগ্রসর হইতে বারণ করিয়াছেন বলিয়া শিবের প্রতি অগ্রসর হইতেছেন না। ১৪৯

হে দ্বিজগণ! এইরূপভাবে মদনের অনেক কাল অতিবাহিত হইল; বিশেষ সাবধানে প্রতীক্ষা করিয়াও প্রবেশের পথ পাইলেন না। ১৫০

জ্বলন্ত-কালাগ্নি সদৃশ প্রদীপ্ত অত্যন্ত প্রভাশালী ধ্যানস্থ সেই শঙ্করকে কোন্ ব্যক্তি বিকৃত করিতে সক্ষম হইবে? ১৫১

অনন্তর গিরিজা কালী সখীগণের সহিত হরসমীপে তাহার কর্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫২

শঙ্করও ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাম, ভাবী চিন্তা না করিয়া পরিবারবর্গকে কার্য্যে নিয়োগ করিলেন এবং ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ পার্শ্বে অবস্থান করত হর্ষণ বাণ দ্বারা চন্দ্রশেখরকে হাস্য পরতন্ত্র করিলে সে সময়ে শৃঙ্গার, হাবভাবও বসন্তের সহিত কামের সাহায্যার্থে গমন করিল। ১৫৩-১৫৫

হর্ষণবাণ-প্রভাবে হৃষ্ট শঙ্কর শৃঙ্গারাদির বশীভূত হইয়া কালীর বদন সাদরে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ১৫৬

কাম সেই ছিদ্র পাইয়া পুষ্পবাণ যোজনা করিলেন; বাণটী সমোহন ও পুষ্পযুক্ত পুষ্পমালা দ্বারা বর্ধিত। ১৫৭

তাহার দক্ষিণপাশে রতি, বামে প্রীতি, পৃষ্ঠে বসন্ত তিনি পুষ্পময় তূণীর গ্রহণ করিয়া সাবধানে কর্ণ পর্যন্ত সেই পুষ্পচাপ যে সময়ে আকর্ষণ করিলেন, সেই সময়ে বায়ু, গন্ধ বহন করিয়া হরসমীপে যাইয়া আমোদিত করিল; পুষ্পবাণ সংযত হইলে, চন্দ্রশেখর ইন্দ্রিয়-বিকার প্রাপ্ত হইয়া, গিরিতনয়াকে সম্ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৫৮-১৬০

সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ বিবেচনা করিলেন, দেবকার্যে মনোভবকে উপযুক্ত নিয়োগ করা হইয়াছে। ১৬১

অনন্তর, মহাদেব ইন্দ্রিয়ের বিকৃতভাব স্মরণ করিয়া তাহাকে নিগ্রহ করিতে সংযম করিলেন এবং সহসা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬২

যোনিজা অননুষ্ঠিত-তপোব্রতা কালীকে অভিলাষ-যুক্ত হইয়া হঠাৎ সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল কেন? ১৬৩

দাক্ষায়ণী সতীর ন্যায় তপোব্রতানুষ্ঠান-পবিত্র-কলেবরা এবং তপশ্চরণে সংস্কৃত-শরীরা দয়িতাকে আমি নিজেই গ্রহণ করিব, কিন্তু সম্প্রতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এরূপ বিকৃতাভিলাষী হইতেছি কেন? ১৬৪

আমার বোধ হইতেছে যেন কেহ আকর্ষণ করিয়া সঙ্গমে ইচ্ছা জন্মাইতেছে। ১৬৫

মহাদেব এইরূপ ইন্দ্রিয়-বিকারের কারণ নিশ্চয় করিরা সম্মুখে বাণ-সংযত পুষ্প-ধনু-হস্তে কামকে দেখিলেন। ১৬৬

এই অবসরে ব্রহ্মা সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই দেব-সমাজে উপস্থিত হইলেন। ১৬৭

তাহার পর মহাদেব কুপিত হইয়া সংযত-বাণ মনোভবকে হঠাৎ দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় ক্রোধে অগ্নিসদৃশ জ্বলিতে লাগিলেন। ১৬৮

এই কাম, সময় জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের কার্য উদ্ধারের জন্য আমার মনের মোহ জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছে, অতএব ইহাকে যম-ভবনে প্রেরণ করিব। ১৬৯

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নেত্র হইতে ক্রোধবশতঃ বর্ধিত অগ্নির ন্যায় তেজ নির্গত হইল; পিতামহ, নেত্র-নিঃসৃত জ্বলন-সদৃশ সেই ক্রোধাগ্নি দেখিয়া কামের পুষ্পবাণ,

ধনু, শক্তি, প্রাণ, আত্মা এবং বসন্ত এই সমস্তই আকর্ষণ করিয়া কাম হইতে পৃথক করিলেন এবং নিজ শক্তি দ্বারা এই রূপে কামকে রক্ষা করিলেন। ১৭০-১৭২

অনন্তর আকাশস্থ দেবগণ মহেশ্বরকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া বলিলেন, হে জগন্নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন, কামের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন; আপনিই পূর্বে শম্ভু রূপে সৃজন করিয়া যে কর্মে নিয়োগ করিয়াছেন, মনোভব, তাহাই করিতেছে, হে শম্ভো! আপনি কামের প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্রোধানল সম্বরণ করুন; হে সর্ব্ব ভূতেশ। আমরা সকলে প্রণত হইয়া বলিতেছি, ক্ষান্ত হউন। ১৭৩-১৭৫

দেবগণ এইকথা বলিতে বলিতে হরের ললাটস্থিত নেত্র হইতে উদ্ভূত অনল মনোভবকে ভস্মসাৎ করিল এবং অনল, কামকে দগ্ধ করত শিখামালাতে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া ব্রহ্মার কৌশলে স্তম্ভিত হইয়া হর সমীপে যাইতে সক্ষম হইল না। ১৭৬-১৭৭

অনন্তর মহাদেব মনোভবশরীর-জাত ভস্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত শরীরে লেপন করিলেন; তাহার শেষভাগ গ্রহণ করত বিধির মত্যনুসারে গণসহ কালীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ১৭৮-১৭৯

ক্রোধানল, দর্শকবৃন্দকে ভস্ম করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মা তাহাকে দেবতা দিগের সমক্ষেই, বড়বা-রূপ করিলেন। ১৮০

সে সময়ে দেবগণ সেই অগ্নিপ্রভাবে পূর্বে পীড়িত হইয়াছিলেন, বর্তমান সময়ে জ্বালামুখী সেই বড়বাকে দেখিয়া নির্বিঘ্নমনা হইলেন। ১৮১

তৎপরে জগৎপ্রভু বিধি, জ্বালামুখী বড়বাকে লইয়া, লোকের হিতের জন্য সাগরসমীপে গমন করিলেন। ১৮২

অনন্তর হে বিপ্রেন্দ্রগণ! ব্রহ্মা সাগরতটে গমনের পর সাগরের পূজা গ্রহণ করিয়া, একটা সময় প্রতিপালনের আদেশ করিলেন। ১৮৩

এই বড়বারূপ-ধারী মহাদেবের ক্রোধ, যতদিন আমি ইহাকে পুনর্বার গ্রহণ না করি, ততদিন তোমার–এই জ্বালামুখ বড়বারূপ মহাদেবের ক্রোধকে ধারণ করিতে হইবে। ১৮৪

হে সরিৎপতে। যে সময় আমি আগমন করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিব, সেই সময়ে এই বড়বামুখ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিও। ১৮৫

তোমার জলপান করিয়া বড়বা অবস্থান করিবে, তুমি ইহাকে ধারণ করিবে, যেন অন্তরে না যাইতে পারে। ১৮৬

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে সাগর, বড়বামুখ শম্ভুর ক্রোধকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অশক্ত হইলেও অঙ্গীকার করিলেন। ১৮৭

তাহার পর বড়বামুখ পাবক, সাগরে প্রবেশ করত জ্বালাসমূহে প্রদীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বারিসমূহ দগ্ধ করিতে লাগিল। ১৮৮

শিবনেত্রাগ্নি যে সময়ে মদনকে দগ্ধ করে, সে সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দে গগণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৯

মদন-দাহ সময়ে যে শব্দ হইয়াছিল, সেই ঘোর শব্দে কালী সখীগণের সহিত ভীতা হইয়া শোকাকুলাও হইয়াছিলেন। ১৯০

সেই শব্দে হিমালয় বিস্মিত ও চকিত-প্রায় হইয়া শিবের আশ্রমস্থিতা কালীর সমীপে গমন করিলেন। ১৯১

অচলেশ্বর এইস্থানে কালীকে ভীতা ও শম্ভুবিরহে শোকাকুলা দেখিয়া, হস্তদ্বারা নয়নজল মার্জনা করিলেন এবং বলিলেন, কালি! ভয় নাই, রোদন করিও না। ১৯২-১৯৩

এই বলিয়া গিরি, তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। তাহার পর পীড়িতা কালীকে লইয়া নিজ ভবনে গমন করত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।১৯৪

শিব অন্তর্হিত হইলে কালী তাহার বিরহে নিরন্তর শোক ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পিতার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯৫

অনন্তর শৈলরাজ, মেনকা, মৈনাক প্রভৃতি ভ্রাতাগণ ও সখীদ্বয়, কালীকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহা হইলেও প্রবল পরাক্রান্তা কালী হরকেই নিরন্তর স্মরণ করিতে লাগিলেন। ১৯৬৭

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় — শিবের প্রসন্নতা

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–অনন্তর দেবমুনি কামচারী নারদ, শক্রের নিয়োগ বশত হিমালয় মন্দিরে গমন করিলেন। ১

গিরিভবনে উপস্থিত হইবামাত্র অচল-রাজ তাঁহাকে পূজাদি সৎকার করিলেন, তারপর মুনি অচল-রাজকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে কালীর সমীপে গমন করিলেন। ২

জ্ঞানশালিনী কালীকে প্রবোধ-বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সমস্ত জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩

নারদ বলিলেন, দেবি কালি! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্য বলিয়া ধারণা করুন; আপনি মহাদেবকে তপস্যা ব্যতীত আরাধনা করিয়াছেন। ৪

অতএব সেই জন্য তিনি আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াও আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ৫

মহাদেব, আপনাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও গ্রহণ করিবেন না এবং আপনিও মহেশ্বর ভিন্ন কাহাকেও পতিপদে বরণ করিবেন না। ৬

অতএব আপনি তপস্যাতে রত হইয়া মহাদেবকে আরাধনা করুন। আপনি তপশ্চরণের দ্বারা সংস্কৃত হইলে শিব আপনাকে গ্রহণ করিবেন। ৭।

হে সুভগে! সেই তপস্যার অঙ্গভূত মন্ত্র শ্রবণ করুন, এই মন্ত্রবলে আরাধিত মহেশ্বর প্রত্যক্ষভাবে শীঘ্র দর্শন দেন। হে গিরিজে! “ওঁ নমঃ শিবায়” এই ষড়ক্ষরমন্ত্র, শঙ্করপ্রিয়; নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ইহা শঙ্কররূপ চিন্তা করত জপ করুন, তাহা হইলেই হর সন্তোষ হইবেন। ৮-৯

নারদ এই কথা বলিলে কালী তপশ্চরণ কর্তব্য মনে করিলেন এবং নারদ বাক্য অত্যন্ত হিতকর বিবেচনা করিলেন। ১০

নারদ কালীকে তপস্যার জন্য উপদেশ করিয়া ত্রিদশভবনে গমন করিলেন কালীও ব্রত কার্যে নিশ্চিত বুদ্ধি হইলেন। ১১

নারদমুনি গমন করিলে কালী, মাতা মেনকাকে নিজের–হর-সহ মিলনেচ্ছায় তপঃপ্রবৃত্তি বিশেষরূপে বলিলেন। ১২

কালী বলিলেন, মাতঃ! মহাদেবকে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করিব; অতএব আপনি অদ্য তপস্যার জন্য তপোবনে গমন করিতে অনুমতি করুন এবং আমার এই তপশ্চরণের ইচ্ছা পিতার নিকট শীঘ্র বলুন। আমাকে শিব বিরহানল–যত বিলম্ব হইতেছে, ততই দগ্ধ করিতেছে। ১৩-১৪

মেনকা, কালীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুল-চিত্তে নিজ তনয়াকে আলিঙ্গন করত বলিলেন, বল্লভে! তোমার তপস্যাতে প্রয়োজন নাই। ১৫

তুমি অত্যন্ত কোমলাঙ্গী; অতএব পুত্রি! তুমি সম্পূর্ণরূপ তপস্যা করিলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া পড়িবে। মুনিদিগের শরীর তপস্যাসহ, কিন্তু তোমার শরীরে সে কষ্ট কিছুতেই সহ্য হইবে না; পুত্রি! তোমার বনবাস অবলম্বন করা শত্রুদিগেরও অভিলষিত নহে। ১৬-১৭

তাহা হইলে তুমি বনবাস-সাধ্য তপস্যা পরিত্যাগ করত নিজের সাধ্যানুরূপ উপযুক্ত তপশ্চরণ কর। ১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, গিরিজা, মাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে তপোযত্নের অনুকূল বাক্য বলিলেন। ১৯

আমাকে নিষেধ করবেন না, আমি তপস্যার জন্য অন্য তপোবনে নিশ্চয় যাইব; আপনি যদি অনুমোদন নাই করেন, তাহা হইলে প্রচ্ছন্নভাবে যাইব। ২০

মেনকা বলিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ গৃহেই সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে গৃহেতে সেই ঈপ্সিত দেবতাকে অর্চনা কর। ২১

স্ত্রীগণের স্বামী ভিন্ন বনগমন আমি কখনও শুনি নাই; অতএব পুত্রি! তুমি তপস্যার জন্য তপোবনে যাত্রা করিও না। ২২

যেহেতু তপোধন-গমনোদ্যত তনয়াকে "উ মা" এই সম্বোধন করিয়া মেনকা নিষেধ করিলেন, সেই জন্য তাহার উমা নাম হইল। ২৩

তাহার পর গিরিজা মাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া সখীগণদ্বারা পিতাকে তপস্যার উদ্যোগ জানাইলেন। ২৪

গিরিপতি দুহিতার তপস্যার উদ্যম জানিয়া বিশেষ হৃষ্ট না হইয়াও অনুমোদন করিলেন। ২৫

পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া যে স্থানে মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গঙ্গাবতরণে গমন করিলেন। ২৬

কালী হিমবৎপ্রস্থ গঙ্গাবতরণ-প্রদেশ হর-শূন্য দেখিলেন এবং যে স্থানে শম্ভু, ধ্যানস্থ ছিলেন, সেই স্থানে গিরিসুতা বিরহার্দিত-চিত্তে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া 'হা হর!' এই শব্দে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন; চিন্তা, শোক ও দুঃখে নিতান্ত পীড়িতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৭-২৯

তাহার পর ক্ষণকাল বিলাপ করিয়া, কমলেক্ষণা কালী, সেই সময়ে পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করত হৃদয়স্থিত হর-সম্বন্ধীয় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। ৩০

তাহার পর কিছু সময় গত হইলে কালী সেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া মোহ সম্বরণ করিলেন। হিমালয়-সূতা নিয়ম প্রতিপালনের নিমিত্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ৩১

তাহার প্রথম নিয়ম-ফলভোজন দ্বারা নিষ্পন্ন হইল। তৎপরে গিরিজা, শম্ভু-সম্বন্ধে চিন্তা ও শম্ভুর নাম জপই পঞ্চ তপে কর্তব্য মনে করিয়া যজ্ঞীয় শুষ্ক কাষ্ঠদ্বারা চারিদিকে চারিভাগ

করত তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং সূর্য্যদ্বারা পঞ্চাগ্নি পূর্ণ হইল। ৩২-৩৩

নিজ আসনের একহস্ত পরিমাণ দূরে চারিদিকে চারি ভাগে বৈশ্বানর-যজ্ঞ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে বহুবস্ত্র-বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর উর্দ্ধমুখে সুর্যকিরণ অবলোকন করত অবস্থান করিতেন এবং শীতকালে তোয়মধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩৪-৩৫

প্রথম ফলাহারে, দ্বিতীয়তঃ তোয়াহারে, তৃতীয়তঃ স্বয়ংপতিত বৃক্ষ-পত্র ভোজন করিয়া, ক্রমে পতিত পত্র পরিত্যাগ করিয়া নিরাহারেই তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

দেবী, আহারে পত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবগণ তাহার নাম 'অপর্ণা' রাখিলেন। ৩৮

হিমালয়সুতা কোন সময়ে পঞ্চতপ অবলম্বন করিয়া, কোন সময়ে জলে প্রবেশ করিয়া, কোন সময়ে এক পদাবলম্বনে স্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৯

ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করত বহুকাল তপস্যা করিলেন। তিনি চীর বল্কলদ্বারা আবদ্ধা এবং জটাধারিণী ছিলেন। ৪০

কৃশাঙ্গী কালী চিন্তাবিষয়ে অত্যন্ত সক্ষমা হইয়া মুনিদিগকে পরাজয় করিলেন। তপস্যাতে আসক্ত ব্যক্তিকে শঙ্কর স্বয়ং রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সহিত আনন্দিতচিত্তে আপ্যায়িত করেন ও ভয়ে রক্ষা করেন। ৪১

তপোবনে তপস্যারতা কালীর শঙ্করকে চিন্তা করিতে করিতে তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল। ৪১

তাহার পর অষ্টাদশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা আগমন করত দৈব বিধি-অনুসারে তাহার সংস্কার করিলেন, তৎপরেই দেবী হরের গ্রহণযোগ্যা হইলেন। ৪৩

তাহার পর যেস্থানে মহাদেব অষ্টাদশ বৎসর তপস্যা করিয়াছেন, সেইস্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করত ভামিনী কালী চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪৪

আমি নিয়ম-রতা হইয়া তপস্যা করিতেছি, তাহা বোধ হয় মহাদেব জানিতে পারেন নাই, যেহেতু বহুকাল তপোরতা হইয়াও তাহার বিদিত হইতে পারিলাম না। ৪৫

গিরীশ ইহলোকে নাই, এই যে মুনিগণ বলিয়া থাকেন, তাহা কি সত্য? কিন্তু দেবগণ বলিয়া থাকেন, শিব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগ দেব। ৪৬

যদি তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্বলোকের আত্মস্বরূপ সর্ব্বহৃদয়গত সর্ব্ব ঐশ্বর্যপ্রদ, সর্বভাবন দেব হন এবং আমার মাতা মেনকা যদি সতী হন ও আমি যদি অন্যে অনুরক্ত না হইয়া বৃষধ্বজেই অনুরক্তা হইয়া থাকি, তাহ হইলে শঙ্কর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৭-৪৮

যদি নারদমুখনিঃসৃত এই ষড়ক্ষর মন্ত্র হয় এবং আমি যদি ভক্তি পূর্বক জপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে হর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪৯

যদি আমি তপস্যা করিয়া থাকি এবং হর যদি সত্য আরাধিত হইয়া থাকেন, যদি তপস্যা সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে হর প্রসন্ন হউন। ৫০

মার্কণ্ডেয় বললেন,–কালী এইরূপ চিন্তা করত জটাবল্কল-বদ্ধা দীনবেশে অধোমুখী হইয়া হরের পূর্বের আবাসস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫১

সেই সময়ে কোন এক ব্রাহ্মণ, কালীসমীপে উপস্থিত হইলেন, তিনি ব্রহ্ম চর্যব্রতাবলম্বী; তাহার কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু। ৫২

শরীর স্বর্ণের ন্যায় গৌর, ব্রহ্মার শোভার ন্যায় প্রদীপ্ত দেহ-ভাগ, বিস্তৃত জটা-কলাপে শোভিত; শম্ভু এই ব্রাহ্মণরূপধারী। ৫৩

ব্রাহ্মণ-রূপী শম্ভু–প্রথমত কালীসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুরাগ জানিবার জন্য এবং তাহার বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বাগ্মী গিরিজাকে বিচিত্র বাক্যের দ্বারা জিজ্ঞাসা

করিলেন। ৫৪-৫৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,–তুমি কে? এবং কাহার কন্যা? কি জন্যই বা প্রযতাত্মা মুনিদিগের দুর্ধর্ষ তপশ্চরণ করিতেছ? ৫৬

তুমি বালাও নহ এবং বৃদ্ধাও নহ–অতি শোভাশালিনী তরুণী; সম্প্রতি পতি ভিন্ন কি জন্য এই তপস্যা করিতেছ? ৫৭

ভদ্রে! তুমি কাহারও কি সহচারিণী তপস্বিনী? তোমার তপস্বী কি অন্য স্থানে পুষ্পাদি অহরণ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন? ৫৮

যদি তোমার গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে আমার নিকট বল। ৫৯

যদি তোমার হৃদয়ে দুঃখের কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে বল, তাহার নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত আমি সমর্থ হইব। ৬০

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে গিরিজা তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত নিজ সখী বিজয়াকে নয়ন-সঙ্কেতে নিয়োগ করিলেন। ৬১

বিজয়া, কালীর বাক্যানুসারে গিরিজার মুখপানে দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণকে সত্য বাক্যে উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। ৬২

হে দ্বিজোত্তম। ইনি গিরিরাজের তনয়া, ইহার নাম কালী; এবং পার্বতী নামও ইহার খ্যাত আছে। ৬৩।

ইহাকে কেহ পরিণয় করে নাই, বৃষধ্বজ শঙ্করকে পতিপদে বরণ করিতে বাঞ্ছা করিয়া তীব্র তপশ্চরণ করিতেছেন। ৬৪

ভবানী কালী তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু শঙ্কর অদ্য পর্যন্তও গিরি-সুতাকে গ্রহণ করিলেন না। ৬৫

তাপসগণ ও দেবগণ বলিয়া থাকেন; শঙ্করদেব গিরিশ সর্বগত এবং সর্ব্বজ্ঞ। ৬৬

তাহা হইলে ইহাকে কি তিনি জানিতে পারিলেন না? অদ্য এই চিন্তা পরবশ হইয়া নিতান্ত দুঃখিতা হইতেছেন। ৬৭

অতএব হে সুব্রত। আমাদের সখী প্রার্থনা না করিলেও অনুগ্রহপূর্বক আপনি ইহার প্রতি দয়া করুন; এবং সখীকে শঙ্করের সহিত সঙ্গতা করুন। ৬৮

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মচারী দ্বিজ, কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্বক পার্বতীকে এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৬৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,–আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না, আমি শিবকে আনিতে পারি, কিন্তু একটি কথা বলিতেছি, তাহা নিশ্চয়রূপে শ্রবণ কর। ৭০

আমি মহাদেবকে জানি, তাহার বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর; মহাদেবের বাহন বৃষ, অঙ্গে নিরন্তর ভূতি লেপন করে এবং জটাধারী, তাহার ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান এবং গজচর্ম্ম উত্তরীয়। ৭১

নর-কপালধারী-সর্পসমূহের দ্বারা সর্ব্বগাত্রে বেষ্টিত এবং বিষবেগে দগ্ধ গলদেশে অক্ষমালা; সে বিরূপাক্ষ এবং ভয়ঙ্কর। ৭২

তাহার জন্মের কোন নিশ্চয় নাই; সে সর্বদা গৃহভোগত্যাগী, জ্ঞাতি ও বান্ধবাদি-শূন্য, তাহার ভোজনব্যাপার ও ভোজনীয় দ্রব্যের কোন সংস্রব নাই। তিনি নিরন্তর শ্মশানবাসী, সৎসঙ্গবর্জিত। ৭৩-৭৪

নিরন্তর গর্জনকারী বিকট ভূতগণের মধ্যে তাহার সর্ব্বদা বাস। ৭৫

সে শৃঙ্গারাদি-রসশূন্য ও ভার্য্যাপুরহিত, অতএব কি জন্য তুমি তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ৭৬

আমি পূর্বে শুনিয়াছি; সে একটি কার্য্য করিয়াছে, তাহা বলিতেছি; যদি তোমাদের অভিরুচি হয় তাহা হইলে গ্রহণ করিবে। ৭৭

পূর্বে দক্ষকন্যা সাধ্বী সতী, দৈববশতঃ সম্ভোগবর্জিত বৃষধ্বজকে পতিত্বে বরণ বরিয়াছিলেন। ৭৮

'কপালীর জায়া' এই বলিয়া দক্ষ, কন্যাকে পরিত্যাগ করেন এবং যজ্ঞভাগ শিবকে প্রদান করিলেন না। ৭৯

সতী সেই অপমানে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হরকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮০

তুমি স্ত্রীদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা এবং তোমার পিতা সমস্ত পর্বতের রাজা, তাহার সমক্ষে এইরূপ পতিকে কিজন্য উগ্র তপস্যার দ্বারা বরণ করিতেছ? ৮১

দেবেন্দ্র, কুবের, পবন, অগ্নি, কি অন্য সুরগণ অথবা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য–ইহার মধ্যে রূপ ও নবযৌবনসম্পন্ন যে কেহ হয়, প্রশস্ত-কুলোদ্ভব সেই শ্রীমান ব্যক্তিই তোমার পতির যোগ্য। ৮২-৮৪

যাহার সহিত তুমি বহুরত্বপূর্ণ সুবিস্তৃত মাল্যসমূহ-সংযুক্ত ধূপচূর্ণের দ্বারা সুবাসিত স্বর্ণখচিত আভরণ-সংযুক্ত বিস্তৃত মনোহর সুবর্ণবিভূষিত সুন্দর প্রাসাদ মধ্যে শয্যাতলে সুখভোগে রত হইতে পারি, সেই পতিই তোমার উপযুক্ত। ৮৫-৮৬

হে সুভগে! যদি ইহা জানিয়াও শঙ্করকে বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার তপস্যার প্রয়োজন নাই; আমি তোমাকে হর সহ সঙ্গতা করিব। ৮৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–কালী ব্রাহ্মণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিতচিত্তে ব্রাহ্মণকে পরিমিত ও সত্যবাক্য বলিলেন। ৮৮

কালী বলিলেন,–হে দ্বিজনন্দন! আপনি হরকে বিশেষ না জানিয়া এরূপ বলিতেছেন, তাঁহার বাহ্যভাব দর্শন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন। ৮৯

ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যাহার ভাব জানিতে অক্ষম, আপনি শিও বিপ্রতনয় হইয়া কি তাহার ভাব জানিতে পারিবেন? ৯০

আপনি হরকে না দেখিয়া কোন নীচ ব্যক্তির মুখে এই কুৎসিত বাক্য শ্রবণ করিয়া এরূপ বলিতেছেন। ৯১

সেই মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ পতিকে আমি বাঞ্ছা করি না; অন্যের বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছাও করি না; হরসঙ্গমই নিরন্তর বাঞ্ছা করি। ৯২

গিরিজা বিপ্রকে এই কথা বলিয়া সখীর মুখ অবলোকন করত সংশয়িত চিত্তে বলিতে লাগিলেন। ৯৩

আমি এই স্থানে মহৎ চিন্তাপূর্বক তপস্যা দ্বারা হরকে আরাধনা করিতেছি, কিন্তু সেই আরাধ্য মহাদেবকে আমার সমক্ষে এই বিপ্রপুত্র নিন্দাবাক্য বলিতেছেন, অতএব ইহাকে স্তুতিবাক্য দ্বারা এখান হইতে দূর করি। ৯৪

আমি পিতার মুখে পূর্বে শ্রবণ করিয়াছি, মহাত্মাদিগের নিন্দা যে করে, এবং যে তাহা শ্রবণ করে, উভয়ের অপরাধই সমান হয়। ৯৫

তাহা হইলে উহাকে এখান হইতে অপনয়ন করাই ভাল, অতএব তুমি বিপ্রকে নিষেধ কর। ১৬

কালী, সখীকে এই কথা বলিয়া শিব-নিন্দা-শ্রবণজনিত অপরাধ মার্জনের জন্য শম্ভু-সঙ্গত-চিত্তে হরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৭

কালী বলিলেন, কারণত্রয়ের হেতু জিতেন্দ্রিয় শিবকে আমি প্রণাম করি। হে পরমেশ্বর! আপনিই একমাত্রগতি, অতএব আপনাকেই আত্মা উৎসর্গ করিতেছি। ৯৮

হৃদগত উৎকৃষ্ট জ্ঞানশালী প্রপঞ্চহীন হিরণ্যবাহুকে আমি সাদরে প্রণিপাত করিতেছি এবং নারায়ণ-পদ্ম-সম্ভূত প্রধান বীজস্বরূপ জগতের হিতসাধক গিরিশকে আমি নমস্কার করিতেছি। ৯৯

দ্বিজ, পুনর্বার অপ্রিয় শিবনিন্দাবাক্য তাহাকে কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন; কালিকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্বিজ, কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া গিরিসুতা সখীকে বলিলেন। ১০০

এই দ্বিজ উগ্র হরকে না জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে উপক্রম করিতেছে, প্রাণ-বিনাশক হর-নিন্দা কিছুতেই আমি শুনিতে পারিব না। ১০১

সখি! যত দূরে গমন করিলে এই দ্বিজ-বাক্য শুনিতে না পাই, আমি তত দূরে গমন করিয়া অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। ১০২

এই কথা বলিয়া হিমালয়সুতা হঠাৎ গাত্রোত্থান করত দ্বিজকে পরিত্যাগ করিয়া সখীর সহিত প্রস্থান করিলেন। ১০৩।

অনন্তর শম্ভু নিজরূপ ধারণ করত, কালী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া সহাস্যন্তঃকরণে তাহার পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন এবং বলিলেন। ১০৪

অয়ি শঙ্করি! কালি! আমিই মহাদেব, আমি সেই হর, এখন আমার সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? তুমি সম্মুখিনী হও, আমাকে আশ্বাস প্রদান কর। ১০৫

এই কথা বলিয়া মহাদেব কালীর অগ্রভাগে যাইয়া হস্ত প্রসারণ করত তাহার গতিরোধ করিলেন। ১০৬

গিরি-সূতা শম্ভুর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার ভয়ে চকিতের ন্যায় হঠাৎ অধোমুখী হইলেন। ১০৭

অত্যন্ত লজ্জা ও প্রীতিতে সে সময়ে তিনি জড়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভামিনী, বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইলেন না। ১০৮

হে দ্বিজোত্তমগণ। মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার শরীর যেরূপ সুধা-পুর্ণ হয়, সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইল। ১০৯

অষ্টাদশ সহস্র বৎসর পর্যন্ত যে সমস্ত তপঃক্লেশ পাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পরিত্যাগ করত আনন্দিত হইলেন। ১১০

বৃষধ্বজ, কালীকে সেইরূপ দেখিয়া প্রণয়বশতঃ গাত্রস্থ ভস্মরূপ কাম দ্বারা মোহিত হইলেন। ১১১

অনন্তর, বিরহোদ্রিক্ত বৃষধ্বজ কালীকে প্রাপ্ত হইয়া সম্বোধন করত হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কিঞ্চিৎ চতুরতাযুক্ত বাক্য বলিলেন। ১১২

হে সুন্দরি! তুমি আমাকে কিছুই বলিতেছ না, তবে কি তপঃক্লেশ স্মরণ করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া রহিয়াছ। ১১৩

হে সুভগে। আমিও তোমা বিহনে পরিতাপ ভোগ করিতেছি; আমার নিয়মের নিমিত্ত তুমি তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই জন্য তোমার সহিত অনুরক্ত হই না। ১১৪

তাহার পর প্রিয়ে! তপোবলে তুমি সংস্কার-সম্পন্না হইলে তোমাতে অনুরক্ত হইয়াছি। আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তপস্যার জন্য তাহা অতীত হইয়াছে, তুমিও তপস্যা দ্বারা সংস্কৃতা হইয়াছ। ১১৫-১১৬

সচ্চিন্তা, জপ এবং তীব্র তপস্যা-রূপ মহৎ মূল্য দ্বারা আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি। ১১৭

অতএব তোমার অঙ্গ-সংস্কার, জটাসমূহের সংস্কার ও গাত্র হইতে বল্কল মুক্ত করিয়া মনোহর বস্ত্র নিবেশ করিতে, হার, নূপুর, কেয়ূর, গুজাদি পরিধান করাইতে–শীঘ্র নিয়োগ করিয়া আমাতে স্নেহ প্রকাশ কর। ১১৮-১৯

আমার নেত্রানলে দগ্ধ মদন ভস্মরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছেন; সে যেন প্রতিকার করিবার নিমিত্তই তোমার সমক্ষে আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ১২০

অগ্নি মনোহারিণি। তোমার অঙ্গরূপ অমৃত দান করিয়া সেই অগ্নি-সদৃশ কাম হইতে আমাকে উদ্ধার কর। দয়িতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১২১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুঃশ্চত্বারিংশ অধ্যায় — শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন–গিরিজা, শম্ভু বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে বিবেচনা করিলেন, মনোহর পতি পাইয়াছি। ১

অনন্তর কালী, যেরূপে শঙ্কর শুনিতে পান এবং শুনিয়া উৎসুক হন, সেই ভাবে সখী দ্বারা বলাইলেন। ২

সজ্জনেরা মর্যাদানুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হর, মর্যাদা-অনুসারে আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৩

কন্যা পিতৃদত্তাই হইয়া থাকে, তপোদত্তা কখনও হয় না; যদি আমি তপোদত্তাই হইয়া থাকি, তাহা হইলেও পিতা আমাকে প্রদান করিবেন। ৪

তবে পিতা হিমালয়ের নিকট, প্রার্থনা করিয়া বৈবাহিক বিধিমতে হর আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৫।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–এই কথা বলিয়া কালী লজ্জাপরবশ-চিত্তে শীঘ্র মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, হরও সেই বাক্য সত্য ও হিতকর এবং যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ৬।

তাহার পর শম্ভু, গণের সহিত সেই গঙ্গাবতরণ সানুতে পূর্ব্বের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। ৭

কালী সখীগণের সহিত পিতার গৃহে গমন করিলেন; লজ্জাবশত সতী গুরুজনের মুখপানেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ৮

ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, কালীর প্রার্থনার জন্য মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মুনিকে চিন্তা করিলেন। ৯

মদনারি হর চিন্তা করিবামাত্রই মুনিগণ আকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় হর-সমীপে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ১০

শম্ভু, মুনিগণকে প্রদীপ্ত সন্তাপাগ্নির ন্যায় দেখিলেন, তাহার পর বসিষ্ট সমীপে তৎপত্নী অরুন্ধতীকে দেখিলেন। ১১

মুনি-সমীপে অরুন্ধতীকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, মুনিরাও দারপরিগ্রহ ধর্ম পরিত্যাগ করেন না। ১২ ব

তাহার পর স্মরণাকৃষ্ট মুনিগণ বৃষধ্বজকে বিধিমতে পূজা করত হর্ষ-গদগদ চিত্তে এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন! ১৩

ঋষিগণ বলিলেন,–চন্দ্র-সদৃশ চন্দ্রখণ্ডের দ্বারা শোভিত এবং অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা দ্বারা বিশেষরূপে চিন্তিত সেই শুদ্ধরূপ অদ্য প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইতেছেন। এটি মুনিগণের বহু অদৃষ্টফল। ১৪

প্রজ্ঞাতন্ত্র এবং ধ্যানতন্ত্র সম্মুখে উপস্থিত ধ্যানীদিগের নিরন্তর ধ্যেয় স্বয়ং প্রকাশমান, যাহার অগ্রভাগ দর্শন করিয়া নেত্রের সহিত দর্শক পরিত্রাণ পায়। সেই সূর্য্যতুল্যদর্শন, তেজের স্থান, সকলের পক্ষে নিত্য শম্ভুদেহ–ভক্তি এবং স্তুতিপূর্বক নমস্কার করি। ১৫-১৬

যে কলারূপে আদিভাগ স্থিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন; যাহাকে হর, শক্তি দ্বারা ললাটে ধারণ করিতেছেন; তিনি আমাদের প্রথমতঃ সুসিদ্ধির নিমিত্ত হউন। ১৭

যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রিতয়ের দ্বারা জগতের প্রধান পুরুষ, সেই হর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৮

এইরূপ স্তব করিয়া বিনয়াধার মুনিগণ বলিলেন, আপনি আমাদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বলুন। ১৯

তাহার পর শঙ্কর মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্মিতভাবে সেই সমস্ত মুনিগণের প্রত্যেককে বলিলেন। ২০

জগতের হিতের জন্য, নিজের সুখ ভোগের নিমিত্ত এবং সন্তানবৃদ্ধির জন্য দার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ২১

সেই বিষয়ে সম্প্রতি আপনাদের সাহায্য করিতে হইবে। আমার নিমিত্ত হিলালয়-সমীপে তৎসুতা কালীকে প্রার্থনা করিবেন। ২২

কালী, মহাতপস্যা করিয়া আমাকে পতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিধি ক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব গিরিসমীপে প্রার্থনা করুন। ২৩

আপনারা অত্যন্ত বাগ্মী, অতএব যেরূপে হিমালয় স্বয়ং কালীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হন, সেইরূপ যত্ন করুন। ২৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মুনিগণ হরকে সম্ভাষণ করিয়া গিরিভবনে গমন করিলেন এবং গিরিকর্তৃক পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন। ২৫

যিনি চন্দ্রশেখর দেব, যিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যিনি জগতের একমাত্র কর্তা, যাঁহাকে অভিশপ্ত ব্যক্তি জানিতে অক্ষম, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে সংহার করেন যিনি ভক্তসমূহে ঐশ্বর্য্য দান এবং যিনি নানারূপে মনোহর। ২৬-২৭

তিনিই আপনার কন্যাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি তাহাকে আপনার কন্যার যোগ বর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে গিরিরাজ। সেই চন্দ্রশেখরের হস্তে কন্যা কালীকে সম্প্রদান করুন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মুনিগণ এই কথা বলিলে, গিরিপতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক সেই বর, দুহিতার প্রিয় জানিতে পারিয়া হৃদয় সেই পথেই ধাবমান হইল। ২৯-৩০

প্রকাশ্যভাবে মুনিগণকে বলিলেন, ভবাদৃশ মুনিশ্রেষ্ঠদিগের আগমনে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার মনে করিলেল, আপনাদের প্রার্থনা বশতই আমি হরকে সমর্পণ করিব। ৩১

পূর্বে শিবকে পতি হইবার জন্য কালী কঠোর তপস্যা করিয়াছে। এটি বিধাতার নিয়োগ, অতএব কোন ব্যক্তি অন্যথা করিতে সক্ষম হইবে? ৩২

আমার কন্যাকে হর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে পারে? হর যাহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না, কালীও হরকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কাহাকেও বাঞ্ছা করে না। ৩৩

এই কথা বলিয়া গিরি মেনকার সহিত শিবকে পার্বতীদানে অঙ্গীকার করিলেন, মুনিগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, শিব-সমীপে গমন করিলেন। ৩৪।

হে দ্বিজগণ। মরীচ্যাদি ঋষিগণ গমন করিয়া, হিমালয় যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্ত শিবকে বলিলেন। ৩৫

হে হর! হিমালয় আপনাকেই কন্যা দান করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছেন। ৩৬

অতএব আপনার যাহা কর্তব্য তাহা করুন। ভগবন্! আমাদিগকে স্বস্থানে যাইতে অনুমতি করুন। ৩৭

হর, কার্যসিদ্ধি হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। ৩৮

তাহাদের উপযুক্ত মত কথা বলিয়া প্রত্যেককে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আপনারা কালীর বিবাহ সময়ে পূনর্বার আমার নিকট আগমন করিবেন। হর এই কথা বলিলে, মুনিগণ প্রতিশ্রুত হইয়া গমন করিলেন। ৩৯

তাহার পর গমনাগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইলেন এবং হরের আজ্ঞানুসারে গিরি, বিবাহের সময় নিরূপণ করিলেন। ৪০

বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে উত্তরফলুনী নক্ষত্র যুক্ত চন্দ্র এবং ভরণী নক্ষত্রস্থিত সূর্য্য হইলে সেই দিন মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিলেন। ৪১-৪২

হর, চিন্তা করিবামাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমস্ত দিক্‌পাল, মুনিগণ, শচীসহ ইন্দ্র, ব্রহ্মাণী আদি মাতৃগণ, ব্রহ্মপুত্র নারদমুনি–ইহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ৪৩

এই সমস্ত পরিজনের সহিত সুর ও প্রমথাদিগণের সহিত আপ্যায়িত হইয়া, হর বিবাহ-বিধি অনুসারে গিরি-রাজপুত্রী কালীকে গ্রহণ করিলেন। ৪৪

গিরিজা ও শম্ভুর বিবাহ সময়ে শিব-অঙ্গস্থিত অষ্টটি সর্প স্বর্ণনির্মিত অষ্ট অলঙ্কারস্বরূপ এবং মহাদেব দ্বিভুজ হইলেন। ৪৫

তাহার জটা সূচিক্কণ কেশরূপ হইল, শিরস্থিত চন্দ্র তেজঃপ্রভাবে অত্যন্ত জ্বলিতে লাগিল এবং ললাটস্থিত নেত্র, মহামূল্য রত্নস্বরূপ হইল। ৪৬-৪৭

হে দ্বিজগণ! সেই ব্যাঘ্রচর্ম বিচিত্র-বসনরূপ ধারণ করিল। বিভূতিলেপ মলয়োদ্ভব সুগন্ধির স্বরূপ হইল, হর সেই সময়ে মনোহর রূপ ধারণ করত আশ্চর্য্যদর্শন হইলেন। ৪৮

তাহার পর দেবগণ গন্ধর্ব্বকুলের সহিত ও সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবর্গ হরকে সেইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মৃত হইল এবং হিমালয়, পুত্রগণ ও মেনকার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাহার জ্ঞাতিবর্গও হরের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। ৪৯-৫১

ব্রহ্মা হরকে মনোহর দেখিয়া এই গান করিতে লাগিলেন, হে সুরগণ! যেহেতু ইহার ভস্মাদি সমস্তই মঙ্গলজনক হইয়াছে। তাহা হইলে এই জগতে মঙ্গলস্বরূপ ইহা হইতে অধিক মঙ্গলজনক আর কি আছে? ৫২

মহেশ্বরকে যে ব্যক্তি এইরূপ উমাযুক্তভাবে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহার সতত কল্যাণ-বৃদ্ধি হয় এবং বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি হয়। ৫৩

আর মহামায়া যোগনিন্দ্রা জগৎ-প্রসবিনী কালী পূর্বে দাক্ষায়িণী হইয়া পরে গিরিসুতা হইয়াছেন। ৫৪

কালী স্বয়ং মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সক্ষমা; তথাপি শিবা জগতের হিতের জন্য উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছেন। ৫৫

এইরূপে কালী চন্দ্রশেখরকে মোহিত করিবে এবং হিমালয় তনয়া হইয়া শিবকে পুনর্বার পাইবে। এই সমস্ত কথা বলিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৫৬-৫৭

হে দ্বিজগণ। যে ব্যক্তি এইরূপ পূণ্য কালিকাচরিত কীর্তন করে, তাহাকে ব্যাধি ও মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না এবং দীর্ঘায়ু হয়। ৫৮

কল্যাণবর্ধক পবিত্র কালিকা-চরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াও শিবলোকে গতি হয়। ৫৯

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার পিতা নিশ্চয় কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ৬০

ব্রাহ্মণদিগের নিকট অথবা সভাগত হইয়া যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রবণ কায়, সে স্থলে উমার সহিত হর স্বয়ং গমন করিয়া শ্রবণ করেন। ৬১

হে দ্বিজসত্তমগণ! সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশন পুণ্যচরিত আপনাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে আপনাদের যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করুন। ৬২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় — কালীর গৌরীমূর্তি ও শিবের অর্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি

ঋষিগণ বলিলেন,–ব্রহ্মন্! আপনি কালী হর-সম্বন্ধীয় পাপহর শ্রুতিসুখ প্রদ পুণ্য বিচিত্র শ্রেষ্ঠ আখ্যান শ্রবণ করাইলেন। ১

পুনর্বার বলুন, কালী কি জন্যে শিবের অর্ধাঙ্গ গ্রহণ করিলেন? কি কারণেই বা কালী গৌরাত্ব প্রাপ্ত হইলেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! হে দ্বিজোত্তম, সেই বিষয় যথার্থরূপে বলুন। ২-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই মহদাখ্যান, আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা যথার্থরূপে শুভপ্রদ আখ্যান শ্রবণ করুন। ৪

ইহার পূর্বে সগর রাজা ঔর্বমুনিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। ৫

পূর্বে সগর নামে রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সগর, অত্যন্ত শোভাশালী বলবান, ক্ষমতাপন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইলেন। ৬

তিনি এক রথারূঢ় হইয়াই সমস্ত রাজকুলকে জয় করত সকল রাজগুণসম্পন্ন সার্বভৌম নরপতি হইলেন। ৭

রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, পার্থিবোম সগররাজাকে মুনিগণ সম্মান করিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৮

পশ্চিম-দেশীয়, উত্তর-দেশীয়, পূর্ব-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় মহাত্মা মুনি ও ব্রাহ্মণগণ, রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ৯

সকলে আগমন করিলে জ্বলনসদৃশ মহাত্মা ঔর্ব-নামা শ্রীসম্পন্নমুনি, নৃপকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ১০

তাহার পর অভ্যাগত মুনিকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখিয়া সগর বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা তাহাকে পূজা করিলেন। ১১

পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দান করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে উত্তম আসনে বসাইলেন। ১২

হে দ্বিজগণ। তৎপরে সগররাজা প্রণাম করত মহাত্মা ঔর্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! আপনার যথাযোগ্য কুশল ত? ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নররাজ! আমার সকল বিষয়ে কুশল, বিশেষ আপনাকে দর্শন করিয়া আরও কুশল চেষ্টা করিতেছি। ১৪

এই পৃথিবীতে সকল রাজবর্গের মধ্যে আপনা হইতে অন্য কুশলী কে আছে? এই ধরাতলে অন্য কোন শুভদৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত পার্থিববর্গকে জয় করিয়াছে? ১৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার নিরন্তর কুশল বৃদ্ধি হউক। হে ভূপতে! প্রকৃষ্ট নীতি অনুসারে সদা সদ্ব্যবহারে পৃথিবী শাসন করুন। ১৬।

যেরূপ নিশাকরের বৃদ্ধিতেই সাগরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বৃদ্ধি হইলেই জগতের বৃদ্ধি; অতএব বৃদ্ধি বিষয়ে চেষ্টা করুন। ১৭

হে নৃপতে! প্রথমতঃ বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হউন। তাহার পর আপনার গুণের অনুরূপা ভার্য্যাকে মহিষী করুন। ১৮

যদি নীতিক্রমে সঙ্গতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বকীয় প্রভূত গুণদ্বারা ব্রত ধারণ করত প্রবেশ করিয়া স্বয়ং বনিতা হইবে। ১৯

আমি শুনিয়াছি, হিমালয়-সুতা শম্ভুর সঙ্গম মানস করিয়াছিলেন, তৎপরে বহুযত্নবশতঃ শম্ভু সে ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ২০

তাহার পর শম্ভুর অত্যন্ত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পার্বতী তাহার অনুমতি জমে শরীরার্ধস্বরূপা হইলেন, তজ্জন্য সেই অবধি শঙ্কর অর্ধনারীশ্বর হইলেন।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তিনি অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করেন নাই; অতএব রাজেন্দ্র; আপনিও নিজের পত্নীকে গুণযুক্ত করুন, তাহার পর তনয়কেও গুণযুক্ত করুন। ২২-২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সগর ঔর্ব-বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন এবং নৃপতি, ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিকে এই কথা বলিলেন,–হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কিজন্য সতী গিরিজা, শঙ্করের কায়ার্ধ গ্রহণ করিলেন, তাহাই শুনিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়াছি। ২৪-২৫

কোন নীতিতে আত্মা, ভার্য্যা, অথবা পুত্র ইহাদিগকে যোগ করা কর্তব্য। সদাচারময় সেই নীতিই শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি। ২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। রাজনীতি, সজ্জনদিগের নীতি এবং অন্য কৃতাত্মাদিগের নীতি আমি শুনিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ২৭

হে ব্রহ্মন। যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, কিন্তু শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াই আপনাকে যে আজ্ঞা করিতেছি তাহা নহে। ২৮

যদি আপনার বক্তব্য হয়, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–সগর এই সমস্ত কথা বলিলে, দ্বিজসত্তম সগররাজের প্রতি কৃপালু হইয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ৩০

রাজন! যে যে বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, পূর্বে যেরূপ পার্বতী শঙ্করের শরীরার্ধ গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১

যেরূপ নীতি যে যে স্থলে আপনার অবলম্বন-যোগ্য; হে নৃপোত্তম। তৎসমস্ত, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৩২

যে সময়ে মহাত্মা শঙ্কর হিমাচল-সুতাকে বিবাহ করিলেন, সেই সময়ে কিয়ৎকাল উমার সহিত যাপন করিলেন। ৩৩

সানু-কন্দর কুঞ্জমধ্যে উমার সহিত রমমাণ হইয়া বিহার করিলেন এবং হর সেই স্থানে পার্বতীকে শোভা দ্বারা বিশেষ আনন্দযুক্তা করিলেন। ৩৪

অনন্তর কালক্রমে শম্ভু, গণ ও ভার্য্যার সহিত ত্রিদিবোপম কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন। ৩৫

পার্বতীকে নিরন্তর চিন্তা করত ধ্যানাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাহার মুখরূপচন্দ্রে নিজ নেত্রসমূহকে চকোরের ন্যায় করলেন। ৩৬

গিরিজার প্রতি শঙ্কর অনুরাগবশতঃ কোন সময়ে পুষ্প আহরণ করত অত্যন্ত মনোহর সর্বাঙ্গে দান করিবার উপযুক্ত মালা রচনা করেন। ৩৭

কোন সময়ে বৃষধ্বজ আদর্শতলে এক সময়ে নিজ মুখ ও অপর্ণার মুখ একত্র দর্শন করেন। ৩৮

কোন সময়ে স্মরান্তকারী শিব মৃগনাভির লেপনের দ্বারা গন্ধযুক্ত পত্রাবলী পার্বতীর নিবিড় স্তনযুগে অঙ্কিত করেন। ৩৯

তাহার ললাটে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করত মনোহর চন্দ্রের ন্যায় তিলক অঙ্কিত করিলেন। ৪০

নিবিড় সন্ধিস্থলে নির্যাস-সংসক্ত কেশপাশে চন্দন, অগুরু এবং কস্তূরী দ্বারা নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিলেন। ৪১

তাহাতে উমার কেশপাশ অত্যন্ত মনোহর শোভাযুক্ত হইল। কখন তিনি নর্তনের নিমিত্ত বিকীর্ণ অথচ সমান শিখিপুচ্ছ ধারণ করিলেন। ৪২

বৃষধ্বজ উমার অঙ্গে সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট এবং মনোহর অলঙ্কার সমস্ত অর্পণ করিলেন। ৪৩

সেই সুবর্ণময় অঙ্গস্থিত অলঙ্কার সমূহে, গিরিজার অঙ্গ-নিবিড় মেঘরাশিতে তড়িন্মালার অবস্থানে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইল। ৪৪

নানারত্নময় দিব্য অলঙ্কারে এবং মনোহর বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ ভূষিতা কালী প্রকৃতির সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ৪৫

এইরূপ সর্ব্বদা কালীতে অনুরক্ত জগৎপতি শম্ভু, জগতের হিতের নিমিত্ত, দয়িতা কালিকার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪৬

জগন্মাতা জগৎ-স্বরূপা মহামায়া যোগনিদ্রা জগতের ভূতি-স্বরূপা বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপা পরমা মূর্তি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী প্রকৃতি কালী জগতের হিতাভিলাষে যত্নবশতঃ হরকে মোহিত করিয়া সুধাংশুর সহিত চন্দ্রিকার ন্যায় তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪৭-৪৯

অনন্তর, এক সময়ে স্মরহর, উমার সহিত কৈলাস পর্বতের অগ্রভাগে আনন্দিত-চিত্তে ক্রীড়া করিতেছেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। ৫০

তাহারা রূপযৌবনশালিলী সমস্ত সুলক্ষণযুক্তা; তাহাদের মধ্যে উর্বশী নামে বেশ্যা অত্যন্ত মনোহরা। ৫১

অপ্সরাগণের মধ্যে সকলেই গৌরাঙ্গী সমস্ত অলঙ্কার-ভূষিতা; তাহারা– মুনিদিগের অবিচলিত মনও হঠাৎ মোহিত করিতে পারে। ৫২

বেশ্যাগণ হর ও মনোরমা গিরিজাকে দেখিয়া প্রণাম করত কিছু ভয়াকুল চিত্তে নতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল। ৫৩

অনন্তর ভর্গ পার্বতীকে তাহাদের সমক্ষে অপ্রিয়বৎ অদ্ভুত কথা বলিলেন। ৫৪

ভিন্নাঞ্জনশ্যামলে! কালি। এই প্রদেশে তুমি স্ত্রীস্বভাব অবলম্বন করিয়া উর্বশী প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ কর, এই কথা বলিলেন। ৫৫

ঊর্বশী উপযুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরাদিগকে আহ্বান করত কালীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। ৫৬

অনন্তর পার্বতী কালী ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলা, এইরূপ শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইলেন। ৫৭

গিরিজা অপ্সরাদিগের সমক্ষে শশিশেখরের ব্যাজ নিন্দায় ক্রোধান্বিভা হইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। ৫৮

তাহার পর পার্বতী রোষপরবশা হইয়া বৃষভবাহনকে পরিত্যাগ করত শৈলশিখরে গুপ্তা হইয়া প্রকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯

অনন্তর বৃষধ্বজ, বিরহব্যাকুল হইয়া পার্ব্বতীকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল অন্বেষণ করত সেই পর্বতশ্রেষ্ঠে তাঁহাকে পাইলেন না। ৬০

তাহার পর পার্বতী হরকে ব্যাকুল জানিতে পারিয়া সেই সুগুপ্ত গিরি সানুতে স্বয়ং দর্শন দিলেন। ৬১

তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া শম্ভু, বিশীর্ণের ন্যয় বলিলেন, প্রিয়ে! মনের মলিনতারূপ মান করিয়াছি কেন? ৬২

স্বামীর অপরাধই স্ত্রীদিগের মানের কারণ; কিন্তু সেই অপরাধ না করিলেও অপরাধ মনে করিয়া ভীরু ব্যক্তিকে কটু উক্তি শ্রবণ করিতে হয়। ৬৩

এক্ষণে অয়ি কমলাননে! তুমি কিজন্য রাগ করিয়াছ? কান্তে। তুমি শীঘ্র বল, না হইলে আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না। ৬৪

এই বলিয়া শঙ্কর দেবীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কালী তাহাকে বারণ করিয়া এই কথা বলিলেন। ৬৫

হে ভূতেশ! আপনি কি পূর্বে দর্শন করেন নাই যে, অপ্সরাদের সমক্ষে আমাকে অঞ্জন-সদৃশ বলিয়া উপহাস করিলেন। ৬৬

জাতিহীন, বিত্তহীন, রূপহীন, অনুদার, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ এই সমস্ত দোষ কীর্ত্তন করা উচিত নহে। ৬৭

এইটি ব্রহ্মা পূর্বে বেদসমূহে নিশ্চয় করিয়াছেন; তাহা অবজ্ঞা করিয়া আপনি পূর্বোক্তরূপে পরিহাস করিয়াছেন। ৬৮

অতএব আমি সত্য বলিতেছি, যে পর্যন্ত আমার শরীর স্বর্ণের ন্যায় গৌর না হয়, সে পর্যন্ত আপনার সহিত সম্ভোগাদি করিব না। ৬৯

হে শম্ভো! তোমা ভিন্ন শরীরের গৌরতাকে প্রাপ্ত হইব না, তাহার সন্ধান শ্রবণ করুন, আমি শিরে হস্ত দিয়া শপথ করিতেছি। ৭০

এই কথা বলিয়া কালী শিবের সমক্ষেই মহাকোষী-প্রপাত নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন। ৭১

সর্বজ্ঞ মহাদেবও ভাবী বিষয় জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পত্নীর গমনে প্রতিরোধ করিলেন না। ৭২

কালী গমন করিয়া পূর্বের ন্যায় শম্ভুতে মনোভিনিবেশ কত শত বর্ষ পর্যন্ত বৃষধ্বজের আরাধনা করিলেন। ৭৩

এক পদ উত্তোলন করিয়া বামপদের দ্বারা ক্ষিতিতে অবস্থান করিলেন এবং উত্তরাভিমুখে অনশনে নিরন্তর ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়া উর্দ্ধমুখে জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ শান্ত, মঙ্গলজনক শিবকে আতু-স্বরূপ তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্বের দ্বারা আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৪-৭৫

নিশ্চলশরীরে, নিশ্চলমনে, পরমপদার্থের চিন্তায় আসক্তা কালীকে মুনিগণমধ্যে যাহারা না জানিত, তাহারা শাখা-পল্লবাদিশুন্য বৃক্ষ বলিয়া মনে করিল। ৭৬

নৃপসত্তম! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে এক শত বৎসর অন্যের এক বৎসরের ন্যায় অতীত হইল। ৭৭

শত বৎসর পরে যোগতৎপর শঙ্কর কালীকে সলজ্জ হইয়া ক্রমে দর্শন দিলেন। প্রথম ব্রহ্মারূপে, তাহার পর হরিরূপে, তৎপরে শম্ভুরূপে, অনন্তর এই সমস্তের একতারূপে দর্শন দিলেন। ৭৮-৭৯

সেই রূপ–জ্যোতির্ময়, শুদ্ধ এবং সকলের হেতুভূত। তাহার পর শঙ্কর, পুনর্বার শম্ভুরূপ দর্শন করাইলেন। ৮০

যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী কালিকাত্মিকা এইরূপ তাহাকে প্রথম দর্শন করাইয়া পরে কালীর প্রকৃতিরূপে দর্শন করাইলেন; তাহার পর পার্বতীকে ক্রমে এইরূপ কালীকে দর্শন করাইলেন। ৮১-৮২

পার্বতী, তপঃসম্ভূত জ্ঞানের দ্বারা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দ্রিষ্টি দ্বারা সমস্তের যাথার্থ্য জানিতে পারিলেন। ৮৩

শম্ভুকে জগন্ময় বিবেচনা করিলেন, আপনাকে জগন্ময়ী বলিয়া জানিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ও শম্ভু এই সমস্তই এক শম্ভুর স্বরূপ। ৮৪

আমিই যোগনিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি-স্বরূপ। দেবী ধ্যানে এই বিষয় জানিয়া সেই সময়ে ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরেও শম্ভুকে দেখিতে পাইলেন। ৮৫

দেবী, উমাপতি জিতেন্দ্রিয় যোগতৎপর শঙ্করকে দেখিয়া অভিলষিত বাক্য দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৬

পার্বতী বলিলেন, হে জগন্নাথ! তুমি কেশব, অচ্যুত ও প্রধান পুরুষ অতীতকারণ কারণত্রয়স্বরূপ শম্ভু, তোমাকে প্রণাম করি। ৮৭

শম্ভু! যোগ, মোহ, মনোরাগ, ধর্মাধর্মময় বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি তোমার শরীরের স্বরূপ। ৮৮

তুমি নিঃশ্রেয়স-শ্রেয়োযুক্ত দৃশ্য-অদৃশ্য এবং মানসিক যোগমূর্তি; তুমি। শ্রদ্ধারূপ পৌরুষ বিষয়ে তত্ত্বস্বরূপ; তুমি জ্যোতিঃ এবং শান্তি-স্বরূপ। ৮৯

তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-বাসব-স্বরূপ এবং তুমি আদিত্য, বায়ু, অগ্নি, কুবের; তুমি বরুণ, তুমি শমন ও রাক্ষসেশ্বর তুমি শেষ-স্বরূপ; এই জগতে তোমা ভিন্ন কেহই নাই। ৯০

তুমি ভূমি, আকাশ, জল এবং পথ; তুমি স্থাবর, জঙ্গম ও ভূতল; তুমি জ্ঞান, জ্ঞেয়, ধ্যানগম্য এবং পরাপর তত্ত্বস্বরূপ ও শত্রুদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তরূপ। ৯১

তুমি পুরুষ, পরমাত্মা এবং প্রধান রূপ; তুমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানগম্য আগম স্বরূপ; তুমি ভাব ও করণীয় বিষয় এবং পঞ্চরূপী, সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষরূপে তোমার রূপ দেখিতে পায়। ৯২

তুমি কীর্তি, কার্য্য, স্তব-বিষয়, স্তুতি, দ্রষ্টা, দৃশ্য, স্থৈর্য্যশীল এবং ভাবনা যোগ্য; তুমি নিত্য, অনিত্য, নিত্য-যোগ, বিয়োগ, হীন হইতেও হীন, ভেদ ও সামের প্রয়োগ স্বরূপ। ৯৩

তুমি নীতি, নয়, উদার, সার ও অসার; তুমি বিধানকর্তা ও বিধেয়; আর্য-অনার্য্য, রূপহীন স্বরূপ, মনুষ্য ও অমনুষ্য। ৯৪

তুমি মৃত্যু, স্রষ্টা, পালক, পাল্যরূপ, চিত্ত-স্বরূপ, চেতনোর্মিযুক্ত, ঊর্মি, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং বেদবাক্যস্বরূপ; তুমি রূপ, অরূপ, তীক্ষ্ণরূপ এবং সৌম্য রূপ। ৯৫

তুমি ভাব, অভাব, শোভাশালী, শুদ্ধরূপী, নিরন্তর শান্ত এবং মুনিদিগের উগ্রা শান্তি। তুমি দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্ব, সর্ব্বগ ও অসর্বগত; তুমি ভ্রান্ত, অভ্রান্ত, সিদ্ধ ও সিদ্ধপ্রদ। ৯৬

তুমি একস্থ, সর্ব্বলোক-প্রাপ্ত-দেহ, দেহশূন্য এবং একদেহ। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, নির্বিকার এবং শরীরী ও বিশ্বাত্মা; তুমি নাস্তিবাদ শূন্য। ৯৭

যাহার রূপ কার্য্য ও অকার্য্য সমস্ত ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত ভাগহীন অতি পূর্ণ, যিনি নিত্য স্থানাভিলাষীর যোগ জ্ঞান, যাহার শ্রীপদ নিত্য-রূপ, তাহাকে প্রণাম করি। ৯৮

যিনি প্রধান পুরুষেরও বিধাতা, যিনি কালরূপী এবং প্রধান পুরুষ; সেই উগ্র প্রভাশালী, বরপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ, চিত্ত-নীতির বিতান স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ৯৯

হে বিশ্বাত্মন। বৃষধ্বজ! মহেশ্বর! যিনি অক্ষয়, অব্যয়, সকল কার্যের সাক্ষি-স্বরূপ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রধারী, তাহাকে প্রণাম করিতেছি। ১০০

যাহার চিত্তরূপ চন্দ্রমা, জ্ঞানরূপ-অমৃত-নিস্যন্দী, সেইরূপ আমি কেবল ভক্তিতে কিরূপে জানিতে পারিব? তথাপি তাহাকে করজোড়ে প্রণিপাত করি। ১০১

ঔর্ব বলিলেন, সর্ব্বভূতানুকম্পন মহাদেব এইরূপ স্তুত হইয়া প্রফুল্ল বদনে পার্বতীর সন্তোষসাধন করিয়া বলিলেন, দেবি! তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর প্রার্থনা কর; তোমার তপঃপ্রভাবে আমি, ব্রহ্মা ও হরি সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছি। ১০২-১০৩

তপস্যাশীল এবং সচ্চরিত্র তোমার সমান কেহই নাই। প্রিয়ে! তোমা ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, তোমার যা ইচ্ছা, কর। ১০৪

তাহার পর হিমালয়-সুতা মায়াতে মোহিত হইয়া বলিলেন, সম্প্রতি আমার শরীর সুবর্ণ সদৃশ গৌর হউক এবং হে শম্ভো! আপনিও আমা ভিন্ন অন্য কান্তাতে অভিলাষী হইতে পারিবেন না। ১০৫-১০৬

পার্বতী এই কথা বলিলে মহাদেব, পার্বতীকে আকাশগঙ্গার তোয়সমূহে স্নান করাইলেন। ১০৭

তাহার পর সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণ গিরিজা বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা হইলেন, শুভ্র সলিলে অবস্থিতি সময়ে দেবী শরৎকালীন মেঘে তড়িন্মালার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ১০৮

তৎপরে শম্ভু অঙ্গীকার করিলেন, প্রিয়ে! তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে মনের দ্বারাও গ্রহণ করিব না। ১০৯

ঔর্ব বলিলেন, অনন্তর পার্বতী তোয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার তপঃক্লেশ পরিত্যক্ত হইল। ১১০

অনন্তর বৃষধ্বজ দেবী পার্বতীকে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় আশ্রম কৈলাস পর্বতে শীঘ্র গমন করিলেন। ১১১

কৈলাসে গমন করিয়া হর, দেবীকে বিবিধ বসন ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া পূর্বের ন্যায় হাস্য জনক বিবিধ বাক্যদ্বারা আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ১১২।

সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী গিরিজাও স্বকীয় মনোহর রূপ দর্শন করত এবং সময়ানুসারে শম্ভুকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। ১১৩

এইরূপ শিব ও গৌরী, পরস্পরে ক্রীড়াতে আসক্ত হইলে, কিয়ৎকাল কৈলাস পর্বতেই অতীত হইল। ১১৪

অনন্তর একদিন হিমালয়সুতা মহাদেবসমীপে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, স্বীয়চ্ছায়া তাহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে। ১১৫

গিরিজা-স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মনোহর, যোগিগণের জ্ঞানের আদর্শস্থল শম্ভুর বক্ষঃস্থলে পতিত বামভাগে প্রতিবিম্বিতা মনোহরাঙ্গী ছায়াকে হাস্যযুক্ত মনোহরবদনা বনিতার স্বরূপ দর্শন করিলেন। ১১৬

তাহার দৃষ্টির বিভ্রমবশতঃ ছায়াতে বনিতাজ্ঞান এই বুদ্ধি হইল,–গিরিশ সত্য করিয়াও পুনর্বার মায়াদ্বারা শরীরে স্থাপিতা কুটিলা এবং চঞ্চলা অন্যস্ত্রী গ্রহণ করিলেন? ১১৭-১১৮

এইরূপ ভাবিয়া তাহার বদন মলিন হইল এবং ভ্রু কুঞ্চিত হইল; মহাদেবও সেই সত্যভঙ্গপাতকেই যেন শ্যামরূপ হইলেন। ১১৯

পার্বতী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া ছায়াকে দর্শন করত প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। ১২০

তৎপরে শঙ্কর বিরহাকূলচিত্তে তাহাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শিব, গিরিকুঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব মলিন-বদনা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের কারণ যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন। ১২১-১২২

অয়ি কোপনে! বরারোহে। তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়াছ কেন? সেই কোপের কারণ জানিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি তোমার সমীপে বাক্য মন শরীরের দ্বারা কোন অপরাধ করি নাই; তবে ভামিনি! কোপ করিয়াছ কেন? ১২৩-১২৪

দেবী বলিলেন, পর্বে তপস্যাদ্বারা প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি প্রার্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যভার্য্যা গ্রহণ করিলেন? ১২৫

হে হর! আমি প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছি, জলসেকে ভস্ম দূরীভূত হইলে বক্ষঃস্থলে মনোহরশরীরা কোন এক বনিতা অবস্থান করিতেছেন। ১২৬

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্বগ এবং পরমেশ্বর; হে পরমেশ। তপঃসমূহে তোষিত হইয়াও কি আমার প্রতি তুষ্ট হন নাই? ১২৭

তাহা হইলে পুনর্বার আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি। হে শম্ভো! আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি করুন, বৃথা বিলম্ব করিবেন না। ১২৮

এইরূপ পার্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যযুক্ত-বদনে শঙ্কর ভামিনী পার্বতীকে স্নেহের সহিত বলিলেন। ১২৯

আমি অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করি নাই এবং আমি সত্যভ্রষ্টও হই নাই। তোমার মিথ্যা তত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে এবং তুমি মুগ্ধা হইয়াছ। ১৩০

পার্বতি! তাহার কারণ, যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মানিনি! আমি বলিতেছি, তুমি মান করিও না। ১৩১

বিস্তীর্ণ এবং দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ আমার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত তোমার শরীরের ছায়াকে দেখিয়াছ। ১৩২

তাহা এখন নিশ্চয় অবধারণ কর। তোমা হইতে সে ভিন্ন নহে। অয়ি হৃদয়সংস্থিতে, গিরিজে! এই বিষয়ে মান করা তোমার কর্তব্য নহে। ১৩৩

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি থাকিলেই ছায়া আছে, অতএব ছায়া আমা হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু আপনার বক্ষঃস্থলে যে ছায়া পড়িয়াছিল ইহা কিরূপে আমি জানিতে পারি, তাহা আপনি বলুন। ১৩৪

ঈশ্বর বলিলেন, অয়ি মনোহরে! তুমি গবাক্ষর ভিতরে থাকিয়া বিশেষ জ্ঞানপূর্বক আমার শরীরের ভূতিলেপ সলিলদ্বারা দর্শন কর এবং পুনর্বার আদর্শস্থলে স্বীয় ভূষিত দেহ দর্শন কর; তাহার পর আমার হৃদয়সমীপে আসিয়া সেইরূপ ছায়া দেখ। ১৩৫-১৩৬

অয়ি মনোহরে! যেরূপ স্বীয় দেহ দেখিবে, সেই রূপ-বিশিষ্ট নিজ ছায়া আমার বক্ষে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সেই ছায়া তোমা হইতে ভিন্ন নহে। ১৩৭

সেইটি বিশেষরূপে জানিয়া মান পরিত্যাগ করত আমার প্রতি কৃপা কর। ১৩৮

ঔর্ব বলিলেন, অনন্তর চন্দ্রশেখর শিব, এই কথা বলিলে, পার্বতী জল দ্বারা হৃদয় ধৌত করিয়া স্বকীয় ছায়া দেখিলেন, পার্বতী আদর্শতলে নিজ বক্ত্র ও দেহ দর্শন করিয়া পুনর্বার শঙ্করবক্ষে দেখিলেন,-যেরূপ দেবী কপট নেত্রবিভ্রম করিলেন, ছায়াও সেইরূপ করিল এবং তদীয় কর-কম্পাদির অনুকরণ করিল। ১৩৯-১৪১

তাহার পর হিমাদ্রিসুতা পুনর্বার গবাক্ষ-জালসমীপে থাকিয়া ভূতিশূন্য শম্ভুর হৃদয়ে দেখিলেন, কিন্তু সেই বৃষধ্বজের বক্ষে কোন বনিতা দেখিতে পাইলেন না, কেবলমাত্র জালের মণ্ডল দেখিলেন। ১৪২-১৪৩

ভবাঙ্গনা দেবী বহুবিধ উপায় দ্বারাও দেখিতে না পাইয়া সংশয় দূরীভূত হইলে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অধোমুখী গিরিজাকে শম্ভু বাহুদ্বারা আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিলেন। ১৪৪-১৪৫

মহাদেব, দেবীকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, অয়ি মহাভাগে! তুমি লজ্জিতা হইও না, কাহার ভ্রান্তি না আছে? ১৪৬

এবং স্ত্রীদিগের মানও শ্রেষ্ঠকার্য, যেহেতু মানই সুন্দর ও প্রেমোৎপাদক। দেবি! তুমি হঠাৎ মান করিও না। ১৪৭

হে দ্বিজগণ! মহাদেব, মৈনাক-সহোদরাকে এই কথা বলিলে তিনি শঙ্করকে প্রণয়ের সহিত মধুর স্বরে তাহাকে বলিলেন। ১৪৮

হর! যেরূপে আমি ছায়ার ন্যায় আপন অনুগত হইয়া সহচারিণী হইতে পারি, তাহাই করুন। ১৪৯

আমি সর্বদা আপনার শরীর সংস্পর্শ এবং অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে সেই সুখভাগিনী করাই আপনার উচিৎ। ১৫০

ভগবান বলিলেন, ভামিনি। যাহা তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, যদি আমাতে সেইরূপ সুখভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় আমি বলিতেছি, যদি সক্ষমা হও তবে সেই উপায় অবলম্বন কর। ১৫১

হে মনোহরে! তুমি আমার শরীরের অর্ধভাগ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার অর্থভাগ নারীরূপ হইবে এবং অর্থভাগ পুরুষ থাকিবে। ১৫২

যদি তুমিও শরীরার্ধ গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার শরীরার্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৩

তাহা হইলে তোমারই দেহের অর্ধভাগ পুরুষ হউক, অর্দ্ধভাগ নারীরূপই থাকিবে-তোমার সেই শরীরার্ধ পুরুষরূপে আমার শক্তিই থাকিবে। তবে সে বিষয়ে আমাকে অনুমতি কর। ১৫৪

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ আমিই আপনার শরীরার্ধ গ্রহণ করিব। হে হর! আমি এক অভিলাষ করি, কিন্তু তাহা আপনার অভিলষিত হইলে হয়। ১৫৫

আমি আপনার অর্ধদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে সময়ে সেই দেহার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন পুনর্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। ১৫৬

এইরূপে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করা যদি অভিমত হয় তবে আমি আপনার শরীরার্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৭

ঈশ্বর বলিলেন, এইরূপই তোমার ইপ্সিত বিষয়, ইহা নিশ্চয় সম্পূর্ণ হইবে, অতএব শরীরার্ধ গ্রহণ করাই তোমার কর্তব্য। ১৫৮

ঔর্ব বলিলেন, অনন্তর গৌরী পূর্বানুভূত তপস্যা সময়ে স্বীয় যোগনিদ্রা স্বরূপ চিন্তা করিলেন। ১৫৯

প্রথমত: হরকে প্রণাম করিয়া তৎপরে ব্রহ্মা ও জগৎপ্রভু নারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং জগন্ময়ী তাহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাস্বরূপ চিন্তা করত স্বশরীরের দক্ষিণভাগে শিব-শরীরার্ধভাগ ধারণ করিলেন ও তাহাতে বাসাদি প্রীতি-সহকারে নিবেশ করিলেন। ১৬০-১৬২

শিবও গৌরীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত প্রেমবশতঃ নিজ দেহার্ধ গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন। ১৬৩

তারপর শিব কালীর সহিত চিরকাল এক থাকিয়া শরীরার্ধ পরিত্যাগ করত যেন পৃথকরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ১৬৪

কালী স্বয়ং স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা হইয়া শঙ্কর-দেহার্দ্ধ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৬৫

পরমেশ্বরী এইরূপে হরদেহার্ধ গ্রহণ করিয়া হরগৌরীরূপে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬৬

তাঁহার অর্থভাগ সংযত-কেশ-পাশযুক্ত, অর্দ্ধভাগ জটাজুট-বিভূষিত; এক ভাগ স্বর্ণখচিত শ্রবণালঙ্কারে শোভিত, অপরভাগে শ্রবণকুণ্ডলযুক্ত। অর্ধ মৃগলোচন, অর্ধ বৃষভাক্ষ। ১৬৭-১৬৮

নাসিকা একদিকে স্থূল, অপরদিকে তিল-কুসুর-সদৃশ। একভাগ দীর্ঘ শ্মশ্রুমুক্ত অপরভাগ শ্মশ্রু-রহিত। ১৬৯

একদিকে আরক্ত দশন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠ অপর দিকে শুক্লবর্ণ বিপুলনেত্র ও দীর্ঘদন্ত। ১৭০

অর্ধ গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে শোভিত। তাহার এক বাহু কনকময় কেয়ুর-ভূষিত, অপর বাহু নাগরূপ কেয়ুর-যুক্ত, স্থূল ও দীপ্তি হীন এবং একবাহু মৃণাল-সদৃশ আয়ত অপরটি করিকর-সদৃশ স্থূল। ১৭১-১৭২

একটি হস্ত দীপ্তিশালী শাখাস্বরূপ, অপরটি তাহা নহে, বক্ষের অর্ধভাগ এক স্তনযুক্ত, অপরার্দ্ধ লোমাবলীবিরাজিত। ১৭৩

এক পার্শ্বস্থিত ঊরু রম্ভাতরু-সদৃশ, পার্ষ্ণি মনোহর এবং চরণতল অতি কোমল, অপরপার্শ্বের ঊরু স্থূল, কটি পর্যন্ত বদ্ধ। ১৭৪

একটি জঙঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটি দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৭৫

দেবীর শরীরের একাংশ ব্র্যাঘ্রচর্ম ও ভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দন-সিক্ত মৃদু বস্তু শোভিত। এইরূপ অর্দ্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন হইল, অপরার্দ্ধ সুদৃঢ় পুরুষাকৃতি হইল। ১৭৬-১৭৭

কালিকা-সদৃশী গিরিজা সতী কালিকা জগতের হিতের জন্য শম্ভুর শরীরার্ধ গ্রহণ করিলেন। ১৭৮

হে রাজেন্দ্র! কালীর শরীরার্ধ হরদেহার্ধযুক্ত হইলে ত্রিভুবনে তাহার উপমার উপযুক্ত বস্তু–বিশেষ অন্বেষণেও অপ্রাপ্য হইল। ১৭৯

হে নরেশ্বর! সন্তান, কল্পবৃক্ষে, পারিজাত এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ একান্ত বিশদ তরুগণ পৃথক্‌রূপে কিংবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে সেবা করিবার উপযুক্ত হইল না। শিব অর্ধনারীশ্বর হইয়া বিশেষ সুখাসক্ত হইলেন। ১৮০-১৮১

যদিও ভূতপতি স্বয়ং কালীকে তপস্যা ব্যতীতই গৌরবর্ণা করিতে পারিতেন, তথাপি সর্ব্বভূতের আদি-কারণ মহাদেব গিরিসুতাকে প্রথমতঃ নানাবিধ ক্রিয়া এবং তপস্যা আচরণ করাইয়া তাহার তপোবিশুদ্ধ অঙ্গকে গৌরবর্ণ করিয়াছেন। এবং শরীরার্ধও প্রদান করিয়াছেন। ১৮২-১৮৪

এইরূপ তপস্যা আচরন এবং শরীরার্ধ প্রদান,-ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার তত্ত্ব কিছুই জানেন না। ১৮৫

কিন্তু মহাত্মা মহাবল নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ও কালভৈরব প্রভৃতি বীতভয় মহাকালের অঙ্গভূত অনুচরবর্গ অর্থাৎ যাঁহারা তপোবলে মনুষ্যশরীরেই গণের আধিপত্য এবং পূর্ণব্রহ্ম ভূতেশকে জানিয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাহারাই জানেন। ১৮৬-১৮৭

হে নৃপসত্তম। এইরূপ স্বানুগতা বনিতাকে সৎক্রিয়া ও সদুপায়ে যোগ করিয়া ভার্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলাস্পদ হইবেন। ১৮৮

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর প্রীতিকর শরীরার্ধ গ্রহণ এবং কালিকার গৌরীত্ব-প্রাপ্তিরূপ পুণ্যকথা নিত্য শ্রবণ করে, সে কোনরূপ বিঘ্নাক্রান্ত না হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্তও শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ হয়। ১৮৯-১৯১

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর অদ্ভুত চরিত লোকদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার শিব-লোক-প্রাপ্তি হয় এবং সে শিব-বল্লভ হয়। ১৯২

পঞ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় — বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান

সগর বলিলেন,–হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেতাল কাহার নাম? ভৈরবই বা কাহার নাম? এবং কিরূপেই বা তাহারা মনুষ্য-শরীরে গণাধিপতি হইলেন? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। ১

নন্দীকে শিবের সহচর বলিয়া জানি এবং যেরূপে তিনি গণাধিপতি হইয়াছেন, তাহা নারদমুখে শ্রুত হইয়াছি। ২

হে দ্বিজসত্তম! এ বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহারা কাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গণাধ্যক্ষ হইলেন? ৩

মহাভৈরবাখ্য গণাধিপ–শুনিয়াছি–মৃগরূপ মহাদেবের শরীরের অংশ স্বরূপ। ৪

কিন্তু হে দ্বিজোত্তম। সেই ভৈরব এ ভৈরব কি না, তাহাই যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৫

কাহার তনয় হইয়া গণাধিপ হইলেন এবং কি জন্যই বা তাহাদের উভয়ের মুখ বানরাকৃতি হইল, তাহাই বলুন। ৬-৭

ঔর্ব বলিলেন,–হে রাজন্! মহাত্মা মহাকাল, ভৃঙ্গী, ভৈরব ও বেতালের অদ্ভুতচরিত বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮

ভৃঙ্গী হরাত্মজ এবং মহাকালও হরসূত; ইহারা উভয়েই গৌরীর শাপে নরযোনিজ হইয়াছেন। ৯

বেতাল ও ভৈরব পৃথিবীতে কোন নৃপভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করুন। ১০

মহাভৈরব শরভরূপী মহাদেবের কায়ভাগ, কিন্তু ভৈরব পৃথক একজন; ইনি গণাধ্যক্ষ এবং হরাত্মজ। ১১

ইন্দ্রাদি দেবগণ তারকের বধের নিমিত্ত স্তুতিবাক্যে উমার গর্ভে হরের ঔরসে হরসমীপে সন্তান প্রার্থনা করিলেন। ১২।

ভগবান্ বৃষধ্বজও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত উমসহ মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ১৩

হে রাজন! চন্দ্রশেখরের সেই মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ হইলে মনুষ্য পরিমিত বর্ষ-সংখ্যায় বত্রিশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইল। ১৪

মহেশ্বর এইরূপ নিধুবনক্রীড়ায় তৃপ্তিলাভ করিলেন না এবং তেজও প্রচ্যুত হইল না, পার্বতীও কিছুই তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ১৫

সেইরূপ ঘোর নিধুবন সময়ে বসুধা নিরন্তর কম্পিতা হইতে লাগিল এবং স্বর্গস্থ সমস্ত দেবগণ আকুল হইলেন। ১৬

হরগৌরীর সেইরূপ সুরত ব্যাপারে সমস্ত জগৎ আকুলীভূত হইল। ১৭

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ হরের কেলিতে ভীত হইয়া জগৎপতি শরণ্য ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ১৮

সুরোত্তমগণ মিলিত হইয়া বিধাতাকে প্রণামকরত হরক্রীড়ায় আকুলচিত্তে সমস্ত বিষয় তাহার নিকট বর্ণন করিলেন। ১৯

তাহার পর ইন্দ্র সকল দেবগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া তৎকালোপস্থিত ভয় গদগদবাক্যে বিধাতাকে বলিলেন। ২০

ইন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্ম। হরের সুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ আকুলিত হইয়াছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ২১

হে ব্রহ্মন্! এইরূপ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সে নিশ্চয় আমাকে অতিক্রম করিবে। ২২

ক্রীড়াসক্ত মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র হইতে আমার তারক অপেক্ষাও অধিক ভয় হইতেছে। ২৩

তাহা হইলে সেই হরপুত্র আমাকে ও দেবগণকে পীড়া না দিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করত আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। ২৪

ব্রহ্মা বলিলেন,–যদি উমার গর্ভে শঙ্করের তেজে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের পরাক্রম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের ও সমস্ত লোকের দুঃসহ হইবে। ২৫

যাহাতে হর-তেজঃসম্ভূত পুত্র উমাগর্ভে উৎপন্ন না হয়, আমি দেবগণসহ হর-সমীপে গমন করত সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি। ২৬

যাহাতে তারকাসুর হর-তেজঃ-প্রভাবে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তাহারও প্রতি বিধান করিতেছি। ২৭

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণসহ কৈলাসপর্বতে হরগৌরীর সুরতস্থানে গমন করিলেন। ২৮

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণসহ সেইস্থানে গমন করিয়া বৃষধ্বজকে দেবগণ সহ স্তব করিতে লাগিলেন। ২৯

দেবগণ বলিলেন, যাহার রতি-প্রীতির নিমিত্ত নহে এবং কাম যাহার মনোজ নহে, যাহার জন্মের কোনরূপ কারণাদি নাই, তাহাকে আমরা প্রণাম করি। ৩০

যাহার লোকহিতের নিমিত্ত জায়াপরিগ্রহ, সেই ত্র্যম্বককে আমরা ভক্তি প্রবণ চিত্তে প্রণাম করি–তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩১

মন্মথ ব্যতীত, শৃঙ্গারাদি যাহার স্মরণমাত্রেই আশ্রয় করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি। ৩২

যিনি হিরণ্যরেতা হিরণ্যাভ ও হিরণ্য-বাহুরূপে খ্যাত–সেই সৃষ্টি-সংহার কারী শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৩

জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বলীয়সী বিষ্ণুমায়া স্বয়ং যাহার পত্নী হইয়াছেন, তাহাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। ৩৪

যাহার পঞ্চভূতস্বরূপ পঞ্চ-বদন শোভা পাইতেছে, সেই পঞ্চবক্ত্র দেবকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিতেছি। ৩৫

লোকে যাহাকে প্রধানপুরুষ বলে, সেই সদ্যোজাত অঘোর বামদেব উমা পতি ঈশানকে প্রণাম করিতেছি। ৩৬

যিনি অসৎ ব্যক্তির অমঙ্গল স্বরূপ এবং ভক্তিশালীর মঙ্গল স্বরূপ–যিনি মঙ্গল ও অমঙ্গল স্বরূপ, সেই উভয় গুণসম্পন্ন মহাদেবকে আমরা প্রণিপাত করি। ৩৭

যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিবিধ-রূপসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাদি বিধান করিতেছেন; হে বিভো! সেই মঙ্গলাস্পদ বিরূপাক্ষকে আমরা বন্দনা করিতেছি। ৩৮

যিনি শূল, খট্বাঙ্গ ও মৃগাঙ্কাদি ধারণ করিতেছেন, যিনি সর্ব শক্তিমান, যাহার গোধ্বজ, সেই জাতবেদঃপ্রভাশালী ভগবান্ মহাদেবকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। ৩৯

যিনি ব্রহ্মা ও অগ্নিস্বরূপ, সর্পধারী, দৈত্যহন্তা, নিয়োগের কর্তা এবং যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের দর্পহারী; সেই আপনি স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪০

অনন্ত নিত্যোদ্রেকী, বিবিধ রূপসম্পন্ন প্রধান এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ, নিয়ত একবিষয়ে লীন, নিত্যজ্যোতীরূপ, নিয়ত অসীম, নিরন্তর আত্মভোগরত, ভর্গ রূপ গিরিশ আমাদের মঙ্গলবর্ধক হউন। ৪১

মহামায়াধার উমাপতি মহাদেব জগৎপতি শান্ত মঙ্গলকর শিবকে আমরা প্রণিপাত করিতেছি–প্রসন্ন হউন। ৪২

মহাদেব, এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের স্তবে প্রসন্ন হইয়া উমার সঙ্গ পরি ত্যাগ করিলেন। ৪৩

যেরূপে মহাসুরত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৪৪

অনন্তর মহাদেব, সুরগণকে সত্বর বলিলেন, হে নির্জরগণ! আপনারা কিজন্য আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন। ৪৫

শক্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, মহাদেবকে বলিলেন; হে ভর্গ! আপনার মহা সুরত ক্রীড়াতে সকল জগৎ কম্পিত হইতেছে। ৪৬

পৃথিবী-শৈল কাননাদি সহ নিরন্তর কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদ নদী ও সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায়। ৪৭

দেবগণ ও দিকপালগণ নিরন্তর অশান্তি অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন; অতএব হে সর্ব্বলোকেশ! সকলের প্রতি কৃপা করুন। মহামৈথুন ত্যাগ করত কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন। ৪৮

শঙ্কর, পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত হৃষ্ট না হইয়া দেবগণকে বলিলেন। ৪৯

হে দেবগণ! আমার এই প্রবৃত্তি আপনাদের হিতের জন্য; মহামৈথুন ত্যাগ করত রতিমাত্র অবলম্বন করিলে উমাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে না। তাই আমার এই উদ্যম। ৫০-৫১

উমার গর্ভে সেই জন্যই আমার তেজে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র, রিপুকুল বিনাশ করত দেবতাদিগকে উদ্ধার করিবে। ৫২

অতএব আমার এই ক্রীড়াতে বীতভয় হইয়া সুরোত্তমগণ স্বস্থানে প্রস্থান করুন,আমি কর্তব্য কার্য্য চিন্তা করি। ৫৩

দেবগণ বলিলেন,–হে জগন্নাথ! উমাশরীরজ পুত্র যাহাতে না হয়, সেই অনুষ্ঠান করত মৈথুন পরিত্যাগ করুন। ৫৪

ঈশ্বর বলিলেন, কেবল রতিমাত্রে উমাতে আমার পুত্র হইবে না, অতএব মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলে পাৰ্ব্বতী অপুত্রা হইবেন। ৫৫

তাহা হইলেও দেবতাদের ও ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আমি মহামৈথুন পরিত্যাগ করিতেছি। ৫৬

হে নির্জরগণ! আপনারা এক কার্য করুন, মহামৈথুন জন্য আমার প্রসূত তেজ, যিনি নিষ্কম্প ও নির্বিকার হইয়া ধারণ করিতে পারিবেন, সেই তেজস্বী দেবতাকে আপনারা আনয়ন করুন; হে ত্রিদশগণ! এরূপ ব্যক্তি দেখাইয়া দিন–আমি শরীরজ তেজ পরিত্যাগ করি। ৫৭-৫৮

ঔর্ব বলিলেন, অনন্তর বৃষধ্বজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বুদ্ধিপূর্বক বীতিহোত্রসমীপে গমন করিলেন। ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মা সহ মন্ত্রণা করত পাবককে তেজোধারণে স্বীকৃত করাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ হরকে এই বাক্য বলিলেন। ৬০

এই তেজোময় বলী বৈশ্বানর আপনার মহামৈথুনসম্ভূত তেজ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া ত্রিদশগণ অগ্রস্থিত বীতিহোত্রকে সৰ্ব্বকারণ শম্ভুসমীপে নির্দেশ করিলেন। ৬১-৬২

তাহার পর মহাবাহু ভর্গ, মৈথুন-সম্ভূত স্বকীয় তেজ দহনশীল বহ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। ৬৩

শশি-শেখরের অগ্নিতে পরিত্যক্ত তেজের পরমাণুদ্বয় পরিমিত অল্পতেজ, গিরি-সানুতে পতিত হইল। ৬৪।

সেই পতিত অণুদ্বয়-মাত্র তেজ হইতে শঙ্করের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটি ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী রাখিলেন, অপরটী মর্দিত অঞ্জন-

সদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, এইজন্য পিতামহ তাহার নাম মহাকাল রাখিলেন। ৬৫

শঙ্কর, তাহাদের উভয়কে প্রমথাদি গণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করত বর্ধিত করিলেন। তাহারা হর ও উমার প্রতিপালনে প্রবৃদ্ধ হইল এবং হর তাহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। ৬৬

সগর বলিলেন,–হে দ্বিজোত্তম! যে তেজ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ হইল; সেই বিষয় জানতে আমার অভিলাষ, অতএব সংক্ষেপ রূপে তাহা বলুন। ৬৭

ঔর্ব বলিলেন,–বৃষধ্বজ অগ্নিতে তেজঃসমূহ তৎকালে পরিত্যাগ করত আকাশগঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন। ৬৮

হে সুরোত্তমগণ! দেবী যোগনিদ্রা ভিন্ন এবং শৈলতনয়া ভিন্ন অন্য স্ত্রী এই তেজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৬৯

হে দেবগণ! আমি এইকথা বলিতেছি যে, এই তেজ যে গ্রহণ করিবে, তাহার পুত্র উৎপাদন হইবে। ৭০

এই আকাশ গঙ্গা শৈলরাজের অপর সুতা, উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ইহার গর্ভে হুতাশন নিজ প্রভাবে এই তেজ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিবে। ৭১

সেই পুত্র অনুপমদ্যুতিশালী দেবতা এবং অরিন্দম হইয়া সেনাপতি হইবে। সেই শিখিধ্বজ, তারককে আপনাদের সমক্ষে পরাজয় করিবে; তাহাকে অপ্রতিহত মহাবীর্যের দ্বারা আমিই বর্ধিত করিব। ৭২-৭৩

এই কথা বলিয়া মহাদেব সকল দেবগণকে পরিত্যাগ করত পার্বতীসমীপে নিজের শুদ্ধতার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৭৪

সতী পার্বতী, দেবগণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের আশা পরিত্যাগ করত দেবসমূহের প্রতি কোপ করিলেন। ৭৫

কোপে দগ্ধপ্রায় হইয়াই যেন তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পরিত্যক্তমৈথুন হরকে দেখিয়া সুরগণকে এই কথা বলিলেন। ৭৬

যেহেতু আপনারা আমার সুরত কার্য্য হইতে শম্ভুকে বিযুক্ত করিলেন এবং আমি অজাতপুত্রা হইয়া বারস্ত্রীর ন্যায় নিতান্ত পীড়িত হইলাম। ৭৭

অতএব সুরগণ-অদ্য পর্যন্ত নিজ স্ত্রী সহ মহামৈথুনভ্রষ্ট হউন। ৭৮

ইহাদেরও আর আনন্দদায়ক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে না। বরাঙ্গনা দেবস্ত্রীসকল পুত্রহীন হউক। ৭৯

যেরূপে আমি পুত্রের আশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিতেছি, সেইরূপ দেবযোষিদগণও পুত্রাশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিবে। ৮০

গিরিসুতা এইরূপ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় হইয়া দেবগণকে শাপ দিলেন; সেই পর্যন্ত ত্রিদশভবনে অদ্যাবধিও দেবগণের পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না। ৮১-৮২

অগ্নি, কালক্রমে গঙ্গার উদরে হর-সম্বন্ধীয় সুবর্ণসন্নিভ রেতঃ সংক্রান্ত করিলেন। ৮৩

দেবী গঙ্গা সেই রেত দ্বারা সম্পূর্ণ কালে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মনোহর পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। ৮৪।

সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির নাম স্কন্দ, অপরটির নাম বিশাখ। তাহারা রেতঃ-সদ্ভুত কান্তিবর্ধিত হইয়া মনোহর রূপশালী হইলেন এবং উভয়েই শক্তি ধর হইলেন। ৮৫

তৎপরে বিশাখ ও স্কন্দের উভয় দেহ, একভাগে পরিণত হইল, যেমন জগতে অন্য শিশু হয়। সেই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া গঙ্গা, বিস্মিতচিত্তে হঠাৎ শরবণমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ৮৬-৮৭

গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী গর্ভের বৃত্তান্ত ও জাত পুত্র পরিত্যাগ সমস্তই বহুলার নিকট বলিলেন। ৮৮

বহুলা শ্রবণ করত মহাদেবের পুত্র জানিতে পারিয়া অবিলম্বে সেই পুত্র গ্রহণ করত প্রতিপালন করিলেন। ৮৯

তৎপরে উমা ও শঙ্করকে জ্ঞাত করাইয়া তাহাদের অনুমতিক্রমে সেই অরিমর্দন পুত্রকে দেবীর করে সমর্পণ করিলেন। ৯০

অতিপ্রবৃদ্ধ মহাবলপরাক্রম শক্তিধর শঙ্কর-প্রভাবে বর্ধিত হইয়া দেব সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। ৯১

তাহার পর মহাবল শক্তি-হস্ত হরতনয় সুরারি তারকাসুরকে স্বগণের সহিত অবসাদিত করিলেন। ৯২

হে নৃপোত্তম! এইরূপে ভর্গের তেজ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিলাম। ৯৩

সম্প্রতি মহাকাল ও ভৃঙ্গীর প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাদের শ্রবণ করা কর্তব্য। অতএব হে রাজেন্দ্র। তাহারা উভয়ে যেরূপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইলেন, সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ৯৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তচরিংশ অধ্যায় — ভৃঙ্গী ও মহাকালের শাপবিবরণ

ঔর্ব বলিলেন,–জগতের জন্য হরকে দেবকুল, স্তুতিবাক্যে প্রসাদিত করিলে, মহাদেব উমাসহ মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। ১

কিন্তু কেবল রতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং সেই রূপেই দেবীরও মনোরথ পূরণ করিতে লাগিলেন। ২

অনন্তর এক সময়ে মহাদেব উমার সহিত রতিমন্দিরে আমোদযুক্ত হইয়া চাটুবাক্যে সংলাপ করিতেছেন। ৩

যে সময়ে পার্বতী হরসমীপে গমন করেন, সেই সময়ে ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষক হইয়া দ্বারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪

কৌতুকাবসান হইলে দেবী বন্ধনমুক্ত কেশপাশে গাত্র হইতে স্খলিত বস্ত্র, হস্ত দ্বারা অবলম্বন করত, বিপর্যস্ত হার হইয়া, সুগন্ধ পুষ্পে অল্প শোভাসম্পন্না, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন করিয়াছেন বলিয়া মনোহারিণী, অধরপল্লব দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশেষ বিভ্রমযুক্তা–এইরূপ মনোহর ভাবমুক্তা পদ্মাননা উমা, রতিতে আসক্ত মনেই নিজভবন হইতে নিঃসৃত হইলেন। তাহার নয়নদ্বয় ঈষদঘূর্ণিত এবং স্বেদবিন্দু-নিচিত। ৫-৭

প্রিয় বৃষধ্বজ ভিন্ন অন্যের দর্শনের অযোগ্যা সেই রতি-সময়ের মনোহর অবস্থাপন্না উমা পুর হইতে নির্গত হইতেছেন। ৮

মহাত্মা ভৃঙ্গী ও মহাকাল দর্শন করিল; সেই সময়ে তাহারা অত্যন্ত কুপিত হইল। ৯

তৎপরে মাতাকে তদ্রূপাবস্থাপন্না দেখিয়া অতি দীনভাবে অধোবদন হইল এবং তাহাদিগের তীব্র চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। ১০

তাহারা সেইরূপ অবস্থাতে তাহাকে দর্শন করিয়াছে বলিয়া হিমালয়সুতা অপর্ণা ক্রোধপরবশ হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন। ১১

অহো! আমার এইরূপ অসম্বন্ধ অবস্থা কিজন্য ইহারা দেখিল।–তোমরা তনয় হইয়াও এইরূপ লজ্জা-মর্য্যাদা-বর্জিত হইয়াছ! ১২

যেহেতু তোমরা এইরূপ নির্লজ্জ হইয়া আমাকে অমর্য্যাদা করিয়াছ, অতএব তোমাদের জন্ম মনুষ্যযোনিতে হইবে। ১৩

মাতৃ-অবেক্ষণদোষে মনুষযোনিতে জন্ম হইয়া বানরমুখসদৃশ তোমাদের মুখকান্তি হইবে। ১৪

এইরূপে মহামতি ভৃঙ্গী ও মহাকাল উমাদত্ত অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মাতৃসমীপে গমন করিল। ১৫

হর-তনয়-দ্বয় শাপজনিতদুঃখার্ত হইয়া বিমর্ষচিত্তে তাহার শাপবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া গিরিজাকে বলিল। ১৬

হে গিরিজে! আমরা সর্বদা নিরপরাধ, অতএব মাতঃ! হঠাৎ এরূপ কুপিত হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন কেন? ১৭

আপনার সহিত একত্র হইয়া মহাদেব আমাদিগকে ধরে নিয়োগ করিয়াছেন। সেই নিয়োগক্রমে আমরা দ্বারেই সংযতরূপে অবস্থান করিতেহি। ১৮

গৃহ হইতে হঠাৎ নিঃসৃত হওয়া আপনারই অনুচিত হইয়াছে; আপনি আগমন করিয়াই সুন্দর সংযতাবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছেন। ১৯

আমাদের তাহাতে দোষ কি? অতএব আপনি নিরর্থক কোপ করিয়াছেন, যাহা হউক মাতঃ! তাহার এক প্রতীকার আছে, তাহা শ্রবণ করুন। ২০

আপনি মানুষীরূপে ক্ষিতিতে অবতরণ করুন এবং হর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন; তাহার পর মনুষ্যরূপী হরের তেজে তাহার জায়া মনুষ্যরূপিণী আপনার গর্ভে আমরা উভয়ে জন্মগ্রহণ করিব। ২১-২২

হে গিরিসুতে। আমরা যদি নিশ্চয় হরাত্মজ এবং নিরপরাধ হই, তাহা হইলে আমাদের এই বাক্য সত্য হউক। ২৩

হে নৃপশার্দুল! এইরূপ পরস্পরকে পরস্পরে ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করত ভৃঙ্গী ও মহাকাল প্রস্থান করিলেন। ২৪

অনন্তর কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে সর্ব বৃষধ্বজ ভবিষৎকার্য জানিতে পারিয়া স্বয়ং মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৫

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মসুত দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপরে তাহার কন্যা অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৬

তাহার পর পূষা নামক দক্ষসুত উৎপন্ন হইল। পূষার পুত্র পৌষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব শাস্ত্র-পারদর্শী হইলেন। ২৭

যাহার সমসংখ্য নৃপতি হয় নাই ও হইবেও না; নৃপতিসত্তম পৌষ্যরাজ পুত্রহীন হইলেন; তাহার পর বয়ঃ-পরিণামাবস্থায় পৌষ্য ভার্য্যাত্রয়ের সহিত পরম ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ২৮

লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন আমাকে বলুন, আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই অভিলষিত বস্তু আপনাকে প্রদান করিব। সম্প্রতি আপনার জায়াগণের যাহা অভিলষিত, তাহা আমাকে বলুন। ২৯-৩০

পৌষ্য বলিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! আমি অপুত্র, পুত্রার্থী হইয়া আপনাকে উপাসনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইলে, সর্ব্ব-সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইবে। ৩১

ইহার নিমিত্ত ভার্যার সহিত ভক্তিপূর্বক আপনার আরাধনায় রত আছি। হে জগৎপতে। যাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই করুন। ৩২

পুত্র-পিতা ও মাতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মন। সেই ঘোর নরকভয় নিবারণ করুন। ৩৩

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পৌষ্য! আপনার কুলোদ্ভব-পুত্র ভবিষ্যতে হইবে, তজ্জন্য আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনার ভার্যাগণসহ তাহা আচরণ করুন। ৩৪।

হে নৃপোত্তম! আমি এই ফল আপনাকে প্রদান করিতেছি–গ্রহণ করুন। স্বরবর্গের বহুকালেও জীর্ণের অযোগ্য এই রসযুক্ত ফল গ্রহণ করত বৎসরদ্বয় পর্যত মহাদেবকে আরাধনা করুন। তিনি প্রসন্ন হইবেন। ৩৫-৩৬।

তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া যাহা বলিবেন, আপনিও তাহা করিবেন এবং হে রাজন্! ভার্য্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া ভর্গের উপদেশমতে অনুষ্ঠান করিবেন। ৩৭

তাহা হইলেই লক্ষণসম্পন্ন কুলবর্ধন আপনার যে তনয় উৎপন্ন হইবে, সে চক্রবর্তী লক্ষণাক্রান্ত হইবে। ৩৮

ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন; রাজাও সস্ত্রীক পরম ভক্তির সহিত হরের আরাধনায় রত হইলেন। ৩৯

নিরাহারে সংযতাহারে এবং কোন সময়ে ফলভোজন করত দৃষদ্বতী-নদী তীরে সেই ব্রহ্ম-প্রদত্ত ফল অগ্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ দীপাদি দ্বারা বৃষধ্বজের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

এইরূপে বর্ষদ্বয় অতীত হইলে, জগৎপতি মহাদেব, পৌষ্যরাজের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া সহর্ষ-চিত্তে নৃপতিকে বলিলেন, আমাকে কি জন্য উপাসনা করিতেছ বল, আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব। ৪২-৪৩

পৌষ্য বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি পুত্র-হীন, অতএব সেই পুত্র কামনায় আরাধনা করিতেছি, যেরূপে আমি পুত্রবান্ হই, তাহাই করুন। ৪৪

রাজা ভার্যাগণের সহিত ভক্তি-প্রবণচিত্তে স্তুতিবাক্যে এই কথা বলিলেন। তাহার পর বৃষভধ্বজ, প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মদত্ত ফল হস্তে করিয়া পুত্রার্থী রাজাকে এই কথা বলিলেন। ৪৫-৪৮

হে নৃপতে। এই ব্রহ্মদত্ত ফল ত্রিভাগ করত অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পত্নীত্রয়কে ভোজন করাও। ৪৭

তাহার পর তোমার সহিত ইহাদের রতি সঙ্গম প্রবৃত্ত হইলে হে নৃপ! তোমার পত্নীত্রয় এক সময়ে গর্ভবতী হইবে। ৪৮

তাহার পর কালক্রমে তোমার ভার্যাগণ এক সময়ে প্রসব করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহাতে তুমি এক কার্য্য করিও। ৪৯

তোমার এক স্ত্রীর গর্ভে শিরোভাগ হইবে, অপর এক ভার্য্যার গর্ভে কুক্ষি ও মধ্যভাগ হইবে এবং অবশিষ্ট এক ভার্যার জঠরে নাভির অধোভাগ পর্যন্ত উৎপন্ন হইবে, সেই প্রসূত খণ্ডত্রয় পৃথক পৃথক্ রূপে যথাস্থানে সংযোগ করিতে হইবে। ৫০-৫১

পরে সেই ভাগ্যত্রয় যোগে তোমার এক পুত্র হইবে, তাহার শিরোদেশে স্বভাবতঃ চন্দ্রলেখা হইবে, সেই বালক, সেই নামেই ভূতলে খ্যাত হইবে। ৫২

এই কথা বলিয়া, মহাদেব স্বয়ং নিজের নিবাসযোগ্য তাহাদের গর্ভসংস্কার করিবার নিমিত্ত তাহা স্বশিরস্থ জাহ্নবীজলে নিহিত করিলেন। ৫৩

তাহার পর সেই ফলে মহাদেব প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবামাত্রই ফল স্বয়ং ত্রিভাগ হইল। ৫৪

পৌষ্য সেই ফল গ্রহণ করিয়া ভার্যাগণ-সহ হৃষ্টান্তঃকরণে এবং হরের অনুমতিক্রমে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৫৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তাহার পর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে পৌষ্য-ভার্যাগণ সেই ত্রিভাগ ফল তিনজনে ভক্ষণ করিলেন, তাহাতেই তাহাদের গর্ভসঞ্চার হইল। ৫৬

গর্ভকাল সম্পূর্ণ হইলে খণ্ডত্রয় প্রসব হইল; শিবের সেই বাক্যানুসারে পৌষ্য রাজা খণ্ডত্রয় পৃথক্রূপে যথাস্থানে যোগ করিয়া এক পিণ্ড করিলেন, তাহাতেই একপুত্র উৎপন্ন হইল। ৫৭-৫৮

হে রাজন! তাহার শিরোভাগে আকাশস্থ শারদীয় চন্দ্রের কলার ন্যায় ইন্দুকলা বিরাজ করিতে লাগিল। ৫৯

অনন্তর পৌষ্য, ভার্য্যাত্রয়ের সহিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বিস্তারিত-বক্ষঃস্থল, সুন্দর-নাসিকাযুক্ত, সিংহের ন্যায় গ্রীবা, বিশাল-নেত্র, দীর্ঘভুজ সেই পুত্রকে দেখিয়া, বিপুল ধনাগারপ্রাপ্ত দরিদ্রের ন্যায়, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৬০-৬১

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণবর্গ ও স্বীয় পুরোহিতের দ্বারা সংস্কার পূর্বক তাহার চন্দ্রশেখর এই নাম রাখিলেন; পুত্রও স্বয়ং চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর লাবণ্যময় হইলেন। ৬২

সেই মহাভাগ বাল্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তেজস্বিভাবে যেরূপ শারদীয় নিশাকর, কলাসমূহ দ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ৬৩

এইরূপে মাতৃত্রয়ের গর্ভে তাহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জগতে এবং বেদে হরের ত্র্যম্বক নাম খ্যাত হইল। ৬৪

রাজপুত্র কৌমারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থপারদর্শী বিষ্ণুতুল্য তত্ত্বজ্ঞ হইলেন। ৬৫

তিনি বল, বীর্য, শাস্ত্রপারদর্শিতা ও সুশীলতাতেও বিষ্ণুসম হইলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাহার সমান সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। ৬৬

তৎপরে পৌষ্য রাজা, বলশালী সমস্ত রাজগুণসম্পন্ন ষোড়শবর্ষীয় পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৬৭

পরম ধার্মিক সেই রাজা, বৃদ্ধ-কালোচিত নিমিত্ত ভার্যাগণ সহ বনে গমন করিলেন। ৬৮

পিতার বন গমনের পর চন্দ্রশেখর, অমাত্যগণের সহিত সমস্ত রাজ্য স্বীয় আয়ত্তাধীন করিলেন। ৬৯

সার্বভৌম নৃপতিরূপে রাজবর্গের পূজিত হইলেন এবং অমরগণসেবিত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ৭০

পুণ্যশীল ত্র্যম্বক এইরূপে পৌষ্য-সুত হইয়া ব্রহ্মাবর্তের মধ্যে দৃষদ্বতীনদী তীরে করবীরনামক পুরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। অনন্তর একদা রাজার, বনবাসগত মাতা-পিতার দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষ হইল। চন্দ্রশেখর একাকী এক-রথারূঢ় হইয়া, বাণ সংযোজিত শরাসন গ্রহণ করিলেন। ৭২-৭৩।

বৃদ্ধ পিতা-মাতার দর্শনাভিলাষে বিষয় বাসনার অবসানে ব্যবস্থিত পুণ্যময় তপোবনে গমন করিলেন। ৭৪

নৃপতি চন্দ্রশেখর, পিতার সমীপে গমন করিয়া তপস্যারত নমুচ নামক মহামুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৫

তাঁহার কলেবর, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় দ্বারা সংবীত, সূর্যসদৃশ-প্রভাশীল উর্দ্ধগামী-জটাভারযুক্ত; তিনি কৃশ ও ধ্যান-নিরত। ৭৬

তাঁহার শরীর তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত প্রদীপ্ত এবং নিশ্চল। তিনি কুশময় আসনে উপবিষ্ট; রাজা রথ হইতে সেই মুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৭

আদরের সহিত বিনয়াবনত মস্তকে মুনিকে কিঞ্চিৎ স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৭৮

হে ব্রহ্মন! আমি পৌষ্যের পুত্র, আমার নাম–চন্দ্রশেখর; আমি ভক্তি পূর্বক আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৯।

এই কথা বলিয়া নৃপতি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনির মুখ দর্শন করত ভক্তি-নম্র মস্তকে তাহার অগ্রস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮০

পরম পণ্ডিত পৌষ্যরাজ, তপস্যার জন্য যে সময়ে তপোবনে প্রবেশ করেন; সেই সময়ে ভার্যাগণসহ মুনিকে পূজা করেন। তাহাকে অনেক সময় আরাধনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ৮১-৮২

তিনি বলিলেন,–হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি বিষয়-ভোগান্তে তপস্যা করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন; আমি একটী প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে দান করুন। ৮৩

হে মুনে! আমার পুত্র চন্দ্রশেখর রাজা হইয়াছে। সে শিশু–স্বাভাবিক ইন্দুকলাযুক্ত এবং বালভাববশতঃ চঞ্চল। ৮৪

অতএব যদি সে আপনার সমক্ষে কোন দিন অপরাধ করে, তবে আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। ৮৫

পৌষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি তাহাই স্বীকার করিলেন। রাজ-তনয়কে দেখিয়া মুনি পৌষ্যবাক্য স্মরণ করিলেন। ৮৬

স্মরণ করত দয়াশীল মুনি নম্রভাবে অগ্রস্থিত চন্দ্রশেখরকে এই কথা বলিলেন;–হে চন্দ্রশেখর। তোমার বিনয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি দান করিব। ৮৭-৮৮

রাজা চন্দ্রশেখর, তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্বার প্রণাম করিয়া নমুচ মুনিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৮৯

হে দ্বিজসত্তম। শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা যাহা প্রার্থনা করিব, সে সমস্তই আমার বিষয়ে আছে এবং সমস্তই আমার অনুকূল। ৯০

আমার দুষ্প্রাপ্য মনোগত বিষয় বিদ্যমান দেখিতে পাই না; অতএব আপনি যাহা স্বয়ং দান করিবেন, সেইটাই আমার পক্ষে বরণীয়। ৯১

নমুচ বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! বর্তমান সময়ে তুমি সপ্তদশবর্ষীয়; আর এক বৎসর অতীত হইলে উৎকৃষ্টা স্ত্রীর পতি হইয়া অত্যন্ত সুখী হইবে। ৯২

যেরূপ শম্ভুর গিরিসুতা, গদাধরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী; তোমার পত্নী সেই রূপ হইবে। এই কথা বলিয়া তপোনিধি নমুচ রাজাকে বিদায় করিলেন, রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিলেন। ৯৩-৯৪

চন্দ্রশেখর, পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য তাহাদিগকে পূজা করিলেন, তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৯৫

অনন্তর রাজা চন্দ্রশেখর স্বীয় করবীরপুরে গমন করিয়া সচিবগণের সহিত আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৯৬

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় — চন্দ্রশেখরের বিবাহ

ঔর্ব বলিলেন, মহাদেব পৌষ্যজায়াতে ইচ্ছাবশত অবতীর্ণ হইলে এবং মনুষ্য-পরিমাণে দুই বৎসর অতীত হইলে, গিরিজা যেরূপ পূর্বে মেনকার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ককুৎস্থ রাজার ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১-২

আর্যাবর্তের অন্তর্গত ভোগবতী নামে নগরীতে ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠানরত মহা বীর্যশালী ককুৎস্থ নামে অতি ধার্মিক অত্যন্ত রিপুনিষূদনকারী, সর্বলক্ষণ সম্পন্ন, সমস্ত রাজগুণ-যুক্ত ইক্ষাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। ৩-৪

মহাভাগ্যশালিনী ভর্গদেবের তনয়া মনোন্মথিনী নামে তাহার প্রেয়সী ভার্য্যা ছিলেন। ৫

ককুৎস্থ নৃপতি হইতে তাহার দেবগণের ন্যায় অচ্যুত বলবীর্যযুক্ত এক শত পুত্র জন্মিল; একটীও কন্যা প্রসূতা হইল না। ৬

সেইজন্য ককুৎস্থ-পত্নী গৃহান্তরে নিভৃত স্থানে চণ্ডিকাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭

মহাদেবী চণ্ডিকা পূজিত হইয়া তিন বৎসরের পর প্রসন্ন হইলেন এবং স্বপ্নে ককুৎস্থপত্নীকে বলিলেন। ৮

স্ত্রীলক্ষণ-সম্পন্না সার্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্ত তোমার একটী কন্যা হইবে। ৯

ককুৎস্থ-পত্নী স্বপ্নে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; পার্বতীও স্বয়ং কালক্রমে তাহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ১০

দেবী মনোন্মথিনী ঋতুসঙ্গম বশতঃ অমৃতসমূহ চন্দ্রিকার ন্যায় মহাসত্ব সম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। ১১

তাহার পর, কালপূর্ণ হইলে দেবী মনোন্মথিনী নক্ষত্রমালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। ১২

শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী এবং হার-সংযুক্তা, সেই নবপ্রসূতা তনয়াকে দেখিয়া ককুৎস্থ, ভার্য্যার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ১৩

সহজ হারে ভূষিত ককুৎস্থতনয়া বর্ষাকালীন সুরনদীর ন্যায় ককুৎস্থের ভবনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১৪

হে নৃপসত্তম। স্বাভাবিক হারচিহ্ন আছে বলিয়া পিতা উপযুক্ত কালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। ১৫

সেই বরবর্ণিনী কালক্রমে বাল্যভাব অতিক্রম করিয়া, মাধবের লক্ষ্মীর ন্যায় যৌবনের উদ্যমজনিত শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ১৬

তারাবতী, স্বীয় শোভার দ্বারা লক্ষ্মীর অনুকরণ করিলেন এবং শুদ্ধতায় সতীর অনুকরণ করিলেন, শীতলতায় সুশীলার ও চরিত্রদ্বারা পার্বতীর অনুকরণ করিলেন। ১৭

রাজা ককুৎস্থ, তনয়ার যৌবনোদ্যম দর্শন করিয়া সুতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহার স্বয়ংবর করাইলেন। ১৮

বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে শুভদিনে পিতা সুতগণের সহিত, তারাবতীর স্বয়ংবর সভা করিলেন। ১৯

নানাদেশীয় রাজবর্গের সমীপে স্বয়ংবর-বার্তাবহ বহু দূত অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। ২০

রাজবর্গ দূতমুখে স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া শীঘ্র তারাবতীর স্বয়ংবর স্থলে সমবেত হইলেন। ২১

পৌষ্য-তনয় চন্দ্রশেখর-রাজা তাহা শ্রবণ করত চতুরঙ্গবলের সহিত দেবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বর-স্থলে গমন করিলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠগণ ককুৎস্থ-নির্মিত স্বয়ম্বর-সভা-বেদিকায় উপস্থিত হইয়া যথা যোগ্যাসনে উপবেশন করিল। ২৩

ককুৎস্থ নিজ তনয়াকে শুভলগ্নে শুভমুহুর্তে সভায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ২৪

ইহার মধ্যে বরবর্ণিনী রাজকুমারী, সম্পূর্ণ জ্ঞানশালিনী স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে স্বয়ম্বর-সভা দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ২৫

সেই সময়ে মঙ্গলযুক্তা রাজনন্দিনী ধাত্রীকে বলিলেন, ধাত্রি। তুমি সয়ংস্বরসভাস্থলে গমন করিয়া, মনোহর-রূপ-সম্পন্ন সর্বসুলক্ষণশালী রাজাকে বিশেষ রূপে নিরূপণ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বল। ২৬-২৭

হে মাতঃ! তুমিই আমার কল্যাণ ও সৌভাগ্য বিশেষ বাঞ্ছা কর। অতএব যাহাতে আমি সৌভাগ্যশালী স্বামী পাইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন কর। ২৮

ধাত্রীকে প্রেরণ করিয়া নৃপতনয়া মনোন্মথিনী যেস্থানে চণ্ডীর আরাধনা করিয়াছেন, সেইস্থানে গমন করিলেন। ২৯

মহাভাগ্যশালিনী তারাবতী চণ্ডিকার মন্দিরে গমন করিয়া, দেবী কালিকাকে প্রণাম করিলেন। ৩০

মনুষ্যভাবে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকাতে মহাভক্তিপূর্বক প্রণাম করত তিনি এই কথা বলিলেন;–মহামায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করিতেছি, সেই ভক্তবৎসলা চণ্ডিকা আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ৩১-৩২

যদি মাতা আমার জন্য সত্য আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যে অদ্য স্বয়ম্বরে আমার নৃপোত্তম সুভগ পতি হউক। ৩৩

হে হরবল্লভে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৪

তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরমোহিনী চণ্ডিকা, যেরূপে আপনাকে না জানিতে পারে, তদ্রূপ নৃপসুতাকে মোহিত করিয়া অদৃশ্যভাবে এই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩৫

চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যতনয় মনোহররূপ সম্পন্ন; সেই তোমার প্রিয় স্বামী হইবে। ৩৬

হে বরারোহে! শিরঃস্থিত ইন্দুকলাচিহ্নিত সেই নৃপসত্তমকে, যেরূপে পার্বতী বৃষধ্বজকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বরণ কর। ৩৭

পার্বতী নৃপতনয়াকে এইকথা বলিয়া নীরব হইলেন; নৃপতনয়াও অদৃশ্য রূপা চণ্ডিকাকে প্রণাম করত হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মাতৃ-নির্দিষ্ট মঙ্গলগৃহে গমন করিলেন। ৩৮

হে নৃপসত্তম! অনন্তর ধাত্রী তারাবতীর সদৃশ পতি নিরূপণ করত গোপনীয় বিষয় বলিতে আগমন করিল। ৩৯

নৃপসূতা ধাত্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিভৃতস্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন;- ধাত্রি! তুমি কোন নৃপতিকে কিরূপ দেখিলে? ৪০

সেই যাত্রী বলিতে লাগিল,–তোমার সদৃশ বরের উপযুক্ত বহু রাজা আমি দেখিয়াছি; তাহার মনোহররূপসম্পন্ন, কুলনি ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদশী। ৪১

তাহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না; সেই রাজবর্গের মধ্যে তাহাদিগের সকলকেই আমি ভাল বলি। ৪২

হে শুভ প্রদে। তাহাদের বিষয় বলিতেছি; সেই বহু-রাজার মধ্যে চারিটী পুরুষ আমি দেখিলাম, কিন্তু তাহার মধ্যে দুইটী অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অপর দুইটী মনুষ্য। ৪৩

সেই দেবদ্বয়ের কার্য্য বলিবার কোন দরকার নাই। সেই দুইটী ক্ষিতি পালের মধ্যে সুলক্ষণ-সম্পন্ন একটি সপত্নীক, নাম সর্বাঙ্গকল্যাণ, অপরটীর নাম চন্দ্রশেখর। ৪৪-৪৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত তাহাদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। রূপে শরীরলাবণ্যে সকলেই অত্যন্ত মনোহর। ৪৬

তাহার মধ্যে সেই নৃপদ্বয় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজবিশিষ্ট, তাহাদের নয়ন, মুখ, হস্ত ও পদ আরক্ত। ৪৭

বক্ষঃস্থল স্থূল, নয়নদ্বয় বিশাল, যুগল পরস্পর-সংযুক্ত; তাহারা সর্ব্ব লক্ষণ-সম্পন্ন এবং দেবালঙ্কারে ভূষিত। ৪৮

তাহাদের মধ্যে বয়ঃস্থহেতু চন্দ্রশেখরই উপযুক্ত; সত্যবাদী; শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ৪৯

তাহার ঈষদুদ্গত-রোমাবলী-বিরাজিত সুনির্মল মনোহর বদন মৃগলাঞ্ছিত চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। ৫০

তিনি শিরঃস্থিত প্রদীপ্ত চন্দ্রকলা দ্বারা সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ৫১

হে সুন্দরি! তিনিই তোমার পতিপদে প্রতিষ্ঠার যোগ্য, অতএব শিরঃস্থিত চন্দ্রকলারূপ চিহ্ন দ্বারা লক্ষ্য করত তোমার যোগ্য সেই শুভোদয় রাজাকে তুমি বরণ কর। ৫২

রাজকুমারী, ধাত্রীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, ধাত্রি। সেই স্বয়ম্বর স্থলে গমন করত আমার পার্শ্বচারিণী হইয়া সেই রাজকুমারকে তোমায় দেখাইতে হইবে। ৫৩

এইরূপ ধাত্রী ও রাজকুমারী পরস্পর আলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজা স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের সমীপে গমন করিলেন। ৫৪

সমস্ত পুরস্ত্রীগণ, মঙ্গলগৃহে তনয়ার বিবাহোচিত মঙ্গলাচরণ করিলে ককুৎস্থ স্বয়ং তাহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৫

গন্ধযুক্ত পুষ্পমাল্য গ্রহণ করিয়া কন্যার করে অপণ করিলেন এবং ক্ষণ কাল অবস্থান করত বলিলেন। ৫০

মাতঃ! তুমি স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠ রাজা, কি ব্রাহ্মণ,–যিনি তোমার অভিলষিত হইবেন, তাহাকেই বরণ করিও। ৫৭।

এই কথা বলিয়া ককুৎস্থ, রাজতনয়াকে সপ্ত-বৃদ্ধ-পুরুষ-বাহ্য শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া সভায় উপস্থিত করিলেন। ৫৮

রাজকুমারী সভায় আগমন করিয়াছেন দেখিয়া শক্রাদি দেবগণ ও দিকপালগণ সকলেই সেই সময় আগমন করিলেন। ৫৯

তারাবতী, শিবিকা হইতে অবতরণ করত ধাত্রীসহ সভামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৬০

সভামধ্যে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়া, ভাবি-নিয়তিবশতঃ চণ্ডিকার প্রসাদে এবং তাহাদের সমতা ও একতাহেতু ধাত্রীর নির্দেশক্রমে–গমন-জন্য পরিশ্রম বশতঃ উদগত ঘর্মবিন্দু দ্বারা বিরাজিতবদনে ককুৎস্থরাজকুমারী তারাবতী স্বয়ং পার্বতীর ন্যায় ভূতপূর্ব পতি চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলেন। ৬১-৬৩

বরণ শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণ সংযতচিত্তে সাম-গীতি দ্বারা তাহাদের বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৬৪

হে নৃপ! তাহার পর বৈতালিকগণ প্রশংসা করিতে লাগিল, গায়কেরা সুমধুরতানে গান করিতে লাগিল, বাদকগণ একতান বাদ্য করিতে লাগিল। ৬৫

তারাবতী চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ককুৎস্থও অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ৬৬

সুবাহু প্রভৃতি ভূপতিগণ এইরূপ বরণ দর্শনে অত্যন্ত রোষ-পরবশ হইয়া উঠিলে চন্দ্রশেখর তাহাদিগকে সভাতেই নিবারণ করিলেন। ৬৭

তাহার পর দেবগণ ইচ্ছাবশতঃ ত্রিদশভবনে গমন করিলেন এবং ভূপতিগণ ককুৎস্থের অর্চনা গ্রহণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন। ৬৮

চন্দ্রশেখর ককুৎস্থের অনুমতিক্রমে বৈবাহিক বিধি অনুসারে ভার্য্যা তারাবতীকে পুনর্বার সংস্কার করত বেদবিদ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিবাহ-সংস্কার দেবতাদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন। ৬৯-৭০

চন্দ্রশেখর তারাবতীকে সহচারিণী করিয়া শীঘ্র করবীরপুরে গমন করিবার উদযোগ করিলেন। ৭১

ককুৎস্থরাজা চন্দ্রশেখরকে বিবাহে অষ্টাবিংশতি সহস্র দাসী এবং ষষ্টি সহস্র সৌরভী গো দান করিলেন। রাজা দুহিতাকে পরিমাণমত দাস দাসী ধন প্রভৃতি দান করিলেন। ৭২-৭৩

ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া, রূপে তারাবতী-তুল্য। ৭৪

সে স্বয়ং দাসীগণের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীয় সহিত গমন করিল। ৭৫

বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্বরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিবাহে প্রদত্ত ধনসমস্ত গ্রহণ করত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিলেন। ৭৬

তিনি তারাবতীসহ স্বীয় নগরাভিমুখে গমনোদ্যত চন্দ্রশেখরের করবীরপুর পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। ৭৭

নৃপশ্রেষ্ঠ পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখর, রমণীয় করবীরপুরে তারাবতী সহ সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৭৮

এইরূপে মহাদেব স্বয়ং মানবযোনি আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং পার্বতীও স্বয়ং এইরূপে মনুষ্য-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭৯

হে রাজেন্দ্র। যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী ইহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় — ঋষি-দর্শন

ঔর্ব বলিলেন, অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ককুৎস্থ-তনয়া, একদা ঋতুস্নানের নিমিত্ত স্ত্রীগণসহ, শীতল মনোহর জলরাশি-পূরিত, প্রমৃষ্ট-অঞ্জন-সদৃশ শোভাসম্পন্না বিবিধ পাপরাশি-বিনাশিনী দৃষদ্বতী নামে নদীতে গমন করিলেন। ১-২

তৎপরে স্নানাদি সম্পাদন করিলে কাপোত নাম কোন এক ঋষি, অর্দ্ধোত্তীর্ণ অর্দ্ধজলমগ্নাবস্থায় সেই স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী সতী ককুৎস্থাত্মজাকে দর্শন করিলেন। ৩

তিনি প্রাণি-বধের আশঙ্কায় পূর্বে কপোত শরীর ধারণ করত বিচরণ করিতেন, এইজন্য মুনির কাপোত নাম হইয়াছিল। ৪

কাপোত ঋষি, দেবীরূপা এবং শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী তারাবতীকে দর্শন করিবামাত্র, কামার্দিত হইয়া তাহার সম্ভোগাভিলাষ করিলেন। ৫

কামপীড়িত ঋষি, কল্যাণী ককুৎস্থ-তনয়ার নিকটে গমন করত এই কথা বলিলেন। ৬

হে সুন্দরি। তুমি কে? কাহার স্ত্রী? এবং কাহারই বা কন্যা? কি জন্যই বা এই নির্জন তটিনীজলে আগমন করিয়াছ? ৭

তোমার রূপ মনোহর এবং আহ্লাদজনক, মুখ পূর্ণ-নিশাকরসদৃশ মনোহর তোমার তিলপুষ্পসদৃশ নাসিকা। ৮

বাতকম্পিত নীল পদ্মযুগলসদৃশ নয়নদ্বয়; বাহুযুগল মনোহর এবং সুগোল ও মৃণালতুল্য মৃদুল অথচ আয়ত, ঊরু করি-কর-সদৃশ, মধ্যদেশ বেদিবৎ কৃশ। ৯

এইরূপ মনোহর রূপ দর্শনে তোমাকে দেবী কি দানবী কিংবা অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতেছে। ১০

অথবা তুমি ভোগ্য বস্তুর ভোগে স্বয়ং লক্ষ্মীই স্ত্রীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছ; অয়ি মনোহারিণী! তুমি অপর্ণা কি শচী? তাহাই প্রকাশ্য রূপে বর্ণন কর। ১১

ঔর্ব বলিলেন,–তারাবতী মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং মুনিকে প্রণাম করত বলিলেন। ১২

মুনে! আমার নাম তারাবতী, আমি ককুৎস্থ-রাজার তনয়া, চন্দ্রশেখর রাজার পত্নী। ১৩

আমাকে দেবী দানবী যক্ষী কি রাক্ষসী বলিয়া সন্দেহ করিবেন না, আমি মানুষী নৃপাত্মজা, চারিত্রব্রত পরিপালন আমার কার্য। ১৪

কাপোত বলিলেন,–সুন্দরি। তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার সম্ভোগের নিমিত্ত কাম আমাতে সংযত হইয়া আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে তাহার উপশমে তুমিই সক্ষমা। ১৫

হে মৃদুভাষিণি। নিরাকুল কাম-সাগর-কল্লোলে পতিত হইয়াছি, অতএব তোমার ঊরুরূপ তরণী দ্বারা শীঘ্র আমাকে পরিত্রাণ কর। ১৬

হে মহাভাগে। আমা হইতে তোমার সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইবে। ১৭

মধুরভাষিণী ককুৎস্থাত্মজা কাপোতবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় ও দুঃখে আকুলিতচিত্তে গদগদস্বরে বলিলেন। ১৮

তাদৃশ সাধু ব্যক্তির পত্নী হইয়া আমার এরূপ নিন্দিত কার্য করা কর্তব্য নহে; অতএব আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না; প্রসন্নতার নিমিত্ত আপনি আমার প্রণামার্হ। ১৯

হে তপোধন! আপনি মুনি; অতএব মুনিজন-বিগর্হিত তপঃক্ষয়কর এবং আমার পাতিব্রত্য-নাশক এই অসদাচরণ আপনার অযোগ্য। ২০

কাপোত বলিলেন,–হে শুভে! আমার তপঃক্ষয় হউক অথবা দোষকর কার্যই হউক, তথাপি তোমাকে সুরতক্রীড়াতে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব অবশ্য আমাকে কামপীড়া হইতে পরিত্রাণ কর তোমার কর্ত্তব্য। ২১

হে মনোহরে! তোমাকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় আমি কামানলে দগ্ধপ্রায় হইব এবং তোমাকে সবান্ধবে শাপ দ্বারা দগ্ধ করিব। ২২

তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধ্বী তারাবতী ঋষির শাপে ভীত হইয়া কোন উত্তর প্রদান করিলেন না এবং বলিলেন, হে মহামুনে। আপনি কিঞ্চিৎ অবস্থান করুন, আমি সখীদিগকে বলি। ২৩

দেবী তারাবতী এই কথা বলিয়া দাসীদের মধ্যে গমন করত চিত্রাঙ্গদাকে এই কথা বলিলেন। ২৪

চিত্রাঙ্গদে! এই মুনি আমার সহিত অত্যন্ত সম্ভোগাভিলাষ করিতেছে, তাহাতে কি করি এবং কি উপায়ে বা সতীত্ব হইতে ভ্রষ্টা না হই। ২৫।

কপোত, পতি ও বন্ধুবর্গকে নিশ্চয় শাপানলে দগ্ধ করিবে; আমি মুনিসহ সম্ভোগে ইচ্ছা করি না। ইহাতে খুব সংশয়ে পতিত হইয়াছি। ২৬

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা বলিল, হে সত্যবাদিনি। তোমার কোন ভয় নাই, সে বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, তাই অবলম্বন করিলে সেই পতিব্রত্য-নাশ অথবা মুনিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ২৭।

মুনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তুমি এক মনোহারিণী দাসীকে বিবিধভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনিসমীপে প্রেরণ কর। ২৮

মুনি, কামবশে মোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্য-চিত্তে বিবিধ-ভূষণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন ভাববিশিষ্ট দাসীকে চন্দ্রস্থিত জ্যোৎস্নার দ্বারা আচ্ছাদিতা মৃগীর ন্যায়, কিছুতেই জানিতে সক্ষম হইবেন না। ২৯

হে সুভগে! তুমি এইরূপ কর, চিন্তা করিও না; মুনি,–তুমিই যে সেই সতী, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিবে না। ৩০

তাহার পর, তারাবতী, রূপগুণ-শালিনী নম্রা মিষ্টভাষিনী ভূপাত্মজা চিত্রাঙ্গদাকে পুনর্বার বলিলেন, ভগিনি। আমার বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া তুমি কপোত, মুনির নিকট গমন কর। ৩১-৩২

হে সুন্দরি। অন্য কাহাকে প্রেরণ করিলে মুনি জানিতে পারিলে ক্রোধানলে আমাকে বন্ধুবর্গসহ ভস্মীভূত করিবে, তবে তুমিই গমন কর। ৩৩

তুমি রূপ ও গুণে আমার সমান; অতএব আমার ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া মুনিসহ সম্ভোগ করত বন্ধুবর্গসহ আমাকে মুনিশাপ হইতে পরিত্রাণ কর। ৩৪

তৎপরে তারাবতীর বাক্য শ্রবণ করত চিত্রাঙ্গদা বিনয় ও কাতরতার সহিত কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কিছু বিমর্ষভাবে নৃপাত্মজা তারাবতীকে বলিলেন, আমার জন্য পিতাকে এবং ভূপতি চন্দ্রশেখরকে আশ্বাস প্রদান করিবে; আমার আত্মীয় সখীগণকেও আশ্বাসবাক্য বলিও। ৩৫-৩৭

চিত্রাঙ্গদা এই কথা বলিয়া তারাবতীর ভূষণাদি অঙ্গে পরিধান করত কামোৎসবের নিমিত্ত শীঘ্র মুনিসমীপে গমন করিলেন। ৩৮

তারাবতী বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিযোজিতা হইয়া, দাসীগণের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার অনুগমন করিলেন। ৩৯

চিত্রাঙ্গদা আসিতেছে দেখিয়া কপোত, কাম মুগ্ধচিত্তে মুনিদিগের পরস্ত্রী সম্ভোগ স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৪০

পূর্বে উতথ্যপুত্র গোতম প্রম্লোচার সম্ভোগাভিলাষ করিয়াছিলেন এবং ধীসম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি পদ্মকে সম্ভোগের নিমিত্ত কামনা করিয়াছিলেন। ৪১

সেইরূপ আমিও আগত এই বরবর্ণিনী-সহ সম্ভোগক্রীড়া সম্পাদন করিব, তাহার পর তপোবলে সঞ্জাত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব। ৪২

চিত্রাঙ্গদা এইরূপ চিন্তামগ্ন ঋষিসমীপে গমন করিয়া কিছু লজ্জিতা হইলেন। ৪৩

মহাভাগ মুনিসত্তম কপোত, তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্গারোচিত বেশ ভাবাদির জন্য মদনকে স্মরণ করিলেন। ৪৪

স্মরণমাত্র মদন স্বয়ং মুনিসমীপে উপস্থিত হইলে বিপ্র কপোত, গন্ধ মাল্য ও উৎকৃষ্ট বসনাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত স্মিতযুক্ত হইলেন। ৪৫

বিপুল তেজঃপুঞ্জের প্রখরতাবশতঃ মুনি দ্বিতীয় প্রভাকরের সদৃশ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৪৬

ঋষিবরের সেই মদনসদৃশ রূপরাশি দর্শন করিয়া তারাবতী ভিন্ন সমস্ত স্ত্রীগণের সুরতাভিলাষ হইল। ৪৭

তারাবতী, মুনিকে মদনতুল্য মনোহর দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত মুনিকে কাম বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। ৪৮

অনন্তর মুনি চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া কামব্যাকুলচিত্তে তাহার সঙ্গমসুখে রত হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। ৪৯

সঙ্গমাবসানে সদ্যপ্রসূত পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইল; তাহারা দেবতুল্য এবং প্রদীপ্তপাবক ও ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী। ৫০

পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইলে মুনি, চিত্রাঙ্গদাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূর্বভাব অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন, প্রিয়ে। আমার আশ্রয়ে ক্ষণকাল অবস্থান কর, তাহার পর আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিবে; তুমি রাজাকে কোন ভয় করিও না। ৫১-৫২

সতী চিত্রাঙ্গদা, মুনিশাপে ভীতা হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। তাহার পর মুনি অন্য স্ত্রীগণকে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। ৫৩

মুনির আদেশক্রমে তারাবতী দাসীগণসহ ভগিনীর বিষয় শোকচিত্তে পর্যালোচনা করিতে করিতে নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৫৪

স্বভবনে উপস্থিত হইয়া ককুৎস্থ-তনয়া কপোত-চরিত সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত ব্রহ্মাবর্তাধিপতি চন্দ্রশেখরকে বলিলেন। ৫৫

নৃপশ্রেষ্ঠ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কাপোতের অনুমতিক্রমে চিত্রাঙ্গদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৬

কপোতও সেই নবজাত সুতদ্বয়ের যথোক্ত বিধি অনুসারে সংস্কার করিলেন। ৫৭

সগর বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! চিত্রাঙ্গদা ককুংস্থ-রাজের তনয়া হইলেন কিরূপে? তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিশদরূপে বর্ণন করুন। ৫৮

ঔর্ব বলিলেন, একদা ককুৎস্থ, হিমালয়ে ভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিয়া বহুতর মৃগ নিপাত করত বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন। ৫৯

এমন সময়ে স্বর্বেশ্যা উর্বশীকে সুরলোক হইতে ভূমিতে অবতরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। ৬০

উর্বশী অবতরণ করিলে ককুৎস্থ-রাজা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কামবাণ পীড়িতান্তঃকরণে সেই গিরিসানুতে পুনঃপুনঃ সঙ্গমপ্রার্থনা করিলেন। ৬১

উর্বশী, নৃপশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থকে শক্রসদৃশ জানিয়া তাহার সহিত গিরিকুঞ্জে ঈপ্সিতরূপ সুরত ক্রীড়া সম্পাদন করিলেন। ৬২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ককুৎস্থ রাজা উর্ব্বশীর গর্ভে মনোহররূপ সম্পন্ন এক তনয়া জন্মগ্রহণ করিল। ৬৩

অনন্তর উর্বশী রাজাকে কাম-ব্যাপারে সন্তোষ করত রাজাকে গমনের অভিমতস্থান বলিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৬৪

রাজা তাহাকে বলিলেন, হে শুভে! তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? আমার এই তনয়া তুমিই প্রতিপালন কর। ৬৫।

স্বর্বেশ্যা রাজাকে বলিল,-হে নৃপোত্তম! আমার গর্ভে কাহার তনয় ও তনয়া জন্মগ্রহণ না করে। ৬৬

পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলে আমার শরীরে কোন বিকৃতভাব হয় না এবং বেশ্যা ভাববশতঃ প্রসূত পুত্র-কন্যাকেও প্রতিপালন করি না, এই আমাদের স্বভাব। ৬৭

যদি আপনার কন্যার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া আপনি প্রতিপালন করুন, আমি আপনাকে সত্য বলিলাম–আমাকে গমন করিতে অনুমতি করুন। ৬৮

হে নৃপ! এই কথা বলিয়া উর্বশী অভিলষিত স্থানে গমন করিল; রাজা তনয়াকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৬৯

তাহার পর রাজা স্বয়ং তনয়ার নাম রাখিলেন চিত্রাঙ্গদা এবং স্বীয় ভার্য্যা মনোন্মথিনীকে সেই তনয়া প্রদান করিয়া নৃপসত্তম এই কথা বলিলেন। ৭০

দেবি! এই সদ্গুণসম্পন্না আমার কন্যা, ইহাকে তুমি প্রতিপালন কর, ইহার পর্বতে জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিও না। ৭১

এই কথা বলিলে রাজমহিষী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অন্য প্রত্যুত্তর করিলেন না। ৭২

চিত্রাঙ্গদা একদিন বাল্যভাববশতঃ মহামুনি অষ্টাবক্রকে কুটিল গতিতে গমন করিতে দেখিয়া হাস্যপূর্বক উপহাস করিলেন। ৭৩

সেই মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ শাপ দিলেন। ৭৪

চপলে! ককুৎস্থনন্দিনি। তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অনূঢ়াবস্থায় পুত্রদ্বয় প্রসব করিবে। তাহার পর দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারিবে। ৭৫

হে নৃপ! এইরূপে ককুৎস্থাত্মজা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয় এবং পিতা তাহাকে তারাবতীর দাসীর ঈশ্বরী করিয়া দিলেন। ৭৬

অনূঢ়াবস্থায় মুনিবর হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিল। ৭৭

সেই পুত্রদ্বয় মহাভাগ্যশালী হইয়া মহৎকার্যানুষ্ঠান করিবে। ৭৮

হে রাজন! যেরূপে ককুৎস্থাত্মজা সাধ্বী চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইয়াছে। আপনাকে সমস্তই বলিলাম, সম্প্রতি প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন। ৭৯

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চাশ অধ্যায় — নারদের উপদেশে চন্দ্রশেখরের আত্ম-সাক্ষাৎকার

ঔর্ব কহিলেন,–কিছুকালের পর আবার সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী সর্বালঙ্কার ভূষিতা তারাবতী, রম্ভাদি দিব্য বারাঙ্গনাপরিবৃত ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্ন শতাধিক পরিচারিকার সহিত ঋতুস্নান করিবার নিমিত্ত দৃষদ্বতী নদীতে গমন করিলেন। ১-২

এই নদীর জলরাশি–অতিশয় শীতল, নির্মল এবং সম্যক্ নীলবর্ণ; বিদ্যুতাকৃতি গৌরাঙ্গী দেবী তারাবতী যে সময় সেই নদীর জলে নামিলেন। ৩

হিরন্ময়ী প্রতিমা, প্রতিবিম্বের দ্বারা কাঁচময় স্থানকে যেরূপ উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় অঙ্গপ্রভায় দিক সকল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৪

এই সময় কাপোত মুনি, জলনিমগ্না চারুরূপা তারাবতীকে দেখিলেন। ৫

তৎকালে চিত্রাঙ্গদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,(চিত্রাঙ্গদে!) যিনি এই সৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছেন, ইনি কে? ৬

ইহার সৌন্দর্যরাশি অবলোকন করিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হয়; ইনি কি পর্ব্বতরাজপুত্রী অপর্ণা? যেহেতু ইনি স্বর্গীয় জ্যোতিতে সর্বদা পরিপূর্ণ, তুমি কেন ইহার প্রশংসা করিতেছ না। ৭

তখন পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া, পাছে ঋষি শাপ প্রদান করেন, এই ভয়ে প্রশংসাপূর্বক তাহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ৮

হে মুনিসত্তম! ইনি ককুৎস্থের কন্যা, ইঁহার নাম তারাবতী, এই দেবী চন্দ্রশেখর নামক ভূপতির প্রিয়ভার্য্যা। ৯

পূর্বে আপনি এই সুন্দরী রমণীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি আমাকেই নিজের নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আপনার শ্রীচরণে অর্পণপূর্বক গৃহে গমন করেন। ১০

ইনি আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! আপনার ইহহাকে কিছু বলা উচিত নয়। ১১

আপনি এইখানেই থাকুন, যদি যাইতে অনুমতি করেন ত, প্রিয়জ্যেষ্ঠ। ভগিনীর সহিত আলাপ করিয়া পরে আপনার নিকট আগমন করি। ১২

তখন সেই কাপোত মুনি চিত্রাঙ্গদার নিকট সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তারাবতীর পূর্বকৃত প্রতারণা জানিতে পারিলেন, পরে তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া তারাবতীর প্রতি যৎপরনাস্তি কুপিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন। ১৩

এই পাপীয়সীই আমাকে সেই সময় বঞ্চনা করিয়াছিল, আচ্ছা অদ্যই আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। ১৪

মুনি এই কথা বলিয়া যেখানে তারাবতী ছিলেন, চিত্রাঙ্গদার সহিত সেইখানে গমন করিলেন। ১৫

তখন কাপোত মুনি, তথায় গমন করিয়া ক্রোধবিজৃম্ভিত হাস্য করিয়া তারাবতীকে কহিতে লাগিলেন। ১৬।

পূর্বে তোমাকে আমি উপভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ছলনা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ; অতএব হে দুঃসাহসিকে! তুমি শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিবে। ১৭

রে পাপিনি! আমারই সম্মুখে তুই সতী বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস এবং আমাকে সতীত্ব-ধর্মনাশক বলিয়া আমার প্রতি অনুরক্তা হও নাই। ১৮

অতএব আমি বলিতেছি, বীভৎসবেশধারী, বিরূপ, ধনহীন, নরকপালশোভী পলিৎকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে। ১৯

হে পাংশুলে! অদ্য হইতে এক বৎসরের ভিতর তোর গর্ভে সদ্যঃ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদিগের সৌন্দর্য কিছুমাত্র লক্ষিত হইবে না; প্রত্যুত মুখগুলি বানরের ন্যায় হইবে। ২০।

দেবী তারাবতী, কাপোত মুনির এই সকল বাক্য শ্রবণে কোপ ও ভয় নিবন্ধন স্ফুরিতাধরোষ্ঠে তখন মুনিকে কহিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজসত্তম! যদি চণ্ডী-আরাধনা করিয়া মাতা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর মহারাজ চন্দ্রশেখরের উপর যদি আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে, আর যদি আমি বাস্তবিক ককুৎস্থের কন্যা হই, তবে নিশ্চয়ই দেবতা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমাকে ইচ্ছা করিবেন না। ২২-২৩

আমি সত্য সত্যই যদি মহাদেবকে অহরহঃ পূজা করিয়া থাকি, হে নর শার্দূল! সেই সত্য-প্রভাবেই আমার সেব্য শিব ব্যতিরেকে অন্য কোন দেব তাই আমাকে স্বপ্নেও অভিলাষ করিবেন না। ২৪

এই কথা বলিয়া পতিব্রতা দেবী তারাবতী ঋষিকে নমস্কারপূর্বক কুপিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ২৫

তখন কাপোত মুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই তেজস্বিনী নারী আমার সম্মুখেই নির্ভয়ে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করিল। ২৬

অতএব বোধ হয় ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় ও বিশুদ্ধ কারণ থাকিবে। ২৭

এই ভাবিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইলেন। পরে দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ববৃত্তান্ত সকল জানিতে পারিলেন। ২৮

পূর্বকালে ভৃঙ্গী মহাকালনামক দুইটি পুত্র দেবী কর্তৃক শাপগ্রস্ত হন, পরে আবার দুইজন হর-পার্বতীকে প্রতিশাপ প্রদান করেন। ২৯

যে জন্য এই দুইজন যেরূপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দেবকন্যা চিত্রাঙ্গদাও যেজন্য যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, কাপোত ঋষি দিব্যজ্ঞানদ্বারা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া আর কিছুই করিলেন না। ৩০

পরে চিত্রাঙ্গদাকে সাদর সম্ভাষণে ডাকিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদাকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। ৩১

এদিকে তারাবতী স্বস্থানে আসিয়াই ভূপতি চন্দ্রশেখরের নিকট কুপিত হইয়া মুনিশাপের আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ৩২

সেই পৌষ্যজ রাজা, তারাবতীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কিছু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু চিন্তিত হইলেও তৎক্ষণাৎ প্রিয় পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৩৩

পতিসেবা, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান, অসৎসঙ্গপরিবর্জন–এই সকল শুভকর্মদ্বারা মুনিশাপ অপনীত হয়। ৩৪

দেবী ভাগ্যবতী তুমি প্রশস্ত প্রশস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাক, সুতরাং তুমি দেবতাদিগের কল্যাণভাগিনী; অতএব তোমার বিপদ কখনই হইবে না। ৩৫

করবীরপুরাধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর, তারাবতীকে এই সকল কথা কহিয়া তখন তাহার বাসার্থ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা তাহার মনোমত একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৬

ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত ব্যাম (বাঁও), বিস্তার ত্রিশ ব্যাম। ৩৭

তলদেশটি রাশি রাশি স্ফটিক দ্বারা নির্মিত; তাহার আবার নানাস্থান শ্বেত রক্ত পীত নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের বহুতর রত্ন দ্বারা খচিত; সেই মনোহর প্রাসাদ–শুক্লবর্ণপ্রবাল-নিচয়ে আচ্ছাদিত। ৩৮।

স্তম্ভগুলি রত্নাদিদ্বারা সংগঠিত, বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত। রাজা তারাবতীর রক্ষার জন্য এরূপ প্রিয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৯

সোপানশ্রেণী রত্নপ্রবালাদি দ্বারা প্রস্তুত এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বড়ভী প্রবালময়, সুতরাং সৌন্দর্য্যদ্বারা সেই অট্টালিকা–স্বর্গীয় পরম রমণীয় দেবসভার নিকট কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। ৪০

রাজা চন্দ্রশেখর, বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সেই অট্টালিকা মধ্যে স্বাদু সুকোমল সমস্ত ভোজ্যবস্তু পাঠাইয়া দিতেন। ৪১

রাজা, প্রত্যহ সেই প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেবী তারাবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেন। ৪২

এক বৎসর কাল এই অট্টালিকায় তারাবতীকে রাখিলেন; যে পর্যন্ত তারাবতী তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল অট্টালিকার দ্বারগুলি প্রহরি বৈষ্টিত হইয়া সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিল। ৪৩

কোন সময়ে সুন্দরহাসিনী তারাবতী, করবীরাধিপতি-বিযুক্ত হইয়া একাকী এই বৃহৎ অট্টালিকায় উপবেশনপূর্বক তদগতচিত্তে ভর্তা চন্দ্রশেখরকে চিন্তা করিতেছেন। ৪৪

সেই সময় পতিব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় পতিপদে মন রাখিয়া পার্বতীপার্শ্বস্থ মহনীয় মহাদেবকে চিন্তা করিলেন। ৪৫

তাহার পর আবার ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিলেন। পুনর্বার বৃষভবাহন ত্র্যম্বক চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে স্বামী চন্দ্রশেখর এবং ভগবান চন্দ্রশেখরের পার্থক্য উপলব্ধি হইল না। ৪৬

যখন এইরূপে দেবী তারাবতী দেবসভার মধ্যস্থিত নানালঙ্কার-ভূষিত ইন্দ্রাণীর ন্যায় প্রাসাদোপরি চিন্তিতান্তঃকরণে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে মহাদেব ভগবতীর সহিত আকাশমার্গের দ্বারা সেই প্রাসাদে আগমন করিলেন। ৪৭-৪৮

তিনি আসিয়া গুণ-বাহুল্যে ভগবতী-সদৃশ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত নারায়ণের লক্ষ্মীস্বরূপ রাজপত্নীকে দেখিলেন। ৪৯

শিব তারাবতীকে দেখিয়া দেবী গৌরীকে প্রফুল্লচিত্তে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। ৫০

প্রিয়ে। এই যে তারাবতীকে দেখিতেছ, এইটি তোমার মানুষীমূর্তি, যাহা ভৃঙ্গী ও মহাকালের জন্মের জন্য তুমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছ। ৫১

আমার আর অন্য স্ত্রী নাই। তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীসংসর্গে আমার উৎসাহ হয় না। হে ভামিনি! এইক্ষণে তুমি স্বয়ং এই মূর্তিতে প্রবেশ কর। ৫২

প্রবেশ করিলে তোমার মানুষী মূর্তির গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিব। ৫৩

দেবী কহিতে লাগিলেন;–হে বৃষভকেতন। আমারই এই মানুষীমূর্তি, আপনার অনুমতিক্রমে এই মূর্তিতে প্রবেশ করি–আপনি পুত্রদ্বয় উৎপাদিত করুন। ৫৪

তাহা হইলে আমার ভৃঙ্গী ও মহাকাল কাপোতের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে পার্বতীনাথ! আপনি আমার এই প্রিয়কার্যটি করুন। ৫৫

ঔর্ব কহিতে লাগিলেন,–তাহার পর স্বয়ং ভগবতী তারাবতীর দেহে প্রবেশ করিলেন, মহাদেবও উপভোগের নিমিত্ত তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫৬

অনন্তর দেবীভাবাপন্ন পতিব্রতা দেবী তারাবতী, মহাদেবকে রমণেচ্ছু জানিয়া স্বয়ংই তাহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৭

সেই সময় ভগবান ভবানীপতি কপালী অস্থিমাল্যধারী বীভৎস-বেশ, দুর্গন্ধ দেহ, জরাজীর্ণ অতিবিরূপ হইয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন। ৬৮

হে নরশার্দূল! তাহাদিগের পরস্পরের রতি-ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে সদ্যই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র দুইটি জন্মিলে ভগবতী, তারাবতীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৫৯

তখন মনুভাবাপন্ন তারাবতীর আত্মা মোহপূর্ণ হওয়ায় তিনি জানিতে পারিলেন না যে, আমি গৌরী আর ইনি মহেশ্বর। ৬০

অনন্তর তেজস্বিনী দেবী তারাবতী, পুত্রদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া এবং সম্মুখীন বীভৎসবেশধারী মহেশকে অবলোকন করিয়া আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনাপূর্বক তখন পূর্বদত্ত মুনিশাপকে কালপ্রাপ্ত অন্তকের ন্যায় বিবেচনা করিলেন। ৬১-৬২

তখন শোকগ্রস্তা তারাবতী সতীব্রতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশূলধারী মহাদেবকে দেখিয়া কহিলেন,–পূর্বতন পণ্ডিতেরা সর্বদাই কহিয়া থাকেন যে, নারীদিগের সতীব্রত-মুনিব্রতাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৬৩-৬৪

কিন্তু আমার আজ এরূপ হওয়ায় আমি মুনিদিপের সেই কথাটি সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। এই সকল কথা কহিয়া তিনি শোক করিতে লাগিলেন এবং মোহ প্রাপ্তও হইলেন। ৬৫

তখন মহাদেব তাহাকে কহিলেন,হে বরাননে! তুমি শোক করিও না, সতীব্রতকে নিন্দা করিও না। ৬৬

হে চৈতন্যশালিনি। যে সময় তুমি কাপোত ঋষি-কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইলে, হে বিশালাক্ষি। সেই সময়েই তাহারই সম্মুখে–এক্ষণে যেটি তোমার ঘটিল, সেইটিই কহিয়াছিলে। ৬৭

যথা—"হে মুনিশার্দূল! যদি আমি নিত্য মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, সেই সত্যবলেই আমার আরাধ্য চন্দ্রশেখর দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নেও আমাকে অভিলাষ করিবেন না।" ৬৮

অতএব অবলে। আমি সেই আরাধ্য মহাদেব চন্দ্রশেখর, আমা কর্তৃকই তুমি উপভুক্ত হইয়াছ, অতএব শোক করিও না। এই কথা বলিয়াই মহাদেব অতর্হিত হইলেন। ৬৯

তখন পতিব্রতা দেবী তারাবতী মায়ামোহিত হইয়া শোকনিবন্ধন মলিন বেশে মৃত্তিকায় বসিয়া রহিলেন। ৭০

পুত্রদ্বয় ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তথাপি তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেবল আলুলায়িতকেশে প্রতিক্ষণ ভর্তার আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; মহাদেবের বাক্যে কিছুমাত্র আদর প্রকাশ করিলেন না। ৭১

অনন্তর কিছুকাল বিলম্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর তারাবতীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাসাদপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। ৭২

তখন তথায় যাইয়া দেখেন, তারাবতী নিরানন্দে মলিনবদনে আলুলায়িত কেশে ভূমে পড়িয়া আছেন আর আর্তনাদ ও সত্যের নিন্দা করিতেছেন এবং চন্দ্রসূর্য-সদৃশ বানর-মুখ পুত্র দুইটিও পড়িয়া আছে এবং বৃষের পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন। ৭৩-৭৪

তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর, এই সকল দেখিয়া ও বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারাবতি! নির্জনগৃহে তোমার কি কি ঘটনা হইয়াছে। শৃগাল সিংহীকে আক্রমণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোমাকে কে আক্রমণ করিয়াছিল? ৭৫-৭৬।

আর বানরমুখ প্রদীপ্ত পুত্র দুইটি বা কাহার?-তুমি শীঘ্র আমাকে বল, অপর কোন ব্যক্তি তোমার কামনায় এইখানে আসিয়াছিল। ৭৭

ঔর্ব কহিলেন, তখন পতিব্রতা তারাবতী ভূপকর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইলে তাহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ৭৮

এবং মহাদেব যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরেও যে সকল কথা বলেন, সেই সকল কথাও সজল নয়নে ও গদগদস্বরে ভর্তার নিকট নিবেদন করিলেন। ৭৯

মহারাজ চন্দ্রশেখর তাহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য চিন্তিত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। ৮০

তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া এই ধারণা করিলেন, মহাদেবের ভার্যান্তর নাই, তিনি পার্বতী ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে আকাঙ্ক্ষাও করেন না; এরূপ না হইলেও তিনি পরমেশ্বর হইতেন না। ৮১

অতএব এ ঘটনায় ঋষিশাপই বলবান, সেই শাপবলেই মায়াবী কোন রাক্ষস শঙ্করের মূর্তি ধারণ করিয়া এইখানে আসিয়াছিল। ৮২

এক্ষণে আমার প্রিয়পতিব্রতা ভার্য্যা রাক্ষসসংস্পর্শে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, আমি পূর্ববৎ সকল কর্মে কিরূপে ইহাকে গ্রহণ করি? ৮৩

আর তাহার সদ্যোজাত এই দুইটি শিশু নিশ্চয়ই রাক্ষস, তাহা না হইলে ইহাদিগের মুখ বানরের ন্যায় হইবে কেন? ৮৪

যখন রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় সরস্বতী, দেবতাগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আকাশ হইতে রাজা চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিলেন। ৮৫

"হে মহারাজ। তারাবতীর প্রতি আপনার সন্দেহ করা উচিত কার্য নয়, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্যার নিকট আসিয়াছিলেন। ৮৬

এই দুইটি পুত্র মহাদেবেরই; মহারাজ! এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন, এ বিষয়ে যে সংশয় থাকে, পরে নারদ তাহা ভঞ্জন করিবেন।" ৮৭

বাগদেবী মধুর-বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎক্ষণেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন রাজা ভার্যার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া তাহাকে আশ্বাসিত করিলেন। ৮৮

তিনি মহাদেবের পুত্র দুইটি যথাবিধি সংস্কার করিয়া নারদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮৯

অনন্তর দেবর্ষি নারদ, রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর রাজা চন্দ্রশেখর অত্যন্ত অভ্যর্থনাপুর্ব্বক তাহাকে আনিলেন এবং সস্ত্রীক যথাবিধি তাহার পূজা করিয়া ইন্দ্রভবনসদৃশ নিরুপম আপনার উচ্চ অট্টালিকায় তাহাকে বসাইলেন। ৯০-৯১

তিনি সস্ত্রীক নির্জনে তাহাকে সেই সকল পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯২

হে দ্বিজোত্তম। আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনি আমার বাটী আসিয়াছেন, সুতরাং আমি অনুগৃহীত হইলাম এবং সম্যক্ প্রীতিলাভ করিলাম। ৯৩

হে ব্রহ্মন্! হৃদয়ে আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আপনার তাহা খণ্ডন করিতে হইবে। যেহেতু আপনি ভিন্ন আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি কোথাও নাই। ৯৪

আমার এই পতিব্রতা পত্নী তারাবতী, কাপোত ঋষির অভিসম্পাতে, বীভৎসবেশ বিরূপ মৃগচর্মধারী কোন পুরুষকর্তৃক উপভুক্তা হন এবং তাহারই ঔরসে সদ্যোজাত পুত্র দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব এবিষয়ে আমার হৃদয়ে সর্বদাই দুরপনের সংশয় উপস্থিত হইয়া আছে। ৯৫

তাহার কারণ, গিরিজা ভিন্ন মহাদেবের আর দ্বিতীয় পত্নী নাই, আর তিনি কেনই বা নীচ কুলোদ্ভব মানুষীর সংসর্গ করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা তিনি মানুষীর গর্ভে আপনার আত্মজদ্বয় উৎপাদন করিবেন? এ সকল বিষয় যদি আপনার বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বলুন। ৯৭

ঔর্ব কহিলেন,–তখন মুনিবর নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সকল কথা তাহাকে কহিলেন। ৯৮

পূর্বকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল নামক দুইটি মহাদেবের অনুচর, পার্বতীকর্তৃক অভিশপ্ত হন এবং তাঁহারাও আবার পার্বতীকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতেই মহাদেব এই চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরীও ককুৎস্থের গৃহে তারাবতী নামে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ৯৯-১০১

নারদ চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিয়া আর একটি সুন্দর উপাখ্যান কহিতে লাগিলেন। মহাদেব, ভগবতীকে যখন কালী (কৃষ্ণাঙ্গী) বলিয়া আহ্বান করেন, তখন পর্বতরাজপুত্রী উমা শঙ্করের অনাদর-বাক্যে নিজে গৌরাঙ্গী হইবার জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলে মহাদেব, তাহাকে হিমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০২-১০৩

পার্বতী তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে গমন করিলে, বিরহবিধুর মহাদেব তখন কৈলাস পর্বত ত্যাগ করিয়া সুমেরুশৈল-শিখরে গমন করিলেন। ১০৪

তথায় যোনিদ্রাভূত বৃষধ্বজ, মীনধ্বজের শরবিদ্ধ হইয়া ভগবতী ব্যতিরেকে কিছুমাত্র সুখী হন নাই। ১০৫

কোন সময়ে উমাকান্ত, সর্বগুণসম্পন্না রূপলাবণ্যে ভগবতীর তুল্য সাবিত্রীকে হিমালয় শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মায়া-মুগ্ধ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্মর-শরে জর্জরিত হইলেন। ১০৬

তখন পার্ব্বতী-ভ্রমে সাবিত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে বলিলেন; হে শুভে পার্বতি! আমার নিকট এস, আমি তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আর কন্দর্প, পূর্ববৈর-নির্যাতনাভিপ্রায়ে আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে; হে প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমার বিপদের প্রতীকার বিধান কর। ১০৮-১০৯

এত অনুনয় বিনয়ের পরও যখন দেখিলেন, সাবিত্রী–তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়াই চলিয়া যান, তখন তিনি তাহার স্কন্ধে এক হস্ত প্রদান করিলেন। ১১০

তদনন্তর সাবিত্রী ক্রোধপূর্বক তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। ১১১

হে পশুপতে! তুমি মূর্খ প্রাকৃত মনুষ্যের মত কেন আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেছ? অগ্রে ভার্য্যাকে তিরস্কারপূর্বক তাড়াইয়া এখন অনুনয় করিতেছ? ১১২

আর কেনই বা কামের বশবর্তী হইয়া পরস্ত্রী প্রার্থনা করিতেছ? এরূপ তোষামোদ না করিয়াই আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সহিত তোমার কথাবার্তা বলা উচিত। ১১৩

মূঢ়! আমি কি পার্ব্বতী, যে বিশেষ না জানিয়াই আমার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিলে! তুমি আমাকে জান–আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। হে অদূর-দর্শিন!

তুমি যেহেতু আমাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিলে, অতএব তুমি মানুষ যোনিতে সুরতক্রীড়াসক্ত হইবে। ১১৪-১১৫

হে শম্ভো। যেহেতু তুমি পরস্ত্রী-সংসর্গ-বিমুখ হইয়াও অদ্য গৌরী বিরহে অন্য স্ত্রীকে অভিলাষ করিতেছ, সেই অভিলাষেরই এই ফল জানিবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন ও আমাকে পরিত্যাগ কর। তখন পতিব্রতা দেবী সাবিত্রী, শঙ্করকে এই সকল কথা বলিয়া নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। ১১৬

মহাদেবও লজ্জাবিস্ময়যুক্ত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! এই সকল কারণেই মহাদেব মানুষীতে উপগত হইয়াছেন। ১১৭

অতএব আপনি, পতিব্রতা তারাবতীর প্রতি সন্দেহ করিবেন না। আর মহাদেবের এই দুইটি পুত্রকে অপত্য-নির্বিশেষে পালন করুন। ১১৮

ঔর্ব কহিলেন,–অনন্তর রাজা, নারদমুনি হইতে আপনার শিবত্ব ও তারাবতীর ভগবতীত্ব শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন, মনুষ্য-যোনিতেই মহাদেব ও ভগবতী উৎপন্ন হইয়াছেন। ১১৯

এই সকল কথা শ্রবণের পর রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্বার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২০

হে মুনিবর! আমি নিজের শিবত্ব ও দেবী তারাবতীর ভগবতীত্ব কিরূপে জানিতে ও সমক্ষে দেখিতে পাই, তাহা আমাকে সম্যক্‌রূপে বলিয়া দিন। ১২১

নারদ কহিলেন; তুমি তারাবতীকে সঙ্গে করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া থাক এবং তারাবতীও ক্ষণকালের নিমিত্ত চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করুন। ১২২

মুদ্রিত করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার উন্মীলিত করিবে, হে মহারাজ! এইরূপ করিলেই তোমার শৈব জ্ঞান ও রূপ হইবে। ১২৩

মহারাজ চন্দ্রশেখর নারদকর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলে, তখন তিনি, বাম হস্তের দ্বারা তারাবতীকে ধরিয়া স্বয়ং চক্ষু দুইটী তারাবতীর সহিত মুদ্রিত করিয়াই উন্মীলিত করিলেন। ১২৪

নেত্র নিমীলনকালে তাঁহাদিগের শিবত্ব ও ভগবতীত্ব এতাদৃশ জ্ঞান হওয়ায়, 'আমি শম্ভু', 'আমি ভগবতী' এইরূপ উভয়ের জ্ঞান হইয়াছিল। ১২৫

অনন্তর নারদ, হাসিতে হাসিতে তখন সেই শম্ভুকে বলিলেন,–আপনি সাক্ষাৎ মহাদেব ও দেবী তারাবতী সাক্ষাৎ ভগবতী; হে মহাভাগ! এখন সমক্ষে আপনাতে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। ১২৬

তখন রাজা 'তথাস্তু' এইরূপ বলিয়া স্বীয় শরীর ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত, দশহস্ত, হস্তগুলিতে আবার ত্রিশূল খট্বাঙ্গ শক্তি প্রভৃতি রহিয়াছে–বৃষাসীন, জটাজূটশোভী দেখিয়া তারাবতীকেও সুন্দরমুখী পদ্মহস্তা বিদ্যুৎ-সদৃশ গৌরাঙ্গী দেখিলেন। পরে জ্ঞানবলে সমস্ত বিষয় আপনাতে বিশ্বাস করিলেন। ১২৭-১২৯

পুনর্বার নারদ কহিলেন, হে রাজন! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পূর্বে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্যযোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৩০

সেই হেতু মনুষ্য শরীরের দ্বারা আপনি আপনার শিবত্ব জানিতে পারেন নাই; সম্প্রতি শম্ভুই তোমাকে তোমার শম্বুরূপত্ব দেখাইলেন। ১৩১

এখন তুমি আবার নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ কর; যাবৎকাল তোমার দেহ থাকিবে, তাবৎকাল মনুষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ কর; এবং দেবী তারাবতীও অবিলম্বে মানুষী মূর্তি ধারণ করুন। ১৩২

ঔর্ব কহিলেন,রাজা চন্দ্রশেখর আপনার দেবরূপত্ব জানিয়া ও স্বচক্ষে দেখিয়া যখন নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন, তখন দেবী তারাবতীর সহিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন। ১৩৩

উন্মীলন করিবামাত্র, বিষ্ণুমায়াবলে মোহিত হইয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব বোধ করিলেন এবং তখন উভয়ে নেত্র উন্মীলন করিয়া আপনাদিগের মনুষ্যভাব দেখিয়া 'আমরা মনুষ্য' এইরূপ জানিতে পারিলেন। ১৩৪-১৩৫

তৎপরেই তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আমি রাজা, ইনি মহিষী–এরূপও বোধ করিলেন। ১৩৬

তাহার পত্নীতে দেবাংশে পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছে–এ মতি হইল। যেহেতু জাতকদ্বয়ের মস্তকে চিহ্ন রহিয়াছে। ১৩৭

তখন রাজা আনন্দিত হইয়া নারদ মুনিকে কহিলেন,–আপনার বাক্য আমি সফল করিব, নিধিসদৃশ মহাদেবের সুতদ্বয়কে সর্বদা পালন করিব; কিন্তু হে মুনিপুঙ্গব! আপনি এই দুইটী পুত্রের যথাবিধি সংস্কার করুন। ১৩৮-১৩৯

ঔর্ব কহিলেন, হে নৃপ! তাহার পর নারদ ঋষি, রাজার আজ্ঞানুসারে সেই দুইটি পুত্রের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বল-প্রদীপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটির নাম ‘ভৈরব’ হইল এবং বেতালসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিলেন ‘বেতাল’। ১৪০-১৪১

ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, দুইজনের নামকরণ যেরূপ করিলেন, সেইরূপ রাজা চন্দ্রশেখরের বচনানুসারে ক্রমশঃ অন্যান্য সংস্কার সকলও করিলেন। ১৪২

দেবর্ষি নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরের সকল সংশয় ছেদন করিয়া এবং পুত্র দ্বয়ের কতকগুলি সংস্কারও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া রাজা কর্তৃক অভিলষিত স্থলে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। তৎপরেই নারদ, আকাশমার্গের দ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন। ১৪৩

নারদ স্বর্গে গমন করিলে পর, রাজা চন্দ্রশেখর করবীরপুরে তারাবতীর সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। ১৪৪

আমি শঙ্করের অংশ, তারাবতী গৌরীর অংশ যখন রাজার এইরূপ জ্ঞান হইল, তখন তিনি শ্রদ্ধা সহকারে দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৫

এই সময়, হরের সেই মহাত্মা পুত্রদ্বয়ও উদিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৪৬

হে নরোত্তম! ইহা ভিন্ন তারাবতীর গর্ভসম্ভূত রাজা চন্দ্রশেখরের মহাবল পরাক্রান্ত পরম রূপবান্ তিনটী ঔরস পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন, কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। ১৪৭

ইহাঁরা বেতাল ও ভৈরব হইতে বয়োজ্যষ্ঠ। চন্দ্রশেখরের এই তিনটি ঔরস পুত্র, আর এদিকে বেতাল ও ভৈরব, মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটি সন্তান। সর্বসমেত এই পাঁচটি পুত্র সমানভাবে বাড়িতে লাগিল এবং রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই ইঁহাদিগকে তুল্য ভোজনাদি দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৮১৪৯

বিধাতার পঞ্চভূত-সদৃশ অশেষ শক্তিসম্পন্ন এই পাঁচটী পুত্র, কালক্রমে সমুন্নত হইয়া স্বীয় ঔদার্য্য ও দর্পে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ১৫০

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একপঞ্চাশ অধ্যায় — বেতাল ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা

ঔর্ব কহিলেন,–অতঃপর কালক্রমে ইহারা বলশালী, দীর্ঘকায়, সমুন্নত, সর্বশাস্ত্রকুশল, অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ, প্রাপ্তযৌবন, সুন্দরকান্তি, শত্রুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, বেদপারগ হইয়া উঠিলেন। ১-২

প্রীতিনিবন্ধন বেতাল ও ভৈরব নিত্যসহচর হইলেন, উপরিচর, অলর্ক ও দমন এই তিনটি ভ্রাতাও। ইহারা সর্বদাই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিতেন,-কেহ কাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। ৩

রাজা, উপরিচর প্রভৃতি তিনটি পুত্রের প্রতি সর্বদাই স্নেহ, মমত্ব ও প্রীতি অধিক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪

রাজার স্নেহ, ইহাদিগের প্রতি যেরূপ, বেতাল ও ভৈরবের প্রতি তাদৃশ কিছুই হইল না এবং রাজা, এই দুই জনকে দেখিয়া কখন পুত্রজ্ঞানে আনন্দিতও হইতেন না। ৫-৬

কিন্তু এই দুই জনও কালক্রমে ত্রিলোক-জয়ী, সর্ব্বশাস্ত্ত-বিশারদ, অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, মহাবলবান হইয়া উঠিলেন। ৭

সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা কখন কি ঘটিবে, এই ভাবিয়াই রাজা বেতাল ও ভৈরবের নিকট ভীত হইলেন। আরও ইহাদিগের দ্বারা আমার বা আমার পুত্রদিগের অথবা রাজ্যের কখন কি অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ চিন্তাযুক্ত হইলেন। রাজা, বেতাল ও ভৈরবকে নম্র-স্বভাব ও ধর্মিষ্ঠ দেখিয়াও অতি সাবধানে রহিলেন। ৮-১০

তারপর পরম রূপবান্ ও রাজলক্ষণাক্রান্ত জ্যেষ্ঠপুত্র উপরিচরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১১

যুবরাজ উপরিচর সম্পূর্ণ নীতিতে, সকল রাজাকে অনুগত করিলেন। ১২

রাজা, দমন ও অলর্ককেও ধনাদি প্রদান করিলেন, অথচ রাজকোষে অপরিমিত রত্ন ছিল। ১৩

যত রত্নাদি সিংহাসন প্রভৃতি এবং রথ সকল ছিল, সেগুলির ভাগ-ক্রমে তিনি বেতাল ভৈরবকে কিছুমাত্র দিলেন না। ১৪

তখন ইহারা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। আবার কখনও ভোগ-বঞ্চিত অকৃত-পরিণয় এই বীরদ্বয় নির্জনে বসিয়া তপ চরণে মনোভিনিবেশ করিল। ১৫

যখন দেবী তারাবতী, বেতাল ভৈরবকে এইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত দেখিলেন, তখন তিনি চিন্তান্বিতা হইলেন। যুবরাজ উপরিচর ও পতি চন্দ্রশেখরের নিকট ভীতা হইয়া পুত্রদ্বয়ের নির্জনবাস বিদিত হইয়াও তাঁহাদিগের দুইজনকে কিছুই বলেন নাই। ১৬

ইত্যবসরে সুরতক্রীড়ানুরাগী স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় যোগবলপ্রদীপ্ত কাপোত মুনি, সহচারিণী পুত্রবতী চিত্রাঙ্গদাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন। ১৭

প্রিয়ে চিত্রাঙ্গদে। আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিব। হে সুন্দরি! তোমার কি প্রিয়কার্য এই সময় করিব, তাহা আমাকে বল। ১৮

তখন চিত্রাঙ্গদা কহিতে লাগিলেন, হে তপস্বিন্! আপনার তুম্বুরু ও সুবর্চ নামে যে দুইটি পুত্র হইয়াছে, হে মুনিসম! আপনি এই দুই জনের যথোচিত প্রিয়কার্য্য করুন। ১৯

হে পূতহৃদয় দ্বিজোত্তম! আমাকেও আমার ভগিনীগৃহে রাখিয়া, যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে আপনি তপোবনে গমন করুন। ২০

কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত অনুসন্ধানপূর্বক কুবেরভবনে গমন করিলেন। ২১

কুবেরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছয় শত সূবর্ণমুদ্রা ও হাজার নিষ্ক সংগ্রহ করিলেন। ২২

ব্রাহ্মণ তখন চমরী-পৃষ্ঠে করিয়া সুবর্ণের একশত ভার আনিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন এবং বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে দিলেন। ২৩

মুনিবর,-সুবর্চ, তুম্বুরু ও চিত্রাঙ্গদাকে আহ্বান করিয়া করবীরপুরে গমন করিলেন। ২৪

কাপোতমুনি তথায় গমন করিয়া, রাজা চন্দ্রশেখর ও যুবরাজ উপরিচরকে এই কথা বলিলেন। ২৫

হে রাজন! চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থের কন্যা ইহা আপনি জানেন, ইহার গর্ভেই আমার এই সদ্যোজাত দুইটি পুত্র হইয়াছে; হে নৃপ! আপনি এই ধনরাশি দ্বারা আমার এই পুত্র দুইটিকে সমান-দৃষ্টিতে পালন করুন এবং যুবরাজ উপরিচরও ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ২৬

অপুত্রকের রাজাই পুত্র, নির্ধনের রাজাই ধন, মাতৃহীনের রাজাই মাতা, পিতৃহীনের রাজাই পিতা। ২৭

অসহায়ের রাজাই সহায়, পতিহীনার রাজাই প্রভু, দরিদ্রের রাজাই সাহায্যকারী, মনুষ্যের রাজাই বন্ধু, রাজা সর্ব্বদেবময়; হে রাজন! এই নিমিত্তই আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। ২৮

ঔব কহিলেন,–তখন রাজা চন্দ্রশেখর, সেই দ্বিজবর মুনি-প্রধানকে কহিলেন, আমি ও আমার পুত্র যুবরাজ উপরিচর-আমরা উভয়েই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। ২৯

এই কথা বলিয়া রাজা, মুনিমতানুসারে চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিলেন এবং কাপোতের দুইটী পুত্র ও তাহার প্রদত্ত ধনাদি, নিজপুত্র উপরিচরের নিকট অর্পণ করিলেন। তখন যুবরাজ উপরিচর, রাজ্যের অর্ধাংশ সুবর্চকে প্রদান করিয়া তুম্বুরুকে সচিবাধ্যক্ষ করিলেন। ৩০

অতঃপর কাপোত ঋষি প্রসন্ন হইয়া পুত্রদ্বয়ের মুখাবলোকন ও মহারাজকে সম্ভাষণ করিয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত তপোবন যাত্রা করিলেন। ৩১

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন পরম রূপবান মহাদেবের দুইটি পুত্র সহায়শূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ৩২

আরও দেখিলেন, তাহাদের মুখগুলি বানর-মুখের অনুরূপ। তখন তাপস প্রধান কাপোতমুনি এই সকল পর্যবেক্ষণ করিয়া পূর্বকথা সকল স্মরণপূর্বক তাহাদিগের দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৩

দেবসদৃশ মনুষ্য-প্রধান হইয়া একাকী নির্জনে ভ্রমণ করিতেছ, তোমরা দুইজন কে? তাহা আমাকে বল। ৩৪

অনন্তর শঙ্করের সেই দুইটি পুত্র যথাবিধি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া কাপোত মুনিকে কহিলেন; হে মুনিসত্তম! আমরা তারাবতীর গর্ভ-সম্ভূত রাজা চন্দ্রশেখরের পুত্র, আমরা আপনাকে প্রণাম করি। হে মুনে! আমাদিগের প্রতি রাজার সর্বদা অবজ্ঞা দেখিয়া আমরা একাকী এই নির্জনদেশে মনের কষ্টে ভ্রমণ করিতেছি; হে মহাভাগ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের বিশেষ বশীভূত ঔরসপুত্র, তিনি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কিছু মাত্র ধন দিতে ইহা করিলেন না। ৩৫

সেই কারণেই হে দ্বিজোত্তম! আমরা তপস্যা করিবার ইচ্ছা করিতেছি; অতএব আপনি যদি উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগের দুই জনকে গ্রহণ করেন। ৩৬

তখন কাপোত মুনি বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্বক তাহাদিগকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের ঘটনাগুলি কহিলেন। ৩৭

মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমরা রাজা চন্দ্রশেখরের ঔরসপুত্র নও। শঙ্করের ঔরসে তারাবতীর গর্ভে তোমাদিগের জন্ম। ৩৮

ভৃঙ্গী ও মহাকালনামক শিবের দুইটী অনুচর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বতত্ত্বে বীর্যবান্ সদ্যোজাত তোমাদিগের দুইটির মূর্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ৩৯

এই কারণেই রাজা তোমাদিগকে প্রিয় ধনাদি বস্তু দিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৪০

এক্ষণে জন্মদাতা মহাদেবের নিকট গমন কর ও তাহারই শরণাপন্ন হও। সেই মহেশ্বরই তোমাদিগের বাসনা সফল করিবেন। ৪১

বহুদিনের পর যাহার ফল হয় সে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন কি। ৪২

ত্রিকালজ্ঞ পরমার্থপরিজ্ঞাত কাপোত মুনি এইরূপ আদেশ করিয়া তৎপরেই আবার যেরূপে ভৃঙ্গী মহাকাল শাপাবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং যেরূপে হর-পার্ব্বতী মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন। ৪৩-৪৪

ইতিপূর্বে যেরূপেই বা তারাবতী আপনা কর্তৃক অভিশপ্ত হইলেন; আর তারাবতীর গর্ভেই বা যেরূপে এই দুইটি বালক জন্মগ্রহণ করিল। ৪৫

তাহার পর নারদ আসিয়াই বা যেরূপে রাজা চন্দ্রশেখরের সংশয় সকল অপনীত করিলেন, এই সকল কথা তাহাদিগকে কহিলেন। ৪৬

তখন সদাশয় বেতাল ও ভৈরব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যেন সুধাভিষিক্ত হইয়াছেন এইরূপভাবে পরম আনন্দিত হইলেন। বেতাল ও ভৈরব এইরূপ প্রমুদিত হইয়া আবার কাপোত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৭-৪৮

হে মুনিসত্তম। মহাদেব আমাদিগের পিতা, কেন না আপনি সত্য কথা কহিলেন; কিন্তু কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপভাবে তাহার পূজা করিতে হইবে। ৪৯

তিনিই বা আমাদিগের কিরূপ আরাধ্য বস্তু; আর তিনি যেরূপ স্থলে পূজিত হইলে শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন,–হে মুনিবর! সেই সকল উপদেশ আমাদিগকে দিন। ৫০

হে যোগিরাজ! অদ্য আপনা কর্তৃক এরূপ অনুগৃহীত হওয়ায় আমরা ধন্য হইলাম। আপনি এই সকল নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয় শল্য উদঘাটিত করিলেন। ৫১

হে মুনিসত্তম! আপনি আবার আমাদিগকে বলুন, যে উপায়ে আমরা যোগশ্বর ত্রিপুরারিকে অচিরে পাইতে পারিব। ৫২

মুনি কহিলেন, যেরূপ স্থলে শঙ্কর পূজিত হইলে অচিরে তোমরা তাহার প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তাহা তোমাদিগকে বলি শ্রবণ কর। ৫৩

মহাদেব যে স্থলে থাকিয়া নিত্য নিত্য আনন্দ ভোগ করেন, সেই গুপ্ত অথচ সর্বজনবিদিত স্থলটী তোমাদিগকে বলি। ৫৪

গঙ্গাতীরে বরুণ ও অগ্নির রক্ষিত চাপাকৃতি পরম মনোহর বারাণসী নামে একটি পুরী আছে। যোগিগণের নিত্য প্রমোদ-প্রদ যোগী মহেশ্বর স্বয়ং যেস্থলে আপনি আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ৫৫-৫৬

সেই বাসভূমি মহাদেবের যোগবলে সর্ব্বদা আকাশমার্গে স্থিত। যে মনুষ্য এই স্থলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; তাহার মুক্তির নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব তাহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। ৫৭

পরে সেই স্থলে মৃত হইয়া জন্মান্তরে পরম যোগী হইলে তখন অনায়াসেই শিব-সম্মত নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫৮

ভগবতীর সহিত নিত্য সংপৃক্ত যোগরত মহাদেব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, সকলেরই নিত্য আরাধ্য বস্তু। ৫৯

এখন হরের বিষয় জানিতে পারিলে এবং তাহার ক্ষেত্রও প্রকাশ করিয়াছি। এইক্ষেত্রে শঙ্কর কাহারও অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ করেন না এবং কাহারও প্রতি অচিরে প্রসন্নও হন না। বহুকাল ধরিয়া ভক্তির সহিত আরাধিত হইলে তবে নির্বাণ প্রদান করেন। ৬০

এই বারাণসী ক্ষেত্র গৌরীর গমনাগমনশূন্য জানিবে এবং মহাক্ষেত্রে যোগস্থানে গৌরী কখনও গমন করেন না। হে নরসত্তম। অনতিদূরবর্তী সেই বারাণসী ক্ষেত্র যাহা তোমাদিগের নিকট কহিলাম, এখান হইতে তাহা অতি নিকট। ৬১

পরন্তু অপর একটী গুহ্য পীঠের কথা বলি;–যাহার নাম কামরূপ। চতুর্বর্গ-ফলপ্রদ, সর্ব্বদা লোক-পূজিত এই পীঠস্থলে হরগৌরী নিত্য বাস করেন; এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করা যায়। ৬২

এই জন্য এই পুণ্যজনক পীঠটী অচিরে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর মহাদেব চির-ফলপ্রদ হইলেও তিনি যদি এই স্থলে পূজিত হন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। ঋষিরা এই পীঠস্থান অপেক্ষা অন্য আর উত্তম পীঠস্থান বলেন নাই। ৬৩

মহাদেব, পার্বতীর সহিত এই গুহ্যাদপি গুহ্যতর কামরূপ মহাপীঠে নিত্য বাস করেন, তিনি এই পীঠে পূজিত হইলে শীঘ্রই প্রসন্ন হন। ৬৪

পার্বতীও এই স্থলে শিবভক্তকে অনুগ্রহ করেন ও পরমেশ্বরও ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এক্ষণে পীঠের বিষয় আরও কিছু বলি, তোমরা দুই জনে শ্রবণ কর। করতোয়া নদী ইহার পশ্চাৎ ভাগে বিরাজিত। দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন। ৬৫

ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত-পর্বত-বেষ্টিত; ইহার চতুর্দিকে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে। ৬৬

কাম হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার মহাদেবের অনুগ্রহেই এই পীঠে আসিয়া রূপ ধারণ করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ “কামরূপ” নামে অভিহিত হইলেন। ৬৭

এই পীঠের বায়ুকোণে ও নৈর্ঋত কোণে এবং কোণের মধ্যদেশে আর ঈশান কোণে, অগ্নি কোণে এই উভয়ের মধ্যস্থলে, মহাদেব এই জল ও স্থলে স্বীয় সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পার্বতীর সহিত পরম সুখে নিত্য বাস করেন,–পীঠের মধ্যস্থলে দেবীর গৃহ, এখানেও শঙ্কর অবস্থান করেন। অত্রত্য নীলাখ্য পর্বতে পার্বতী বাস করেন। ৬৮-৬৯

ঈশান-কোণ-স্থিত নাটকশৈলে মহাদেবের সুন্দর আশ্রম আছে, তথায় শিব ও শিবা উভয়েই বাস করেন। ৭০

এই পীঠের অনেক স্থানে হরগৌরীর আরও অনেক প্রাচীন আশ্রম আছে। হরপার্বতীর এরূপ পীঠস্থান আর কোথাও নাই; হে সদাশয়! মহাদেব আরাধনা করিবার তোমাদিগের সেইটী উপযুক্ত স্থল, অতএব সেই স্থলে গিয়া মনের সহিত মহাদেবের উপাসনা কর। ৭১

তখন বেতাল ও ভৈরব কহিলেন;–হে মুনে! আমরা কামরূপে গমন করিব এবং যে নাটকশৈলে শঙ্কর, শঙ্করীর সহিত সর্ব্বদা বাস করেন, সেই পর্বতেই আমরা ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিব। ৭২-৭৩

দ্বিজোত্তম! কি প্রণালীতে শিবের আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন; এবং কোন্ মন্ত্র দ্বারা তাহার অর্চনা করিলে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! আমাদিগের প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে বলুন। ৭৪

ঋষি কহিলেন;–হে নরসত্তম! তোমরা নাটকাচলে গমন কর; তথায় মহাদেব দুর্গার সহিত বাস করিতেছেন। ৭৫

ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি, সন্ধ্যা-পর্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন, তাঁহার নিকট গমন কর। ৭৬

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে তদুপযোগী সরহস্য মন্ত্র বলিয়া দিবেন। হে বীরাগ্রগণ্য। এখন আমি তপোবন যাত্রা করি; তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর; আর আমার সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। তখন মহাত্মা কপোত মুনি, এই সকল কথা বলিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। বেতাল ও ভৈরব কপোত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৭৭

অনন্তর মহামতি বেতাল ও ভৈরব, একটী শুভদিন দেখিয়া দীক্ষিত হইলেন। পরে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব–ইহাদের নিকট অনুমতি লইয়া তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে কামরূপে গমন করিলেন। ৭৮

এই সময় হর-পার্বতী বেতাল-ভৈরবকে তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত দেখিয়া, তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে অনুনয়পূর্বক এই কথা বলিলেন; –হে দেবগণ! সম্প্রতি আমার পুত্রদ্বয় আমার উপাসনার নিমিত্ত তদগত চিত্ত হইয়া কামরূপে গমন করিতেছেন। ৭৯

অতএব হে ত্রিদশবৃন্দ! বেতাল ও ভৈরব আমার এই পুত্রদুইটীকে তপশ্চরণাধিকারী করিয়া পরে গাণপত্য প্রয়োগের নিমিত্ত সংস্কার বিধান কর। ৮০

ইহারা এই শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইবে; তপোবলে ইহাদের দেহ মানুষভাব পরিত্যাগপূর্বক যেরূপে দেবভাবাপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উপায় আমিই করিব। ৮১

তখন ভগবতীর সহিত ভগবান্ এই কথা বলিয়া স্নেহনিবন্ধন আকাশ মার্গের দ্বারা কামরূপ গমনকারী পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ৮২

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দিকপালসকল ও আরও অপর অপর লোক, মহাদেবকে পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎগামী দেখিয়া তাহারা সকলে মহাদেবের অনুগামী হইলেন। ৮৩

অনন্তর যখন বেতাল ও ভৈরব, গঙ্গা সদৃশ দৃষদ্বতী নদী প্রাপ্ত হইলেন, তখন কৃষ্ণসার-চর্ম্ম পরিধান করিয়া যোগিবেশ ধারণ করিলেন। ৮৪

অনন্তর, তখন পশুপতি-পালিত যোগিরূপধারী বেতাল-ভৈরব, দেবতা দিগের সহিত কামরূপে গমন করিলেন। ৮৫

কামরূপে উপস্থিত হইয়া করতোয়ানদীজলে আচমন করিয়া পরে নন্দি কুণ্ডে স্নান ও আচমনপূর্বক জটোদ্ভবা নদীতে যাইলেন, তথায়ও আচমনাদি করিয়া নন্দীকুণ্ড-সমীপস্থ জল্পিনাশক দেবতার বন্দনা করিয়া নাটক-শৈলে গমন করিলেন। ৮৬-৮৮

তথায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কাপোত মুনির বাক্য স্মরণ হইলে, শিবোপাসনায় নিয়ম জানিবার নিমিত্ত যে ভাগে সন্ধ্যাচল আছে, সেই দক্ষিণ দিকহে গমন করিলেন। ৮৯

সেইখানে, বশিষ্ঠকর্তৃক আনীত কান্তা-নদী রহিয়াছে, সেই নদীর তীরে ছায়া-প্রধান বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ একটা বৃহৎ পর্বত, ব্রহ্মার মানসপুত্র বসিষ্ঠ–এই পর্বতে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা তাহার নাম সন্ধ্যাচল রাখিয়াছেন। ৯০

এইখানে যাইয়া তাহারা, শিবপূজাপরায়ণ ধ্যানসক্ত-চিত্ত মূর্তিমান অগ্নি স্বরূপ বসিষ্ঠ-ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাহার সম্মুখে অবনতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা প্রণত হইয়া একথাও বলিলেন যে, হে সুব্রত! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের তারাবতী

নামক স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি। আমাদিগকে মহাদেবের মানুষ পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ৯১

মহাদেবের আরাধনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যদি আপনি আমাদের বাঞ্ছিত কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনুগ্রহ করেন। ৯২

তখন যোগেশ্বর বসিষ্ঠ ঋষি, বেতাল ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন;– তোমরা যে মহাদেবের পুত্র, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম এবং হে নরসত্তম! এইক্ষণে তোমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম মহাদেবের উপাসনা। হে অরিন্দম। এবিষয়ে আমার কি করিতে হইবে, তাহা তোমরা বল এবং মহাদেবের উপাসনার নিমিত্ত যেটী তোমাদিগের প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বিদিত হও। ৯৩

বেতাল-ভৈরব বলিলেন;–যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হইলে মহাদেব আমাদের দুইজনের প্রতি অবিলম্বে পরিতুষ্ট হইবেন, হে মুনে! তাহাই বলুন। ৯৪

আর কোন্ তন্ত্র অবলম্বন করিব? সে তন্ত্রের অনুষ্ঠানক্রমই বা কিরূপ? এই সকল বিষয়ের উপদেশ দিন। ৯৫

আর হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে সদুপদেশে ভবদাশ্রিত আমরা দুইজন, মহাদেবকে পাইতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ করুন। ৯৬

বসিষ্ঠ বলিলেন;–আশুতোষ ও ভগবতী উভয়েই তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন। ৯৭

আর এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংই অনুরাগ প্রকাশ করিলেন; যেহেতু তিনি সস্ত্রীক হইয়া সকল দেবগণের সহিত তোমাদিগের রক্ষাপূর্বক স্বর্গ হইতে আকাশমার্গের দ্বারা এইখানে আসিয়াছেন। ৯৮

কিন্তু তোমরা মনুষ্য, ব্রতানুষ্ঠানে তোমাদের সংস্কার বিধান হইলে, তখন স্বয়ং মহাদেব তোমাদিগকে গণেশত্ব লাভ করাইয়া কৈলাসে লইয়া যাইবেন। হে পার্বতীনন্দন! তোমরা যে

উপায়ে অনতিবিলম্বে মহাদেবকে পাইবে, তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করি, তোমরা একাগ্র হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ৯৯-১০০

মহাদেব ধ্যানে বিলম্বে প্রসন্ন হন, ধ্যান ও পূজা দ্বিবিধ অনুষ্ঠানেই আশু প্রসন্ন হন, অতএব সম্প্রতি যথার্থরূপে ধ্যান ও পূজা-প্রকরণ বলি। ১০১

যিনি তেজোময় নিত্যনিরঞ্জন জ্ঞানসুধাস্বাদক জগন্ময় চিদানন্দ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-স্বরূপ বিশ্বরূপ সর্ব্বদা মহাযোগরত, তাঁহার যতগুলি মূর্তি আছে, কোন ব্যক্তি সে সকল বলিতে পারে? ১০২-১০৩।

কিন্তু যে যে মূর্তিতে এস্থলে বাস করেন, তাহার মধ্যে আমার যে মূর্তিটি বোধগম্য আছে, তোমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সেই মূর্তিটি ইষ্ট বলিয়া জানি। ১০৪

প্রথম মন্ত্রের বিষয় শ্রবণ কর, পরে ধ্যানের বিষয় বলিব; তাহার পর পূজার পরিপাটি বলিব। ১০৫

হে নরর্ষভ! ঋ ও ৯ ছাড়া স্বরবর্ণের সমস্ত দীর্ঘস্বরের সহিত বিসর্গ ও চন্দ্র বিন্দু যোগ করিয়া পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বলা হইয়াছে। এইরূপ ক্রমে অন্যান্য বিষয়ও বলিব। সম্মদ, সন্দোহ, নাদ, গৌরব, প্রাসাদ, নির্দিষ্ট এই পাঁচ মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র দ্বারা এক একটি বক্ত্র পূজা করিবে অথবা মাত্র প্রসাদমন্ত্রের দ্বারাই মহাদেবকে পূজা করিবে। ১০৬-১০৯

সম্মাদি পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ নামক মন্ত্রটিই প্রশস্ত; এই মন্ত্রটি, মহাদেবের প্রসন্নতা হেতু বীর্যবান্ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব-ঋষিরা ইহার নাম প্রাসাদ রাখিয়াছেন। ১১০

সেই হেতু সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ মন্ত্রটিই প্রভুর প্রীতিপ্রদ। আর সম্মদ মন্ত্রটি, মহাদেবের আনন্দকর জানিবে। আর সম্মোহ;–মনের অভিলাষ পূরণ করেন বলিয়াই তাহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। শব্দোচ্চারণে ইষ্টদেব আকৃষ্ট হন, তাহার নাম নাদ, আর গুরুত্ব হেতুই মন্ত্রের নাম হইয়াছে গৌরব। তোমরা এই মন্ত্র দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা কর। ১১১-১১২

এখন ধ্যান বলি, শ্রবণ কর। পঞ্চমুখ, মহাকায়, জটাজুট-বিভূষিত, চারুচন্দ্রকলা-শোভী, অহিগণপরিবেষ্টিত-মস্তক, দশ-হস্ত, ব্যাঘ্রচর্মধারী, বিষপূর্ণ কণ্ঠ, ফণিভূষণ, এক একটি বক্ত্রে তিনটি তিনটি নেত্র, অতএব পঞ্চদশ নেত্র শোভী, ষড়জ্যেতিঃপূর্ণ বৃষবাহন, হস্তিচর্ম্মাচ্ছাদিত। ১১৩-১৫

তাহার পাঁচটি মুখের নাম;-সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান (এই পঞ্চমুখের স্বরূপকথন।)। ১১৬

নির্ম্মলস্ফটিক সদৃশ সদ্যোজাত। বামদেব পীতবর্ণ অথচ সৌম্য ও মনোহর। অঘোর, নীলবর্ণ ভয়জনক দন্তবিশিষ্ট। তৎপুরুষ, রক্তবর্ণ দেবমূর্তি ও মনোরম। ঈশান, শ্যামবর্ণ নিত্যশিবরূপী। পশ্চিমদিকে সদ্যোজাত, উত্তরে বামদেব, দক্ষিণে তৎপুরুষ, সর্বমধ্যে ঈশান,–এইরূপ ক্রমে ভক্তির সহিত তাহাকে ধ্যান করিবে। ১১৭-১২০

দক্ষিণদিকের পাঁচ হস্তে শক্তি, ত্রিশূল, খট্বাঙ্গ, বরদ, অভয় এই পাঁচটি রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচ হস্তে অক্ষসূত্র, বীজপুর, ভুজঙ্গ, ডমরু, উৎপল (পদ্ম) এই পাঁচটি রহিয়াছে। অণিমাদি-অষ্ট ঐশ্বর্য-যুক্ত মহাদেবের এইরূপ মূর্তি হৃদয়ে চিন্তা করিবে। ধ্যানকালে জগৎপতি মহাদেবকে এইরূপ চিন্তা করিয়া গণেশাদি দ্বারপালদিগকে পূজা করিবে। ১২১-১২৩

তাহার পর ভূতশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া মহাদেবের অষ্টমূর্তি অষ্টনামের দ্বারা পূজা করিবে; পরে আসন সকলের পূজা করিয়া ভাবাদি অষ্ট পুষ্প রচনাপূর্বক তাহাদিগকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিবে। নারাচ মুদ্রা দ্বারা তাড়ন করিবে। পরে ধেনুমুদ্রার দ্বারা বিসর্জন করিয়া চণ্ডেশ্বর বুদ্ধিতে যথাবিধি নির্মাল্য ধারণ করিবে। ১২৪-১২৬

হে নরোত্তম। পূর্বোক্ত সম্পদাদি পঞ্চ মন্ত্রদ্বারা যাবৎ অঙ্গ এক এক করিয়া মার্জনা করিবে, তদনন্তর বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকরিণী, (কলা বিকারিণী) বলপ্রমথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, মনোন্মথিনী–এই অষ্টদেবীকে শম্ভুর প্রীতির নিমিত্ত যথাক্রমে পূজা করিবে। ১২৭-১২৯

এইরূপে ধ্যান-তৎপর হইয়া মহাদেবের পূজা করণানন্তর, গুরু ও মন্ত্র ধ্যান করিয়া পরে মালা-গ্রহণপূর্ব্বক জপ করিবে। তদগত চিত্তে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অথবা মাত্র প্রাসাদ জপ করিলে শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। ১৩০-১৩১

এখন তোমাদিগকে ধ্যান, মন্ত্র ও অর্চনাক্রম সকলই বলা হইল। অতএব নাটকশৈলে গমন কর, সেইখানে শঙ্কর আছেন, তাহার আরাধনা কর। ১৩২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,–হে মুনে! আপনার অনুমত্যনুসারে এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রই অবলম্বন করিলাম, ইহার দ্বারাই মহাদেবকে ভক্তির সহিত পূজা করিব। ১৩৩

হে নৃপ! এই কথা বলিয়া তখন বেতাল ও ভৈরব, বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাহার উপদেশক্রমে নাটকশৈলে গমন করিলেন। ১৩৪

তথায় চিরনির্ম্মল সলিলপূর্ণ প্রফুল্ল-কমল-কুলবিরাজিত, সুদীর্ঘ পরম রমণীয় একটি সরোবর আছে। ১৩৫

তাহার তীরেই প্রশস্ত অতি মনোহর মহাদেবের এক আশ্রম আছে। হে নরশার্দূল! সেইখানে দেব দানব কিন্নর প্রমথাদি, সর্ব্বদা নৃত্য ও বাদ্য করিতেছেন। ১৩৬।

ইহাদিগের নৃত্যবাদনাদি-হেতুক মহাদেবও সেস্থলে কৌতুকপর হইয়া নিত্যই নৃত্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগের নটনহেতুকই সেই আশ্রম নাটকশৈল নামে পরিচিত হইয়াছে। ১৩৭

এই নাটক-শৈল, ছত্রাকার শঙ্করপ্রিয় ও সুদৃশ্য। তখন বেতাল ও ভৈরব অনুসন্ধানপূর্ব্বক সরোবরে যাইয়া তথায় মহেশ্বরের মহাশ্রম দেখিতে পাইলেন না। ১৩৮

হে নৃপ! তাহারা তথায় যাইতে সক্ষমও হইলেন না। তদনন্তর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া সেই সরোবরের তীরে তৎক্ষণাৎ একটি সুন্দর স্থণ্ডিল (ব্রতানুষ্ঠানের ভূমি) প্রস্তুত করিয়া বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে বেতাল ও ভৈরব, হরোপসনায় নিযুক্ত হইলেন। ১৩৯-১৪০

তখন, সেই পর্বতে দেবগণের সহিত, মহাদেব আপনার পুত্রদ্বয়কে শিবোপাসনারত দেখিয়া পার্বতীর সহিত নাটক-শৈলের অধিত্যকায় বাস করিলেন। ১৪১

নিম্নে, সরোবরের তীরে বেতাল-ভৈরব তপস্যা করিতে লাগিলেন, ঊর্ধ্বে, মহাদেবও দেবগণের সহিত থাকিলেন। ১৪২

সেখানে হরের নিত্যই যে নৃত্য ও মার্দলের শব্দ হইত, তাহা তাহারা শুনিতে পাইত, কিন্তু তাহা দেখিতে বা সেখানে যাইতে পারিত না। ১৪৩

হে ভূমিপ! মহাদেব, সকল দেবতাদিগের সহিত সেই পর্বতে আরূঢ় হইলে, পর্বতটী ইন্দ্রসভার ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। ১৪৪

পরে মহাদেব, ইহাদিগকে ধ্যান-নিযুক্ত দেখিয়া তৎক্ষণেই ধ্যানমার্গে সুস্থির হইয়া বসিলেন। ১৪৫

হে রাজন! বেতাল ও ভৈরব যখন পূজা করেন, কি যখন গমন করেন, বা অবস্থান করেন, সকল সময়েই হৃদয়ে মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।১৪৬

পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে ইহাদিগের সহস্র বৎসর অতি বাহিত হইয়াছিল। ১৪৭

ইহারা উপবাস, ভোজ্যনিয়ম, মহাদেব-পরিচিন্তন, এই সকল বিষয়ে তৎপর হইয়া তপোবলে বর্ষসহস্রকে একবৎসরের মতন জ্ঞান করিয়াছিলেন। ১৪৮

এইরূপে সহস্রবৎসর অতিবাহিত হইলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাহা দিগকে দর্শন দিলেন। ১৪৯

তখন বেতাল ও ভৈরব তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানগম্য বৃষধ্বজকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৫০

তখন সম্মুখে তেজোময় সম্যক্ পরিচিন্তিত, হৃদয়স্থিত-হররূপকে দেখিয়া মনে মনে বসিষ্ঠকে পূজা করিলেন, পরে বেতাল ও ভৈরব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৫১

পঞ্চবক্ত্র প্রশান্ত-শরীর সর্ব্বজ্ঞানময় পরমাত্মা সংসারসাগরের পরিত্রাণ কারী মহাদেবকে প্রণাম করি। ১৫২

আপনি পর ও পরমাত্মা এবং পরেশ ও পুরুষোত্তম; আপনি কূটস্থ পরিবর্তনশূন্য জগদ্ব্যাপী সর্ব্বপ্রধান পরমেশ্বর; আপনি পরমাত্মা, আপনিই মহাত্মা, আপনি তত্ত্বজ্ঞানময় প্রভু। আপনি সাংখ্যযোগের আলয় ও নির্মল এবং গুণত্রয়বিভাগবিৎ। ১৫৩-১৫৪

আপনি নিত্য, আপনিই অনিত্য, আপনি জগৎকর্ত্তা, আপনিই জগৎ সংহারক, আপনি এক হইয়া অনেকের স্বরূপ। আপনি নিষ্ক্রিয় ও জগন্ময়। ১৫৫

আপনি নির্বিকার নিরাধার, নিরানন্দ ও সনাতন; আপনি বিষ্ণু, আপনি মহেন্দ্র, আপনি ব্রহ্মা, আপনি জগৎপতি। ১৫৬

আপনি সবিশেষ রূপবান্ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যমুক্ত, বন্ধনশূন্য–স্ব-ইচ্ছায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনি সর্ববিদিত ও সর্ব্বসংহারক এবং দুর্জ্ঞেয়, আপনি যোগেশ্বর ও জ্ঞানমার্গানুসারী। ১৫৭

আপনি সামান্য ধবল-বর্ণ গিরির ন্যায় ফণীন্দ্রবেষ্টিত ও অমৃতভোগ-পরায়ণ আপনি সূক্ষ্ম অথচ অব্যয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের দর্পচূর্ণকারী, আপনি দেবদেব ও সকল দেবতাদির আশ্রয়। ১৫৮

আপনি প্রলয়কালেও অপরিত্যক্তদেহ ও পুতাত্মাদিগের হৃদয়ে বাস করেন। আপনি মহান ও নিত্য। আপনি বর্ধিষ্ণু অথচ উগ্র এবং মহাত্মা পুরুষ। আপনি একাদশ ইন্দ্রিয়ের চালনায় বিশেষ অভিজ্ঞ। ১৫৯

আপনি প্রভুর প্রভু; এইজন্য সকল বস্তুর জন্মহেতু, মুনিগণের গতিকারক এবং পরম যোগীদিগেরও প্রাপ্য। আপনি পৃথিবী-পালক এবং অনন্তরূপে অনন্ত শরীর ধারণ করেন।

আপনি বিশ্বরূপী; আপনার প্রপঞ্চ বহুতর। ১৬০

আপনি জ্ঞানামৃতের ধারাসম্পাদক পূর্ণচন্দ্র। মোহান্ধকারের উজ্জ্বল প্রদীপ; ভক্ত-পুত্রদিগের পরম-পিতা, আপন ইচ্ছায় পঞ্চানন রূপ ধারণ করিয়াছেন। ১৬১

আপনি যাবৎলোকের প্রথম শাস্তা (উপদেশক), আপনি সূর্য্য ও বহ্নি এবং সর্বপাপমুক্ত। আপনি ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন ও বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন। ১৬২

রুদ্ররূপ (সংহারমূর্তি) অবলম্বন করিয়া বিনাশ করিতেছেন। অতএব এই জগতে আপনার তুল্য অন্য বস্তু নাই। আপনি চন্দ্র, আপনি সূর্য্য, আপনি অনিল, অনল, জল ও ক্ষিতি। ১৬৩

আপনি আকাশ, আপনি যজ্ঞস্থলীয় হোতা যজমান, আপনার এই অষ্ট মূর্তির জন্য আর কিছুই নাই। আপনি অনন্তমূর্তি; কিন্তু এই কয়েকটি মূর্তির প্রধানত্ব-নিবন্ধন জগতে এই অষ্টমূর্তিরই কথা বলিয়া থাকে। ১৬৪

আপনি ত্র্যম্বক, আপনি ত্রিপুরারি, আপনি শম্ভু, ঈশ, শমন ও বিধাতা। ১৬৫

আপনি সহস্রবাহু, হিরণ্যবাহু, আপনি সহস্রমূর্তি; কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চবক্ত্র। আপনি প্রভূত নেত্র হইলেও ত্রিনেত্র এবং প্রভূতবাহু হইলেও দশবাহু। ১৬৬

আপনি ঐশ্বর্যশালী, প্রচুরভোগী এবং মিতভোগযুক্ত। আপনি ভোগ্য বস্তুর অনুগত কিন্তু তাহাতে অনাসক্ত। ১৬৭

আপনি নিত্যানিত্য-স্বরূপ এবং নিত্যধামস্বরূপ, আপনি পরতত্ত্বস্বরূপ এবং শিৰাত্মা আপনাকে নমস্কার। ১৬৮

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু–আপনার স্বরূপের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। হে বৃষধ্বজ! আমরা আর আপনাকে কি স্তব করিব? ১৬৯

দেবগণ ও দানবেরা যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন নাই, আমরা বালক হইয়া দেবাদি-দুল্লভ পরমেশ্বর আপনাকে কিরূপে স্তব করিব? ১৭০

হে বৃষধ্বজ! হে দেবেশ! আমরা মাত্র ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে গৌরীশ। পুনর্বার আপনি আমাদিগের বার বার প্রণাম গ্রহণ করুন। ১৭১

ঔর্ব কহিলেন,–হে রাজেন্দ্র! মহাদেব, মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন। ১৭২

হে বৎস! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, তোমাদিগকে বর প্রদান করিব। ১৭৩

হে বৎস! আমি তপোব্রত, স্তুতি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বদা নির্জনধ্যান-এই সকলের দ্বারা সম্যক্ প্রসন্ন হইয়াছি,-তোমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিব। ১৭s

বেতাল ও ভৈরব কহিলেন, হে বৃষবাহন! যদ্যপি আপনি আমাদিগের প্রতি সত্যই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, আর যদি আমরা আপনার বাস্তবিক পুত্রই হই–তবে আপনি আমাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করুন। ১৭৫

আপনি আমাদিগের জগদীশ্বর পিতা, যেরূপে পুত্রভাবে আমরা আপনার সর্বদা অনুগত থাকিতে পারি, সেইরূপ বর আমাদিগকে প্রদান করুন। ১৭৬

আমরা রাজ্যাভিলাষ করি না, ধন বা অন্য কিছুই চাহি না; হে বৃষধ্বঙ্গ। কেবল তদগত ভক্তিতে আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করি। ১৭৭

আপনি প্রসন্ন হইলে আপনার শ্রীপাদ-পদ-দ্বন্দ্বে আমাদিগের নয়নদ্বয় সর্ব্বদা ভ্রমর-স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হউক। ১৭৮

আপনার ধ্যান, আপনার অর্জন–এই সকল কর্মের দ্বারা আমাদিগের কোটি কোটি কল্প সম্যকরূপে অতিবাহিত হউক। ১৭৯

তখন মহাদেব, সকল দেবগণের সহিত হাসিতে হাসিতে বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে দেবত্ব প্রদান করিলেন। ১৮০

ইন্দ্রের সম্মতিতে স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া শঙ্কর তাহাদিগকে পান করাইলেন। তখন তাহারা দুইজন অমৃত পান করিয়া শিবশক্তি দ্বারা মনুষত্ব পরিত্যাগ করত অমরত্ব লাভ করিলেন। ১৮১-১৮২

সেই সময় বলশালী স্বয়ং বেতাল ও ভৈরব,-দৈবশক্তি, দৈবজ্ঞান, দৈবরূপ লাভ করিলেন। ১৮৩

মহাদেব তখন অভিন্নরূপে দেবত্বপ্রাপ্ত আনন্দযুক্ত পুত্রদ্বয়কে বলিলেন। ১৮৪

আমি তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। যদি আমার প্রদত্ত ইষ্ট ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার দয়িতা ঈশ্বরী আদ্যাশক্তির সেবা কর; আমি তদ্ব্যতিরেকে অব্যয় ইষ্টফল দিতে পারিব না; অতএব হে বৎস! তাহার আরাধনার নিমিত্ত তাহাকে আশ্রয় কর। ১৮৫-১৮৬

যাহাতে শীঘ্র তিনি প্রীতিলাভ করিতে পারেন। যেখানে সেখানে থাকিয়া তাহার উপাসনা করিতে পার। ১৮৭

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় — মন্ত্রোপদেশ আরম্ভ

ঔর্ব কহিলেন,-মহাদেব এইরূপ উপদেশ দিলে তখন বেতাল ও ভৈরব হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে ব্যোমকেশকে কহিলেন। ১

হে ভগবন! আমরা পার্বতীর ধ্যান, মন্ত্র, অর্চন-ক্রম, কিছুই জানি না, কিরূপে তাহাকে আরাধনা করিব, তদ্বিষয়ে সম্যক উপদেশ দিন। ২

ভগবান কহিলেন, হে বৎস! আমি মহামায়ার বিধি, মন্ত্র ও কল্প সকলই তোমাদিগকে যথার্থরূপে উপদেশ দিতেছি, তাহাতেই তোমাদিগের সকল সিদ্ধ হইবে। ৩

ঔর্ব কহিলেন,–হে নরপতে! এই কথা বলিয়া মহাদেব তখন মহামায়ার ধ্যান, মন্ত্র এবং বিধি তাহাদিগকে উত্তমরূপে বলিলেন। ৪

মহাদেব পার্বতীপূজার পশ্চাল্লিখিত অষ্টাদশ পটলের দ্বারা নির্ণয়পূর্বক বিধি কল্প রচনা করিয়াছেন। ৫

সগর রাজা কহিলেন,-পূর্বে শঙ্কর কিরূপ মন্ত্র, বেতাল ও ভৈরবকে কহিয়াছিলেন, যে মন্ত্র দ্বারা মহামায়াকে আরাধনা করিয়া তাহারা গণেশত্ব লাভ করেন। আমি সেই কল্প, সেই মন্ত্র, সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি। অষ্টাদশ পটলের দ্বারা মহাদেব, যে মন্ত্র ও যে কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ৬

ঔর্ব কহিলেন,–হে নৃপোত্তম। মহাদেব যে সকল মন্ত্রাদির বিষয় বলিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত; সম্পূর্ণ বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে; অতএব সেই সকলের সারভাগ উদ্ধৃত করিয়া বলি শ্রবণ কর। ৭

যখন বেতাল ও ভেরব পার্ব্বতী-মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মহাদেব কহিলেন, তোমরা পার্বতীমন্ত্র ও পার্বতীকল্প শ্রবণ কর। ৮

ভগবান কহিলেন,–আমি মহামায়া বৈষ্ণবীর মহোৎসবদায়ক; গুহ্য হইতে অতি গুহ্যতম অষ্টাক্ষর মন্ত্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ৯

এই বৈষ্ণবী মন্ত্রের ঋষি নারদ, দেবতা শম্ভু, ছন্দঃ অনুষ্টুপ এবং সর্ব-অর্থ সাধনার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। ১০

হাস্তান্ত (ষ), মান্ত (য), নান্ত (প), ণান্ত (ত), কৈকাদশ (ট), আদিষষ্ঠ (চ), খান্ত (ক), বিষ্ণু (অ), ইহা বামাবর্তে পাঠ করিলে "অ ক চ ট ত প য য" এই মন্ত্র হয়। ১১

এই অষ্টাক্ষর দ্বারা ঐ মন্ত্র নিষ্পন্ন হয়, উহার রক্তপদ্ম সদৃশ প্রভা; পূর্বে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সাধকগণ উহার জপ করিবে। ১২

ইহা একটি অতি গুহ্য মহামন্ত্র, ইহার নাম বৈষ্ণবী মন্ত্র; ইহা কলেবর বিশিষ্ট বলিয়া উহাকে অঙ্গিমন্ত্র বলা হয়। ১৩

মহাদেবের ঊর্ধ্বমুখ এবং প্রণবের বীজই ইহার বীজ এবং যকার ইহার শক্তি। ১৪

হে ভৈরব! সবীজ মন্ত্র কথিত হইল, এক্ষণে পূজার কল্প শ্রবণ কর। ১৫।

তীর্থে, নদীতে, দেবখাতে, গর্তে, প্রস্রবণাদিতে এবং পরকীয় জল ভিন্ন যে কোন জলাশয়ে প্রথমে স্নান করিবে। ১৬।

স্নানানন্তর আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া উত্তরাভিমুখে স্থণ্ডিলের মার্জনা করিবে। ১৭

'যুং সঃ ক্ষিত্যা' এই মন্ত্র এবং 'ওঁ হ্রীং স' এই আশাপূরণক মন্ত্র দ্বারা ভূতাপসরণের নিমিত্ত হস্তে জল লইয়া উহা দ্বারা পূজাস্থানের অভ্যুক্ষণ করিবে। ১৮

অনন্তর শুচি সাধক, বাম হস্ত দ্বারা স্থণ্ডিল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণশলাকা বা যাজ্ঞিক কুশ দ্বারা উহাতে মন্ত্র লিখিবে। ১৯

“ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ” এই মন্ত্র অথবা মন্ত্ররাজ অঙ্কিত করিবে। অনন্তর উহার সহিত সমরেখায় একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ২০

নিত্য পূজায় পঞ্চবর্ণগুড়ি দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিবার আবশ্যক নাই, কাম্য পূজায় বা পুরশ্চরণাদিতে ঐরূপ করিবে। ২১

তাহার পর পশ্চিমে এবং তদনন্তর দক্ষিণে রেখা অঙ্কন করিবে; সর্বশেষে পূর্বভাগে রেখা অঙ্কন করিবে। ২২

দ্বার এবং দল অঙ্কন করিবার এইরূপ ক্রম জানিবে। ‘ওঁ হ্রীং স’ এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পূজা করিবে। ২৩

অনন্তর মণ্ডল হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত ফটু-অন্ত দিগ্বন্ধন মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে দশ দিক্ বন্ধন করিবে এবং স্বহস্ত দ্বারাই দিগ্বন্ধন করিবে। ২৪

আটটি যবের দ্বারা একটি অঙ্গুলি হয়, অদীর্ঘ অর্থাৎ বিস্তারভাগে যোজিত চতুর্বিংশতি-অঙ্গুলি দ্বারা একটি হস্ত হয়। ২৫

এই প্রমাণ হস্তের নিজের এক হস্ত-পরিমিত মণ্ডল করিবে। উহাতে বিতস্তিপরিমিত পদ্ম এবং অর্থ বিতস্তি-পরিমিত কর্ণিকার করিবে। ২৬

পদ্মের দলগুলিকে পরস্পর-সংলগ্ন, : আয়ত ন্যূনাধিকভাব-শূন্য এবং বহির্বেষ্টনযুক্ত করিয়া নির্মাণ করিবে। ২৭

উহার ঠিক মধ্যভাগে ন্যূন বা অধিক ভাগে নহে- একটী দ্বার করিবে। ২৮

সেই মণ্ডলকে বর্তুলাকার রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। ২৯

যে ব্যক্তি উক্ত লক্ষণহীন একটা কিম্ভুতকিমাকার-রূপ মণ্ডল দেবীর পূজার্থ অঙ্কিত করে, সে পূজার ফল ও নিজের অভিলষিত প্রাপ্ত হয় না, অতএব যথাবিধি মণ্ডল অঙ্কিত করিবে।

৩০

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় — মণ্ডল-নির্মাণাদি

ভগবান্ কহিলেন, তাহার পর ‘নমঃ’ এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অর্ঘ্যপাত্র রাখিবার নিমিত্ত পথ ও দ্বার-শূন্য একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্মাণ করিয়া ‘ওঁ হ্রীং শ্রীং’ এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ১

তৎপরে ‘ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ’ এই মন্ত্রদ্বারা অর্ঘ্য পাত্রটি পূর্বনির্মিত মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া প্রথম সেই অর্ঘ্য পাত্রটি অর্চন করিবে। ২

পরে এই অপাত্রে ‘ঐ হ্রীঁ হ্রৌঁ’ এই মন্ত্র বলিয়া গন্ধ পুষ্প-জল নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে আবার একটি মণ্ডল রচনা করিবে। ৩

এই অর্ঘ্যপাত্র পূর্ববৎ একটী মণ্ডল রচনা করিয়া পাত্রটীকে ত্রিভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে; তৎপরে ঐ অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলে একটি পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। ৪

তাহার পর ‘হ্রীং’ এই মন্ত্রদ্বারা স্বীয় আসন পূজা করিবে। ইহার পর সাধক, ‘ক্ষৌঁ’ এই মন্ত্রদ্বার আত্মাকে পূজা করিয়া গন্ধ পুষ্পদ্বারা আপনার শিরোদেশ অর্চনা করিবে। ৫-৬

অতঃপরঃ ‘ওঁ হ্রীং সঃ’ এই মন্ত্রদ্বারা হস্ততলস্থিত পুষ্পটীকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা পূজা করিয়া আবার তাহা বাম হস্তের দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া সেই পুষ্পটী পূর্ব মন্ত্র দ্বারা ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে। ৭

দুই হস্তদ্বারা রক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া পাণিতল কচ্ছপাকৃতি করিবে, ইহার পর দহন ও প্লাবনাদি কর্ম্ম কর্তব্য। ৮

(কচ্ছপাকার হস্ত করিবার প্রণালী) বামহস্তের তর্জনীর সহিত দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠের যোগ হইবে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর সহিত বামাঙ্গুষ্ঠের যোগ হইবে। ৯

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত থাকিবে, বামহস্তে মধ্যমাদি অঙ্গুলী দক্ষিণ হস্তের ক্রোড়ে (ক) যোগ করিবে এবং বামহস্তের তৃতীয় অঙ্গুলীর সহিত দক্ষিণ হস্তের মধ্যম ও অনামিকা নামক দুইটি অঙ্গুলীকে অধোমুখ করিয়া যোগ করিবে। তাহার পর দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠটী কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিবে। ১০-১২

পাণিতল এইরূপ কচ্ছপাকারে বদ্ধ হইলে সকল সিদ্ধি প্রদান করে; এবং নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরকে হৃদয়গত করিবে। ১৩

সাধক ধ্যানকালে শরীর, মস্তক ও গ্রীবাদেশ সমান রাখিয়া সুস্থিরচিত্তে দাহন প্লাবনান্তে দেবীর ধ্যানে নিযুক্ত হইবে। বায়ুতে অগ্নি, জলে বায়ু, হৃদয়ে জল, নিক্ষিপ্ত করিয়া তখন স্বয়ং হৃদয়কে নিশ্চল করিয়া উহা আকাশে নিক্ষেপ করিবে। “ওঁ হূঁ ফট্” এই মন্ত্রদ্বারা মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরে শব্দের সহিত জীবকে আকাশে স্থাপন করিবে। ১৪-১৬

চন্দ্রবিন্দুর সহিত বায়ু, অগ্নি, যম, শক্র ও বরুণের বীজের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যথাক্রমে শোষণ, পূরণ, অমৃতসিঞ্চন ইত্যাদি কর্ম সকল কর্তব্য। ১৭-১৮

তাহার পর দেবীবীজের দ্বারা সুবর্ণাকার ব্রহ্মাণ্ডকে ঐং হ্রীং শ্রীং এইমন্ত্র দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত করিবে। ১৯

ঐ অণ্ডের উর্দ্ধভাগের দ্বারা আকাশ ও স্বর্গ মনের দ্বারা সৃষ্ট করিয়া অপর শেষ ভাগের দ্বারা পৃথিবী ও পাতাল সৃষ্টি করিতে হইবে। ২০

ইহাতে অন্যান্য বস্তু ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চিন্তা করিবে। এই সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে আবার ইক্ষুসাগরের মধ্যস্থিত স্বর্ণদ্বীপ চিন্তা করিবে। ২১-২২

সেই স্বর্ণদ্বীপের মধ্যে আবার সর্ব্বদা মন্দাকিনীজলে ক্ষালিত রত্নমণ্ডপস্থিত সুন্দর রত্নপর্য্যঙ্ক বিরাজ করিতেছে। ২৩

এই রত্নপর্যঙ্কে একটি প্রফুল্ল কাঞ্চন পদ্ম সর্ব্বদা রহিয়াছে এবং ইহার স্বর্ণমালাকৃতি মৃণাল সপ্তপাতালগামী এবং পদ্মটী পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। ২৪

ইহার কেশরের বর্ণ কাঞ্চন-বর্ণ-সদৃশ;–এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এই কাঞ্চন-পদ্ম-স্থিত মহামায়াকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে। ২৫

শোণ পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠে দোদুল্যমান; কর্ণদ্বয়ে রত্নখচিত চঞ্চল কাঞ্চনময় কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। ২৬

মস্তকে রত্নখচিত হিরন্ময় কিরীট রহিয়াছে; তিনি শুক্ল-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণ মিশ্রিত তিনটি নেত্র-দ্বারা অতিশয় মনোজ্ঞা হইয়াছেন। ২৭

তাহার কপোলদ্বয় নবশশধর-সদৃশ; নয়ন চঞ্চল ও বিশাল; দন্তপংক্তি পরিপুষ্ট দাড়িমীবীজ-সদৃশ; ভ্রূযুগল পরম সুন্দর। ২৮

পরিধেয় বসনখানির বর্ণ বন্ধুকপুষ্পের ন্যায়; নাসিকা শিরীষপুষ্প সদৃশ। গ্রীবাদেশ শঙ্খ-সদৃশ, প্রভা সূর্য্য-কোটি-সদৃশ, তিনি চতুর্ভজা সুবসনা পীনোন্নত-পয়োধরা। ২৯-৩০

তাহার দক্ষিণ দিকের ঊর্ধ হস্তে খড়্গ, নিম্ন হস্তে সিদ্ধসূত্রক। বাম হস্তের দ্বারা অভয় বরপ্রদায়িনী। তাহার গম্ভীর নাভি ও মধ্যদেশ যথাক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। ৩১

তিনি মনোহরা অতিশয় নম্র-স্বভাব; তাহার ঊরুদ্বয় হস্তিশুণ্ড-সদৃশ, গুলফদ্বয় অতি নিম্ন, পাষ্ণিভাগ অতি সুন্দর; তিনি নিবিড় বদ্ধ পর্য্যঙ্কাসনে বসিয়া গাত্রদ্বারা একটি রত্নস্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আছেন; "তুমি কি অভিলাষ কর?" এইরূপ বাক্য যেন সকলকে বার বার বলিতেছেন, সম্মুখস্থিত নিজ বাহন সিংহীকে দেখিতেছেন। ৩২-৩৩

তিনি মুক্তামালা স্বর্ণ ও রত্নহার এবং কঙ্কণাদি হস্তভূষণ ও অন্যান্য যাবতীয় অলঙ্কারের দ্বারা সমুজ্জ্বল, মুখখানি হাস্য যুক্ত, তিনি সূর্য্য-কোটি-সদৃশ সমুজ্জ্বল, সর্ব্ব-লক্ষণাক্রান্ত নবযৌবনসম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দরী। অম্বিকার এইরূপ ধ্যান করিয়া ও "নমঃ ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা কূর্ম্মমুদ্রিত হস্তস্থিত পুষ্পটী মস্তকে দিয়া দেবীর সহিত আপনাকে অভিন্ন চিন্তা করিবে। ৩৪-৩৬

অনন্তর, যথাক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। প্রধান-মূলে আকার প্রভৃতি দীর্ঘ স্বর ও বিন্দু যোজনা করিয়া তদন্তে “নমঃ” “স্বাহা” ইত্যাদি অঙ্গ মন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ-পূর্বক অঙ্গ প্রণব দিয়া “ওঁ আং নমঃ” “ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা, যথাক্রমে উক্ত ন্যাসদ্বয় কর্তব্য। এই সমস্ত মন্ত্র রক্ত বর্ণ এবং মনোহর। ৩৭-৩৮

পঞ্চ অঙ্গুলি ন্যাসের পরে অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত সমস্ত করতল ঘুরাইয়া করতলদ্বয়-যোগে অঙ্গুলিপ্রান্তভাগ দ্বারা “ফট” উচ্চারণপূর্বক ন্যাস করিবে। ৩৯

হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নয়নয়ে পূর্বোক্ত ক্রমে অর্থাৎ ‘ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে, পরে ঐরূপ করতলে ন্যাস করা কর্ত্তব্য। ৪০

অনন্তর, চক্ষু, পৃষ্ঠ, উদর, বাহু-যুগল, হস্ত, পদযুগল, জঙঘাদ্বয় এবং জঘন দ্বয়ে যথাক্রমে মূলমন্ত্রের অন্তর্গত আটটি অক্ষর ওঙ্কার স্মরণ করত ন্যাস করিবে। ৪১

এইরূপে শরীরশুদ্ধি, ভূতাপসরণ ও মনোনিবেশ করিয়া মনুষ্যগণ, সতত পূজা করিতে অধিকারী হয়। নতুবা পূজা করিতে অধিকারী হইবে না। ৪২

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় — পূজা-পারিপাট্য

ভগবান কহিলেন;–তাহার পর সেই অর্ঘ্যপাত্রে সেই মন্ত্র অষ্টবার আবৃত্তি করিয়া জপ করিবে। ১

পরে সেই জল দ্বারা পুষ্পাদি সকল ও আপনার মণ্ডল আসন ও পূজো পকরণ স্বয়ং অভ্যুক্ষিত করিবে। ২

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বারা অস্ফুট স্বরে দ্বারপাল ও দেবীর আসনগুলি পূজা করিবে। ৩

নন্দীভৃঙ্গী মহাকাল গণেশ দ্বারপাল–ইহাদিগকে উত্তরাদিক্রমে এবং আধারশক্তি হইতে হেমাদ্রি পর্যন্ত মধ্য ক্রমে পূজা করিবে। ৪

হে ভৈরব! সর্ব্ব তন্ত্রের পূজা প্রকরণে প্রসিদ্ধ দশ দিকপাল ধর্ম ও অধর্ম ইত্যাদি গ্রহগণ মণ্ডলের অগ্নিকোণ হইতে পূজা করিবে। ৫।

তাহার পর সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, পবন ও সকল মণ্ডল পদ্ম, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, যোগপীঠ, গুরুপদ, সারদাদি ভদ্রপীঠ–ইহাদিগকে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে পূজা করিবে। ৬

তাহার পর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণডিম্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সকল সমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, সমণ্ডপ স্বর্ণ দ্বীপ ও পর্য্যঙ্ক, রক্তপদ্ম, রত্নস্তম্ভ, সিংহ এই সকলের পূজা মণ্ডল মধ্যে অবশ্য করিবে। ৭-৮

হ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা পূর্বোক্ত নিয়মে, হস্ত কুর্ম্ম-পৃষ্ঠাকারে বদ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্রপূত আসনে সমাসীন হইয়া দেবীকে পূর্ববৎ পূজা করিবে। ৯

তাহার পর হৃৎপদ্মে স্বর্ণদ্বীপ ও উত্তম পর্য্যঙ্কখানি চিন্তা করিবে। ১০

অনন্তর তাহাকে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপভাবে একাগ্রচিত্তে দেবীকে স্মরণ করিবে। ১১

ইহার পর ষোড়শপ্রকার উপচার দ্রব্যে হৃদয়স্থ দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। ১২

হে ভৈরব! তাহার পর বায়ু বীজের দ্বারা নাসিকার দক্ষিণপুট দ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিয়া সেই কুর্ম্মমুদ্রাবদ্ধ হস্ত হইতে দেবীকে পদ্মমধ্যে স্থাপন করিবে। ১৩

যাবৎকাল না স্থাপন হইবে, তাবৎকাল হস্তবন্ধন ত্যাগ করিবে না। ১৪

কূর্ম্মমূদ্রা-বদ্ধ হস্ত যদি পুষ্পবিযুক্ত করিয়া উপাসনা করা হয়, তাহা হইলে গন্ধর্ব্ব–সেই পূজার ফলপ্রাপ্ত হন, পূজক তাহা প্রাপ্ত হন না। ১৫

তাহার পর "মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি ধিয়ে যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই গায়ত্রী দ্বারা আহ্বান করিবে। ১৬

তাহার পর "ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ" এই কথা বলিয়া লক্ষণাক্রান্ত স্নানীয়োদক প্রদান করিবে। ১৭

মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পায়স, মোদক, শর্করা, গুড়, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, নানাবিধ ফল, রক্তপুষ্প–মালা, সুবর্ণ, রজত, অতি উত্তম নৈবেদ্য, দেবীর আনন্দজনক পক্ক নাগরঙ্গ ফল, বহু কুষ্মাণ্ড ফল, হরীতকী ফল, নাগরঙ্গ মেখলা, বালকপ্রিয় আর আর দ্রব্য সকল, নারিকেল জল এই গুলি দেবীকে যত্নপূর্বক প্রদান করিবে। ১৮-২১

দেবীকে রক্তবর্ণকৌষেয় বস্ত্র দিবে, কখন নীলবর্ণের বস্ত্র দিবে না। ২২

বকুল, নাগকেশর, কুন্দ, মন্দার, বজ্র ধনুহী পুষ্প অথবা তিল পুষ্প, করবীর, কুরুন্ট (ঝিন্ট), অর্কপুষ্প (আকন্দ), শাল্মলী (শিমুল), সুকোমল দূর্ব্বাঙ্কুর, কুশমঞ্জরী, কুশ, বন্ধুক, পদ্ম, বিল্বপত্র, রক্তপদ্ম এই সকল বস্তু দেবীর প্রিয়। ২২-২৫

হে ভৈরব! পুষ্পের মধ্যে বন্ধুক, কুন্দ, বকুল বিল্বপত্র এইগুলি বিশেষ প্রিয়। দ্রব্যের মধ্যে পায়স ও মোদক বিশেষ প্রীতিকর। ২৬

যে ব্যক্তি সহস্র বকুল, বন্ধুক, করবীর, কুন্দপুষ্পের মালা দেবীকে প্রদান করেন, সে ব্যক্তি সকল অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া আমার লোকে (শিব লোকে) আগমনপূর্বক আনন্দভোগ করেন। ২৭

কালীয়কযুক্ত চন্দন ও কুঙ্কুম এই দুইটী বস্তু লেপন-দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব দেবীকে ইহা যত্নপূর্বক দিবে। ২৮

কর্পূর, কুসুম্ভ পুষ্প, সুগন্ধ মৃগনাভি, কালীয়, গন্ধদ্রব্যের মধ্যে এইগুলি দেবীর প্রীতিকর। ২৯

তীব্রগন্ধী যক্ষধূপ (ধুনা) সুগোল পিণ্ড ধূপ, অগুরু সিন্ধুবার এই সকল ধূপ দেবীর অভিলষিত। ৩০

অঙ্গরাগের মধ্যে সিন্দুর দেবীর আমোদজনক; মধু মাংসযুক্ত সুগন্ধিশালি তণ্ডুলোৎপন্ন, অপূপ (পিষ্টক), পায়স, ক্ষীর এই ভোজনদ্রব্যগুলি দেবীর পক্ষে প্রশস্ত। ৩১

সকর্পূর রতোদক, পিণ্ডীতক (ময়না), কুমার (বরুণ), রোচন, এই সকলের পুষ্পমিশ্রিত জল দেবীর স্নানীয়। ৩২

দীপের মধ্যে ঘৃতপ্রদীপই সুপ্রশস্ত। এই সকল দ্রব্য, দেবীকে প্রদান করিয়া পরে মূল মন্ত্রদ্বারা পুস্পাঞ্জলিত্রয় উত্তমরূপে প্রদান করিবে। ৩৩

ইত্যবসরে কামেশ্বরী বিন্ধ্যকন্দর-বাসিনী, গুপ্তদুর্গা, মাতঙ্গী, ললিতা, দুর্গা, সিদ্ধিদ, ভৈরবী, বলপ্রমথিনী, চণ্ডী, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, উগ্রচণ্ডা,কোটীশ্বরী, দীর্ঘিকা, উগ্রা, ভীম, শিবা, শান্তা, জয়ন্তী, কালিকা, মঙ্গলা, ভদ্রকালী, শিবা, ধাত্রী, কপালিনী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, পঞ্চ-পুষ্করিণী, সর্ব্বভূতদমনী, মনঃপ্রোৎসাহকারিণী–এই সকল দেবীকে পূজা করিয়া, হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র, বাহু, চরণ–মন্ত্রদ্বারা এই সকল অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৪-৩৭

মূল মন্ত্রের প্রথম তিন অক্ষরের দ্বারা প্রথমোক্ত অঙ্গের পূজা কর্তব্য, পরে মন্ত্রের এক একটি অক্ষর বাড়াইয়া পর পর এক একটী অঙ্গ পূজা করিবে। ৩৮

সিদ্ধ সূত্র ও খড়্গ মূল মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। তাহার পর পদ্মের অষ্টদলে অষ্ট যোগিনী পূজা করিবে। ৩৯

পূর্বাদি চতুর্দিকে শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা ও কালরাত্রির পূজা করিবে। ৪০

অগ্নিকোণাদি চতুষ্কোণে চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী এই দেবী কয়েকটিকে পূজা করিবে। ৪১

পদ্মমধ্যে "মহামায়াং নমামি" ও মূল মন্ত্রদ্বারা মহামায়া অর্চনা করিবে। ইহার পর বলিদান। ৪২

হে ভৈরব! যে সময় এইরূপ কল্পাদিক্রমে কামদেবী পূজিত হন, তখন তিনি স্বয়ং মণ্ডলে আসিয়া ভক্তের দেয় পদার্থ গ্রহণ করেন এবং ভক্তের অভিলাষ সম্যক্ পূরণ করেন। ৪৩

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় — বলিদান

ভগবান বলিলেন, তাহার পর দেবীর প্রমোদজনক বলি প্রদান করিবে। কেননা, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে সাধক, মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃতদ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীত বাদ্যদ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবে। ১-২

(১) পক্ষী (২) কচ্ছপ (৩) কুম্ভীর (৪) নবপ্রকার মৃগ যথা–বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোধা, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার, শশ এবং (৫) সিংহ, মৎস্য (৬) স্বগাত্র-রুধির (৭) এবং ইহাদিগের অভাবে হয় এবং (৮) হস্তী এই আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৩-৪

ছাগল, শরভ এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ। ৫

পুষ্প, চন্দন এবং বন্দনদ্বার বলিকে স্থাপিত করিয়া সাধক বারংবার বলিদানোক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৬

সাধক, স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং বলিকে পূর্বমুখ স্থাপিত করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ৭

তুমি শ্রেষ্ঠ জীব, আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, অতএর সর্বস্বরূপ বলিরূপী তোমাকে আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। ৮

হে বলে। তুমি চণ্ডিকার প্রীতি উৎপাদন করিয়া দাতার আপৎ সকল বিনাশ কর, বৈষ্ণবীর বলিরূপী তোমাকে নমস্কার। ৯

ব্রহ্মা, স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এই জন্যে যজ্ঞে পশুবধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয়। ১০

হে ভৈরব! সেই বলিকে কামরূপী চিন্তা করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা তাহার মস্তকে পুষ্পদান করিবে। ১১

তাহার পর দেবীর উদ্দেশে আপনার কামনা নির্দেশ করিয়া বলিকে অভিষিক্ত করিয়া করবালের পূজা করিবে। ১২

হে খড়্গ! তুমি চণ্ডিকার রসনাস্বরূপ এবং সুরলোকের সাধক এই বলিয়া ধ্যান করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্রদ্বার খড়্গকে পূজা করিবে। ১৩।

তাহার পর কালরাত্রিস্বরূপ উগ্রমূর্তি রক্তাস্য রক্তনয়ন রক্তমাল্যানুলেপন রক্তবস্ত্রধর পাশহস্ত সকুটুম্ব রুধিরপায়ী মাংসভোজী কৃষ্ণবর্ণ পিনাকীপাণিরও পুজা করিবে। ১৪-১৫

হে খড়্গ। তোমার নাম অসি, বিশসন, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ধর্মপাল, তোমাকে নমস্কার করি। ১৬

তাহার পর আঁং হ্রীং ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গকে পূজা করিয়া সেই বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলিচ্ছেদ করিবে। ১৭

তাহার পর ছিন্ন বলির রুধির-জল, সৈন্ধব, সুস্বাদু ফল, মধু, গন্ধ ও পুষ্পের দ্বারা সুবাসিত করিয়া ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কৌশিকি এই রুধির দ্বারা প্রীতিলাভ কর, এই মন্ত্র বলিয়া যথাস্থানে রুধির নিক্ষেপ করিয়া ছিন্ন মস্তকের উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে, এইরূপে সাধক, বলির পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। ১৮-২০

কোন বিষয় ন্যূনতা হইলে ফলেরও ন্যূনতা হয় এবং বিপর্যয় হইলে কর্ম একবারে নিষ্ফল হয়। ২১

হে বেতাল ও ভৈরব। দুর্গার সকল প্রকার বলিদানে এই একই বিধি জানিবে এবং পণ্ডিতগণ ইহারই অনুষ্ঠান করিবেন। ২২

তাহার পর পূর্বের মত ধ্যানতৎপর হইয়া জপ আরম্ভ করিবে। হস্তে মালা গ্রহণ করিয়া মনে মনে দুর্গাদেবীর চিন্তা করিবে। ২৩-২৪

গুরুবর্ণাদি যেরূপ হইবে, সেইরূপে গুরুকে মস্তকে চিন্তা করিবে, কণ্ঠে পীতবর্ণ হিরন্ময় মন্ত্রের ধ্যান করিবে। ২৫

হৃদয়ে মহামায়ার ধ্যান করিবে এবং আপনাকে গুরুপদে বিলীন বিবেচনা করিবে। ২৬

তাহার পর সুষুম্না-পথ দিয়া গুরু, মন্ত্র, আত্মা এবং দেবীর একতা চিন্তা করিবে। তাহার পর তত্ত্বস্বরূপ একটি ষটচক্রকে আশ্রয় করিবে। ২৭

বিচক্ষণ সাধক ঐ ষটচক্রেও ক্ষণকাল মহামায়ার ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র, আদি ষোড়শচক্রে আশ্রয় করিবে। ২৮

আদি-ষোড়শ চক্র-স্থিত, সাধকদিগের আনন্দকারিণী দেবীকে চিন্তা করিয়া সাধক জপকর্ম আরম্ভ করিবে। ২৯

ভ্রূর উপরিভাগ নাড়ীত্রয়ের প্রান্তভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই প্রান্তভাগ ত্রিপথ ষটকোণ এবং চতুরাঙ্গুলপরিমিত। রক্তচন্দন-যোগজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐ স্থানকে আজ্ঞাচক্র বলিয়া অভিহিত করেন। ৩০

মনুষ্যদিগের কণ্ঠে সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীত্রয়ের ষড়ঙ্গুলিপরিমিত ষটকোণ, একটি বেষ্টন আছে। উহাও একটি ষটচক্র, উহা কণ্ঠের মধ্যস্থিত এবং শুক্লবর্ণ। ৩১-৩২

হৃদয়ে তিনটি নাড়ীর একত্র মিলন হইয়াছে, ঐ স্থান সপ্তাঙ্গুল প্রমাণ এবং ষোড়শার নামে বিখ্যাত। ৩৩

যোগজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ আদি ষোড়শচক্রকে পীতবর্ণ বলিয়া নির্দেশ করেন। যেহেতু ধ্যান, মন্ত্র-চিন্তনের এবং জপের হৃদয় আদ্য স্থান, এই নিমিত্ত হৃদয় আদি নামে অভিহিত হয়। ৩৪

জপের প্রথমে জল দ্বারা যত্নপূর্বক মালা ধৌত করিয়া মণ্ডলের মধ্যে অথবা বামহস্তে রক্ষা করিয়া তাহার পূজা করিবে। ৩৫

হে মালে। তুমি মহামায়া সর্বশক্তিস্বরূপা, তোমাতে চতুর্বর্গ ন্যস্ত হইয়াছে, তুমি আমার সিদ্ধিপ্রদা হও। ৩৬

হে ভৈরব! এইরূপে মালার পূজা করিয়া দক্ষিণ হস্তে তর্জনী ত্যাগ করিয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠার সহিত মিলিত মধ্যমার মধ্যভাগে ঐ মালা গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে মালা ধারণ করিয়া এক একটি বীজ স্পর্শ করিয়া জপ করিবে। ৩৭

প্রতিবার ধীরে ধীরে মন্ত্র পাঠ করিবে; ওষ্ঠ চালিত করিবে না, মালার এক একটি বীজ গণনা করিয়া জপ করিবে, একদা উভয় বীজ স্পর্শ করিবে না। ৩৮

হে ভৈরব! পূর্ব জপে প্রযুক্ত অঙ্কুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা পূর্ববীজ জপ করত পর বীজ স্পর্শ করিবে না, ঐরূপ করিলে তাহার সেই জপ নিষ্ফল হইবে। ৩৯

যে ব্যক্তি মালাকে হৃদয়ের সন্নিহিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণপূর্বক দেবীকে চিন্তা করত জপ করে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না। ৪০

স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ, রুদ্রাক্ষ, পুত্রঞ্জীব-সমুদ্ভব বীজ, সুবর্ণ, মণি, প্রবাল অথবা পদ্মের বীজ ইহার একতরের দ্বারা দেবীর পরম প্রীতিকর অক্ষমালা নির্মাণ করিবে। কুশ-গ্রন্থিযুক্ত হস্তদ্বারা সর্বদা অনুচ্চ স্বরে জপ করিবে। ৪১

সমুদয় মালাবীজের মধ্যে রুদ্রাক্ষ আমার প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয়; যেহেতু রুদ্রের প্রীতি উৎপাদন করে, এই জন্য উহার নাম রুদ্রাক্ষ। ৪২

প্রবালের অষ্টাবিংশতি বা পঞ্চপঞ্চাশৎ বীজদ্বারা মালা রচনা করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক বা ন্যুন সংখ্যা দ্বারা করিবে না। ৪৩

রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, বা স্ফটিক দ্বারা যদি জপমালা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে উহার মধ্যে পুত্রঞ্জীবাদি অন্য কিছু মিশ্রিত করিবে না। ৪৪

জপকর্ম্মে মালার মধ্যে যদি অন্য কিছু মিশ্রিত করে, তাহা হইলে প্রিয়ঙ্করী দেবী তাহাকে কাম বা মোক্ষ দান করেন না। ৪৫

সে জন্মান্তরে বেদবেদাঙ্গ-পারগ হইয়া জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু পরে পাপ কর্ম্মবশে চণ্ডালদিগের সহিত মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয়। ৪৬

মালার মূলে একটী পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলবীজ গ্রন্থন করিবে, তাহার পর ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত কৃশ বীজের বিন্যাস করিবে। ৪৭

এইরূপ ক্রমে মালা নির্মাণ করিবে, যাহাতে সেটি একটি সর্পাকারে পরিণত হয়। প্রতিবীজ যথাস্থিত ব্রহ্মগ্রন্থি-যুক্ত করিবে। ৪৮

গ্রন্থিশূন্য দৃঢ় রজ্জু-যুক্ত করিবে। যে গ্রন্থির মধ্যদেশে ত্রিরাবৃত্তি, অন্তদেশে অর্ধাবৃত্তি এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। ৪৯

মালা স্বয়ং যোজিত করিবে, মন্ত্র উচ্চারণ না করিয়া যোজনা করিবে না। এরূপ দৃঢ় সূত্রের যোজনা করিবে যাহাতে জপ করিতে ত্রুটিত না হয়। ৫০

এইরূপ দৃঢ় করিয়া মালা ধরিবে, যাহাতে জপ করিতে করিতে হস্ত হইতে চ্যুত না হয়। মালা হস্ত হইতে চ্যুত হইলে বিঘ্ন হয় এবং ছিন্ন হইলে মরণ হয়। ৫১

আমার কথানুসারে যে ব্যক্তি মালা প্রস্তুত করে এবং জপ করে, তাহার অভীপ্সিত সিদ্ধ হয়; কোন বিষয়ে হীন হইলে বিপরীত ফল হয়। ৫২

অন্য সময়েও অভীষ্ট দেবকে স্মরণ করিয়া মালা জপ করিবে। পূর্বে যেরূপ উপদেশ করা গেল, সাধক, তদনুসারেই জপ করিবে; কখনও অন্যরূপ করিবে না। ৫৩

যথাশক্তি সংখ্যাপূর্বক যত্ন করিয়া জপ করিবে, সংখ্যাহীন জপ নিষ্ফল হয়। ৫৪

জপ সমাপন করিয়া মালা শিরোদেশে অথবা উচ্চ স্থানে স্থাপন করিবে। তাহার পর আপনার মনোগতভাব নিবেদন করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে। ৫৫

স্তুতি একটি মহামন্ত্র সর্ব্বকর্ম্মের সাধক। হে মহাভাগদ্বয়। তোমাদের দুজনকে সেই সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক স্তুতির কথা বলিতেছি। ৫৬

হে সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে। হে সর্বার্থসাধিকে! হে শরণ্যে। ত্র্যম্বকে। গৌরবর্ণে! নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি। ৫৭

সাধক এই স্তুতি পাঠ করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর ঐং হ্রীং শ্রীঁ এই মন্ত্র দ্বারা পাঁচবার প্রাণায়াম করিবে, অথবা অন্য কার্যের পরে আপনার ইচ্ছায় অধিকবারও প্রাণায়াম করিতে পারে। ৫৮

তাহার পর যোনিমুদ্রা দেখাইয়া বিসর্জন করিবে। ৫৯

দুইটি হস্ততল বিস্তার করিয়া ঊর্ধ্বদিকে অঞ্জলি করিবে। দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগে দুইটি অঙ্কুষ্ঠের অগ্র সংযোজিত করিবে। ৬০

বাম হস্তের অনামিকার সম্মুখে তাহার কনিষ্ঠার বিন্যাস করিবে, এইরূপ দক্ষিণ হস্তের অনামিকার সম্মুখভাগে তাহার কনিষ্ঠার বিন্যাস করিবে। ৬১

দুই হস্তের দুইটি তর্জনীর অগ্রভাগ কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিবে। ৬২

এইরূপ করিলে একটি যোনিমুদ্রা হইবে, এই যোনিমুদ্রা দেবীর অতিশয় প্রীতিকরী। ৬৩

সাধক প্রতিমার সম্মুখে তিনবার যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। ঐ মুদ্রা মস্তকে স্থাপিত করিয়া পরে মণ্ডলের অগ্রভাগে স্থাপন করিবে।৬৪

তাহার পর দ্বারপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশানকোণে ঐ যোনিমুদ্রার অগ্রভাগ করিয়া সেই স্থানে রক্তচণ্ডাকে নমস্কার করিবে। ৬৫

তদনন্তর সাধক হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক রক্তচণ্ডায়ৈ নমঃ এই বলিয়া নির্মাল্য নিক্ষেপ করিবে। ৬৬

তাহার পর জলেই হউক, অথবা বৃক্ষমূলেই হউক, নির্মাল্যের বিন্যাস করিবে। এইরূপ বিধানে যে মনুষ্য সেই মঙ্গলদায়িনী দেবীর পূজা করে, সে সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৭

সাধক, প্রথমে অর্ধ লক্ষ জপ করিয়া বিশেষ নৈবেদ্য দান করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। ৬৮

শুক্লপক্ষে অষ্টমীর দিবস উপবাস করিয়া মণ্ডল তুল্য একটি কুণ্ড করিবে। নবমীর দিবস পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দিয়া পিতা এবং গুরুকে নিকটে রাখিয়া পূর্বের ন্যায় একটি মণ্ডল করিবে। ৬৯

পূর্বোক্ত বিধানে চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিয়া বিল্বপত্র সহিত তিলের দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার হোম করিয়া তিন সহস্রবার জপ করিবে। ৭০

নৈবেদ্য, গন্ধপুষ্প, প্রিয়বস্তু, পূর্বোক্ত অন্যান্য বস্তু এবং পায়স দেবীকে দান করিবে। ৭১

পূজার অবসানে ত্রিজাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিবে। তাহার পর সিন্দুর, স্বর্ণ, রত্নাদি স্ত্রীদিগের ভূষণ সকল এবং শক্তি অনুসারে ভূরি পরিমাণে পুষ্পমালা প্রদান করিবে। ৭২

নবমীর দিবস শালি অন্ন সহিত মহাশক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত দ্রব্য এবং সন্ধ্যাকালে ঘৃতের সহিত বলি দেবীকে দান করিবে। ৭৩

গুরুকে সুবর্ণ, গাভী এবং তিল দক্ষিণা দান করিবে। ৭৪

অভিশপ্ত, অপুত্র, নিন্দনীয়, ক্রিয়াহীন, অকল্পজ্ঞ, বামন, গুরুনিন্দক, এবং সর্ব্বদা মৎসরযুক্ত এইরূপ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। ৭৫

গুরু,–মন্ত্রের মূল, যেহেতু মূল শুদ্ধ হইলে তৎসম্বন্ধীয় অঙ্গ সকল সফল হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে যত্নপূর্বক পরীক্ষা করিবে। ৭৬

শাস্ত্রে কোন একটি ভাল মন্ত্র দেখিয়া তাহা শাঠ্যদ্বারা, ক্রোধ-প্রদর্শনপূর্বক মোহ উৎপাদন করিয়া, সম্পত্তির লোভ দেখাইয়া, অথবা ছলনাপূর্বক গুরুর মুখ হইতে গ্রহণ করিবে না। ৭৭।

সেই-মন্ত্র-চৌর্য-রূপ পাপে মনুষ্য মন্বন্তর-ত্রয় নরকে বাস করিয়া পাপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৮

যেমন নিবিড় অরণ্য মধ্যে সুশস্যের বীজ বপন অনুচিত, সেইরূপ শঠ, ক্রূর, মূর্খ, ছলনাকারী, অভক্ত এবং দূষিত ব্যক্তিকে মন্ত্র দান করা উচিত নয়। ৭৯

পুরশ্চরণপূর্বক একলক্ষবার মন্ত্র জপ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; কারণ পুরশ্চরণ কার্য্য দ্বারা সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ৮০

হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা বীজসংপুট করিয়া দ্বিলক্ষ বার মন্ত্র জপ করিলে মনুষ্য–কবি, বাগ্মী, পণ্ডিত এবং যশস্বী হয়। ৮১

হে সাধকদ্বয়। ইহার পর সাধকদিগের শ্রেষ্ঠ পূজা-স্থান শ্রবণ কর। ৮২

যে মনুষ্য, যে কোনরূপ নির্জন স্থানে পূজা করে, দেবী স্বয়ং তাহার দত্ত পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল গ্রহণ করেন। ৮৩।

পূজা বিষয়ে শিলা, স্থণ্ডিল এবং নির্জন স্থান–সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং সকল প্রকার জপের মধ্যে উপাংশু জপই সর্ব প্রধান বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে। ৮৪

অশুচি মনুষ্য, কদাপি মহামায়ার পূজা করিবে না। কিন্তু তাহার অন্তরে যদি ভক্তি থাকে, তবে অবশ্য মন্ত্রের স্মরণ করিতে পারে। ৮৫

দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে স্মরণ নিষিদ্ধ। ঐ অবস্থায় কোন প্রকার মন্ত্রের স্মরণ করিলেই নরকে গতি হয়। ৮৬

জানুর ঊর্ধ্বে ক্ষত হইলে কখনও নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান করিবে না; জানুর অধোদেশে যদি রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে। ৮৭

ক্ষৌরকর্ম বা মৈথুনে লোম বা কেশ হইতে রক্ত বিগলিত হইলে ধূমোগদার অর্থাৎ চোঁয়া-ঢেকুর উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকর্ম সকল পরিত্যাগ করিবে। ৮৮

কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্তু ভোজন করিয়া–মনুষ্য নিত্য কর্ম করিবে না। জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলেও নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ করিবে। ৮৯

হে নরশ্রেষ্ঠ। পত্র, পুষ্প এবং তাম্বুল যাহা ঔষধরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই ঔষধ ভিন্ন যে কোন দ্রব্য, ফল অথবা জলও ভোজন করিয়া কোন নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯০-৯১

জলৌকা, গূঢ়পাদ, কৃমি এবং গণ্ডুপদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্বক হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্যকর্মের অধিকার থাকে না। ৯২

বিশেষ মৃত-পিতৃক মনুষ্য এক বৎসর পর্যন্ত শিবপূজা এবং দুর্গাদেবীর মানসিক হইলে এক বৎসর যাবৎ কোন কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯৩

ঋতুতে কর্তব্য যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ এবং কোন প্রকার দেবকার্য্যও করিবে। ৯৪

হে ভৈরব! গুরুর নিন্দা করিলে, স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে এবং রেতঃপাত করিলে নিত্যকর্ম সকলের অনুষ্ঠান করিবে না। ৯৫

মনুষ্য, ভগ্ন আসন বা অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে না। এবং ঊষর অর্থাৎ ক্ষার ভূমিতে, কৃমিযুক্ত স্থানে অথবা অমার্জিত স্থানেও পূজা করিবে না। ৯৬

হে ভৈরব! নীচ আসনে উপবেশনে করিয়া শুচি এবং পবিত্রমানস হইয়া চণ্ডিকাদেবী এবং অন্য দেবতাকে অর্চনা করিবে। ৯৭

সমুদয় দিকের মধ্যে কৌবেরী (উত্তর) দিক চণ্ডিকার প্রীতিকারিণী, এই নিমিত্ত সর্বদা উত্তরমুখে আসীন হইয়া চণ্ডিকার পূজা করিবে। ৯৮

কীট-ভিন্ন, বিশীর্ণ, ভগ্ন, স্বয়ংপতিত, কেশযুক্ত এবং মূষিকা-চর্বিত পুষ্প যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। ৯৯

এইরূপ বিশীর্ণ, ভগ্ন, উদগত, কেশযুক্ত এবং মূষিকা-ধৃত দীপ ও আসনও পরিত্যাগ করিবে। ১০০

যে সকল বস্তু যাচিত, যা পরকীয় বা পর্যুষিত অর্থাৎ বাসি, অথবা অন্ত্যজ জাতিস্পৃষ্ট অথবা পদদ্বারা সৃষ্ট এ সকল বস্তু বহু যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। ১০১

হে ভৈরব! যে মনুষ্য উক্তরূপ বিধান অনুসারে চণ্ডিকা দেবীর পরম মনোরম পূজন করে, সে ইহলোকে সমুদয় বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইয়া অচিরকাল মধ্যে চণ্ডিকার ভবনে গমন করে। ১০২

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় — মন্ত্র-কবচ

ভগবান বলিলেন,–হে বেতাল-ভৈরব! বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক অঙ্গিমন্ত্রের এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণবী দেবীর কবচ শ্রবণ কর। ১

তাহাতে মন্ত্রের আদি অক্ষর বাসুদেবস্বরূপধারী (অ), দ্বিতীয় বর্ণ স্বয়ং ব্রহ্মা (ক) এবং তৃতীয় স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব (চ)।

চতুর্থ গণেশ (ট), পঞ্চম দিবাকর সূর্য্য (ত), মহামায়া জগন্ময়ী শক্তি স্বয়ং পকারস্বরূপ, যকার স্বয়ং মহালক্ষ্মীস্বরূপ এবং ষবর্ণ স্বয়ং সরস্বতী। ৩

শৈলপুত্রী প্রথম বর্ণের যোগিনী, দ্বিতীয় বর্ণের যোগিনী চণ্ডিকা, তৃতীয় মন্ত্রের যোগিনী চণ্ডঘন্টা এবং চতুর্থের কুষ্মাণ্ডী। ৪

তকারের যোগিনী স্কন্দমাতা এবং পকারের যোগিনী স্বয়ং কাত্যায়নী। মহাদেবী নামে প্রসিদ্ধা কালরাত্রি সপ্তম বর্ণের যোগিনী। ৫

প্রথমে বর্ণ-কবচ, তাহার পর যোগিনী-কবচ। তদনন্তর দেবৌঘ-কবচ এবং তাহার পর দেবী-দিক্‌-কবচ। ৬

তাহার পর পার্শ্ব-কবচ। তদনন্তর দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর-কবচ। তাহার পর ষড়ক্ষর-কবচ। তদনন্তর অভেদ্য-কবচ। ৭

যে মনুষ্য, এই সকল শ্রেষ্ঠ কবচ পরিজ্ঞাত হয়, সে আমার সহিত অভিন্ন শক্তিমান, মহাদেব এবং দেবীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। ৮

এই বৈষ্ণবীতন্ত্র কবচের ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, দেবতা কাতায়নী এবং সকল প্রকার কাম ও অর্থ সাধন বিষয়ে ইহার নিয়োগ হয়। ৯

অ পূর্বদিকে আমার রক্ষাবিধান করুন, ক আমাকে সর্বদা অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, চ দক্ষিণদিকে, ট নৈর্ঋত কোণে। ১০

ত পশ্চিমদিকে, শক্তি (প) বায়ুকোণে, য উত্তরদিকে এবং (য) ঈশান কোণে আমাকে রক্ষা করুন। ১১।

য আমার মস্তকে রক্ষা বিধান করুন, দক্ষিণ বাহুতে ক, বাম বাহুতে চ, এবং ট সর্বদা হৃদয়ে রক্ষা করুন। ১২।

ত আমার কণ্ঠদেশে, উভয় কটিদেশে শক্তি, য দক্ষিণ পাদে এবং ষ বাম পাদে রক্ষা করুন। ১৩

শৈলপুত্রী পূর্বদিকে, চণ্ডিকা অগ্নিকোণে, যমভয়-নিবারিণী চণ্ডঘণ্টা দক্ষিণ দিকে রক্ষা করুন। ১৪

জগৎ-প্রসবিনী কুষ্মাণ্ডী নৈর্ঋতে রক্ষা করুন, স্কন্দমাতা সর্বদা আমার পশ্চিমদিকে রক্ষা করুন। ১৫

ত্রিলোকের ঈশ্বরী কাত্যায়নী বায়ুকোণে এবং কালরাত্রি সর্বদা উত্তরদিকে রক্ষা করুন। ১৬

ঈশানকোণে পাবনী মহাগৌরী সতত রক্ষা করুন এবং সনাতন বাসুদেব নেত্রদ্বয়ে রক্ষা করুন। ১৭

পদ্মযোনি এবং অযোনিজ ব্রহ্মা আমার বদনে রক্ষা করুন এবং ভগবান চন্দ্রশেখর আমার নাসাভাগ রক্ষা করুন। ১৮

মহাদেবের পুত্র গজানন আমার স্তনযুগে রক্ষা করুন এবং দিবাকর সূর্য বাম ও দক্ষিণ হতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ১৯

পরমেশ্বরী মহামায়া স্বয়ং আমার নাভিদেশে রক্ষা করুন, মহালক্ষ্মী গুহ্য দেশে রক্ষা করুন এবং সরস্বতী জানুদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২০

মঙ্গলরূপা মহামায়া নিত্য পূর্বভাগে রক্ষা করুন এবং সুবাসিনী অগ্নিজালা নিত্য অগ্নিকোণে রক্ষা করুন। ২১

রুদ্রাণী আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন এবং নৈর্ঋতকোণে চণ্ডনায়িকা রক্ষা করুন। আমাকে পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী উগ্রচণ্ডা সর্বদা রক্ষা করুন। ২২

বায়ুকোণে প্রচণ্ড এবং ঘোররূপিণী উত্তরদিকে রক্ষা করুন। সনাতনী ঈশ্বরী সর্ব্বদা ঈশানকোণে রক্ষা করুন। ঊর্ধ্বদিকে মহামায়া এবং অধোদিকে পরমেশ্বরী রক্ষা করুন। ২৩

আমার সম্মুখে উগ্রা এবং পশ্চাদ্ভাগে বৈষ্ণবী সর্ব্বদা রক্ষা করুন এবং শোভন ব্রহ্মাণী নিত্য দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করুন। ২৪

বৃষভবাহিনী মহেশ্বরী আমার বাম পার্শ্বে নিত্য রক্ষা করুন। কৌমারী পর্বতে এবং বারাহী জলে রক্ষা করুন। ২৫

নারসিংহী অরণ্য মধ্যে দ্রংষ্ট্রিজীবগণের ভয় হইতে রক্ষা করুন এবং ঐন্দ্রী আকাশে সমুদয় জল ও স্থলভাগে আমাকে রক্ষা করুন। ২৬

সেতু সকল অঙ্গুলী রক্ষা করুন এবং দেবাদি কর্ণদ্বয় সর্বদা রক্ষা করুন। দেবান্ত চিবুকে এবং শক্তিপঞ্চম পার্শ্বদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২৭

ত এবং য আমার ঊরুদ্বয়ে এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে রক্ষা করুন। ২৮

ষ সর্বেন্দ্রিয় এবং রোমকূপের রক্ষা বিধান করুন। য সদা সর্বদা আমার ত্বকে ওষ্ঠে এবং নখ, দন্ত ও কর আদিতে রক্ষা করুন। ২৯

দেবাদি আমার বস্তিদেশে রক্ষা করুন এবং দেবান্ত আমার কক্ষদ্বয়ে রক্ষা করুন। ষ ইত্যাদি সর্বত্র অবয়বে রক্ষা করুন এবং সেতু দেহের বর্হিভাগে রক্ষা করুন। ৩০-৩১

এই বৈষ্ণবী তন্ত্র মন্ত্র–আমার আজ্ঞা চক্রে, সুষুম্নায়, ষটচক্রে, হৃদয়ের সন্ধিস্থলে, আদি ষোড়শচক্রে এবং ললাটকোষে নিত্য বিদ্যমান হইয়া রক্ষা করুন। ৩২

সমুদয় গর্ভ, নাড়ী, পার্শ্ব কুক্ষি, শিরানিচয়, রুধির, স্নায়ু, মজ্জা, মস্তিষ্ক এবং সমুদয় পর্বভাগে দ্বিতীয়াষ্টাক্ষর মন্ত্রময় কবচ সর্বতোভাবে রক্ষা করুন। ৩৩

রেতঃ, বায়ু, নাভির এবং সকল প্রকার পৃষ্ঠসন্ধিতে তৃতীয় ষড়ক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ৩৪

মহামায়া আমার নাসারন্ধ্রে রক্ষা করুন, বৈষ্ণবী কণ্ঠরন্ধ্রে রক্ষা করুন এবং দুর্গতিহারিণী দুর্গা আমার সকল সন্ধিস্থলে রক্ষা করুন। ৩৫

শ্রোত্রদ্বয়ে হ্রঁ ফট, এই প্রকারে কালিকা নিত্য রক্ষা করুন এবং নেত্র রক্ষা করিতে বীজত্রয় অবস্থান করুক। ৩৬

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ এই বীজান্বিতা চণ্ডিকা নাসাভাগ রক্ষা করত অবস্থান করুন এবং ঐঁ হ্রীঁ হূঁ এই বীজান্বিতা তারা সর্বদা জিহ্বামূলে অবস্থান করুন। ৩৭

সেতু আমার হৃদয়ে অবস্থান করত উত্তম জ্ঞান রক্ষা করুন এবং ওঁ ক্ষৌঁ ফট্ এই বীজসম্বলিতা মহামায়া আমাকে সর্বদা সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। ৩৮

ওঁ যুং সঃ এই বীজান্বিতা রক্ষাকারিণী কৌশিকী সর্ব্বদা আমার প্রাণ রক্ষা করুন এবং ওঁ হূঁ সৌঁ এই বীজান্বিতা ভর্গদয়িতা দেহশূন্য স্থানে আমায় রক্ষা করুন। ৩৯

ওঁ নমঃ এই বীজান্বিতা শৈলপুত্রী আমার সকল প্রকার রোগের নাশ করুন। ৪০

ওঁ হ্রীঁ সঃ শ্ফেঁ ক্ষঃ অস্ত্রায় ফট্ এই বীজযুতা শিবদূতী নিত্য সকল অস্ত্রে স্থিত হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্রভয় হইতে এবং যুদ্ধকালে আমাকে রক্ষা করুন। ৪১

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ সঃ এই বীজান্বিতা চণ্ডঘণ্টা আমার কর্ণছিদ্র রক্ষা করুন। ৪২।

ওঁ ক্রীঁ সঃ এই বীজান্বিতা কামেশ্বরী আমার কাম অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিদ্যমান হউন। ওঁ আঁ হূঁ ফট্ এই বীজশালিনী উগ্রচণ্ডা আমাদিগের রিপু এবং বিঘ্ন সকলকে বিমর্দ্দিত করুন। ৪৩

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই বীজান্বিতা কালরাত্রি খড়্গ হইতে আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন। ওঁ অং এই বীজান্বিতা জগদীশ্বর বৈষ্ণবী আমাকে শূল হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ কং এই বীজান্বিতা ব্রহ্মাণী আমাকে চক্র হইতে আর ওঁ চং এই বীজান্বিতা রুদ্রাণী আমাকে শক্তি হইতে রক্ষা করুন। ৪৪

ওঁ টং এই বীজযুক্তা কৌমারী আমাকে বজ্র হইতে রক্ষা করুন এবং ওঁ তং এই বীজযুক্তা বারাহী আমাকে কাণ্ড হইতে রক্ষা করুন। ৪৫

ওঁ পং এই বীজযুক্ত নারসিংহী আমাদিগকে ক্রব্যাদগণের হস্ত হইতে রক্ষা করন। ৪৬

ওঁ যং এই বীজান্বিতা চণ্ডিকা সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র হইতে এবং নিখিল যন্ত্র এবং অনিষ্টকারী মন্ত্র হইতে আমাকে রক্ষা করুন, দেবীকে নমস্কার করি। ৪৭

যং নমঃ ঐন্দ্রী আমাকে বিশ্বাসঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। ৪৮

মহামায়া বৈষ্ণবী দেবীকে ওঁকার উচ্চারণপূর্বক নমস্কার করি। সেই পরমেশ্বরী আমাকে নিখিল ভূতগণ হইতে রক্ষা করুন। ৪৯

এই সর্বশ্রেষ্ঠ অষ্টাক্ষরাত্মক মন্ত্র আমার আধার শক্তিতে বায়ুমার্গে, হৃদয়ে এবং চন্দ্ররশ্মি ও সূর্যযুক্ত কমলদলে, বস্তিস্থানে এবং বহ্নিতে অধিষ্ঠান করুন। যাহাকে–ব্রহ্মা মস্তকে, বিষ্ণু

গলদেশে এবং মহেশ্বর কণ্ঠে ধারণ করেন, সেই ব্রহ্মাণ্ড-বীজ সকলের প্রধান মন্ত্র আমাকে রক্ষা করুন। ৫০

যে বৈষ্ণবী মন্ত্রে অষ্টোত্তর সহস্র সেতুবন্ধ মন্ত্র বিদ্যমান, সেই অ ক চ ট প্রভৃতি অষ্টাক্ষর মন্ত্র সম্বর, স্বরহীন, সানুস্বার, স-বিসর্গ ইত্যাদি বিধিরূপে আমাকে স্বর্গ, ভূতল ও জলে রক্ষা করুন। ধর্ম কাম এবং অর্থের সাধন এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। ইহা অতি রহস্য এবং সকল প্রকার অর্থের সাধক। ৫১-৫৩

যে ব্যক্তি আমাকর্তৃক উক্ত এই কবচ একবার শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সমুদয় কাম প্রাপ্ত হয় এবং পরকালে শিবস্বরূপতা লাভ করে। ৫৪

আমাকর্তৃক কথিত এই কবচ যে ব্যক্তি একবার পাঠ করে, সে সকল প্রকার যজ্ঞের ফল লাভ করে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৫৫

কেশরী যেমন অবলীলাক্রমে হস্তীকে পরাজয় করে, সেইরূপ সে সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাজয় করে। ৫৬

অগ্নি যেমন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ সেও শত্রুদিগকে দগ্ধ করে। ৫৭

তাহার শরীরে অস্ত্র শস্ত্র কিছুই প্রবেশ করে না এবং তাহার কোন ব্যাধি বা দুঃখ উৎপন্ন হয় না। ৫৮

গুটীকাঞ্জন, পাতাল পাতন, পরমাঞ্জন প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি আছে, সে সকলই ইহা দ্বারা প্রসন্ন হয়। ৫৯

তাহার গতি বায়ুর ন্যায় হইবে এবং তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ, কামভাগী এবং ধনবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬০

অষ্টমীতে সংযত হইয়া নবমীতে ভগবতী দুর্গার বিধিবৎ পূজা করিয়া, যে ব্যক্তি নিজদেহে কবচের বিন্যাস করে, তাহার সম্যক্ ফল শ্রবণ কর। ৬১

তাহার ব্যাধি হয় না, পরমায়ু শতবর্ষ হয় এবং সে রূপবান, গুণবান, ধন এবং রত্নসমূহে পরিপূর্ণ, বিদ্যাবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৬২

অগ্নি তাহার শরীরকে দগ্ধ করে না এবং জলও ক্লিন্ন করে না, বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে পারে না এবং মাংসাশিগণ তাহাকে মারিতে পারে না। ৬৩

শস্ত্র সকল তাহাকে ছেদ করিতে পারে না। সূর্য্য তাহাকে তাপিত করিতে পারেন না। তাহার কোনরূপ বিঘ্ন বা পীড়া হয় না। ৬৪

বেতাল; পিশাচ, রাক্ষস এবং গণনায়ক এই চারি প্রকার ভূতযোনি তাহার বশীভূত হয়। ৬৫

যে এই মহাদেব-নির্মিত কবচ নিত্য পাঠ করে, সে আমার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং মহাদেব, মহামায়া, মাতৃকাবর্গ এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও সকল তাহার হস্তের মুষ্টিমধ্যে অবস্থিতি করে। সে পণ্ডিত এবং অপরকে বর দানে সমর্থ হয়। ৬৬-৬৭

সর্বদা তাহার কবিত্ব এবং সত্যবাদিত্ব উৎপন্ন হয়। সে প্রত্যহ এক সহস্র শ্লোক বলিতে পারে ও শ্রুতিধর হয়। ৬৮

হে ভৈরব! যাহার গৃহে এই কবচ লিখিত হইয়; স্থিতি করে, তাহার কোনরূপ দুর্গতি বা দূষণ হয় না। ৬৯

গ্রহ সকল তাহার উপর তুষ্ট এবং রাজা সকল বশীভূত হয়। ৭০

আর যে রাজ্যে এই কবচ অবস্থান করে, সে রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি উৎপন্ন হয় না। ৭১

সেতু শক্তিবীজ পঞ্চমরূপ, তাহার কখন হীনতা হয় না। তিনি বলে বায়ুতুল্য এবং দ্বিতীয়াষ্টাক্ষরাত্মক। ৭২

বৈষ্ণবীর সেতু ষড়ক্ষরাত্মক এবং শুভদায়ক। ৭৩

এই তিনটি সর্ব্বদা যাহার জিহ্বাগ্রে বর্তমান হয়; দেবী মহামায়া, সর্বদা তাহার শরীরে অধিষ্ঠান করেন। ৭৪

সেতু মন্ত্রের প্রণবস্বরূপ, এই হেতু সেতু প্রণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৭৫

ইহা পূর্বে অলঙ্কৃত হয় এবং পরে শেষ হয়। ৭৬

নমস্কার মহামন্ত্র–দেবগণ উহাকে দ্বিজাতিদিগের দেবতা বলিয়া নির্দেশ করেন এবং শূদ্রদিগের উহা সকল কর্মে মহামন্ত্র স্বরূপ। ৭৭

পূর্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা,-অকার, উকার এবং মকার এই তিনটি অক্ষরকে বেদত্রয় হইতে নিষ্কাসিত করিয়া প্রণব নির্মাণ করিয়াছেন। ৭৮

সেই ওঁ কার ব্রাহ্মণদিগের উদাত্ত এবং ক্ষত্রিয়দিগের অনুদাত্ত উচ্চারণ করা কর্তব্য। বৈশ্যেরা মনে মনে স্মরণ করিলে প্রশস্ত ফল লাভ করে। ৭৯

চতুর্দশ স্বরের মধ্যে শেষকালে যে ঔকার আছে, উহা অনুস্বার এবং চন্দ্র বিন্দু দ্বারা যুক্ত হইয়া শূদ্রদিগের সেতু হয়। ৮০।

জল যেমন আলরহিত হইলে নিম্নদিকে গমন করে, মন্ত্রও সেইরূপ সেতু রহিত হইলে ক্ষরিত হয়। ৮১

এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, সকল মন্ত্রের উভয় পার্শ্বে সেতু স্থাপন পূর্বক জপ কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। ৮২

শূদ্রেরা ইচ্ছানুসারে মন্ত্রের প্রথমে একবার মাত্র সেতু দিতে পারে অথবা আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দিতে পারে। দ্বিজাতিমাত্রেই "দ্বিঃ-সেতু" বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তাহাদের আদি-অন্ত দুই দিকেই সেতু দেওয়া বিধেয়। ৮৩

ঔর্ব বলিলেন,–মহাদেব কর্তৃক কথিত সকল কবচই তোমার নিকট বলিলাম। এই কবচাষ্টক উত্তম একটি অভেদ কবচ-স্বরূপ। ৪

এই মন্ত্রসংযুক্ত ষড়ক্ষর কবচ মহামায়া মন্ত্রকল্প এবং তিনলোকে দুর্লভ। ৮৫

হে নৃপশার্দূল! নিত্য ভক্তিসহকারে এই কবচ পাঠ কর এবং বৈষ্ণবী দেবীর মন্ত্র জপ কর, তাহা হইলে সকল বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৮৬

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় — অঙ্গ-মন্ত্র কথন

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–মহারাজ সগর বেতাল ও ভৈরবের সহিত ভর্গের এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনর্বার ঔর্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমাকে সাবয়ব অঙ্গি-মন্ত্র বলিলেন, এক্ষণে অঙ্গমন্ত্র সকল কীর্ত্তন করুন। ২।

তাহাদের যেরূপ তন্ত্র, যেরূপ পূজাসন, যেরূপ পরিশিষ্ট মন্ত্র এবং যেরূপ কবচ এই সকল পৃথক পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করুন। ৩

ভগবান উমাপতি বেতাল ও ভৈরবের নিকট যে মন্ত্র এবং রহস্যের সহিত কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীর্ত্তন করুন। ৪-৫

এই মহদদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, আপনি যতই বলিতেছেন, ততই আমার কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতেছে। ৬

ঔর্ব বলিলেন –হে রাজশার্দূল। ভগবান উমাপতি পুত্রদ্বয়ের নিকট যে মহৎ আখ্যান বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা কীত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৭

ইহা একটি পরম পবিত্র পাপনাশক রহস্য, ইহা মনুষ্যদিগের একটি শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন এবং গর্ভকালে ইহা পুংবসবনের কার্য্য করে। ৮

ইহা কল্যাণকারক মঙ্গলময় এবং চতুর্বর্গফল প্রদান করে। শঠ, চঞ্চল চিত্ত, নাস্তিক, অজিতেন্দ্রিয়, দেব দ্বিজ এবং গুরুর সহিত মিথ্যা নির্ব্বন্ধকারী, পাপিষ্ঠ, অভিশস্ত, খঞ্জ কাণাদি রোগ-বিশিষ্ট এবং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বলিবেও না এবং দিবেও না। ৯-১২

ভগবান উমাপতি বেতাল ও ভৈরবের নিকট মহামায়ামন্ত্রকল্প কবচের কীর্তন করিয়া পুনর্বার বলিলেন,–আমি তোমাদের নিকট প্রধান মন্ত্র বলিতেছি, ইহাকে সর্ব্ব-পূজা-সঙ্গত এবং

প্রথম বলিয়া জানিও। ১৩

দেব-পূজাকালে বিধিপূর্বক স্নান ও আচমন করিয়া শুদ্ধ হইয়া পূজা-বেদীর বাহিরে আনুমানিক চতুর্হস্ত দূরে গৃহের চত্বর দেশে থাকিয়া মনে মনে গুরুকে, অভীষ্ট দেবতাকে এবং দিকপালগণকে প্রণাম করিবে। ১৪

পূর্বে সেই দিবসে বা অন্য দিবসে যে সকল পাপ অর্জিত হইয়াছে, মনে মনে সেই সকল পাপ স্মরণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার খণ্ডন করিবে। ১৫

সেই সকল পাপের অপনোদনার্থ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয়ের পাঠ করিবে। ১৬

হে দেবি! আমার প্রাকৃত-চিত্ত পাপ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, আপনি আমার চিত্ত হইতে সেই পাপ দূরীভূত করুন হূঁং ফট্ তোমাকে নমস্কার করি। ১৭।

সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল এবং পঞ্চ মহাভূত এই নয়জন ইহলোকে শুভ এবং অশুভ কর্মের সাক্ষিস্বরূপ। ১৮

তাহার পর ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা হূঁং ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আপনার পার্শ্বদ্বয় উর্দ্ধ এবং অধোদেশ নিরীক্ষণ করিয়া সুস্থির হইবে। ১৯

এইরূপ পাপোদ্ধারণ কার্য্য করিলে দৃঢ়তর পাপ সকলও দূরে অবস্থান করে। ২০

পূজা শেষ হইলে তাহারা পুনর্বার আসিয়া আপনার স্থান প্রাপ্ত হয়, আর অল্প অল্প পাপ সকল একেবারেই নাশ প্রাপ্ত হয়। ২১

তাহার পর ও অঃ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা-বেদীর নিকট গমন করিবে। পাপ-রহিত মনুষ্যের পূজন সময়ে ক্ষণকালের মধ্যে ইষ্ট লাভ হয়। ২২

তাহার পর নারাচ-মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক সমীপবর্তী স্থান অবলোকন করিবে এবং হ্রীঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্প, নৈবেদ্য এবং গন্ধাদি অবলোকন করিবে। ২৩-২৪

যদি পুষ্পাদির অস্পৃশ্যস্পর্শন, কোন অন্যায়রূপে অর্জিত হওন, নিম্মল্য স্পর্শ বা দুষ্ট কীটাদির আহরণ প্রভৃতি দূষণ নিজের সম্যকৃরূপে অজ্ঞাত থাকে, নৈবেদ্যাদির অবলোকন দ্বারাই উক্ত দোষসকল বিনষ্ট হয়। ২৫-২৬

তাহার পর রং এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দীপশিখা স্পর্শ করিবে। এইরূপ করিলে সেই শুভপ্রদ দীপ ক্রব্যাদতা শূন্য হইয়া সাধকের পূজার শুভফল প্রদান করে। ২৭

পতঙ্গ, কীট এবং কেশাদির দাহনহেতু দীপের ক্রব্যাদতা প্রাপ্তি হয় এবং যজ্ঞাদির উপযোগী নিহত পশুর বসা, মজ্জা ও অস্থি সংসর্গেও দীপের ক্রব্যাদতা হইয়া থাকে, ঐ সকল অজ্ঞাত দোষও বিনষ্ট হয়। ২৮-২৯

তাহার পর যাজক, ঘট-মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ এবং অভ্যুক্ষণ করিয়া নরসিংহ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দেবতীর্থ দ্বারা স্পর্শ করিবে। ৩০

বাম-পার্শ্ব-স্থিত জলঘট বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া আধার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পাত্রসংস্কার করিয়া জল স্পর্শ করিবে। ৩১

অজ্ঞান-বশত জলে যদি কোন প্রকার দূষণ হয়, জলাশয়ে অধমের স্পর্শ বা স্নানহেতু যে দূষণ হয়, ঐ সকল দূষণ দেবপূজাকালে বিনষ্ট হয়। ৩২-৩৩

প্রজাপতিযুক্ত হকারান্ত প্রান্তভাগে স্বর-সমন্বিত এবং চন্দ্রার্ধবিন্দু-সংযুক্ত যে মন্ত্র, তাহার নাম নারসিংহ মন্ত্র। ৩৪

স্ব সংজ্ঞক আদ্যক্ষর বিন্দু এবং চন্দ্রার্দ্ধমুক্ত মন্ত্রকে সাধক, আধারমন্ত্র বলিয়া জানিবে। উহা সর্ব্বকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত হয়। ৩৫

তদনন্তর আধারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা নিজের আসন গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক পুনর্বার তৎক্ষণাৎ সেই আসন এক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া আত্মমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিবে। ৩৬-৩৭

মন্ত্র পাঠপূর্বক আসনে উপবেশন করিলে আসনের দুঃশিল্পি রচিতত্ব বা অন্য কোনরূপ দোষ এবং অজ্ঞান, বিলয় প্রাপ্ত হয়। ৩৮

প্রথমে স্বসংজ্ঞক অক্ষর অর্ধচন্দ্র ও বিন্দু-বিশিষ্ট মন্ত্রকে সাধক, আত্মমন্ত্র বলিয়া জানিবে। ৩১

তদনন্তর বিচক্ষণ সাধক, স্বীয় শরীরে মাতৃকা মন্ত্র দ্বারা নাদ ও বিযুক্ত মাতৃকা-ন্যাস করিবে। ৪০

মাতৃকা মন্ত্র সকল ন্যস্ত হইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলে কর্মে যে সকল বিধি অজ্ঞাত থাকে এবং যে মাত্রাদি ভ্রষ্ট দোষ এবং যাহা অস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়, যেই সকল সর্ব্বদা বিনষ্ট হয়। ৪১

সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ এবং বিষ্ণু আদিস্বর ইহারা সকলে চূড়া অর্থাৎ মস্তকে বিন্দু দ্বারা বিভূষিত হইয়া মাতৃকা মন্ত্র বলিয়া গণ্য হয়। ৪২

সমুদয় অঙ্গ-মন্ত্রের ন্যাস কার্যে যদি কিছু ন্যূনতা থাকে, মাতৃকাগুলি মন্ত্রবিধিতে সুসঙ্গত হইয়া সেই ন্যূনতার পূরণ করে। ৪৩

একমাত্র বর্ণকে হ্রস্ব, দ্বিমাত্র বর্ণকে দীর্ঘ এবং ত্রিমাত্র বর্ণকে প্লুত বলা হয়। বর্ণ সকল এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে। ৪৪

সকল বর্ণেরই মাত্রা-দেবতা শিবদূতী প্রভৃতি মাতৃকা; অতএব ঐ সকল–বর্ণের বিন্যাস করিলে ঐ মাতৃকাগণ শরীরে অবস্থান করেন। ৪৫

ঐ সকল মাতৃকাগণ ন্যূনতা পূরণ করেন, অচিরকালে চতুর্বর্গ প্রদান করেন এবং দেবপূজন কালে রক্ষার বিধান করেন। ৪৬

এই মাতৃকান্যাস চতুর্বর্গপ্রদ, সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ এবং সর্বদা তুষ্টি ও পুষ্টির প্রদায়ক। ৪৭

যে সাধক, মাতৃকান্যাস করে, সে দ্বারপূজা না করিলেও তাহা হইতে চারিজাতীয় ভূতগণ সর্ব্বদা ভীত হয়। ৪৮

সেই মহাতেজস্বী পুরুষকে দেখিবার নিমিত্ত দেবগণও কামনা করেন। সে, সকলকে নিজের বশীভূত করে এবং কখনও পরাভব প্রাপ্ত হয় না। ৪৯

সাধক, হস্ত শোধন নিমিত্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিমর্দনার্থ একটি ফুল গ্রহণ করিবে। ৫০

উপান্তভাগ অর্ধচন্দ্ররঞ্জিত বিন্দুযুক্ত এবং অন্তে ও উপরিভাগে রুদ্রসংস্পৃষ্ট মন্ত্রকে বিষ্ণুমন্ত্র বলে। ৫১

সাধক প্রাসাদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অঙ্গুলীর অগ্রভাগদ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা উহার মর্দন করিবে। ৫২

তাহার পর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া উহাকে নির্মঞ্ছন, হস্তের পৃষ্ঠভাগে রক্ষা করিবে এবং ব্রাহ্মবীজ দ্বারা উহার আঘ্রাণ লইবে। অনন্তর পুনর্বার প্রাসাদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঈশান কোণে উহাকে পরিত্যাগ করিবে। ৫৩

এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে করের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি হইবে। হস্তের শোধন দ্বারা জলৌকা (জোঁক) এবং গূঢ়পাদ আদি অস্পৃশ্য জন্তুর স্পর্শ জন্য দোষ নষ্ট হয়। ৫৪

দুর্গন্ধ এবং উচ্ছিষ্টবস্তু স্পর্শে হস্তদ্বয়ের যে অত্যন্ত দোষ হয়, করশোধন করিলে সে সকল বিনষ্ট হয়। ৫৫

পুষ্পের গ্রহণেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ বিশুদ্ধ হয় এবং মর্দনদ্বারা তলদ্বয়ের শুদ্ধি হয়। নির্ম্মঞ্ছনদ্বার হস্তের পৃষ্ঠভাগ বিশুদ্ধ হয়। ৫৬

ঘ্রাণ দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ পবিত্র হয়। এবং সমুদায় তীর্থ নাসিকার অগ্রভাগ এবং হস্তদ্বয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। ৫৭

অতএব হে ভৈরব! এই সকল কার্যের যত্নপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। প্রান্ত এবং আদিভাগ বাসুদেববর্ণে সংযুক্ত ও অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সহিত মিলিত মন্ত্রকে প্রাসাদ মন্ত্র বলা হয়। ৫৮-৫৯

বাসুদেব মন্ত্র চন্দ্রবিন্দুযুক্ত আদ্য এবং অন্ত্যবর্গের পূর্ব দন্ত্যবর্ণযুক্ত বীজকে কামবীজ বলা হয়। আদ্য এবং অন্ত্য দন্ত্যবর্ণযুক্ত প্রণবকে ব্রহ্মবীজ বলা হয়, ইহা সমুদয় পাপ নাশক। ৬০-৬১

প্রথম মুখশুদ্ধির নিমিত্ত দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ করিয়া পরে বাসুদেব বীজদ্বারা প্রাণায়াম করিবে। ৬২

যে দেবতার যাদৃশ রূপ, যাদৃশ ভূষণ এবং বাহন, পূরকাদি মন্ত্রদ্বারা তাহার সেইরূপ চিন্তা করিবে। ৬৩

বৈষ্ণবীতন্ত্র মন্ত্রের কণ্ঠ্যাদ্য যার পুরঃসর, উহাই বাসুদেবের বীজ, দেখিতে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ; প্রথম অর্ঘ্যপাত্রাপিত জলে ধেনু মুদ্রাদ্বারা গঙ্গাবতার বীজদ্বারা অমৃতীকরণ করিবে। ৬৪-৬৫

বল বীজযুক্ত কণ্ঠের পঞ্চ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইলে গঙ্গাবতার মন্ত্র হয়, উহা সর্ব্ব পাপ-প্রণাশক। মায়া বীজদ্বয় ও বিষ্ণুমন্ত্রের নাম বলবীজ। ৬৬-৬৭

অমৃতীকরণ করিবার যে জল দেওয়া হয়, তাহা পূজাকালে অমৃত হইয়া দেবতার প্রীতির নিমিত্ত গমন করে। ৬৮

গঙ্গাও স্বয়ং পূজাপাত্রের জলে আগমন করেন, অতএব সকল কর্ম্ম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত অমৃতীকরণ করিবে। ৬৯

স্বস্তিক, গোমুখ, পদ্ম, অর্ধস্বস্তিক এবং পর্য্যঙ্ক–অভীষ্ট দেবপূজন কালে ইহার অন্যতম আসন আশ্রয় করিতে হয়। ৭০

এই আসন পাদমন্ত্র এবং সমুদয় যন্ত্রের শ্রেষ্ঠ, অতএব পণ্ডিত, বরাহ-বীজ উচ্চারণ করিয়া ঐ আসন গ্রহণ করিবে। ৭১

অগ্নিবীজের যাহা আদি, সমাপ্তির সহিত চতুর্থ ষষ্ঠস্বরের উপরিস্থ চন্দ্রবিন্দু যুক্ত–ইহার নাম বরাহ-বীজ। ৭২

অভীষ্ট-দেবতা বরাহ-বীজ সংশুদ্ধ যন্ত্রকে পদদ্বয়ে কৃত দেখিয়া পাদদোষ সকলের উপর দৃষ্টি করেন না। ৭৩

দেবতা পূজার সময় অন্য প্রকারে পাদদর্শন যুক্তিযুক্ত নয়। যন্ত্র দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়, এই জন্য পাদদ্বয় যন্ত্রযুক্ত করিবে। ৭৪

তাহার পর সাধক, কূর্মমন্ত্রদ্বারা পাণি কচ্ছপাকার করিয়া তাহাতে সংস্কৃত পুষ্পদ্বারা আপনার শরীর পূজা করিবে। ৭৫

সেই পুষ্পদ্বারা আপনাকে পূজা করিলে নিজের দেবত্ব উৎপন্ন হয়। ৭৬

চন্দ্রবিন্দু-সংযুক্ত দ্বিতীয় বৈষ্ণবীতন্ত্রের বীজ ষষ্ঠস্বরের উপর অবস্থিত হইলে কুর্ম্মবীজ হয়। ৭৭

সাধক, দহন ও প্লাবনের পূর্বে প্রণবমন্ত্র দ্বারা দশম রন্ধ্রের ভেদ করিবে। ৭৮

পূর্বে প্রতিপাদিত প্রাণ সহিত বীজ, বাসুদেব-বীজদ্বারা আকাশে সন্নিবেশিত করিবে। ৭৯

মণ্ডুলস্থান মার্জনা করিলে অজ্ঞাতাশৌচ অশুচি বস্তু এবং সংসর্গ-দুষিত বস্তু বিশুদ্ধ হয়। পৃথিবী মধু ও কৈটভের মাংসসমূহ দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হওয়ায় সর্ব্বদা দেবপূজায় অশুদ্ধ। ৮০

এই নিমিত্ত অদ্যাবধি দেবতাগণ পাদদ্বারাও পৃথিবীকে স্পর্শ করেন না এবং আপনাদের শরীরচ্ছায়াও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেন না। ৮১-৮২

এই দোষের মোচনের নিমিত্ত পৃথিবীতে মন্ত্রবীজ লিখিবে। প্রোক্ষণ ও বীক্ষণ দ্বারা পৃথিবী শুদ্ধা হয়। ৮৩

ধর্মবীজ উচ্চারণ করিয়া স্থণ্ডিলের বীক্ষণ করিবে। ৮৪

মস্তকে বিন্দুযুক্ত বলবীজসমন্বিত দান্ত মন্ত্র ধর্মবীজ, উহা সকল প্রকার কাম ও অর্থের সাধন। ৮৫

গ্রহণ, ধারণ, সংস্থান, পূজন, জলদ্বারা পূরণ, গন্ধপুষ্পের নিক্ষেপ, মণ্ডল ব্যাস, পুনর্বার পুষ্পক্ষেপ এবং অমৃতীকরণ-পাত্রের এই নয়টি প্রতিপত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ। ৮৬

অনিরুদ্ধ মন্ত্রদ্বারা গ্রহণ, অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা ধারণ এবং বাগ্বীজের দ্বারা পাত্রে মণ্ডল ন্যাস করিয়া যোগ করিবে। ৮৭

বিন্দুদ্বয়োত্তর আদ্যাক্ষর হইলে অনিরুদ্ধ বীজ হয় এবং অনিরুদ্ধ বীজের অন্তে ফট থাকিলে অস্ত্র হয়। ৮৮

আদিতে কাং, প্রান্তে বল, তাহার পূর্বে সং (স) ইহারা সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরে পূর্বে বিন্দুর সহিত সমাপ্ত্যন্ত হইবে। ৮৯

তৃতীয় বাগবীজ সকল, উহা নিষ্কল নামে অভিহিত হয়। চন্দ্রবিন্দুযুক্ত চতুর্থ স্বরের নাম সকল। ৯০

আদ্য বর্ণের আদি অক্ষর দ্বিতীয় বাগবীজ–ইহাকে কামবীজও বলা হয়, ইহা ধর্ম কাম এবং অর্থের সাধন। ৯১

কুণ্ডলী এবং শক্তিসংযুক্ত এবং বাসুদেব বীজের সহিত মিলিত মনোভব বীজকে প্রথম বাগবীজ বলা হয়। ৯২

আদ্য বাগবীজ সারস্বত নামে প্রসিদ্ধ, ইহা যখন এক একটি পৃথক হইয়া থাকে, তখন কামবীজাদি নামে খ্যাত হয় এবং তিনটি মিলিত হইলে ত্রিপুরা নামে অভিহিত হয়। ৯৩

বর্ণের আদি অক্ষর চন্দ্রবিন্দুযুক্ত তৃতীয় স্বরে অলঙ্কৃত হইলে মদনের মন্ত্র হয়, উহা কাম এবং ভাগের প্রদায়ক। ৯৪

উপরি ন্যস্ত যন্ত্র ভাঙ্কর তুল্য, ঔকারের নাম কুণ্ডলীশক্তি। ৯৫

যাজক পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা ভূতদিগের অপসারণ করিবে। ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পূজার সময় ঐ স্থানস্থিত ভূতসকল দূরে পলায়ন করে ৯৬

সেই স্থানে যদি ভূতসকল অবস্থান করে, তাহা হইলে ঐ লুব্ধ ভূত সকল নৈবেদ্য এবং মণ্ডল দূষিত করে, দেবতা আর উহা গ্রহণ করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত যত্নপূর্বক ভূতদিগের অপসারণ করা কর্তব্য। অস্ত্র মন্ত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূতাপসারণ করিবে। ৯৭-৯৮

যে সকল ভূত এই ভূমির পালক, তাহারা দূরে গমন করুন, আমি ভূত দিগের অবিরোধে এই পূজাকর্ম্ম করিতেছি। ৯৯

সাধক এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দিগবন্ধন দ্বারা দিঙ্মণ্ডল হইতে তাহাদিগকে অপসারিত করিবে। ১০০

বিষ্ণুবীজের অন্তে ফট উচ্চারণ করিয়া দিগবন্ধন করিবে। ১০১

হাতে তুড়ি দিয়া চারিদিক্ বেষ্টন করার নাম দিগবন্ধন। অনন্তর আত্মপূজা করিলে কর্মারম্ভে অধিকার হয়। ১০২

পূজিত আসন, যোগপীঠের সদৃশ পবিত্র। এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর সর্বদা স্বাভাবিক অশুদ্ধ। ইহা মল এবং পূতিগন্ধযুক্ত, শ্লেষ্ম ও বিণ্মূত্রে ব্যাপ্ত। ১০৩

রেতঃ ও অনবরত গলিত নিষ্ঠীবন-লালায় অপরিষ্কৃত। এই দেহের বীজ পঞ্চমহাভূত। ১০৪

সেই দেহ সঙ্গী বীজরূপ বায়ু, তেজঃ, পৃথিবী জল এবং আকাশ এই ভূত সকলের শুদ্ধির নিমিত্ত ক্রমশঃ দেহের শোষণ, দহন, ভস্মোৎসারণ, অমৃতবর্ষণ এবং অমৃতদ্বারা আপ্লাবন কর্তব্য; ঐ সকল ক্রিয়ার মনে মনে চিন্তামাত্রই শুদ্ধির হেতু। ১০৫-১০৬

প্রথমে অণ্ডাকার বিশ্বের চিন্তা করিয়া তাহার ভেদ করিবে, তন্মধ্যে দেবতার চিন্তা করিলে সর্বপ্রকারে স্বকীয় ইষ্টদেবেরই চিন্তা হইবে। ১০৭

(সোহহং) সেই আমি সর্বদা এইরূপ চিন্তা দ্বারাই নিজের ইষ্টদেবের সারূপ্য হয়। তদনন্তর পুষ্পদানদ্বারা সংস্কার জন্মায়। ১০৮

পুষ্পগন্ধাদি যে সকল নৈবেদ্য বস্তু সকলই আত্মদেব-স্বরূপ এইরূপ চিন্তা করিলে পূজার উপকরণসকলেরও দেবত্ব জন্মে। ১০৯।

দেবতার আধারও আত্মদেবতাস্বরূপ। দেবতার নিমিত্ত দেবতাকে যোজিত করিবে, এইরূপে সকলের দেবত্ব সৃষ্টি হইলে শুদ্ধতা উৎপন্ন হয়। ১১০

প্রাণায়াম দ্বারা মন ও জীবাত্মার শুদ্ধি হয়। এবং অন্তর্গত সমুদায় মলেরই বিশুদ্ধি হয়। ১১৯

যদি গৃহমধ্যে দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে আদিত্যবীজদ্বারা দেবতার প্রতিমা এবং চতুঃপার্শ্ব অবলোকন করিবে। ১১২

সমাপ্তিযুক্ত হকারান্ত, উপান্তে চতুর্থ-স্বরযুক্ত জ, তাহার পর স–এইরূপ বীজকে আদিত্য-বীজ বলা হয়, ইহা সকল রোগের নাশক। ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের কারণ তোষপ্রদ। ১১৩-১৪

ইহা দ্বারা অবলোকন করিলে অশুদ্ধপক্ষীর সংযোগ, পক্ষীর বিষ্ঠা, মূষিকের লাঙ্গুলসস্পর্শ এবং কৃমি কীটাদির সংসর্গ জন্য গৃহের দোষসকল বিনষ্ট হয়। তাহার পর প্রথমে যোগপীঠের ধ্যান করিবে। ১১৫-১৬

ধ্যানমাত্রই যোগগীঠ, মণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করে। পীঠে নিখিল বস্তু অবস্থান করে এবং সকল বস্তুই যোগপীঠময়। ১১৭

যোগপীঠ-সদৃশ শ্রেষ্ঠ আসন আর নাই। যাহার ধ্যানদ্বারা চর অচর ও মনুষ্য সহিত নিখিল জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত, তাহার চিন্তন-মাহাত্ম্য কে বলিতে সক্ষম হয়? ১১৮

ইহার চিন্তামাত্রেই সমুদায় শোকের নাশ হয় এবং ধারণ করিলে চতুর্বর্গ প্রাপ্তি হয়। ১১৯

যোগপীঠের ধ্যান-যথা, যোগপীঠ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, চতুষ্কোণ, চতুরাবৃত্তি আধারশক্তি সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্। ১২০

যাহার ধারণার্থ আগ্নেয়াদি চারি কোণে যথাক্রমে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্য অবস্থিত এবং পূর্বাদি চারি দিকে যথাক্রমে অধর্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য এবং অবৈরাগ্য অবস্থিত। ১২১-২২।

ইহার উপর জলরাশি, ঐ জলরাশিতে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জল, সেই জলের উপরে কুর্ম্ম। ১২৩

কূর্মের উপর অনন্ত, অনন্তের উপর পৃথিবী। অনন্তের গাত্রে পাতালগামী একটি নাল আছে। ১২৪

পৃথিবী তাহার মধ্যস্থিত পদ্মের স্বরূপ, দিক সকল ঐ পদ্মের পাপড়ি এবং পর্বত কেশর-স্বরূপ। তাহার আট দিকে দিকপালগণ বিরাজমান; মধ্যস্থলে স্বর্গ। ১২৫

তাহার কর্ণিকাভাগে ব্রহ্মলোক এবং তাহার অধোভাগে মহর্লোক-আদি। স্বর্গে গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, দেবগণ এবং চারিবেদ বর্তমান। ১২৬

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই প্রকৃতি-সম্ভূত গুণত্রয় এবং পরতত্ত্ব অর্থাৎ চৈতন্য ঐ পদ্মমধ্যে বর্তমান। ১২৭

সেই স্থানে আত্মতত্ত্বও অবস্থিত, উপরে উর্দ্ধাচ্ছাদন এবং অথোভাগে অধশ্ছাদন। ১২৮

কেশরের অগ্রভাগে পদ্মাকার গোলপীঠের মণ্ডল, ঐ পদ্মমধ্যে ক্রমশঃ সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র এবং বায়ুগণের মণ্ডল চিন্তা করিবে। যোগপীঠে পর পর শবাসন (বীরাসন), তাহার পর সুখাসন। ১২৯

তাহার পর আরাধ্যাসন এবং বিমলাসনের চিন্তা করিবে। তাহার মধ্যে চরাচরাত্মক জগন্মলের চিন্তা করিবে। ১৩০

উহাকে ত্রিভাগ করিয়া এক একটি ভাগে অবস্থিত ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের চিত্তন করিবে। সেইস্থানে আত্মাকে এবং উপস্থিত পূজনকে চিন্তা করিবে। ১৩১

যোগপীঠ মণ্ডলাকার, তাহার মধ্যে একটি পদ্মের চিন্তা করিবে। তাহার মধ্যে শবাদি আসন চতুষ্টয়ের চিন্তা করিবে। ১৩২

যোগপীঠের পৃথক্ ধ্যান করিয়া উহার মণ্ডলের সহিত উহার ঐক্য সম্পাদন করিয়া ধ্যান করিবে, তাহার পর আসন পূজা করিবে। ১৩৩।

যোগপীঠের ধ্যান করিলে পর যে সকল জল, নৈবেদ্য, পুষ্প ও ধূপাদি বস্তু দেবতাকে দেওয়া হয়, সেই সকল বস্তু নিজেই দেবতার নিকট পৌঁছে। ১৩৪

যোগপীঠের পূজা করিলে সকল দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চর, অচর এবং গুহ্যক সমূহ–ইহারা সকলে চিন্তিত এবং পূজিত হয়। ১৩৫

অভীষ্ট-দেবতার পূজা বিনাও কেবল যোগপীঠের চিন্তা করিলে, সাধকের চতুর্বর্গ প্রাপ্তি হয় এবং তাহার তুষ্টি ও পুষ্টি জন্মে। ১৩৬

অনন্তর পূজক করতলদ্বয় উত্তান করিয়া অন্তরের সহিত মধ্যে ফাঁক রাখিয়া ঊর্ধ্বদিকে উত্তোলন করিবে। ১৩৭

অধোদিকে নামাইয়া নিরন্তর অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত করিবে। তাহার পর গণেশের বীজ দ্বারা ঐ হস্ত তল অবতারিত করিবে। ১৩৮

এইরূপ বারংবার করিলে, দেবতাদিগের প্রীতি জন্মে। নাসিকাবায়ুর নিঃসারণ হেতু দেবতা আকাশে অবস্থান করেন; কিন্তু উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিলে মণ্ডল-মধ্যে তাহার অবস্থান হয়। ১৩৯

খান্ত এবং অর্ধচন্দ্র বিন্দুযুক্ত বীজের নাম হেরম্ব বীজ। ইহা সমূদয় বিঘ্নের নাশন এবং ধর্ম কাম ও অর্থের সাধন। ১৪০

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, অন্যান্য বস্ত্র, অলঙ্কারাদি যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য দেবতাদিগকে দেওয়া হয়। ১৪১

ঐ সকল বস্তুর দৈবত উচ্চারণ করিয়া তাহার প্রেক্ষণ এবং অর্চনা করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া সেই সেই বস্তুর নাম গ্রহণপূর্বক নিবেদন করিবে। ১৪২

বরুণের বীজের দ্বারা দেবদেয় বস্তুসকলের প্রাণ করিবে। ১৪৩

অভীষ্ট দেবতার মূল মন্ত্রদ্বারা উহাদের উৎসর্গ এবং নিবেদন করিবে। অর্থচন্দ্র এবং বিন্দুযুক্ত লান্ত বীজের নাম বরুণবীজ। ১৪৪।

মালাজপ কার্যে এক একটি করিয়া বিলোকন, পূজন এবং আদান–এই তিন প্রকার ক্রিয়াকে প্রতিপত্তি বলে। ১৪৫

মূল মন্ত্রদ্বারা মালার প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর গাণপত বীজ উচ্চারণ করিবে। ১৪৬

“হে মালে! তুমি আমার বিঘ্নধ্বংস কর” এই বলিয়া মালা গ্রহণ করিবে। জপের অবসানে মালা মস্তকোপরি স্থাপিত করিবে। মালাকে হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া শ্রীবীজ উচ্চারণপূর্বক ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ১৪৭

অন্তে দন্ত্যবর্গের অন্ত্যবর্ণযুক্ত অন্তের আদিতে ম, প্রথমে চ, তাহার পর চবর্গের তৃতীয় এবং চতুর্থ-বর্ণযুক্ত এই সকল বর্ণ পরে পরে বিন্যস্ত এবং অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত মন্ত্রের নাম শ্রীবীজ। ১৪৮

মস্তক হইতে যখন মালার অবতারণ করিবে, তখন হস্তদ্বয় দ্বারা ঐ মালা গ্রহণ করিয়া সারস্বত বীজ উচ্চারণ করিয়া ঐ মালার অবতারণ করিবে। ১৪১

শ্রীবীজের এক একটি আদ্য অক্ষর অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত হইলে, যে চারিটি বীজ হয়, তাহাকে সারস্বতবীজ বলে। ১৫০

পৌরাণিক বা বৈদিক মন্ত্রদ্বারা ধর্ম্মাদির সাধন প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে। ১৫১

প্রথমে ক্ষিতি বীজদ্বারা ভূমিকে বীক্ষণ এবং অভ্যুক্ষণ করিয়া, মস্তকদ্বারা ভূমি স্পর্শ করত অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিবে। ১৫২

অন্ত্যাক্ষরহীন এবং অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত বরাহবীজকে ক্ষিতিবীজ বলা হয়, ইহা চতুর্বর্গের প্রদানকারী। ১৫৩

অনন্তর, দর্পণ, ব্যজন, ঘন্টা ও চামরের প্রেক্ষণ করিবে। হে ভৈরব! পূর্বোক্ত নৈবেদ্যালোকনমন্ত্র দ্বারাই ঐ কার্য্য করিবে। ১৫৪

ইহাদিগের নামাক্ষরের আদ্য আদ্য অক্ষরের অন্তে অনুস্বার ও অর্ধচন্দ্র যোগ করিয়া উহা প্রথমে উচ্চারণ করত 'তস্মৈ নমঃ' অর্থাৎ চং চামরায় নমঃ, ঘং ঘণ্টায়ৈ ইত্যাদি রূপে উহাদিগের অর্চনা করিবে এবং ইষ্ট অর্থাৎ মূলমন্ত্রদ্বারা উহাদিগের নিবেদন করিবে। ১৫৫

হে ভৈরব! দ্বিতীয় বাগ্বীজ অথবা কামবীজ দ্বারা মুদ্রার বন্ধন করিবে এবং মূলমন্ত্র দ্বারা উহার প্রদর্শন করিবে। ১৫৬।

তারা মন্ত্রদ্বারা মুদ্রার পরিত্যাগ করিবে। প্রান্ত ও আদিতে অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এবং ষষ্ঠস্বর-সমন্বিত মন্ত্রকে তারাবীজ বলা হয়। ১৫৭

উহা ধর্ম, কাম এবং অর্থের সাধন। দেবতাকে পরম প্রীতিদান করে বলিয়া উহার নাম মুদ্রা। মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে, পূজা সমাপ্তি হয়। ১৫৮-৫৯

পূজা সমাপনান্তে গমনে উৎসুক দেবতা মুদ্রা দর্শনে পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া সাধককে শীঘ্র কাম, মোক্ষ, ধর্ম এবং অর্থ দান করেন। ১৬০

মুদ্রা দর্শনান্তে ছয়টি বক্ষ্যমাণ মহামন্ত্রের উচ্চারণ করিবে। ১৬১

কেবল ভক্তিপূর্বক আমি যে কিছু পত্র, পুষ্প, ফল, জল ও নৈবেদ্য দান করিয়াছি, হে দেবি। আপনি দয়াপরবশ হইয়া উহা গ্রহণ করুন। ১৬২

আমি আপনার আবাহনও জানি না, বিসর্জনও জানি না এবং পূজা ভাবও জানি না। হে পরমেশ্বরি! তুমিই একমাত্র আমার গতি। ১৬৩

আমার কর্মের, মনের ও বাক্যের তোমা ভিন্ন আর কোন গতি নাই। হে পরমেশ্বরি! আপনি ভূতসকলের অন্তশ্চর হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন। ১৬৪

হে অচ্যুতে। আমি যে হাজার হাজার যোনিতে ভ্রমণ করিব, সেই সকল যোনিতেই তোমার প্রতি যেন অচ্যুত ভক্তি থাকে। ১৬৫

দেবতাই দাতা, দেবতাই ভোক্তা, দেবতাই এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অব স্থিত। সর্বত্র দেবতাই প্রধানভাবে অবস্থান করিতেছেন, দেবতা ও আমি অভিন্ন। ১৬৬

এই পূজা কার্যে যে অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, অথবা মাত্রাহীন হইয়াছে, আপনি তাহা সহন করুন, হে দেবি! কাহার মন না স্খলিত হয়? ১৬৭

হে ভৈরব! এই সকল মন্ত্র পাঠ করিলে দেবতা স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া অচির কাল মধ্যেই সাধককে চতুর্বর্গ প্রদান করেন। ১৬৮

তাহার পর বিসর্জনের জন্য নির্মাল্য-ধারিণীর পূজার নিমিত্ত ঈশানকোণে দ্বারপদ্মহীন একটি মণ্ডল করিবে। ১৬৯

নির্মাল্য-ধারিণীর ধ্যান করিয়া এবং পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া সেই মণ্ডল মধ্যে নির্মাল্য নিঃক্ষেপপূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা বিসর্জন করিবে। ১৭০

হে দেবি। সেই পরমশ্রেষ্ঠ নিজস্থানে গমন কর, সেই পরমস্থানের স্বরূপ ব্রহ্মাদি দেবগণও জানিতে পারেন না। ১৭১

এই মন্ত্র দ্বারা বিসর্জন করিয়া সাধক পূরকদ্বারা ধ্যান করত দেবতাকে আপনার হৃদয়ে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্থাপিত করিবে। হে দেবি। আপনার এই শ্রেষ্ঠস্থানে অবস্থান কর, আমার হৃদয়ের ঐ স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান করিতেছেন। ১৭২।

তাহার পর একজটামন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবকে মনে মনে স্মরণ করত ধর্ম, কাম এবং অর্থের সাধন নির্মাল্য মস্তকে গ্রহণ করিবে। ১৭৩

হে ভৈরব! তাহার পর বিশুদ্ধির নিমিত্ত জলের প্রতিপত্তি করিবে। সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ক্ষিতিবীজ উচ্চারণপূর্বক অষ্টদলান্বিত পদ্মাকার মণ্ডল স্পর্শ করিবে। ১৭৪

তাহার পর মূলমন্ত্র বা সর্ববশ্য মন্ত্রদ্বারা অনামিকার অগ্রভাগদ্বারা আপনার ললাট স্পর্শ করিবে। প্রান্তে সমাপ্তি সহিত, তাহার পর তারাবীজ। ১৭৫-১৭৬

তাহার পর বিসর্গযুক্ত বসুবীজ, ইহার পরপর অবস্থিত হইলে একজটাবীজ হয়, ইহা ধর্ম, কাম এবং অর্থের সাধন। ১৭৭

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণের নিমিত্ত একজটা বীজের সহিত ভাস্করবীজ উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যকে একটি অর্ঘ্য দান করিবে। ১৭৮

হে ব্রহ্ম সবিতঃ! আপনি বিবস্বান্, ভাস্বান, বিষ্ণুতেজঃ-সম্পন্ন, জগতের প্রসবকারী, শুচি অর্থাৎ নির্ম্মল এবং কর্মের প্রবর্তক, আপনাকে নমস্কার করি। ১৭৯

তাহার পর কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া একাগ্রমনে অচ্ছিদ্র অবধারণ করিবে। ১৮০

যজ্ঞচ্ছিদ্র, তপস্যার ছিদ্র এবং আমার পূজা কার্যে যে ছিদ্র ঘটিয়াছে, ভগবান্ সূর্যের প্রসাদে সে সকল অচ্ছিদ্র হউক। ১৮১

তদনন্তর পুষ্প, নৈবেদ্য এবং তোয়পাত্রাদি সমস্ত বস্তু দেবীবীজ উচ্চারণ করিয়া পুনর্বার অবলোকন করিবে। ১৮২

হস্ত দ্বারাই হউক, আর চক্ষু দ্বারাই হউক, পূর্বে যেখানে যেখানে মন্ত্রন্যাস করা হইয়াছিল জল দ্বারা সেই সকল স্থানের বিমার্জন করিবে। ১৮৩

প্রান্তাদিতে পঞ্চম, বহ্নিবীজ ও ষষ্ঠ স্বরযুক্ত এবং উপান্তে আদ্যবাগ্বীজ মিলিত হইয়া দুর্গাবীজ হয়। ১৮৪

সাধক বিভূতির নিমিত্ত স্থণ্ডিলে অগ্নিতে, জলে সূর্যকিরণে, বিশুদ্ধ প্রতিমায়, শালগ্রাম শিলায়, শিবলিঙ্গে এবং শিলাখণ্ডে দেবতার পূজা করিবে। ১৮৫

সাধক, একত্রে মানসে পূর্বোক্ত স্থণ্ডিলাদি সমুদয় স্থলেই যোগপীঠ বীজ দ্বারা মণ্ডলের ন্যাস করিবে। ১৮৬

বিদ্বান সাধক-বাসুদেব, রুদ্র, ব্রহ্মা এবং সূর্য্য এই সকল দেবতার পূজাতে উক্ত প্রতিপত্তিগুলির অনুষ্ঠান করিবে। ১৮৭

উক্ত প্রতিপত্তিসমূহ দ্বারা যে, বিষ্ণুর পূজা করে, ভগবান হরি, অচিরকাল মধ্যেই তাহাকে চতুর্থ প্রদান করেন। ১৮৮

শিব, সূর্য্য এবং লম্বোদর গণেশ প্রভৃতি অন্যান্য সমুদায় দেবগণই উক্ত বিধানানুসারে পূজা হইলে প্রসন্ন হন। ১৮৯

বিশেষ মহামায়া জগন্ময়ী মহাদেবী ভূতলে সর্ব্বদাই এইরূপ প্রতিপত্তির অভিলাষ করেন। ১৯০

এইরূপ বিধানানুসারে যে পূজা করে, সে সম্যক্ ফলভাগী হয়। যে পূজা উক্তমরূপ বিধানবিহীন, তাহা হইতে অল্পমাত্র ফল হয় না। ১৯১

যেরূপ অঙ্গহীন পুরুষ যজ্ঞকর্ম্মের অধিকারী হয় না, সেইরূপ অঙ্গহীন পূজা সর্বপ্রকারে ফলপ্রদ হয় না। ১৯২

ইহা–পরম রহস্য, শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন, বেদমন্ত্র স্বরূপ, শুদ্ধ এবং সমুদয় পাপের বিনাশন। ১৯৩।

যে মনুষ্য, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ এবং পূজা কালে ব্রাহ্মণের নিকট ইহা শ্রবণ করে, সে পূজা না করিয়া কর্ম্মের সমগ্র ফল লাভ করিয়া অনন্তকাল অবধি ভোগ করে। ১৯৪

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় — দেবী-তন্ত্র

ভগবান্ বলিলেন;–এক্ষণে আমি দেবীর তন্ত্র বলিতেছি, তোমরা দুইজনে শ্রবণ কর, যে তন্ত্রানুসারে আরাধিতা হইয়া দেবী অচিরকাল মধ্যেই বর প্রদান করেন। ১

এই তন্ত্র অপর তন্ত্রসকল হইতে বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠ; পূর্বে আমি তোমাদের নিকট ইহা সামান্যাকারে কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে বিশেষরূপে বলিতেছি। ২

দেবীর পূজা ও জপকার্যে যে সকল বিশেষ তন্ত্র অবশিষ্ট আছে, আমি পুনরায় সেই সকলের কীর্ত্তন করিব। ৩

যে মনুষ্য একাগ্র-মানস হইয়া মহামায়াতে ভক্তি করে, অঙ্গ ও অঙ্গমন্ত্র দ্বারা সে এই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে। ৪

ফল, পুষ্প, তাম্বুল, অন্ন ও পানাদি যে কিছু খাদ্য বস্তু-মহাদেবীকে উৎসর্গ করিয়া না দিয়া কখনই উহা ভোজন করিবে না। ৫

সাধক, পথেই থাকুক, আর পর্ব্বতের অগ্রেই থাকুক বা সভামধ্যেই অবস্থান করুক,–যেখানে সেখানেই থাকুক–ভোজ্যবস্তু দেবীকে দিয়াই আপনাকে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা করিবে। ৬

মদিরাভাণ্ড, রক্তবর্ণ স্ত্রী, সিংহ, শব, রক্তপদ্ম, ব্যাঘ্র ও হস্তীসঙ্গম (বা রণ সঙ্গম), গুরু এবং রাজা ইহাদিগকে দেখিয়া মহামায়াকে নমস্কার করিবে। ৭

চণ্ডিকার ধ্যান করিয়া বিভূতির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পতিব্রতা ভার্যার ঋতু রক্ষা করিবে। ৮

যখন কেহ কোনরূপ শান্তিপৌষ্টিক অথবা পূর্ত কর্ম্ম করিবে, তখন উহা দেবীকে সমর্পণ করিয়া উৎসব করিবে। ৯

যখন তৌর্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত শ্রবণ করিবে, তখন উহা দেবীকে নিবেদন করিয়াই নিজে উপভোগ করিবে। ১০

যে কোন অলঙ্কার, বস্ত্র অথবা চন্দন, আপনার শরীরে ধারণ করিবে, ঐ ধারণ করিবার সময় মনে মনে মন্ত্রের ন্যাস করিবে। ১১

ব্যায়ামেই হউক, বিধানেই হউক, সভাতেই হউক, জলেই হউক, আর স্থলেই হউক– যেখানেই গমন করুন না কেন, গমন করিবার সময় দেবীকে স্মরণ করিবে। ১২

পূজাকালে যে সকল কার্য্যের আবশ্যক হয়, মন্ত্র পূর্বেই সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। পূজনের অঙ্গীভূত কর্ম্ম যদি মন্ত্রহীন হয় তবে উহা নিষ্ফল হয়। ১৩

হে ভৈরব! পূজার অঙ্গীভূত কোন কর্মে যদি মন্ত্র উক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নৈবেদ্যালোকনমন্ত্র দ্বারা উহার অনুষ্ঠান করিবে। ১৪

ইষ্টমন্ত্র দ্বারা উহার মণ্ডলে দেবীর ন্যাস করিবে, পূজার অবসান হইলে ঐ মণ্ডল মুছিয়া উহা দ্বারা তিলক করিবে। ১৫-১৬

বলিদানে ধর্মকামার্থদায়ী সর্ববশ্য মন্ত্রদ্বারা বলিচ্ছেদ করিয়া খড়্গস্থ রুধির দ্বারা ঐ সর্ববশ্য মন্ত্র দ্বারা নিজের ললাটে তিলক করিবে। ১৭

এইরূপ তিলক ধারণ করিলে জগৎ তাহার বশীভূত হয়; কবর্গের চতুর্থ বর্ণ, বহ্নি, ষষ্ঠ স্বর অর্ধ চন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত, উপান্ত এইরূপ ককারান্ত, উপান্তের পরবর্ণও ঐরূপ, উহা নির্মোহী (দ্বিমোহী) টকারের চতুর্থ বর্ণ স্বরদ্বয় যুক্ত তৃতীয় বর্ণ প্রান্তে যার, এইরূপ তৃতীয় স্বরে অন্তে পূরিত, হইয়া দ্বিরাবর্ত এবং ব হইতে চতুর্থ বর্ণ দ্বিতীয় স্বর, তাহার পর পুর সহিত ক্ষোভ শব্দ এইরূপ মন্ত্র মিত্র, শত্রু, রাক্ষস, যক্ষ, প্রজা এবং রাজারূপে স্মৃত হইয়াছে। ১৮-২১

যদি মনুষ্য পূজা না করিয়াও এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্বদা তিলক করে, তাহা হইলে সকল বস্তু তাহার বশীভূত হয়। ২২

রাজা, রাজপুত্র, স্ত্রী, যক্ষ, রাক্ষস এবং চতুর্বিধ ভূতযোনি-ইহারা সকলে সর্বদা তাহার বশীভূত হয়। ২৩।

প্রবাসে, পথে, দুর্গম স্থানে, স্থানের অলাভে, জলে, কারাগারে, নিরুদ্ধাবস্থায় এবং প্রায়োপবেশনে অবস্থায় জ্ঞানী মনুষ্য মহামায়ার মানসী পূজা করিবে। ২৪-২৫

কোনরূপ মনের প্রীতি উৎপন্ন হইলে, সিংহব্যাঘ্র-সমাকুলস্থানে, কিংবা পরচক্র মধ্যে গমন করিয়া মানস পূজা করিবে। ২৬

মনে মনে হৃদয়ের মধ্যে যোগপীঠের ধ্যান করিয়া সেই যোগপীঠেই পৃথিবী মধ্যে পূজার অনুষ্ঠান করিবে। ২৭

মৈত্র অর্থাৎ পুরীষত্যাগ, প্রসাধন, স্নান, দন্তধাবন এবং অন্যান্য শুদ্ধিকারক কর্ম্ম সকল মনে মনে সম্পাদন করিয়া পূজা করিবে। ২৮

পুষ্পাদিদ্বারা যেরূপ রীতিতে বাহ্যিক পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, মানসিক পূজাতেও সেই সমুদয় রীতির অনুসরণ কর্তব্য। ২৯

সাধক, প্রতি অষ্টমীতেই দেবীর পূজা করিবে এবং নবমীর দিবস আপনার শোণিতদ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ৩০

কোনরূপ লিঙ্গ, পুস্তক বা স্থণ্ডিলস্থিত মহামায়ার পূজা করিবে, তাহার পাদুকাদ্বয় বা প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহাতে তাঁহার পূজা করিবে। ৩১

খড়্গ বা ত্রিশিখ–চিত্রিত করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করিবে, অথবা জলে দেবীর পূজা করিবে। খড়্গ পঞ্চদশাঙ্গুলি পরিমিত এবং ত্রিশিখ বলিতে ত্রিশূল বুঝিতে হইবে। ৩২

মনুষ্য-ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শিলায়, পর্ব্বতের অগ্রভাগে, পর্ব্বতের গুহায়, নিত্য দেবীর পূজা করিবে। ৩৩

বারাণসীতে দেবীর আরাধনা করিলে সম্পূর্ণ ফললাভ হয়, আর পুরুষোত্তমের নিকট পূজা করিলে তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয়। ৩৪

বিশেষতঃ দ্বারাবতীতে পূজা করিলে পূর্ব্বাপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয়। নিখিলক্ষেত্রে ও তীর্থে পূজা করিলে দ্বারাবতীর সমান ফল হয়। ৩৫

বিন্ধ্যাচলে দেবীর পূজা করিলে শতগুণ ফললাভ হয়, গঙ্গাতীরেও ঐরূপ আর্যাবর্তের মধ্যদেশে এবং ব্রহ্মাবর্তে পূজা করিলেও উক্তরূপ ফললাভ হয়। ৩৬

বিন্ধ্যাচলে পূজা করিলে যেরূপ ফল, প্রয়াগ ও পুষ্করে পূজা করিলেও সেই রূপ ফল লাভ হয়। কিন্তু করতোয়া নদীর জলে পূজা করিলে উহা অপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল হয়। ৩৭।

হে ভৈরব! নন্দীকুণ্ডে পূজা করিলে পূর্ব্বাপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। চন্দ্রশেখরসমীপে তাহা হইতেও চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। ৩৮

সেই স্থানে সিদ্ধেশ্বরীযোনিতে পূজা করিলে উহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয় এবং লৌহিত্য নদের জলে উহা অপেক্ষাও চতুর্গুণ ফল হয়। ৩১

কামরূপে জলেই হউক, আর স্থলেই হউক, যেখানে পূজা করিবে, উক্তরূপ ফল লাভ হইবে। বিষ্ণু যেরূপ সকলের শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মী যেমন সকলের উত্তম, কামরূপ দেব-মন্দিরে পূজাও সেইরূপ প্রশস্ত। ৪০

কামরূপ–দেবীর সাক্ষাৎ ক্ষেত্র, তাহার তুল্য স্থান আর নাই। অন্যত্র দেবী দুর্লভা, কিন্তু কামরূপে প্রতিগৃহেই বিরাজমান। নীলকূট পর্ব্বতের মস্তকে পূজা করিলে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফল হয়। ৪১-৪২

হেরুক নামক শিবলিঙ্গে পূজা করিলে তাহা অপেক্ষাও দ্বিগুণ ফল হয়। শৈলপুত্রাদি যোনিতে পূজা করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয়। ৪৩।

কামাখ্যাযোনিতে পূজা করিলে তদপেক্ষাও শতগুণ ফল লাভ হয়। যে মনুষ্য, কামাখ্যায় একবার মহামায়ার পূজা করে, সে ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত অর্থ এবং পরকালে শিব-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার সদৃশ আর কেহ নাই এবং তাহার কোন কৃত্যও নাই। ৪৪-৪৫

সে দীর্ঘায়ু হইয়া ইহলোকে বাঞ্ছিত অর্থ সকল লাভ করিতে থাকে। তাহার গতি অন্য কর্তৃক অবারিত এবং বায়ুসদৃশ হয়। ৪৬

সে স্বয়ং যুদ্ধে ও শাস্ত্রের তর্কে অজেয় হয়। বৈষ্ণব তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে একবারমাত্র পূজা করিয়া শত গুণ ফল লাভ করে। জগন্ময়ী যোগনিদ্রা মহামায়া মূল-মূর্তিস্বরূপ। ৪৭-৪৮

বৈষ্ণবী তন্ত্র, তাহার মন্ত্র ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শৈলপুত্রী আদি সমুদয় ইহারই মূর্তিভেদ। ৪৯

ইহার শরীর হইতে বিনির্গত অংশ স্বরূপ। সূর্যবিম্ব হইতে যেরূপ কিরণ নির্গত হয়, সেইরূপ উগ্রচণ্ডাদি দেবীসকল মহামায়ার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছে। তাহাদের অঙ্গমন্ত্র আমি তোমাকে বলিব। ৫০-৫১

এক মহামায়াই আপনার ইচ্ছায় নানারূপ ধারণ করিয়াছেন। কামাখ্যাই মহামায়া এবং মূল মূর্তি বলিয়া কীর্তিত হন। ৫২

ঐ মহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন পীঠেও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া কীর্তিত হইয়াছে। এই রূপ বিষ্ণু নিত্য বলিয়া সনাতন নামে অভিহিত হন। ৫৩

জনদিগের অর্দন (পীড়ন) করেন বলিয়া তিনিই জনার্দন নামে অভিহিত হন। সেইরূপ এই মহামায়া লোকের অভিলাষ পূরণার্থ পর্বতে সঙ্গত দেব এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক কামাখ্যা নামে অভিহিত হন। ৫৪

যেমন কোন মহাপুরুষ হাতে ছত্র গ্রহণ করিলে লোক তাহাকে ছত্রী বলে, এবং তিনিই স্নানকালে স্নাপক নামে অভিহিত হন, কামাখ্যানামও সেইরূপ। ৫৫

কামপুরণার্থ মহামায়ার শরীরই কামাখ্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইনি কামকালে খড়্গাত্যাগ করিয়া কামার্থ নিবেদিত লোহিত কুঙ্কুমদ্বারা পীতবর্ণ মালা স্বয়ং গ্রহণ করেন। যখন কাম পূর্ণ হয়, তখন ইনি পুনর্বার খড়্গ গ্রহণ করেন। ৫৬-৫৭

কামকালে সিত প্রেতে বিন্যস্ত লোহিত পঙ্কজে রমণ করেন এবং কাম পরিত্যাগ করিয়া প্রেতরূপ শিবের উপর বিরাজ করেন। ৫৮

এইরূপ ইনি সিংহস্থ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণপূর্বক কাম প্রদান করেন। কখন সিতপ্রেতে, আর কখন বা রক্ত-পঙ্কজে অবস্থান করেন। ইনি কামরূপিণী কখন কেশরীপৃষ্ঠে বিরাজ করেন। ৫৯

পূজাকালে ইনি কখন প্রেত, কখন পদ্ম, কখন সিংহের উপর স্থিত হন, তখন অন্যকে দেখে থাকেন। যখন তিনি মহামায়া স্বরূপে বর্তমান, তখন তিনি বরদা হন। ৬০-৬১

যখন ইহাকে রক্ত পদ্মে অবস্থিত ধ্যান করিবে, তখন ইহার অগ্রে হরিকে চিন্তা করিবে এবং যখন ইহাকে সিংহস্থিত করিবে, তখন অগ্রে ব্রহ্মা এবং শিবের চিন্তা করিবে। ৬২

এককালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনের ধ্যান করিলে ক্রমে পদ্ম সিংহে গমন করেন, এই তিন মুর্তি সন্নিহিত থাকিলে সেই কামদাদেবী আরও কাম দায়িনী হন। ৬৩

ইঁহাদের এক একটিতেও শিবাকে যথাবৎ চিন্তা করিবে। তিনি একাই সমস্ত জগতের প্রকৃতি এবং স্থাপন-কর্ত্রী। ৬৪

সেই জগন্ময়ী শিবা ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন। মহাদেবই সিত-প্রেত, ব্রহ্মাই লোহিত পঙ্কজ। ৬৫

বিষ্ণুই সিংহ, এই তিনজনই সেই মহাতেজোময়ী দেবীর বাহন। তাঁহাদের স্ব স্ব মূর্তিতে বাহন হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। ৬৬

তাহারা অন্যমূর্তি ধারণ করিয়া দেবীর বাহন প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহামায়া শিবা যে যে মূর্তিতে প্রীতিলাভ করেন। ৬৭

ঐ তিনজন সেই সেইরূপে বাহন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সিংহের উপর রক্তপদ্ম, তদুপরি শিব। ৬৮

তাহার উপর অবস্থিত মহামায়া–বর এবং অভয় প্রদান করেন। যে সাধক এইরূপ মূর্তির ধ্যান করিয়া পূজা করে। তৎকর্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পূজিত হন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মহামায়া এবং কামাখ্যা এক। ৬৯-৭০

তথাপি ধ্যানে স্বরূপে ভিন্ন, এই নিমিত্ত কামরূপেই কামাখ্যার পূজা করিবে। দুর্গার বিশেষ তন্ত্র তোমাদের নিকট কীর্তন করিলাম, এক্ষণে হে ভৈরব! অঙ্গ মন্ত্র সকল শ্রবণ কর। ৭১

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় — অঙ্গমন্ত্রের বিশেষ বিবরণ

ভগবান বলিলেন, আমি শক্তি সকলের বিশেষ করিয়া চণ্ডিকার সেই অঙ্গ মন্ত্র সকলের কীর্তন করিতেছি। দেবী গৌরী ইহা দ্বারা আরাধিতা হইয়া চতুর্বর্গ প্রদান করেন। ১

অন্তে তালব্য বর্ণ, ষষ্ঠ স্বর আদি ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত, কিংবা উপান্ত পূর্বোক্ত বর্ণযুক্ত অথবা আদি বাগভব বীজ। ২

এই তিনটি চণ্ডিকার নেত্রবীজ। এই তিনটি নেত্রবীজ যথাক্রমে বাম ললাট এবং দক্ষিণ চক্ষুতে বিন্যস্ত। ৩

ইহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কারণ হয়। এই মন্ত্র অতিশয় গুহ্য এবং দুর্গাবীজ নামে বিখ্যাত। ৪।

যখন দেবী মহামায়া কাত্যায়ন-মুনির আশ্রমে দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া দেবতাদিগের তেজে শরীর ধারণ করিয়াছেন, দেবী নেত্রত্রয় বিশিষ্ট মূল মূর্তিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৫

সেই তেজোময়ী জগদ্ধাত্রী মহিষাসুরনাশিনী দেবী নিখিল দেবগণের তেজে শরীর ধারণ করেন। ৬

দেবগণ কর্তৃক একে একে দত্ত অস্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক সংস্তুত হইয়া সগণ, সানুবন্ধ এবং অমাত্য বল ও বাহনের সহিত বর্তমান মহিষাসুরকে বধ করেন।

মহিষাসুর নিহত হইলে দেবগণ এই মন্ত্র দ্বারাই দেবীর পূজা করেন এবং সেই দেবীও লোকে সেই মহিষমর্দিনী মূর্তিতে বিখ্যাত হন। ৮

সেই অবধি সর্বত্র সেই সকল লোক সেই মূর্তিরই পূজা করে। মূল মূর্তি এক্ষণে অন্তর্হিত, এই মহিষমর্দিনী মূর্তিই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ৯

দেবতাদিগের বর দানহেতু এবং ব্রহ্মাদির উপযোগ হেতু ঐ মূর্তিকে সকলে পূজা করে, হে ভৈরব! আমি সেই মূর্তির বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ১০

মস্তকে জটাজুটসমাযুক্ত এবং অর্ধচন্দ্র শেখরস্বরূপ বিরাজমান, তিন লোচনে শোভিত এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য দীপ্তিমান্। ১১

বর্ণের আভা তপ্তকাঞ্চন তুল্য, তিনি সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং সুলোচনা, তাহার শরীর নবীন যৌবন সম্পন্ন এবং সকল আভরণে বিভূষিত। ১২

দন্তগুলি অতি মনোহর, স্তনদ্বয় পীন এবং উন্নত, তাহার শরীরসংস্থান ত্রিভঙ্গক্রমে স্বয়ং মহিষমর্দিনী। ১৩

মৃণালসদৃশ কোমল অথচ আয়ত দশবাহুযুক্ত, ঐ দশ বাহুর মধ্যে দক্ষিণ পাঁচ বাহুতে যথাক্রমে এই সকল অস্ত্র আছে–দক্ষিণের সর্বোপরি বাহুতে ত্রিশূল, তাহার নীচে ক্রমে ক্রমে খড়্গ, চক্র। ১৪

তীক্ষ্ণবাণ এবং শক্তি; পাঁচ বাম বাহুতেও যথোর্ধ খেটক, পূর্ণচাপ, পাশ ও অঙ্কুশ। ১৫

অধস্থ বাহুতে ঘণ্টা বা পরশু। দেবীর নীচে ছিন্নশির মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬

মহিষের শিরচ্ছেদ হওয়াতে উহা হইতে একটি খড়্গপাণি দানব উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থল শূলদ্বারা বিদ্ধ এবং সর্বশরীর মহিষের অন্ত্রে বিভূষিত। ১৭।

মহিষের রক্তে তাহার শরীর রক্তবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয়ও আরক্ত, নাগপাশ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং তাহার মুখ ভ্রূকুটিতে কুটিল হইয়াছে। ১৮

তাহার কেশ একত্র করিয়া দুর্গা বাম হস্তে ধারণ করিয়াছেন। তাহার মুখ দিয়া রক্ত বমন হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় দেবী সিংহকে তাহার প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। ১৯

ঐ সিংহের উপর দেবীর দক্ষিণ পাদ বিন্যস্ত, বামপাদ একটু ডিঙ্গামারা ভাবে, কিন্তু তাহার অঙ্গুষ্ঠ মহিষের উপর। ২০

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা সর্বদা এই অষ্টশক্তিতে পরিবেষ্টিত; সেই ধর্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষদায়িনী দেবীকে এইরূপে সর্বদা চিন্তা করিবে। ২১-২২

এই দেবীর অঙ্গমন্ত্রই দুর্গাতন্ত্র নামে বিখাত। ঐ ধর্ম, কাম এবং অর্থের সাধন মন্ত্রকে একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ২৩

অন্তে বহ্নি-ভার্য্যা, তৎপূর্বে ঢন্তে, (ণ) চ কার হইতে আদি ষষ্ঠস্বর (ই), তৎপূর্বে হান্ত (ক্ষ), তৎপূর্বে অগ্নি। তাহার পূর্বে দুর্গে দুর্গে এবং ওঙ্কার ইহাই দুর্গামন্ত্র নামে খ্যাত; তবেই হইল "ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা"। ২৪

সূর্য্য, মকর রাশি হইলে যে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী হইবে, তাহাতে এই মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্বক সেই মঙ্গলময়ী দেবীকে বিধানানুসারে পূজা করিবে। ২৫

তাহার পর সেই মহাদেবীকে শুক্ল অষ্টমীতে যথাবিধি পূজা করিয়া নবমী দিবস প্রভূত বলিদান করিবে। ২৬

সন্ধ্যাকালে আপনার গাত্রের রক্তে প্রলিপ্ত বলি প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে নিত্য কল্যাণযুক্ত হইয়া প্রমুদিত হয়। ২৭

পুত্র, পৌত্র, ধন ও ধান্যে সম্পূর্ণ হয় এবং দীর্ঘায়ু হইয়া ইহলোকে শুভ প্রাপ্ত হয়। ২৮

চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে তৎকাল-সম্ভূত অন্যান্য পুষ্প এবং অশোক পুষ্পদ্বারা এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যে দেবীর পূজা করে, তাহার শোক রোগ অথবা কোনরূপ দুর্গতি হয় না। ২৯

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষে অষ্টমীতে উপবাসী হইয়া নবমীর দিন, তিল রম্য যাবক, মোদক, ক্ষীর, আজ্য, মধু, শর্করা, পিষ্টক, নানাবিধ পশুর রুধির ও মাংস দ্বারা পূজা করিবে। ৩০-৩১

তাহার পর শুক্লাদশমীতে তিলমিশ্রিত জল দ্বারা এই দুর্গাতন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তিনবার অঞ্জলি দান করিবে। ৩২

দশমীর দিন এইরূপ করিলে দশজন্মর্জিত যাবতীয় পাপের নাশ হয় এবং সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হয়। ৩৩

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীর দিবস দেবীর পরম প্রীতিকর পবিত্রারোহণ করিবে। ৩৪

উক্ত দুর্গাতন্ত্র মন্ত্রদ্বারা পবিত্রারোহণ করিবে। বিশেষতঃ শ্রবণা হইতে দেবীর পবিত্র নির্মাণ করিবে। ৩৫

আষাঢ় বা শ্রাবণ মাসে সমুদয় দেবতারই পবিত্রারোহণ করিবে, তাহা হইলে সংবৎসর শুভ ফল হইবে। ৩৬

ধনদ অর্থাৎ কুবেরের পবিত্রারোহণের জন্য প্রতিপৎ তিথি উক্ত হইয়াছে এবং তিথির মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিথি দ্বিতীয়া লক্ষ্মীদেবীর পবিত্রারোহণে উক্ত। ৩৭-৩৮

ভবতারিণী (ভামিনী) দেবীর তৃতীয় এবং তাহার পুত্রের চতুর্থী। সোম রাজের পঞ্চমী এবং কার্তিকেয়ের ষষ্ঠী। ৩৯

ভাস্করের সপ্তমী, দুর্গার অষ্টমী, মাতৃকাদিগের নবমী এবং বাসুকির জন্য দশমী নির্দিষ্ট। ৪০

ঋষিদিগের পবিত্রারোহণের জন্য একাদশী শ্রেষ্ঠ তিথি, চক্রপাণির জন্য দ্বাদশী, অনঙ্গের ত্রয়োদশী এবং আমার চতুর্দশী। ৪১

ব্রহ্মা এবং দিকপালগণের পবিত্রারোহণ নিমিত্ত পৌর্ণমাসী তিথি নির্দিষ্ট। যে মনুষ্য দেবতাগণের পবিত্রারোহণ কার্যের অনুষ্ঠান না করে, কেশব তাহার সংবৎসরকৃত পূজার ফল হরণ করেন। এই নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ পরিত্রারোহণ কার্য্য যত্নপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। ৪২-৪৩

এই পবিত্রারোহণ কার্য করিলে, অনেক লাভ হয় এবং পূজা সফল হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তি যে সূত্রদ্বারা পবিত্র নির্মাণ করিবে, হে ভৈরব! আমার কথামত তাহা শ্রবণ কর। ৪৪

প্রথমে দর্ভসূত্র, তাহার পর পদ্ম সূত্র, অনন্তর সুপবিত্র ক্ষৌম, তদভাবে কার্পাস। পট্টসূত্র এবং অন্যান্য সূত্র দ্বারা পবিত্র নির্মাণ করিবে না। ৪৫-৪৬

পবিত্র সকল যত্নপূর্ব্বক বিচিত্ররূপে নির্মাণ করিবে এবং গন্ধ ও সুরভি মাল্যদ্বারা পবিত্রদিগের যথোচিত অর্চনা করিবে। ৪৭

কন্যা অথবা পতিব্রতা সচ্চরিত্রা প্রমদা, পবিত্রের সূত্র কর্ত্তন করিবে; বিধবা দুঃশীলা রমণী পবিত্রের সূত্র কর্তন করিবে না। ৪৮

সূচিভিন্ন, দগ্ধ ভস্ম বা ধূম দ্বারা অবগুণ্ঠিত–এইরূপ সূত্র পবিত্রনির্মাণ বিষয়ে যত্নপূর্বক ত্যাগ করিবে। ৪৯।

উপভুক্ত, মূষিকদষ্ট, মধ্যে রক্তাদি দ্বারা দূষিত, মলিন এবং নীলি-রাগযুক্ত এই সকল সূত্র যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। ৫০

সূত্র দ্বারা কনিষ্ঠ, উত্তম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার পবিত্র নির্মাণ করিবে। সাতাইশ খেয়া সূত্রদ্বারা যে পবিত্র প্রস্তুত হয়, উহা কনিষ্ঠ। ৫১

চুয়ান্ন খেয়া সূত্র দ্বারা যাহা নির্মিত হয় উহ মধ্যম এবং মর্ত্যলোকে যশ, কীর্তি, সুখ এবং সৌভাগ্যের বর্ধন। এক শত আট খেয়া সূত্রদ্বারা যাহা নির্মিত হয়, তাহার নাম উত্তম। ৫২-৫৩

উহা দিব্যভোগের উৎপাদক পবিত্র, স্বর্গ ও মোক্ষের সাধক; এই উত্তম পবিত্র মহাদেবীকে দান করিয়া মনুষ্য শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সাধক, যদি বাসুদেবকে উত্তম পবিত্র দান করে, তাহা হইলে সে বিষ্ণুলোকে গমন করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৫৪-৫৫

অষ্টোত্তরসহস্র সূত্র দ্বারা নির্মিত পবিত্রকে রত্নমালা বলে। এইরূপ পবিত্র, মহাদেবীর প্রতি ভক্তি ও মুক্তিপ্রদায়ক। ৫৬।

যে মনুষ্য মহাদেবীকে রত্নমালাসংজ্ঞক পবিত্র প্রদান করে, সে কোটি সহস্র কল্প স্বর্গে থাকিয়া অন্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৫৭

এইরূপ অষ্টোত্তর সহস্র তন্তুদ্বারা মহাদেবের নিমিত্ত যে মনোহর পবিত্র নির্মিত হয়, উহাকে নাগ-হার বলে। ৫৮

যে মনুষ্য এইরূপ পবিত্র আমাকে দান করে, সে যতগুলি সূত্র দ্বারা ঐ পবিত্র নির্মিত হইয়াছে, তত সহস্র কল্প আমার লোকে প্রমুদিত হয়। ৫৯

এইরূপ অষ্টোত্তর সহস্র তন্তু দ্বারা হরির নিমিত্ত যে পবিত্র নির্মিত হয়, তাহার বনমালা; তাহা প্রদান করিলে বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬০

পূর্বে যে কনিষ্ঠ নামে পবিত্র উক্ত হইয়াছে, উহাকে নাভি পর্যন্ত লম্বমান এবং আপন পরিমাণ অনুসারে দ্বাদশ-গ্রন্থি-যুক্ত করিবে। ৬১

মধ্যম পবিত্রও ঊরু পর্যন্ত লম্বমান, উহাকে আত্মপরিমাণানুরূপ চতুর্বিংশতি গ্রন্থিযুক্ত করিবে। ৬২

হে ভৈরব! উত্তম পবিত্র জানু পর্যন্ত লম্বমান, উহাকেও আত্মপরিমাণানু সারে ছত্রিশ গ্রন্থি যুক্ত করা কর্তব্য। ৬৩

নাগহার-নামক পবিত্রে যথাবিধি অষ্টোত্তর শত গ্রন্থি করা কর্ত্তব্য। তাদৃশ আর যে সকল পবিত্র উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়েও ঐ পরিমাণে গ্রন্থি করিবে। ৬৪

যেরূপ সূত্র দ্বারা পবিত্র নির্মাণ করা হইবে, গ্রন্থি সকল তাহার অন্যবর্ণ সূত্র দ্বারা সুলক্ষণান্বিতরূপে নির্মাণ করিবে। কনিষ্ঠ পবিত্রে সপ্তবেষ্টনের পর একটি গ্রন্থি করিবে। ৬৫

মধ্যম বেষ্টন তাহার দ্বিগুণ। এবং উত্তমের বেষ্টন তাহার দ্বিগুণ। পবিত্র সকলের পূর্বদিন অধিবাস করিয়া পর দিবস তাহাতে মন্ত্রের ন্যাস করিবে। ৬৬

ব্রাহ্মণ, দুর্গার বীজ মন্ত্র দ্বারা উহাতে মন্ত্রের ন্যাস করিবে এবং অপর লোকও উহাতে বৈষ্ণবীতন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিতে পারে। ৬৭-৬৮

বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রতিগ্রন্থিতে নিজে মন্ত্র ন্যাস করিবে। এই মালায় সমুদয় গ্রন্থিতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা মন্ত্রজপ করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। ৬৯

এইরূপ মন্ত্রন্যাস করিয়া ঐ পবিত্র–দেবীর অংশে যোজিত করিয়া দুর্গাতন্ত্র মন্ত্রের বিন্যাস করিবে। ৭০

একটি যজ্ঞপাত্রে সমুদয় পবিত্র স্থাপন করিয়া সেই স্থানে শোভন গন্ধ ও পুষ্পাদি স্থাপিত করিবে। ৭১

হে ভৈরব! তদনন্তর উহাতে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তত্ত্বন্যাস করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর তত্ত্বন্যাস করিবে। মন্ত্রন্যাস-কালে দ্বিজাতিগণ ‘ইদং বিষ্ণু’ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৭২

মন্ত্রবিন্যাসকালে শূদ্রেরা দ্বাদশার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং প্রাসাদ মন্ত্র দ্বারা আমার তত্ত্বন্যাস করিবে। ৭৩

ঐ মন্ত্র দ্বারা আমার মন্ত্রন্যাসও করিবে এবং দানও করিবে। পবিত্র সকল–কুঙ্কুম, ঊশীর, কর্পূর এবং চন্দনাদি বিলেপন দ্বারা লিপ্ত করিয়া তাহাতে তত্ত্বন্যাস করিবে। ৭৪

হে ভৈরব! মনুষ্য প্রযত হইয়া বৈষ্ণবী তন্ত্রমন্ত্র অথবা দুর্গাতন্ত্র দ্বারা মণ্ডলে দেবীর পূজা করিয়া দুর্গাবীজ দ্বারা দেবীর মস্তকে পবিত্র প্রদান করিবে। ৭৫-৭৬

যে যে দেবতার যেরূপ যেরূপ পদক্রম, যেরূপ যেরূপ মণ্ডল, যেরূপ যেরূপ ধ্যান এবং পূজন, সেই সেই দেবতাকে সেইরূপ মন্ত্রাদি দ্বারা যত্নপূর্বক পূজা করিয়া তাহারই বীজ এবং মন্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকে পবিত্র দান করিবে। ৭৭-৭৮

হে ভৈরব! সকল দেবেরই পূজা সমাপনার্থ পবিত্র সময়ে দেবতাদিগকে পবিত্র দান করিবে। ৭৯

অগ্নি, ব্রহ্মা, ভবানী, গণেশ, অনন্ত, স্কন্দ, সূর্য্য, মাতৃগণ, দিকপাল এবং নব গ্রহ–ইহাদের প্রত্যেককে ঘটে পূজা করিয়া সমাহিত চিত্তে প্রত্যেকের মস্তকে পবিত্র দান করিবে। ৮০-৮১

পঞ্চগব্য চরু নির্মাণ করিয়া উহা দ্বারা তিনবার দেবীর হবন করিয়া তথা বিধি বিষ্ণু ও শম্ভুরও হবন করিবে। ৮২

সাধক, কেবল আজ্য দ্বারা অষ্টোত্তর শত তিল ও আজ্য দ্বারা অষ্টোত্তর শত আহুতি দেবীকে ও আমাকে অর্পণ করিবে। ৮৩

বৈষ্ণব ব্যক্তি ধর্ম, কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত এইরূপ বিধানে বিষ্ণু প্রভৃতিরও পবিত্রারোহণ করিবে। ৮৪

নানাবিধ নৈবেদ্য, পেয়, অনেক প্রকার পিষ্টক, মোদক, কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খর্জুর, পনস, আম্র, দাড়িম্ব, কর্কন্ধু, দ্রাক্ষাদি বিবিধ ফল, সকল প্রকার ভক্ষ্য ও ভোজ্য, মদ, মাংস, ওদন, গন্ধ পুষ্প, মনোহর, ধূপ, দীপ, বসন ও ভূষণ এই সকল উপচার দ্বারা সাধক দেবীর পূজা করিবে। ৮৫-৮৭

এবং রাত্রিকালে নট, নর্তক ও বেশ্যা দ্বারা নৃত্য গীত করাইয়া আনন্দিত হইয়া জাগরণ করিবে। ৮৮

দ্বিজাতিগণের সহিত ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে ভোজন করাইবে। পবিত্রারোহণ সম্পন্ন হইলে সুবর্ণ, গো, ধেনু, তিল, বসন বা অশোক বৃক্ষ দক্ষিণারূপ দান করিবে। অনন্তর,

সাধক, বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ৮৯

মণি, বিদ্রুম মালাদ্বারা এবং মন্দার পুষ্প দ্বারা তোমার এই বাৎসরিক পূজা হইতে থাকুক। ৯১।

তাহার পর পূজা এবং প্রতিপত্তিপূর্বক দেবীর বিসর্জন করিবে। এইরূপে যথাবিধি দেবীর পবিত্র-দান সম্পন্ন হইলে বাৎসরিক পূজা সম্পূর্ণ হয়। এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্য একশত কোটি কল্প দেবীর গৃহে বাস করে এবং সেই স্থানে তাহার অতুল-সুখ সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। ৯২-৯৪

ঊনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষষ্টিতম অধ্যায় — কাত্যায়নীর আবির্ভাব

ভগবান্ বলিলেন;–রাজা-রাজারা শরৎকালে মহানবমীতে দুর্গা-মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা দুর্গার মহোৎসব এবং বলিদান করিবে। ১

আশ্বিন মাসের যে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, তাহা দেবীর অতিশয় প্রীতিকরী 'মহা অষ্টমী' নামে বিখ্যাত। ২।

তৎপরবর্তী মহানবমী বলে। সেই তিথি শিবপ্রিয় এবং সর্বলোক পূজনীয়; হে ভৈরব! প্রতিবর্ষে ঐ তিথিদ্বয়ে দুর্গাপূজার বিশেষ ফল শ্রবণ কর। ৩

হে বৎস! মহাদেবী দুর্গা যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি প্রদানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্নরূপে পূজা গ্রহণ করেন; সেইরূপ রবি, কন্যারাশি গত হইলে শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি দানের নিমিত্ত পূজাগ্রহণ করেন। ৪-৫

অনাহারী, নক্তাহারী, একাহারী অথবা বায়ুভোজী হইয়া প্রাতঃস্নান, ইন্দ্রিয়জয় এবং ত্রৈকালিক-শিবপূজা, জপ ও হোম করত কুমারিকা ভোজন করাইবে এবং ষষ্ঠীর দিবস বিল্বশাখা ও ফলে দেবীর পূজা করিবে। ৬-৭

সপ্তমীর দিবস সেই বিল্বশাখা আহরণ করিয়া পুনরায় পূজা করিবে। ৮

পুনর্বার অষ্টমীর দিন বিশেষ উপচারের সহিত পূজা করিবে, স্বয়ং বলি দান করিবে এবং মহানিশাতে জাগরণ করিবে। ৯

নবমীতে যথেষ্ট বলিদান করিবে, দশভুজা দেবীর ধ্যান করিবে এবং দুর্গা তন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে। ১০।

দশমীতে শার্বরোৎসব-পূর্বক বিসর্জন করিবে। বিসর্জন করিয়া রাত্রে পূর্ববৎ আচরণ করিবে। যখন দুর্গা-তন্ত্র-মন্ত্রদ্বারা মহামায়ার ষোড়শভুজা মূর্তি পূজা করিবে, তৎকালিক

বিশেষবিধি শ্রবণ কর। ১১-১২

কন্যাস্থ-রবিতে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর দিন উপবাসী হইয়া দ্বাদশীতে একাহার এবং পরদিবস নক্ত করিবে। ১৩

চতুর্দশীতে গীত ও বাদ্যের শব্দ করিয়া নানাবিধ নৈবেদ্য দান ও বন্দনাপূর্বক দেবীর বোধন করিবে এবং পরদিন উপবাস করিবে। ১৪

নবমী পর্যন্ত এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ১৫

জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে পূজা আরম্ভ করিয়া মূলা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পূজা করিয়া শ্রবণার শেষে বিসর্জন করিবে। ১৬

যখন অষ্টাদশভুজা মূর্তির দুর্গা-তন্ত্র-মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে, হে ভৈরব! সে বিষয়েও বিশেষ বিধি শ্রবণ কর। ১৭

কন্যারাশির কৃষ্ণপক্ষে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীর দিবাভাগে গীত ও বাদ্যের শব্দ করিয়া দেবীর বোধন করিবে। ১৮

শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে দেবীর কেশমোচন করিয়া পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকালেই সুগন্ধি জলদ্বারা স্নান করাইবে। ১৯

সপ্তমীর দিন পত্রিকা পূজা, অষ্টমীতে উপবাস এবং নবমীতে বিধিপূর্বক পূজা জাগরণ ও বলি প্রদান করিবে। ২০

দশমীতে ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ করিয়া বিসর্জন করিবে। দশমীতে নিরাজন করিলে অতিশয় বল বৃদ্ধি হয়। ২১

হে ভৈরব! যখন জগন্ময়ী মহামায়া বৈষ্ণবী দেবীকে পূজা করিবে, তাৎকালিক বিশেষ বিশেষ বিধি শ্রবণ কর। ২২

কন্যারাশিস্থিত রবিতে যে পূজনীয় শুক্লাষ্টমী তিথি, তাহার রাত্রিকালে অতিশয় বিভব বিস্তারপূর্বক পূজা করিবে। ২৩

নবমীতে যথাবিধি বলিদান করিবে এবং বিভূতির নিমিত্ত বিধিপূর্বক জপ ও হোম করিবে। ২৪

মনুষ্য অষ্ট পুষ্পিকাদ্বারা মহামায়ার পূজা করিবে। পূর্বে রামের প্রতি অনুগ্রহ এবং রাবণের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা রাত্রিকালে এই মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। ২৫-২৬

অনন্তর মহাদেবী প্রবোধিত হইয়া রাবণের বাস-ভূমি লঙ্কায় গমন করিয়া ছিলেন। ২৭

সেই লঙ্কা নগরে গমন করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইয়া রাম এবং রাবণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ২৮

ঐ যুদ্ধে রাক্ষস এবং বানরদিগের মাংসও ভক্ষণ করত রাম-রাবণের যুদ্ধ সপ্তাহ স্থায়ী করিয়াছিলেন। ২৯

সপ্তরাত্র অতীত হইলে নবমীতে জগন্ময়ী মহামায়া রামের দ্বারা রাবণের বিনাশ করেন। ৩০

যে সপ্তরাত্রি দেবী আনন্দের সহিত তাহাদের দুজনের যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সপ্তরাত্র সমুদয় দেবগণ তাহাকে পূজা করিয়াছিলেন। ৩১

রাবণ নিহত হইলে, নবমীতে পিতামহ ব্রহ্মা, নিখিল দেবগণের সহিত দেবীর বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। ৩২

তাহার পর দশমীতে সেই দেবী ভগবতী, শার্বরোৎসবের সহিত বিসর্জিত হইয়াছিলেন। ৩৩

অনন্তর ইন্দ্রও দেব-সৈন্যের শান্তির নিমিত্ত এবং দেব-রাজ্যের বৃদ্ধির নিমিত্ত দেবসেনারও নীরাজন করিয়াছিলেন। ৩৪

স্বাতি-নক্ষত্র-যুক্ত তৃতীয়া তিথিতে রামরাবণের সেই ভয়প্রদ বাণযুদ্ধ দেখিয়া লঙ্কার পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত সুমহৎ সুরসৈন্যকে ভীত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের বচনানুসারে তাহাদের ভয় নিবারণার্থ দেবী স্বয়ং রক্ষা করিয়াছিলেন। ৩৫-৩৬

অনন্তর শ্রবণা-যুক্ত দশমীতে শুভদায়িনী চণ্ডিকা দেবীকে বিসর্জন করিয়া ইন্দ্র, শান্তির নিমিত্ত স্বসৈন্যের নীরাজন করিয়াছিলেন। ৩৭

শচীপতি ইন্দ্র স্বসৈন্যের নীরাজনান্তে তত্রস্থিত রাম ও লক্ষণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮

পূর্বকালে স্বায়ম্ভুব মনুর অন্তরে দেবী ভগবতী, দেবগণের হিতের নিমিত্ত দশভুজা রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ ইতিবৃত্ত আছে। ৩৯

উহা মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে জগতের হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পূর্বকল্পে যেরূপ ঘটিয়াছিল, প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রতি কল্পেই দৈত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাবণ-রাক্ষস ও রামও প্রতি কল্পে উৎপন্ন হন। ৪০-৪১

প্রতিকল্পে এ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের সঙ্গ হয়। ৪২

এইরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও একইরূপ প্রবৃত্তি। ৪৩

সকল দেবগণ কল্পে কল্পে দেবীর পূজা ও স্বসৈন্যের নীরাজন করেন; অতএব মনুষ্যদিগেরও যথাবিধি দেবীর পূজা করা উচিত। ৪৪

রাজগণ, শক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত নিজ দিব্যালঙ্কার-ভূষিত কামিনীগণ দ্বারা নিজ নিজ সৈন্যের নীরাজন করাইবে এবং নৃত্য গীত ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ৪৫-৪৬

মোদক, পিষ্টক, পেয়, অনেক প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, খর্জুর, পনস, দ্রাক্ষা, আমলক, শাণ্ডিল্য, প্লীহ, করুণ, কশেরু, ক্রমুক, মূল, লাজ, জম্বু এবং তিন্দুক আদি ফল, আর গব্য, গুড়, মাংস, মদ্য, মধু, ইক্ষুদণ্ড, শর্করা, লবলী, নারঙ্গক, ছাগল, মহিষ, মেষ, নিজের শোণিত, পক্ষী আদি পশু, নয় প্রকার মৃগ–এই সকল উপকরণ দ্বারা নিখিল জগতের ধাত্রী মহা মায়ার পূজা করিবে, এবং এত পরিমাণে বলিদান করিবে, যাহাতে মাংস ও শোণিতের কর্দম হয়। ৪৭-৫০

শত্রুর নাশ-নিমিত্ত এবং দুর্গার প্রীতি ইচ্ছা করিয়া পিষ্টকের পুতুল নির্মাণ করিয়া রাত্রে স্কন্দ ও বিশাখের পূজা করিবে। ৫১

তিল ও মাংসের সহিত আজ্য দ্বারা হোম করিবে এবং উগ্রচণ্ডাদি শুভ দায়িনী অষ্ট যোগিনীর পূজা করিবে। ৫২

চতুঃষষ্টি যোগিনী এবং কোটি যোগিনীরও পূজা করিবে। সর্বদা দেবীর সন্নিহিত শুভদায়িনী জয়ন্তী প্রভৃতি নবদুর্গারও গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে, যেহেতু তাহারা দেবীর মূর্তিভেদ-মাত্র। ৫৩-৫৪

মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর সমুদয় অস্ত্র এবং অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে স্থিত সমুদয় ভূষণ এবং বাহন সিংহকেও ভূতির নিমিত্ত সর্বদা পূজা করিবে। ৫৫

পূর্বকল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারে মনুষ্যদিগের ত্রেতাযুগের আদিতে মহিষাসুরের বিনাশ এবং জগতের নিমিত্ত যোগনিদ্রা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী মহামায়া-সমুদয় দেবগণকর্তৃক সংস্তুত হইয়াছিলেন। ৫৬-৫৭

অনন্তর তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে অতিবিপুল শরীর ধারণ করিয়া ষোড়শভুজারূপে আবির্ভূত হইয়া ভদ্রকালী নামে আবির্ভূত হন। ৫৮

তৎকালে তাহার বর্ণ অতসী পুষ্পের মত হইয়াছিল, কর্ণে উজ্জ্বল কাঞ্চনের কুণ্ডল ছিল এবং মস্তক জটাজূট, অর্ধচন্দ্র এবং মুকুটে ভূষিত ছিল। তাহার গলদেশে নাগহারের সহিত

সুবর্ণের হার বিরাজ করিয়াছিল। ৫৯

তিনি দক্ষিণ বাহুসমূহে শূল, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, বাণ, শক্তি, বজ্র এবং দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন; তাহার দাঁতগুলি সমুজ্জ্বলরূপে বিকাশিত হইয়াছিল। ৬০-৬১

তাহার বামহস্ত-নিচয়ে খেটক, চর্ম্ম, চাপ, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরশু এবং মূষল শোভিত ছিল। ৬২

তিনি সিংহের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ নয়ন-ত্রয়ে উজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন। সেই জগন্ময়ী পরমেশ্বরী দেবী মহিষকে বামপাদের দ্বারা আক্রমণ করিয়া শূলের দ্বারা তাহার শরীর ভেদ করিয়াছিলেন। ৬৩-৬৪

তখন দেবগণ, পরমেশ্বরীর সেই মূর্তি এবং মহিষাসুরকে নিহত দেখিয়া কিছুই বলিতে পারেন নাই অর্থাৎ বিস্ময়াবেশে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ৬৫

অনন্তর সেই ঈষৎ-হাস্যনিঃসৃত-সমুজ্জ্বল-দন্তকিরণাবলি দেবী পরমেশ্বরী, ব্রহ্মাদি দেবগণকে বলিয়াছিলেন। ৬৬

হে সুরগণ! তোমরা সকলে জম্বুদ্বীপে হিমালয় পর্বতের নিকটবর্তী কাত্যায়নমুনির আশ্রমে গমন কর। সেই স্থানেই তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৬৭

সেই মহাদেবী এই কথা বলিয়াই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ৬৮

দেবগণও তাহাকে নমস্কার করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে কাত্যায়নমুনির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। ৬৯

যাহার নিধনের জন্য আমরা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবীর স্তব করিয়া ছিলাম; সেই মহিষাসুর আমাদের সম্মুখে নিহত হইয়াছে। ৭০

তবে কি জন্য সেই মহাদেবী আমাদিগকে কাত্যায়নের আশ্রমে যাইতে আদেশ করিলেন? আমাদের আর কি অভিলষিত কার্য্য বাকী আছে? ৭১

সেই দেবগণ, পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে হিমালয়ের সহিত কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। ৭২

সেই স্থানে ইন্দ্রের সহিত দিকপালগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–ইহরা দুর্গার দর্শনে অভিলাষী হইয়া প্রীতিসহকারে সেই স্থানে অবস্থান করিয়া ছিলেন। ৭৩

তাহার পর রুদ্রগণ আসিয়া মহিষাসুরের চেষ্টা এবং দেবতাদিগের পরাভব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৭৪

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব আদি দেবগণ অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন;-মহিষ অসুরকে ত দেবী হত করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন অন্য আর মহিষ কে আছে? যে এই জগতের অত্যন্ত ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৭৫

তাহারা এইরূপে কোপ করিলে তাহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ পৃথক পৃথক্ তেজ নির্গত হইয়াছিল। ৭৬।

সেই তেজোরাশি হইতে উপজাতশরীরা দেবী কাত্যায়ন কর্তৃক প্রথমে সন্ধুক্ষিত এবং পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে কাত্যায়নী বলা হয়। ৭৭

তাহার পর সেই দশভুজা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী, মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। ৭৮

সেই মহাদেবী দেবগণ কর্তৃক সংস্তুত এবং প্রবোধিত হইয়া, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ৭৯

সুশোভন শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিবস দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া ছিলেন। ৮০

নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিভ হইয়া মহিষাসুরকে নিহত করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। ৮১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–মহারাজ সগর, দেবীর এইরূপ উত্তম চরিত শ্রবণ করিয়া, সংশয় অপনোদনের নিমিত্ত পুনর্বার ঔর্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৮২-৮৩

যদি মহাদেবী পশ্চাৎই মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তবে ভদ্রকালীরূপে যে মহিষ বধ করিয়াছিলেন উক্ত হইয়াছে, উহা কি? ৮৪

দেবগণ যখন সেই ভদ্রকালী-মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তখন মহিষকে দেবীর পাদদ্বারা আক্রান্ত এবং হৃদয়ে শুল বিদ্ধ দেখিয়াছিলেন। ৮৫

হে মুনিশ্রেষ্ঠ। আপনি আমার এই সংশয় চ্ছেদন করুন। ৮৬

ও বলিলেন;–হে মহারাজ! যেরূপে মহিষের সহিতই মহাভাগা ভদ্রকালী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৮৭

ঐ বীর মহিষাসুর, রাত্রে পর্বতে নিদ্রা যাইতে যাইতে অতি নিদারুণ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ৮৮

সে স্বপ্নে দেখিল,–যেন মহামায়া ভদ্রকালী অতি ভীষণরূপে আস্য বিস্তার পূর্বক খড়্গদ্বারা তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া তাহার রক্তপান করিয়াছেন। ৮৯

অনন্তর প্রাতঃকালে সেই দৈত্য মহিষাসুর অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার অনুচরবর্গের সহিত সেই দেবীরই পূজা করিয়াছিল। ৯০

অনন্তর দেবী মহিষাসুর কর্তৃক আরাধিত হইয়া ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে আবির্ভূত হন। ৯১

তাহার পর অসুর মহিষ, ভক্তিসহযোগে নম্রশরীরে সেই জগন্ময়ী মহামায়াকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল। ৯২

হে দেবি! আমি সত্যই স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরচ্ছেদ করিয়া রুধিরপান করিতেছেন। ৯৩

তাহাতে আমি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি আমার রুধিরপান করিবেন। অতএব এক্ষণে আমাকে একটি বরদান করুন। ৯৪

হে পরমেশ্বরি! আমি যে আপনার বধ্য, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই, আমারও তাহাতে দুঃখ নাই; কারণ নিয়তিকে কে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়?

কিন্তু আমার পিতা আমার নিমিত্তই পূর্বে আপনার সহিত শম্ভুকে আরাধনা করিয়াছিলেন, অনন্তর আমার জন্ম হয়। ৯৬

আমিও শম্ভুর আরাধনা করিয়া অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছি। আমি তিন মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া নিষ্কণ্টকে শ্রেষ্ঠ অসুররাজ্য ভোগ করিয়াছি, আমার কিছুই অনুতাপ নাই। ৯৭

শিষ্যের নিমিত্ত কাত্যায়নমুনি আমাকে পাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৯৮

পূর্বে কাত্যায়নমুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্বনামে একটি অতিশয় সাধুচরিত্র ঋষি হিমালয় পর্বতের নিকট তপস্যা করিতেছিলেন। ৯৯

আমি কৌতুক-বশে অতুলসৌন্দর্যশালী দিব্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া সেই ঋষিকে মোহিত করি। ঋষি, বিমূঢ় হইয়া তৎক্ষণাৎ তপস্যা হইতে বিরত হন। ১০০

কাত্যের পুত্র অর্থাৎ কাত্যায়ন ঋষি সেই স্থানের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমার সেই মায়া জানিতে পারিয়া তাহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, তিনি শিষ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে শাপ দিলেন। ১০১

যেহেতু তুমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আমার শিষ্যকে মোহিত করিয়া তপস্যাচ্যুত করিলে, সেই হেতু স্ত্রীজাতি তোমার বধসাধন করিবে। ১০২

পূর্বে মুনি কাত্যায়ন, এইরূপে আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সেই শাপের ফলপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১০৩

আমি দেবেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অখণ্ড ত্রিভুবনরাজ্য নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়াছি। আমার ইহলোকে এমন কোন বাঞ্ছনীয় নাই, যাহার অপ্রাপ্তি হেতু অনুতাপ করিতে হয়। ১০৪

এই নিমিত্ত আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি। হে দেবি দুর্গে! তুমি পুনর্বার আমার জন্মের শেষ প্রার্থনা পূরণ কর, আমি তোমাকে বারংবার নমস্কার করি। ১০৫

দেবী বলিলেন;–হে মহাসুর। তোমার অভিলষিত বর কি, তাহা আমাকে শ্রবণ করাও। তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১c৬।

মহিষ বলিল;–আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব নিখিল যজ্ঞে যাহাতে আমি পূজ্য হই, সেইরূপ করুন। ১০৭

যে পর্যন্ত সূর্য্যদেব বর্তমান থাকিবেন, সেকাল পর্যন্ত আমি তোমার পদ সেবা ত্যাগ করিব না। যদি আমাকে বর দেওয়া আপনার উচিত বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে, তবে এ বরটীও প্রদান করুন। ১০৮

দেবী বললেন;-পূর্বেই এক একটি করিয়া সমুদয় যজ্ঞের ভাগ দেবতা দিগের মধ্যে বন্টিত হইয়াছে। যজ্ঞের এমন একটী ভাগ নাই, যাহা এক্ষণে আমি তোমাকে দিতে পারি। ১০৯

কিন্তু হে মহিষাসুর! আমাকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াও তুমি আমার চরণ কোন কালে ত্যাগ করিবে না, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১১০

আর হে দানব! যেখানে যেখানে আমার পূজা হইবে, সেই সেই স্থানেই তোমার এই শরীরের পূজা হইবে, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। ১১১

দেবীর এই বাক্য শুনিয়া মহিষাসুর, বর লাভে অত্যন্ত হৃষ্ট এবং প্রসন্নবদন হইয়া বলিল। ১১২

হে উগ্রচণ্ডে! ভদ্রকালি! দেবি! দুর্গে! আপনাকে নমস্কার করি। আপনার মূর্তি অনেক; এই জগতের সমুদয় বস্তুই আপনার মূর্তিভেদ। ১১৩

অতএব হে পরমেশ্বরি! আমি যজ্ঞে আপনার কোন্ কোন্ মূর্তির সহিত পূজ্য হইব। যদি আমার উপর আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে ইহা কীর্তন করুন। ১১৪।

দেবী বলিলেন;–হে মহিষাসুর! তুমি আমার যে নামগুলির কীর্তন করিলে, তুমি ঐ সকল মূর্তিতে আমার পাদলগ্ন পূজ্য হইবে। ১১৫

উগ্রচণ্ডা–এই মূর্ত্তি; ভদ্রকালী মূর্ত্তি–যে মূর্তি ধারণ করিয়া আমি তোমাকে দ্বিতীয় সৃষ্টিতে নিহত করি; এবং দুর্গা বলিয়া আমার যে মূর্তি কীর্তিত হয়,–এই তিন মূর্তিতে তুমি সর্বদা আমার পাদলগ্ন হইয়া মনুষ্য, দেব এবং রাক্ষসগণেরও পূজ্য হইবে। ১১৬-১১৭

আদি সৃষ্টিতে আমি উগ্রচণ্ডা রূপে তোমাকে নিহত করিয়াছি। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে আমি ভদ্রকালীরূপে তোমাকে বিনাশ করি। ১১৮

এক্ষণে দুর্গারূপে অনুচরবর্গের সহিত তোমাকে বধ করিব। কিন্তু পূর্ববর্তিতে আমি নিজ চরণতলে তোমাকে গ্রহণ করি নাই। এক্ষণে তোমার বর প্রার্থনা অনুসারে ঐ উভয় মূর্তিতেও তোমাকে গ্রহণ করিলাম এবং তোমার যজ্ঞভাগের উপভোগের নিমিত্ত দুর্গা মূর্তিতেও তোমাকে গ্রহণ করিব। ১১৯-১২০

মহামায়া এই সকল কথা বলিয়া তৎকালে মহিষাসুরকে নিজের উগ্রচণ্ডা মূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। ১২১

যাদৃশ ষোড়শভুজা মূর্তি ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত, তাদৃশ মূর্তিতে আর দুইটী বাহু, অধিক যুক্ত হইলে উগ্রচণ্ডা মূর্তি হয়। ঐ অতিরিক্ত বাহুদ্বয়ের মধ্যে দক্ষিণদিকের হস্তে একটী গদা ও বামদিকের হস্তে সুরা পানপাত্র এবং মস্তকে মুণ্ডমালা ধৃত হইয়াছে। ১২২-২৩

ঐ মূর্তির প্রভা দলিত-অঞ্জন-সদৃশ; মূর্তি দেখিতে প্রচণ্ড এবং সিংহবাহিনী, নেত্র রক্তবর্ণ, শরীরের আয়তন অতি বৃহৎ এবং অষ্টাদশ বাহুযুক্ত। ১২৪

মহিষ, ভদ্রকালী দেবীর সেই উগ্রচণ্ডা মূর্তি দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিল। ১২৫

অনন্তর পূর্বে যেমন চরণদ্বারা আক্রমণ করিয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়া ছিলেন, দেবী তৎকালেও নিজ চরণতলে তাহাকে সেইরূপে গ্রহণ করিলেন। ১২৬

তখন হৃদয় শূল দ্বারা ভিন্ন মহিষ-রূপ ছিন্নমস্তক, দেবীকর্তৃক কেশে গৃহীত এবং মহিষ শরীর হইতে নির্গত-অন্ত্র-দ্বারা ভূষিত, রক্তস্রাবকারী এবং অতি বৃহৎ আয়তন মহিষ আপনার পূর্ব শরীরকে এইরূপে অবস্থিত দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া যুগপৎ শোক এবং মোহ প্রাপ্ত হইল। ১২৭-১২৮।

অনন্তর সেই দানব মহিষাসুর আপনাকে সুস্থির করিয়া এবং দেবীকে প্রণাম করিয়া গদগদস্বরে বলিতে লাগিল! ১২৯

হে দেবি! যদি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, এবং আমার নিমিত্ত যজ্ঞ ভাগেরও কল্পনা করিয়াছেন, তবে যেন আমি পুনরায় আর এরূপ না হই। ১৩০

হে দেবি! যাহাতে আমি আর দেবগণের সহিত কোনরূপ বৈর উৎপাদন করি, আর যাহাতে পুনরায় আমার আর জন্ম না হয়, তাহা করুন। ১৩১

দেবী বলিলেন, তুমি আমার আরাধনা করিয়াছ, আমি তোমাকে বরদান করিয়াছি তুমি আমারই বধ্য, সে বিষয়ে কোন বিচার করিও না। ১৩২

তুমি যে প্রার্থনা করিয়াছ, দেবগণের সহিত তোমার আর বিরোধ না হউক–তাহাই হইবে। ১৩৩।

হে দানব! আমার পাদতল-সংস্পর্শে তোমার শরীর যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত বিশীর্ণ হইবে না। ১৩৪

হে মহাসুর! মহাদেবের পাদসংস্পর্শে তোমার প্রাণসকল কেবল তোমার জীবাত্মার সহিত অবস্থান করিবে। ১৩৫

হে মহিষাসুর! একশত অষ্টাধিক ত্রিশ সহস্র কোটি কল্প পর্যন্ত তোমার পুনর্বার জন্ম হইবে না। ১৩৬

দেবী মহিষাসুরকে এইরূপ বর প্রদান করিলে, সে মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং দেবীও অন্তর্হিত হইলেন। ১৩৭

হে নৃপ! মহিষও নিজস্থানে গমন করিল, কিন্তু মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া পুনর্বার পূর্বের মত অসুরভাব প্রাপ্ত হইল। ১৩৮

সগর বলিলেন, ভগবতী মহামায়া লোকের বিভূতির নিমিত্ত অনেক দৈত্যকে নিহত করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি গ্রহণ করেন নাই এবং কাহাকেও তিনি বর দান করেন নাই। ১৩৯

হে দ্বিজোত্তম! কি কারণে দেবীকর্তৃক এই মহিষাসুর গৃহীত হইল এবং কেনই বা তিনি তাহাকে বরদান করিলেন, ইহা আমার নিকট সম্যকরূপে কীর্তন করুন। ১৪০

ঔর্ব বলিলেন, রম্ভনামে দৈত্য বহুকাল তপশ্চরণ করিয়া মহাদেবেরে আরাধনা করে, মহাদেব তাহার তপস্যায় প্রীতি-লাভ করেন। ১৪১

অনন্তর মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন; হে রম্ভ। আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি; তুমি অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর। ১৪২

এইরূপে উক্ত হইয়া রম্ভ অসুর মহাদেবকে বলিল, হে মহাদেব। আমি অপুত্র, আপনার যদি আমার উপর অনুগ্রহ হইয়া থাকে, আমার তিন জন্মে আপনি আমার পুত্র হউন এবং আমার

পুত্র হইয়া সকল প্রাণীর অবধ্য, দেব গণের জেতা, চিরায়ু, যশস্বী, লক্ষ্মীবান্ এবং সত্য প্রতিজ্ঞ হউন। ১৪৩-৪৪

দৈত্যকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাদেব তাহাকে বলিলেন; তোমার এই বাঞ্ছিত সিদ্ধ হউক, আমি তোমার পুত্র হইব। ১৪৫

এই কথা বলিয়া মহাদেব সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন এবং রম্ভাসুরও হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে আপনার স্থানে গমন করিল। ১৪৬

পথে যাইতে যাইতে রম্ভ একটি তিন বৎসর-বয়স্ক ঋতুমতী বিচিত্রবর্ণা সুন্দরী মহিষীকে দেখিতে পাইল। ১৪৭

সেই মহিষীকে দেখিয়া সে কামে মোহিত হইয়া তাহাকে হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া তাহার সহিতই রতিক্রীড়া করিল। ১৪৮

এইরূপে তাহাদের উভয়ের সুরত সম্পূর্ণ হইলে রম্ভের তেজে মহিষী গর্ভ ধারণ করিল এবং সেই গর্ভ হইতেই মহিষাসুরের জন্ম হয়। ১৪৯

সেই মহিষীর সঙ্গমেই মহাদেব, রম্ভের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এবং জন্ম হইতে মহিষাসুর শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৫০

সেই মহিষাসুরকে শিষ্যানুগ্রহকারী কাত্যায়ন মুনি শিষ্যের প্রতি অত্যাচার করায় শাপ দিয়াছিলেন। ১৫১

মহিষাসুর কাত্যায়ন-কর্তৃক শপ্ত দেখিয়া চন্দ্রশেখর মহাদেব, চণ্ডিকাকে প্রণয়পূর্বক বলিয়াছিলেন। ১৫২

হে দেবি জগন্ময়ি! কাত্যায়ন-মুনি, মহিষাসুরকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছেন যে স্ত্রীজাতি তোমার বিনাশ-কর্ত্রী হইবে। ১৫৩

ঋষির বাক্য যে সফল হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে জগন্ময় দেবি! যোগযুক্ত মহিষ শরীর আমারই; উহা বরাবর পূর্বেও তোমা কর্তৃক হত হইয়াছে এবং পরেও হত হইবে। ১৫৪

এক্ষণে ভগবান্ হরি, একা সিংহরূপে তোমাকে বহন করিতে অক্ষম, আমার এই মহিষ-শরীরই তোমার বাহক হইবে। ১৫৫

পূর্বকালে মহাদেব, দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবী মহিষাসুররূপী মহাদেবকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৬

ভগবান হর, তিন জন্মে রম্ভাসুরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রম্ভাসুর ঐ তিন বার রম্ভ নামেই জন্মগ্রহণ করে। ১৫৭

রম্ভাসুর জন্মত্রয়েই অতি নিদারুণ তপস্যা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত ভগবান শম্ভুর আরাধনা করে এবং শম্ভুও তাহাকে পূর্ব্ববৎ বর প্রদান করেন। ১৫৮

পূর্বের মত সুরতোৎসুক হইয়া রম্ভ, মহিষীর অনুসরণ করে এবং মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর দৈত্যের জন্ম হয়। ১৫৮

প্রতি জন্মেই মহিষাসুরকে ভগবান কাত্যায়ন-মুনি শাপ প্রদান করেন; কারণ, পূর্ব এবং পরজন্মে মহিষেরও তাহার শিষ্যকে ভুলাইবার প্রবৃত্তি হয়। ১৫৯

কল্পে কল্পে তৃতীয় জন্মে মহিষও দেবীর পূজা করিবার বর প্রার্থনা করে এবং অভিলষিত বর প্রাপ্ত হয়। ১৬০

“আর যেন ইহলোকে আমার জন্ম না হয়” এইরূপ বর প্রার্থনা করে। ১৬১

হে নৃপ! সেই জন্য ঐ অসুর দেবীর পদতলে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার আর অনেক কল্পান্ত অবধি জন্ম হইবে না। ১৬২

এইরূপ দেবীর প্রসাদে মহাদেবাঙ্গ-সম্ভব মহিষাসুর নিত্য উৎকৃষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। ১৬৩

হে রাজন্! সেই মহিষাসুর দেবীর পদতল প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ অদ্যাপি আনন্দ ভোগ করিতেছে, তাহা তোমার নিকট কীর্তিত হইল। হে নৃপোত্তম। এক্ষণে তোমার নিকট প্রস্তুত বিষয়ের কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ১৬৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, ঔর্বের সহিত মিলিত হইয়া মহারাজ সগর যেরূপে দেবী ও মহিষের সংবাদ ভুবনে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগের নিকট কীর্তিত হইল। ১৬৫

পুনর্বার মহর্ষি ঔর্ব, মহারাজ সগরের নিকট যে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই অতি গোপনীয় কথা বলিতেছি, হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। ১৬৬

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একষষ্টিতম অধ্যায় — দেবীপূজার কর্তব্যতা

ঔর্ব কহিলেন;-হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পুনর্বার ভগবান্ মহাদেব বেতাল ও ভৈরবের নিকট যে বিষয়ের বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রস্তুত বিষয়ের বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১

ভগবান্ বলিলেন;–ভগবতী অষ্টদশভুজা উগ্রচণ্ডা নামে যে মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, উহা পূর্বে, সূর্য্য কন্যারাশিগত হইলে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে কোটি যোগিনীর সহিত প্রাদুর্ভূত হয়। ২

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাতিথিতে প্রজাপতি দক্ষ, দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করে; ঐ যজ্ঞে সমুদয় দেবগণকে বরণ করা হইয়াছিল। ৩

ঐ যজ্ঞে দক্ষ, আমাকে কপালী বলিয়া বরণ করে নাই এবং আমার পত্নী বলিয়া তাহার নিজের কন্যা সতীকেও বরণ করেন নাই। ৪

তখন সতী, ক্রোধ-পরবশ হইয়া নিজের দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ করিয়া চণ্ডমূর্তি ধারণ করেন। ৫

অনন্তর, দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে, কন্যারাশি কৃষ্ণপক্ষে নবমী তিথিতে সতীরূপ পরিত্যাগ করিয়া যোগনিদ্রা চণ্ডরূপধারিণী মহামায়া কোটি যোগিনীর সহিত যজ্ঞভঙ্গ করিয়াছিলেন। ৬-৭

মহাদেবের সমুদয় গণের সহিত এবং সাক্ষাৎ মহাদেবের সহিত দেবী স্বয়ং মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞভঙ্গ করেন। ৮

অনন্তর দেবীর সেই নিদারুণ ক্রোধ অপগত হইলে সমস্ত দেবগণ, পূর্ব কথিত বিধান-অনুসারে দেবীর অতুলা পূজা করিয়াছিলেন। ৯

দুঃখহানির নিমিত্ত দেবগণ পূর্বোক্ত বিধান অনুসারে দেবীর পূজা করিয়া অতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০

এইরূপ অতুল বিভূতি লাভের নিমিত্ত অপর ব্যক্তিরও দেবীর চতুর্বর্গপ্রদ পূজন করা উচিত। ১১।

হে ভৈরব! যে ব্যক্তি মোহবশতই হউক, আলস্যবশতই হউক, দম্ভ অথবা দ্বেষবশতই হউক, মহোৎসবকালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা না করে, দেবী ভগবতী তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিলষিত কামনাসকল নষ্ট করেন এবং পরে সে দুর্গার বলিরূপে জন্মগ্রহণ করে। ১২-১৩

অষ্টমীর দিবস রুধির, মাংস, সুগন্ধি মহামাংস, নানাজাতীয় বলি, সিন্দুর, পট্টবাস, নানাবিধ বিলেপন, অনেক জাতীয় পুষ্প এবং বহুবিধ ফল দ্বারা দেবীর পূজা করিবে। ১৪

পুত্রবান ব্যক্তি মহাষ্টমীর দিবস উপবাস করিবে না। এবং ব্রতশালীও সর্ব প্রকারে পূতাত্মা হইয়া দেবীর পূজা করিবে। ১৬

মহাষ্টমীর দিন পূজা করিয়া, নবমীর দিবস বহুবিধ বলি প্রদানপূর্বক পূজা করিয়া, দশমীর দিবস শ্রবণানক্ষত্রে শাবরোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জন করিবে। ১৭

যে দশমী তিথির দিবাভাগে শ্রবণার শেষ পাদ হইবে, সেই দশমী তিথিতেই দেবীর বিসর্জন করিবে। ১৮

রাগনিপুণ কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তুরী মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধূলি-কর্দম নিক্ষেপ করত নানা ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলা চরণপূর্বক ভগ-লিঙ্গাদি বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে। ১৯-২১

সেই দিবস যদি কোন মনুষ্য, নিজের উপর অপর কর্তৃক অশ্লীল ব্যবহার করা না ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে, তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করেন। ২২

যে নবমীর নিশাভাগে শ্রবণার আদিপাদ হইবে, সেই নবমীর রাত্রিকালেই দেবীর সমুত্থান করিবে; দিবাভাগে নহে। ২৩

যে নবমীর রাত্রিকালে শ্রবণার অন্ত পাদ হইবে, সেই নবমীরই দিবাভাগে দেবীর সমুত্থান করিবে। ২৪

হে ভৈরব! দেবীর প্রতিমা জলে রাখিয়া বিভূতির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা বিসর্জন করিবে। ২৫

হে দেবি! চামুণ্ডে! আমার শুভ পূজা গ্রহণ করিয়া উত্থান করুন এবং অষ্ট শক্তির সহিত আমার কল্যাণ করুন। ২৬

হে দেবি! আপনার সেই শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করুন এবং আমার পূজা পরিপূর্ণ হউক। ২৭

আপনি স্রোতোজলে গমন করুন অথচ আমার গৃহে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। আপনি এই বেগশালী জলে পত্রিকাকে সঙ্গে লইয়া নিমগ্ন হউন। ২৮

পুত্র, আয়ুঃ ও ধনের বৃদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমাকে জলে স্থাপন করিতেছি। সর্ব্বলোকের হিত এবং বিভূতির নিমিত্ত এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে জলে স্থাপন করিবে। ২৯-৩০

মহামায়ার মহোৎসব সময়ে ভদ্রকালী এবং উগ্রচণ্ডা এই উভয়কেই দুর্গা তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৩১

সকল প্রকার যোগিনী এবং মূলমূর্ত্তি–ইহাদের সকলের পূজাতেই নেত্র বীজ উক্ত হইয়াছে। ৩২

হে ভৈরব! তুমি উগ্রচণ্ডার পৃথক মন্ত্র শ্রবণ কর। উপান্তে নেত্রবীজ মন্ত্রের আদ্যদ্বয় অন্তরে অন্ত্যস্বর ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বহ্নিবীজ বিন্যস্ত হইলে উগ্রচণ্ডার মন্ত্র হয়। দ্বিরাবর্তিত নেত্রবীজের দ্বিতীয় অক্ষর ভদ্রকালীর মন্ত্র; ইহা ধর্ম, কাম এবং অর্থের সাধন। ৩৩-৩৫

যখন মহামায়া জগন্ময়ী বৈষ্ণবী দেবীর পূজা করা হয়, তখন অষ্টযোগিনীও পূজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩৬

হে ভৈরব! পূর্বকল্পে সেই অষ্ট যোগিনী, শৈলপুত্রী প্রভৃতি। আর দুর্গা-তন্ত্রের অষ্ট যোগিনী উগ্রচণ্ডাদি, ইহা কীর্তিত হইয়াছে। ৩৭

ভদ্রকালীর তন্ত্র দ্বারা ভদ্রকালীর পূজাকালে ঐশ্বর্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ অষ্টযোগিনীর পূজা করিবে। ৩৮

জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা; শিব, ক্ষমা এবং ধাত্রী,–এই অষ্ট যোগিনীকে অষ্টদলে পূজা করিবে। ৩৯

যখন উগ্রচণ্ডা মন্ত্র দ্বারা সেই দেবীর পূজা করিবে, হে ভৈরব! তখন অপর অষ্ট যোগিনীর পূজা করিবে। তাহাদের নাম–কৌশিকী, শিবদূতী, হৈমবতী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী, দুর্গা এবং মহোদরী এই সাত এবং উগ্রচণ্ডা। ৪০-৪১

হে ভৈরব! সৌম্য-মূর্তি উমার মন্ত্র শ্রবণ কর। প আদি, সমাপ্তি সহিত ফট্ অন্তে অথবা অন্তে ফট্ শূন্য এই একাক্ষর অথবা ত্র্যক্ষর উমা মন্ত্র। ৪২

উমা সুবর্ণসদৃশী গৌরবর্ণা, দ্বিভুজা, বামহস্তে নীলারবিন্দু-ধারিণী শুক্ল চামর ধারণ করিয়া শিবের দক্ষিণ অঙ্গে দক্ষিণ হস্ত বিন্যাস করিয়া অবস্থিত, এইরূপে চিন্তা করিবে। ৪৩-৪৪

ভক্ত, মহাদেবের সঙ্গ ব্যতীতও কেবল সুবর্ণ-সদৃশী গৌরাঙ্গী, পদ্মচামর ধারিণী, দ্বিভুজা এবং সর্বদা ব্যাঘ্র-চর্ম্মস্থিত পদ্মে পদ্মাসনে উপবিষ্ট রুদ্রাণীকেও চিন্তা করিতে পারো। ৪৫

হে ভৈরব! এই উমার পূজাকালে যে অষ্টযোগিনী ও নায়িকার পূজা কর্তব্য, তাহাদের প্রত্যেকের নাম শ্রবণ কর। ৪৬

জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রি, স্বধা এবং স্বাহা এই আটজন। ৪৭

পূর্বকালে মহাসত্ত্ব, মহাকায়, প্রবল পরাক্রান্ত হস্তীর মত দুর্মদ, দৈত্য শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামে অন্ধকের দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ৪৮

মহাসূর অন্ধক আমাকর্তৃক নিহত হইলে সেই দুই ভ্রাতা সৈন্য এবং বাহনের সহিত পাতালতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ৪৯

অনন্তর সেই অসুরদ্বয় অতি তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাকে সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট করে। ৫০

ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করেন। সেই দানবদ্বয় ব্রহ্মার বরে অত্যন্ত গর্বিত হইয়া ত্রিজগৎ অধিকার করিয়া শুম্ভ, ইন্দ্রত্ব এবং নিশুম্ভ চন্দ্রত্ব করিতে থাকে। ৫১

শুম্ভ স্বয়ং নিখিল দেবগণের যজ্ঞভাগ অপহরণ করে এবং নিশুম্ভ দিকপাল দিগের অধিকার গ্রহণ করে। ৫২

অনন্তর ইন্দ্রের সহিত নিখিল দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া গঙ্গাবতরণ স্থানের সমীপে মহামায়ার স্তব করিয়াছিলেন। ৫৩

তখন দেবী দেবগণ কর্তৃক বারংবার সংস্তুত হইয়া মাতঙ্গের স্ত্রীর রূপ ধারণপূর্বক দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৫৪

হে অমরগণ! তোমরা এখানে আসিয়া কোন স্ত্রীর স্তব করিতেছ এবং তোমরা এই মাতঙ্গের আশ্রমেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? ৫৫

সেই মাতঙ্গী এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে একটি দেবী তাহার শরীর কোষ হইতে নির্গত হইয়া বলিলেন যে, দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই জন দানব, সমস্ত দেবগণকে বাধা দিতেছে। সেই হেতু তাহাদের বধের জন্য দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন। ৫৭

মাতঙ্গীর শরীর হইতে সেই দেবী নিঃসৃত হইলে পর, সেই হিমাচলাশ্রিত গৌরবর্ণা মাতঙ্গী তৎক্ষণাৎ দলিত অঞ্জন-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণা হইলেন এবং কালিকা নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ৫৮

মনীষী ঋষিগণ, তাঁহাকে উগ্রতারা নামে অভিহিত করেন। কারণ, সেই অম্বিকা ভক্তগণকে সর্বদা উগ্রভয় হইতে রক্ষা করেন। ৫৯

বীজক্রমে প্রথমেই ইহার বীজ কথিত হইয়াছে। ইহার একটি জটা আছে বলিয়া ইহার নাম একজটা। ৬০

হে বেতাল ও ভৈরব। যেরূপ ধ্যান করিলে ভক্তের অভিলষিত লাভ হয়, এক্ষণে ইহার সেই ধ্যান শ্রবণ কর। ৬১

উগ্রতারা–চতুর্ভূজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা বিভূষিতা; ইহার দক্ষিণদিকের ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ ও অধোহস্তে চামর। ৬২

বামদিকের উর্দ্ধহস্তে কাতারী ও অধোহস্তে খর্পর; ইনি মস্তকে আকাশ ভেদকারিণী একটি জটা দ্বারা শোভিতা। ৬৩

সমস্ত মস্তক ও গ্রীবাদেশে মুণ্ডমালা এবং বক্ষঃস্থল নাগ-হারে অলঙ্কৃতা, রক্তনেত্রা। ৬৪

কৃষ্ণবস্ত্রধরা, ইহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে শোভিত, বামপাদ শবের হৃদয়ে এবং দক্ষিণপাদ সিংহের পৃষ্ঠে স্থাপিত; ইনি স্বয়ং শবদেহ লেহনে নিযুক্তা। ৬৫

অট্টহাস্যশালিনী অতিঘোর-শব্দ-কারিণী এবং স্বয়ং অতি ভীষণস্বরূপা। সুখাভিলাষী ভক্তগণ উগ্রতারাকে এইরূপে চিন্তা করিবে। ৬৬

ইহার যে আটজন যোগিনী আছেন, আমি তাহাদিগের বিষয়ও কীর্তন করিতেছি। ৬৭

মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্র, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি এবং ভৈরবী এই আটটী যোগিনী; ইহাদিগেরও পূজা করিবে। ৬৮

হে ভৈরব! কালিকার কায়কোষ হইতে যে দেবী নির্গত হইয়াছেন, সেই সুচারুরূপসম্পন্না মনোহরা দেবী কৌশিকীনামে বিখ্যাত। ৬৯

ঐ চণ্ডিকা, কালিকা দেবীর হৃদয় হইতে রসনাগ্র দ্বারা নিঃসৃত হইয়া ছিলেন; তত্তুল্য সুন্দর রূপ আর কাহারও নাই। ৭০

ত্রিভুবনে শরীর-কান্তিতে ইহার সদৃশ আর কেহই নাই, কারণ যিনি যোগ নিদ্রা, মহামায়া এবং মূল প্রকৃতি, এই দেবী কৌশিকী তাহারই প্রাণস্বরূপ। ৭১

নেত্রবীজ ইহারও বীজরূপে কীর্তিত হইয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের সর্বকামপ্রদ ইহার মন্ত্র বলিতেছি। ৭২

সমাপ্তিতে নান্ত দান্ত ষষ্ঠবর্গের আদি-ষষ্ঠস্বর এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এই কয়েকটী মিলিত হইয়া কৌষিকীমন্ত্র হয়, ইহা মনুষ্যের ধর্ম, কাম এবং অর্থপ্রদ। ৭৩।

হে ভৈরব! আমি জগতের আহ্লাদকারক ইহার মূর্তি এবং রূপের কথা বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর। ৭৪

মস্তকে কবরীবন্ধন, তাহার নীচে অধোমুখী চন্দ্রকলা, কেশের অন্তে একটা উর্দ্ধমুখ তিলক, গণ্ডস্থল মণিকুণ্ডল দ্বারা সংসৃষ্ট, মস্তকে মুকুট। ৭৫

কর্ণ সমুজ্জ্বল কর্ণপূরনামক কর্ণভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত; সুবর্ণ, মণিমাণিক্য এবং নাগহারে বিরাজিত। ৭৬

নিয়ত-সুগন্ধ অম্লান পদ্মদ্বারা অতি-সৌন্দর্য্যের আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্রীবাদেশে মালা, কেয়ূর-রত্ননির্মিত। ৭৭

মৃণালসদৃশ কোমল আয়ত অথচ গোল গোল সুন্দর বাহুনিচয়ে সুশোভিত শরীর-কঞ্চুক দ্বারা আবৃত, পয়োধর পীন এবং উন্নত। ৭৮

মধ্য ক্ষীণ ত্রিবলী-ভূষিত, বস্ত্র পীতবর্ণ। ৭৯

দক্ষিণদিকের হস্তনিচয় দ্বারা উর্দ্ধ হইতে যথাক্রমে নীচে নীচে শূল, বজ্র, বাণ, খড়গ এবং শক্তি ধারণ করিয়া আছেন। ৮০

ঐরূপ বামদিকের হস্তনিকর দ্বারা উর্ধ্বাধঃক্রমে গদা, ঘণ্টা, চাপ এবং চর্ম ধারণ করিয়া আছেন। ৮১

সিংহের উপরে আস্তীর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম উপবিষ্ট হইয়া কৌষিকী অতুলরূপে সুর এবং অসুরকে বিমোহিত করিতেছেন। ৮২

হে বৎস! ইহার সহিত পূজ্য অষ্টযোগিনীগণের নাম শ্রবণ কর। তাহারা পূজিত হইয়া মনুষ্যকে চতুর্বর্গ প্রদান করেন। ৮৩

ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী এবং শিবদূতী। এই কামপ্রদায়িনী যোগিনীগণ সর্ব্বদা পূজ্য। ৮৪

দেবীর ললাট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যিনি কালী নামে খ্যাত হইয়াছেন; হে ভৈরব! তাহার কামপ্রদ মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৫

“ক্রীঁ ফট্” ইহা ধর্ম-কামার্থ-সাধক কালীমন্ত্র। হে বৎস! আমি ইহার মূর্তি বর্ণন করিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। ৮৬-৮৭

ইনি নীলোৎপলদলের মত শ্যামবর্ণা চতুর্ভূজা। দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয়ে উর্ধ্বাধঃক্রমে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস। ৮৮

বামদিগের হস্তদ্বয়ে সেইরূপ চর্ম ও পাশ ধারণ করিতেছেন। গলদেশে মুণ্ডমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। ৮৯

কৃশাঙ্গী, দীর্ঘদংষ্ট্রা, অতিদীর্ঘ এবং ভীষণাকার; জিহ্বা লক লক করিতেছে; চক্ষুঃ অতিশয় লাল, তাহাতে মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে। ১০

কবন্ধ বাহনে আসীন এবং শ্রবণ ও আনন অতি বিস্তার; ইনি তারা ও চামুণ্ডা বলিয়াও অভিহিত হন। ৯১

ইহার সহিত অষ্টযোগিনীর পূজা এবং ধ্যান করিবে। ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হন্ত্রী, বিধায়িনী, করালা, শূলিনী এই আটটি যোগিনী কীর্তিত হইয়াছে। এই দেবী অতিশয় কাম প্রদায়িনী এবং সর্বদা জড়তাবিনাশিনী। ইহার সদৃশ কামপ্রদায়িনী দেবী আর নাই। ৯২-৯৩

কৌষিকীর ধ্যান করিতে করিতে হরির হৃদয় হইতে যে দেবী নিঃসৃত হইয়াছেন। যিনি শিবদূতী নামে বিখ্যাত শত শত শৃগালবৃন্দে আবৃত। ৯৪

ইহার ধর্ম কাম এবং অর্থ-প্রদ মন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছি, যাহা শুনিয়া সাধক, দুর্লভ শিবমন্দিরে গমন করে। ৯৫

এই মন্ত্র দ্বারা মনুষ্য শিবস্বরূপিণী শিবদূতীর আরাধনা করিয়া অচির কালের মধ্যে সকল অভীষ্ট লাভ করে এবং সর্বজয়ী হয়। ১৬

ক্ষং ইত্যাদি শিবদূতীর মন্ত্র; ইহা বলিলাম। শিবদূতী জয়দায়িনী; এক্ষণে ইহার রূপের বর্ণনা করিতেছি, একমন হইয়া শ্রবণ কর। ৯৭-৯৯

চতুর্ভূজা, মহাকায়া, দ্যুতি সিন্দুর সদৃশ, রক্তদন্ত, জটাজূট, মুণ্ডমালা এবং অর্ধচন্দ্র দ্বারা মস্তক শোভিত। ১০০

নখগুলি সমুজ্জ্বল, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, দক্ষিণদিকের হস্তদ্বয়ে উর্ধ্বাধঃক্রমে শূল ও খড়্গ। ১০১

বাম দিকের হস্তদ্বয়ে পাশ ও চর্ম্ম ধারণ করিয়াছে। বক্ত্র স্থূল, পীন ওষ্ঠ, মূর্তি উচ্চ ও তুঙ্গ এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। ১০২

দক্ষিণ চরণ শবের বক্ষে এবং বামচরণ শৃগালের পৃষ্ঠে বিন্যস্ত; শত শত ফেরুগণে পরিবেষ্টিত। ১০৩

শিবদূতীর এইরূপ বিভীষণমূর্তি বিভূতি লাভার্থ চিন্তা করিবে। মনুষ্য কেবল ইহার ধ্যান করিলেই শুভফল প্রাপ্ত হয়। আর পূজা করিলে ত দেবী অচির কামধ্যে সমুদয় অভিলষিত প্রদান করেন। ১০৪

যে সাধক, শিবার শব্দ শুনিয়া ভক্তিপূর্বক শিবদূতীর পূজা করে, সমুদয় কামনা তাহার হস্তগত। ১০৫

যৎকালে মহাদেবী, মহামায়া জগতের হিতের নিমিত্ত রক্তবীজের সংহার করেন। ১০৬

সেই সময় যে অম্বিকামূর্তি তাহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া শিবকে দূত করিয়া শুম্ভের নিকট প্রেরণ করেন, তিনিই সমস্ত দেবগণ কর্তৃক শিবদূতীনামে গীত হইয়াছেন। ১০৭

ক্ষেমঙ্করী, শান্তা, বেদমাতা, মহোদরী, করালা, কামদা, ভগাখ্যা, ভগমালিনী, ভগোদরী, ভগারোহা, ভগজিহ্বা এবং ভগা এই দ্বাদশটী যোগিনী সর্ব্বদাই শিবদূতীর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করেন। ১০৮-১০

যোগিনীগণ সখীস্বরূপ। অন্যান্য মূর্তির ন্যায় চণ্ডিকার যোগিনীও পরিকীর্তিত হইয়াছে। ১১১

হে বেতাল-ভৈরব! তোমাদিগের নিকট অঙ্গমন্ত্র সকল কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য, পূজাকল্প এবং মন্ত্রের বিষয় কীৰ্ত্তন করিব। ১১২

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় — কামাখ্যা-বিবরণ

ভগবান্ বলিলেন,–যেহেতু আমার সহিত কাম চরিতার্থ করিবার জন্য মহাগিরিতে আগমন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত নীলকূট পর্বতে নির্জনস্থা দেবী কামাখ্যা নামে কথিত হইয়াছেন। ১

ইনি কামিনী, কামদা, কামা, কান্তা এবং কামাদি দায়িনী; যেহেতু ইনি কামাঙ্গনাশিনী এই হেতু ইনি কামাখ্যা নামে উক্ত হইয়াছেন। ২

এই কামাখ্যা দেবীর বিশেষ মাহাত্ম্য শ্রবণ কর,–এই কামাখ্যা দেবীই প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগৎকে নিয়োজিত করিতেছেন। ৩।

মহামায়াবিমোহিত হইয়া বিষ্ণু যখন মধু ও কৈটভাসুরের সংহারের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন এই কামাখ্যা দেবীই তাহাকে মোহিত করেন। ৪

দৈনন্দিন প্রলয়কালে ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, প্রসুপ্ত হইলে তাহার কর্ণ বিবর হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুইটি দানব নির্গত হয়। ৫

কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ-স্থিতা পৃথিবী প্রলয়জলে নিমগ্না হইয়াছিলেন, যোগনিদ্রা মহা মায়া ঐ পৃথিবীকে বিশীর্ণাবস্থায় অবলোকন করেন। ৬।

তখন ঈশ্বরী মহামায়া পৃথিবীকে দৃঢ়তর করিতে অভিলাষী হইয়া উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে পৃথিবী দৃঢ় হয়। ৭।

এই প্রলয়কালে পৃথিবী যেন ঘৃতের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু সৃষ্টিকালে এইরূপ অবস্থায় থাকিলে কিরূপে প্রজা ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। ৮

সৃষ্টিরূপিণী জগন্মাতা এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া উপায় স্থির করিলেন। ৯

তিনি সেই জগৎপতি জগন্নাথকে প্রসুপ্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া বাম হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করাইলেন। ১০

সেই জগৎ-প্রসবিনী যোগনিদ্রাদেবী ঐরূপে কর্ণবিবরে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া নখের অগ্রভাগ দ্বারা কর্ণস্থিত মলকে চূর্ণ করিলেন। সেই বাম কর্ণের মল হইতে মধু নামে অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১

তাহার পর, দেবী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দক্ষিণকর্ণে প্রবেশ করাইলেন এবং সেই দক্ষিণ কর্ণ হইতেও মল প্রাপ্ত হইলেন। ১২

সেই মলও অঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ দ্বারা চূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৩

সেই মল হইতে কৈটভ নামে বড় বলবান মহা-অসুর উৎপন্ন হইল। ১৪।

যেহেতু প্রথম অসুর উৎপন্ন হইয়াই মধুপান করিবার প্রার্থনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত মহাদেবী তাহার নাম মধু রাখিয়াছিলেন। ১৫

দ্বিতীয় অসুর উৎপন্ন হইয়াই মহামায়ার হস্তে কীটের মত শোভা পাইয়া ছিল, এইজন্য দেবী স্বয়ং তাহার নাম কৈটভ রাখিয়াছিলেন। ১৬

মহামায়া সেই দুই অসুরকে বলিলেন, তোমরা হরির সহিত যুদ্ধ কর। তাহা হইলে হরি তোমাদিগের প্রাণসংহার করিবেন। ১৭

যদি তোমরা নিজমুখে প্রার্থনা কর যে, হে বিষ্ণো! তুমি আমাদিগকে বধ কর, তাহা হইলেই তিনি তোমাদিগকে বধ করিবেন, নতুবা হরিও তোমাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন না। ১৮

এইরূপে মহামায়া কর্তৃক মোহিত হইয়া সেই অসুরদ্বয় বারংবার বিষ্ণুর শরীরে ভ্রমণ করিতে করিতে নাভি-পদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল। ১৯

তখন তাহারা সেই ব্রহ্মাকে বলিল;–অদ্য আমরা তোমাকে এই স্থানেই বধ করিব। অতএব যদি তুমি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে বিষ্ণুকে জাগরিত কর। ২০

অনন্তর, ব্রহ্মা ভীত হইয়া বহুবিধ স্তব দ্বারা যোগনিদ্রা জগৎ-প্রসূ মহামায়াকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ২১

অনন্তর দেবী, জগতের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মা কর্তৃক চিরকাল স্তুত হইয়া প্রসন্না হইলেন এবং সেই ব্যগ্রচিত্ত ব্রহ্মাকে বলিলেন-হে মহাভাগ! কি নিমিত্ত আমার স্তব করিলে? ২২।

আমি তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র বল, আমি অদ্যই তোমার সেই কার্য্য করিব। ২৩

তখন মহাত্মা বিধাতা মহামায়াকে বলিলেন, যে পর্যন্ত এই মধুকৈটভ আমাকে না মারিয়া ফেলে, তাহার মধ্যে আপনি জগন্নাথকে প্রবোধিত করুন এবং এই অসুর মধু ও কৈটভকে সম্মোহিত করুন। ২৪

জগতের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবী মহামায়া নারায়ণকে প্রবোধিত এবং মধু ও কৈটভকে মোহিত করিলেন। ২৫

অনন্তর ভগবান্ হরি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে ভীত এবং ঘোররূপ অসুরদ্বয় মধু এবং কৈটভকে দেখিতে পাইলেন। ২৬

অনন্তর ভগবান্ জনার্দন সেই অসুরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বীর মধু ও কৈটভকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। ২৭

অনন্তও ফণার অগ্রভাগ দ্বারা সেই যুধ্যমান মধু, কৈটভ এবং নারায়ণ–এই তিন বীরকে বহন করিতে অসমর্থ হইলেন। ২৮

অনন্তর ব্রহ্মা, অর্ধযোজন বিস্তৃত এবং অর্ধযোজন আয়ত একটি শিলারূপা স্থিতিশক্তি করিলেন। ২৯

নারায়ণ সেই শিলার উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সেই শিলাও তাহাদের সহিত জলের মধ্যে প্রবেশ করিল। ৩০

সেই শক্তি জলে মগ্ন হইলে ভগবান নারায়ণ পঞ্চসহস্র বৎসর জলের মধ্যে থাকিয়া সেই অসুরদ্বয়ের সহিত নিরন্তর বাহুযুদ্ধ করেন। ৩১

তখন জগৎপতি বিষ্ণু, সেই উভয় অসুরকে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তাহার অতিশয় চিন্তা হইল; বিধাতারও অত্যন্ত ভয় ও চিন্তা হইল। ৩২

তদনন্তর সেই বলদর্পিত অসুরদ্বয় পুনঃপুনঃ জগন্মাতার মহামায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনারাই বিষ্ণুকে বলিল। ৩৩

হে মাধব! তোমার যুদ্ধনৈপুণ্যে আমরা তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। এক্ষণে আমরা সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিবে, আমরা তাহাই সম্পাদন করিব। ৩৪

তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান গরুড়ধ্বজ বলিলেন, হে মহা বলদ্বয়! তোমরা আমার বধ্য হইবে। ৩৫

যদি তোমাদের আমাকে কিঞ্চিৎ দেয় হয়, তবে এই বর প্রদান কর। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, তোমার নিকট হইতেই আমাদের বধ শোভা পায়। ৩৬-৩৭।

অতএব আমাদিগকে সেই স্থানে বধ কর, যেখানে এক্ষণে জল নাই। তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ, ব্রহ্মাকে এবং আমাকে শীঘ্র ডাকিয়া সঙ্কেতে এই কথা বলিলেন। ৩৮

সেই ব্রহ্মশক্তি শিলাকে শীঘ্র উদ্ধৃত করিয়া এইরূপে ধারণ কর যে, আমি তাহার উপর অবস্থান করিয়া ঐ মহাবলদ্বয়কে বধ করিতে সমর্থ হইব। ৩৯

অনন্তর ব্রহ্মা এবং আমি যেই শিলাকে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার মধ্যে পূর্বভাগে আমি পর্বতরূপ ধারণ করিয়া উপরে থাকিয়া সেই শিলাকে ভেদ করত রসাতলে প্রবেশ করিলাম।

৪০

ঈশানকোণে কূর্ম্মও পর্বতরূপে সেই শিলাকে ধারণ করিলেন। ৪১

বায়ুকোণে অনন্ত এবং নৈর্ঋতকোণে জগদীশ্বরী জগদ্ধাত্রী মহামায়া স্বয়ং শৈলরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪২

অগ্নিকোণে ভগবান পরমেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ং অপর একরূপে অবস্থিত হইয়া সেই ব্রহ্মশক্তি শিলাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ৪৩

মধ্যে ব্রহ্মা, আমি এবং আর একটি বরাহ অবস্থান করিতে লাগিল। ৪৪

অনন্তর জগতের আধারস্বরূপ জগৎপতি বিষ্ণু, বরাহের পৃষ্ঠোপরি অবস্থান করিয়া সেই অধোগত শিলাকে অবষ্টম্ভন করত নিজের বামজঘনে যত্নপূর্বক তাহাদের মস্তক স্থাপন করিয়া এবং সমুদয় বলদ্বারা উহা আক্রমণ করত সেই মহাবীর মধু ও কৈটভের মস্তক চক্র দ্বারা পৃথিবী ভিন্ন স্থানে শরীর হইতে এক একটি করিয়া পৃথক্ করিলেন। ৪৫-৪৭

এবং সেই ব্রহ্মশক্তি শিলা দেবগণকর্তৃক মুহুর্মুহুঃ যত্নপূর্বক ধৃত হইয়াও অধোগত হইল। ৪৮

অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু, ব্রহ্মশক্তি শিলাকে যত্নপূর্বক উদ্ধৃত করিয়া সেই মৃত মধু ও কৈটভের শরীরে স্থাপিত করিলেন। ৪৯

অনন্তর পৃথিবী উদ্ধৃত হইলে, তোয়রাশিদ্বারা ক্লেদিত পৃথিবীকে তাহাদের মেদের বিলেপন দ্বারা দৃঢ় করিলেন। ৫০

সেই মেদের বিলেপন প্রাপ্ত হওয়ায় পৃথিবী দেবী অদ্যপি দেব মানুষ রাক্ষসগণকর্তৃক মেদিনী বলিয়া গীত হন। ৫১

অনন্তর সমুদয় প্রাণি-সৃষ্টির পর বহুকাল গত হইলে আমি ভার্য্যার্থী হইয়া দক্ষকন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করিলাম। সেই দক্ষকন্যা—“যদি তুমি উহার অনিষ্ট কর, তাহা হইলে আমি

প্রাণত্যাগ করিব” পিতাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া আমার প্রেয়সী ভার্য্যা হইয়াছিলেন। ৫২-৫৩

অনন্তর দক্ষ, যজ্ঞ করিয়া সমস্ত চরাচরকে নিমন্ত্রণ করিল, কেবল আমাকে এবং সতীকে নিমন্ত্রণ করিল না, সেই অনিষ্ট কার্যহেতুক সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। ৫৪

অনন্তর আমি মোহে অবসন্ন হইয়া সতীর সেই মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই পীঠস্থান প্রাপ্ত হইলাম। ৫৫

যোগনিদ্রা-প্রভাবে যেখানে যেখানে পর্যায়ক্রমে সেই সতীর অঙ্গ খসিয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান অতি পবিত্র বলিয়া খ্যাত হয়। ৫৬

ঐ কুজিকা-পীঠে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হয় এবং মহামায়া দেবীও সেই যোনিতে বিলীন হইয়া থাকেন। ৫৭

পর্বতরূপী আমাতে সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইলে এবং তাহাতে যোগ নিদ্রা বিলীন হইলে, সেই পর্বত নীলবর্ণ হইয়াছিল। ৫৮

সেই মহামায়ার গাঢ় আক্রমণ হেতুক সেই শৈল, পাতাল-তলে প্রবেশ করিল, তখন ব্রহ্মা তাহাকে ধারণ করিলেন। ৫৯

সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পূর্বে ব্রহ্মশক্তি শিলাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত পর্বত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পর্বতরূপেই আমাকে ধারণ করিলেন। ৬০

মায়া কর্তৃক গাঢ় আক্রান্ত ব্রহ্মা, পর্বতরূপে পর্বরূপী আমাকে ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া অধোগত হইলেন। ৬১

অনন্তর আমি বরাহে সংসক্ত হইলে সেই শৈলরূপধারী মাধব, শৈলরূপী আমাকে ধারণ করিতে উদ্যম করিলেন। ৬২

ঐ বরাহও পর্ব্বতরূপে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আমার সহিত অধোগমন করত পৃথিবীতে নিখাতের মত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৩

এক একটা শত যোজন করিয়া উচ্চ পর্বতত্রয় যখন অধোগত হইল, তখন মহাদেবী তাহাদের সকলকেই ধারণ করিলেন। ৬৪

ঐ পর্বতত্রয়ের শেষ পর্বতটি একক্রোশ মাত্র উচ্চ। ৬৫

যেহেতু সেই মহাদেবী একাই নিখিল জগতের প্রকৃতি, সেই জন্য সেই জগৎ প্রসব-কারিণীকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব–ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৬

ঐ পর্বতগণের মধ্যে পূর্বদিকস্থিত ব্রহ্মশৈল, উহাকে দেবগণ শ্বেত নামে অভিহিত করেন। আমার মূর্তি শৈল–নীল নামে কথিত হয়। ৬৭

সেই নীলপর্বত মধ্যস্থিত এবং পীঠ, উহা ত্রিকোণ, দেখিতে উদূখলের মত এবং ব্রহ্মা ও বরাহের মধ্যে বিরাজমান। ৬৮

শৈলরূপী বরাহ চিত্র নামে প্রসিদ্ধ। উহা সকলের পশ্চাৎ অবস্থিত এবং সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ৬৯

ঈশানকোণে মহাদ্যুতি কুর্ম্ম, যে পর্বতরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ পর্বত মণিকর্ণ নামে খ্যাত এবং দেবসমূহ কর্তৃক সেবিত। ৭০

বায়ুকোণে অনন্ত, যে শৈলরূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন, উহার নাম মণিপর্বত; উহা মাধবের প্রিয়। ৭১

ঐ বায়ুকোণে মহামায়া, যে গিরিরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ গিরির নাম গন্ধমাদন; উহা সর্ব্বদা মহাদেবের প্রিয়। ৭২

বরাহপৃষ্ঠের উপরিভাগে যেখানে ভগবান হরি ঐ অসুরদ্বয়ের শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পাণ্ডু নামে একটি শিলা উৎপন্ন হইয়াছে। ৭৩

ব্রহ্মশক্তি শিলার মধ্যে এবং পূর্বভাগে যে পর্বত অবস্থিত, উহার নাম ভস্মাচল। ৭৪

কুব্জিকা-পীঠ নামে প্রসিদ্ধ এইরূপ পুণ্যতম ক্ষেত্রে নীলপর্বতের অগ্রভাগে মহামায়াদেবী আমার সহিত সর্বদা নির্জনে বাস করেন। ৭৫

সতীর বিশীর্ণ যোনিমণ্ডল পর্বতে পতিত হইয়া প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে,, সেই প্রস্তরময় যোনিতে কামাখ্যা দেবী অবস্থান করেন। ৭৬

যে মনুষ্য ঐ শিলাকে স্পর্শ করে, সে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, অমর হইয়া ব্রহ্ম সদনে গমন করত পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৭৭

যে শিলাতে ভগবতী কামেশ্বরী অবস্থান করেন, তাহার মাহাত্ম্য অদ্ভুত; যাহার গুহ্যদেশ প্রাপ্ত হইয়া লৌহও ভস্ম হয়। ৭৮

সেই শিবদায়িনী কামাখ্যাদেবী, সকল লোকের মোহের নিমিত্ত এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত প্রত্যহ পঞ্চ মূর্তি ধারণ করেন। ৭৯

আমিও পঞ্চমুখে পঞ্চভাগে সেই কামেশ্বরীস্থানে অবস্থান করি, পূর্বভাগে ঈশানরূপে এবং ঐরূপই প্রধান। ৮০

ঈশান কোণে তৎপুরুষ, তাহার সমীপে অঘোর, বায়ুকোণে সদ্যোজাত এবং বামদেব। ৮১

হে নরশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! দেবীরও পঞ্চমূর্তির কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; উহা দেবতাদিগেরও গুহ্য। ৮২

কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, শিবা, সারদা,–ইহারা সকলেই মহোৎসাহ, কাম, রূপ এবং গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত। ৮৩।

শিলারূপ যোনিমণ্ডলে আমি লিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইলে, সকল দেবগণ প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়া শৈলরূপ ধারণ করিলেন। ৮৪

যেমন আমি শিলারূপী হইয়াও নিজরূপে কামাখ্যাদেবীর সহিত রমণ করি সেইরূপ অপর দেবতাগণও শিলারূপে আচ্ছন্ন হইয়াও নিত্য নির্জনে সঙ্গত হইয়া নিজ নিজ রূপ ধারণপূর্বক রমণ করিয়া থাকেন। ৮৫-৮৬

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সমুদয় দিকপালগণ এবং অন্যান্য দেবগণ, সর্বদা আমার অনুকুল হইয়া কামরূপিণী কামাখ্যা দেবীর উপাসনার নিমিত্ত এই স্থানে অবস্থান করেন। ৮৭-৮৮

সদাশিব যে নীল-শৈলরূপ ধারণ করিয়াছেন, উহা ত্রিকোণাকার এবং মধ্যে নিম্ন। উহার মধ্যে ছত্রিশশক্তি-সমন্বিত সুচারু মণ্ডল। ৮৯

তাহাতে মনোভবনির্মিত কামগুহা। ঐ গুহাভ্যন্তরে শিলাতে অধিষ্ঠিত শিলারূপিণী মনোহর গুহা। ঐ যোনি দীর্ঘে এক-বিতস্তি পরিমিত এবং একুশ অঙ্গলি আয়ত। ৯০

ক্রমশঃ সূক্ষ্মরূপে বিনির্মিত এবং ভস্মশৈলানুগামিনী। উহা সিন্দুর ও কুঙ্কুমের মত রক্তবর্ণা, সর্ব্বকামপ্রদায়িনী। ৯১

ঐ যোনিতে নিত্য পঞ্চরূপা, মূলভূতা, সনাতনী, জগদ্ধাত্রী, মহামায়া, কামাখ্যা দেবী ক্রীড়া করেন। ১২

ঐ স্থানে দেবীকে বেষ্টন করিয়া মূলভূতা সনাতনী পূর্বোক্ত শৈলপুত্রাদি আটটি যোগিনী অবস্থান করেন। ৯৩

হে ভৈরব! তাহাদের পীঠানুগত নাম একত্র শ্রবণ কর। ৯৪

গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, বনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী এবং ভুবনেশ্বরী- কামাখ্যা দেবীর এই অষ্টযোগিনী পীঠদেবতা এবং নিজ নিজ পীঠের নামানুসারে বিখ্যাত। ৯৫-৯৬

হে ভৈরব! এই স্থানে সমুদয় তীর্থই জলরূপে অবস্থান করিতেছে এবং সৌভাগ্যনামে পুণ্যদায়িনী একটি অল্প সরোবরও আছে। ৯৭

সেই সরস্বতীর তীরে কমলনামে প্রসিদ্ধ স্বর্ণ-নির্মিত কামাখ্যা দেবীর বালকরূপী বিষ্ণু বাস করেন। ৯৮

দেবীর অঙ্গে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী ইহঁ্যারা অবস্থিত। লক্ষ্মী, ললিতা এবং মাতঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ। ৯৯

সেই শৈলে পূর্বভাগে দেবীর দ্বারে প্রিয় পুত্র গণপতি সিদ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১০০

সেই মহাশৈলে কল্পবৃক্ষ এবং কল্পবল্লী, দেবীর রুচিকর তিন্তিড়ী এবং অপরাজিতারূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১০১

যেস্থানে হরি জঘনে মধু-কৈটভকে রাখিয়া শিরচ্ছেদ করেন, সেইস্থানে পাণ্ডুনাথনামে বরাহ অবস্থিত রহিয়াছে। ১০২

উহার সমীপে ব্রহ্মকুণ্ড; পূর্বকালে উহা ব্রহ্মাকর্তৃক নির্মিত হয়। ১০৩

হে ভৈরব! আমার ঈশাননামে যে মস্তক, ইহাই সিদ্ধেশ্বর-সংজ্ঞক শিলাময় সিদ্ধকুণ্ডরূপে মধ্যে অবস্থিত ইহা জান। ১০৪

তাহার সমীপে গয়াক্ষেত্র এবং বারাণসী, যোনিমণ্ডল-সদৃশ কুণ্ডরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ১০৫

তাহার সমীপে সুধাসারপূর্ণ অমৃতকুণ্ড অবস্থিত। উহা আমার প্রীতির নিমিত্ত ইন্দ্র, সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া স্থাপিত করেন। ১০৬

আমার বামদেবনামে যে মস্তক আছে, উহাই শ্রীকামেশ্বরনামক মহাপবিত্র কামকুণ্ডরূপে– তাহার সমীপে অবস্থান করিতেছে। ১০৭

সিদ্ধ এবং কামকুণ্ডের মধ্যে কেদার নামে ক্ষেত্র অবস্থিত। উহা চতুর্দশ ব্যাম দীর্ঘ এবং ছায়াচ্ছত্র নামেও অভিহিত হয়। ১০৮

তাহার সমীপে গুপ্তকামা নামে শৈলপুত্রী গুপ্তকুণ্ডের মধ্যে কামেশনামক প্রস্তরে সংস্থিত। ১০৯

কামেশ্বর শিলার পূর্বভাগে কামাখ্যার অবয়বীভূত শিলা সর্বদা সংযুক্ত এবং উহার অপরভাগে যোনিমণ্ডল সংসক্ত। ১১০

কাম এবং কামাখ্যার মধ্যস্থিত পীঠে কাল-রাত্রি দীর্ঘেশ্বরী নামে অবস্থিত এবং সীমা-ভাগে প্রচণ্ডিকা বাস করেন। ১১১

কামাখ্যা প্রস্তরের প্রান্তভাগে কুষ্মাণ্ডী যোগিনী, পীঠানুগত কোটিশ্বরী নামে যোনিরূপে অবস্থিত। ১১২

আমার অঘোর নামে যে মস্তক আছে, উহা কামাখ্যা দেবীর দক্ষিণপীঠে অবস্থিত; পরমপদ-প্রার্থিগণ উহাকে ভৈরব নামে কীর্ত্তন করেন। ১১৩

ভৈরবের সমীপে ভৈরবীনামে চামুণ্ডাদেবী অবস্থান করেন। ইনি অষ্টনায়িকার অন্যতম চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয়ের সংহারকারিণী এবং ভক্তের মনোবাঞ্ছা-পূরণকারিণী। ১১৪

কাম এবং ভৈরবের মধ্যে স্বয়ং সুরনদী সকল জগতের হিত এবং কামাখ্যা দেবীর প্রীতির নিমিত্ত অবস্থিত। ১১৫

আমার সদ্যোজাত-নামক মস্তক, পীঠে আম্রাতকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। উহা শ্রীভব নামক গহ্বরে অবস্থিত এবং দেবর্ষিগণকর্তৃক সেবিত। ১১৬

ঐ স্থানেই যোনিরূপিণী দুর্গা নামে নায়িকা আছেন, ইহা জান। ঐ নায়িকা দেবগণের মধ্যে নিত্য সিদ্ধকামেশ্বরী নামে বিখ্যাত। ১১৭

ঐ স্থলে কল্পবল্লীসমন্বিত আম্রাতক নামে একটি কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার পত্র কখন পুরাতন হয় না এবং ছায়া অতি বিস্তৃত। ১১৮

আম্রাতকের নিকটে আমার প্রীতিবৃদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গা নদী স্বয়ং উত্থিত হইয়াছেন, উহার পীঠনাম সিদ্ধ-গঙ্গা। ১১৯

পুষ্করক্ষেত্র, পীঠে আম্রাতক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং ঈশানকোণে তৎপুরুষাখ্য আমার মস্তক অবস্থিত রহিয়াছে। ১২০

হে ভৈরব! উহার পীঠে ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এবং ভুবনেশ্বরের গহ্বর ভুবনানন্দ নামে অভিহিত হয়। ১২১

তাহার নিকটে সুরভি, শিলারূপে কামধেনু নামে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি পীঠে সকলের কামনা পূরণ করেন। ১২২

আমার মধ্য ভাগে অতি প্রচণ্ড মহাভৈরব নামে যে শরভমূর্তি আছে, উহা ঐ স্থানে কোটিলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। ১২৩

উহা পঞ্চভাগে পঞ্চ প্রকার মূর্তিতে হইয়াছে। পশ্চাৎভাগে আমি অতি প্রীতি সহকারে ভৈরব নামে অবস্থান করি। ১২৪

মহাগৌরী নামে সিদ্ধরূপিণী যে যোগিনী আছেন, তিনি ব্রহ্মপর্ব্বতের ঊর্ধ্বে শিলারূপে অবস্থান করিতেছেন। ১২৫

তিনি অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী এবং ভুবনেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। যেখানে পর্বতরূপী-আমাতে ব্রহ্মা সংসক্ত হইয়াছেন, সেই স্থানেই তিনি অবস্থিত। ১২৬

সেই স্থানে অপরাজিতা নামে কল্পবল্লী আছেন। কামধেনুর অদূরে পূর্ব ভাগে মহেশ্বর-যোনিরূপা শ্রীকামাখ্যা অবস্থিত। ১২৭।

চণ্ডিকা নামে যে যোগিনী আছেন, সেই সর্ব্বকাম-শুভপ্রদা শুভরূপিণীকে অগ্নিকোণ অবস্থিত জানিও। ১২৮

চন্দ্রঘণ্টা নামে যোগিনী, পীঠে বিন্ধ্যবাসিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এবং স্কন্দমাতা নামে যোগিনী, পীঠে বনবাসিনী নামে সিদ্ধ হইয়াছেন। ১২৯

পীঠানুসারে কাত্যায়নীর 'পাদদুর্গা' এই নাম হইয়াছে। সেই শিবদায়িনী নীলশৈলের নৈর্ঋত-প্রান্তে অবস্থিত। ১৩০

আমারই মূর্ত্ত্যন্তর পাষাণরূপ-ধারী নন্দী, পীঠানুসারে হনুমান্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পশ্চিমদ্বারে অবস্থান করিতেছে। ১৩১

ঔর্ব বলিলেন,–অমিত-তেজাঃ শম্ভুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বেতাল এবং ভৈরব সমুৎসুক-চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৩২

বেতাল ও ভৈরব বলিলেন,–হে তাত! পীঠক্রম এবং দেবীর পূজার ক্রম শুনিলাম। হে শঙ্কর! এক্ষণে পঞ্চ মূর্তির বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১৩৩

হে বৃষধ্বজ! এক্ষণে পঞ্চমূর্তির রূপ, সমগ্র মন্ত্র, যন্ত্র এবং তন্ত্র আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন। ১৩৪

ঈশ্বর বলিলেন,–হে বেতাল! হে ভৈরব! কামাখ্যাদেবীর পঞ্চমূর্তির মন্ত্র তন্ত্র রূপ এবং কল্প পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৩৫

কামস্থ কামমধ্যস্থ কামদেবতাদ্বারা পুটিকৃত, কামী কামদেবদ্বারা কমনীয় বস্তুর কামনা করিবে এবং কমনীয় বস্তুকে কামে নিয়োজিত করিবে। ১৩৬

হে ব্রহ্মা, জ্যেষ্ঠ ব্যঞ্জন পরম শান্ত। প্রথমে ক্রমে ক্রমে উহা সুধাযুক্ত করিবে। চন্দ্রবিন্দু সহিত ইহা কামাখ্যার বীজ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৩৭-১৩৮

এই বীজ ধর্মপ্রদ এবং কাম মোক্ষ এবং অর্থপ্রদ। ইহা পরম রহস্য এবং অন্যত্র দূর্লভ। যে নরশ্রেষ্ঠ গুরুবক্ত্র হইতে কর্ণকুহরে ইহা শ্রবণ করে, সে অখিল কামনার বস্তু প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে পূজ্য হয়। ১৩১

ইহা সঙ্কলিত শ্রুতির সার, দেবগণের কণ্ঠের অদ্বিতীয় হার-স্বরূপ, নিখিল পাপ-হরণকারী এবং ধরার আনন্দদায়ী। ইহা মনুষ্যকে সুনয়, শুভযশ ও গোদ্বারা যুক্ত করে এবং সমস্ত অশিব ও বিঘ্নের ধ্বংস করে। ১৪০

যাহা ধ্যানকারীদিগের দণ্ডপাণি হইয়া যম-ভয় নিবারণ করে, প্রণয়কারী সুনয়-সংস্থিত দেবলোক, মর্ত্যলোক এবং আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত, পরমপদ বিতরণকারী, শুদ্ধ, দুর্ভাগ্যের জীর্ণকারী এবং শিবপদস্বরূপ কামাখ্যাদেবীর এই গুহ্য মন্ত্র শ্রবণ কর। ১৪১

তাহার নাম কর্ণ-মধ্যস্থিত আকাশমার্গে সঙ্গত, নীতিমার্গের একমাত্র আশ্রয় এবং বহু ভূতির নিমিত্ত সমর্থ; আর যাহার শক্তি সুরগণদিগের গণনার কুণ্ডলীস্বরূপ; হতাশ ব্যক্তিগণকর্তৃক সেইরূপ চিন্তনীয়। ১৪২

যাহার কর্ণ সূর্য্য এবং চন্দ্র সংযুক্তি বর্ণ রক্ত ও ঈষৎ পীত, মণি এবং সুবর্ণ নির্মিত বিচিত্র-ভূষণ, কর্ণে দোলায়মান এবং নেত্র তিনটী; হস্ত–বর এবং অভয়দানে নিরত এবং যিনি অক্ষসূত্রধারিণী, প্রণত সুর এবং নরগণের ঈশ্বরী সেই সিদ্ধ কামেশ্বরী; যিনি অরুণ কমলোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, যাহার শরীর নবযৌবনে শোভিত, যিনি মুক্তকেশী, শোভন-হারশালিনী, শব-হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী, স্থূল এবং উন্নতস্তনদ্বয়শোভিনী এবং যাহার আস্য–বাল সূর্য-সদৃশ উজ্জ্বল, তিনিই সর্ব্বকামেশ্বরী। ১৪৩-১৪৪

সেই কামেশ্বরী দেবী বিপুল বিভব-প্রদায়িনী, স্মেরবক্ত্রা, সুকেশী, ললিত নখর-দন্তশালিনী এবং অর্ধচন্দ্রে অলঙ্কৃত, কাম প্রস্তরে অবস্থিত যোনিমুদ্রা দ্বারা উল্লাসিনী, পবনের মত গমনসমর্থা এবং প্রসিদ্ধ-স্থান-ভাগিনী। ১৪৫

এই বিদ্যুৎ এবং অগ্নিসদৃশ প্রকাশ-শালিনী দেবীকে–প্রার্থী সাধক, ধর্ম অর্থ-প্রভৃতির নিমিত্ত চিন্তা করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব। এক্ষণে শ্রীর প্রতিষ্ঠাকারী কল্প ও তন্ত্র পৃথক পৃথক্

শ্রবণ কর। ১৪৬

প্রথমে একটি মণ্ডল করিয়া তাহা পরে পুষ্পযুক্ত চন্দনদ্বার অঙ্কিত করিবে, পূর্বে দেবীতন্ত্রে লেখনের যেরূপ ক্রম উক্ত হইয়াছে, এস্থলে প্রথমে সেইরূপ ক্রমের অনুষ্ঠান করিবে। ১৪৭

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় — পূজাপ্রকরণ–ত্রিপুরাতন্ত্র

ঈশ্বর বলিলেন;–আমি পূর্ব্বে বৈষ্ণবী তন্ত্র-মন্ত্রের মণ্ডল-প্রতিপত্তি এবং মণ্ডলক্রম যেরূপ বলিয়াছি, প্রথমে পুষ্প ও চন্দনদ্বারা শিলায় সেইরূপ ক্রম করিবে এবং পাত্রাদির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এস্থলেও সেইরূপ পূজা করিবে। ১-২

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে সকল প্রতিপত্তি উক্ত হইয়াছে, এস্থলেও সেই সকলের গ্রহণ করিবে এবং আসনাদিরও পূজা করিবে। ৩

হে ভৈরব! সেই সকল হইতে যাহা যাহা অতিরিক্ত, তাহাদিগের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪

প্রথমে পুষ্প ও চন্দন সংবীত সিদ্ধার্থ এবং সর্ষপদ্বারা গণের সহিত মহাত্মা সূর্যকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ৫

আসনার্জনের অবসানে মণ্ডলের মধ্যে পীঠোক্ত সমুদয় দেবতাকে পীঠ নামানুসারে পূজা করিবে। ৬

হে ভৈরব! কামাখ্যার স্বরূপ বৈষ্ণবীর সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। অন্যান্য সকল জ্ঞাতব্য বিষয় মহামায়াস্তবে কথিত হইয়াছে। ৭

কামাখ্যার পূজার সময় চতুঃষষ্টি যোগিনীর এক এক করিয়া পূজা করিবে। অনন্তর মনোভবা গুহা, মহোৎসাহ সখী, দিপাল এবং নবগ্রহের স্বরূপ ভাবনা করিয়া ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিবে। ৮-৯

প্রথম পূর্বদ্বারে গণপতিকে পূজা করিবে এবং পশ্চিম দ্বারে নন্দী-হনু মানের পূজা করিবে। ১০

উত্তর দ্বারে ভৃঙ্গীকে এবং দক্ষিণ দ্বারে মহাকালকে অর্চনা করিবে। ইহার আমারই দ্বারপাল, দেবীর দ্বারেও ইহাদিগের পূজা করিবে। ১১

কামমুদ্রা দ্বারা পাত্রের সৎকৃতি করিবে এবং পূর্বে তালত্রয় দ্বারা ভূতগণের অপসারণ করিবে। ১২

হুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বাম হস্তে তালি দিয়া বেতালগণের উৎসারণ করিবে। ১৩।

সাধক, উত্তর তন্ত্রোক্ত সমুদয় বিধানেরই অনুষ্ঠান করিবে এবং তন্ত্রোক্ত নিয়মে প্রাণায়াম করিবে। ১৪।

পূজক–মধু, ক্ষীর, দধি, গোমূত্র, গোময়, রত্নোদক, শর্করা, গুড়, রত্ন এবং কুশোদক দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রথমে দেবীকে স্নান করাইবে। ১৫

সিত-সর্ষপ, মুদ্গ, তিল, ক্ষীর, যব, রক্তচন্দন, পুষ্প, দূর্বা এবং রোচনা এই নয় প্রকার বস্তু দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া যোনি সমীপে শিলাতে প্রদান করিবে। ১৬

আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানজল, বস্ত্র, ভূষণ, চন্দন, পুষ্প ধূপ, দীপ, নেত্রাঞ্জন, নৈবেদ্য, আচমনীয়, প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার পূর্বকাল হইতে এই ষোড়শ প্রকার উপচার নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৭-১৮

কামযুক্ত গায়ত্রী দ্বারা মহাদেবীর আবাহন করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! ঐ গায়ত্রীকেই গুহ্য দেবতা বলিয়া জানিও। ১৯

হে কামাখ্যে দেবি! আপনি এই আমার সমীপে যথাবৎ আগমন করুন। হে কামিনি! আপনি আমার পূজাকার্যে সান্নিধ্য রক্ষা করুন। ২০

আমি কামাখ্যা দেবীকে জানিতেছি, কামেশ্বরী দেবীকে জানিতেছি, অতএব কুব্জাদেবী আমাদের অর্থসিদ্ধি করুন। ইহা কামাখ্যা দেবীর গায়ত্রী, ইহা দ্বারা তাহার পূজা করিবে। ২১

পূজার অবসানে দেবীর প্রীতি নিমিত্ত বলি প্রদান করিবে। রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা জপের অনুষ্ঠান করিবে। ২২

মূলমন্ত্রের ত্রিরাবৃত্ত তিনটি অক্ষর দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ নামের অনুসারে কামাখ্যদেবীর ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। ২৩

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের কর এবং অঙ্গন্যাসে যে সকল স্বর উক্ত হইয়াছে, মূলমন্ত্রের আদিস্থিত অক্ষরদ্বয় অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুযুক্ত সেই সকল স্বরদ্বারা কনিষ্ঠাদিক্রমে অঙ্গ ন্যাস করিবে। ২৪-২৫

ভক্তসাধক–অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিয়া, পরে হৃদয়, শির, শিখা, কর্ণ নেত্র, আস্য, উদর, পৃষ্ঠ, বাহু, হস্ততল, জঙঘা এবং পদদ্বয়েও মন্ত্রবিন্যাস করিবে। ২৬

অনন্তর, অভয়, বরদ, হস্ত, অক্ষমালা, সিদ্ধসূত্র, শিব, সূর্য্য এবং মস্তকস্থিত চন্দ্রকলারও পূজা করিবে। ২৭

ভক্ত সাধক, সেই শক্তি স্থানের মধ্যে রক্তপদ্ম, শব, লৌহিত্যব্রহ্মপুত্র, মনোভব শিলা এবং করবাল, দেবীর পার্শ্বে ইহাদিগেরও পূজা করিবে। ২৮

সেই স্থানে পীঠাদিদেবতা–শুভ-রূপিণী কামেশ্বরী দেবীর পূজা করিবে, এবং মধ্যভাগে পীঠের প্রত্যধিদেবতা ত্রিপুরার পূজা করিবে। মধ্যভাগে মহোৎসাহ সারদারও পূজা করিবে। ২৯-৩০

মহাদেবী চণ্ডেশ্বরী, কামাখ্যা দেবীর নির্ম্মাল্যধারিণী এবং কামাখ্যা দেবীর বিসর্জনের মুদ্রা যোনি-মুদ্রা। ৩১

সিন্দুর, চন্দন, অগুরু এবং কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য দেবীর অঙ্গরাগার্থ প্রদান করিবে। কামাখ্যা দেবীর পূজার এইগুলিই বিশেষ। ৩২

এই বিশেষের সহিত বৈষ্ণবী-তন্ত্র-গোচর নিখিল কল্পের যোগ করিয়া কামাখ্যা দেবীর পূজা করিবে। ৩৩

যে মনুষ্য এইরূপ বিধানে মনোভব-গুহামধ্যে কামাখ্যা দেবীর পূজা করে, সে পরম গতিপ্রাপ্ত হয়। ৩৪।

ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, গৌরী, রৌদ্রী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শঙ্করী, জয়ন্তী, সর্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, কলদ্র বিকরিণী, বলপ্রমথিনী, মনোন্মথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা; বিজয়া, জয়া এবং পূর্বোক্ত শৈলপুত্রী প্রভৃতি অষ্টযোগিনী, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া চতুঃষষ্টি যোগিনী হন। মণ্ডলের মধ্যে সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত এই চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে। ৩৫-৪২

দেবীকে নানাবিধ নৈবেদ্য ও পানীয় দ্রব্য, পায়স, মোদক, অপুপ এবং পিষ্টকাদি সমর্পণ করিবে। ৪৩

যে ভক্তিযুক্ত মনুষ্য উপরি-উক্ত নিয়ম অনুসারে বরদায়িনী কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করে, সে সকল প্রকার অভিলষিত লাভ করে। ৪৪

যে মহামায়া দেবী মহোৎসাহা নামে বিখ্যাত, যোনিমণ্ডলে বৈষ্ণবী তন্ত্রের মন্ত্রদ্বারা তাহাকেও পূজা করিবে। ৪৫

উহাই তাহার মণ্ডল, তাহার অঙ্গন্যাস পূর্বোক্তরূপ। পূজার ক্রম এবং ধ্যানও পূর্বোক্তরূপ,– উভয় দেবতা একই! মুখ্য মন্ত্রও একরূপ; অন্য কোন বিষয়ে কিছু প্রভেদ নাই। ৪৬

মহামায়ার মহোৎসবে মণ্ডল হইতে বিসর্জন পর্যন্ত যে সকল বিধানের কথন হইয়াছে, স্নানপূর্বক মণ্ডলমধ্যে মহোৎসাহা দেবীকেও সেইরূপ বিধানে মধু ও মদ্যাদিদ্বারা পূজা

করিবে। ৪৭।

এক্ষণে ত্রিপুরা-মূর্তি কামাখ্যা পূজা শ্রবণ কর। ইহার মূল মন্ত্র-পূর্বে উত্তর তন্ত্রে প্রিয় শিষ্য তোমাদের উভয়ের নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৪৮

বাগভব, কামবীজ এবং ঈশ্বর, ধর্ম, অর্থ ও কামাদির সাধক এই তিনটী কুণ্ডলীযুক্ত হইয়া ত্রিপুরা দেবীর মূলমন্ত্র হয়। ৪৯

যেহেতু মহেশ্বরী দুর্গাদেবী তিনের অগ্রে ধ্যাত হন, এইজন্য কামরূপিণী কামাখ্যা ত্রিপুরা নামে প্রসিদ্ধ। ৫০

কামাখ্যা দেবীর যেরূপ স্থাপন উক্ত হইয়াছে–সাধক, মূলমন্ত্র দ্বারা তাহারও সেইরূপে স্নাপন করিবে। ৫১

ইহার মণ্ডল ত্রিকোণরেখাত্রয়ে নির্মিত তিনটি পুর, মন্ত্র, ত্র্যক্ষর, রূপ তিন প্রকার এবং ত্রিদেবের সৃষ্টির নিমিত্ত কুণ্ডলী শক্তিও ত্রিবিধ। যেহেতু এই সমুদয় বস্তুই তিন তিন, এই নিমিত্ত উহার নাম ত্রিপুরা। ৫২-৫৩

মণ্ডলের উত্তরে পূর্বান্ত তিনটী রেখা পুষ্প এবং চন্দনদ্বারা অঙ্কিত করিবে। ঈশান কোণ হইতে নৈর্ঋত কোণে ঐ রূপ তিনটী করিয়া রেখা লিখিবে। ৫৪

নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণে এবং বায়ু হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত পুনর্বার রেখা অঙ্কিত করিবে। মণ্ডলের মধ্যে ঐরূপ একটী ত্রিকোণ ক্ষেত্র লিখিবে। ৫৫

ঈশান কোণ হইতে যে রেখা প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা শক্তি নামে অভিহিত হয়। ৫৬

নৈর্ঋত হইতে বায়ুকোণে এবং বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণে যে রেখা অঙ্কিত হইয়াছে, উহা শম্ভুনামে অভিহিত হয়; শক্তি হইতে শম্ভুর ভেদ করিবে। ৫৭

শক্তি হইতি বিভিন্ন শম্ভুকে অষ্টদল কমল দ্বারা বেষ্টন করিবে। তাহার পর ঐ রেখাকে ত্রিবর্ণারূপে ধ্যান করিয়া প্রথমে তাহার পূজা করিবে। তদনন্তর তিন তিনটি রেখা দ্বারা শক্তি ও শম্ভুকে বেষ্টন করিবে। ৫৮

অনন্তর, স্থানের অভ্যুক্ষণ, মার্জন, লিখন, অস্ত্রমন্ত্র প্রয়োগদ্বারা ভূতদিগের অপসারণ করিবে। ৫৯

সকল কার্য্যে উত্তর তন্ত্রে বৈষ্ণবীতন্ত্র-মন্ত্র-প্রসঙ্গে যাহা সামান্যাকারে উক্ত হইয়াছে, সাধক মনুষ্য তৎসমুদয় করিবে। ৬০

ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রমে যাহা বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহাও করিবে। ৬১

পূর্বে যে ত্রিকোণ ক্ষেত্রের কথা বলা হইয়াছে, উহা ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের স্থান বলিয়া অভিহিত হয়। ৬২

ঈশান কোণে মহাদেব, নৈর্ঋতকোণে ব্রহ্মা এবং বায়ুকোণে বিষ্ণু অবস্থান করেন, ষটকোণেও ঐ সকল দেবতা কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ৬৩

দল একটি পুর, কেশর একটি পুর এবং অবশিষ্ট ত্রিকোণ একটি পুর–এইরূপে উহা ত্রিপুরমণ্ডল নামে অভিহিত হইয়াছে। ৬৪

দলে, কেশরে এবং ত্রিকোণে যে তিন তিনটি করিয়া রেখা বিহিত হইয়াছে, তাহা পুনঃ পুনর্বার করিবে। ৬৫

উত্তরে দ্বার হইবে, ঐ দ্বারের আকার ধনুকের মত; পূর্বদ্বার ষট্‌কোণ এবং দক্ষিণদ্বার চতুষ্কোণ। ৬৬

পশ্চিমদ্বার তোরণাকার হইবে, যেমন অন্য মণ্ডলে হইয়া থাকে। ৬৭

ঈশানকোণ পাঁচটী বাণের স্বরূপ লিখিবে, অগ্নিকোণে ধনুকের স্বরূপ লিখিবে। নৈর্ঋতকোণে পুস্তক এবং বায়ুকোণে অক্ষমালা লিখিবে। ৬৮

এইরূপ মণ্ডল নির্মাণ করিয়া উহা বামহস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া বাগ্মেশ্মনে নমঃ এই বলিয়া মণ্ডলের পূজা করিবে। ৬৯

এইরূপে মণ্ডলের পূজা করিয়া মূলমন্ত্র এবং পূর্বোক্ত মন্ত্রসকল উচ্চারণ পূর্বক তালত্রয় দ্বারা ভূতগণের পূজা করিবে। ৭০

আপনাকে তিনবার বেষ্টন করিয়া নয়টি তুড়ি মারিয়া ভূতদিগের অপসারণের নিমিত্ত অভক্ষণ করিবে। ৭১

সাধক, অর্ঘ্যের নিমিত্ত পাত্রের পূর্ববৎ নয় প্রকার প্রতিপত্তি করিবে। প্রথমে দহন, প্লবন এবং ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে। ৭২

অনন্তর যোনিমুদ্রা করিয়া তিনবার পাত্রের জল স্পর্শ করিবে। দূর্বা, সিতসর্ষপ, রক্তপুষ্প এবং চন্দন দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া সগণ মার্তণ্ড ভৈরবকে নিবেদন করিবে। ৭৩-৭৪

অনন্তর হস্তদ্বয় কচ্ছপাকার করিয়া যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক ধ্যান করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! ধ্যানের আদিতেই হউক অথবা মধ্যেই হউক, অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পাত্র স্থাপনার্থ মণ্ডল করিবে। ৭৫-৭৬।

প্রথমে একটী ষটকোণ লিখিবে, তাহাতে পূর্বোক্ত অস্ত্রমন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর ঐঁ আঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, পাত্রে তিনবার জলক্ষেপ করিবে। ৭৭

ঐ পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, দূর্বা এবং অক্ষতও তিন তিন বার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। ৭৮

অনন্তর ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রূঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ, এই সকল মন্ত্রদ্বারা অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে ন্যাস করিবে। ৭৯

‘ওঁ হ্রূঃ’ এই অস্ত্রমন্ত্রদ্বারা পাণি-পৃষ্ঠ এবং তলদ্বয়ে ন্যাস করিবে। পরে এইরূপে হৃদয়াদি ক্রমে তিন তিনবার ন্যাস করিবে। ৮০

হস্তের দুটী দুটী অঙ্গুলী সংযুক্ত করিয়া, অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে তিন তিনবার করিয়া ন্যাস করিবে এবং অবশিষ্ট অঙ্গদিগেরও ন্যাস করিবে। ৮১

কর্ণরন্ধ্র দ্বয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, কেশতলে, নাসিকারদ্বয়ে, জানুযুগলে এবং পদদ্বয়ে পূর্বোক্ত ছয়টী মন্ত্র এক একটী পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া তিন তিন বার ন্যাস করিবে। ৮২

অনন্তর পূরক, কুম্ভক এবং রেচক দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া, ত্রিপুরা দেবীর মূর্তি চিন্তা করিবে। ৮৩।

প্রাণায়াম দ্বারা তিনবার দহন এবং প্লবন করিয়া, হৃদয়ে দেবীমূর্তির ধ্যান করিবে। হে ভৈরব! এক্ষণে সেই দেবীমূর্তি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৪

ঐ মূর্তি সিন্দুর-পুঞ্জ-সঙ্কাশা, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভূজা, বামদিকের উর্ধ্বহস্তে পুষ্পধনুঃ এবং অধোহস্তে পুস্তক। ৮৫

দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে পাঁচটী বাণ এবং অধোহস্তে অক্ষমালাধারিণী; চারিটী কুণপের পৃষ্ঠে আর একটি কুনপ রক্ষা করিবে। ৮৬

তাহার পৃষ্ঠে সমপাদে দণ্ডায়মানা; জটাজূট এবং অর্ধচন্দ্রদ্বারা সমাবদ্ধকেশা। ৮৭

নগ্না, বলিত্রয় শোভিন-মধ্যা, মনোহরা, সর্বালঙ্কারভূষিতা, সর্বাঙ্গসুন্দরী, শুভরূপা, ধন-বিতরণকারিণী এবং সর্বলক্ষণ সম্পন্না এই মূর্তির প্রথমে ধ্যান করিয়া আত্মাকে ত্রিধারূপে চিন্তা করিবে। ৮৮-৮৯

তদনন্তর আবার ঐ রূপের চিন্তা করিয়া, বাগভবমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আপনার মস্তকে পুষ্প রাখিবে এবং পুনর্বার পূর্বের মত অঙ্গন্যাস করিবে। ৯০

অনন্তর সাধক, বাগভবাদি মন্ত্রত্রয়ের তিন বার জপ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রান্তর্গত জল আত্মমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক মস্তকে সিঞ্চন করিবে। ৯১

ঐ জলদ্বারা পূজার উপকরণ সকল বারত্রয় অভ্যুক্ষিত করিবে। অনন্তর কামপীঠের ধ্যান করিয়া বক্ষ্যমাণ দেবতাদিগের পূজা করিবে। ৯২

মূল মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক পূর্বাদি দ্বারে ক্রমশঃ গণেশ, গণাধ্যক্ষ, গণনাথ এবং গণক্রীড়ের পূজা করিবে। হেরম্ববীজই ইহাদের মূলমন্ত্র অবধারিত হইয়াছে। ৯৩

বিদ্যা, শান্তি, নিবৃত্তি এবং প্রতিষ্ঠা ইহারা দ্বারপালিকা; পূর্বাদিক্রমে ইহাদিগের সম্যক্ পূজা করিবে। ৯৪

সিদ্ধপুত্র, জ্ঞানপুত্র, সহজপুত্র এবং সময়পুত্র এই চারিটি বটুকেরও পূজা করিবে। ৯৫

প্রত্যেক বটুকের ওপর শ্রীদেবীর পূজা করিবে। মণ্ডলের ঈশানাদি কোণে সিদ্ধ, সহজ, জ্ঞান এবং সময় ইহাদের পূজা করিবে। ৯৬-৯৭

ঈশানাদিক্রমে গোরট, ডামর, লৌহজঘ এবং ভূতনাথ এই ক্ষেত্রপাল চতুষ্টয়েরও পূজা করিবে। ৯৮

মণ্ডলের মধ্যে পাঁচটি বাণের সম্যকরূপে পূজা করিবে। ৯৯

দ্রাবণ, শোষণ, বন্ধন, মোহন এবং আকর্ষণ এই পাঁচটি বাণ ইষুমন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। ১০০

অনন্তর তিনকোণে যথাক্রমে ভগা, ভগজিহ্বা এবং ভগাস্যা এই তিন যোগিনীর পূজা করিবে। ১০১

তাহার পর মধ্যস্থিত ত্রিকোণে ক্রমশঃ অপর যোগিনীত্রয়ের পূজা করিবে। প্রথমকোণে ভগমালিনী, দ্বিতীয়কোণে ভগোদরী এবং তৃতীয়কোণে কাম রূপিণী ভগবোহা যোগিনীর

পূজা করিবে। ১০২-১০৩

অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা অনঙ্গবেশা, অনঙ্গমালিনী, মদনাতুরা এবং মদনাঙ্কুশা, এই আটজন দেবীকে দল ও কেশরের মধ্যে পূজা করিবে। ত্রিপুরার পূজনক্রমে শৈলপুত্রী প্রভৃতি আটজন যোগিনীর পূজা করিবে। ১০৪-১০৬

এই সকল কামযোগিনীদিগকে, নাম উল্লেখ করিয়া অব্যগ্রভাবে অর্চনা করিয়া বাগভববীজদ্বারাই হউক অথবা দুর্গার নেত্রবীজের অন্তদ্বারাই হউক, পূজা করিবে। ১০৭

পুনর্বার অঙ্গন্যাস মন্ত্রদ্বারা কিঞ্জল্কপত্রের মধ্যে বক্ষ্যমাণ ছয় জন ইষ্ট ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। ১০৮

তাহাদের নাম হেতুক, ত্রিপুরঘ্ন, অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিবেল, কাল এবং করাল। কামবীজযুক্ত ঐ আটটি মন্ত্রদ্বারা উত্তরাদিক্রমে একপাদ এবং ভীমনাথ প্রভৃতির পূজা করিবে। ১০৯-১১০

মণ্ডলের চতুর্দিকে এক একটিকে দু'টি করিয়া পূর্বাদিক্রমে অসিতাঙ্গাদি নব নায়কের আটজনের পূজা করিবে এবং পদ্মমণ্ডলের মধ্যে অবশিষ্ট একের পূজা করিবে। ১১১-১১২

অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ এবং সংহারী এই নয় জন নায়ক। ১১৩

সাধক মনুষ্য ঈশানকোণাদিক্রমে দু'টি দু'টি করিয়া নায়িকার পূজা করিবে এবং পদ্ম ও মণ্ডলের মধ্যে অগ্নিকোণেও দুজনের পূজা করিবে। ১১৪

ঐ সকল নায়িকার নাম ব্রহ্মাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা এবং চণ্ডিকা। ১১৫

হে ভৈরব! মণ্ডলের মধ্যে বৈষ্ণবী তন্ত্রকল্পোক্ত সমূদয় আধার শক্তি প্রভৃতির পূজা করিবে। ১১৮

পূর্বে সদ্যোজাত প্রভৃতি যে মহাদেবের পঞ্চ মূর্তি কথিত হইয়াছে, উহারা পদ্মমধ্যে প্রেতত্ব প্রাপ্ত পাইয়াছে। ১১৭

পদ্মমধ্যে ঐ সকল মূর্তির এবং রক্ত-পদ্ম-রূপ শবেরও পূজা করিবে। এই সেই স্থানে জগতের আধার সিংহের পূজা করিবে। ১১৮

জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধ। ইহাদিগেরও পূজা করিবে। ১১৯

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং চণ্ডিকা ইহাদিগকে মণ্ডলমধ্যে বিশেষ করিয়া পূজা করিবে। ১২০

নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র সংযুক্ত আদিত্যাদি গ্রহগণের প্রত্যেককে উদ্দেশ করিয়া স্বরূপতঃ বাম পার্শ্বে পূজা করিবে। ১২১

হে ভৈরব! সমুদয় দিকপালগণকে দিকপালদিগের মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে; অস্ত্রমন্ত্রই তাহাদিগের মন্ত্র। ১২২

সেই স্থানে একবক্ত্র, চতুর্ভুজ, ভস্মশ্বেত, হৃদয়মধ্যে রক্তপুষ্প ও কুঙ্কুমে উপশোভিত, বাম-হস্তদ্বয়ে ত্রিশূল ও পিনাকধারী দক্ষিণ-হস্তদ্বয়ে উৎপল এবং শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট কামেশ্বরনাথের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১২৩-১২০

কামাখ্যা মূর্ধিতে ধ্যান করিয়া কামাখ্যা দেবীর পূজা করিবে। ১২৫

হে বেতাল ও ভৈরব। সেই স্থানে পরমেশ্বরী কামেশ্বরী দেবীকে বক্ষ্যমাণ স্বরূপে পূজা করিবে। ১২৬

দংষ্ট্রাদ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধাধর, কর্তরী ও খর্পরধারী, করালনামক ক্ষেত্র পালেরও পূজা করিবে। ১২৭

তিন্তিড়ীনামক কল্পবৃক্ষ, সচ্ছায় রত্নভূষিত ত্রিকূট, কৃষ্ণবর্ণ মহাদ্যুতি নীলশৈল, পঞ্চ ব্যামাত্রয়, রত্নমণ্ডল-সংযুক্ত রক্তবর্ণ, সুবর্ভুল শুভ মনোভবা নাম্নী গুহা, ব্যামত্রয় বিস্তৃত, ঈষদ্রক্তবর্ণ ও সর্বদা কুসুমসমূহে উপশোভিত, অপরাজিতা লতা এবং সুবর্ণের মত গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, দক্ষিণ-হস্তে দণ্ড এবং বামহস্তে কৃপাণধারী গজানন কম্বলাখ্য বটুকেরও বিঘ্ননাশের নিমিত্ত দেবীর সম্মুখে পূজা করিবে। ১২৮-৩১

আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভুজ, গদা, পদ্ম, শক্তি ও চক্রধারী, বিশ্বরূপধৃক্ পাণ্ডু-নাথ-নাম ভৈরবকেও দেবীর পুরোভাগে পূজা করিবে। ১৩২

রক্তবর্ণ, ভয়ঙ্কর, অসিচক্রধর, রৌদ্র, মনুষ্যমাংস ভোজনে নিরত, রক্ত ধারা-বর্ষি-মুণ্ডমালা-ত্রয়ে অলঙ্কৃত, অগ্নিদগ্ধ ও গলদন্ত্র প্রেতোপরি-স্থিত শব বাহন ও শব-ভূষণ শ্মশান-হেরুকাখ্যের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১৩৩-৩৪

দেবীর অগ্রে মহামায়া-স্বরূপিণী মহোৎসাহা নাম্নী যোগিনীর স্বরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ১৩৫

নীল পর্বতের পূর্বদিকে যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ, অর্ধযোজন আয়ত, উচ্চ প্রাসাদ ও সৌধসমূহে বিভূষিত মণি-রত্ন ও সুবর্ণনির্মিত প্রাসাদনিচয়ে সঙ্কীর্ণ, বিকচ-কমল শোভিত ছয়টি ক্রীড়া-সরোবর সংযুক্ত চন্দ্রবতী নাম্নী দেবীর পুরীর ও দেবীর অগ্রে সমন্ত্রকপূজা করিবে। ১৩৬-৩৮

রক্তগৌরাঙ্গ, নীলবস্ত্র-বিভূষিত, রত্নমালা-সমাযুক্ত, চতুর্ব্বাহু-সমন্বিত, দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং বাম বাহুদ্বয়ে শক্তি ও ধ্বজা ধারণকারী শিশুমারস্থিত লৌহিত্যের পূজা করিবে। ১৩৯-১৪০

মধ্যে এই সকল পীঠাধিষ্ঠাতৃ-দেবতার সমন্ত্রক পূজা করিবে। প্রাসাদ মন্ত্র দ্বারা কামেশ্বরনাথ দেবের পূজা করিবে। ১৪১

কামেশ্বরীর বীজ দ্বারা শুভদায়িনী কামেশ্বরীর পূজা করিবে। ১৪২

মায়াকারণ মন্ত্রের দুইটী উপান্তে ক্রমশঃ বল ও মদনের সহিত নাদ ও বিন্দুর যোগ করিবে। ১৪৩

চণ্ডিকা-নেত্রবীজের যে শেষ অক্ষর, উহাই তিন্তিড়ী নামক কল্পবৃক্ষের বীজ। ১৪৪

উগ্রার মধ্যবীজই নীল শৈলের মূল মন্ত্র। মনোভবের বীজকে মহাদেবের সহিত মিলাইয়া আদি বা অন্তে চন্দ্রবিন্দুর যোগ করিলে মনোভব গুহার মূল মন্ত্র হইবে। ১৪৫-৪৬

বৈষ্ণবী-তন্ত্র-মন্ত্রের শেষ বীজাক্ষরের নীচে রান্ত অর্থাৎ 'ল' যুক্ত করিয়া তাহাতে চতুর্থ স্বর এবং চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহাই অপরাজিতার বীজ মন্ত্র। ১৪৭

হয়গ্রীব স্বরূপ বিষ্ণুর যে বীজ, কম্বলখ্য বটুকের পূজায়ও সেই বীজ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৮

কেবল 'হ' পরে থাকিলে এবং ষষ্ঠস্বর ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 'হ' আদিতে থাকিলে যে মন্ত্র হয়, তাহাই হয়গ্রীবের বীজ। ১৪৯

বনমালি-স্বরূপ পাণ্ডুনামা ভৈরব বরাহবীজের দ্বারা পূজা করিবে। ১৫০

দুইটী হকারের প্রথমটীতে অনুস্বার এবং পরটিতে বিসর্গ যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহা মহাভৈরবের মন্ত্র, উহার দ্বারা ভৈরবের পূজা করিবে। ১৫১

ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত তন্ত্রোক্ত দ্বিতীয়াক্ষর বীজ দ্বারা মহামায়া মহোৎসাহা দেবীকে পূজা করিবে। ১৫২

চন্দ্রবতীর স্বীয় নামের আদ্য অক্ষর অর্ধচন্দ্র ও বিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে উহার পূজার বীজ মন্ত্র হইবে। ১৫৩

ব্রহ্মপুত্র নদরাজ লৌহিত্যের স্বাহান্ত ব্রহ্মবীজই ভূতিপ্রদ বীজ মন্ত্র। ১৫৪

দেবীর আবাহনার্থে দেবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপ যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক ধ্যান করিবে। ১৫৫

দ্বিতীয়া ত্রিপুরা মূর্তি বন্ধুক-পুষ্পসঙ্কাশা, জটাজূট ও চন্দ্র দ্বারা মণ্ডিতা, সর্বলক্ষণসম্পূর্ণা সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিতা উদ্যৎসূর্য্য-সদৃশ বসনপরিধানা পদ্ম পর্য্যঙ্কসংস্থিতা মুক্তারত্নাবলীযুক্ত পীনোন্নতপয়োধরা বলীত্রয়-মনোহরা আসবামোদমোদিতা, নেত্রাহ্লাদকরী শুদ্ধা, জগতের ক্ষোভিণী। ১৫৬-৫৮

ত্রিনেত্রা, যোনিমুদ্রার প্রতি ঈষৎহাস্য-সমাযুক্ত নবযৌবনসম্পন্না, মৃণাল তুল্য চতুর্ভুজশালিনী, বামদিকে উর্ধ্বহস্তে অক্ষমালা ধারণকারিণী বামদিকের অধোহস্তে এবং দক্ষিণহস্তের অধো হস্তে বরপ্রদায়িনী, স্রবদ্রজা সূর্য্যাভা আপাদম্বিনী শিরোমালা-ধারিণী, কল্পদ্রুমাবলম্বনে সংস্থিতা, কদম্বোপবনান্তস্থিতা, শুভদায়িনী এবং কামাহ্লাদকরী এইরূপ মনোহরা দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূর্তির ধ্যান করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে তৃতীয়া ত্রিপুরা-স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৫৯-১৬৩

ঐ মূর্তি জবাকুসুম সদৃশী, মুক্তকেশী শুভাননা, হাস্যকারী সদাশিবকে প্রেতবৎ স্থাপন করিয়া সেই দেবের হৃদয়ে ঊর্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট, গ্রীবাদেশ হইতে আপাদলম্বিনী রক্তোৎপল-মিশ্রিত মুণ্ডমালাধারিণী, পীনোন্নতপয়োধরা, চতুর্ভূজা, দিগম্বরী দক্ষিণদিকের উর্দ্ধহস্তে অক্ষমালাধারিণী এবং অধোহস্তে বরদায়িনী, বামদিকের উর্ধ্বহস্তে অভয়দায়িনী এবং অধোহস্তে পুস্তকধারিণী, ত্রিনেত্রা, হাস্যমুখী গলদ্রুধিরতোগার্তা এবং সর্বাঙ্গসুন্দরী, পূজক এই প্রকার মূর্তির ধ্যান করিবে। ১৬৪-১৬৮

আদ্যরূপ বাগভব, দ্বিতীয় কামবীজক, তৃতীয় ডামর এবং মোহন বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। ১৬৯

সাধক পূর্বে এক একটি করিয়া তিনটী রূপের চিন্তা করত বাহিরের মত হৃদয়াভ্যান্তরেও মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া ষোড়শ উপচারদ্বারা প্রত্যেকের পূজা করিবে। ১৭০-১৭১

দেবীর তিন মূর্তি একত্র করিয়া মধ্যরূপে মন্ত্রত্রয় একত্র করিয়া, হৃদয়ে নিবেশ করিবে। ১৭২।

পুনর্বার দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা তাহাকে নিঃসৃত করিয়া হস্ততলদ্বারা অবতরণ পূর্বক দেবীকে তিনপ্রকারে আবাহন করিবে। ১৭৩

প্রথম গায়ত্রীয় উচ্চারণ করিয়া তাহাকে স্নান করাইবে। অনন্তর আবাহনের সময় সাধকগণ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ১৭৪

হে শুভাবর্তে দেবি! এই আমার সমীপে আগমন করুন। এবং আমায় অচ্ছিন্ন শুদ্ধবাক্য প্রদান করুন। ১৭৫

হে ভগবতি কামদায়িনি মাতঃ ত্রিপুরে! আগমন করুন; এই ছাগবলি গ্রহণ করিয়া এইস্থানে সন্নিহিত হউন। ১৭৬

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি, বাগভবার চিন্তা করিতেছি; এই বাক্যটি বলিবার পরে বলিবে; দেবী আমাদিগকে বাক্য প্রদান করুন। ১৭৭

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি, চণ্ডিকা তোমাকে চিন্তা করিতেছি; ইহার শেষে বলিবে,- অতএব আমাদিগকে শক্তি প্রদান করূন। ১৭৮

হে মহামায়ে! আমরা তোমাকে জানিতেছি, তোমার সম্মোহিনীরূপের চিন্তা করিতেছি, ইহার পরে বলিবে, চণ্ডি! আমাদের অভিলষিত পূরণ করুন। ১৭৯

এই তিনটী ত্রিপুরা দেবীর প্রত্যেক মূর্তির এই তিনপ্রকার গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া স্নান করাইবে। প্রথম সেই শিবাকে বাগভববীজ উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে। ১৮০

অনন্তর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ ডামরবীজ উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে। ১৮১

তদনন্তর তিনটী মন্ত্র একত্র উচ্চারণ করিয়া তাহাকে পূজা করিবে। তাহার পর সমন্ত্রক ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ১৮২

কামাখ্যাতন্ত্র-কথিত সকলের পুনর্বার পূজা করিবে এবং অঙ্গন্যাশমন্ত্র দ্বারা দেবীর সমুদয় অঙ্গের পূজা করিবে। ১৮৩

প্রথমে এক এক করিয়া সকল অঙ্গের পূজা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অষ্ট অঙ্গের পূজা করিবে এবং "ত্রিপুরায়ৈ নমোহস্তু তে" এই বলিয়া নমস্কার করিবে। ১৮৪

কামরূপিণী ত্রিপুরাদেবীর নব প্রকারে পূজা করিবে, এবং পদ্মের উত্তরাদি চতুষ্পত্রে বক্ষমাণ দেবতার ইচ্ছা পূরণ করিবে। ১৮৫

ব্রহ্মা, মাধব, শম্ভু, ভাস্কর-এই দেবচতুষ্টয়ের উক্ত চারি পাত্রে পূজা করিবে এবং ঈশান-আদিতে ক্রমশঃ বক্ষ্যমাণ দেবতার পূজা করিবে। ১৮৬

ঈশানকোণে জয়ন্তীর, বায়ুকোণে অপরাজিতার, নৈর্ঋতকোণে বিজয়ার এবং অগ্নিকোণে জয়ার পূজা করিবে। ১৮৭

ত্রিকোণকেশরের মধ্যে কাম, প্রীতি, রতি, পঞ্চবাণ, পুষ্প, চাপ এবং পুস্তিকার পূজা করিবে। ১৮৮

ঐ স্থানেই অক্ষমালা, পাঁচশর, রত্ন-পর্য্যঙ্ক এবং প্রেতপদ্মরূপ শিবের পূজা করিবে। ১৮৯

হে ভৈরব! পূর্ববৎ স্ফটিকমালার পূজা করিয়া এবং উহা হস্তে লইয়া উত্তরীয় দ্বারা আচ্ছাদন করত, সাধক পূর্বোধৃত ত্রিপুরামন্ত্রের সম্যক প্রকারে জপ করিবে। ১৯০

জপ, স্তুতি এবং বারংবার প্রণাম করিয়া ত্রিপুরা দেবীকে বলিদান প্রদান করিবে, যদি সম্ভব হয়, তবে তিন জাতীয় বলির সংগ্রহ করিবে। ১৯১

হে ভৈরব! তোয়সংযুক্ত সফেন শর্করা, মধু এবং সৈন্ধব দ্বারা রুধির অভুযক্ষিত করিয়া কামবীজ উচ্চারণপূর্বক উহার উৎসর্গ করিবে। বাগভব মন্ত্র দ্বারা বলিচ্ছেদ করিবে এবং ডামরমন্ত্র দ্বারা বলির ছিন্ন মস্তক প্রদান করিবে। ১৯২-১৯৩

দেবতার্চনকালে সাধক যখন যখন বলি প্রদান করিবে, তখন তখন বৈষ্ণবীতন্ত্র-কল্পোক্ত বলি-পূজাই গ্রহণ করিবে। ১৯৪

অনন্তর বর্ণক্রমে দেবীতে এইরূপে বলি-প্রদান করিবে। যথা;-ব্রাহ্মণ গোক্ষীর, ক্ষত্রিয় গব্য আজ্য, বৈশ্য মক্ষিকা নির্মিত মধু এবং শূদ্র পুষ্প-মধু আদি প্রদান করিবে। ১৯৫-১৯৬

অনন্তর পণ্ডিত, পূষ্প ঘ্রাণ করিয়া ঈশানকোণে নির্মাল্য নিক্ষেপ করিবে। ঐ দেবীর নির্মাল্যধারিণী ত্রিপুরচণ্ডিকা দেবী। বিসর্জনের প্রথমে পৃথক পৃথক্ করিয়া যোনিমুদ্রা, পদ্মমুদ্রা, অর্দ্ধমুদ্রা এবং ত্রিমুদ্রার দর্শন করাইবে। অনন্তর কামবীজ উচ্চারণ করিয়া নির্মাল্য গ্রহণ করিবে। ১৯৭-১৯৮

কামরূপিণী ত্রিপুরার এইরূপে যে পূজা করে, সে অখিল অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবীলোকে গমন করে। ১৯৯

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় — কামেশ্বরীতন্ত্র

ঈশ্বর বলিলেন;–হে ভৈরব! এক্ষণে কামেশ্বরী দেবীর মূর্তি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে মূর্তির চিন্তামাত্রেই সাধক আপনার অভিলষিত লাভ করে।

হে বেতাল ও ভৈরব। প্রথমে তাহার মন্ত্র, তাহার পর ধ্যান এবং তাহার পর পূজাক্রম বলিব। ২

অগ্রে প্রজাপতি (ক), তাহার পর বহ্নি (র), তাহার চতুর্থ স্বর (ঈ) এবং চন্দ্রবিন্দু যুক্ত (ঁ) ইন্দ্রবীজ, ইহাই কামাখ্যার মন্ত্র, সকল কাম এবং, অর্থের সাধক। ৩

স্থানাভ্যুক্ষণ যন্ত্রাদি-নির্মাণ পাত্র স্থাপন-আদি এবং ভূতাপসরণাদি উত্তর তন্ত্রে বৈষ্ণবীতন্ত্র-প্রসঙ্গে যেরূপ কথিত হইয়াছে, সাধক স্বয়ং সেইরূপে তাহাদের গ্রহণ করিবে। ৪

অনন্তর প্রাণায়াম, দহন এবং প্লবন পূর্ব্ববৎই করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে কামাখ্যাদেবীর মণ্ডলের বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

ষটকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহাকে রক্তবর্ণরূপে চিন্তা করিবে। ৬

বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সাধক, ত্রিপুরাতন্ত্রের মত শক্তিদ্বারা শম্ভুর ভেদ করিয়া ক্রমেতে শম্ভু দ্বারা শক্তির ভেদ করিবে। ৭

দক্ষিণে ঈশানকোণ নৈর্ঋতকোণ, অবধি রেখা করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব গামিনী এবং পূর্ব হইতে উত্তরগামিনী রেখা করিবে। ৮

অনন্তর উত্তর হইতে পশ্চিমগামিনী রেখা অঙ্কিত করিয়া ঐ সকল রেখায় যোগ করিবে। উত্তর ও পশ্চিমে ঐ মণ্ডলের দ্বার হইবে, উহা দক্ষিণে ত্রিকোণ এবং পূর্বে ষট্‌কোণ হইবে। অনন্তর উত্তর-পশ্চিমে জালন্ধর পীঠ অঙ্কিত করিবে, দক্ষিণে ওড্র পীঠ এবং পূর্বে কামরূপ অঙ্কিত করিবে। ৯-১১।

দেবীর দ্বাদশ কর দ্বারা যে দ্বাদশ গুহ্য সম্পাদিত হইয়াছিল; তাহাদিগকে মণ্ডলের কোণে এক একদিকে তিনটি করিয়া অঙ্কিত করিবে। ১২

ছয় ছয়টি রেখা দ্বারা মণ্ডলের ক্রম কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন হে বেতাল ও ভৈরব। বৈষ্ণবীতন্ত্রে যেরূপ মণ্ডলের উপক্রম উক্ত হইয়াছে, এস্থলে সেইরূপ জানিবে। ১৩-১৪

প্রথমে মণ্ডলকে যোগপীঠস্বরূপ ধ্যান করিয়া ও ক্লীং মণ্ডলতত্ত্বায় নমঃ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক উহার পূজা করিবে। ১৫

যোনিমণ্ডলে পীঠশিলায় একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিবে, পশ্চাৎ উহা পদ্ম দ্বারা বেষ্টিত করিবে। ১৬।

অনন্তর কামেশ্বরীর মনোহর রূপ ধ্যান করিয়া চিন্তা করিবে। ১৭।

ঐরূপ–দলিত-অঞ্জন-সদৃশ, কেশকলাপ-কৃষ্ণবর্ণ এবং স্নিগ্ধ, ছয়টি মুখ, দ্বাদশটি হস্ত, অষ্টাদশটি শোচন, ছয় মস্তকের প্রতিমস্তকেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি শেখর, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল মণি মাণিক্য ও মুক্তাদি দ্বারা বিরচিত মালায় অলঙ্কৃত, তাহার অন্যান্য অবয়বও সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত। ১৮-১৯

দক্ষিণদিকের ছয় হস্তে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড়্গ, শক্তি এবং শূল বিধারিত। ২০

বামহস্তসমূহে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, কোদণ্ড, অভয়, চর্ম এবং পিনাক শোভিত। ২১

হে মহাভাগগণ। ঈশানকোণ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যস্থিত মস্তক যথাক্রমে শুক্র, রক্ত, পীত, হরিত, কৃষ্ণ এবং বিচিত্র এইরূপ নানাবর্ণ বিশিষ্ট। ২২-২৩

শুক্লবক্ত্র মাহেশ্বরী, রক্ত কামাখ্যা, পীতবর্ণা ত্রিপুরা, হরিদ্বর্ণা সারদা, কৃষ্ণবক্ত্র কামেশ্বরী, এবং চণ্ডা চিত্রবক্ত্র; প্রতিমস্তকেই কেশপাশ সংযত। ২৪-২৫

সিংহোপরি শ্বেতবর্ণের একটি প্রেত, তদুপরি লোহিত বর্ণের পদ্ম, তাহার উপর কামেশ্বরী দেবী–ঈষৎ হাস্যমুখে উপবিষ্টা। ২৬

তাহার শরীর বিচিত্র অংশুকে সংবীত ও পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম; ধর্ম কাম এবং অর্থের সিদ্ধির নিমিত্ত কামেশ্বরীর এই মূর্তির ধ্যান করিবে। ২৭

পীঠ বা অন্যত্র দেবীপূজার ক্রম এই যে, পীঠে বিশেষক্রমে পূজা করিবে, অন্যত্র সামান্যক্রমে অঙ্গুষ্ঠাদিক্রমে দু'টী দুটী করিয়া অঙ্গুলী সংযুক্ত করিবে। ২৮

মূলমন্ত্রের আদ্যাক্ষরে ক্রমে ছয়টি দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া যে ছয়টি মন্ত্র হইবে, তাহা দ্বারা অঙ্গুলীক্রমে ন্যাস করিবে। ২৯

ঐরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বারা হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ এবং নেত্রেও ঐ ছয়টী মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। ৩০

আস্য, বাহুযুগ, কুক্ষি, অপানদেশ, জানুদ্বয় ও পাদদ্বয়েও ক্রমে ঐ ছয় মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। ৩১

অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জলে আটবার মূলমন্ত্রের জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা স্বদেহ এবং উপকরণের অভ্যুক্ষণ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। ৩২

দেবীকে কখন দেশীয় কখন বা বিদেশীয় লোকে পূজা করে, কাহারই করস্পর্শে দেবী উদ্বিগ্ন হন না। ৩৩

কোন ভিন্ন দেশীয় লোক দেশান্তরস্থিত পীঠস্থানে যাইয়া সেই দেশীয়দিগের উপদেশ অনুসারে পূজা করিবে। ৩৪

যদি কামরূপ ভিন্ন অন্য দেশ হইতে মনুষ্য আগমন করে, তাহা হইলে তদ্দেশীয় উপদেশ অনুসারে পূজা করিয়া ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৫

ওড্র এবং পাঞ্চাল প্রভৃতি যে দেশে যে প্রকার পূজার বিধি উক্ত হইয়াছে সেই দেশের পীঠদেবতাকে তদনুসারে পূজা করিবে। ৩৬

হে ভৈরব! যদি মহাবিভব সম্পত্তি দ্বারা অন্যরূপ পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সম্যক ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৩৭

এই বৈষ্ণবীতন্ত্রে যে ক্রম অনুক্ত হইয়াছে, তাহা যদি উত্তর তন্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে, তবে সাধক তাহাও গ্রহণ করিবে। ৩৮

প্রথমে পূর্বদ্বারে কামতত্ত্বের পূজা করিবে, দক্ষিণে প্রীতিতত্ত্ব ও পশ্চিমে রতিতত্ত্বের পূজা করিবে। ৩৯

উত্তরে মোহনতত্ত্বের পূজা করিবে; ইহাদিগের পূজা যথাক্রমে করিবে। ঈশানকোণে দ্বারপাল গণেশের পূজা করিবে। ৪০

অগ্নিকোণে অগ্নিবেল, নৈর্ঋতকোণে কাল, এবং বায়ুকোণে বায়ুর পূজা করিবে; ইহাদিগের পূজাও ক্রমশঃ করিবে। ৪১

চতুষ্ক, পঞ্চক, ষটক, চতুষ্ক, পঞ্চক এবং চতুঃষটপ্রকার যে জানিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই পীঠপূজা করিতে সমর্থ। ৪২

প্রথম পীঠের নাম ওড্র, দ্বিতীয় জালশৈল, তৃতীয় পূর্ণ এবং চতুর্থ কামরূপ। ৪৩

ওড্র-পীঠ পশ্চিমে অবস্থিত, সেই স্থানে ওড্রেশ্বরী কাত্যায়নী এবং ওড্রেশ্বর জগন্নাথের পূজা করিবে। ৪৪

উত্তরে জামশৈল নামক প্রশস্ত পীঠ, সেই স্থানে জালেশ্বর মহাদেব, জলেশ্বরী চণ্ডী, দীর্ঘিকা এবং উগ্রচণ্ডার পূজা করিবে। ৪৫

দক্ষিণে পূর্ণ শৈল এবং তত্রস্থিত পূর্ণেশ্বরী শিবা, পূর্ণনাথ, মহানাথ, সরোজা এবং চণ্ডিকার পূজা করিবে। ৪৬

ঐ স্থলে দমনী দেবী, শান্তা এবং অম্বিকারও পূজা করিবে। হে ভৈরব ও বেতাল। কামরূপ পীঠ ও তত্রস্থিত কামেশ্বরী শিবা, পর্বতশ্রেষ্ঠ নীল এবং কামেশ্বরনাথ ইহাদিগকে ক্রমশঃ-পূর্বাদিদ্বারে পূজা করিবে। ৪৭-৪৮

ওড্রাদি পীঠের অন্যান্য ক্ষেত্রপাল এবং অন্যান্য দ্বারপালদিগের স্ব স্ব স্থানে পূজা করিবে। ৪৯

কামেশ্বরী পূজা প্রসঙ্গে কামরূপের কতকগুলি বিশেষ দেবতা আছেন; হে বেতাল ও ভৈরব। নীলপর্বতস্থিত তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর। ৫০

কামেশ্বরনাথ মহাদেব, মহাদেবী কামেশ্বরী, করাল ক্ষেত্রপাল, তিন্তিড়ীবৃক্ষ। ৫১

ত্রিকুট নীল শৈল, মনোভবা গুহা, কম্বলনামক বটুক, অপরাজিতা বল্লী, পাণ্ডুনাথ নামক ভৈরব, হেরুক নামক শ্মশান, মহোৎসাহা যোগিনী, চন্দ্রাবতী পুরী, লৌহিত্যনামক নদরাজ, প্রান্তা দিক্করবাসিনী, বায়ুকোণস্থিত জল্পীশ এবং বহিঃস্থিত কেদার। ইহাদিগকে দেবীর মণ্ডলে পূর্বদ্বারে পূজা করিবে। ৫২-৫৪

পীঠশ্রেষ্ঠ কামরূপে যেরূপ দ্বারপাল, যোগিনী এবং বটুক আছে, ওড্রাদি পীঠেও তাহাদিগকে সেইরূপ জানিবে। ৫৫

মণ্ডলের মধ্যে মনোভবের দ্রাবণ, শোষণ, বন্ধন, মোহন এবং কর্ষণনামক এই পঞ্চ বাণের পূজা করিবে। ৫৬

সুধী সাধক উত্তরাদি দিকে ষট্‌কোণের অগ্রভাগে ত্রিপুরা তন্ত্রমন্ত্রোক্ত ভগাদি ষটকের ক্রমশঃ পূজা করিবে। ৫৭

সেইরূপ গণক্রীড়াদি, বিদ্যাকলাদি এবং সিদ্ধাদি কুমারীদিগেরও পূজা করিবে। ইহাদের চারি চারিটীতে এক একটি গণ হয় বলিয়া, ইহারা চতুষ্ক নামে বিখ্যাত। ৫৯

কাম, রতি, প্রীতি এবং অনঙ্গমেখলাদিরও পূজা করিবে। ৬০

ত্রিপুরঘ্ন-আদি সপ্ত, অসিতাঙ্গাদি নব এবং মাহেশ্বরী-আদি পঞ্চাশৎ দেবী।

কামফলপ্রদ কামরূপপীঠে ইহরা দ্বিতীয় পঞ্চক নামে বিখ্যাত। তন্ত্রে নিত্য আধারশক্তি আদি প্রতিষ্ঠিত। ৬২

ধর্ম-আদি আট-সত্ত্বাদিগুণ এবং গ্রহ ও দিকপালগণ ইহরা দ্বিতীয় চতুষ্ক নামে বিখ্যাত। ৬৩।

হে বেতাল ও ভৈরব! পূর্বোক্ত দেশ-মন্ত্রদ্বারা দেবীর নায়িকা উগ্রচণ্ডা আদির ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে। ৬৪

আবাহন, ষোড়শোপচার দান, জপ, বলিদান, অঙ্গ ও অস্ত্রাদির পূজন এবং মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বক বিসর্জন, ইহারা ষটক বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। যে সুধী পূজক এই সপ্ত প্রকার জ্ঞাত হয়, সেই ব্যক্তিই ওড্রাদিপীঠের পূজা করিতে সমর্থ হয়। ৬৫-৬৬

যে ব্যক্তি সম্যক প্রকারে না জানিয়া, এই পীঠপূজা করে, সে সম্যক প্রকার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং অল্পায়ুও হইয়া পড়ে। ৬৭

হে ভৈরব! ত্রিপুরা তন্ত্রমন্ত্রোক্ত স্থানে ইহাদিগকে প্রথমে পূজা করিয়া অনন্তর পরমেশ্বরীর চিন্তা করিবে। ৬৮

চিন্তা করিয়া কামেশ্বরীকে হৃদয়ে মনে মনে মনঃকল্পিত কুন্দ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু নিঃসারণপূর্বক সেই পুষ্পমণ্ডলমধ্যে স্থাপিত করিয়া সর্ব্বকামেশ্বরেশ্বরী মহাদেবীর আবাহন করিবে। ৬৯-৭০

হে কামেশ্বরি। এই স্থানে আগমন করুন, আমার সমীপে সম্মুখীন হউন। আমরা কামেশ্বরী দেবীকে জ্ঞাত আছি, কামাখ্যা দেবীর ধ্যান করিতেছি। অতএব মহামায়া কুব্জী আমাদের ধিশক্তি বর্ধন করুন। ৭১-৭২

হে লোকানুগ্রহকারিণি মাতঃ ভগবতি! আগমন করুন। হে কামেশে কামরূপে কামকান্তে! আমার উপর প্রসন্ন হউন। ৭৩

অনন্তর পূজক প্রথমে স্নানজল দান করিয়া পরে মূলমন্ত্র দ্বারা ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ৭৪

হে ভৈরব! তদনন্তর সিদ্ধেশ্বরাদি সমুদয় পীঠ দেবতার মণ্ডলের মধ্যে পূজা করিবে। তৎপশ্চাৎ মণ্ডলের মধ্যভাগে চতুঃষষ্টি যোগিনী দেবীর ও সকল প্রকার অস্ত্রের পূজা করিবে; তদনন্তর ষড়ঙ্গেরও পূজা করিবে। অঙ্গন্যাস প্রসঙ্গে যে সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্র দ্বারাই দেবীর অঙ্গসমূহের পূজা করিবে। ৭৫-৭৬

কামনাসমূহের সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্বাদি অষ্ট দলে যথাক্রমে বক্ষ্যমাণ কামদায়নী যোগিনীগণের পূজা করিবে। ৭৭

গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কোটীশ্বরী, বনস্থা, পাদচণ্ডিকা, দীর্ঘেশ্বরী এবং প্রকট ভুবনেশ্বরী এই অষ্ট যোগিনীর ক্রমশঃ পূজা করিবে। ৭৮

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে আটটি অক্ষর আছে, তাহাদিগের এক একের উপর এক একটি বিন্দু যোগ করিলে ইহাদিগের মূলমন্ত্র হয়। ৭৯

হে ভৈরব! ঈশানাদিক্রমে ষটকোণের মধ্যে মধ্যে বক্ষ্যমাণ ছয় দেবীর পূজা করিবে। ৮০

কামাখ্যা, ত্রিপুরা, সারদা, মহোৎসাহ, প্রকটা ভুবনেশ্বরী এবং সিদ্ধকামেশ্বরী; ইহারা দেবীরই মূর্তিভেদ মাত্র। ৮১

পুনর্বার অষ্ট প্রকার পুষ্পদ্বারা আট বার দেবীর পূজা করিয়া, জপ, স্তব, বলিপ্রদান ও মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ৮২

সিদ্ধচণ্ডীকে দেবীর নির্মাল্য সমর্পণ এবং মণ্ডল হইতে দেবীকে বিসর্জন করিয়া যোনিমণ্ডলে স্থাপন করিবে। ৮৩

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব। এই কামেশ্বরী তন্ত্র তোমাদিগের নিকট বলা হইল, এক্ষণে সমন্ত্র শারদার মহামন্ত্র শ্রবণ কর। ৮৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় — শারদাতন্ত্র

ভগবান বলিলেন,–যেহেতু পূর্বে শরৎকালে দেবগণকর্তৃক মহাদেবী বোধিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত পীঠস্থানে এবং লোকমধ্যে তিনি শারদা নামে বিখ্যাত হন। ১

নেত্রবীজই তাহার মূলমন্ত্র, ইহাও পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং দুর্গা তন্ত্র, তাহার মন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্র বলা হইয়াছে। এই দুই মন্ত্রদ্বারা সেই জগন্ময়ী দেবীর পূজা করিবে। ২-৩

পূর্বোক্ত চতুর্বর্গ প্রদায়ক তৃতীয় পীঠ মন্ত্রদ্বারা শারদার পূজা করিলে সকল প্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৪

ইহার স্বরূপ পূর্বেই বলা হইয়াছে, সিংহোপরিস্থিত এবং দশবাহুযুক্ত। হে পুত্রদ্বয়। এক্ষণে পূজার ক্রম শ্রবণ কর। ৫-৮

বিভূতিলাভের নিমিত্ত প্রথমে চতুর্দ্বার মণ্ডল করিবে। মহামায়ার যেরূপ মণ্ডল শারদারও সেইরূপ মণ্ডল। ৯

বৈষ্ণবীকল্পোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্থান মার্জন করিয়া নেত্র-বীজদ্বারা প্রস্তরে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ১০

যোনিতে অষ্টদল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। বৈষ্ণবীমণ্ডল হইতে ইহাই বিশেষ কথিত হইল। ১১

মণ্ডলে রেখাদি অঙ্কন, ভূতাপসারণ, অর্ঘ্যপাত্রের প্রতিপত্তি, অমৃতীকরণ গন্ধ, পুষ্প ও জলক্ষেপ, আত্মা ও আসনপূজা, ত্রিবিধ প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, প্রবেশন, দহন, প্লাবন, পাণিকচ্ছপিকা এবং যোগপীঠের ধ্যান–এ সকল উত্তর তন্ত্রে বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে যেরূপ যেরূপ উক্ত হইয়াছে, শারদা দেবীর পূজাতেও সেই সেই রূপ করিবে। ১২-১৪।

সলিলে ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিবে এবং দেবীর যাদৃশ দশভূজারূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ধ্যান করিবে। ১৫

হে ভৈরব! অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস দুর্গাতন্ত্রোক্ত নয় অক্ষর দ্বারা অঙ্গুষ্ঠাদি ক্রমে করিবে। ১৬

পরে হৃদয়াদি ক্রমে, বক্ত্রাদির ন্যাসও পূর্ব্ববৎ করিবে। সুধী সাধক অর্ঘ্য পাত্রে ঐ মন্ত্রেরই আটবার জপ করিবে। ১৭

অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা আপনার মস্তক ও পুষ্প, গন্ধ আদি পূজার উপকরণ অভিষিক্ত করিবে। দেবীর মণ্ডলে এইরূপ ক্রমে পূজা আরম্ভ করিবে। ১৮

প্রথমে শিলাতলে সূর্য্যকে চণ্ডিকা স্বরূপ চিন্তা করিয়া সিদ্ধার্থ অক্ষত এবং পুষ্প দ্বারা তাহাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ১৯

সাধক মণ্ডল মধ্যে ক্লীঁ এই মন্ত্র দ্বারা প্রথমে আধারশক্তি প্রভৃতির পূজা করিয়া অনন্তর পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মাদিরও পূজা করিবে। ২০

পণ্ডিত সাধক, পূর্ব তন্ত্রোক্ত সত্ত্ব আদি গুরুপাদ পর্যন্ত যাবতীয় পীঠ দেবতার মধ্যে পূজা করিবে এবং মধ্যভাগে আপনাকেও পূজা করিবে। ২১

মণ্ডলের পূর্বভাগে দেবীর শক্তিদিগকে পূজা করিবে এবং কামেশ্বরাদি নাথের ও লৌহিত্য প্রভৃতিরও পূজা করিবে। মণ্ডলের উত্তরে সমুদয় পীঠ দেবতার পূজা করিবে। ২২

মণিকর্ণ, চিত্ররথ, ভস্মকূট, শ্বেত, নীল, চিত্র, বারাহ, গন্ধমাদন, মণিকূট এবং নন্দন ইহাদিগকে পশ্চিমে পূজা করিবে। ২৩

জল্পীশ, কেদার, দিক্করবাসিনী দেবী, ধাত্রী, স্বধা, স্বাহা, মানস্তোকা এবং অপরাজিতা ইহাদিগকে এবং চতুঃষষ্টি যোগিনীগণকে দক্ষিণে পূজা করিবে। ২৪

নবগ্রহ, দিকপাল ইহাদিগেরও যাথোক্তক্রমে পূজা করিবে। বুদ্ধিমান পাঠক পূর্বোক্ত রীতিতে ভৈরব ও ভৈরবারও পূজা করিবে। ২৫

অনন্তর সাধক পাণিকচ্ছপিকা বন্ধন করিয়া পুনর্বার হৃদয়স্থিত দেবীর মনে মনে ধ্যান করিবে। ২৬।

অনন্তর মনঃকল্পিত গন্ধ পুস্পাদি দ্বারা হৃদয়স্থিত দেবীর পূজা করিবে। ২৭

অনন্তর দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা হৃদয় হইতে দেবীকে নিঃসারিত করিয়া পুষ্পোপরি আরোপণ করিবে এবং মুহুর্মুহুঃ সেই শারদা কামাখ্যা দেবীর আহ্বান করিবে। ২৮

হে পরমেশানি দেবী! আগমন করুন, আগমন করুন, এই স্থানে সান্নিধ্য স্থাপন করুন; হে শারদে! হে দুর্গে। আপনি সগণ এবং সপরিকর হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়া এই মদ্দত্ত পূজাভাগ গ্রহণ করুন; আমার এই যজ্ঞ রক্ষা করুন, আপনাকে নমস্কার করি। ২৯-৩০

আমরা নারায়ণীকে জানিতেছি এবং চণ্ডিকারূপিণী আপনাকে ধ্যান করিতেছি। অতএব হে চণ্ডি! আমাদিগের মঙ্গল সাধন করুন। ৩১

এই মন্ত্রদ্বারা স্নানীয় দান করিয়া পুনর্বার দুর্গাতন্ত্র, নেত্রবীজ এবং পীঠমন্ত্র দ্বারা অবকাশ দান করিবে। অনন্তর চতুরক্ষর মন্ত্রদ্বারা দেবীর অঙ্গনিচয়ের পূজা করিবে। ৩২।

হে ভৈরব! চতুরক্ষর মন্ত্রদ্বারা পূর্বোক্ত পাদ্য আদি ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে। ৩৩

দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারা দেবীর অঙ্গনিচয়ের পূজা করিবে। সুধীর পূজক দুর্গা এই মন্ত্র দ্বারা হৃদয়ের পূজা করিবে, দুর্গা এই বলিয়া মস্তকের পূজা করিবে। ৩৪

শিখা, কবচ, নেত্রত্রয়, বাহুদ্বয় এবং পাদদ্বয় এই পঞ্চাঙ্গের বকারাদি পাঁচটী অক্ষরের এক একটি দ্বারা যথাক্রমে পূজা করিবে। ৩৫

অনন্তর পূর্ব আদি অষ্টদলে বক্ষ্যমাণ নায়িকাগণের অর্চনা করিবে। ৩৬

পূর্ব পত্রে জয়ন্তীর, আগ্নেয়াদিতে মঙ্গলা কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা এবং ধাত্রী ইহাদিগেরও যথাক্রমে পূজা করিবে। ৩৭

এই আটজন নায়িকার কেশরের মধ্যে পূজা করিবে এবং নেত্রবীজের মধ্য বীজ দ্বারা নায়িকার পূজা করিবে। ৩৮

ইহাদিগেরও মন্ত্র ঐ ছয় অক্ষর মধ্যে থাকিলে, হ্রীঁ’ হ্রীঁ শ্রীঁ এই তিন অক্ষর উপান্ত, অন্ত ও প্রান্তে থাকিলে তাহাতে আদ্যস্বর সংযুক্ত হইলে যাহা হয়, তাহাই জানিবে। ৩৯

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা এবং চণ্ডিকা ইহাদিগেরও পূজা করিবে। ৪০

ত্রিকোণ কেশরের মধ্যে কাম, প্রীতি, রতি, পাঁচটি বাণ পুষ্পময় ধনু কাম মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। ৪১

পরে অষ্টপুষ্পিকা দ্বারা পরমেশ্বরীর পূজা করিয়া, দেবীর করগৃহ্য শস্ত্র ও অস্ত্রাদির পূজা করিবে। অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ এবং ডামর নামক দৈত্যেরও অগ্রে পূজা করিবে। ৪২-৪৩

পীঠদেবতা শারদা, অধিদেবতা কামাখ্যা এবং প্রত্যধিদেবতা মহাদেবী ত্রিপুরারও পূজা করিবে। মধ্যভাগে মহোৎসাহা কামেশ্বরীরও পূজা করিবে। এবং চতুর্থাক্ষর মন্ত্র দ্বারা পুস্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। ৪৪-৪৫

অনন্তর জপ, স্তব, বলিদান, নমস্কার, অবগুণ্ঠন এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ঈশান কোণে নির্মাল্য প্রক্ষেপ করিবে। ৪৬।

নির্মাল্য ক্ষেপণের মন্ত্র ‘চণ্ডেশ্বর্য্যৈ নমঃ’। নির্মাল্য ক্ষেপণান্তে বিসর্জন করিবে। ৪৭

অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণের নিমিত্ত সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এবং দেবীকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া যোনিমণ্ডলে স্থাপিত করিবে। ৪৮

যে ব্যক্তি যোনিরূপা জগন্ময়ী কামাখ্যা দেবীর এবং মহাদেবী শারদার এই রূপ বিধি অনুসারে পূজা করে, সে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে শিব লোক প্রাপ্ত হয়। ৪৯

যদি পীঠ ব্যতীত এই নীলকূট পর্বতের অন্যত্র কোন স্থানে কামরূপিণীর পূজা করে, তাহা হইলে উক্ত সকল প্রকার বিধির অনুষ্ঠান করিবে। ৫০

যদি অন্যত্র জলে স্থণ্ডিলে অথবা শিলা প্রভৃতিতে দেবীর পূজা করিবে তাহা হইলে ইচ্ছামত পীঠদেবতাদিগের পূজা করুক বা না করুক, পীঠে অবশ্য অবশ্য পীঠদেবতাদিগের পূজা করিবে। ৫১

এইরূপে যে ব্যক্তি পঞ্চমূর্তিধরা শিবাকে পঞ্চতন্ত্র সমূদয় অথবা এক একটি তন্ত্র দ্বারা পূজা করে, অম্বিকা স্বয়ং তাহাকে বরদান করেন। ৫২

তাহার কোন প্রকার বিঘ্ন আধি বা ব্যাধি উৎপন্ন হয় না। এবং ধন ধান্য ও সমৃদ্ধিতে আর কেহই তাহার তুল্য হয় না। ৫৩

কোটি গো প্রদান করিলে মনুষ্যের যে ফল লাভ হয়, কামাখ্যা দেবীকে পূজা করিয়াও মনুষ্য সে ফল প্রাপ্ত হয়। ৫৪

মনুষ্য একবার মাত্র কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশ পুরুষকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হয়। ৫৫

যে মনুষ্য যোনিমণ্ডলে কামাখ্যা দেবীকে তিনবার পূজা করে, সে পাপ কোষ হইতে আত্মবংশীয় সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া ইহলোকে সুখ ঐশ্বর্য্য ও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া দেহাবসানে আমার গৃহে গমন করিয়া গণাধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৫৬-৫৮

যে সাধক যে কোন অষ্টমী ও নবমীতে বরপ্রদা পঞ্চরূপা কামাখ্যাদেবীকে পৃথক পৃথক্ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া স্বতন্ত্র পঞ্চমন্ত্র দ্বারা পঞ্চরূপের ধ্যান এবং পঞ্চ মন্ত্র জপ করিয়া পূজা করে, সেই মনুষ্য সহস্রকোটি কল্প আমার লোকে বাস করিয়া অনন্তর দেবীর প্রসাদে পরম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। ৫৯-৬০

যে মনুষ্য ইহলোকে নিখিল বাঞ্ছিতার্থ সুখ ও যশঃ প্রাপ্ত হইয়া সিংহ যেমন অবলীলাক্রমে মাতঙ্গদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ অবলীলাক্রমে শত্রুসকল বিনষ্ট করিয়া দীর্ঘায়ুঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিত হইয়া পুরস্ত্রীগণের সহিত সাদরে অমরের ন্যায় ক্রীড়া করত এবং যক্ষ, রক্ষঃ ও পিশাচদি নায়করূপে নিত্য সকল প্রকার অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া চন্দ্রের সাদৃশ্য লাভ করে। ৬১-৬২।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষষ্ঠষষ্টিতম অধ্যায় — নমস্কার ও মুদ্রাকথন

ঔর্ব বলিলেন,–বেতাল ও ভৈরব এই সমস্ত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে ত্র্যম্বককে জিজ্ঞাসা করিল। ১

তাহারা বলিল,-আপনার প্রসাদে কামাখ্যার সাঙ্গ তন্ত্র শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে নমস্কার, মুদ্রা, বলিদান, ষোড়শ উপচারের নিয়ম, মাতৃকান্যাস এবং অন্যত্র পূজার ক্রম, হে জগৎ প্রভো! এই সকল বিষয় বিস্তারপূর্বক কীর্তন করুন। এ সকল শুনিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না। ২৪

ভগবান বলিলেন,–হে পুত্রশ্রেষ্ঠ বেতাল ও ভৈরব! তোমরা দুইজনে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই সকল বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হে নরশার্দূলদ্বয়! তোমরা একাগ্রমনে এক্ষণে শ্রবণ কর। ৫

ত্রিকোণ, ষটকোণ, অর্ধচন্দ্রাকার, প্রদক্ষিণ, দণ্ড, অষ্টাঙ্গ এবং উগ্র-এই সাত প্রকার নতি। ৬

কামাখ্যার পূজায় ঈশানকোণ অথবা উত্তরদিক প্রশস্ত; স্থণ্ডিসাদি সকল স্থানে সকল মূর্তিরই পূজা করিতে পারে। ৭

এক্ষণে ত্রিকোণাদির ব্যবস্থা বলা যাইতেছে;–যদি পূর্বমুখ হইয়া পূজা করে, পশ্চিম হইতে ঈশানকোণে যাইয়া অবস্থানের নির্দেশ করিবে। ৮

যৎকালে সাধক উত্তরমুখ হইয়া দেব পূজন করিবে, তখন দক্ষিণদিক হইতে বায়ুকোণে যাইয়া অবস্থান করিবে। ৯।

দক্ষিণ হইতে বায়ুকোণে গমন করিবে, বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণে গমন করিবে, তাহার পর আবার দক্ষিণে গমন করিয়া উহা ত্যাগ করিয়া অগ্নি কোণে প্রবেশ করিবে। অগ্নিকোণ

হইতে নৈর্ঋতকোণে গমন করিবে, নৈর্ঋত কোণ হইতে উত্তরদিকে গমন করিবে, উত্তর হইতে অগ্নিকোণে গমন করিবে; এইরূপে ত্রিকোণাকারে দুইবার ভ্রমণ করিলে ইহা শিব ও দুর্গার প্রীতি ষটকোণী নমস্কার। ১০-১২

দক্ষিণ হইতে বায়ু কোণে গমন করিয়া সেই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে ফিরিয়া আসিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম অর্ধচন্দ্র বলিয়া কীর্তিত হয়। ১৩

সাধক বর্তুলাকারে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া যে নমস্কার করে, তাহাকে ব্রাহ্মণগণ প্রদক্ষিণ বলিয়া থাকেন। ১৪।

আপনার আসন পরিত্যাগ করিয়া উহাকে পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ বিনা পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া যে নমস্কার করা হয়, ঐ সর্ব্বদেবের আমোদপ্রদ নমস্কারকে দেবগণ দণ্ড নামে অভিহিত করেন। ১৫

পূর্বোক্ত প্রকারে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাসিকা হনু, ব্রহ্মরন্ধ্র, কণ্ঠদ্বয়দ্বারা যথাক্রমে ভূমিস্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, পণ্ডিতগণ উহাকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার বলিয়া অভিহিত করেন। ১৬

যে নমস্কারে বর্তুলাকারে তিনটি প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারা ভুমিস্পর্শ করা হয়, ঐ বিষ্ণুর তুষ্টিপ্রদ নমস্কারকে দেবগণ উগ্র বলিয়া অভিহিত করেন। ১৭

যেমন নদদিগের মধ্যে সাগর, দ্বিপদদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, নদীগণের মধ্যে জাহ্নবী, দেবতাদিতের মধ্যে বিষ্ণু; সেইরূপ সকল প্রকার নমস্কারের মধ্যে উগ্রনামক নমস্কার প্রশস্ত। ১৮

ভক্ত সাধক ভক্তিপূর্বক ত্রিকোণাদি নমস্কার করিয়া অচির কালেই চতুর্বর্গ লাভ করে। ১৯

নমস্কার একটী মহাযজ্ঞ, হে ভৈরব! উহা সর্বদা সর্বপ্রকারে সকল দেবতার এবং অপরেরও প্রীতিপদ। ২০

উগ্রনামে যে নমস্কার, উহা সর্বদা হরির প্রীতিপ্রদ, এই নমস্কার শ্রেষ্ঠ, মহামায়ারও প্রীতিকারক। ২১।

নমস্কারসকল উক্ত হইল, এক্ষণে তোমরা দুজনে যথাক্রমে মুদ্রার পরিসংখ্যা এবং স্বরূপ শ্রবণ কর। ২২

ধেনু, সংপুট, প্রাঞ্জলি, বিল্ব, পদ্মক, নারাচ, মুণ্ড, দণ্ড, অঙ্গ, যোনি, বন্দনী, মহাযোনি, ভগ, পুটক, নিঃসঙ্গ, অর্ধচন্দ্র, অঙ্গ, দ্বিমুখ, শঙ্খ, মুষ্টিক, বক্ত্র, রন্ধ্র, ষটযোনি, বিমল, ঘট, শিখরিণী, তুঙ্গ, পুন্ড্র, অর্ধপুন্ড্র, অর্ধধেনু, সম্মিলনী, কুণ্ড, চক্র, শূল, সিংহবক্ত্র, গোমুখ, প্রোন্নাম, উন্নমন, বিম্ব, পাশুপত, শুদ্ধ, ত্যাগ, সারিণী, প্রসারিণী, উগ্রমুণ্ডা, কুণ্ডলী ব্যূহ, ত্রিমুখ, আসবাক্তা, যোগ, ভেদ, মোহন, বাণ, ধনু, তূণীর, এই সকল শ্রেষ্ঠমুদ্রা, এই একশত আটটি মুদ্রা ব্রহ্মা কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে। ২৩-২৯

হে ভৈরব! মুদ্রারহিত জপ, প্রাণায়াম, দেবতার্চন, যোগ, ধ্যান, জপন এ সকলই নিষ্ফল জানিবে। হে পুত্রদ্বয়! এক্ষণে তোমরা দুজনে ঐ সকল মুদ্রার প্রত্যেকের লক্ষণ শ্রবণ কর। ৩০-৩১

দক্ষিণাবর্তক্রমে দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামহস্তের তর্জনীর এবং বামহস্তের তর্জনীর সহিত দক্ষিণহস্তের মধ্যমার যোগ করিবে; এইরূপ দক্ষিণহস্তের অনামিকার সহিত বামহস্তের কনিষ্ঠা এবং বামহস্তের অনামিকার সহিত দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠার সংযোগ করিলে ধেনুমুদ্রা হয়; এই মুদ্রা সমুদয় দেবগণের তুষ্টি প্রদায়িনী। ৩২-৩৪।

হস্তদ্বয়ের দুইটি তল এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে এবং উভয়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পাশাপাশি করিয়া রাখিলে যে মুদ্রা হয়, তাহাকে দেবগণ সংপুট নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৩৫

এই সংপুট সকল দেবতারই সর্বদা প্রীতিপ্রদ, ধ্যান, চিন্তন এবং যোগাদিতে এই সংপুট অতি প্রশস্ত। ৩৬

হস্তদ্বয়ের তলভাগ দ্রোণীর আকারে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মধ্যস্থল শূন্য রাখিয়া পরস্পর সংযোগ করিলে যে মুদ্রা হয় তাহার নাম প্রাঞ্জলি। ৩৭

অঙ্গুষ্ঠকে অন্তর করিয়া পাণিদ্বয়ে মুষ্টি আকারে বিল্বফলের মত, পরস্পর সংযোগে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম বিল্বমুদ্রা। ৩৮

উভয় হস্তের মণিবন্ধ হইতে করভভোগ, দুই অঙ্গুষ্ঠ এবং দুইটি কনিষ্ঠ একত্রিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় অল্প অল্প করিয়া বিস্তৃত রাখিলে যে মুদ্রা হয়, উহার নাম পদ্মমুদ্রা। ৩৯

উহা মনুষ্যদিগকে চতুর্বর্গ প্রদান করে। অঙ্কুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তজ্জনীর উর্দ্ধরেখা ক্রমে যোগ করিলে এবং অন্যান্য অঙ্গুলী সম্যকরূপে প্রসারিত রাখিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাচারমূদ্রা। ৪০-৪১

হে বেতাল ও ভৈরব! এই প্রিয়ঙ্করী নাচারমুদ্রা আমার এবং শিবার প্রীতিপ্রদ এবং সর্বদা প্রীতির নিমিত্তই হইয়া থাকে। ৪২

বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া একটি মুষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যাদি যত্নপূর্বক নত করিয়া মধ্যমার সহিত তর্জনী এবং অঙ্কুষ্ঠের অগ্র সংযুক্ত করিয়া সাধক বামমুষ্টির উপর দক্ষিণভাগে দেখাইবে। ৪৩-৪৪

ইহার নাম মুণ্ডমুদ্রা। ইহা গণনাথের সর্বোত্তম প্রীতিপ্রদায়িনী মুদ্রা। এই মুদ্রা নিখিল দেবগণের সকল কর্মে তুষ্টি প্রদান করে। ৪৫-৪৬

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাদি অঙ্গুলি সম্যকরূপে নত করিয়া তর্জনীকে প্রসারিত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম দশমুদ্রা। ৪৭

উভয় করের সকল অঙ্গুলীগুলি সংযোজিত করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয়কে রজ্জুতুল্য বদ্ধ ও সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের অনামিকামূলে তাহার অগ্র ভাগের যোগ করিবে এবং দক্ষিণের মধ্যমামূলে বাম অগ্র যোজিত করিবে। ৪৮-৪৯

এইরূপ যোজনা করিবার পর অঙ্গুলিগুলি আবর্তিত করিলে মধ্যে যে যোনির আকার হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা। ৫০

হে ভৈরব! পঞ্চমূর্তি কামাখ্যা ভগবতী দুর্গার এবং কামের এই যোনিমুদ্রা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। ৫১

অঞ্জলি সকল সংসক্তভাবে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব দ্বারা কনিষ্ঠার অগ্রভাগের যোগ করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অর্ধ যোনিমুদ্রা। ইহাকে বৈষ্ণবীতন্ত্রে মহাযোনি বলে। ৫২

সংপুট অথবা প্রাঞ্জলির যদি মস্তকে মস্তকে যোগ করা হয়, তাহা হইলে উহার নাম বন্ধনী মুদ্রা হয়, উহা বিষ্ণুর অতিশয় প্রমোদকারিণী। ৫৩

ঐ মুদ্রা কর্ণে সংসক্ত হইলে মহামূদ্রা নামে অভিহিত হয় এবং উহা দক্ষিণ অংশে সংসক্ত হইলে বৈষ্ণবী নামে কীর্তিত হয়। ৫৪

বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে মহাযোনিমুদ্রার বিষয় কথিত হইয়াছে। উভয় হস্তের কনিষ্ঠার মূলভাগে অঙ্গুষ্ঠাগ্র সংযোজিত করিয়া অপর অঙ্গুলিসকল বিস্তৃত করিয়া হস্ততল দুটি পরস্পর সংলগ্ন করিলে যে মুদ্রা হয়, উহার নাম ভগমুদ্রা; উহা লক্ষ্মী, বাণী ও শিবার প্রিয়। ৫৫-৫৬

দক্ষিণহস্তের সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া একান্তে বিন্যাস করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম প্রকটমুদ্রা। ৫৭

কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্কুষ্ঠের অগ্রভাগ একত্র সংযুক্ত আর মধ্যমা ও তর্জনী প্রসারিত। ৫৮

হস্তদ্বয় পৃথক পৃথক কুঞ্চিত করিয়া দেবতার সম্মুখে নিদর্শন করার নাম নিঃসঙ্গমুদ্রা, ইহা নরসিংহ এবং বরাহের প্রিয়। ৫৯

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং মধ্যমা আকুঞ্চিত ও তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অর্ধচন্দ্র মুদ্রা, উহা গ্রহগণের প্রীতিদায়িনী। ৬০

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উর্দ্ধ করিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠকে মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর বামমুষ্টি স্থাপিত করিবে এবং উহারও অঙ্গুষ্ঠ ঊর্ধ্বে রাখিবে, এইরূপে যে মুদ্রা হয় তাহার নাম অঙ্গমুদ্রা। ৬১

এই মুদ্রারই এক একটি করিয়া কনিষ্ঠাদির মোচন করিলে আট প্রকার মুদ্রা হয়, উহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন। ৬২

যথা দ্বিমুখ, মুষ্টি, বজ্র, আবদ্ধ, বিমল, ঘট তুঙ্গ এবং পুণ্ড্র। ৬৩

নয় প্রকার বিষ্ণুমূর্তির অঙ্গমুদ্রার সহিত এই আট মুদ্রা যথাক্রমে প্রিয় এবং উহারা নায়িকাদিগেরও প্রিয়। ৬৪

করতলের পৃষ্ঠভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তাহা যুগপৎ আবর্তিত করিলে এবং তর্জনীদ্বয় প্রসারিত ও সর্বতঃ প্রকারে সংসক্ত এবং সম্মুখে সংসক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম শঙ্খমুদ্রা। ৬৫

উত্তান অঞ্জলি করিয়া দুইটী অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলে নিক্ষেপ করিবে, পরে পরে হস্তদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত করিলে যেরূপ মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোনিমুদ্রা; উহা দেবসমূহের তুষ্টিপ্রদায়িনী। ৬৬

দক্ষিণ হস্তের মুদ্রাতে অঙ্গুষ্ঠ উর্ধ্ব করিলে শিখরিণী মুদ্রা হয়, উহার নাম ব্রাহ্মী এবং উহা সূর্য্যপ্রিয়া। ৬৭

অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই দুই অঙ্গুলীকে ঋজুভাবে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া মধ্যমা ও তর্জনীর যে ধেনুমুদ্রার ন্যায় বন্ধন, তাহার নাম অর্ধধেনুমুদ্রা, উহা দেখাইলে চন্দ্রের প্রীতি বর্ধিত হয়। ৬৮

করদ্বয়ের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ এক একটি পৃথক্ করিয়া রাখিয়া তাহাদের তলদ্বয় সংযোজিত এবং অধোভাগে বিয়োজিত করিয়া অগ্র সকলের যোগ করিলে যে মূদ্রা হয়, তাহার নাম সম্মিলনীমুদ্রা। এই মুদ্রা মঙ্গলগ্রহ এবং পৃথিবীস্থিত লিঙ্গসমূহের প্রতিবর্ধিনী বলিয়া বিখ্যাত। ৬৯-৭০

দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলি পরস্পর সংসক্ত এবং তলের কিয়ৎ অংশ আনম্র করিলে যে কুণ্ডাকার হয় উহার নাম কুণ্ডমুদ্রা; উহা বুধগ্রহ, বাণী এবং শিবা প্রিয়। ৭১

সকল অঙ্গুলির মধ্য দিয়া বাম হস্তের সকল অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে সম্মুখে রাখিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম চক্রমুদ্রা, ইহা বৃহস্পতি গ্রহ, বিষ্ণু এবং শিবের প্রিয়। ৭২

দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠ এবং মধ্যমা কিঞ্চিৎ নত করিয়া অঙ্গুলিত্রয়কে অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ধেনুমুদ্রা, উহা আমার, শুক্রগ্রহের এবং কার্তিকের প্রিয়। ৭৩

হস্ততলদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বামতলস্থ অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ বামতলের মধ্যে বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হইতে বাম হস্ত কিঞ্চিৎ নিম্ন করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম সিংহমুখী মুদ্রা। এই মুদ্রা দুর্গার, সূর্যের পুত্র শনিগ্রহের এবং চক্রীর প্রীতিপ্রদ। ৭৪

কর্ণমূলে গোমুখাকার করিলে ভগমূদ্রা হয়, উহা আমার, বিষ্ণুর এবং রাহুর সর্বদা প্রীতিদায়িনী। ৭৫

মুষ্টিদ্বয় উত্তানভাবে পাশাপাশি সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি ক্রমশঃ প্রসারিত করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাদি এক একটী করিয়া প্রসারিত করিলে যে আটটি মুদ্রা হয় তাহাদিগের ক্রমশঃ নাম শ্রবণ কর। যথা–প্রোল্লাস, উন্নমন, বিম্ব, পাশুপত, শুদ্ধ, ত্যাগ, সারণী ও প্রসারণী। ৭৬-৭৭

অঙ্গুলীসকল অকুঞ্চিত করিলে দক্ষিণা নামে মুদ্রা হয়, স্বহস্তের বিপর্যয় করিলে উগ্রনামে মুদ্রা হয়। ৭৮

এই দশটী ইন্দ্রাদি দশদিকপালের প্রীতিপ্রদ এবং সমুদয় দেবতার অতিশয় প্রীতিবর্ধন। ৭৯

অঙ্কুষ্ঠের অগ্রভাগ তর্জনীর অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যাদি অঙ্গুলী আকুঞ্চিত করিয়া কুণ্ডলাকার যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম কুণ্ডলী মুদ্রা; উহা শক্তির তুষ্টিদায়িনী এবং অপরাপর দেবতাদিগেরও অতিশয় তুষ্টিকারিণী। ৮০-৮১

দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠা আকুঞ্চিত করিয়া যে মুদ্রা হইবে; উহা বিশ্বেদেবদিগের সর্বদা প্রিয়। ৮২

এই মুদ্রা সর্বদা কেতুগ্রহের প্রিয় এবং মাতৃগণেরও তুষ্টিপ্রদ। ৮৩

তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযোজিত এবং অপর অঙ্গুলিত্রয় আকুঞ্চিত করিয়া যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম অসিবল্লী। ৮৪

এই অসিবল্লী মুদ্রা পিতৃগণের, সাধ্যগণের, রুদ্রগণের এবং বিশ্বকর্মার সর্ব্বদা প্রীতিজননী। ৮৫

পদদ্বয়ের তলভাগ পরস্পর সংযোজিত এবং তাহার অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধে নাভি দেশে যোজিত করিয়া তাহার উপর অঞ্জলি স্থাপন করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোগ মুদ্রা ইহা যোগিনীদিগের তত্ত্ব প্রদায়িনী। ৮৬।

এই যোগ মুদ্রা সকল দেবতার পূজনে এবং চিন্তনে তুষ্টি ও প্রীতিকরী। ৮৭

পূর্বোক্ত মুদ্রা উর্ধ্বাধোভাগে যোজিত হইলে প্রাঞ্জলি নামে মুদ্রা হয়। ৮৮

কার্য্যের সময় আট প্রকার ভেদ করিয়া দেখাইলে ভেদ নামক মুদ্রা হয়, উহা আমার, বিষ্ণুর এবং বিধাতার প্রিয়। ৮৯

উভয় করতলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিক্ষিপ্ত করিয়া পরে অগ্রভাগদ্বারা উভয় হস্তের কনিষ্ঠাযুগলের যোগ করিবে। ৯০

অবশিষ্ট তর্জনী আদি অঙ্গুলিরও অগ্রভাগে যোগ করিয়া কনিষ্ঠাকে পৃথক করিয়া দেখাইলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম সম্মোহন নামক মুদ্রা; উহা কাম, দুর্গা এবং লক্ষ্মীর প্রিয় এবং অপর সকল দেবতারও মোহন ও প্রীতিপ্রদ। ৯১-৯২

সব্য অর্থাৎ বামহস্তের মধ্যম ও অনামিকাকে ঈষৎ নম্র করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠভাগে তদনন্তর অষ্ঠের অগ্রভাগ সংযোজিত করিয়া পরে কনিষ্ঠা এবং তর্জ্জুনীকে অগ্রভাগদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম বাণমুদ্রা, উহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ। ৯৩-৯৪

উভয় হস্তের সকল অঙ্গুলী সঙ্কুচিত ও তর্জনীকে প্রসারিত করিয়া এক অঙ্কুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা অপর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ এবং এক তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা অপর তর্জনীর অগ্রভাগ যথাশক্তি প্রসারিত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ধেনু মুদ্রা। ৯৫-৯৬

হে ভৈরব! সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ব্রহ্মতীর্থে নিয়োজিত করিলে অনামিকার পৃষ্ঠদেশে অগ্র নিয়োজিত করিলে এবং তাহাদের অভ্যন্তর তুণীরের মত শূন্য করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম তুণীর মুদ্রা; ইহা সকলের প্রীতিবর্দ্ধিনী। ৯৭-৯৮

মুদ্রাতেই পূজার স্থিতি, মুদ্রার উপরেই চিন্তার আবির্ভাব হয়, মুদ্রাতেই যোগ সংলগ্ন, এই নিমিত্ত মুদ্রা সকল অত্যন্ত আমোদর। ৯৯

যে যে পূজায়, চিন্তায়, ধ্যান কার্য্যে, যজ্ঞাদিতে অথবা স্তব কার্যে হস্তের কোন ক্রিয়া না থাকে, সেই সেই সময় করদ্বরকে প্রথমে মুদ্রাযুক্ত করিবে। ১০০-১০১

যদি করদ্বয় যজ্ঞাদি কার্য্যে আসক্ত হইয়াও মুদ্রা দর্শনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে প্রথমে মুদ্রা দেখাইয়াই সেই যজ্ঞের আরম্ভ করিবে। ১০২

যদি মুদ্রাশূন্য হস্তে দেবকার্য করে, তাহা হইলে ঐ দেবকার্য্য নিষ্ফল হয়, এই নিমিত্ত মুদ্রাযুক্ত হওয়াই উচিত। ১০৩

যে দেবতার বিসর্জনের সময় যে মুদ্রা দেখাইবার কথা হইয়াছে, সেই দেবতার পূজার সময় সে মুদ্রা দেখাইবে না। ১০৪

বিচক্ষণ সাধক বিসর্জনোক্ত মুদ্রাভিন্ন অপর যে কেন মুদ্রাযুক্ত হইয়া পূজনাদি সমস্ত কার্য্য করিবে, কারণ, তাহা হইলে কর্ম্ম সকলের আধিক্য হইবে। ১০৫

এই হেতু মুদ্রাই পরে ধর্ম, মুদ্রা পুণ্যপ্রদায়িনী, মুদ্রা দেবতাদিগের আমোদ দায়িনী, এই নিমিত্ত যত্নপূর্বক মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে। ১০৬

অর্ধযোনি, মহাযোনি, যোনিব্রাহ্মী এবং বৈষ্ণবী এই কয়টি শিব ও ত্রিপুরার বিসর্জনে উক্ত হইয়াছে। দুর্গার সর্বপ্রকার মূর্তিতেই এই মুদ্রাগুলি উক্ত হইয়াছে। ১০৭

যোনি, সম্পুট, মহাযোনি এই কয়েকটি মুদ্রাভিন্ন অবশিষ্ট ত্রিপঞ্চাশৎ মুদ্রা ব্যস্তভাব হেতু যে কার্যের নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত স্থলেও প্রয়োগ করিতে পারে। ১০৮।

কিন্তু যোনি প্রভৃতি মুদ্রা ব্যস্ত ভাবে বিপরীত ফল প্রদান করে। দেবতাদিগের পরম আমোদর বলিয়া উহাদিগের নাম মুদ্রা হইয়াছে। ১০৯

হে বেতাল ও ভৈরব! পূজাকালে পূর্বে দেবতার তুষ্টিপ্রদ মুদ্রার স্বরূপ তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে বলিদান সকলের ক্রম শ্রবণ কর।১১০

ষটষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় — বলিদান-বিধি

ভগবান্ বলিলেন,–হে পুত্রদ্বয়! বলিদানের ক্রম এবং স্বরূপ, অর্থাৎ যে প্রকার রুধিরাদি দ্বারা দেবীর সম্পূর্ণ প্রীতি হয়, তোমাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি। ১

সাধকগণ সকল প্রকার বলিদানেই বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পকথিত ক্রম সর্ব্বদা গ্রহণ করিবে। ২

পক্ষী সকল, কচ্ছপ, গ্রাহ, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজ, আবিক, গো, ছাগ, রুরু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দূল, মনুষ্য এবং স্বীয় গাত্রের রুধির, ইহারা চণ্ডিকা দেবী ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্তিত হইয়াছে। ৩-৫

বলি দ্বারা মুক্তি সাধিত হয়, বলি দ্বারা স্বর্গ সাধিত হয় এবং বলিদান দ্বারা নৃপতিগণ শত্রু নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া থাকেন। ৬

মৎস্য ও কচ্ছপের রুধির দ্বারা শিব দেবী নিয়ত এক মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং গ্রাহদিগের রুধিরাদি দ্বারা তিন মাস তৃপ্তি লাভ করেন।

দেবী, মৃগ এবং মনুষ্যশোণিত দ্বারা আট মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং সর্বদা কল্যাণ প্রদান করেন। ৮

গো এবং গোধিকার রুধিরে দেবীর সাংবাৎসরিক তৃপ্তি হয়। ৯

কৃষ্ণসার এবং শূকরের রুধিরে দেবী দ্বাদশ-বার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। ১০

অজ ও আবিক রুধিরে দেবীর পঞ্চবিংশতি-বার্ষিকী এবং মহিষ শার্দূল ও খড়্গরুধিরে দেবীর শতবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ হয়। ১১

সিংহ, শরভ এবং স্বীয় গাত্রের রুধিরে দেবী সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। ১২

যাহার রুধিরে যাবৎকাল তৃপ্তির কথা হইয়াছে, মাংস দ্বারাও ততকাল তৃপ্তি লাভ হয়। ১৩

কৃষ্ণসারমৃগ, গণ্ডার, রোহিতমৎস্য, যুগল, যুগল বার্ধ্রীণস এই সকল বলি দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল শ্রবণ কর। ১৪

কৃষ্ণসার ও গণ্ডারের মাংসে চণ্ডিকা দেবী পঞ্চশত বর্ষ নিয়ত তৃপ্তি লাভ করেন। ১৫

আমার পত্নী দুর্গা, রোহিত মৎস্যের মাংসে এবং বার্ধ্রীণসের মাংসে তিন শত বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ১৬

ক্ষীণেন্দ্রিয় শ্বেতবর্ণ বৃদ্ধ অজাপতির (পাঁটার) নাম বার্ধ্রীণস, দৈব এবং পৈত্র কার্যে ইহার আদর করা হইয়াছে। ১৭

যাহার গ্রীবা নীলবর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ, চরণ কৃষ্ণবর্ণ এবং পক্ষ শ্বেতবর্ণ এরূপ পক্ষীরাজকেও বার্ধ্রীণস বলা হয়, ইহা বিষ্ণু এবং আমার প্রিয়। ১৮

যথাবিধি প্রদত্ত একটি নরবলিতে দেবী সহস্র বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন, আর তিনটি নরবলিতে লক্ষ বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ১৯

মনুষ্য মাংস দ্বারা কামাখ্যা দেবী এবং আমার রূপধারী ভৈরব তিন হাজার বৎসর তৃপ্তি লাভ করেন। ২০

যেহেতু বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভীষ্ট, এই হেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিবে। ২১-২২

বিচক্ষণ সাধক ভোজ্যদ্রব্যের সহিত লোমশূন্য মাংস দান করিবে এবং কখন কখন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দান করিবে। ২৩।

রক্তশূন্য মস্তক অমৃত তুল্য পরিগণিত হয়। ২৪

কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও আসব ইহারাও বলি এবং কৃষ্ণ ছাগতুল্য তৃপ্তি কারক। ২৫

চন্দ্রহাস বা কর্ত্রী দ্বারা বলিচ্ছেদ করাই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে; দাত্র, অসি, ধেনু, করাত বা শঙ্কুল দ্বারা বলিচ্ছেদ মধ্যম এবং ক্ষুর ক্ষুরপ্র ও ভল্ল দ্বারা বলিচ্ছেদ অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২৬

এতদ্ভিন্ন শক্তি বা বাণ প্রভৃতির দ্বারা কখনই বলিচ্ছেদ কর্তব্য নয়। বলি দানে যে সকল অস্ত্র উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অস্ত্র দ্বারা বলিচ্ছেদ করিলে দেবী উহা ভোজন করেন না এবং বলিদানকর্তা শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ২৭

যে সাধক প্রোক্ষিত পশু বা পক্ষীকে হস্তদ্বারা ছেদ করে, সে অতি দুঃসহ ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হয়। ২৮

বিচক্ষণ সাধক খড়গকে মন্ত্রদ্বারা আমন্ত্রিত না করিয়া, কখনও বলিযোগ করিবেন না। ২৯

পূর্বে মহামায়ার বলিতে খড়্গের আমন্ত্রণবিষয়ে যতগুলি মন্ত্র কথিত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ সেই সকল মন্ত্রের সর্বত্রই যোজনা করিবেন। ৩০

শারদাদেবীর বিশেষ করিয়া কামাখ্যাদেবীর পূজার সময় খড়্গাভিমন্ত্রণ বিষয়ে পূর্বোক্ত মন্ত্রের সহিত বক্ষ্যমাণ কতকগুলি মন্ত্রের যোগ করিবে। ৩১

প্রথমে 'কালী' এই পদটি দুইবার উচ্চারণ করিবে, তদনন্তর বজ্রেশ্বরী এই পদটি উচ্চারণ করিবে। ৩২

তাহার পর 'লৌহদণ্ডায়ৈ নমঃ' এই বলিয়া পূজা করিবে। ৩৩।

এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গের পূজা করিয়া, কালরাত্রির মন্ত্রদ্বারা সেই খড়্গকে অভিমন্ত্রিত করিবে। ৩৪

প্রথমে নেত্রবীজের মধ্যের তিনবার আবৃত্তি করিয়া প্রয়োগ করিবে। তদনন্তর কালী কালী এই শব্দের উচ্চারণ করিবে; তদনন্তর বিকটদংষ্ট্রা এই কথাটি বলিবে। হান্ত অর্থাৎ

দন্ত্যসকার আদি তৃতীয় অথবা একাদশ স্বর ও চন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার পর আর দুইটি পদের যোগ করিবে। ৩৫

প্রথম ‘ভেৎকারিণী’ পদ দ্বিতীয় ‘খাদয় ছেদয়’ এই পদ। তাহার পর “সর্ব্বদুষ্টান্” এই পদটির উচ্চারণ করিয়া “খড়্গেন ছিন্ধি, ছিন্ধি” এবং ‘কিল কিল’ এই পদদ্বয়ের উচ্চারণ করিবে। ৩৬

তাহার পর “চিকি চিকি” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া তদনন্তর ‘পিব পিব’ এই কথা বলিবে তাহার পর “রুধিরং” এই কথা বলিয়া তাহার পর ‘স্ফেঁ স্কেঁ কিরি কিরি’ ইহাও বলিবে। ৩৭

এই মন্ত্র দ্বারা করবালকে অভিমন্ত্রিত করিলে, কালরাত্রি স্বয়ং তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া, শত্রুর বধ সাধন করেন। ৩৮-৩৯

পূর্বকথিত বলিদানের মন্ত্রসকল সাধকগণ নিত্য ব্যবহার করিবেন এবং বলির হত্যাদোষ নিবারণের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন। ৪০

স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সকলের সৃজন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত অদ্য তোমার বধ করি। কারণ যজ্ঞে বধ অবধের সমান। ৪১

অনন্তর দেবতার উদ্দেশ করিয়া অথবা নিজের কামনার উল্লেখ করিয়া সেই খড়্গ দ্বারা বলিকে পূর্বমুখ রাখিয়া ছেদন করিবে। ৪২

অথবা বলিকে উত্তরমুখ রাখিয়া স্বয়ং পূর্বমুখ হইয়া বলি ছেদ করিবে এবং পূর্বোক্ত সৈন্ধব আদিও মুখে সন্নিবেশিত করিবে। ৪৩।

আপনার বিভব অনুসারে রুধির দানের নিমিত্ত সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র, বেতপত্রের দোনা, মৃন্ময় খর্পর, কাংস্য অথবা যজ্ঞীয় কাষ্ঠ-নির্মিত একটি পাত্র করিবে। ৪৪

লৌহপাত্রে, বল্কলে, পিত্তলপাত্রে, রঙের পাত্রে অথবা কাঁচ পাত্রে কিংবা স্রুক বা স্রুবে বলিদিগের রুধির দান করিবে না। ৪৫

ঐশ্বর্য্যাভিলাষী মনুষ্য ঘটে, মাটীর উপর, ক্ষুদ্র পানপাত্রে রুধির দান করিবে না। ৪৬

নরপতি, মনুষ্যের রক্ত মৃন্ময় অথবা তৈজসপাত্রে রাখিয়া সর্বদা উৎসর্গ করিয়া দিবে, পত্রনির্মিত দোনাদিতে কখনই দিবে না। ৪৭

অশ্বমেধ যজ্ঞ ব্যতীত কখন ঘোটক বলি প্রদান করিবে না। রাজা দিকপালমেধ যজ্ঞে হস্তী বলি প্রদান করিবে। ৪৮

দেবীর নিকট কখনই অশ্ব বা হস্তী বলি প্রদান করিবে না। রাজা অশ্বের পরিবর্তে চামর বলি প্রদান করিবে। ৪৯

ব্রাহ্মণ, দেবীর নিকট সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য, স্বকীয় গাত্রের রুধির অথবা মদ্য কখনই বলি প্রদান করিবে না। ৫০

ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র এবং নরবলি প্রদান করিয়া নরকে গমন করে এবং ইহ লোকে হীন-আয়ু এবং সুখ-সৌভাগ্যহীন হয়। ৫১

ব্রাহ্মণ স্বীয় গাত্রের রুধির দান করিয়া আত্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হয়, আর মদ্য দান করিয়া ব্রাহ্মণ্য হইতে চ্যুত হয়। ৫২

ক্ষত্রিয় কদাপি কৃষ্ণসার বলি প্রদান করিবে না, কারণ, কৃষ্ণসার বলি প্রদান করিলে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ৫৩

যে স্থলে ব্রাহ্মণের বলিদানপ্রসঙ্গে সিংহ ব্যাঘ্র অথবা মনুষ্যের বধ বিহিত, সেই স্থলে এইরূপ ক্রম হইবে। ৫৪

হে ভৈরব! সে স্থলে ঘৃতময় পিষ্টক বা যবচুর্ণময় ব্যাঘ্র, মনুষ্য অথবা সিংহ নির্মাণ করিয়া তাহাকে পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিবে এবং চন্দ্রহাস অস্ত্র দ্বারা তাহার ছেদ করিবে। ৫৫

সাধক যদি প্রচুর প্রমাণে বলি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে দুইটি বা তিনটি বলিকে সম্মুখে রাখিয়া অবশিষ্ট বলিসকলকে একযোগেই অর্চ্চিত করিবে। ৫৬

হে ভৈরব! বলির পূর্বে আমি সাধারণ পূজামাত্র বলিয়াছি, এক্ষণে যে যে স্থলে বিশেষ হইবে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ৫৭

যখন ভৈরবী দেবী অথবা ভৈরবকে মহিষ বলি প্রদান করিবে, তখন সেই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৫৮

হে মহিষ! তুমি যেমন অশ্বের সহিত বিরোধ কর এবং চণ্ডিকাকে বহন কর, সেইরূপ আমার শত্রুর বিনাশ কর এবং আমার শুভ বহন কর। ৫৯

হে মহিষ! তুমি যমের বাহন এবং শ্রেষ্ঠরূপধারী এবং অব্যয় তুমি আমাকে আয়ুঃ, বিত্ত এবং যশোদান কর। হে কাসর! তোমাকে নমস্কার করি। ৬০

যে পূজায় গণ্ডার বলি প্রদত্ত হইবে, সেই স্থলে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া গুহা হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করত একটি মণ্ডল করিবে। ৬১

হে খড়্গ! তুমি দৈব ও পৈত্র কার্য্যে সুভগ এবং খড়্গ তুল্য, তুমি আমার বিঘ্ননিচয়ের ছেদ কর, হে গুহাজাত! তোমাকে নমস্কার করি। ৬২

কৃষ্ণসারের বলিদান সময়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের পাঠ করিবে। হে কৃষ্ণসার! তুমি ব্রহ্মমূর্তি এবং ব্রহ্মতেজের পরিবর্ধনকারী। ৬৩

তুমি চতুর্ব্বেদময় এবং প্রাজ্ঞ তুমি আমাকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং যশ দান কর। ৬৪

শরভের পূজার সময় বক্ষ্যমাণ মন্ত্র প্রকীর্তিত হইয়াছে। তুমি অষ্টপাদ, বিভ্রষ্টচন্দ্রভাগ হইতে সমুৎপন্ন; হে মহাবাহো! তুমি অষ্টমূর্তি ভৈরবরূপে তোমাকে নমস্কার করি। ৬৫-৬৬

যেমন ভৈরবরূপে তুমি বরাহকে নিহত করিয়াহ, সেই শরভরূপে আমার শত্রু এবং বিঘ্ননিচয়ের বিনাশ কর। ৬৭

হে সিংহ! তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সিংহরূপে যেরূপ চণ্ডিকাকে বহন করিতেছ, সেইরূপ আমার মঙ্গল বহন কর এবং আমার শত্রুদিগকে নষ্ট কর, তুমিই সিংহস্বরূপ ধারণ করিয়া জগতের পীড়াকারী হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। ৬৮-৬৯

এ সিংহের অর্চনার সময় আমি এইরূপ ক্রমের উল্লেখ করিয়াছি। ৭০

হে ভৈরব! এক্ষণে মনুষ্য-বলি ও স্বীয়গাত্রের রুধির বলির অর্চনার ক্রম শ্রবণ কর। ৭১

পীঠপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, নিত্য শ্মশানে বলি প্রদান করিবে। ঐ শ্মশান শব্দে হেরুকনামক শ্মশান, উহা কামাখ্যা দেবীর আবাস শৈলে অবস্থিত। ইহা পূর্বে তন্ত্রের আদিতে বিধিবৎ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৭২-৭৩

ঐ শ্মশান আমার স্বরূপ এবং উহা ভৈরবনামেও অভিহিত হয়। ঐ শ্মশান তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত ত্রিভাগে কল্পিত হইয়াছে। ৭৪

উহার পূর্বাঙ্গ ভৈরবনামে প্রসিদ্ধ, তাহাতে তপস্যা করিলে সদ্যঃ সিদ্ধিলাভ হয়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহার দক্ষিণাঙ্গে ভৈরবীদেবীকে মুণ্ডমালার সহিত মস্তক প্রদান করবে এবং হেরুক নামক পশ্চিমাঙ্গে রুধির প্রদান করিবে। ৭৫-৭৬

মনুষ্যবলিকে অর্চন, দান এবং আগমনক্রমে পীঠস্থানের শ্মশান-ভূমিতে বিসর্জন করিয়া বলিদীপ প্রজ্বলিত করিবে। ৭৭

এইরূপ যেখানে যে মহাবলি প্রদত্ত হইবে, সেইস্থলেই সাধক একস্থানে উৎসর্গ, একস্থানে ছেদন করিবে এক অন্যস্থলে মস্তক এবং অন্যস্থলে রুধির প্রদান করিবে। ৭৮

আর একবার বিসর্জন করিয়া পুনরায় আর তাহার দিকে অবলোকন করিবে না। ৭৯

সুস্নাত, দীপ্ত, পূর্বদিনে হবিষ্যাশী, মাংস, মৈথুন এবং ভোগবর্জিত, মালা এবং চন্দন দ্বারা অলঙ্কৃত মনুষ্যকে উত্তরমুখ করিয়া তাহার অবয়ব-নিচয়ে দেবতা সকলের পূজা করিবে এবং তাহাকে দেবতার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাহার পূজা করিবে। ৮০-৮১

ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মার পূজা করিবে, নাসিকায় পৃথিবীর পূজা করিবে, কর্ণদ্বয়ে শক্তি এবং আকাশের পূজা করিবে, জিহ্বাতে অগ্নির, নেত্রে জ্যোতির, বদনে বিষ্ণুর, ললাটে আমার, দক্ষিণগণ্ডে ইন্দ্রের, বামগণ্ডে বহ্নির, গ্রীবায় সমবর্তীর, কেশাগ্রে নির্ঋতির, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে বরুণের, নাসিকামূলে পবনের, স্কন্দে ধনেশ্বরের এবং হৃদয়ে সর্পরাজের পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে। ৮২-৮৫

হে মহাভাগ নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্বদেবময় এবং উত্তম, তুমি পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত শরণাপন্ন আমাকে রক্ষা কর। ৮৬

মৃত্যু যখন অপরিত্যাজ্য, তখন তুমি প্রাণত্যাগ কর এবং পুত্র, অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত আমাকে রক্ষা কর। ৮৭

হে মহাভাগ। মনুষ্য অতিশয় কঠোর তপস্যা, জ্ঞান এবং যজ্ঞ দ্বারা যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়, তুমি আমাকে তাহা দান কর এবং স্বয়ং শ্রীলাভ কর। ৮৮

তোমার প্রসাদে রাক্ষস, পিশাচ, বেতালগণ, সরীসৃপগণ, নৃপগণ, রিপু গণ এবং অন্যান্য হিংস্রগণ যেন আমাকে বিনাশ করিতে অক্ষম হয়। ৮৯

মরণ যখন অপরিহার্য তখন তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কণ্ঠনাল হইতে স্খলিত এবং অঙ্গলগ্ন শোনিতধারা দ্বারা তৃপ্তিলাভ কর। ৯০

এইরূপে পূজা করিয়া পূর্বতন্ত্রদ্বারা বিধিপূর্বক পূজা করিবে। নরবলি পূজিত হইয়া আমার স্বরূপ দিকপালগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়। ৯১

এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য সকল দেবগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া সেই বলিরূপ নর পূর্বে পাপাচারী হইলেও নিষ্পাপ হইয়া যায়। ৯২

সেই পাপশূন্য বলিরূপ নরের শোণিত অমৃততুল্য হয়, উহা দ্বারা জগন্ময়ী জগন্মায়া মহাদেবী প্রীতিলাভ করেন। ৯৩

সেই বলিরূপী নর মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া মরিতে মরিতেই গণদিগের অধিপতি হইয়া আমার অধিক সৎকারের পাত্র হয়। ৯৪

এতদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার পাপযুক্ত মলমূত্র ও বসাযুক্ত বলি কামাখ্যা দেবী নামমাত্রও গ্রহণ করেন না। ৯৫

অর্চনা দ্বারা অপরাপর মহিষ প্রভৃতির বলির শরীর বিশুদ্ধিলাভ করে, এই নিমিত্ত দেবী তাহা হইতে রক্ত গ্রহণ করেন। ৯৬

অন্যান্য দেবগণকে যে সকল বস্তু প্রদত্ত হইবে, সেই সেই দেবতার পূজা করিয়া এবং দেয়বস্তুও অর্চিত করিয়া দান করিবে। ৯৭

কাণা, বিগতাঙ্গ, অতিবৃদ্ধ, রোগী, গলদ্‌ব্রণ, ক্লীব, অঙ্গহীন, বৃদ্ধলিঙ্গ, গুল্‌ফশূন্য, শ্বিত্রী, হ্রস্বকায়, মহাপাতকী, দ্বাদশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশু, মৃতাশৌচ যুক্ত এবং মহাগুরুনিপাতনিবন্ধন কালাশৌচযুক্ত এইরূপ মনুষ্যদিগকে অর্চনা করিয়াও বলিকর্মে নিয়োজিত করিবে না। ৯৮-১০০

পশু-স্ত্রী, পক্ষিণী বিশেষতঃ মনুষ্য-স্ত্রীকে কখনই বলি প্রদান করিবে না। স্ত্রীকে বলিদান করিলে কর্তা নরকপ্রাপ্ত হয়। ১০১

যেখানে বিশেষ গণনা না করিয়া একেবারে দলে দলে বলি প্রদান করা হয়, সেইস্থলে সমুদয় দল একেবারে অর্চ্চিত করিয়া ভক্তিপূর্বক পশু পক্ষীর স্ত্রী এবং মানুষীকে বলি দিতে পারে। ১০২

তিন মাসের ন্যূনবয়স্ক পশুকে শিবাবলি দিবে না এবং তিনপক্ষের ন্যূনকাল জাত পক্ষীকেও বলি প্রদান করিবে না। ১০৩

কাণ এবং ব্যঙ্গত্বাদিদোষদুষ্ট পশু বা পক্ষীকে দেবীর নিকট বলি দিবে না। যেরূপ দোষে দুষ্ট মনুষ্য বলিদানে নিষিদ্ধ, পশু ও পক্ষীদিগের বিষয়েও সেইরূপ জানিবে। ১০৪

ছিন্নাঙ্গুল কর্ণাদিযুক্ত, দাঁতভাঙ্গা এবং শিংভাঙ্গা প্রভৃতি পশুকে কখনই বলিদান করিবে না। ১০৫

রাজা, দেব এবং দ্বিজগণের উদ্দেশে অর্চিত ব্রাহ্মণ অথবা চাণ্ডালকে বলি প্রদান করিবে না এবং রাজপুত্রকেও বলিদান করিবে না। শত্রু ভূপতির পুত্র যদি যুদ্ধে বিজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বলি দিতে পারে। ৯০৬-১০৭

নিজের পুত্র, ভ্রাতা, বিরোধকারী হইলেও পিতা, জামাতা, ভাগিনেয় এবং মাতুল ইহাদিগকে বলি প্রদান করিবে না। ১০৮

অনুক্ত বা অজ্ঞাত পশু ও পক্ষীকে কখন বলি প্রদান করিবে না। যদি বলিদানে পশু প্রভৃতির লাভ না হয়, তাহা হইলে গর্দভ ও উষ্ট্রকে বলিদান করিতে পারে, কিন্তু অন্য জীবের লাভ হইলে ব্যাঘ্র, উষ্ট্র বা গর্দভকে বলি প্রদান করিবে না। ১০৯-১১০

পশু বা পক্ষীকে যথাবিধি অর্চিত করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ছেদন করিবে এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আমাকে নিবেদন করিবে। ১১১

মনুষ্যের মস্তকের রুধির দেবীর দক্ষিণদিকে নিবেদন করিবে, ছাগের শিবরারুধির বামদিকে এবং মহিষের শিরোরুধির সম্মুখে নিবেদন করিবে। পক্ষিগণের শিরোরুধির বামদিকে নিবেদন করিবে এবং শরীরের শোণিত সম্মুখে নিবেদন করিবে। ১১২

মাংসভুক্ পশু ও পক্ষিগণের এবং সর্বপ্রকার জলজ জীবগণের মস্তক ও রুধির বাম পার্শ্বে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ১১৩

কৃষ্ণসার, কুর্ম্ম, গণ্ডার, শশক, কুম্ভীর এবং মৎস্য ইহাদিগের রুধির সম্মুখে রাখিয়াই নিবেদন করিবে। ১১৪

সিংহের রুধির এবং গণ্ডারের রুধির দক্ষিণে রাখিয়া নিবেদন করিবে। দেবতার পৃষ্ঠদেশে কোন বলির শিরোরুধির দান করিবে না। নৈবেদ্য দক্ষিণে, বামে, অথবা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিতে পার, কিন্তু কখন পৃষ্ঠদেশে নৈবেদ্য রাখিবে না। ১১৫

দীপ দক্ষিণে বা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে, কখনও বামভাগে রাখিবে না। ১১৬

এইরূপ ধূপ বামদিকে বা সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে, কখনও দক্ষিণে রাখিবে না। ১১৭

গন্ধপুষ্প এবং ভূষণ সম্মুখে রাখিয়া নিবেদন করিবে। যদি মণ্ডলে পূজা করে তাহা হইলে তাহার মধ্যভাগে রাখিয়া গন্ধাদি নিবেদন করিবে এবং বাম দক্ষিণের বিচার পূর্বের মত করিবে। ১১৮

মদিরা পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া দেবীকে নিবেদন করিবে এবং অন্যান্য পানীয় বস্তু বামভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ১১৯

যেস্থলে মদ্য অবশ্য দেয়রূপে বিহিত হইয়াছে, সেইস্থলে ব্রাহ্মণ কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক অথবা তাম্রপাত্রে মধু রাখিয়া দান করিবে। ১২০

আপৎকালেও ব্রহ্মাণ কদাচ মদ্যদান করিবে না, তবে পুষ্পাসব অথবা কোটরজাত মধু দান করিতে পারে ১২১

রাজপুত্র, অমাত্য, সচিব এবং সৌপ্তিকগণ রাজার সম্পত্তি ও বিভবের নিমিত্ত নরবলি প্রদান করিবে। ১২২

ইহারা রাজার অননুমতিতে নরবলি প্রদান করিলে পাপগ্রস্ত হইবে। কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে অথবা যুদ্ধকালে যে কোন রাজসম্পর্কীয় পুরুষ ইচ্ছানুসারে মনুষ্য বলি প্রদান করিবে। ১২৩

অপরে কখনই করিবে না। বলিদান-দিনের পূর্ব দিবসে কর্ত্তা সেই বলি ভূত মনুষ্যকে 'মানস্তোক' এই মন্ত্র, দেবী সূক্তত্রয় এবং 'গন্ধদ্বারা' এই মন্ত্রদ্বারা বলির মস্তকে খড়্গ রক্ষা

করিয়া সেই খড়গে গন্ধাদি দানপূর্বক বলিকে অধিবাস করাইবে। ১২৪-১২৬

অনন্তর খড্গাস্থ গন্ধাদি বলির গলায় অম্বে অম্বিকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রৌদ্র মন্ত্র পাঠ করিয়া অথবা ভৈরবের মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্পণ করিবে। ১২৭

মনুষ্য এইরূপে সংস্কৃত হইলে দেবী সেই বলিকে রক্ষা করেন, সেই রাত্রিতে ঐ বলির কোনরূপ ব্যাধি বা ক্ষুণ্ণতা হয় না। ১২৮

কোনরূপ মৃতাশৌচ বা জ্ঞাতির উৎপত্তি আদিতে উৎপন্ন অশৌচ তাহাকে দূষিত করে না। ১২৯

ছিন্ন মনুষ্য ও পশু প্রভৃতির মস্তক যে যে স্থানে পতিত হইয়া শুভ বা অশুভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ১৩০

মনুষের ছিন্ন শির ঈশানকোণে বা নৈর্ঋতকোণে পতিত হইলে রাজ্যহানি এবং রাজার বিনাশ সাধন করে। ১৩১

হে ভৈরব! পূর্ব, আগ্নেয়, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং বায়ুকোণে ঐ ছিন্ন মস্তক পতিত হইলে যথাক্রমে লক্ষ্মী, পুষ্টি, ভয়, লাভ, পুত্রলাভ এবং ধন উৎপাদন করে। ১৩২

হে ভৈরব! ছিন্ন মহিষের মস্তক উত্তর দিক হইতে এক এক করিয়া বায়ু কোণ অবধি পতিত হইলে যথাক্রমে যে যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ভোগ্য, হানি, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, রিপুজয়, ভয়, রাজ্যলাভ, এবং শ্রী। ১৩৩-১৩৪

জলজ এবং অণ্ডজ ভিন্ন ছাগ আদি নিখিল পশুর মস্তক পতনে দিক অনুসারে ঐরূপ ফল লাভ হয় জানিবে। ১৩৫

জলজ এবং পক্ষীদিগের ছিন্ন মস্তক দক্ষিণে ও অগ্নিকোণে পতিত হইলে ভয় এবং অন্যদিকে পতিত হইলে শ্রীলাভ হয়। ১৩৬

মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও কুম্ভীরাদির মস্তক ছিন্ন হইলে যদি দাঁতের কটকট শব্দ হয় তাহা হইলে রোগ উৎপন্ন হয়। ১৩৭

যদি মস্তকচ্ছেদ হইবার পর চক্ষু হইতে মল নির্গত হয়, তাহা হইলে যে রাজ্যে এই ঘটনা হয় ঐ রাজ্যের হানি হয়। ১৩৮

মহিষের মস্তক ছিন্ন এবং পতিত হইলে যদি নেত্র হইতে লোতক নির্গত হয়, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মৃত্যু হয়। ১৩৯

অপরাপর বলি পশু প্রভৃতির মস্তক হইতে নির্গত লোতক অতিশয় ভয় এবং পীড়ার সূচনা করে। ১৪০

যদি নরবলির ছিন্ন শির হাস্য করে, তাহা হইলে শত্রুর বিনাশ হয় এবং বলিদাতার সর্বদা লক্ষ্মী ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১৪১

নরবলির ছিন্ন-মস্তক যে যে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা অচিরকালেই সফল হয় এবং হুঙ্কার করিলে রাজ্যের হানি হয় এবং শ্লেষ্মস্রাব করিলে কর্তার পঞ্চত্ব হয়। ১৪২

যদি ছিন্ন মস্তক দেবতাদিগের নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে বলিদাতা ছয় মাসের মধ্যেই অতুল বিভূতি লাভ করে। ১৪৩

রুধির দানকালে যদি ছিন্ন শরীরের উর্দ্ধ বা অধোভাগ হইতে বিষ্ঠা বা মূত্র নির্গত হয়, তাহা হইলে বলিদাতার নিশ্চয় মৃত্যু হয়। ১৪৪

ছিন্নদেহ বামপাদের আক্ষেপ করিলে মহারোগ উৎপন্ন হয় এবং অপর চরণের আক্ষেপে কল্যাণ লাভ হয়। ১৪৫

সাধক মহিষ এবং মনুষ্যের রক্তের কিঞ্চিৎ অংশ মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া মহাকৌশিক মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক পূর্ব হইতে নৈর্ঋতকোণে পূতনাদি দেবতার উদ্দেশে মৃত্তিকার উপর বলি প্রদান করিবে। ১৪৬-৪৭

পঞ্চবর্ষীয় মহিষ এবং পঞ্চবিংশতিবার্ষিক মনুষ্যকে দেবীর উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে এবং তাহার রক্তই ভূতির নিমিত্ত হয়। ১৪৮

রাজা প্রথমে খড়্গাকে আমন্ত্রিত করিয়া শত্রুকে বলি প্রদান করিবে অথবা মহিষ বা ছাগকে শত্রু-নামে আমন্ত্রিত করিয়া বলি প্রদান করিবে। ১৪৯-১৫২

মন্ত্র পাঠপূর্বক বলির মস্তক সূত্রদ্বারা তিন প্রকারে বদ্ধ করিয়া বলিচ্ছেদ করিয়া তাহার উত্তমাঙ্গ যত্নপূর্বক দেবীকে অর্পণ করিবে। ১৫৩

যখন যখন শত্রুর বৃদ্ধি দেখিবে তখন তখন তাহার ক্ষয় কামনা করিয়া অপরের শিরচ্ছেদ করিয়া বলি প্রদান করিবে। ১৫৪

ঐ বলিরূপ পশুতে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, ঐ বলির ক্ষয় হইলে শত্রুর বিপদ হয়। ১৫৫

'বিরুদ্ধ-রূপিণি চণ্ডিকে! বৈরিণং ত্বং খাদয়স্ব স্বাহা' এই মন্ত্রের নাম খড়্গা মন্ত্র। এই সেই আমার বৈরী, যে সর্বদা আমার উপর দ্বেষ করে; হে মহামারি এক্ষণে পশুরূপধারী উহাকে বিনাশ কর। ১৫৬-১৫৭

'স্ফেঁ স্ফেঁ খাদয় খাদয়' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বলির মস্তকে পুষ্পদান করিবে। তদনন্তর তাহার রুধির দ্ব্যক্ষর মন্ত্রদ্বারা উৎসর্গ করিয়া দিবে। ১৫৮

শরৎকালের মহানবমীতে যদি এইরূপ বলিপ্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐ বলির অষ্টাঙ্গ হইতে মাংস লইয়া তাহা দ্বারা হোম করিবে। ১৫৯।

দুর্গাতন্ত্রমন্ত্রদ্বারা শুচিনামক অগ্নি প্রণীত হইয়া তাহাতে উক্তনিয়মে বলিদান করিয়া সাধক শত্রুক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ১৬০

হে প্রিয়ে! সাধক যদি স্বকীয় গাত্র হইতে রুধির দান করে তাহা হইলে নাভির অধোভাগ হইতে অথবা পৃষ্ঠদেশ হইতে কখন রুধির দান করিবে না। ১৬১

ওষ্ঠ চিবুক অথবা বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে রুধির দান করিবে না। ১৬২

সাধক কণ্ঠের অগ্রভাগ এবং নাভির উর্ধ্বভাগ হইতে এবং তলদ্বয় ত্যাগ করিয়া বাহুযুগল হইতে রুধির দান করিবে, কিন্তু শরীরের আঘাত প্রকাশ করিবে না। ১৬৩।

গণ্ড, ললাট, ভ্রূর মধ্যে, কর্ণাগ্র, বাহুদ্বয়, স্তনদ্বয়, উদর, কণ্ঠের অধঃ ও নাভির উর্ধ্বস্থিত যাবতীয় হৃদয়ভাগ এবং পার্শ্ব–এই সকল অঙ্গের রুধির দেবীকে দান করিবে। ১৬৪-১৬৫

হে ভৈরব! গুল্ফ, জত্র, বক্ত্র, রোগযুক্ত অঙ্গ অপরকর্তৃক আহত অঙ্গ হইতে রুধির দান করিবে না। ১৬৬

মনুষ্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ রুধির নির্গত করিবার নিমিত্তই অক্ষুব্ধচিত্তে আপনার অঙ্গে স্বয়ং আঘাত করিয়া রুধির নির্গত করিয়া পদ্মপুষ্পের পাত্রে, কিংবা সৌবর্ণ-পাত্রে অথবা কাংস্যপাত্রে সেই রুধির রাখিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক উহা দেবীকে দান করিবে। ১৬৭-৬৮

ক্ষুর, ছুরিকা, খড়্গ এবং সঙ্কুল প্রভৃতি যতগুলি অস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে যত বড় অস্ত্র দ্বারা শরীরে আঘাত করিবে ততই ফলপ্রাপ্ত হইবে। ১৬৯

একটি পদ্মফুলের পাপড়িতে যতটুকু রক্ত ধরিতে পারে, সাধক তাহার চারি ভাগের অধিক রক্ত কখনই দান করিবে না এবং একেবারে কোন অঙ্গের ছেদ করিবে না। ১৭০

যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে আপনার হৃদয়জাত মাষপ্রমাণ অথবা তিল বা মুগপ্রমাণ মাংস দেবীকে অর্পণ করে, তাহার ছয় মাসের মধ্যে সমুদায় কামনা সিদ্ধ হয়। ১৭১-১৭২

যে সাধক স্নেহপাত্র না লইয়া বাহুদ্বয়, স্কন্ধদ্বয় এবং হৃদয়ে দীপবর্তী (সলিতা জ্বালিয়া) দেবীকে দান করে, ক্ষণমাত্র তাদৃশ দীপদানের ফল শ্রবণ কর। ১৭৩-৭৪

সে দেবীগৃহে কল্পত্রয় যথেচ্ছাক্রমে বিপুল ভোগ লাভ করিয়া, পরে সার্ব্ব ভৌম রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ১৭৫

মহিষের ছিন্নমস্তকে দীপ জ্বালাইয়া, যে ব্যক্তি উহা হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া দেবীর সম্মুখে একটি সমস্ত দিন ও রাত্রি অবস্থান করে। ১৭৬

সে ইহলোকে চিরায়ু ও পবিত্রমূর্ত্তি হইয়া অখিল মনোরম বস্তু উপভোগ করিয়া অন্তে আমার গৃহে যাইয়া গণাধিপত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৭৭

যদি সাধক দক্ষিণহস্তে মনুষ্যের মস্তক এবং বামহস্তে রুধিরপাত্র গ্রহণ করিয়া রাত্রিজাগরণ করে। ১৭৮

তাহা হইলে সে ইহকালে রাজা হয় এবং অন্তে আমার লোকে গমন করত গণদিগের অধিপতি হয়। ১৭৯

যে সাধক বলিদিগের শিরোরক্ত করদ্বয়ে মাখাইয়া দেবীর সম্মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অবস্থান করে। ১৮০

সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল কামনার বস্তু লাভ করিয়া অন্তে দেবীলোকে সম্মানিত হয়। ১৮১

হে মহামায়ে! আপনি জগতে কর্ত্রী এবং সর্ব্বকামার্থদায়িনী, আপনাকে এই নিজদেহের রুধির দান করিতেছি, আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করুন। ১৮২

এই কথা বলিয়া সিদ্ধসন্নিভ বিচক্ষণ মানব প্রণামপূর্বক স্বীয় গাত্রের রুধির প্রদান করিবে। ১৮৩

ঈশ্বর-ভূতিলাভের নিমিত্ত যে সত্য রক্ষা করিয়া আমি আত্মমাংস দান করিতেছি, হে দেবি! সেই সত্য রক্ষা করিয়া তুমি আমাকে নির্বাণ দান কর। হুঁ হুঁ নমঃ নমঃ পণ্ডিত সাধক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, আপনার মাংস দান করিবে। ১৮৪-১৮৫

সৌভাগ্যদীপসম্পন্ন পরম পবিত্র প্রদীপ এই মাংসকে উজ্জ্বল করিতেছে, হে হেঁ নমঃ নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিচক্ষণ সাধক শরৎকালের মহানবমীর রাত্রিতে স্কন্ধ এবং বিশাখের উদ্দেশে দীপ দান করিবে। ১৮৬

যবচূর্ণময় অথবা মৃন্ময় শত্রুর প্রতিকৃতি করিয়া যথোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তাহার শিরচ্ছেদন করিয়া বলিপ্রদান করিবে। ১৮৭-৮৮

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা খড়গের আমন্ত্রণ করিবে। ১৮৯

মন্ত্র যথা,–"রক্তং কিলকিলী ঘোরা ঘোরধারবিহিংসকঃ। ব্রহ্মশিষ্যাম্বিকাশিষ্যা অমুকং চারিসত্তমম্"। ১৯০

ছঃ ছং অথবা মঃ মং ক্রঃ ক্রং ফট্ এই মন্ত্র স্কন্ধ এবং বিশাখের বলিদানে উক্ত হইয়াছে। ১৯১-৯২

বলিরূপ সেই কৃত্রিম শত্রুকে রক্তদ্রব্য দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। ১৯৩

তাহার ললাটে রক্তচন্দনের একটি তিলক দান করিবে। তদনন্তর তাহাকে রক্তবস্ত্র পরাইয়া তাহার গলায় রক্তমাল্য দান করিবে। ১৯৪

রক্তসূত্র দ্বারা তাহার কণ্ঠে বন্ধন, নাভিতে কৃত্রিম শল্য দান এবং তাহাকে উত্তরশিরা করিয়া খড়্গ দ্বারা তাহার স্কন্ধ ছেদন করিবে। অনন্তর তাহা স্কন্ধের মূল মন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া স্কন্দকে দান করিবে। ১৯৫

সকারের অগ্রবর্তী অক্ষর (হকার) চতুর্দশ স্বর (ঔকার) এবং অগ্নি (রকার) যুক্ত তদনন্তর চন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ হ্রৌঁ ইহাই স্কন্দের মূল মন্ত্র, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্কন্দকে বলি প্রদান করিবে। ১৯৬-৯৭

এইরূপ পবর্গের তৃতীয় (ব) এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অর্থাৎ ব্রৌঁ ইহা বিশাখের মন্ত্র। ইহা উচ্চারণ করিয়া বিশাখকে বলি প্রদান করিবে। ১৯৮-১৯৯

এই স্কন্দ এবং বিশাখ-কুটিলাক্ষ, কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী, উভয়েরই দক্ষিণ দিকের এক হস্তে ত্রিশূল ও অপর হস্তে করবাল। ২০০

বামদিকের এক হস্তে নৃকপাল, অপর হস্তে কপর্দক; উভয়েই ত্রিনেত্র, উভয়েরই বক্ষঃস্থলে নরমুণ্ডমালা। ২০১

উভয়েরই দন্ত অতি বিকট এবং ভীষণ, উভয়েই গণাধিপ এবং দ্বারপাল : এইরূপ ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা দেবীর সম্মুখস্থিত দুজনের চিন্তা করিবে। ২০২

হে পুত্রদ্বয়! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বিশেষ চতুর্দশী তিথিতে ছাগ মহিষ প্রভৃতি বলি মধু ও মৎস্য দ্বারা ভৈরবরূপী আমাকে তুষ্ট করিবে; আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট হইব। ২০৩

চণ্ডিকার বলিদান কালে বলির মস্তক জলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা উহার উৎসর্গ করিবে। ২০৪

পূর্ব অর্চিত, অল্প প্রাণযুক্ত এবং বহুধা চলিত ঐ মস্তককে সাধক সিদ্ধি ভাবনা করিয়া কামমন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিবে। ২০৫

"সিতপ্রেতো রথস্তেষাং যোগপীঠ্য সন্নিভঃ। ধ্যায়াম্যস্মিন্ মহামায়ে সিদ্ধিং বোধয় তে নমঃ ॥" এই মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া ঐ মস্তক যদি অচিরকাল মধ্যে কম্পিত হয়, তাহা হইলে কার্যের সিদ্ধি হয়, আর ইহার বিপরীত হইলে কার্যের অসিদ্ধি হয়। ২০৬-২০৭

যথোক্ত বিধানানুসারে এইরূপে বলিদান করিয়া বীরসাধক ঐ বলিদান হইতেই চতুর্বর্গ এবং সুখ লাভ করে; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২০৮

বলিদান এবং রুধির দানে ক্রম ও স্বরূপ কথিত হইল, এক্ষণে উপচারের বিষয় আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২০৯

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় — ষড়োশোপচার-আসনাদি-উপচার ষটক বিধান

ভগবান্ বলিলেন;–হে ভৈরব! এক্ষণে ষোড়শ উপচারদিগের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর; যাহা সম্যক্ ভক্তিসহকারে প্রদত্ত হইলে দেবী এবং অন্য দেবতা পরম সন্তোষ লাভ করেন। ১

প্রথমে পুষ্পময় অথবা দারুময়, কিংবা বস্ত্র, চর্ম বা কুশনির্মিত আসন দান করিবে, ঐ আসন মণ্ডলের উত্তরে নিক্ষেপ করিবে। ২

যদি পদ্মে আসন দান করে তাহা হইলে বাক্য পুষ্প ও জলের সহিত উহা মণ্ডলের উত্তরে নিবেদন করিবে। ৩।

পুষ্প ভিন্ন আচ্ছাদক বস্তু দান করিলে উহা পদ্মের বহির্দেশে দ্বারাদিতে নিবেদন করিবে। ৪

অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নানীয়, নেত্ররঞ্জন, মধুপর্ক, গন্ধ এবং পুষ্প এই সকল বস্তু পদ্মেই দান করিবে। ৫

হে উত্তম পুরুষদ্বয়! যে সকল বস্তু প্রতিমার গাত্রাদিতে দান করিবার যোগ্য তাহাদিগকে যথাস্থানে দান করিবে এবং যে সকল বস্তু গাত্রে দান করিবার অযোগ্য সেই সকল বস্তু আর নৈবেদ্য ও ভোজনাদির বস্তু সম্মুখে দান করিবে। ৬

পুষ্পাসন যে বিহিত হইয়াছে তাহা যদি পুষ্পের গর্ভমাত্র হয়, তাহা হইলে পদ্মেতেই উহা দান করিবে। আর যদি উহা বৃহদাকার হয় তবে দ্বারেই অর্পণ করিবে। ৭

হে ভৈরব! কুশ সূত্রাদিসংযুক্ত, পুষ্পৌঘরচিত পৌষ্প আসন দেবীর, আমার এবং অপর দেবতারও অতিশয়, প্রীতিকর জানিবে। ৮

ব্রণরহিত যজ্ঞকাষ্ঠ-সমুদ্ভুত নাতি-উচ্চ নাতি-বিস্তীর্ণ আসনই শুভকর। ৯

কণ্টক ও ক্ষীরযুক্ত কাষ্ঠের সারবর্জিত অন্য কাষ্ঠ-নির্মিত উত্তম আসনও দান করিতে পারে। ১০

চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশানসম্ভূত বৃক্ষ এবং বিভীতক ইহাদের আসন পরিত্যাগ করিবে। ১১

বল্কজ, কোষজ, শাণ এই তিন প্রকার বস্ত্র রোমজ কম্বল লইয়া চারি প্রকার বস্ত্র। ১২

ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত এই চারি প্রকার বস্ত্র দ্বারা নির্মিত আসন দান করিবে। সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ছাগ, মহিষ, হস্তী, ঘোটক, সৃমর প্রভৃতি এবং নয় প্রকার মৃগ ইহাদের চর্মদ্বারা নির্মিত আসন সকল দেবতারই প্রীতিপ্রদ। ১৩-১৪

বস্ত্রাসনের মধ্যে কম্বলাসনই প্রশস্ত এবং দেবতাদিগের তুষ্টি প্রদ, চর্মাসনের মধ্যে রাঙ্কব এবং কাষ্ঠাসনের মধ্যে চন্দন কাঠ নির্মিত আসনই প্রশস্ত। ১৫-১৬

দেবতা এবং যতাত্মা ঋষিদিগের পক্ষে কুশাসনের মত সর্বোত্তম আসন আর নাই। ১৭

আসন যোগপীঠসদৃশ স্থান বলিয়া কথিত হয়। আসন প্রদান করিতে সৌভাগ্য এবং মুক্তি লাভ হয়। ১৮

সম্বর, রোহিত, নৃঙ্কু, রঙ্কু, শশ, রুরু, এণ, হরিণ প্রভৃতি নয় প্রকার মৃগ। ১৯

হে ভৈরব! হরিণেরও পাঁচ প্রকার ভেদ আছে জানিবে। যথা ঋষ্য, খড়্গ, রুরু, পৃষত এবং মৃগ, বলি প্রদান বিষয়ে এবং চর্ম্মদানে ইহারাই প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ২০-২১

লৌহ, কাংস্য এবং সীসক ভিন্ন সমুদয় তৈজস আসন প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ২২

ভুক্তি এবং মুক্তির নিমিত্ত শিলাময়, মণিময়, এবং রত্নময় আসন পরিত্যাগ করিবে। ২৩

হে ভৈরব! এই প্রসঙ্গেই সাধকদিগের আসন শ্রবণ কর, যে আসনে আসীন হইয়া পূজা করিলে সাধকের ধর্ম সিদ্ধি হয়। ২৪

সাধকদিগের পক্ষে কাষ্ঠনির্ম্মিত, চর্ম্মনির্ম্মিত, বস্তুনির্ম্মিত এবং তৈজস এই এই চারিপ্রকার আসন কার্তিত হইয়াছে। ২৫

পূর্বে দেবতাদিগকে দান করিবার নিমিত্ত, যে সকল আসন কথিত হইয়াছে, পূজা কর্ম্মে সাধকের উপবেশনার্থ সেই সকল প্রকার আসনই প্রশস্ত।

সাধক পূজা কার্যে আপনার ইচ্ছামত আসনে উপবেশন করিবে না। পণ্ডিত সাধক এই নিমিত্ত কাষ্ঠাদির অন্যতম আসন করিবে। কাষ্ঠাসন চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ, ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ এবং চতুরঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ হইবে। অথবা উচ্ছ্রিত করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক উচ্চ করিবে না। ২৭-২৮

পূর্বে যে সকল আসন বর্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল আসন পরিত্যাগ করিবে। ২৯

পূজা কর্ম্মে বস্ত্রাসন দ্বিহস্তের অধিক দীর্ঘ, অর্ধহস্তের অধিক বিস্তৃত করিবে এবং তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চও করিবে না। ৩০

পূর্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক চর্মাসনে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আপনার ইচ্ছানুসারে করিতে পারে কিন্তু উহা কখন ছয় অঙ্কুলের অধিক উচ্চ করিবে না। ৩১

মহামায়া এবং কামাখ্যা দেবীর পূজায় কাম্বল, চার্ম্মণ এবং শৈল আসন প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ত্রিপুরা দেবী এবং বিষ্ণুর পূজায় কুশাসনই সর্ব্বদা প্রশস্ত। ৩২-৩৩

বহু দীর্ঘ, বহু উচ্চ এবং বহু বিস্তৃত দারু এবং প্রস্তরখণ্ড সকল কর্মে ভূমির সমান জানিবে। ৩৪

ঐরূপ কাষ্ঠের এক এক অংশকে পৃথক পৃথক্ আসনরূপে কল্পনা করিবে। কোন পূজায় পত্রকে আসন করিয়া উপবেশন করিবে না। ৩৫

হস্তিভিন্ন অপর প্রাণীর অস্থি আদি নির্মিত আসন গ্রহণ করিবে না। ৩৬

কাম্য পূজায় মাতঙ্গদন্তনির্মিত আসন গ্রহণ করিবে এবং পূর্ব কথিত চর্ম সকল ও গন্ধমৃগের চর্মও আসন করিতে পারে। ৩৭

যদি জলে দেবতার পূজা করে তাহা হইলেও আসনে উপবিষ্ট হইয়াই পূজা করিবে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পূজা করিবে না। ৩৮

জলে পূজা করিবার সময় শিলাময়, কৌশ আসন গ্রহণ করিবে, কিন্তু কাষ্ঠময় অথবা তৈজস আসন গ্রহণ করিবে না। ৩৯

যদি সেই জলে আসরোপে সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে পূজক মনে মনে আসনের কল্পনা করিয়া পূজা করিবে!৪০

যদি জলের মধ্যে অথবা অন্যত্র আসন পাতিবার সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেবপূজা করিবে। ৪১

হে পূর্বদ্বয় বেতাল ও ভৈরব! পূজা এবং পূজক সম্বন্ধে আসনের কথা বলা হইল, এক্ষণে পাদ্যের কথা শ্রবণ কর। ৪২

পাদপ্রক্ষালনার্থ উদকের নাম পাদ্য; উহা কেবল জল। উহা কোন তৈজস পাত্রে অথবা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে। ৪৩

এই পাদ্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সংস্থান। আসনের পরই মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাদ্য দান করিবে। ৪৪

কুশ, পুষ্প, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন এবং জল এই সমস্ত দ্রব্য অথবা ইহাদের যাহা যাহা লব্ধ হইবে, তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত অর্ঘ্য দান করিবে। ৪৫

অর্ঘ্য দ্বারা কামনায় সিদ্ধি হয়, অর্ঘ্য দ্বারা ধনলাভ হয় এবং অর্ঘ্য দান করিলে পুত্র, আয়ু, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়। ৪৬

বিচক্ষণ সাধক শঙ্খজলের দ্বারা সূর্য্যকে এবং শুক্তিপাত্রে বিষ্ণুকে অর্ঘ্য দান করিবে না। ৪৭

সুগন্ধি, নির্ম্মল, ফেনবর্জিত কৃষ্ণাগুরু ধূপ দ্বারা ধূপিত, কর্পূরবাসিত শুভরূপ সলিল আচমনরূপে তৈজস পাত্রে বা শঙ্খে রাখিয়া দান করিবে। ৪৮-৪৯

দেবতার উদ্দেশে ফেনবর্জিত কেবল যে নির্ম্মল জলদান করা হয়, তাহাকে আচমনীয় বলে। ৫০

অমিশ্রিত কেবল শুদ্ধ জলই আচমনীয়রূপে দান করিবে এবং যদি সুলভ হয়, তবে গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধি করিয়া আচমনীয় দান করিবে। ৫১

সাধক আচমনীয় দান করিয়া নিত্য আয়ুঃ, বল, যশঃ, বৃদ্ধি এবং অভিলষিত লাভ করে। ৫২

দধি, ঘৃত, জল, মধু এবং চিনি এই পাঁচটী দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া মধুপর্ক হয়, ইহা দেবতাগণের তুষ্টি প্রদান করে। ৫৩

মধুপর্কে জল অতি অল্প মাত্রায় দান করিবে, চিনি, দধি এবং ঘৃত সমান পরিমাণে দান করিবে এবং মধু অধিক পরিমাণে দান করিবে। ৫৪

ঐ মধুপর্ক জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, পুর্ত্ত, ইষ্ট বা পুজায় কাংস্য পাত্রে রৌক্ম বা শ্বেতময় পাত্রে দান করিবে। ৫৫

এই মধুপর্ক সমুদয় দেবতাগণের তুষ্টিপ্রদ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক। ৫৬

মধুপর্ক, সৌখ্য, ভোগ্য, তুষ্টি ও পুষ্টি প্রদান করে। ৫৭

পিষ্টাতক, কস্তূরী, রোচনা, কুঙ্কুম, গুড়, মধু, পঞ্চগব্য, সর্বৌষধিগণ, চিনি, নির্ণেজন, তৈল, স্নিগ্ধ স্নেহ এবং স্বস্তিক এই সকল দ্রব্য দানের পর কল্পকোবিদ পণ্ডিতগণ

কর্পূরাদিদ্বারা অধিবাসিত সুবর্ণ বা রত্নোদক স্নানীয়দ্বারা দান করিতে বিধান করিয়াছেন। ৫৮-৫৯

তৈজস, কাংস্য পাত্র বা শঙ্খের দ্বারা ঐ স্নানীয় জল মণ্ডলে কেশরাগ্রে বা প্রতিমাতে দান করিবে। ৬০

শিবলিঙ্গে, যোগপীঠে, দেবতাশরীরে, সদ্যস্নিগ্ধে মৃন্ময়ে, ঘৃত ও সিন্দুর অঙ্কিত করাইবে। ৬১

শ্রীচন্দন প্রতিষ্ঠা বা লেপজ প্রতিমার গাত্রে, স্বস্তিকস্থাপিত প্রতিমায়, খড়্গে অথবা দর্পণে স্নান করাইবে। ৬২

মহাদেবীকে বিশেষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের পূজায় এইরূপে স্থানীয় দান করিবে। ৬৩।

পূজক সম্যক্ বিধিপূর্বক স্নানীয় দান করিয়া চিরায়ুঃ হয় এবং কল্পান্ত পর্যন্ত স্বর্গভাগী হয়। ৬৪

পাদ্য, গন্ধ ও পুষ্প প্রভৃতি সমুদয় উপচার অর্ঘ্যপাত্রনিহিত অমৃতীকৃত ও সংস্কৃত জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া ইষ্ট দেবকে দান করিলে ইষ্টদেব উহা স্বয়ং গ্রহণ করেন। ৬৪-৬৬

অর্ঘ্যপাত্রনিহিত জল দ্বারা অভিষেক ব্যতীত যদি ইষ্ট দেবকে কোন বস্তু দান করা যায় তাহা হইলে উহা নিষ্ফল হয়। ৬৭।

মোহেই হউক, লোভেই হউক অথবা প্রমাদবশতই হউক, অর্ঘ্যপাত্র হইতে অমৃতীকৃত জল যদি নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে পুনর্বার অমৃতীকরণ করিবে। ৬৮

পাত্রে অমৃতীকৃত জলের অল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তাহাতে অন্যপত্র হইতে উদক ঢালিয়া দিবে এবং উহাও অমৃত হইবে। ৬৯

যদি পুষ্প অনেক থাকে এবং মালা প্রচুর হয় তাহা হইলে অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা উহা সিক্ত করিয়া দান করিবে। ৭০

যাহা অর্ঘ্যপাত্র ভিন্ন অন্য পাত্রস্থিত জল দ্বারা সিক্ত হয়, উহা শত বিধি পূর্বক দান করিলেও দেবতা গ্রহণ করেন না। ৭১

নয় প্রকার প্রতিপত্তি দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র সংস্কৃত হইলে তাহাতে সকল তীর্থ এবং সর্বপ্রকার অমৃত আসিয়া অবস্থান করে। ৭২

অতএব সকল প্রকার উপচার অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া দান করিবে এবং যাহা অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবার যোগ্য তাহা অর্ঘ্যপাত্রে রাখিয়া নিবেদন করিবে। ৭৩

হে ভৈরব! এই তোমার নিকটে আসনাদি ছয় বস্তুর দানের কথা বলিলাম; এক্ষণে জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত বস্ত্রাদি দশ বস্তু দানের কথা শুন। ৭৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় — বস্ত্রাদি উপচারাষ্টক

ভগবান্ বলিলেন,–কার্পাস, কম্বল, বাল্ক এবং কৌষেয় এই চারি প্রকার বস্ত্র। এই সকল প্রথমে মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করিয়াই দেবতাকে দান করিবে।

দশাশূন্য, মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, পূর্বে গাত্রসংস, পরকীয়, আখুদষ্ট, সূচিবিদ্ধ, পরিহিত, উপ্তকেশ, বিধৌত, শ্লেষ্ম ও মূত্রাদিদূষিত এইরূপ বস্ত্র দেবতার দানে দৈব ও পৈত্রকর্মে এবং যজ্ঞাদি কার্যে বর্জন করিবে। ২-৪

উত্তরীয়, উত্তরীয়াসঙ্গ, নিচোল প্রভৃতি কয় প্রকার বস্ত্র অ-সেলাই করাই দান করিবে। ৫

শণবস্ত্র, নিসার, ছত্র, চন্দ্রাতপ এবং অদৃশ্য এই পাঁচপ্রকার বস্ত্র সেলাই করা দূষণীয় নহে। ৬

পতাকা, ধ্বজ এবং দণ্ডাদিতে সেলাইকরা বস্ত্রই দান করিবে। অন্যত্র আবরণাদিতে সেলাইকরা বা অ-সেলাইকরা দুই প্রকার বস্ত্রই দান করিবে। ৭

রক্তবর্ণ কৌষেয়বস্তু মহাদেবীকে দান করিবার নিমিত্ত প্রশস্ত এবং পীতবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র বিষ্ণুকে দান করিবার জন্য প্রশস্ত। ৮

পরমাত্মা শিবকে রক্ত কম্বল দান করিবে এবং সমুদয় দেব ও দেবীকে বিচিত্র বস্ত্র দান করিবে। ৯

সর্ব্বতোভদ্র (সকল প্রকারের বিশুদ্ধ) কার্পাসবস্ত্র সকল দেবতাকে দান করিতে পারে। ১০

কেবল রক্তবর্ণ চেলির কাপড় বিষ্ণুকে দান করিবে না এবং কোন নীলবর্ণ বস্ত্র শিবকে দান করিবে না। ১১

যে বস্ত্রের রঙ নীল ও লালে মিশ্রিত, তাহা সকল কার্যেই বর্জনীয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐরূপ বস্তুকে দৈব পৈত্র্য অথবা নিজের ব্যবহার কার্যে পরিত্যাগ করিবে। ১২

হে ভৈরব! যে ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ ঐরূপ নীল-রক্ত বস্ত্র বিষ্ণুকে অপ্ররপণ করে, তাহার সেই পূজা একেবারে নিষ্ফল হয়। ১৩।

নীল ও রক্তরঙে রঞ্জিত বিচিত্র বসন কেবল মহাদেবীকে দান করিতে পারে, অন্য দেবতাকে কখনই দান করিতে পারে না। ১৪

মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন এবং দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র যেমন, সেইরূপ ভূষণসমূহের মধ্যে বস্ত্র, সকলের শ্রেষ্ঠ। ১৫

বস্ত্রদ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়, পাপও বস্ত্রদ্বারা জিত হয় এবং বস্ত্রদ্বারা সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়, এই নিমিত্ত বস্ত্র চতুর্বর্গপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৬

হে পুত্র! সর্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ এবং ভোগ্যবস্তুর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত্রের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অলঙ্কারের কথা শুন। ১৭

কিরীট, শিরোরত্ন, কুণ্ডল, ললাটিকা, তালপত্র হার, গ্রৈবেয়ক, উর্মিকা, প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তঙ্গ, অক্ষমালিকা, পার্শ্বদ্যোত, নখদ্যোত, অঙ্গুলীচ্ছাদক। ১৮-১৯

কুটুম্বক, মানবক, মূর্দ্ধাতারা, খলন্তিকা, অঙ্গদ,বাহুবলয়, শিখাভূষণ, ইঙ্গিকা, প্রাগদণ্ডবন্ধ, উদ্ভাস, নাভিপুর, মালিকা, সপ্তকী, শৃঙ্খল, দন্তপত্র, কর্ণক, ঊরুসূত্র, নীবী, মুষ্টিবন্ধ, প্রকীর্ণক, পাদাঙ্গদ, হংসক, নূপুর, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা এবং সুখপট্ট, -এই সুশোভন অলঙ্কার সকল উক্ত হইল। এই চল্লিশপ্রকার অলঙ্কার উক্ত হইল, ইহারা লোক ও বেদে সুখপ্রদ। ২০-২৩।

অলঙ্কার সকল দাতার চতুর্ব্বর্গের সাধক, ইহাদিগকে প্রথমে অর্চিত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিবে। ২৪

বিচক্ষণ সাধক অলঙ্কারের অচ্চনের সময় দেবতারও উল্লেখ করিবে। ২৫

হে ভৈরব! চুড়ারত্নাদি মস্তকের ভূষণ সকল সুবর্ণনিম্মিত করিয়া অর্পণ করিবে। গ্রৈবেয়ক হইতে হংস পর্যন্ত যে সকল ভূষণ উক্ত হইয়াছে, উহা বর্গ ও রজতনির্মিত করিয়াই দেবতাদিগকে অর্পণ করিবে, অন্য ধাতুনির্মিত নয়। ২৬-২৭

লৌহভিন্ন পিতল বা রঙ্গাদিজাত পাত্রের উপকরণ দেবতাকে দান করিতে পারে কিন্তু ভূষণ কখনই পারে না। ২৮

ঘন্টা চামর এবং কুম্ভ প্রভৃতি পাত্রোপকরণ-ইহারা যে যে অঙ্গে ধৃত হয়, সেই সেই অঙ্গের অলঙ্কারের সহিত ইহাদিগকে দান করিবে, কারণ ইহারা সেই অঙ্গের উপভূষণ। ২৯

সকল প্রকার ভূষণ তাম্রময় করিয়াও দান করিতে পারা যায়। সকল স্থলেই তাম্র সুবর্ণের সদৃশ, কিন্তু অর্ঘ্যপত্রে সুবর্ণ অপেক্ষাও ফলপ্রদ। ৩০

পূজার্ঘ্যপাত্র, নৈবেদ্যের আধারপত্র, পানপাত্র যদি উদুম্বরনির্মিত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর অধিক প্রীতি এবং তোষপ্রদ হয়। ৩১

তাম্রলাভ করিয়া দেবতারা আমোদ করেন, তাম্রেই দেবগণ সর্বদা অবস্থিতি করেন। তা সকলের প্রীতিকর, এই তাম্রের অধিক ব্যবহার করিবে। ৩২।

হে ভৈরব! মনুষ্যেরা আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নির্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রীবার উর্দ্ধদেশে কখন রৌপ্য ভূষণ ব্যবহার করিবে না। ৩৩

প্রাবার, পানপাত্র, গেণ্ডুক, গৃহ, পর্য্যঙ্ক প্রভৃতির ব্যবহারের বস্তু সকল উপভূষণ বলিয়া বিখ্যাত। ৩৪

স্বর্ণ এবং রৌপ্যের অভাবে লৌহময় এবং কাংস্যময় ব্যতীত অন্যপ্রকার ভূষণ অধঃশরীরে ধারণ করিবে। ৫

এই সকল ভুষণের মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি হইবে, সে তত পরিমাণে ভূষণ দান করিবে। সম্ভব হইলে সকল প্রকার ভূষণই দান করিবে। ৩৬

ভূষণ সর্বদা চতুৰ্ব্বর্গপ্রদ সৌখ্যদানকারী এবং নিত্য তুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক, অতএব যথাশক্তি ভূষণ দান করিবে। ৩৭

সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ ভূষণের বিষয় তোমাদের নিকট বলা হইল। এক্ষণে হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! চন্দনের বিষয় সম্যক্ শ্রবণ কর। চূণীকৃত, ঘৃষ্ট, দাহাকর্ষিত, সম্মৰ্দ্দজ রস অথবা প্রাণীর অঙ্গ সমুদ্ভব–এই পাঁচ প্রকার গন্ধ দেবতাদিগের প্রতিদায়ক। ৩৮-৩৯

গন্ধদ্রব্যের চূর্ণ, গন্ধপত্র বা পুষ্পের চূর্ণ এবং প্রশস্ত গন্ধযুক্ত বৃক্ষের পত্রচূর্ণ এই সকল প্রকার গন্ধ প্রথমজাতীয় গন্ধের অনুগত। ৪০

চন্দন সরল ও চমেরুর ঘর্ষণ জন্য গন্ধ এবং অগুরু প্রভৃতি ঘর্ষণদ্বারা যাহার পঙ্ক নির্গত করিয়া দেবতাকে অর্পণ করা যায়, তাহা ঘৃষ্ট ও দ্বিতীয় প্রকারের গন্ধ। ৪১

দেবদারু, অগুরু, পত্র, গন্ধসার, চন্দনপ্রিয়া চোয়াইয়া যে সুগন্ধি রস নির্গত করা হয়, উহার নাম দাহজ গন্ধ; উহা তৃতীয় প্রকার গন্ধের অন্তর্গত। ৪২

সুগন্ধ করবীর, বিল্ব, গন্ধিনী এবং তিলক প্রভৃতি নিপীড়ন করিয়া যে রস গৃহীত হয়, সেই সম্মর্দজন্য গন্ধের নাম সম্মর্দজ গন্ধ। ৪৩

মৃগনাভি বা তাহার কোষ হইতে যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাণ্যঙ্গজ গন্ধ, উহা স্বর্গবাসিদের অত্যন্ত মনোহর। ৪৪

কর্পূর এবং গন্ধসারাদি চূর্ণ এবং ঘৃষ্ট এই উভয়ের অন্তর্গত চন্দ্রভাগাদি রস এবং পঙ্কের অন্তর্গত। ৪৫

সকল প্রকার সম্মর্দাদিতে গন্ধসারের প্রয়োগ হয়; অপরের যোগে মৃগনাভি কখন ঘৃষ্ট কখন বা চূর্ণ হয়। ৪৬

এইরূপ সকল প্রকারেই গন্ধ পাঁচ প্রকারের অধিক হয় না। পরস্পরের দৃষ্টাদি ভাব থাকাতে গন্ধ সকল অত্যন্ত প্রীতিকর। ৪৭

কালীয়কাদি নানাপ্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রকার গন্ধই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। ৪৮

মলয়জ গন্ধ দৈব এবং পৈত্রকার্যে সম্মত, তাহার পঙ্কই হউক, রসই হউক অথবা চুর্ণই হউক, বিষ্ণুর তুষ্টিপ্রদ সকল প্রকার গন্ধের মধ্যে মলয়োদ্ভব অত্যন্ত প্রশস্ত; এই নিমিত্ত অতি যত্নপূর্বক মলয়জদান করিবে। ৪৯

হে ভৈরব! কৃষ্ণ অগুরু, কর্পূর এবং মলয়োদ্ভব একত্র মিশ্রিত হইয়া যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা বৈষ্ণবী দেবীর এবং কামাখ্যার প্রীতিপ্রদ হয়। ৫০

কুঙ্কুম, অগুরু এবং কস্তূরী ইহার সমানাংশ চন্দ্রভাগের সহিত মিলিত হইয়া যে গন্ধ উৎপাদন করে, তাহা ত্রিপুরা দেবীর এবং শম্ভু ও চণ্ডিকাদেবীর প্রীতিপ্রদ হয়। সাধক দেবতোদ্দেশপূর্বক গন্ধ অর্চনা করিয়া ইষ্টদেবকে অর্পণ করিলে সকল প্রকার ফলপ্রাপ্ত হয়। ৫১-৫২

গন্ধ দ্বারা কাম লাভ হয়, গন্ধ সর্বদা ধর্মপ্রদ, গন্ধ অর্থের সাধক এবং গন্ধ মোক্ষেরও কারণ। ৫৩

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! তোমাদিগকে গন্ধের কথা বলিলাম, এক্ষণে বৈষ্ণবী দেবীর প্রিয় পুষ্পের কথা শ্রবণ কর। ৫৪

বকুল, মন্দার, কুল, কুরুন্টক, করবীর, অর্কপুস্প, শাশ্মল, অপরাজিতা, মদন, সিন্ধুবার, সুরভি কুরুবক, লতা, বৃক্ষ, কোমল দূর্বাঙ্কুর, কুশের মঞ্জরী, শোভন এই সকল পুষ্পাদি দ্বারা বৈষ্ণবী দেবী কামাখ্যা এবং ত্রিপুরাকে পূজা করিবে। ৫৫-৫৭

এতদ্ভিন্ন আরও পুষ্পজাতি অন্যান্য দেবীরও প্রীতির নিমিত্ত হয়। হে বেতাল ভৈরব! আমি সেই সকল পুষ্পের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৮

মালতী, মল্লিকা, জাতি, যূথিকা, মাধবী, পাটলা, করবীর, জবা নর্কারিকা, কুব্জ, তগর, কর্ণিকার, রোচন, আতাম্র, চম্পক, বাণ, বর্ব্বরা, অশোক, তিলক, লোধ্র, অটরূষ, শিরীষ,

শমীপুষ্প, দ্রোণ, পদ্ম, উৎপল, করুন, শোভাঞ্জন, পলাশ, খাদির, বনমালা সীমন্তী, কুমুদ, কদম্ব, চক্র, কোকনদ, ভণ্ডিল, গিরিকর্ণিকা, নাগেশ্বর, পুন্নাগ, কেতকী, অঞ্জলিকা, দোহদা, বীজপুর, নমেরু, শাল, ত্রপুষী, চণ্ডবিল্ব, পঞ্চবিধ ঝিণ্টী ইত্যাদি সকল প্রকার কুসুম দ্বারা বরদায়িনী শিবার পূজা করিবে। ৫৯-৬৫

অপামার্গপত্র, ভৃঙ্গারকপত্র, গন্ধিনী-পত্র, বলাহকপত্র, খদিরপত্র, বঞ্জুলস্তবক, আম্র-স্তবক, জম্বুপত্র, বীজপুর পত্র, কুশপত্র, দূর্বাঙ্কুর, শমীপত্র, আমলকপত্র, আম্রপত্র, ইহারা যথাক্রমে দেবীর অধিক প্রীতিকর এবং সকলের অপেক্ষা বিল্ব পত্র প্রীতিকর। ৬৬-৬৯

কোকনদ, পুষ্প, জবা, বন্ধুক এবং বিল্বপত্র ইহা সর্বাপেক্ষা দেবীর অধিক তুষ্টিপ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৭০

সকল প্রকার পুষ্পের মধ্যে রক্তপদ্মই দেবীপূজায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ৭১

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সহস্র রক্তপদ্ম দ্বারা মালা নির্মাণ করিয়া মহাদেবীকে অর্পণ করে তাহার ফলের বিষয় শ্রবণ কর। ৭২

সে আমার নগরে শতাধিক সহস্র কল্প বাস করিয়া অন্তে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৭৩

পত্রের মধ্যে বিল্বপত্র দেবীর অধিক প্রীতিকর, এই বিল্বপত্রসহস্রদ্বারা মালা নির্মাণ করিয়া দেবীকে অর্পণ করিলে পূর্বোক্ত ফললাভ হয়। ৭৪

অধিক কথা বলিয়া আর ফল কি, সামান্যতঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট যে, উক্তই হউক আর অনুক্তই হউক; জলজাত হউক বা স্থলজাত হউক, সকল প্রকার পদ্ম, তথা সকল প্রকার ঔষধি, বনজ সকল প্রকার পুষ্প এবং পত্রদ্বারা দুর্গা দেবীর পূজা করিবে। ৭৫-৭৬

পুষ্পের অভাবে সেই পরমেশ্বরী দেবীর পত্রের দ্বারা পূজা করিবে, পত্রের অভাবে তৃণ, গুল্ম এবং ওষধী দ্বারা, ওষধীর অভাবে তাহাদের ফল-দ্বারা, তাহার অভাবে আতপ তণ্ডুল বা জল

দ্বারা, তাহার অভাবে শ্বেত সর্ষপ দ্বারা, তাহারও অভাব হইলে মানসিক ভক্তি করিবে। ৭৭-৭৯

বাজিদন্তক পত্র বা পুষ্প অথবা তুলসীর পত্র ও পুষ্প দ্বারা শ্রীর বৃদ্ধি কামনায় চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিবে। ৮০

পুরশ্চরণ কার্যে তিলযুক্ত বিল্বপত্র দ্বারা কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রজ্বলিত এবং সংস্কৃত অগ্নিতে হোম করিবে। ৮১

কামনার বৃদ্ধির নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্বক গণনা করিয়া যে জপ করা হয়, সেই জপের অন্তে ব্রাহ্মণগণ যে পূজা করেন, ব্রাহ্মণগণ তাহাকে পুরশ্চরণ বলিয়া অভিহিত করেন। ৮২

সেই পুরশ্চরণ কার্যে পূর্বোক্ত বিধি দ্বারা কামাখ্যা এবং বৈষ্ণবী দেবীর পূজা করিবে। সাধক এই পূজাতেও যথাসম্ভব ষোড়শ প্রকার উপচার দান করিবে, বিধি বিহিত কার্যের লঙ্ঘন করিবে না। ৮৩-৮৪

কল্পোক্ত পূজা সম্পূর্ণ করিয়া দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, জপের পর হোম করিবে, তদনন্তর তিনটি বলিপ্রদান করিবে। ৮৫

তদনন্তর তিন প্রকার তৌর্য্যত্রিকের প্রয়োগ করিবে এবং পত্নী স্বয়ং ভ্রাতা অথবা গুরু অথবা স্বপুত্র কিংবা শিষ্য নৈবেদ্য আদির যোজনা করিবে। ৮৬

যজ্ঞের অবসানে গুরুকে শুভ দক্ষিণা দান করিবে। ৮৭

ঐ দক্ষিণার দ্রব্য সুবর্ণ তিল এবং গাভী। ইহাতে অশক্ত হইলে চেলীয় ষোড় দক্ষিণা দিবে। শুক্লপক্ষের অষ্টমী, নবমী অথবা চতুর্দশীতে জিতেন্দ্রিয় এবং ব্রহ্মচারী হইয়া মহাদেবীর পুরশ্চরণ করিবে। ৮৮

হে ভৈরব! এই সকল তিথিতে কল্পোদিত বিস্তৃত বিধি অনুসারে পূজা করিয়া গুরুবক্ত্র হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে। ৮৯

সম্পূর্ণ পূজা না করিয়া অভীপ্সিত মন্ত্র গ্রহণ করিবে না এবং পুরশ্চরণও করিবে না, যদি করে তাহা হইলে অবসাদ প্রাপ্ত হইবে। ১০

নিত্য পূজাতেও যদি কল্লোদিত সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আলস্য ত্যাগ করিয়া তাহা করিবে। ৯১

হে ভৈরব! যদি দেবীর বা অন্য দেবতার কল্লোক্ত বিস্তর পূজা করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ বিধির অনুসরণ করিবে। ৯২

মার্জনাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া স্থণ্ডিলে মণ্ডল অঙ্কিত করিবে এবং পাত্রের প্রতিপত্তি দাহ এবং প্লব করিবে। ১৩

তদনন্তর আত্মার অনুরূপ সংস্কার করিয়া ধ্যান করিবে। অনন্তর শুদ্ধির নিমিত্ত অঙ্গুষ্ঠাদি হইতে অস্ত্র পর্যন্ত দ্বাদশ প্রকার ন্যাস করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে আট বার মূলমন্ত্র জপ করিয়া উপচার সকল ঐ জল দ্বারা সিঞ্চন করিয়া আধারশক্তি আদি সুমেরু পর্যন্ত পীঠদেবতার পূজা করিবে। ৯৪

অনন্তর হৃদয়স্থিত দেবতার ধ্যান করিয়া এবং বায়ুর সহিত হৃদয় হইতে তাহাকে বাহির করিয়া মণ্ডলে আরোপ করিয়া যথাশক্তি উপচার প্রদান কমিবে। ১৫

তাহার পর ষড়ঙ্গ পূজা, অষ্টদল দেবতার পূজা, জপ, স্তব এবং প্রণাম করিয়া তিন বার পুস্পাঞ্জলি দান করিবে। ১৬।

তদনন্তর দেবতার সম্মুখে মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া বিসর্জন করিবে। সকল প্রকার দেবতারই এইরূপ পূজাবিধি জানিবে। ১৭।

যদি কল্লোক্ত সম্যক্ পূজা করিতে অক্ষম হয় এবং সকল প্রকার উপচার দান করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ পাঁচ উপচার দান করিবে। ১৮

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য এই পাঁচ প্রকার উপচারের অভাবে পুষ্প এবং জল দিয়া পূজা করিবে এবং তাহারও অভাব হইলে কেবল ভক্তি দ্বারা পূজা করিবে। ৯৯

হে ভৈরব! সংক্ষেপ পূজা, বস্ত্রাদি এবং পুরশ্চরণ কার্যের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে দীপের কথা শুন। ১০০

দীপ দ্বারা লোক জয় হয়, এই দীপ তেজোময় এবং চতুর্বর্গপ্রদ, এই নিমিত্ত দীপ দ্বারা পূজা করা বিধেয়। ১০১

যে সর্বদা পুষ্প দীপ দ্বারা দেবতার পূজা করে, তাহা দ্বারাই সে স্বর্গগামী হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১০২

পুষ্প দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন, পুষ্পেই দেবতাদিগের স্থিতি এবং চরাচর সকল পুষ্পরস বলিয়া অভিহিত হয়। ১০৩

পুষ্পের অতি প্রশস্ততার বিষয় আর কত বলিব? সেই পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মা পুষ্পে বাস করেন এবং পুষ্প দ্বারাই প্রসন্ন হন। ১০৪

পুষ্প ত্রিবর্গের সাধন এবং তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রমোদদায়ক। ১০৫

পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা বাস করেন, পুষ্পের মধ্যে কেশব এবং অগ্রভাগে মহাদেব বাস করেন, পুষ্পের দলে সকল দেবতা অবস্থান করেন। ১০৬

এই হেতু মনুষ্য ভক্তি যুক্ত হইয়া পুষ্প দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করিবে। পুষ্পের নাম মাত্র উচ্চারণে সকল প্রকার বিভূতি লাভ হয়। ১০৭

প্রদীপ সাত প্রকার;-ঘৃত প্রদীপ, তিলতৈলযুক্ত প্রদীপ, সর্ষপ-তৈলযুক্ত প্রদীপ, নির্যাসজাত প্রদীপ, রাজিকাজাত প্রদীপ, দধিজাত প্রদীপ এবং অন্ন জাত প্রদীপ। ১০৮

পদ্মসূত্র ভব, দর্ভ, গর্ভসূত্র ভব, শণজা, বাদরী ফলকোষোদ্ভবা এই পাঁচ প্রকার বাতি দীপকার্যে ব্যবহৃত হয়। ১০৯

তৈজস, দারুময়, লৌহনির্মিত, মৃন্ময় এবং নারিকেলজাত এই কয় প্রকার দীপই প্রশস্ত। ১১০

হে ভৈরব! প্রদীপের আধার ও তৈজসাদির নির্মাণ করিবে, অথবা বৃক্ষের উপরে দীপ দান করিবে, কদাচ ভূমিতে দীপ দান করিবে না। ১১১

বসুমতী সকলই সহ্য করেন বটে কিন্তু দুইটি সহ্য করিতে পারেন না; অকার্য্যের নিমিত্ত পদাঘাত এবং প্রদীপের তাপ। ১১২

অতএব যাহাতে পৃথিবী তাপ না পান সেইরূপে, হে ভৈরব! মহাদেবী এবং অন্য দেবতাদিগকে দীপ দান করিবে। ১১৩

পৃথিবীকে তাপ দান করে, সে ব্যক্তি তাম্রতাপ নরক প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১১৪

শোভন বৃত্তাকার বর্তিযুক্ত, সুস্নেহ, অভগ্নপাত্রে স্থিত, সুদৃশ্য সূচ্ছ্রায় এইরূপ বৃক্ষকোষে যত্নপূর্বক দীপ দান করিবে। ১১৫

যে দীপের তাপ চতুরঙ্গুলি দূর হইতে পাওয়া যায়, তাহা দীপ নয়, তাহা পাপবহ্নি বলিয়া অভিহিত হয়। ১১৬।

নেত্রাদির আহ্লাদকর, শোভন অর্চির্যুক্ত, ভূমি তাপ বিবর্জিত সুশিখ, শব্দ শূন্য, নির্ধূম অতিহ্রস্ব এবং দক্ষিণাবর্ত বর্তিযুক্ত প্রদীপই শ্রীবৃদ্ধিকারক। ১১৭

দীপ যদি বৃক্ষে স্থিত হয় এবং পাত্র স্নেহদ্বারা পরিপূরিত থাকে, বর্ত্তী (সলিতা) যদি দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বলভাবে জ্বলে তাহা হইলে হে পুত্র। সেই দীপই সর্বোত্তম এবং সকলের তুষ্টি প্রদ। ১১৮

যদি ঐরূপ দীপ বৃক্ষে না থাকে তাহা হইলে উহা মধ্যম বলিয়া কীর্তিত হয়। ১১৯

যদি দীপপাত্র তৈলদ্বারা হীন হয়, তাহা হইলে উহা অধম বলিয়া গণিত হয়। ১২০

সাধক সূত্র বা বৃক্ষের ত্বক নির্মিত কিম্বা জীর্ণ অথবা শক্ত অথচ মলিন বস্ত্র সলিতা নির্মাণের নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। ১২১

শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্বদা নূতনের দ্বারাই সলিতা পাকাইবে, কোষজ বা রোমজ বস্ত্রও সলিতার নিমিত্ত গ্রহণ করিবে না। ১২২

ধৃত তৈলাদি মিশাইয়া দীপের স্নেহ করিবে না, যে ব্যক্তি ঘৃত তৈলাদি মিলাইয়া প্রদীপে স্নেহ দান করে, সে তামিস্র নরকে গমন করে। ১২৩

বসা, মজ্জা এবং অস্থি নির্যাস প্রভৃতি প্রাণীর অঙ্গ-সমুদ্ভব স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে না। ঐরূপ স্নেহ দ্বারা প্রদীপ জ্বালিলে নরকে গমন করে। ১২৪

জ্ঞানবান সাধক শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া অস্থি নির্মিত পাত্রে অথবা পচা দুর্গন্ধাদি যুক্ত পাত্রে প্রদীপ স্থাপন করিবে না। ১২৫

যত্নপূর্বক কখনও লক্ষণযুক্ত এবং দেবতার নিমিত্ত উপকল্পিত প্রদীপ নির্বাণ করিবে না। ১২৬

জ্ঞানপূর্বক অথবা লোভাদির বশীভূত হইয়া কখনও প্রদীপ হরণ করিবে না, কারণ দীপহরণকারী অন্ধ হয় এবং নির্বাপক কাণা হয়। ১২৭

দেবতার প্রসন্নার্থ অপর উপচার হইতে পৃথক দীপ দান করিবে। এই ত দীপের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে ধূপের বিষয় শ্রবণ কর। ১২৮-১২৯

নাসা এবং অক্ষিরন্ধ্রের সুখদ সুগন্ধ অতি মনোহর দহনশীল কাষ্ঠের অথবা অপর কোনরূপ পবিত্র চূর্ণ দ্রব্যের যে তাপশূন্য ধূপ উৎপন্ন হয়, তাহার নামই ধূপ, উহা দেবতাদিগের

তুষ্টিপ্রদ। ১৩০-৩১

তুষাগ্নির ন্যায় ঐ সকল দ্রব্য রাশীকৃত করিয়া প্রধূপিত করিবে না, কারণ ঐরূপ করিলে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৩২

শ্রীচন্দন, সরল, সাল, কৃষ্ণাগুরু, উদয়, সুরথ, স্কন্দী, রক্তবিদ্রুম, পীতশাল, পরিমল, বিমর্দী, কাশন, নমেরু, দেবদারু, বিল্বশাখা, দাড়িম, সন্তান, পারিজাত, হরিচন্দন, বল্লভ, এই সকল বৃক্ষের ধূপ সকলের প্রীতিপ্রদ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ১৩৩-৩৫

সূত্রের সহিত অরাল, শ্রীবাস, অমল, সর্বৌষধিরজঃ, জাতিবারাহ চূর্ণ, তাহার কণা জাতীকোষের চূর্ণ, গন্ধ এবং কস্তুরিকা ইহাদের চূর্ণ করিলেও ইহারা ধূপ বলিয়া কথিত হয়। ১৩৬-১৩৭

যক্ষধূপ, বৃক্ষধূপ, শ্রীপিষ্ঠ, নির্জর, পরিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলকণ্ঠ পরস্পর যুক্ত নির্যাস ধূপের এই কয়টি ভেদ কীর্তিত হইয়াছে। ১৩৮

ইহাদের অগ্নির ধুম দ্বারা দেবতা সকলকে ধূপিত করিবে, কারণ ইহাদিগের ধূমোদ্ভব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া প্রাণিগণ তৃপ্তি লাভ করে। ১৩৯

নির্য্যাস (আটারূপ), পরাগ (গুড়াদ্রব্য) কাষ্ঠ, গন্ধ এবং এই পাঁচ প্রকার ধূপের আকার, ইহার শুভদায়ক এবং প্রীতিকর। ১৪০

যক্ষধূপ এবং কাশন ইহা মাধবকে দান করিবে না এবং রক্তবিদ্রুম সুরথ বা কদ্রিল আমাকে দিবে না। ১৪১

যক্ষধূপ, পত্রিবাহ, পিণ্ডধূপ, সুগোলক, কৃষ্ণাগুরু এবং সুকর্পূর ইহারা মহামায়ার প্রিয়। ১৪২।

অথবা মহামায়া দেবীকে বৃক্ষধূপ দ্বারা পূজা করিবে। মেদ ও মজ্জাযুক্ত পরকীয়, পূর্ব আঘ্রাত, অপহরণ করিয়া আনীত অথবা যাচিত ধূপ কখনই দান করিবে না। ১৪৩

মনুষ্য দ্বারা পুষ্প, ধূপ, গন্ধ এবং উপচার যদি আঘ্রাত হয়, তাহা হইলে দেবতাকে দিবে না, ঐ আঘ্রাত বস্তু দান করিলে নরকে গমন করে। ১৪৪

মৃত্তিকার আসনে অথবা ঘটে রাখিয়া ধূপ দান করিবে না, যেরূপ হউক, কোন প্রকার আসনে রাখিয়া উহা দান করিবে। ১৪৫

রক্তবিদ্রুম, শাল, সুরথ, সুরল, সন্তানক, নমেরু, কালাগুরু এই কয় প্রকার বৃক্ষসংসক্ত জাতীকোষ জন্য ধূপ কামেশ্বরী দেবীর প্রিয়। ১৪৬

হে পুত্রদ্বয়। এই ধূপ ত্রিপুরা দেবীর মাতৃগণের এবং কান্তাদি পীঠদেবতা সকলের নিত্য প্রিয়। ১৪৭

হে পুত্রদ্বয়। এই ধূপের বিষয় তোমাদের নিকট বলিলাম, এক্ষণে যেরূপ মহাদেবী কামাখ্যা, ত্রিপুরা ও বৈষ্ণবীর অঞ্জনের সৃষ্টি হয়, সেই অঞ্জনের বিষয় শ্রবণ কর। ১৪৮

সৌবীর, যামুন, তুত্থ, ময়ূর শ্রীবক, দর্ব্বিকা এবং মেঘনীল এই ছয় প্রকার অঞ্জন প্রসিদ্ধ। ১৪৯

হে পুত্র। সৌবীর স্রবদদ্রুম, যামুন প্রস্তর, ময়ূরগ্রীবক রত্ন, মেঘনীল তৈজস ইহাদিগকে শিলাপট্টে অথবা তৈজসপাত্রে ঘসিয়া ঘসিয়া রস বাহির করিয়া সকল দেব ও দেবীকে দান করিবে। ১৫০-১৫১

তাম্রাদি পাত্রে ঘৃত ও তৈলাদি লিপ্ত করিয়া অগ্নিতে তাতাইলে যে অঞ্জন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম দর্বিকা। ১৫২

অপর সকল প্রকার অঞ্জনের অভাবে দেবীগণকে দাহাঞ্জন দান করিবে। জগদ্ধাত্রী, মহামায়া, কামাখ্যা এবং ত্রিপুরা ইহারা ছয় প্রকার অঞ্জন দ্বারাই সর্বদা তৃপ্তি লাভ করেন। ১৫৩

মহামায়ার নিমিত্ত বিধবা উত্তম অঞ্জন প্রস্তুত করিবে না। বৈষ্ণবীদেবী বিধবাকৃত অঞ্জন গ্রহণ করেন না। ১৫৪

সাধক মৃৎপাত্রে নেত্রাঞ্জনের যোগ করিবে না, কারণ মৃৎপাত্রনিহিত অঞ্জন দান করিলে পূজার ফল প্রাপ্ত হয় না। ১৫৫

ধূপ চতুর্বর্গপ্রদ এবং নেত্রের অঞ্জন কামনার ফলদান করে। এজন্য লোকে ভক্তিতে এই দুইটি দেবতাকে দান করিবে। এই তোমাদিগের নিকট ধূপ এবং নেত্রের অঞ্জনের বিষয় বলা হইল, এক্ষণে একাগ্রমনে নৈবেদ্যের বিষয় শ্রবণ কর। ১৫৬-১৫৭

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্ততিতম অধ্যায় — নৈবেদ্য

ভগবান বলিলেন;–প্রশস্ত এবং পবিত্র নিবেদনীয় বস্তুর নাম নৈবেদ্য। উহা ভক্ষ্য প্রভৃতি পাঁচ প্রকার। ১

ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও চোষ্য ঐ পাঁচ প্রকার নৈবেদ্যের মধ্যে যাহা দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি তোমরা দুজনে শ্রবণ কর। ২

ভক্ষ্যাদি পঞ্চবিং বস্তু প্রদত্ত হইলেই দেবী তুষ্ট হন। যথাবিধি দত্ত না হইলে উহা গ্রহণ করেন না। এই নিমিত্ত সকল বস্তুই নিবেদন করিবে। ৩।

নাগর, কপিত্থ দ্রাক্ষা, ক্রমুক, করক, বদর, কোল, কুষ্মাণ্ড, পনস, বকুল, মধূক, রসালাম্রতক, কেশর, আখোড় (আকরোট), পিণ্ডখর্জুর, করুণ, শ্রীফল, ডহু (ডাফল), ঔদুম্বর, পুন্নাগ, মাধব, কর্কটী ফল (কাঁকুড়), জাম্বব (জাম), বীজপুর, জম্বল, হরিতকী, আমলক, ছয়প্রকার নারঙ্গক (নারেঙ্গী), দেবক, মধুর, শীত, পটোল, ক্ষীরবৃক্ষজ (শশাআদি)। ৪-৭

পাটল, সালজ, বৃত্ত, অগ্নিজ, কদলীফল, তিন্দুক, কুসুম, পীত, কারবেল্ল, করূষজ, গর্ভাবর্ত্ত তাহার ফুল, ক্ষীরস্রাব, অনঙ্গজ, কুমুদ ও পঙ্কজের নানাবিধ ফল এবং সকল প্রকার বন্যফল দান করিয়া দেবীর পূজা করিবে। ৮-৯

শ্লেষ্মাতক, বিম্ব, শৈলক এবং বৈষ্ণব ফলজাতির মধ্যে এই কয়েকটি ফল ভিন্ন আর সকল ফলই দেবীর প্রিয়। ১০

হে ভৈরব! মাতুলুঙ্গ, নাগর, করমর্দ রসালক এইরূপ ফল কামাখ্যা দেবীকে দান করিবে। ত্রিপুরা এবং পীঠদেবীদিগকেও এই সকল ফল দান করিবে। ১১-১২

শৃঙ্গাটক, কশেরু (কেশূর), শালুক, মৃণাল, শৃঙ্গবের, কাঞ্চন, স্থূলকন্দ, কুমুন্দক এই সকল কন্দও দেবীকেও উৎসর্গ করিবে। ১৩

পরমান্ন, পিষ্টক যাবক, কৃশর, মোদক, পৃথুক (চিড়ে) এবং লাড়ু এই সকলও দেবীকে দান করিবে। ১৪

ঘৃত ও শর্করাযুক্ত শালিধান্যের উত্তম অন্ন এবং সকল প্রকার অন্ন মহাদেবীকে দান করিবে। ১৫

গো, মহিষ, অজা, আবিক এবং মৃগ ইহাদিগের ক্ষীরও দেবীকে দান করিবে। ১৬

সকল প্রকার মধু, গুড়ধানা (গুড়েমুড়কি), শর্করা, সর্ববিধ অন্ন, পান এবং মাংস ইহাও দেবীকে দান করিবে। ১৭

মধু আদি দ্রব্য সমুদয় গুড়ধানা এবং শর্করা প্রভৃতি অন্ন পান এবং ভক্ষ্য দেবীকে অপণ করিবে। ১৮

আমিক্ষা, পরমান্ন, শর্করার সহিত দধি ও ঘৃত এই সকল বস্তু মহাদেবীকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। ১৯

মিশ্রিত শর্করা, মধুসম্বলিত সুরা, ইহা দান করিলে বহুকাল দেবীলোকে বাস করিয়া পরে পৃথিবীতে রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২০

লাঙ্গল, ক্রমুক, রুচক, করমর্দক এই সকলের দান করিলে অতুল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে পূজিত হয়। ২১

মাষ, মুগ, মসূর, তিল এবং ভঙ্গা (ভাং) এবং যব প্রভৃতি সকল প্রকার শস্য এই সকল যোগ্যতা অনুসারে দান করিবে। ২২।

যেরকম ভক্ষ্য বা দ্রব্য হউক না কেন, উহা বেশবারাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ২৩

মহাদেব, মুনি, ব্রাহ্মণ বা ইহাদের সামান্য লোক সকল, ইহারা যে বস্তু ভোজন করেন তাহারা যেরূপে হয়, সেইরূপ করিবে এবং ভক্তিসহকারে মহা দেবীকেও সেই সেইরূপে নিবেদন করিবে। ২৪

সংস্কার্য্য বস্তুর যেমন সংস্কার করিতে হয়, সংস্কারক এবং সংস্কার যেরূপ হয়, সেই সকল বস্তু সেইরূপেই দান করিবে। ২৫

যাহা পূতিগন্ধসংযুক্ত, দগ্ধ এবং ভোজনের অযোগ্য তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইলেও দেবীকে দান করিবে না। ২৬

গন্ধসংযুক্ত কর্পূরাদি দ্বারা অধিবাসিত তাম্বুল জলজ চূর্ণদ্বারা সংস্কৃত করিয়া দেবতাকে দান করিবে। ২৭

যে সকল মৃগ ও পক্ষী বলিদানে ছেদন করিবে তাহাদের মাংস, মৎস্যমাংস দেবতাকে দান করিবে। ২৮,

গণ্ডার, বার্ধ্রীণস, ছাগ এবং মৎস্য ইহাদের মাংস এক এক করিয়া পাক করিলে যে ব্যঞ্জন হয় উহা গন্ধ্যাঢ্য, সুবাসিত এবং মনোহর হয়। ২৯

ঐরূপ মাংস একবার মহাদেবীকে দান করিলে সার্বভৌম রাজা হয়। ৩০

মূলক এবং হরিণ মাংস এক করিয়া লৌহপাত্রে সংস্কৃত করিয়া যে সুগন্ধি ব্যঞ্জন উৎপন্ন হয় তাহা দান করিলে দেবী-লোক প্রাপ্ত হয়। ৩১

খর্জুর, পিণ্ডখর্জুর, সঘৃত যবচুর্ণ এই সকল বস্তু বৈষ্ণবীকে নিবেদন করিয়া রাজসূয় ফললাভ হয়। ২২

কৃশরান্ন প্রদান করিলে অতুল সৌভাগ্যের লাভ হয় এবং নারিকেলের, জল দান করিলে অগ্নিস্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়। ৩৩

জামুর, লবলী, ধাত্রী এবং শ্রীফল দান করিলে অগ্নিস্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করে। ৩৪

দ্রাক্ষা, শর্করা এবং নাগরঙ্গ ইহা মহাদেবীকে নিবেদন করিলে লক্ষ্মীবান্ এবং রূপবান্ হয়। ৩৫

ধান এবং পৃথুক দেবীকে দান করিলে লক্ষ্মীযুক্ত হয়। ৩৬

ইক্ষুদণ্ড, মুদ্গমণ্ড এবং নবনীত নিবেদন করিয়া অতুল সৌভাগ্যের সহিত দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৩৭

নবনীতযুক্ত তিল দেবীকে দান করিয়া ইহলোকে সমস্ত অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তর মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৩৮

যে মনুষ্য রত্নতোয় সমাযুক্ত নারিকেল জল, ক্ষীর, ঘৃত মধুমিশ্রিত এবং শর্করা ও দধিযুক্ত পেয় বস্তু তৈজস পাত্রে রাখিয়া দেবীকে দান করে, ভক্তি প্রবণ চিত্তে তাহার পূণ্য ফল শ্রবণ কর। ৩৯-৪০

সেই মনুষ্য শতাধিক সহস্র কোটিকল্প দেবীর সম্মুখে বাস করিয়া পরে পৃথিবীতে সার্বভৌম রাজা হয়। ৪১

তাহার পর চারিপ্রকার কৈবল্যের মধ্যে যেরূপ কৈবল্য ইচ্ছা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। নীবার ও কলায় দধির সহিত একত্র কুট্টিত করিয়া যদি মহাদেবীকে দান করে, আপনার অভীপ্সিত প্রাপ্ত হয়। ৪২

মরীচ, পিপ্পলী, কোষ, জীবক, তন্তুভ ইহাদের সংস্কার করিয়া মহাদেবীর সমক্ষে নিবেদন করিবে। খণ্ডযুক্ত তিন্তিড়ী ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ

করিয়া দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৪৩-৪৪।

রাজমাষ, মসূর, পা, পোতিকা, কালশাক, কলায়, ব্রাহ্মীশাক, মূলক, বাস্তূক, কলম্বী, চটুক, হিলমোচিকা, চুক্র, বিদ্রুমপত্র এবং নপুর্ণবা, যে মনুষ্য এই সকল শাক ভক্তিসহকারে দেবীকে প্রদান করে, সে অতুল লক্ষ্মী লাভ করিয়া আমার লোকে পূজ্য হয়। ৪৫-৪৭

শ্রদ্ধা, পরীষ্টি, সংস্কার, ভক্তি, দ্রব্য, অভিমন্ত্রণ এবং অনুরাগ ইহাদিগের যেমন যেমন আধিক্য হইবে, সেইরূপ সেইরূপ ফলের আধিক্য হইবে এবং ইহাদের হীনতা হইলে ফলেরও হীনতা হইবে। ৪৮

মন্ত্র এবং কালবিরুদ্ধ এবং গুরুভারসমন্বিত নৈবেদ্য কখনই দেবতাকে অর্পণ করিবে না। রজত, সৌবর্ণ এবং তাম্রপাত্রে অথবা প্রস্তরের কিম্বা মদ্যপাত্রে আমার প্রিয়ার প্রিয় নৈবেদ্য দান করিবে। ৪৯-৫০

তৈজসপত্রের মধ্যে সৌবর্ণ অথবা তাম্রপাত্রে ভোজন অপাত্রের জন্য অর্পণ করিবে। ৫১

যজ্ঞ দারুময় পাত্র মধ্যম বলিয়া প্রসিদ্ধ এ সকল পাত্রের অলাভ হইলে আপনার হস্ত নির্মিত মৃন্ময় পাত্রের ব্যবহার করিবে। ৫২

হে পুত্রদ্বয়! বৈষ্ণবী কামাখ্যা ও ত্রিপুরার বিশেষ প্রিয় নৈবেদ্যের বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম। এক্ষণে তোমরা দুজনে প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের কথা শুন। ৫৩

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একসপ্ততিতম অধ্যায় — নমস্কার

ভগবান বলিলেন,– দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া স্বয়ং নম্রশিরা হইয়া দেবতাকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্ব দেখাইয়া মনে মনে উদারভাব অবলম্বন করিয়া একবার বা তিনবার যে দেবতার প্রীতিকর বেষ্টন করা হয়, তাহার নাম প্রদক্ষিণ। ইহা সকল দেবতার তুষ্টিপ্রদ। ১-২

হে ব্যক্তি দেবীর অষ্টোত্তর শত প্রদক্ষিণ করে, সে সকল প্রকার কামনা লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা কায়িক, বাচিক এবং মানসিক-নমস্কারের এই তিন প্রকার ভেদ করিয়াছেন। ৪

ইহারা প্রত্যেকে আবার উত্তম অধম এবং মধ্যম এই তিন প্রকার। জানুদ্বয় এবং মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়; তাহা উত্তম কায়িক নমস্কার। ৫

জানু দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল মস্তক দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহা মধ্যম কায়িক। ৬

জানু বা মস্তক এই উভয়ঙ্গ দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া কেবল দুটি হাত একত্র করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম অধম নমস্কার। নিজে গদ্য পদ্য রচনা করিয়া ভক্তিপূর্বক যে নমস্কার করা হয় তাহার নাম উত্তম বাচিক। ৭-৮

পৌরাণিক বা বৈদিক নমস্কার মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহার নাম মধ্যম বাচিক। ৯

ভাষাবাক্য দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, হে পুত্রদ্বয়। উহা বাচিক নমস্কারের মধ্যে অধম জানিবে। ১০।

ইষ্ট, মধ্য এবং অনিষ্টগত মন দ্বারা যে তিন প্রকার নমস্কার করা হয়, উহাদের নাম মানস নমস্কার এবং উহারাও যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং অধম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১১

তিন প্রকার নমস্কারের মধ্যে কায়িক নমস্কারই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কায়িক নমস্কার দ্বারাই দেবী সর্বদা তুষ্ট হন। ১২

এই নমস্কারই দণ্ডাদি প্রতিপত্তি দ্বারা যুক্ত হইয়া প্রণাম নামে অভিহিত হয়, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৩

নৈবেদ্য দ্বারা সকল সিদ্ধ হয়, নৈবেদ্য দ্বারা অমৃত লাভ হয়। ধর্ম, কাম, অর্থ এবং মোক্ষ, ইহারা সকলে নৈবেদ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৪

নৈবেদ্য সর্ব্বযজ্ঞময় এবং সকলের তুষ্টি প্রদ, ইহা জ্ঞান ও কামদায়ক, পবিত্র এবং সকল ভোগ্যস্বরূপ। ১৫।

যে মনুষ্য মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্যও দান করিতে ইচ্ছা করে, সে দীর্ঘায়ুঃ এবং সুখী হয়। ১৬

যে ব্যক্তি দেবী মহামায়াকে শক্তি অনুসারে নানাবিধ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিব, এইরূপ চিন্তায় আকুল হয়, সে সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হইয়া আমার লোকে পূজিত হয়। ১৭

যে ব্যক্তি দেবীকে মনে মনেও ভক্তিপূর্বক প্রদক্ষিণ করে, তাহার দক্ষিণ দিকে যমের গৃহে নরক দেখিতে হয় না। ১৮

দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ এবং সকল মহাত্মাগণ নমস্কার দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন। ১৯

মহামতি মনুষ্য নমস্কারদ্বারাই চতুর্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সর্বত্র সর্ব্ব সিদ্ধির নিমিত্ত নমস্কারই প্রশস্ত উপায়। ২০

নমস্কার দ্বারা লোক সকল বিজিত হয়, আয়ু বর্ধিত হয়, প্রজাগণ নমস্কার দ্বারা অচ্ছিন্ন দীর্ঘায়ুঃ লাভ করে। ২১

“মহাদেবীকে নমস্কার এবং প্রদক্ষিণ কর এবং বিপুল নৈবেদ্য দান কর” যে ব্যক্তি বারংবার এই বাক্য উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সমুদয় কাম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে আমার লোকে পূজ্য হয়। ২২-২৩

যে ভক্তিমান মনুষ্য মহাদেবীকে নৈবেদ্য দান করিবার নিমিত্ত বিধানও করে, সে দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ২৪

এই তোমাদের নিকট ষোড়শ উপচারের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে আর শুনিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর; আমি বলিব। ২৫

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় — কামাখ্যা-কবচ

ভগবান্ বলিলেন, হে বেতাল ও ভৈরব। এক্ষণে তোমাদের নিকট সাঙ্গ এবং সরহস্য কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য এবং কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

কোন কালে বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া আকাশপথে যাইতে যাইতে নীলগিরিস্থিত কামাখ্যা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। ২

সেই গিরিশ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াও বিষ্ণু অবজ্ঞাপূর্বক (সেখানে দর্শন না করিয়া) চল চল বলিয়া গরুড়কে যাইতে প্রেরণ করিলেন। ৩

তখন জগৎপ্রসবিনী মহামায়া কামাখ্যা দেবী গরুড়ের সহিত সেই বিষ্ণুকে আকাশপথেই স্তম্ভিত করিলেন। ৪

গরুড় যাইতে যাইতে মহামায়ার মায়ায় বিমোহিত হইয়া সহসা গমন ও প্রত্যাগমন কিছুই না করিতে সমর্থ হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ৫।

তখন গরুড়াসন নারায়ণ গরুড়কে গমনে অশক্ত দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া সেই পতঙ্গশ্রেষ্ঠ গরুড়কে নড়াইতে উদ্যত হইলেন। ৬

অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু দুই হস্তদ্বারা সেই পর্ব্বতকে জড়াইয়া ধরিয়া অল্পও নড়াইতে সক্ষম হইলেন না। ৭

এদিকে কামাখ্যা দেবী ক্রোধে অধীর হইয়া সেই পর্বত চালাইতে উদ্যত বিষ্ণুকে গরুড়ের সহিত সিদ্ধসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিলেন। ৮

গ্রাহের ন্যায় উগ্ররূপ সিদ্ধসূত্র দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া দেবী কামাখ্যা অবলীলাক্রমে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহাতে তিনি সাগরমধ্যে ভূতলে পতিত হইলেন। ৯

সেই সাগরতল-স্থিত বিষ্ণুকে পুনর্বার নিজের মায়া দ্বারা আবদ্ধ করিয়া সাগরতলেই তাহাকে আক্রমণ করিলেন। ১০

তিনি অতিশয় যত্ন করিয়া উত্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং উঠিবার নিমিত্তও বারংবার যত্ন করিতে লাগিলেন। ১১

তখন, কামাখ্যাদেবী তাহার নড়নচড়ন ও জ্ঞানোগমের নিরোধ করিলেন। ১২

তাহাতে সেই বিষ্ণু জ্ঞান ও চেষ্টাশূন্য হইয়া গরুড়ের সহিত সেই সমুদ্রতলে অনেকক্ষণ শীর্ণের মত অবস্থান করিলেন। ১৩

এমন সময় ব্রহ্মা তাহাকে খুজিতে খুঁজিতে সাগরে মনুষ্যের মত বিশীর্ণ ভাবে অবস্থিত দেখিলেন। ১৪

লোকপিতামহ ব্রহ্মা গরুড়ের সহিত তাহাকে সেই ভাবে অবস্থিত দেখিয়া দুই হাতে করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৫

লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজে দেবীর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাহাকে উঠাইতে সমর্থ হইলেন না, তাহাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ১৬

অনন্তর শক্র আদিদেবতা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু এই দুইজনকে খুজিতে খুঁজিতে অনেক কালের পর গভীর জলমধ্যে দেখিতে পাইলেন। ১৭

সেই শক্র আদি দেবগণ তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে উঠাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু অসমর্থ হইলেন। ১৮

তাহার পর সেই দেবগণ মায়া দ্বারা অতিশয় মোহিত হইয়া বিধাতা এবং বিষ্ণু যেখানে সেই ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে সেই ভাবে অবস্থান করিলেন। ১৯

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সকল দেবগণকে অন্বেষণ করিতে হিমালয়ের সান-প্রদেশে অবস্থিত মহাদেবের নিকট অবস্থিত হইয়া সেই ত্রিপুরারি দেবকে যথাবিধি স্তব এবং প্রণাম করিয়া দেবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ২০-২১

হে জগদ্ধাম জগৎকারণের কারণ মহাদেব। আমি শক্রাদিদেবগণকে অন্বেষণ করিতে আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। ২২

ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহরা ব্রহ্মসদনে বা স্বর্গে? যেমন অন্য সময় তাহারা সেই সেই স্থানে লক্ষিত হইতেন। ২৩

অতএব হে দেব! সংশয়চ্ছেদন করুন, দেবতা সকলে এক্ষণে কোথায় অবস্থিত এবং কেনই বা তাহারা সেইরূপ অবস্থিত? ২৪

হে প্রভো! আমি আপনার উপদেশ অনুসারে সেই সকল দেবতার অনুসরণ করিব। আপনার যদি দয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দেবতারা কোথায় বলিয়া দিন। ২৫

তাহার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমি দেবতাদিগের সেই সকল কার্যের উল্লেখ করিলাম, যে জন্য তাহারা মহামায়া কর্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। ২৬

জগন্ময়ী মহাদেবী মহামায়াকে বিষ্ণু অবজ্ঞা করিয়াছেন বলিয়া তাহার মায়াদ্বারা আবদ্ধ হইয়া সাগরে অবস্থান করিতেছেন। ২৭

সেই বিষ্ণুর অন্বেষণে তৎপর ব্রহ্মা আদি দেবগণ আবার মায়াবশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া তাহার নিকটে বাস করিতেছেন। ২৮

অতএব যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না লইয়া তাহাদিগের অন্বেষণ করিতে সেই স্থানে গমন কর তাহা হইলে তুমিও মায়ার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। ২৯

আর আসিতে সমর্থ হইবে না। অতএব যেখানে নারায়ণ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আমিও গমন করিব এবং ক্রমশ তাহাদিগকে মোচনও করিব। ৩০

এই কথা বলিয়া ভগবান মহাদেব বৃহস্পতির সহিত একত্র যেখানে সমুদয় দেবগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। ৩১

মহাদেব সেই স্থানে গমন করিয়া বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার সহিত শিষ্টালাপ করিয়া সকল দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা এইস্থানে অবস্থান করিতেছ। ৩২

তোমাদের নড়ন চড়নের শক্তি নাই, জড়ের মত জ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতেছ, এ সকল কেন হইয়াছে, এক্ষণে আমার নিকট বল। ৩৩

তখন কেশব মহাদেবের সেই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মাদির সম্মুখে আস্তে আস্তে মহাদেবকে বলিলেন। ৩৪

আমি গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া নীলগিরির শৃঙ্গের উপর দিয়া আকাশমার্গে গমন করিতেছিলাম, এমন সময় গরুড়ের গতিরোধ হওয়াতে আমি হস্ত দ্বারা মহাগিরি নীলকে ধারণ করিলাম। ৩৫

সেই স্থলে আমার অংশরূপা কামরূপিণী যোগনিদ্রা মহামায়া কামাখ্যা দেবী আমাকে ধরিয়া সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। ৩৬

হে অন্ধকসূদন! তাহার পর আমি বাহনের সহিত সমুদ্রের তলে পতিত হইয়া অনেককাল এই স্থানে বাস করিতেছি। ৩৭

হে মহেশ্বর! আমি কতদিন এই সাগরের জলে বাস করিতেছি, কিন্তু সেই মহামায়া অদ্যাপি আমাকে দয়া করিতেছেন না। ৩৮

আমার নিমিত্ত আগত ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ সহসা মহাদেবীর পাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। ৩৯

অতএব আপনি আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে শিবালয়ে লইয়া যাউন। আমরা হিংসত্বশূন্য হইয়া, সেই দেবীকে প্রসন্ন করাইব। ৪০

হরির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি করুণাযুক্ত হইলাম এবং প্রীতিপূর্বক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলিলাম। ৪১

অতএব তোমরা আমার মুখ হইতে কবচ শ্রবণ কর। এই কবচ পাঠ করিলে, পরমেশ্বরীর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হইবে। আমার সঙ্গে থাকায় বৃহস্পতি তোমাদের মত বদ্ধ হন নাই। ৪২-৪৩

এই কামাখ্যা-কবচের ঋষি বৃহস্পতি, কামেশ্বরী দেবতা এবং ছন্দ অনুষ্টুপ। এই কামাখ্যা-কবচের সকল সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। হে দেবগণ! তোমরা ইহা শ্রবণ কর। ৪৪-৪৫

কামেশ্বরীদেবী আমার মস্তক, কামাখ্যা চক্ষুদ্বয়, শারদা কর্ণদ্বয়, ত্রিপুরা বদন, মহামায়া কণ্ঠে এবং কামেশ্বরী হৃদয়ে রক্ষা করুন। ৪৬

কামাখ্যা আমার জঠরে, শারদা নাভিদেশে, ত্রিপুরা পার্শ্বদ্বয়ে এবং মহামায়া লিঙ্গে রক্ষা করুন। ৪৭

অপানদেশে কামেশ্বরী, ঊরুদ্বয়ে কামাখ্যা, জানুদ্বয়ে শারদা এবং জঙ্ঘাদ্বয়ে ত্রিপুরা রক্ষা করুন। ৪৮

কামদায়িনী মহামায়া নিত্যপাদযুগলে রক্ষা করুন এবং দীর্ঘিকা কোটী শ্বরী নাভিদেশে রক্ষা করুন। ৪৯

ভৈরবী আমার দন্তসমূহে এবং মাতঙ্গী স্কন্ধদ্বয়ে রক্ষা করুন। বাহুদ্বয়ে ললিতা এবং করতলে বনবাসিনী রক্ষা করুন। ৫০

বিন্ধ্যবাসিনী অঙ্গুলী-নিচয়ে, শ্রীকামা নখকোটিতে রক্ষা করুন এবং গুপ্তকামনা সমুদয় রোমকূপে রক্ষা করুন। ৫১

পাদাঙ্গুলী এবং পার্ষ্ণিভাগে আমাকে ভুবনেশ্বরী রক্ষা করুন। জিহ্বায় সেতু এবং কণ্ঠাভ্যন্তরে ক রক্ষা করুক। ৫২

ন বক্ষের অন্তরে এবং ট জঠরান্তরে রক্ষা করুক। অর্ধচন্দ্র বস্তিদেশে এবং বিন্দু উহার ভিতর রক্ষা করুক। ৫৩

ক আমার কেশে এবং সর্ব্বদা আমার অস্থিতে রক্ষা করুক। মকার সমুদয় নাড়ীতে এবং ইকার সমুদয় সন্ধিপ্রদেশে রক্ষা করুক। ৫৪

অর্ধচন্দ্র আমার স্নায়ুতে এবং বিন্দু মজ্জাতে রক্ষা করুক। ৫৫

পূর্বদিক্‌, অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্‌, নৈর্ঋতকোণ, পশ্চিমদিক্‌ বায়ুকোণ, উত্তর-দিক্‌ এবং ঈশানকোণে বৈষ্ণবী মন্ত্রান্তর্গত অকারাদি অষ্ট অক্ষর সর্বদা নিত্য বৃদ্ধির নিমিত্ত রক্ষা করুক এবং স্থিতি করুক। ৫৬

শারদা-মন্ত্রান্তর্গত নয়টী অক্ষর আমার ঊর্ধ্ব অধঃ এবং নেত্রদ্বয় সর্বদা রক্ষা করুক। ৫৭

নয়টী স্বর সর্বদা আমার নাসিকাদিতে রক্ষা করুক এবং ত্রিপুরার অক্ষয়ত্রয় আমাকে বাত, পিত্ত এবং কফ হইতে রক্ষা করুক। ৫৮

উহারা ভূত ও পিশাচগণ হইতে নিত্য আমাকে রক্ষা করুক। দিবাকর গুলফদেশে এবং রাক্ষসগণ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ৫৯

মহামায়া জগন্ময়ী কামেশ্বরী দেবীকে নমস্কার করি। এই কাম্যা দেবীই প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগৎ বিস্তার করিতেছেন। ৬০

যাহার হস্তে অক্ষমালা, অভয়, বর এবং সিদ্ধসূত্র, যিনি শ্বেতবর্ণ প্রেতের উপর অবস্থিত মণি-সুবর্ণ-শোভিত, কুঙ্কুমতুল্য ঈষৎ পীতবর্ণা, জ্ঞান ও ধ্যানে প্রতিষ্ঠিতা, বিনয়বতী আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মানামে প্রসিদ্ধ এবং অর্ধচন্দ্র বিন্দু অন্ত মন্ত্র যাঁহার অতিশয় প্রিয়, সেই রতিক্রীড়ায় বর্তমান কামাখ্যা দেবীকে নমস্কার করি। ৬১

যাহার মধ্যদেশে সর্বদা হারাবলী বিগলিত হইয়াছে, যিনি লোকের লীলা-স্বরূপ সকলগুণশালিনী, ব্যক্তরূপা বিনম্র, বিদ্যারূপা, বিদ্যাহেতু শান্ত মূর্তি, যমের দমনকারিণী, মঙ্গলকর্ত্রী এবং সুন্দরাননা, আর যাঁহার হস্তে পবিত্র প্রণব অবস্থিত, সেই কামেশ্বরী দেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৬২

হে হরে! এই কবচ শরীরে থাকিয়া যমভয় এবং দুর্দৈবের শান্তি করে, এই কবচ গ্রহণ করিয়া অমরগণের সহিত মুক্তি লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করে। ৬৩

যে পণ্ডিত কামাখ্যার এই কবচ একবারমাত্র পাঠ করে, সে অনন্তকালের নিমিত্ত মহাদেবীর শরীরে প্রবেশ করে। ৬৪

তাহার আধি বা ব্যাধি অথবা রাক্ষসগণ হইতে ভয় হয় না। অগ্নি, জল, রিপু এবং রাজা হইতে ভয় হয় না। ৬৫

সে দীর্ঘায়ুঃ, বহুভোগী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্ত হইয়া শতবার জন্মগ্রহণ করিয়া অন্তে দেবীর মন্দিরে আনন্দ উপভোগ করে। ৬৬

সংগ্রামে বা অন্যত্র যে কোনরূপেই বদ্ধ হউক, এই কবচের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হইবে। ৬৭

ঈশ্বর বলিলেন, তখন হরি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অপর দেবগণ এই কবচ শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ দেহে পৃথক পৃথক্ কবচ ধারণ করিলেন। ৬৮

তাহারা কবচ ধারণ করিবামাত্র মহামায়ার প্রভাবে সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেন। ৬৯

অনন্তর সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ পৃথিবীতল প্রাপ্ত হইয়াই পর্বতে কামাখ্যা দেবীকে দেখিতে গমন করিলেন। ৭০

সেই স্থানে কেশরিস্থিত জগন্ময়ী কামাখ্যা দেবীকে দেখিয়া এবং তাহার প্রভাব অবগত হইয়া এই কথা বলিলেন। ৭১

তুমি প্রকৃতি, তুমি পৃথিবী ও জল, তুমি জগতের মাতা এবং তুমি জগন্ময়ী। তুমি জগতের কর্ত্রী, তুমি বিদ্যা, তুমি মুক্তিদায়িনী, তুমি পরাপরস্বরূপা এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও লঘুরূপিণী। ৭২-৭৩

হে মহাদেবি! প্রসন্ন হও, হে চতুর্বর্গ প্রদায়িনি পাপরহিতে! তুমি প্রসন্ন হইলে সকল দেবগণ প্রসন্ন হন। ৭৪

মহাত্মা কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কামাখ্যাদেবী প্রত্যক্ষগোচর হইয়া হরিকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৭৫

হে কেশব! ব্রহ্মা এবং অপর দেবগণের সহিত আমার যোনিস্থিত সলিলে স্নান ও সেই জল পান কর। ৭৬

তাহাতে তুমি অহঙ্কারশূন্য হইয়া এবং বিশেষ বার্য্যলাভ করিয়া গরুড়ারোহণ পূর্বক ব্রহ্মার সহিত স্বর্গে গমন করিবে। ৭৭

মহাদেবী এই কথা বলিলে কেশব ব্রহ্মার সহিত যোনিমণ্ডলস্থিত জলে স্নান ও তাহা পান করিলেন। ৬৮

অনন্তর কেশব ও দেবগণ স্নান করিয়া দেবীর অনুমতিক্রমে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে গমন করিলেন। ৭৯

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবগণ গমন করিতে করিতে আকাশস্থিতা কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিলেন। ৮০

নীলকূট সহস্র যোনিদ্বারা সঙ্গত হইয়া উর্দ্ধ এবং অধোদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখিলেন। ৮১

তখন সেই দেবতাগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যেক পর্বতে উঠিয়া যোনিমণ্ডলের সলিলে স্নান ও তাহা পান করিয়া অতুল প্রীতিলাভ করিলেন। ৮২

তাহার পর নিরাপদে বিস্ময়ান্তঃকরণে কামাখ্যার যোনিমণ্ডলের স্তব করিতে করিতে গমন করিলেন। ৮৩।

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে স্তব করিয়া এবং আমাকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে স্বর্গে গমন করিলেন। ৮৪

হে ভৈরব! সেই কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য ঈদৃশ, এই তাঁহার কবচও কথিত হইল, এক্ষণে এই কবচ আপনার ইচ্ছানুসারে ধারণ করিয়া সুখী হও। ৮৫

কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্যের বিষয় তোমাকে আর অধিক কি বলিব, যাহার যোনিশিলার সম্পর্কে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ৮৬

একবার মাত্র এই কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে স্নান ও তাহার জল পান করিয়া মনুষ্য আর জন্মপ্রাপ্ত হয় না, একবারে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। ৮৭

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় — মাতৃকা-ন্যাস

ভগবান বলিলেন,–হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে মাতৃকান্যাসের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর- যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। ১

বাক ব্রহ্মাণী আদি দেবী মাতৃকা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। চন্দ্রবিন্দু যুক্ত সমুদয় স্বর ও ব্যঞ্জন তাহাদের মন্ত্র, ইহারা সর্ব্বকাম প্রদান করেন। ২-৩

মাতৃকাদিগের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা সরস্বতী। ৪

শরীরশুদ্ধি আদি সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সাধনকার্যে এবং মন্ত্র দিগের ন্যূনতাপূরণে ইহার প্রয়োগ। ৫

অকারের সহিত ককারাদি যে প্রথম বর্গ, তাহার অন্তর্গত অক্ষর সকলকে চন্দ্রবিন্দুর সহিত যুক্ত করিবে। ৬

তদনন্তর আকার উচ্চারণ করিয়া 'অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' এই বলিয়া প্রথম অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে মাতৃকা ন্যাস করিবে। ৭

অনন্তর অপর অপর বর্ণ স্বরের সহিত সম্যক্ প্রকারে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া ন্যাস-কার্যে নিযুক্ত করিবে। ৮

তর্জনীদ্বয়ে প্রথম হ্রস্ব ইকার, তাহার পর চবর্গ এবং অন্তে দীর্ঘ-ঈকার চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া তর্জনীভ্যাং স্বাহা বলিয়া পূর্বের মত ন্যাস করিবে। মধ্যমাদ্বয়ে হ্রস্ব উকার তবর্গ ও দীর্ঘ উকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারণ করিয়া 'মধ্যমাভ্যাং বষট' এই বলিয়া ন্যাস করিবে। ৯

অনামিকাযুগলে এ, টবর্গ এবং ঐকার যথাক্রমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত 'অনামিকাভ্যাং হুং ফট' বলিয়া ন্যাস করিবে। ১১

কনিষ্ঠাদ্বয়ে ওকার, পবর্গ এবং ঔকার ঐরূপ বিন্দুমুক্ত করিয়া উচ্চারণ করত ‘কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্’ এই বলিয়া কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত বিন্যাস করিবে। ১২

করতল ও তাহার পৃষ্ঠদ্বয়ে অং, য হইতে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ, অনন্তর অ উচ্চারণ করিয়া ‘অস্ত্রায় ফট” বলিয়া ন্যাস করিবে। ১৩

অন্যাসের শেষভাগে ‘বষট্’ এই শব্দের প্রয়োগ করিবে। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে অঙ্গষ্ঠাদিতে উক্ত ছয় ছয়টি অক্ষর দ্বারা ন্যাস করিবে। ১৪

এইরূপ পাদ, জানু, সকথি, গুহ্য, পার্শ্ব এবং বস্তিতে পূর্বোক্তক্রমে ন্যাস করিবে। ১৫

তাহার পর বাহুদ্বয়, করতলদ্বয়, কোটিদ্বয়, নাভি, জঠর ও স্তনদ্বয়ে পূর্বোক্ত রীতিতে ন্যাস করিবে। ১৬

বক্ত্র, চিবুক, গণ্ড, কর্ণদ্বয়, ললাট, অঙ্গ এবং কক্ষ এই সকল অঙ্গেও পূর্বের মত ন্যাস করিবে। ১৭

রোমকূপে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, অপানদেশে, জঙ্ঘাযুগলে, নখে, পাদ এবং করতলেও পূর্বের মত ন্যাস করিবে। ১৮

যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সকল প্রকার যজ্ঞকার্যে ও পূজায় এইরূপ মাতৃকাবর্গের ন্যাস করে, সে সুপূত এবং যোগ্য হয়। ১৯

ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কোন স্থানে মেলে না। ইহা সকল প্রকার কামদ, পবিত্র চতুর্বর্গপ্রদ ও শুভ। ২০

যে ব্যক্তি হৃদয়ে বাগদেবতার, ও মস্তকে সমুদয় অক্ষরের ধ্যান করিয়া ক্রমের সহিত মাতৃকা মন্ত্রসকল তিনবার উচ্চারণ করিয়া জল পান করে, সে বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং কবি হয়। পণ্ডিত মনুষ্য প্রথমে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বর সকলের উচ্চারণ করিবে। ২১-২২

তাহার পর ব্যঞ্জনগুলির পাঠ করিবে। অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণের ন্যাস করিয়া করতলে জল গ্রহণপূর্বক অক্ষরসমূহ পাঠ করিয়া ঐ জলে অভিমন্ত্রিত করত প্রথম পূরক মন্ত্র দ্বারা ঐ জল পান করিবে। ২৩-২৪

তাহার পর স্তম্ভক দ্বারা, তাহার পর রেচক দ্বারা পান করিবে। ২৫

এইরূপে একবার বা তিন বার পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা জল পান করিলে দৃঢ়াঙ্গ, পণ্ডিত এবং পুত্রপৌত্রযুক্ত হয়। ২৬

মাতৃকামন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ত্রিসন্ধ্যা পান করিলে কবিত্ব এবং সকল প্রকার কাম প্রাপ্ত হয়। ২৭

হে মহাভাগ। যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা মাতৃকা মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জল সর্ব্বদা পান করে, সে সকল প্রকার কাম, পুত্র, পৌত্র এবং সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ইহলোকে মহাকবি, বলবান ও সত্যবিক্রম হয়। ২৮-৩০

এইরূপে সর্বত্র দুর্লভ হইয়া অন্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। মাতৃকা মন্ত্রের সাধনা করিলে রাজা, রাজপুত্র বা রাজভার্য্যা বশীভূত হয়। ৩০

ন্যাসক্রমে যে বর্ণক্রম উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ অক্ষরক্রমে জলপান করিবে।৩১

দেবতা, ঋষি বা রাক্ষসদিগের যে সকল মন্ত্র, ঐ সকল মন্ত্রই মাতৃকামন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩২

ইহা সর্বমন্ত্রময়, সর্বদেবময় এবং এই মাতৃকামন্ত্র চতুর্বর্গপ্রদায়ক। ৩৩

হে পুত্রদ্বয় বেতাল ও ভৈরব! তোমাদের নিকট সেই অদ্ভুত মাতৃকা ন্যাসের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে মুদ্রাদিগের বিভাগ শ্রবণ কর। ৩৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় — অষ্টবিধ যোনিমুদ্রা ও মন্ত্ররহস্য

ভগবান বলিলেন,–পূর্বে মন্ত্রবিভাজনাবসরে যে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যোনিমুদ্রা আট প্রকার। উহার মধ্যে প্রথমা যোনিমুদ্রা কীর্তিতা হইয়াছে। ১।

দ্বিতীয়া কামাখ্যার প্রিয় খেচরা মুদ্রা, ইহা অতি গুহ্য এবং অদ্ভুত, ইহা দেখাইলে চণ্ডিকা দেবী তুষ্ট হন। ২

দক্ষিণ হস্তের অনামিকা বাম হস্তের তর্জনীর সহিত যুক্ত করিবে এবং বামহস্তের অনামিকাকে দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর সহিত যুক্ত করিবে, ঐ দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগ তর্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগদ্বারা বেষ্টিত করিবে। ৩-৪

মধ্যমাদ্বয় অনামিকার অগ্রে বিন্যস্ত করিবে, তাহাদেরও পরস্পরে অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয় অগ্রভাগের সহিত যুক্ত করিবে। ৫

তাহাদের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের বিন্যাস করিবে, এইরূপে খেচরীযোনিনামক যোনিমুদ্রা হয়, উহা কাম এবং অর্থপ্রদ। ৬

ইহার অধোদেশে যদি দুইটি কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর যোগ করা হয় তাহা হইলে গুহ্যযোনি নামে মুদ্রা, উহা কামেশ্বরীর অত্যন্ত তুষ্টি প্রদ। ৭

পূর্ব্ববৎ হস্ততলের কনিষ্ঠা এবং অনামিকাদ্বয় পরস্পর বেষ্টন করিয়া অধোভাগে নিয়োজিত করিয়া উদিকে দুইটি মধ্যমা স্থাপিত করিয়া পরস্পরের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম ত্রিশঙ্করী যোনি, উহা ত্রিপুরার তুষ্টিপ্রদ। ৮-১০

মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় পূর্ব্ববৎ অনামিকা এবং কনিষ্ঠাদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাদের সম্মুখে মূলপ্রদেশে অঙ্কুষ্ঠের ন্যাস করিলে যে মুদ্রা হয়, উহা শারদী-মুদ্রা, এই মুদ্রা শারদার

তুষ্টিপ্রদ। ১১

বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রসঙ্গে মূল যোনিমুদ্রা কথিত হইয়াছে। উভয় হস্তের তর্জনী অনামিকা, মধ্যমাদ্বয় ও কনিষ্ঠা ইহাদিগকে ক্রমে যুক্ত করিয়া কনিষ্ঠার মূল দেশে-অঙ্কুষ্ঠের অগ্রভাগ নিক্ষেপ করিলে মহযোনি মুদ্রা হয়। ১২-১৩

অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংবেষ্টন করিয়া এবং অবশিষ্ট হস্তাঙ্গুলি সকল অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া করতলদ্বয়ের মধ্যে শূন্য করিলে যে মুদ্রা হয়, তাহার নাম যোগিনী, ইহা যোগিনীদের প্রিয়করী। ১৪

এই কামেশ্বরী দেবীর প্রিয় আট প্রকার যোনিমুদ্রা কথিত হইল। ইহারা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে এবং অন্য সকল দেবতারও তুষ্টিপ্রদ। ১৫

যাত্রাকালে, যুদ্ধবিষয়ে বকাবকি বা তর্ককালে, ঝগড়ার সময় যে ব্যক্তি এই আট প্রকার যোনিমুদ্রার স্মরণ করে, তাহার নিত্য জয় লাভ হয়। ১৬

বিসর্জনে, পূজনে, চণ্ডিকার স্মরণাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্মে এবং চণ্ডিকা দেবীর পূজায় ইহারা যোনি নামে খ্যাত হয়। ১৭

বিসর্জন সময়ে এইরূপ ক্রমে মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। এক্ষণে বাম, দাক্ষিণ্য, রহস্যনামক মন্ত্র শুদ্ধির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮

মন্ত্র দ্বারা যে উত্তম শরীর নির্মাণ করা হয়, মন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা উহাকে মন্ত্রের রহস্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ১৯

কামাখ্যাদেবীর ষটকোণ যন্ত্রের দলান্তরে উর্দ্ধে তিন সন্ধিস্থলে তিনবার মূলমন্ত্র লিখিবে। ২০

অধঃস্থিত ত্রিসন্ধ্যাতে মদনের সহিত মিলিত ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহাদেবকে ভূর্জত্বচে তিনবার অঙ্কিত করিবে। ২১

তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া তাহার উপর সহস্র বার জপ করিবে। ২২

সাধকোত্তমেরা জপান্তে লিখিত মন্ত্র দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিয়া সর্বত্র জয়ী, দীর্ঘায়ু, সর্ববশকৃৎ ও ধনধান্যসমৃদ্ধিমান হইয়া মরণান্তে দেবীগৃহে গমন করেন। ২৩-২৫

ষটকোণাভ্যন্তরকৃত অষ্ট দলে বেষ্টিত যন্ত্র, যাবক গলাইয়া তাহার রসদ্বারা ভূর্জপত্রে লিখিয়া উত্তরাদিক্রমে বৈষ্ণবীমন্ত্রান্তর্গত অষ্টবর্ণ ও কামরাজক পূর্ববৎ মধ্যভাগে লিখিয়া ত্রিকোণের অগ্রে নেত্রবীজের তিনটি বর্ণ লিখিবে এবং বাম করস্থিত যন্ত্রকে এইরূপে তিন ভাগ করিয়া দক্ষিণহস্তে মালা লইয়া তিনহাজার বার জপ করিবে। ২৬-২৮

জপের অবসানে বৈষ্ণবীরূপ ধ্যান করত অতন্দ্রিতভাবে সহস্র প্রাণায়াম করিয়া সেই উত্তমরূপে লিখিত যন্ত্র গ্রীবাদেশে ধারণ করিবে তাহাতে সর্বত্র বিজয়ী হইবে। ২৯-৩০

যদি রাজপুত্র ঐরূপ কবচ ধারণ করে, তাহা হইলে রাজা হয়, অপরে ঐরূপ কবচ ধারণ করিলে, রাজার মন্ত্রী হয়, ব্রাহ্মণ ঐরূপ কবচ ধারণ করিলে বিদ্বান, কবি এবং বাগ্মী হয়। ৩১

ঐরূপ কবচধারীর রাক্ষস, পিশাচ, ভূত বা অন্য হইতে ভয় হয় না এবং কখনও পরাজয় হয় না। সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও অধিক বুদ্ধিশালী হয় এবং মৃত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩২-৩৩।

ভূর্জপত্রে শ্রীফলের আটা দিয়া অষ্ট-পত্র-যুক্ত একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটি ঘটকোণ লিখিবে তাহার তিন কোণে ত্রিপুরা মন্ত্রের বর্ণ এবং অধোভাগে নেত্রবীজ লিখিবে। তাহার পর সংযত-মানস হইয়া তিন দিনে অযুতবার জপ করিবে। ৩৪-৩৭

তাহার পর হৃষ্ট হইয়া তিন সহস্র প্রাণায়াম করিয়া পণ্ডিত সাধক নবমীর দিন সন্ধ্যাকালে উহা মস্তকে ধারণ করিবে। ৩৮

তাহা হইলে সে শতায়ুঃ, বুদ্ধিমান, উত্তম পণ্ডিত, বল, বীর্য, ধন ও ঐশ্বর্য্য মুক্ত অথবা রাজা হয় এবং সেই মেধাবী মহামায়া কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহা শারদাকেও প্রত্যক্ষ দর্শন করে। ৩৯-৪০

বিষগ্রাহ, ভুজঙ্গ বা অপর যে কেহ তাহার হিংসক, তাহারা তাহার শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হয়; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৪১

সংগ্রামে বা শাস্ত্রের তর্কে এই মন্ত্রের মত জয় লাভের উপায় ত্রিভুবনে আর নাই, এই নিমিত্ত সেই মন্ত্র ধারণ করিবে। ৪২

এই মন্ত্রধারী, মরণের পর দেবীগৃহে গমন করিয়া পরে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। শারদাখ্যা মহামায়া, কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং মহোৎসাহ ইহাদের মন্ত্রের যোগে উহা অষ্টদল একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে যুগপৎ লিখিবে। ৪-৪৪

অপর দুইটি মন্ত্রের অক্ষর দ্বারা দ্বারদেশে এবং কোষ্ঠে লিখিবে। তাহার শুক্ল কৌশেয় বস্ত্র বহ্নিশিখরে রস দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সেই বস্তুকে উত্তরীয়, করত জপ আরম্ভ করিবে। উপবাসী এবং শুদ্ধ হইয়া মাতৃকান্যাস করিবে। ৪৫-৪৬

তদনন্তর পাঁচদিনে পাঁচটি পঞ্চ সহস্রবার জপ করিবে। জপের অবসানে পাঁচদিনে পাঁচ হাজার প্রাণায়াম করিয়া তদন্তে কাত্যায়নী কবচ ন্যাস করিবে। ৪৭-৪৮

তদনন্তর মাতৃকা-মন্ত্র দ্বারা শ্বাসরোধপূর্বক কপিলার ক্ষীর তিনবার পান করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। ৪৯

এইরূপে শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক যে ব্যক্তি শরীরে এই মন্ত্র ধারণ করে, সে অষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করে। ৫০

যে ব্যক্তি নিত্য এই মন্ত্রে মন্ত্রিত বস্ত্রকে উত্তরীয় করে, হে মহাভাগদ্বয়! তাহার প্রভাবের বিষয় শ্রবণ কর। ৫১

তাহার দেহে কখন অস্ত্র প্রবেশ করে না। অগ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করে না এবং জল তাহার শরীরকে ক্লিন্ন করে না। ৫২

রাক্ষস, পিশাচ এবং যাহারা প্রাণীর হিংসক, তাহারা তাহাকে সম্মুখে দখিয়া ভয়ে পলায়ন করে। ৫৩

সেই সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র অবারিত হইয়া গমন করে। এবং দেবতা, রাজা ও স্ত্রীদিগকে বশীভূত করে। ৫৪

সে উৎসাহযুক্ত, মেধাবী, বাগ্মী, রাজতুল্য, চিরজীবী, মহাভাগ, ধন-ধান্য সমৃদ্ধিমান, কবি, প্রজ্ঞাশালী এবং শত্রুগণের অভেদ্য হয়। যে গৃহে সে বাস করে, সে গৃহে বজ্রপাত হয় না। ৫৫-৫৬

হে ভৈরব! সংগ্রামে দৃঢ়হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকলও তাহার শরীরের পীড়া করে না। কদাপি তাহার আধি ও ব্যাধি হয় না এবং সেই বুদ্ধিমান দেবীর পুত্রবৎ প্রিয় হইয়া মরণানন্তর মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৫৭-৫৮

যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামিকর্তৃক মন্ত্রিত মন্ত্র ধারণ করে, সেই বধূ, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, সুখ এবং দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। ৫৯

প্রত্যেকে এক একটি বৃদ্ধি করিয়া আমি ক্রমশঃ বিংশতি প্রকার মন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম। ৬০

যে ব্যক্তি ঐ সকল মন্ত্রের এক একটি করিয়া চিন্তা করত সর্বদা হৃদয়ে রক্ষা করে অথবা সকল মন্ত্রের স্বরূপ লিখিয়া গলায় ধারণ করে, সে ভূতলে দেবে তুল্য প্রভাবশালী হস্ত এবং তৎক্ষণাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬১-৬২

সে এই লোকত্রয়ের মধ্যে গুপ্ত বস্তু সকল দর্শন করিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত আটপ্রকার মন্ত্র বর্গের সহিত পূর্বোক্ত সহস্র প্রকার শুক্লবস্ত্রে লিখিয়া দেহে ধারণ করিলে সে সমুদয় লাভ করে। ৬৩-৬৪

যে ক্ষত্রিয়জাতীয় যুদ্ধ সময়ে ইষ্টধাম কবচ হৃদয়ে ধারণ করে এবং দেবীর আদিকৃত আটটি মন্ত্রাক্ষর বাহ্যাঙ্গবিশেষে ধারণ করে। ৬৫

গলায় বিষ্ণু, বক্ষঃস্থলে ব্রহ্মা, স্তনদ্বয়ে পুত্রদ্বয়যুক্ত মহেশ্বর, বাহু ও অঙ্গের সন্ধিতে মিহির ও বৈষ্ণবী এবং বাহুদ্বয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে লিখিয়া সর্ব্বগাত্রে শিবা বর্ম্মস্বরূপ চিন্তা করে, ললাটে তিলকের মধ্যে এই উত্তম অষ্টাক্ষর লেখে, তাহার পর অষ্টধামে হস্ত দিয়া বৈষ্ণবী তন্ত্রমন্ত্র আটবার জপ করিয়া বক্ষঃস্থলে গমন করে। ৬৬-৬৭

সে সংগ্রামে আমার তুল্য বীর হয়। শত্রুনিঃক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ তদ্দাহ তৃণবৎ প্রতিভাত হয়; সে অগ্নিমধ্যেও প্রবেশে সমর্থ হইয়া থাকে। ৬৮-৬৯

সিংহের সম্মুখ হইতে যেমন হরিণের পলায়ন করে, তেমনি তাহার সম্মুখ হইতে শত্রুগণ পলায়ন করে এবং সে নরশ্রেষ্ঠ বীর্যবান্ ও বলবান হয়। ৭০

হে ভৈরব! বৈষ্ণবীর মুখ্য মন্ত্রের মধ্যে কামাখ্যার এই রহস্য কথিত হইল, এক্ষণে ত্রিপুরাভৈরবীর মন্ত্রাদির বিষয় শ্রবণ কর। ৭১

ত্রিপুরার সকল মন্ত্র একত্র করিলে ত্রয়োদশাধিক বিংশতি সহস্র হয়। তাহার বাগভবাদি ত্রয়োদশ বীজই সর্বোৎকৃষ্ট। ৭২

ভৈরব; ত্রিপুরা বালার মন্ত্র শ্রবণ কর; ইহার বীজ বাগভব। এই ত্রিপুরা বালা। মধ্যা ত্রিপুরার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; যিনি ত্রিপুর ভৈরবী, তিনি শেষা এবং তেজস্বিনী। ৭৩-৮৬

মধ্যার পূজাপরিপাটী বলা হইয়াছে; এক্ষণে ত্রিপুরা বালা ও ত্রিপুর ভৈরবীর সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক পূজাক্রম শ্রবণ কর। ৮৭

কুলকুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মাকে ষট্চক্র ভেদ করাইয়া পরমাত্মার সহিত মিলাইবে। ৮৮

মধ্যাত্রিপুরার যাদৃশদ্বার মণ্ডলে কোণে যেরূপ লিখিতে হয়, ইহারও তাদৃশ দ্বার মণ্ডল করিয়া কোণে সেইরূপই লিখিবে। ৮৯

পূর্বে কামাখ্যাপূজন প্রসঙ্গে ত্রিপুরা-পীঠপূজা-প্রস্তাবে উত্তর তন্ত্রে কথিত পাপোৎসারণ, ভূমিশোধন, দহন, প্লাবন এবং পাত্র প্রতিপত্তি প্রভৃতি সমুদয় কার্যই ইহাতে করিবে। ৯০-৯২

মন্ত্রবর্ণ ও মাতৃকাবর্ণ স্বরব্যঞ্জনসমূহ দ্বারা নিজদেহে ন্যাস করিয়া তাহার রূপ চিন্তা করিবে। ৯৩

ত্রিপুর-ভৈরবী দেবী, রক্তবর্ণা, রক্তবস্ত্রপরিধানা চতুর্ভূজা; তাহার উর্ধ্ব দক্ষিণহস্তে মালা, অধো দক্ষিণহস্তে উত্তম পুস্তক। ৯৪

বামহস্তযুগলে বরাভয়, দীপ্তি সহস্র সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল; তিনি ত্রিনয়না, গজেন্দ্রগমনা। ৯৫

উত্তুঙ্গপীন-স্তনযুগল-শোভিতা, শ্বেতপ্রেতোপরি আসীনা, সহাস্যবদনা, সর্বালঙ্কারভূষিতা। ৯৬

তাহার মস্তক, বক্ষঃস্থল এবং কটিদেশ তিনছড়া মুণ্ডমালা দ্বারা তিনফের বেষ্টিত। ১৭

নয়নত্রয় মধুপানে ঘূর্ণিত, ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ; বরদায়িনী দেবী ত্রিপুর-ভৈরবীকে এইরূপ চিন্তা করিবে। ১৮

ভৈরব! ত্রিপুরা-বালার রূপ পূর্বে পীঠ যোগক্রমে পূজা প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে; তাহার কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। ৯৯

যিনি পুষ্পবাণ, পুষ্পধনু ও পাশ ধারণ করিয়া পঞ্চপ্রেতোপরি আসীনা, তিনিই ত্রিপুরা–বালা। ১০০

ঐঁ ত্রিপুরা দেবি! বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ, ইহা ত্রিপুরাগায়ত্রী। ১০১

আবাহনপূর্বক স্নানীয় ও অন্যান্য উপচার দ্বারা ত্রিপুরা বালার পূজা করিবে। ১০২

বেতাল-ভৈরব! ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজাক্রমাদিতে যে বিশেষ আছে, মন্ত্রবৃন্দ সহিত তৎসমস্ত শ্রবণ কর। ১০৩

ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে পরম গুরু, গুরু এবং ত্রিপুর ভৈরবীকে স্মরণ করিবে। ১০৪

চতুর্ভুজ, শুক্লবর্ণ, বরাভয়-পুস্তক-অক্ষমালাধারী, সুবর্ণময় উত্তমাসনে আসীন, সুবর্ণময় উত্তরীয় ও সুবর্ণকুণ্ডলযুগলে শোভিত নিজ গুরুকে ধ্যান করিবে। ১০৫-১০৬

অনন্তর, ত্রিপুর-ভৈরবীর ধ্যান করিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজাধিকারের জন্য শৌচ, আচমন, দন্তধাবন ও প্রাতঃস্নান করিবে। ১০৭-১০৮

সকল দেবী-মন্ত্রে এমন কি বৈদিক মন্ত্রেও ত্রিপুর-ভৈরবীর চিন্তা করিবে। ত্রিপুরাবীজ উচ্চারণ করিয়া তিনবার ডুব দিবে। ১০৯-১১০

সমস্ত দেব মন্ত্রে দেবনামের পর ভৈরব নাম দিবে, ভৈরব নাম শূন্য দেবনাম উচ্চারণ করিবে না। ১১১

"আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং" ইত্যাদি মন্ত্রান্তে ত্রিপুরা ভৈরবীর স্মরণ অন্তে "দ্রুপদাদিব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে। ১১২

"ইদং বিষ্ণুর্ভৈরব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক মৃদালম্ভন কর্তব্য। গায়ত্রী ও ত্রিপুরভৈরবীর নামোচ্চারণপূর্বক মার্জনা করিবে। ১১৩

মার্তণ্ডভৈরবখ্য সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। "উদুত্যং জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শেষে ভৈরব পদ উচ্চারণ করিবে। ১১৪

তর্পণে "ব্রহ্ম-ভৈরবস্তৃপ্যতাং" ইত্যাদি, আবাহনাদিতে "পিত ন্ ভৈরবান" তর্পণে "পিতর্ভৈরব! মাতর্ভৈরবি।" ইত্যাদি কীর্ত্তন করিবে। ১১৫

তর্পণেও স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রথমেই ত্রিপুরা পদ প্রয়োগ করিবে। জ্যোতি স্টোম অশ্বমেধাদি যজ্ঞে দেবতাকে ভৈরবরূপে ও দেবীকে ভৈরবীরূপে পূজা করিবে। ১১৬-১১৭

মদিরাপাত্র, রক্তবস্ত্র পরিধানা রমণী ও নরমুণ্ড দর্শন করিলে ভৈরবীকে চিন্তা করিবে। ১১৮

একত্র মনোহারিণী বহু যুবতী দর্শন করিলে ত্রিপুর-ভৈরবীর প্রীতির জন্য তাহাদিগের বন্দনাদি করিবে। ভৈরবীবোধে মনে মনে ভক্তিপূর্বক চিত্র করিবে। ১১৯-১২০

ত্রিপুরা-পূজক সাধক, বিবাহ করিবার সময় ভাবিবে–যাহাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি ইনি সামান্য নারী নহেন–ভৈরবী; প্রতিগ্রহীতা–আমিও ভৈরব। ত্রিপুরা-পূজক কন্যাদাতা বলিবে আমি ভৈরবের হস্তে ত্রিপুর-ভৈরবীকে সম্প্রদান করিতেছি। ১২১-১২২

ত্রিপুর-ভৈরবীর পূজোপকরণ পাত্রাদি ও আসনাদি কদাচ অন্য পূজায় লাগাইবে না। ১২৩

সাধকদ্বিজ, অন্য দ্বারা একবার মাত্র দেবীকে মদিরা দেখাইবে। শূদ্রজাতি সর্বদা উত্তম মদ্য স্বয়ং দিতে পারিবে। ১২৪

ত্রিপুর-ভৈরবীকে এইরূপ বামাচারেই পূজা করিবে। ত্রিপুরা বালাকে বামাচার ও দক্ষিণমার্গেও পূজা করিতে পারিবে। ১২৫

শ্মশান-ভৈরবী, উগ্রতারা, উচ্ছিষ্ট-ভৈরবী, চণ্ডী, ত্রিপুর-ভৈরবী-ইহাদিগকে বামভাবেই পূজা করিবে; দক্ষিণভাবে পূজা করিবে না। ১২৬-১২৭

সাধক-ঋষি, দেব, পিতৃ-লোক মনুষ্য এবং ভূতবর্গকে পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পূজা, ঋষি প্রভৃতির ঋণ মোচন, যথাবিধি স্নান, দান যজ্ঞ এবং সরহস্য দেবপূজাদি যাহা করে, তাহাই দাক্ষিণ্য বা দক্ষিণ মার্গ। ১২৮-১২৯

সাধক, পিতৃদেবাদি সর্ব্বত্রই দক্ষিণ (অনুকূল) এবং দেবীও দক্ষিণা থাকেন, এইজন্য ইহাকে দক্ষিণ বলা হয়। ১৩০।

আর যে দেবী পূজিত হইয়া দেবাদির পূর্বেই সমস্ত যজ্ঞভাগাদি স্বয়ং গ্রহণ করেন, তিনিই বামা। ১৩১

হে পুত্র! তদীয় পূজকও বাম। পঞ্চযজ্ঞ করুক আর নাই করুক, ইষ্ট পূজনে বামাচার করিবে। ১৩২

বামাদেবী, অন্যের পূজাভাগ স্বয়ং গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি বামভাবে পূজা করে, তাহার কদাচ পিতৃদেব ও মনুষ্যাদির ঋণ হইতে মুক্তি হয় না। ১৩৩

তবে, সে ব্যক্তি যদি ত্রিপুরাযোগ অভ্যাস করিয়া তাহাতে সুবিজ্ঞ হয়, তবেই মুক্তি লাভ করিবে। ১৩৪

কিন্তু হে ভৈরব! ত্রিপুরাভক্ত ঋণ শোধ না হওয়াতে পাপে বহুকালে মুক্তি পাইবে। ১৩৫

ইহকালে তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও কামকমনীয় সুন্দর দেহ হয়; সেই সাধক রাজ্য সমেত রাজাকে সম্পূর্ণরূপে বশবর্তী, মদবিহ্বলা মহিলাদিগকে মোহিত, সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভূত, প্রেত, পিশাচাদিকে নিজের আয়ত্ত করিয়া বায়ুবেগে অবারিতভাবে বিচরণ করে। ১৩৬-১৩৮

যে ব্যক্তি, ত্রিপুরাবালা, ত্রিপুরামধ্যা বা ত্রিপুর-ভৈরবীকে পরম ভক্তি সহকারে পূজা করে সে পঞ্চশর সদৃশ কৃতী হয়। ১৩৯

যে ব্যক্তি কামাখ্যা কামেশ্বরীকে বাম ও দক্ষিণ ভাবে যথেচ্ছ পূজা করিবে সে সর্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করিবে। ১৪০

মহামায়া শারদা এবং শৈলপুত্রীকে যেরূপেই হউক দক্ষিণ ভাবেই পূজা করিবে। ১৪১

যে ব্যক্তি, মহামায়াকে দক্ষিণভাব ব্যতীত অর্চনা করে, সেই পাপিষ্ঠ, রোগমুক্ত হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বলোক বহিষ্কৃত হয়। ১৪২

পূর্বে যে শিবদূতী প্রভৃতি অন্য দেবীগণের কথা বলিয়া গিয়াছে, সাধকগণ, তাঁহাদিগের পূজা বাম বা দক্ষিণ যে ভাবে ইচ্ছা তদ্বারাই করিতে পারিবে। ১৪৩

যে ব্যক্তি, বাম ভাবে পূজা করে, সে অন্য দেবতার আশা পূর্ণ করে না; কিন্তু যে দক্ষিণ ভাবের পূজক, সে সকলের আশা পূর্ণ করে; এই জন্য দক্ষিণই উত্তম। ১৪৪।

ভৈরব! অনন্তর ত্রিপুরভৈরবীর ন্যাস শ্রবণ কর; এই ন্যাস করিলে মনুষ্য দেবতার ন্যায় হয়। ১৪৫

এই ভৈরবী মন্ত্রের দক্ষিণামূর্তি ঋষি, পংক্তি ছন্দঃ, ত্রিপুর-ভৈরবী দেবতা; কাম অর্থ সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। ১৪৬

নাভিতে হকার, বস্তিদেশে সকার, লিঙ্গে রকার, অপানে ঐকার, আবার ঊরুযুগলে হকার, জানুযুগলে সকার, জঙ্ঘাদ্বয়ে রকার এবং পাদযুগলে ঐকার ন্যাস করিবে। ১৪৭-১৪৯

এইরূপ নাভি হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্যন্ত তিনবার ন্যাস করিবে। ১৫০

ত্রিপুরার দ্বিতীয় বীজের আদি অক্ষর হকার হৃদয়ে, দ্বিতীয় অক্ষর সকার বাম স্তনে, তৃতীয় অক্ষর ককার দক্ষিণ স্তনে, চতুর্থ অক্ষর লকার উদরে, পঞ্চম অক্ষর রকার পার্শ্বদ্বয়ে, ষষ্ঠ অক্ষর ঈকার নাভিতে ন্যাস করিবে। এইরূপ তিন বার। ১৫১-১৫২

ত্রিপুরার তৃতীয় বীজের আদ্য অক্ষর হকার, মস্তকে দ্বিতীয় অক্ষর সকার কেশান্তে, তৃতীয় অক্ষর রকার বদনে, চতুর্থ অক্ষর ঔকার হৃদয়ে ন্যাস করিবে; এইরূপ তিনবার। ১৫৩

ত্রিপুরার প্রথম বীজের প্রথম অক্ষর হকার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে, সকার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে, রকার দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাতে, ঐকার দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে, দ্বিতীয় বীজের আদ্য অক্ষর হকার দক্ষিণ কনিষ্ঠাতে, সকার বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে, ককার বাম হস্তের তর্জনীতে, লকার বাম হস্তের মধ্যমাতে, রকার বাম হস্তের অনামিকাতে, ঔকার বামহস্তের কনিষ্ঠাতে ন্যাস করিবে। এইরূপ তিনবার। ১৫৪-৫৫

তৃতীয় বীজের চারি অক্ষর, তন্মধ্যে দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে অনামিকা পর্যন্ত একেবারে দুই দুই অক্ষর করিয়া ন্যাস করিবে, কনিষ্ঠাযুগলে সকল বীজ বর্ণই ন্যাস করিবে। ১৫৮

ত্রিপুরাদেবীর প্রথম বীজ করতলযুগলে, দ্বিতীয় বীজ করপৃষ্ঠদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তৃতীয় বীজ ও ফট উচ্চারণ করিয়া তিনবার করতালি দিবে। ১৫৯

কর্ণদ্বয় (২) চিবুক (৩) গণ্ড (৪) মুখ (৫) চক্ষুদ্বয় (৭) নাসিকাপুট (৯) স্কন্ধযুগল (১১) কফোণীযুগল (১৩) উদর (১৪) লিঙ্গ (১৫) মস্তক (১৬) পাদ যুগল (১৮) পার্শ্বযুগল (২৫) হৃদয় (২১) স্তনযুগল (২৩) এবং কণ্ঠদেশে (২৪) ত্রিপুরা বীজত্রয়ের এক একটি করিয়া বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। তিনবীজে মোট চতুর্দশটি বর্ণ; আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বীজের বর্ণ যোগ করিলে চতুর্বিংশতি বর্ণ হয়। ১৬০-৬১

সদ্যো দেবত্ব সিদ্ধির জন্য 'ঐঁ রত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র লিঙ্গে, 'ওঁ ক্লীঁ প্রীত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র হৃদয়ে এবং মনোভবায়ে নমঃ আদিতে ত্রিপুরা বালার তৃতীয় বীজাক্ষর ভ্রূযুগলে ন্যাস করিবে। ১৬২-৬৩

"ওঁ ঈঁ ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে ত্রিপুরার আদি বীজের সহিত তৎপুরুষ মকরধ্বজকে মুখে, ত্রিপুরার আদিবীজের সহিত অঘোর কন্দর্পকে হৃদয়ে, বাং বামদেব মন্মথকে লিঙ্গে, সদ্যোজাত কামদেবকে পদযুগলে ন্যাস করিবে। ১৬৪-৬৬

পুত্র! 'সহরোং ওঁ ঈঁ ঈশানরূপায় মনোভবায় নমঃ' এই মন্ত্র ঊর্ধ্বে, 'সহরুং তৎপুরুষায় মকরধ্বজায় নমঃ' এই মন্ত্র মুখের পূর্বভাগে, 'সহরুং অঘোর কন্দর্পায় নমঃ' এই মন্ত্র দক্ষিণ ভাগে, 'সহরিং বাং বামদেবায় মন্মথায় নমঃ' এই মন্ত্র পশ্চিমভাগে ন্যাস করিবে। [১২] ১৬৭-৬৮

ত্রিপুরার স্বর-হীন প্রথম বীজমন্ত্র আঁ ঈঁ ইত্যাদি ঊঁ ঐঁ ওঁ যোগ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। দ্রবণ প্রভৃতি পঞ্চবাণ, মস্তক, পদযুগ, মুখ, লিঙ্গ এবং হৃদয়ে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ১৬৯

ঐ কারাদি বীজযোগে সুভগা ভগা প্রভৃতি অষ্ট শক্তি, ললাট, ভ্রূমধ্য, মুখ, কর্ণ, কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি এবং লিঙ্গ এই আট স্থানে বিন্যাস করিবে। ১৭০-৭৭

এই আট শক্তি রূপে ও ধ্যানে ত্রিপুর ভৈরব-সদৃশ। মস্তক (১) ললাট (২) ভ্রূযুগল (৩) কর্ণযুগল (৬) নেত্রযুগল (৮) গণ্ডদ্বয় (১০) নাসাপুট (১২) হৃদয় (১৩) এবং মুখ (১৪) এই চতুর্দশ স্থানে ত্রিপুর-ভৈরবীর বীজদ্বয়ের চতুর্দশ বর্ণ যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ১৭৮

চিবুক, ত্বক, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, পার্শ্বযুগল, স্তনদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, কফোণীদ্বয় প্রভৃতি সপ্তবিংশতি স্থানে ককারাদি রকারান্ত সপ্তবিংশতিবর্ণ ন্যাস করিবে। ১৭৯-৮০

মেখলা, কণ্ঠদেশ, বাহুভূষণ, হার, মাল্য, কুণ্ডল, কেশপাশ এবং চূড়ামণিতে লকারাদি ক্ষকারান্ত অষ্ট অক্ষর বিন্যাস করিবে। মিলিত তিনটী বীজাক্ষর, প্রতিলোম ক্রমে তিন তিনবার ন্যাস করিবে। ১৮১-১৮৩

অমৃতা যোগিনী এবং বিশ্বযোনি এই তিন দেবী ত্রিবীজাত্মক ত্রিপুরা-বালা মন্ত্রের এক একটী বীজযোগে মস্তক, বাহু এবং হৃদয়ে বিন্যাস করিবে। ১৮৪

মন্ত্রজ্ঞ সাধক, পূর্ব্ববৎ পূজা আরম্ভ করিবে। পীঠদেবী ব্যতীত পূর্ব্ববৎ দেবীপূজা করিবে। ১৮৫

সুভগাদি তদীয় অষ্টশক্তিকে মণ্ডলের পূর্ব্বাদি অষ্টদিগভাগে চিন্তা করিবে। ১৮৬

ত্রিকোণের অগ্রে অমৃতা প্রভৃতি ত্রিযোনির এবং মধ্যে অষ্টভূষণের পূজা করিবে। ১৮৭

হে ভৈরব! আমার ঈশানাদি পঞ্চবক্ত্রের পূজা করিবে। মনোভবা দিকেও তথায় পূজা করা উচিত। ১৮৮

পুত্র! এতদ্ভিন্ন যে পূজাক্রম পূর্বে কথিত হইয়াছে, ত্রিপুরাপূজাতেও তাহার অনুসরণ করিবে। ১৮৯

চণ্ড ভৈরবী ত্রিপুর-ভৈরবীর নির্মাল্যধারিণী দেবী, উত্তর দিকে নির্মাল্য ত্যাগ করিয়া ত্রিপুর-ভৈরবীর বিসর্জন করিবে। ১৯০

ত্রিপুর-ভৈরবীর তিন মূর্তির পূজা করিবে। ত্রিশ বারের কম তাহার জপ করিবে না। ১৯১

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা এবং অনামা–এই তিন অঙ্গুলিযোগে ত্রিপুর-ভৈরবীকে পুষ্পাদি উপচার প্রদান করিবে। মূল্যেও ত্রিগুণ করিয়া দিবে। ১৯২

সাধক, চর্মাসনে বসিয়া পশ্চাৎ ভাগে পদদ্বয় রাখিয়া অনন্যচিত্তে নির্জন স্থানে এই দেবীর পূজা করিবে। ১৯৩

বিজ্ঞ সাধক, পুষ্প নৈবেদ্যাদি বামহস্ত দ্বারা আসাদন করিবে। ১৯৪

ত্রিচ্ছিদ্রা ত্রিপুরা যদি সম্পূর্ণরূপে পূজিত না হন, তাহা হইলে পূজকের শরীরে অবশ্যই নিন্দিত ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ১৯৫

স্ত্রীপুত্র ভৃত্যাদি তাহার অংশীভূত হয় এবং শস্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। ১৯৬

ত্রিপুর-ভৈরবী ইহার অন্যরূপে পূজিতা হইলে এইরূপ ছিদ্রত্রয় প্রদান করেন। ১৯৭

বেতাল ভৈরব। এই ত্রিপুরা দেবী এবং পূর্বকথিত সমস্ত ভৈরবী, যোগ নিদ্রা জগজ্জননী মায়ারই রূপ ভেদ। ১৯৮

সেই মায়াই বহুরূপে ক্রীড়া করেন। মহামায়াই মূলরূপা; তাহা হইতে শারদা। ১৯৯

তৎপরে উমা, তাহা হইতে শৈলপুত্রী ইহারা সকলেই আমার প্রিয়া। উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাও আমার প্রিয়া। ২০০

ত্রিপুর-ভৈরবী প্রভৃতি ভৈরবীগণেরও আমিই মহাভৈরবরূপী নায়ক। ২০১

আমার ভৈরব মূর্তির মন্ত্র ও রূপ পূর্বে আমি বলিয়াছি, পূজনক্রম, ত্রিপুর ভৈরবীর ন্যায়ই জানিবে। ২০২

“মহাভৈরব বিদ্মহে, কেলিরুদ্রায় ধীমহি, তন্নঃ কামো ভৈরবঃ ক্লেদিন্নিত্যং প্রচোদয়াৎ” ভৈরবরূপী আমার এই গায়ত্রী। ২০৩-২০৪

এই আমার ভৈরব মূর্তি ইচ্ছামত মদ্য মাংস মৈথুনাদি সেবনে তৎপর। ২০৫

আমার এই মূর্তি বামভাগে মদ্যাদি দ্বারা পূজনীয়। ব্রহ্মারও মাংস মদ্যাদি ভোজননিরত একটি বাম দেহ আছে, তাহার নাম মহামোহ; মহামোহ হইতে চার্বাকাদি মতের উৎপত্তি। ২০৬-২০৭।

বিষ্ণুর বাম মূর্তি নরসিংহ; পণ্ডিতগণ বাম দক্ষিণ দুই ভাবেই এই মূর্তি পূজা করিতে পারে। ২০৮

জরায়ু-বেষ্টিত বাল-গোপাল মূর্তিও বিষ্ণুর বাম মূর্তি। এই বালগোপাল, মদ্যমাংসভোজী এবং সতত রমণীলোলুপ। চণ্ডিকা দেবীর অনেকগুলি বাম মূর্তি আছে। ২০৯

সেই মহালক্ষ্মী পূজিতা না হইলে গ্রাম, নগর ও গৃহদাহ করাইয়া দেন, এইজন্য দেহলীতে তাহার পূজা করিবে। ২১০-২১১

সরস্বতীর বামামূর্তি বাগভৈরবী; তাহার মন্ত্র পূর্বে কথিত হইয়াছে, তিনি শুক্লবর্ণা। ২১২

মধ্যাত্রিপুরার ধ্যান ত্রিপুর-ভৈরবীর রূপানুসারেই জানিবে। ভৈরব! তাহার পূজাক্রমও পূর্ববৎ জানিবে। ২১৩

সূর্যের বামমূর্তি মার্তণ্ড-ভৈরব; গণেশের বামমূর্ত্তি অগ্নিবেতাল। ইহাদিগের পূজা বামভাবেই কর্তব্য। ২১৪

আধ্যাত্রিপুরার ন্যায় মধ্যাত্রিপুরার মন্ত্রাদিও যথাযথ জানিবে। বাগভবাদি এই সকল মন্ত্র জপ করিলে, মনুষ্য সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করে। ২১৫-২২২

যে ব্যক্তি এই সকল মন্ত্র একবারও জপ করে এবং ত্রিপুর-ভৈরবীকে সম্পূর্ণ রূপে তিন দিন চিন্তা করে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং মদনোপম সুরূপ-সম্পন্ন হয়। ২২৩-২২৪

ক্ষত্রিয় এরূপ করিলে, ধার্মিক রাজা হয়, ব্রাহ্মণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়, পিশাচাদি তাহার শরীরের কোন বিঘ্ন করিতে পারে না। ২২৫

সে ব্যক্তি রোগশূন্য দীর্ঘজীবী এবং বলবান্ হয়। ত্রিপুর ভৈরবীর এইরূপ পূজাদি ক্রম কথিত হইল। ২২৬

মহাদেবী বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ভৈরব। একাগ্রচিত্রে তদীয় মন্ত্র শ্রবণ কর। মহাদেবীর মূর্তিভেদে অষ্টোত্তর সহস্র এবং চতুঃষষ্টি মন্ত্র কথিত হইয়াছে। ২২৭-২২৮

অনুস্বার ও বিসর্গযোগে এই সকল মন্ত্র দ্বিগুণ হইবে। দুই তিনটি কাদি ব্যঞ্জন যোগে উর্ধ্ব অধঃ ইত্যাদি বৈপরীত্যে সমস্ত-ব্যস্ত-সমন্বিত নানামন্ত্র হয়। ২২৯-২৩০

বিস্বর সস্বর সানুস্বার সবিসর্গ–ব্যস্ত সমস্ত ইত্যাদিরূপে মন্ত্রোদ্ধার করিবে। বৈষ্ণবীর যে সকল মন্ত্র বলিলাম, তাহা জানিলে মনুষ্য আমার সদনে গমন করে। ২৩১-২৩৪

যে ব্যক্তি অষ্টমী বা নবমী তিথিতে বৈষ্ণবীকে চিন্তা করত ষোড়শ সহস্র মন্ত্রবীজ জপ করিবে, সে নরপতি পণ্ডিত, দীর্ঘজীবী, সুখভোগী, ভৃত্যবাহনযুক্ত হইবে। ষোড়শ সহস্রের আটগুণ জপ করিলে, সার্বভৌম নরপতি হইবে। মরণান্তে গণাধ্যক্ষতা লাভপূর্বক মুক্তিলাভ করিবে। ২৩৫-২৩৭

এই মন্ত্র সকল গুণবিভূষিত সেই সাধকের সমস্ত কলুষরাশিনাশী এবং সম্পত্তি-কর হয়। যে ব্যক্তি, ত্রিপুর ভৈরবী ও বৈষ্ণবীর মন্ত্র অবগত আছেন, তিনি শত্রুজেতা এবং

রোগশোকশূন্য হন। ২৩৮

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় — ত্রিপুরার মন্ত্র রহস্য

ভগবান্ বলিলেন,–সাধক অভিলষিত কামপ্রাপ্তির নিমিত্ত বর্ণানুক্রমে তিন লক্ষ, ছয়লক্ষ, নবলক্ষ এবং দ্বাদশলক্ষ মন্ত্র জপদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। ১

জাতিপুষ্প, বকুল, মালতীপুষ্প, নন্দ্যাবর্ত, পাটল, সিতপদ্ম, আজ্য, অন্ন, পায়স, দধি, ক্ষীর, মধু, লাজ, শর্করা এই চতুর্দশ প্রকার দ্রব্য ত্রিপুরাদেবীর পুরশ্চরণ সম্ভার বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ২-৪

দ্বাদশ লক্ষবার জপ করিয়া এই সকল দ্রব্যদ্বারা উজ্জ্বল অগ্নিতে হোম করিবে। ৫

যে ব্যক্তি নক্ষত্র মন্ত্র জপ করিয়া পুরশ্চরণ করে, তাহার কর্পূরের সহিত আজ্যদ্বারা চতুঃশতবার হোম করা উচিত। নবলক্ষ জপ করিলে দশপ্রকার দ্রব্যদ্বারা পুনশ্চরণ করিবে। ৬

ষট্‌লক্ষ জপ করিলে অষ্ট প্রকার দ্রব্য দ্বারা হবন করিবে, সর্বত্র সকলেই এইরূপ করিবে। বালা এবং মধ্যা ত্রিপুরার কুণ্ড তিন অঙ্গুলাধিক একহস্ত পরিমিত এবং ষটকোণবিশিষ্ট হইবে। ৭

ত্রিপুর-ভৈরবীর কুণ্ডের পরিমাণ হস্তদ্বয় এবং চতুষ্কোণ বৈষ্ণবীর কুণ্ড ইহা অপেক্ষা আট অঙ্গুল অধিক। ৮

হে পুত্র! কামাখ্যাদেবীর কুণ্ড জ্যোতিষ্টোমাদির মত জানিবে। ৯

অনল প্রজ্বলিত হইলে প্রথমে ত্রিপুর ভৈরবীর উদ্দেশে চতুর্দশ দ্রব্য দ্বারা চতুর্দশ আহুতি দান করিবে। ১০

তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা তিনশত আট বার হোম করিবে, এক একশত জপের অন্তে ছয়বার বা দ্বাদশবার জপ হোম করিবে। ১১

জপের অন্তে বলিদান করিবে, ঐ বলিদানের প্রকার বৈষ্ণবীর বলিদানের মত; রত্ন, কর্পূর এবং সুবর্ণভিন্ন বস্তু গুরুদক্ষিণা দিবে। ১২

অন্য বস্তু না মিলিলে দধি, পুষ্প এবং লাজদ্বারা দেবীর পুরশ্চরণ করিবে। এবং লাভ হইলে চতুর্দশ দ্রব্যদ্বারা বিধিপূর্বক হবন করিবে। ১৩

হে বেতাল ও ভৈরব! এক্ষণে ত্রিপুরার মন্ত্র এবং রহস্যের বিষয় শ্রবণ কর। কারণ মন্ত্রদ্বারা মনুষ্য অভিলষিত বস্তু লাভ করে। ১৪

ষটকোণ মণ্ডল করিয়া ঊর্দ্ধে তিনটি কোণ লিখিবে, তাহার অধোভাগে ত্রিপুরা দেবীর মন্ত্রান্তর্গত বর্ণত্রয় লিখিবে। ১৫

মধ্যার বীজত্রয় পীঠযন্ত্রে লিখিয়া আদ্যা ত্রিপুরার তিনটী বীজ লিখিবে। ১৬

সকল প্রকার মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অধোভাগ তিনবার বেষ্টন করিবে। অনন্তর ঐ কবচ লাক্ষারস দ্বারা লিখিয়া লৌহদ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবে। ১৭

ঐ কবচ মস্তকে ধারণ করিলে সর্বত্র বিজয়ী, রূপবান, গুণবান, বাগ্মী, সর্ব্বদা ধন ও রত্নযুক্ত, দীর্ঘায়ুঃ, কামভোগী এবং সুপ্রজ হয়। ১৮

মধ্যার বীজ লিখিয়া একটি মস্তকে, আর একটি তাহার নীচে ধারণ করিবে। আদ্যা ত্রিপুরা এবং ভৈরবী ত্রিপুরারও এইরূপ জানিবে। ১৯

হে বেতাল ও ভৈরব! এই ছয় প্রকার মন্ত্র পূর্বের মত লিখিয়া এবং ত্রিলৌহ দ্বারা সংবেষ্টন করিবে। ২০

বাম বা দক্ষিণ বাহুতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, করতলে এবং মস্তকে ধারণ করিলে ক্রমশঃ সম্পৎ, সৌভাগ্য, সংস্তম্ভ, বশীকরণ, মোহন এবং কবিত্ব এই সকল ফল লাভ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ২১-২২।

হে ভৈরব! ত্রিপুরার যন্ত্রমন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র সমূহদ্বারা ত্রিগুণ করিলে ছয় হাজার পাঁচ হয়। ২৩

পূজক ইহা বিজ্ঞাত হইলে পরকালে বা ইহকালে অবসন্ন হয় না। ২৪

হে বেতাল ও ভৈরব! ত্রিপুরার কবচ গ্রহণ কর, যাহা জ্ঞাত হইলে মন্ত্রবিৎ পূজার সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়। ২৫-২৬

পূর্বোক্ত পূজায় যে সকল উপচার উক্ত হইয়াছে এবং নিত্যপূজায় যে সকল প্রতিপত্তির বিষয় বলা হইয়াছে, এ স্থলে সেই সকল সেইরূপ জানিবে। ২৭

কবচের মাহাত্ম্য আমি, ব্রহ্মা, কেশব এবং সহস্রজিহ্ব অনন্তও কখন বলিতে সক্ষম নহেন। ২৮

রাক্ষসের ভয়, অগ্নিভয় এবং জলবিপ্লব উপস্থিত হইলে এই কবচ স্মরণ করিয়া সকল প্রকার কল্যাণ লাভ হয়। ২৯

এই ত্রিপুরা কবচের দক্ষিণ ঋষি, চিত্রা, ছন্দ, দেবতা, ত্রিপুরভৈরবী এবং ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের সাধনে বিনিয়োগ। ৩০

আদ্য ত্রিপুরার বাগভবাদি বীজগণের প্রত্যেকের নাম করিয়া আমি পূর্বে কীর্ত্তন করিয়াছি। ৩১

ত্রিপুর-ভৈরবীরও বীজসকলের নাম কীর্তন করিয়াছি,যথা–বাগভব, কামবীজ, ত্রৈলোক্যমোহন। ৩২

পঞ্চকৃত্য দ্বারা গদিত মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্র আমার উগ্রতেজ বর্ধিত করুক। ৩৩

সেই তেজোময় রূপে নিত্য নিমগ্ন মন্ত্রকে নমস্কার। আমার প্রশস্ত সুবুদ্ধির বিস্তার করুক। ৩৪

বাগভব আধারে রক্ষা করুক, কামরাজ হৃদয়ে রক্ষা করুক, জ্বর মধ্যে এবং মস্তকে ত্রৈলোক্যমোহন রক্ষা করুক। ৩৫

সকল কুলকলাজ্ঞা সকল লোকের মাতা ত্রিপুর-ভৈরবী নামে যে কামিনী আছেন, সেই গণপতিবনিতা আমার নাভিপদ্মে এবং কুক্ষিতে রোগহানি ও সুখ বিতরণ করুক। ৩৬

যিনি যোগদ্বারা সমস্ত জগতকে যেন মোহিত করিয়া ত্রিপুরভৈরবভাবিনী রূপে সর্ব্বদা জাগ্রত, সেই পঞ্চতারকরূপিণী ত্রিপুরা আমার নাসা, অক্ষি, কর্ণ এবং রসনাদ্বয়ে রক্ষা করুন। ৩৭

আদ্য ত্রিপুরা কামদায়িনী, মধ্যা ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরভৈরবী এই তিন মূর্তি আমাকে নিত্য রক্ষা করুন। ৩৮

বালা ত্রিপুরা পূর্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন, মধ্যা ত্রিপুরা দক্ষিণ দিকে আমার মঙ্গল বিধান এবং সুন্দরী ত্রিপুরভৈরবী পশ্চিম দিক ও বায়ুকোণের মধ্যে আমাকে নিত্য রক্ষা করুন। ৩৯

মহামায়া মহাযোনি এবং সর্ব্বদা বিশ্বযোনি সেই ত্রিপুরাসুন্দরী ভৈরবী নিত্য আমাকে রক্ষা করুন। ৪০

ললাটে সুভগা দেবী, পূর্বদিকে কামদায়িনী ত্রিপুরা সুন্দরী নিত্য রক্ষা করত অবস্থান করুন। ৪১

জ্বর মধ্যে এবং অগ্নিকোণে ত্রিপুরাভগমাতা ত্রিপুরা ভগগণের বর্ধন করত আমাকে রক্ষা করুন। ৪২

মুখে এবং দক্ষিণদিকে ভগসর্পিণী ত্রিপুরা যমদূত প্রভৃতি বারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। ৪৩।

কর্ণ এবং পশ্চিমদিকে অযোনিজা জগদযোনি বালা ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৪

কণ্ঠে এবং পশ্চিমদিকে মহেশ্বরী, অনঙ্গকুসুমা, সুন্দরী, ত্রিপুরভৈরবী মাতা নিত্য রক্ষা করুন। ৪৫

হৃদয় এবং বায়ুকোণে অনঙ্গ মেখলাদেবী রক্ষা করুন এবং নাভি ও উত্তর দিকে মাতঙ্গী-ত্রিপুরা আমাকে রক্ষা করুন। ৪৬

ঈশানকোণে এবং লিঙ্গে মদবিভ্রমমন্থরা বাগ্বাদিনী ত্রিপুরভৈরবী আমাকে রক্ষা করুন। ৪৭

অপানদেশ এবং মেঢ্রের অন্তরে ত্রিপুর-ভৈরবী রতি রক্ষা করুন এবং হৃদয়ের অন্তরে প্রীতিনাম্নী ত্রিপুর-ভৈরবী রক্ষা করুন। ৪৮

ভ্রূ এবং নাসার মধ্যভাগে মনোভবা নিত্য রক্ষা করুন। দ্রাবণ নামে বাণ দুর্গের মস্তকে শত্রু হইতে আমাকে রক্ষা করুক এবং অভয়-প্রদ ক্ষোভণ নামে বাণ ক্রব্যাদগণ হইতে আমাকে রক্ষা করুক। ৪৯-৫০

বশীকরণনামক বাণী আমাকে অগ্নি হইতে এবং রাজগণ হইতে রক্ষা করুক এবং আকর্ষণনামক বাণ শস্ত্রাঘাত হইতে আমাকে রক্ষা করুক। ৫১

মোহননামক বাণী নিত্য উত্তম অভিলাষ প্রদান করত আমাকে সকল প্রকার ভূত, পিশাচ ও যম হইতে রক্ষা করুক। ৫২

মালা আমাকে জ্ঞান বিধানে এবং শাস্ত্রবাদে সর্ব্বদা রক্ষা করুক এবং পুস্তক মনের সঙ্কল্প বৃদ্ধি করত আমাকে রক্ষা করুক। ৫৩

বর সর্বদা ধাম ও তেজ বর্ধন করত আমার গৃহে রক্ষা করুক। এবং ভূতিভাবন অভয়ও আমাকে অভয় প্রদান করিয়া রক্ষা করুক। ৫৪

হ নিত্য আমার হৃদয়ে, স শীর্ষদেশে, র গুহ্যদেশে এবং সৌঃ কণ্ঠে ও পার্শ্ব দেশে রক্ষা করুক। ৫৫

রকার আমার সকল প্রকার নাড়ীতে, এবং সৌ: আমার মস্তকে রক্ষা করুক। আকাশে ইন্দ্র রক্ষা করুন এবং ব্রহ্মা সর্ব্বত্র রক্ষা করুন। ৫৬

বিদ্যা ও অবিদ্যার ভাবিনী, কামরূপা, আদিমায়া এবং মায়াবশে স্থূল ও সূক্ষ্মাকারে অনুভূয়মানা ব্রহ্ম ও ইন্দ্রাদি দেবগণকর্তৃক অর্চিতা এবং ভূতিদাত্রী ভৈরবী সর্বত্র আমায় রক্ষা করুন ৫৭-৫৮

তুমি ব্রহ্মাণী, তুমি ভবানী, তুমি বিশ্বভাবনের লক্ষ্মী, রতি, যোগিনী, তুমি বাগ্মী, সুভগা তোমার মন্ত্র সংক্ষেপত ধরিলেও দুই অযুত। ৫৯

ঐ সকল মন্ত্রের বর্ণ তোমার শরীরে অবিচলিত হইয়া রহিয়াছে, তুমি কামিনী এবং কামদা। হে দেবি ত্রিপুরে! তুমি আমার নির্মল কবিত্ব এবং উচ্চ সৌভাগ্য বর্ধন কর। ৬০

দেবীর এই কবচ যে জ্ঞাত হয়, সেই মন্ত্রবিৎ, তাহার কখনই আধি ব্যাধি বা ভয় হয় না। ৬১

এই অতিশয় গুহ্য কামাখ্যাকবচ তোমার নিকট কীর্তন করিলাম; হে মহাভাগ! তুমি ইহার সেবা কর, তাহা হইলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ৬২

ইহা পরম পবিত্র, পুণ্য এবং কীর্তির বর্ধন। ত্রিমূর্তি ত্রিপুরার এই কবচ আমি তোমাকে বলিলাম। ৬৩

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই কবচ পাঠ করে, সে মনোগত ফল প্রাপ্ত হয়। ৬৪

যে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি লিখিত কবচ কণ্ঠে গ্রহণ করে, হে ভৈরব! যুদ্ধে শক্র সকল তাহার শরীর ছেদ করে না। সংগ্রামে বা শাস্ত্রীয় তর্কে তাহার জয় হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি ত্রিপুরার পূজা করে, সে শস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়। ৬৬-৭৬

হে পুত্র ভৈরব! এই তোমায় সংক্ষেপে সকল কথা বলিলাম, তুমি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজেই ইহার বিস্তার করিবে। ৭৭

সেই মহামায়ার আরাধনা দ্বারা গণের আধিপত্য লাভ করিয়া কল্পমন্ত্রসমূহ এবং তন্ত্রের স্বয়ং বিস্তারক হইবে। এই ত্রিপুর-ভৈরবী দেবীর যে সকল শুক্লরূপ, তাহা সারস্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ, মন্ত্রও ঐরূপ জানিবে। ৭৮-৮০

যে সরস্বতী দেবী বীণাপুস্তকধারিণী, শুক্ল কমণ্ডলুহস্তা,দক্ষিণে শুক্লবর্ণধারিণী, মহাচলপৃষ্ঠস্থা, শ্বেতবর্ণপদ্মোপরিস্থিতা, শুক্লবস্ত্রা, শুক্লবর্ণা, শুক্লাভরণভূষিতা। ৮১-৮২

তাহার দ্বিতীয় নেত্রবীজ-সংযোগে বাগভবাদি দ্বারা মন্ত্র পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৮৩

বরদা, অভয়হস্তা মালাপুস্তকধারিণী, শুক্লপদ্মাসনগতা, বাকরূপা সরস্বতী। ৮৪

দ্বিরুক্ত সার্ধচন্দ্র বালা-বীজাদ্যক্ষর ইহার সামান্য মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৮৫

বৃদ্ধা সরস্বতী রক্তবর্ণা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। তাহার মন্ত্র পূর্বে বলা হইয়াছে। ৮৬

হে ভৈরব! ইহার মন্ত্রযন্ত্র ত্রয়োদশে নিরূপিত হইয়াছে। ইহারা সকলে কবিত্ব শাস্ত্রৌঘ এবং তত্ত্ববাদের বিনিশ্চায়ক, আর সুখসম্পদকর বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। শুক্লরক্তাদিভেদে এবং ব্যস্ত সমস্তরূপে ইহাদের মূর্তি চৌষট্টিপ্রকার, সকলই ত্রিপুরার অন্তর্গত। ৮৭-৮৮

মহামায়া যোগনিদ্রা, জগৎপ্রসবিনী, মূলপ্রকৃতি, জগতের মাতা, জগতের ধাত্রী এবং বিদ্যা-অবিদ্যাত্মিকা। ত্রিপুরাদি দেবী সমূদয় তাহারই অংশ, ইহা হইতে তাহারা সকলে উৎপন্ন হইয়াছেন। ৮৯-৯০

হে পুত্র! এই তোমার নিকট মহাদেবীর বামদাক্ষিণ্য মনোহর রহস্যের কথা বলিলাম, এক্ষণে মন্ত্রসিদ্ধির কথা শ্রবণ কর। ৯১-৯২

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় — বেতাল-ভৈরবের সিদ্ধিলাভ

ভগবান্ বলিলেন,–মন্ত্র শুদ্ধি দেখিয়াই উত্তম মন্ত্র গ্রহণ করিবে। অক্ষর ভেদে মন্ত্র চারি প্রকার–সিদ্ধ, সুসিদ্ধ, সাধ্য এবং শাত্রব। ১-২

আমি পূর্বে যে বর্ণক্রম বলিয়াছি, হে ভৈরব! প্রথমে উহা বিদিত হইয়া পরে আমার চক্র শ্রবণ কর। ৩

পূর্বে মুখাদি বর্ণের বৈষ্ণবী তন্ত্রসংজ্ঞক। ৪

যে মহামন্ত্র বলিয়াছি উহাতে যে সকল অক্ষর মূলীভূত, সেই সকল অক্ষর এবং তদ্ভিন্ন অন্য অক্ষরও বর্ধিত করিবে। ৫

অকার, ককার, চকার, টকার, তকার, পকার এবং যকার ইহারা বর্গের আদ্য অক্ষর বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে। ৬

আ, ঈ, ঊ, ঋ, ঌ এবং এ, ঐ, ও, ঔ, :, ং ইহারা দীর্ঘ বলিয়া খ্যাত হয়। ইহাদের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ দুইরূপ। ৭

অনন্ত এবং বয় এই সকলেরই স্বরূপ আমি পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। খ, গ, ঘ, এবং ঙ ইহার ব্যঞ্জনাদির মধ্যে ককারাদি বর্গ; ছ, জ, ঝ, ঞ ইহারা পর অর্থাৎ চকারাদি বর্গ, ঠ, ড, ঢক্কা শব্দের আদ্যক্ষর অর্থাৎ ঢ এবং ণ ইহারা টকারাদি তৃতীয় বর্গ। ৮

থ, দ, ধর্ম শব্দের আদি-ধ এবং নর শব্দের আদি-ন ইহারা চতুর্থ বর্গ। ৯

ফল শব্দের আদি ফ, বর্ণ শব্দের আদি ব, ভ এবং মন্ত্র শব্দের আদি ম। ইহারা পঞ্চম বর্গ। ১০

যকার, রকার, লকার এবং বকার এই চারি অক্ষরেই ষষ্ঠবর্গ। ১১

শ, ষ, স, হ এবং সংযোগ পরিবেদক ক্ষকার এই পাঁচটি অক্ষরে শেষ অর্থাৎ সপ্তমবর্গ কীর্তিত হইয়াছে। ১২-১৩

হে ভৈরব! মন্ত্রাদিতে বর্ণ সকল সংযোগ, অযোগ, লোম, প্রতিলোম এবং বাঙমাত্র হইয়া থাকে। বর্ণ সকল চতুর্ব্বর্গপ্রদ, সুখ ও দুঃখকর। ১৪

রোগ, তেজঃ, সম্পূজ্য এবং পূজক বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বেদমাতা গায়ত্রী এবং অপর ব্রহ্মবর্ণ ইহারা পরব্রহ্ম সুখদায়ক। ১৫-১৬

অপর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরব্রহ্ম সুখলাভ করে। ১৭

ঈশ্বর জগত্রয়ের সিসৃক্ষু হইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে বর্ণ সকলের সৃজন করিয়া আমার এবং ব্রহ্মার বক্ত্রে উহাদিগকে স্থাপিত করেন। ১৮

হে পুত্র ভৈরব! আমি জ্ঞানমার্গের বর্ধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া ঐ সকল বর্ণের বিন্যাস করিয়া অনেক শাস্ত্রের রচনা করিয়াছি। ১৯

আমি বর্ণের নিশ্চয়ের নিমিত্ত সেই সকল বর্ণের গণনা করিলাম। এক্ষণে মন্ত্রশুদ্ধির বিবেকের নিমিত্ত বর্ণচক্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ২০

প্রথমে শক্তি এবং শম্ভু স্বরূপ রেখাদ্বয়ের বিন্যাস করিবে। তার মধ্য দিয়া পূর্বে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীতলরূপ দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে। ঐ দুই রেখার মধ্যে সমানভাবে আর দুইটি রেখার বিন্যাস করিবে। ২১-২২

হে ভৈরব! ঐ চক্রের অরদেশে সংখ্যানুসারে রেখার অঙ্কন করিবে এবং অর মধ্যে চারিটি রেখার বিন্যাস করিবে। ২৩

এইরূপে ভেদ প্রাপ্ত অরদিগের আটটি সন্ধি কীর্তিত হইয়াছে এবং সন্ধিমধ্যে চারিটী নেমি অবস্থিত। ১৪

উত্তর মুখ হইয়া অষ্ট অরযুক্ত চক্রের বিন্যাস করিবে এবং পূর্বমুখ হইয়া চতুর্নেমিযুক্ত চক্রের অঙ্কন করিবে। বর্ণচক্র এইরূপে অঙ্কিত করিয়া বাহিরে একটি বেষ্টন দ্বারা ঘেরিবে। ২৫

এই চক্র দ্বারা মেষাদি রাশির উদয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এবং ইহা শ্রীবৃদ্ধির কারক। ২৬

উত্তরমুখ বা পূর্বমুখে উপবিষ্ট, বিশুদ্ধ সমভূমিতে এইরূপ চক্র অঙ্কিত করিয়া ইষ্টগুরুকে প্রণাম করত বর্ণের বিন্যাস করিবে। ২৭

প্রদক্ষিণ করত উত্তর দিক হইতে ক্রমশঃ বর্ণের বিন্যাস করিবে। প্রথমে বকার বা ককার লিখিবে না। ২৮

হে সুরেশ্বরি! ঋকার এবং দীর্ঘ ঈকারেরও বর্জন। ঝ, ট, ঙ, ঞ, ণ বর্জিত অকারাদি ক্ষকারান্তবর্ণসমূহ প্রদক্ষিণক্রমে লিখিয়া আপনার নামের আদ্যক্ষর গ্রহণ করিবে। যে পর্যন্ত মন্ত্রের আদ্যক্ষর প্রাপ্ত না হয়, ক্রমশঃ গণনা করিবে এবং উহাতে সিদ্ধাদিরও যোগ করিবে। ২৯-৩০

আপনার নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর নবম, প্রথম বা পঞ্চম হইলে সিদ্ধ হয়, ষষ্ঠ, যুগ্ম বা দশম হইলে সাধ্য এবং তৃতীয়, সপ্ত বা একাদশ হইলে সুসিদ্ধ হয়। ৩১

দ্বাদশ, অষ্টম বা চতুর্থ হইলে শাত্রব বলিয়া গণ্য হয়। সিদ্ধ হইতে অচিরেই সিদ্ধি লাভ হয়, সাধ্য বহুকালে সিদ্ধিদায়ক। ৩২

শত্রু কামের বিনাশকারী এবং সুসিদ্ধও অচিরকালে সিদ্ধি প্রদান করে। ৩৩

মন্ত্রের দাক্ষিণ্য বিষয়ে এইরূপ বর্ণ ক্রম উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বাম্যারাধন মন্ত্রের ক্রম বলা যাইতেছে। ঋ হ্রস্ব-দীর্ঘ এই প্রকার ইকার, ঙ, ঞ, ণ, ন এবং ব, র, ষ বর্ণমন্ত্রবিৎ এই সকল বর্ণকে বর্ণচক্রে ক্রমশঃ লিখিবে। ৩৪-৩৫

নৃসিংহ, অর্ক, বরাহ, প্রাসাদ এবং প্রণব এই সকলের যে একাক্ষর বা দ্ব্যক্ষর বীজ আছে, তাহাতে সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে না। ৩৬

হে ভৈরব! দীক্ষার্থ সমুদয় বজেই সিদ্ধাদির চিন্তা করিবে, এবং যে মন্ত্রকে আবশ্যক বিবেচনা করিবে তাহাকেই গ্রহণ করিবে। সাধ্য এবং সিদ্ধির বিনিশ্চয়ে যাহা সুসিদ্ধ এবং কামপ্রদ হইবে, তাঁহারই গ্রহণ করিবে। ৩৭

পণ্ডিতেরা শাত্রব মন্ত্রের গ্রহণ করিবেন না, উহা গ্রহণ করিলে বিপৎ প্রাপ্ত হয়। যে বর্ণ যাঁহার একদেশ, উহা তন্নামক মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ৩৮

উহাও অর্ধচন্দ্র ও বিদ্যোগ করিলে বীজ বলিয়া বিখ্যাত হয়। যেমন শক্রের মন্ত্র শকার, উহা অর্ধচন্দ্র এবং বিন্দুযুক্ত হইলে বীজ বলিয়া কথিত হয়, এইরূপ অন্যত্র জানিবে। ৩৯

সকল প্রকার মন্ত্রের উদ্ধারে পরে পরে অর্থাৎ অনুলোম ক্রমে গণনা করিতে হইবে। ৪০

কোন কোন মন্ত্রে পূর্ব হইতে পরে অর্থাৎ বিলোমক্রমেই গণনা হইয়া থাকে, বিশেষ উক্তি না থাকিলে পূর্বপক্ষই আশ্রয়ণীয়। ৪১

যেহেতু বৈষ্ণবীর ষোড়শ সহস্র চক্র দৃষ্ট হয়, এইজন্য চক্রকে ষোড়শ অরযুক্ত করিবে। ৪২

ত্রিপুরার মন্ত্র বিংশতি সহস্র, এই জন্য পণ্ডিতগণ ত্রিপুরার নিমিত্ত দ্বাবিংশতি অরযুক্ত চক্র করিবে। ৪৩

ষোড়শ অরাদি চক্রই প্রধান চক্র, পণ্ডিত মন্ত্রশুদ্ধিবিষয়ে আরও অধিক রেখাদ্বারা চক্র নির্মাণ করিতে পারেন। ৪৪

হে পুত্র! তোমাকে এই অভীষ্টপদ মন্ত্রশুদ্ধির বিষয় বলিলাম। যে ইহা সম্যকরূপে জানে, সে জয়ী হইয়া সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ করে। ৪৫

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! ইহার প্রয়োগাদির প্রকার অতিরহস্য; আমি তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৬

পক্ষ বিড়ালের দন্ত উহার ত্বকদ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বৈষ্ণবীর নির্মাল্যের সহিত উহাতে দ্বাদশসূত্র রজ্জুনির্মিত গুণত্রয় বৈষ্ণবী মন্ত্রদ্বারা সম্মন্ত্রিত করিয়া পরিবেষ্টন করিবে। ৪৭

পরে উহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া অষ্টমীতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রথম হইতে বৈষ্ণবীর শত মন্ত্র জপ করিবে। ৪৮

অনন্তর সেই উত্তম যন্ত্র পণ্ডিতগণ দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবেন। ঐ যন্ত্র ধারণ করিয়া কর্তা যদি তিন্তিড়ী ভোজন না করে, তাহা হইলে দ্বাদশ সিদ্ধি লাভ হয়; সংগ্রাম এবং বিবাদে জয় লাভ হয়, শরীর আরোগী হয়, রাজা এবং রাজপুত্র গণ বশীভূত হন; ভূত, প্রেত এবং পিশাচের দর্শন হয় না। ৪৯-৫০

সমদ যোষিদবৃন্দ বশীভূত হয়, ছিদ্র সকল নষ্ট হয়। রুধির, শ্লেষ্মা ধাতু এবং তেজের স্তম্ভন হয় এবং চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয়। ৫১

পক্ষ বিড়ালের মস্তকে হস্ত রাখিয়া বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্র তিনশত বার জপ করিয়া ঐ বিড়ালকে গৃহে স্থাপন করিবে। ৫২

হে ভৈরব! যে কুলাঙ্গনা ঐ বিড়ালকে দেখিবে, সে কদাপি পুত্রহীন হইবে না। ৫৩

সেইরূপ পক্ষ বিড়াল যে স্ত্রীর গৃহে অবস্থিত হয়, সে মৃতাপত্যা (মড়াঞ্চে) হইলেও তাঁহার গৃহে জীবৎ পুত্র হয়। ৫৪

কোকিলই হউক, ভৃঙ্গরাজই হউক, চকোরই হউক অথবা শুকই হউক, বৈষ্ণবীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রধারা অভিমন্ত্রিত হইয়া যে গৃহে অবস্থান করে, তাঁহার প্রভাবে সে মন্দিরে কখন বিষ হয় না। ৫৫-৫৬

সে গৃহে সর্প প্রবেশ করে না, আর যদি কোনরূপে প্রবেশ করে, তবুও মনুষ্যকে দংশন করে না এবং সে গৃহে বন্ধ্যানারীও জন্মগ্রহণ করে না। ৫৭

পঞ্চমূর্তি চণ্ডিকাদেবীর পাঁচটি নির্মাল্য তাহাদিগের বলির মাংসের সহিত একত্র একটি স্থালীতে তিনদিন পাক করিয়া অষ্টমীতে সেই দেবীদিগের মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা উহার অভ্যুক্ষণ করিয়া পুনর্বার দেবীকে উহা নিবেদন করিয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া যে মনুষ্য ভোজন করিবে, সে দীর্ঘায়ু, রোগহীন, তেজস্বী, শত্রুদমনকারী, কবি এবং বাগ্মী হয়। ৫৮-৬০

বৈষ্ণবীতন্ত্রমন্ত্রের যে আটটি অক্ষর আছে, উহাদিগকে ললাটে, মস্তকে,কণ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, হস্ততলদ্বয়ে এবং হৃদয়ে কুঙ্কুমরস অথবা লাক্ষার সহিত ঘন চন্দন দ্বারা লিখিয়া মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত মনুষ্য সংযত হইয়া অষ্টমীতে অথবা নবমীতে উক্ত প্রত্যেক স্থানে করন্যাস করিয়া মন্ত্রের আবর্তনপূর্বক আট আটবার জপ করিবে। তদনন্তর শিবার পূজন করিবে। ৬১-৬৪।

অনন্তর সেই দিনেই দেবীকে তিন জাতীয় তিনটি বলি প্রদান করিয়া সহস্র বার মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিবে। ৬৫

জপের অবসানে ঘৃত ভোজন করিয়া সংযত হইয়া রাত্রি যাপন করিবে। ৬৬

হে পুত্র! এইরূপ একবার করিলে যুদ্ধে অথবা শাস্ত্রবাদে কখন তাঁহার পরাজয় হয় না। ৬৭।

ক্ষত্রিয় রণকালে একবার এই বিধির অনুষ্ঠান করিয়া সকল যুদ্ধেই সর্বদা বিজয় লাভের নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষর উক্ত স্থানে লিখিবে। ৬৮

ইহা যুদ্ধের অপর একটি অষ্টাঙ্গস্বরূপ অতি গুহ্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। এই গুহ্য অনুষ্ঠান দ্বারাই তুমি বিজয় লাভ করিবে। ৬৯

তোমাদের নিকট সকল প্রকারে গুহ্য হইতে গুহ্যতম সুখসম্পৎকর মন্ত্র যন্ত্র ও তন্ত্রের সহিত কীর্ত্তন করিলাম। ৭০

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! যে অমৃত তুল্য মন্ত্র শ্রবণ করিবার নিমিত্ত দেবগণও সর্বদা অভিলাষ করেন, আমি তোমাদিগের নিকট তাঁহার কীর্ত্তন করিলাম। ৭১

হে পুত্র বেতাল ও ভৈরব! যে মনুষ্য এই সকল স্বরূপতঃ জ্ঞাত হয়, সে নিত্য সমুদয় অভিলাষ প্রাপ্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করে। ৭২

যে মনুষ্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কথ্যমান ইহাকে একবার মাত্র শ্রবণ করে, তাঁহার কোন রূপ বিঘ্ন হয় না এবং সে অপুত্রও হয় না। ৭৩

সে মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ, বলযুক্ত, নিত্য প্রমুদিত এবং কৃতী হয় এবং ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবীলোক প্রাপ্ত হয়। ৭৪

তুমি নীলাচলনামক সেই পাঠস্থান কামরূপে গমন কর। ঐ স্থানে কুব্জিকা পীঠনামক কামাখ্যা দেবীর গুহ্য নিলয় আছে। ৭৫

যে স্থানে আকাশগঙ্গা আপনার জলদ্বারা ঐ স্থানকে অভিষিক্ত করিতেছেন, হে পুত্রদ্বয়; সেই স্থানে জগন্ময়ী মহামায়া দেবীর আরাধনা কর। সেই দেবী অচিরে প্রসন্না হইয়া তোমাদিগকে বর প্রদান করিবেন। ৭৬

ঔর্ব বলিলেন,–বৃষবাহন মহাদেব নিজ পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৭৭

অনন্তর সেই তপস্বী বেতাল ও ভৈরব নাটকশৈল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট গমন করিল। ৭৮

তখন সন্ধ্যাচল গত সেই মহামুনি বসিষ্ঠ মহাদেবের পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে উপস্থিত দেখিয়া শিষ্যের মত তাহাদিগকে সমাদর করিলেন। ৭৯

অনন্তর সেই বেতাল ও ভৈরব মহাত্মা বসিষ্ঠমুনির উপদেশ কামাখ্যাদেবীর আশ্রয় নীলনামক পর্বতে গমন করিল। ৮০

হে নরশার্দূল! মহাদেবের পুত্র মহাত্মা বেতাল ও ভৈরব সেই স্থানে গমন করিয়া ভৈরবনামক শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করত আকাশগঙ্গায় অবগাহন পূর্ব্বক মৃত্তিকায় একটি উত্তম মণ্ডল নির্মাণ করিয়া ও জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্ময়ী মহামায়াকে বৈষ্ণবীতন্ত্র গোচর করিয়া মন্ত্র জপ করিয়াছিল। ৮১-৮৩

বেতালের সাধ্য সেই অষ্টাক্ষরাত্মক সিদ্ধমন্ত্রের তিনবর্ষে অষ্টলক্ষ জপ করিয়া তাহারা ভক্তিপূর্ব্বক চারিলক্ষ মন্ত্র জপের পর তিনবার করিয়া পাঁচটি পুরশ্চরণ করিয়াছিল। তাহারা সেই তিন বৎসরের মধ্যে পূজাবিষয়ে উত্তর তন্ত্র এবং কল্পে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সকলই করিয়াছিল। ৮৪-৮৫

কামাখ্যা, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য দেবীর একবার করিয়া পূজা করত বিধি পূর্ব্বক পীঠযাত্রা করিয়াছিল। ৮৬

এইরূপে সেই মহাদেবের পুত্রদ্বয় কবচ ধারণ ও ন্যাস করিয়া সুপ্রীত হইলে মহামায়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ৮৭

তাহারা ধ্যানস্থ হইয়া মন্ত্র জপ এবং মনে মনে জগন্ময়ী দেবীর পূজা করিতেছে, এমন সময় মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন। ৮৮

লিঙ্গ হইতে দেবী নির্গত হইলে ঐ লিঙ্গ ভৈরব, ভৈরবী এবং হেরুক এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছিল। বেতাল ও ভৈরব তখন সেই দেবীর মূর্তি দর্শন করিয়াছিল। ৮৯-৯০

সেই দেবীমূর্তি সর্বাঙ্গসুন্দরী, পীনোন্নত-পয়োধরা, বরদাভয়হস্তা, সিদ্ধ সূত্রধারিণী, রক্তপদ্ম-সদৃশ আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, প্রেতাসনসংস্থিত এইরূপ দেবীমূর্তি দর্শন করিয়া সেই বেতাল ও ভৈরব নেত্র নিমীলন করিয়া বারংবার 'মহামায়ে ত্রাহি ত্রাহি' বলিতে লাগিল। ৯১-৯৩

অনন্তর তাহারা মহামায়ার তেজে আপ্যায়িত হইলে সেই বৈষ্ণবী দেবী হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের দুজনকে স্পর্শ করিলেন। ৯৪

সেইরূপ তেজে আপ্যায়িত বেতাল ও ভৈরব মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৯৫

তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্তুতি ও প্রণতি করিয়া জগন্ময়ী মহামায়া শিবার স্তব করিয়াছিল। ৯৬

তাহারা বলিয়াছিল, হে সুরগণাৰ্চ্চিত-পাদপঙ্কজে! বিশ্ব-বিভূতিভাবিনি! দেবি! আপনার জয় হউক, আপনার জয় হউক, হে শোকমোচন বন্ধমোচন পাপশাতন শুদ্ধমতে! দেবি! আমাকে কৃপা বিতরণ করুন। ৯৭-১০১

হে দেবি! আপনি সৰ্ব্ববিদ্যাত্মিকা, গুহ্যরূপা, মন্ত্রতন্ত্রময়ী, শিবা, মহামায়া এবং লোকে ও বেদে কীর্তিত আপনাকে নমস্কার করি। ১০২

আপনি পরাপরাস্বরূপা, শুদ্ধা, এক সাধ্যাধারে সংস্থিতা, কামাহ্লাদকরী, কান্তা এবং জগন্ময়ী আপনাকে নমস্কার করি। ১০৩

হে রক্তাঙ্গি দেবি! আপনি এই প্রপঞ্চ পর সুব্যক্ত জগতের এক মাত্র নিবন্ধন হেতু তত্ত্বরূপা আপনাকে নমস্কার করি। ১০৪

হে দেবি! আপনি কামাখ্যা, নিত্যরূপা, মহামায়া সরস্বতী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিত লক্ষ্মী, উদ্যমশালিনী এবং শিবরূপা, আপনাকে নমস্কার। ১০৫

যে ষোড়শ সহস্র মন্ত্র ও তাঁহার তন্ত্র আছে, আপনি সেই সকলের স্বরূপ; হে পাৰ্বতি! আপনাকে আমার নমস্কার। ১০৬

জগৎপ্রসবিনী মহামায়া তাহাদের দুইজন কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া পরম আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, তোমরা দুজনে বর প্রার্থনা কর। ১০৭

অনন্তর সেই মহাদেবের পুত্রদ্বয় মহামায়া দেবীকে ধ্যানে যেরূপ দেখিয়া ছিল, সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিতে লাগিল। ১০৮

বেতাল এবং ভৈরব বলিল,-হে দেবি! আমরা এই বর্তমান দেহেই যাবৎ চন্দ্র ও সূর্য বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ আপনার এবং শঙ্করের শাশ্বত সেবা প্রার্থনা করি। ১০৯

হে মহামায়ে জগন্ময়ি! আমরা আপনার নিকট হইতে আর অন্য বরের প্রার্থনা করি না। যেন আপনার ভক্ত হইয়াই এই গিরিমন্দিরে স্থিতি করিতে পারি। ১১০

জগন্ময়ী মহামায়া দেবী তাহাদের দুইজন কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বারংবার এইরূপ হউক এইরূপ হউক, বলিতে লাগিলেন। ১১১

সেই শিবদায়িনী জগদ্ধাত্রী দেবী এই কথা বলিয়া নিজের স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ নিষ্পীড়ন করিয়া দুইটি দুগ্ধধারা নিঃসারিত করিলেন। ১১২

হে মহারাজ! সেই নিঃসৃত দুগ্ধ বেতাল এবং ভৈরবকে পান করিতে বলিলেন এবং তাহারাও উহা পান করিল। ১১৩

বেতাল ও ভৈরব সেই দুগ্ধ পান করিয়া শাশ্বত দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহা তেজস্বী, অজর এবং অমর হইয়াছিল। ১১৪

ভগবতীর স্তন্যদুগ্ধই অমৃত, তাহা পান করিয়া সেই মহাবল বেতাল ও ভৈরব অমৃতপায়ী হইয়াছিল। ১১৫

তখন বৈষ্ণবী দেবী তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন,–হে পুত্রদ্বয়! তোমরা দেব দেব মহাদেবের গণের অধীশ্বর হইয়া নন্দীর ন্যায় নিত্য আসন্নদ্বারস্থিত হও। ১১৬

ঔর্ব বলিলেন,–মহাদেবের সম্মতিক্রমে জগন্ময়ী মহামায়া এই কথা বলিয়া যোগিনীগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন। ১১৭

ভগবতী অন্তর্হিতা হইলে সেই বেতাল ও ভৈরব আনন্দিত, অতিশয় প্রীত এবং কৃতকৃত্য হইয়াছিল। ১১৮

অনন্তর পুত্র বেতাল ও ভৈরবকে সভাজন করিবার নিমিত্ত ভগবান হর, প্রমথ ও দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ১৯৯

মহাদেব নীলনামক পর্বতে বেতাল ও ভৈরবকে প্রাপ্ত হইয়া সমূদয় পীঠ স্থান এক এক করিয়া দর্শন করাইয়াছিলেন। ১২০

প্রথমে মনোভবা কামাখ্যার গুহা দেখাইয়া, তাঁহার পর নিজের কাম গুহা, ছায়া, ছত্র, স্বকীয় আলয় দেখাইয়াছিলেন। ১২১

স্বকীয় পঞ্চমূর্তির সংস্থানও দেখাইয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিপুরান্তকারী মহাদেব সেই বেতাল ও ভৈরবকে ক্রমশঃ কামরূপস্থ সমুদয় পীঠ-দেবতা একে একে দেখাইয়াছিলেন। ১২২

প্রথমে দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী, পুণ্যতোয়া শুদ্ধা সদা শিবদায়িনী করতোয়া নাম্নী সত্যগঙ্গা দেখাইয়াছিলেন। ১২৩

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় — কামরূপ প্রদর্শন— জল্পীশলিঙ্গমাহাত্ম্য

ঔর্ব বলিলেন,–তাঁহার পর কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশনামক আপনার লিঙ্গ দেখাইয়াছিলেন। ১

যে স্থানে নন্দী জগৎপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া, এক শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২

তাঁহার পর নন্দিকুণ্ড, যে স্থলে পূর্ব্বে নন্দী তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র জলশালী সর্বোত্তম লব্ধবরনামক অভিষেকজলাশয়। ৩

যেখানে স্নান করিয়া ও যাঁহার জল পান করিয়া মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং নন্দীর সমান প্রিয় হইয়া মহাদেবের সদনে গমন করে। ৪

তাঁহার অদূরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী জগন্ময়ী যোনিরূপা মহাদেবীকে– মহাদেব, মহাত্মা ভৈরবকে দেখাইলেন। ৫

যেখানে নন্দী মহাদেবের আজ্ঞায় স্তুতি এবং নুতি দ্বারা মহামায়ার আরাধনা করিয়া, গণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬

ঐ স্থানে সুবর্ণমানস নামে মনোহর একটি নদ আছে। ঐ নদ স্বয়ং মানস সরোবর, পূর্ব্বকালে মহাদেবের আজ্ঞায় তপশ্চরণকারী নন্দীর উপর অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে আসিয়াছিল। ৭

সেই স্থানে হিমালয় হইতে নিঃসৃত শুভরূপা জটোদ্ভবা নামে নদী আছে, যে নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য গঙ্গাতুল্য পুণ্য লাভ করে। ৮

পূর্বে গৌরীর বিবাহ সময়ে সমুদয় মাতৃগণ মহাদেবের জটাজূটে জলাভিষেক করিয়াছিলেন। ১০

সেই জল একত্র হইয়া নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া ঐ নদী জটোদা নামে বিখ্যাত। হে নরশ্রেষ্ঠ! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঐ নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয় ও মহাদেবের সদনে গমন করে। দ্বাপর যুগে ত্রিঃস্রোতানামে যে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গা ছিল। ১১-১২

সেই শুক্লা নদী হিমালয়-নির্গত এবং চন্দ্রবিম্ব হইতে উৎপন্ন। এই নদীতে মহামাঘীর দিনে স্নান করিলে মনুষ্যের পুনর্বার আর মাতৃগর্ভে জন্ম হয় না।১৩

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দিবস স্নান করিলে মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। সিতপ্রভা নামে একটি নদী আছে, উহা মহাদেবকর্তৃক মর্ত্যলোকে অবতারিত হইয়াছে, উহার জল শ্বেতবর্ণ এবং গতি দক্ষিণ সমুদ্র অবধি। ১৪-১৫

শুক্লপক্ষে দশহরা নামক দশমী তিথিতে ঐ নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য পাপ বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে। উহা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্বে নবতোয়া নামে নদী অবস্থিত। ১৬

উহা প্রতিক্ষণ মনুষ্যকে নূতন নূতন করিয়া পবিত্র করে। এই নিমিত্ত উহা নবতোয়া নামে অভিহিত হয়। ১৭

মহামাঘীতে মনুষ্য উহাতে স্নান করিয়া দেবত্ব লাভ করে এবং সম্পূর্ণ মাঘমাস অবিচ্ছেদে স্নান করিয়া বিষ্ণুগৃহে গমন করে। ১৮

ঐসকল নদীর পতি অগদ নামক একটি নদ আছে, উহা পূর্বপীঠে অবস্থিত, পবিত্র এবং ব্রহ্মপাদ হইতে উৎপন্ন। ১৯

সেই দেব ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত নদ হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে, উহাতে স্নান করিলে এবং উহার জল পান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মগৃহে গমন করে। যে মনুষ্য সমস্ত কার্তিকমাস অবিচ্ছেদে অগদনামক মহানদে স্নান করে, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ২০২১

সে মনুষ্য ইহলোকে নীরোগ হইয়া সকল প্রকার সুখভোগ করিয়া পরকালে দেবগৃহে গমন করে এবং অবশেষে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ২২

মনুষ্য নন্দিকুণ্ডে স্নান করিয়া রাত্রে নক্তব্রত করিবে। তাঁহার পর দিন জল্পীশ দেবের মন্দিরে গমন করিবে। ২৩

সেই স্থানে মহানদীতে স্নান করিয়া এবং জল্পীশ লাভ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়া সেই রাত্রি যাপন করিবে। ২৪

অনন্তর দিবা আগত হইলে শিবদায়িনী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরে গমন করিবে। অষ্টমীতে তাঁহার পূজা ও উপবাস করিবে। ২৫

সেই দেবী চতুর্ভুজা, পীনোন্নতপয়োধরা, সিন্দুরপুঞ্জসদৃশ আভাশালিনী এবং দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পরধারিণী। ২৬

বাম-বাহুযুগলে অভীতি ও বরদায়িনী, মস্তকে জটাধারিণী, আর রক্তবর্ণ প্রেতের উপর অবস্থিতা। ২৭

ইহার মন্ত্র পঞ্চাক্ষর ও কামাখ্যাতন্ত্র অনুসারেই ইহার পূজা হইয়া থাকে। বিধানপূর্বক ইহার পূজা করিলে মনুষ্য পুনর্বার আর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে না। ২৮-২৯

পূর্বে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয় ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল্পীশের শরণাগত হইয়াছিল। ৩০

তাহারা জল্পীশ দেবের সেবা করত সর্ব্বদা ম্লেচ্ছভাষায় কথাবার্তা কহিয়া এবং আর্যভাষা পরিত্যাগ করিয়া জল্পীশ দেবকে গোপন করিয়া রাখে। ৩১

হে মহারাজ! তাহারা জল্পীশ দেবের গণস্বরূপ হইয়াছে, অতএব তাহা দিগের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্পীশ দেবের পূজা করিবে। ৩২

এই জল্পীশ বরদাভয়হস্ত কুন্দতুল্য শ্বেতবর্ণ। ইহাকে তৎপুরুষের মন্ত্রে পূজা করিবে। ৩৩

জল্পীশ দেবের পীঠ অতি পূণ্যকর। যে মনুষ্য ইহার বিষয় সম্যক্ বিদিত হয়, সে মহাদেবের গৃহে গমন করে। ৩৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় — নৈর্ঋতাদিভাগের নির্ণয়

মহারাজ সগর মহাত্মা বেতাল ভৈরব ও শঙ্করের পরস্পর এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে পুনর্বার মহাদ্যুতি ও ঔর্ব মুনিকে অতিশয় প্রিয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১-২

হে ভগবন মুনিসত্তম! আপনি কামরূপপীঠের সংস্থান ও নির্ণয় বিষয়ে অতি বিচিত্র কথা বলিলেন। ৩

হে মহামতে! আমি পুনর্বার বায়ব্য মধ্য এবং পূর্বভাগের নির্ণয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪

হে মুনিশার্দূল! সেখানে মহাদেব এবং অম্বিকা কি ভাবে অবস্থিত, তাহা আমাকে বিস্তারপূর্বক কীর্ত্তন করুন, আমার শুনিতে বড় উৎসাহ হইতেছে। ৫

ঔর্ব বলিলেন,–হে নৃপসত্তম! বায়ব্য ভাগেরও নির্ণয় উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে নৈর্ঋত, উত্তর এবং মধ্যাদির নির্ণয় শ্রবণ কর। ৬

বহুরোকা করতোয়া নামে উত্তরস্রাবিণী যেখানে প্রদক্ষিণ ভাবে আছে, সেই সকল ক্ষেত্র কামরূপের অন্তর্গত। ৭

কামরূপের মধ্যে সুরস নামে পর্বত আছে, তাহা হইতে এই ধর্মপ্রদা বহুরোকা নামে নদী নিঃসৃত হইয়াছে। ৮

সুরসের সমীপে মহাবৃষ নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে, সেই স্থানে যোনিমণ্ডলরূপিণী মহেশ্বরী দেবীও অবস্থান করেন। ৯

বহুরোকা নদীতে স্নান ও সুরথ পর্বতে আরোহণ করিয়া মহাবৃষ এবং মহেশ্বরী দেবীকে পূজা করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ১০

স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, পুনর্বার আর যোনিমণ্ডলে জন্ম হয় না এবং সেই মহাবৃষ দেব চতুর্ভুজ, বৃষারূঢ়, বর, অভয় এবং শূলধারী। তাঁহার শরীরকান্তি শুদ্ধ স্ফটিকের মত, পরিধানে চর্ম্ম এবং মস্তক জটাভারে মণ্ডিত। ১১

অঘোর মন্ত্রদ্বারাই ইহার পূজা পরিকীর্তিত হইয়াছে। ১২

মাহেশ্বরী ও কামেশ্বরীর স্বরূপ একই প্রকার। তাহাদের উভয়ের পূজাও একরূপ এবং উভয়েই সমান ফল প্রদান করেন। ১৩

সেই স্থানে বসিষ্ঠমুনি নির্মিত একটি বসিষ্ঠ কুণ্ড আছে, যে স্থানে বসিঠঋষি নরককর্তৃক কামরূপ গমনে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৪

বসিষ্ঠ নীল পর্বতে যাইতে না পারিয়া সেই নরককে শাপ দিয়াছিলেন। ১৫

তিনি আপনার স্নানের নিমিত্ত সেই স্থানেই দেবগণের পূজ্য একটী কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে যথেচ্ছাক্রমে স্নান করিলেও মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। ১৬

সুরসের পূর্বদিকে কৃত্তিবাসা নামে একটি পর্বত আছে। সেস্থানে পূর্বে কৃত্তিবাস সতীর সহিত বাস করিয়াছিলেন। ১৭

সেই স্থানে চন্দ্রিকা নামে একটি নদী আছে। ১৮

মনুষ্য ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্রিকা নদীতে স্নান করিয়া কৃত্তিবাস মহাদেবকে পূজা করিলে কলঙ্কশূন্য হয়। ১৯

সেই সরিৎশ্রেষ্ঠা চন্দ্রিকা সর্ব্বদা উত্তর স্রাবিণী। ২০

চন্দ্রিকার অনতিদূরে পূর্বদিকে শতানন্দা নামে একটি নদী আছে। ২১

ঐ নদী ব্রহ্মার দুহিতা এবং গঙ্গা পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২২

মনুষ্য ফেনিলায় ফাল্গুনমাসে পূর্ণিমার দিন স্নান করিলে নরক জয় করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ২৩

তাঁহার পূর্বদিকে উত্তরগামিনী সিতা নামে নদী আছে, যেখানে মনুষ্য চৈত্রমাসে পূর্ণিমায় স্নান করিয়া গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। ২৪

তাঁহার পূর্বে যোজনদ্বয়ের মধ্যে সুমদনা নামে নদী আছে, মহারাজ জনক বৃষভধ্বজের আরাধনা করিয়া ভৈরবের হিতের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ পর্বত হইতে এই নদীকে অবতারিত করিয়াছেন। ২৫-২৬

মাঘ মাসে শুক্ল চতুর্থীর দিন সুতীক্ষ্ণ পর্বতে আরোহণ এবং সুমদনার জলে স্নান করিয়া মনুষ্য সকল কাম প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে। ২৭

কামরূপের নৈর্ঋত কোণে এই সকল উত্তরবাহিনী নদী আছে, ত্রিপুরা দেবীর পূজার পীঠ তাঁহার পূর্বদিকে। ২৮

হে রাজন্! যেখানে শম্ভু এবং অম্বিকা সর্বদা অবস্থিত, কামরূপের সেই পুণ্যপ্রদ নৈর্ঋত প্রদেশের বিষয় বলিলাম। ২৯

হে ভূপতে! হে মহারাজ! হিমালয় হইতে প্রসূত যে সকল দক্ষিণবাহিনী নদী কামরূপে বর্তমান আছে, ক্রমশঃ তাহাদের বিষয় শ্রবণ কর। ৩০

অগদনামক নদের উর্দ্ধে ভদ্রা নামে একটি মহানদী আছে, যে নদীতে ভাদ্র মাসের শুক্লচতুর্দশীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। ৩১

তাঁহার পূর্বদিকে সর্বদা পুণ্যতমা সুভদ্রা নামে নদী আছে, যাহাতে বৈশাখমাসের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে স্নান করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। ৩২

তাঁহার পর মানসা নামে আর একটী পুণ্যতমা নদী আছে। ঐ নদীকে তৃণবিন্দু ঋষি মানস সরোবর হইতে অবতারিত করেন। ৩৩

সমস্ত বৈশাখ মাস ঐ নদীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গে গমন করে। তাঁহার পর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৩৪

হিমালয় পর্বতের নিকট বিভ্রাট নামে একটি বড় পর্বত আছে, যে স্থানে ভূতনাথ মহাদেব সর্ব্বদা ভৈরবরূপে বাস করেন। ৩৫

সেই পর্বত হইতে শুভরূপ ভৈরবী নামে নদী মানসার পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা গঙ্গার মত ফলপ্রদা। ৩৬

ঐ নদীতে বসন্ত সময়ে স্নান করিলে স্বর্গ লাভ হয়। যেখানে কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়া আপনার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে মহামায়ার পূজা করিয়া দ্বিগুণ ফল লাভ করে। ৩৭

সেই দেবগঙ্গার উর্ধ্বে হিমালয় প্রসূত বর্ণ নামে একটা নদী আছে, উহা নিত্য মানসাবীর তুল্য ফল প্রদান করে। ৩৮

সুভদ্রাদি বর্ণান্ত যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলে হিমালয় হইতে প্রসূত এবং উত্তরবাহিনী সুমদনার পূর্বে এবং ব্রহ্মক্ষেত্রের পশ্চিমে মহাক্ষেত্র নামে একটী ক্ষেত্র আছে, সেই স্থানে আদিত্য দেব সর্বদা বাস করেন। ৩৯-৪১

তাঁহার পূর্বদিকে ত্রিস্রোতা নামে নদী আছে, পশ্চাদ্ভাগে কাপোত এবং করুন নামে দুইটী কুণ্ড আছে। ৪২

কাপোত এবং করণ কুণ্ডে স্নান ও সেই পর্বতে আরোহণপূর্বক দিবাকর সূর্যের একবারমাত্র পূজা করিলে মনুষ্য সূর্য্যলোকে গমন করে। ৪৩

হে কাপোত ও করণ! তোমরা সূর্য্যরশ্মি হইতে সমুদ্ভূত এবং অমৃত। তোমাদের জল অতি পবিত্র। ‘আমার পাপ নাশ কর’। ৪৪

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কাপোতপুষ্করে স্নান এবং করণের জলে আচমন করিয়া পর্বতোপরি সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। ৪৫

প্রথমে ত্রিবিধ ব্রহ্মবীজ, তাঁহার পর চতুর্থ্যন্ত 'সহস্র রশ্মি' এই পদ, তাঁহার পর 'দেবী জয়া' ইহা আদিত্যের অঙ্গবীজ এবং কামপ্রদ। ৪৬

সূর্য্য সদা পদ্মাসনে উপবিষ্ট, হস্তে পদ্মধারী, পদ্মের গর্ভের মত দীপ্তিমান, সপ্তাশ্ব সপ্তরজ্জু এবং দ্বিভুজ। ৪৭

সূর্যের মণ্ডল বর্তুলাকার এবং অষ্ট দলযুক্ত। অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলীর হৃদয়াদি ষট অঙ্গের অঙ্গ মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিবে। ৪৮

উপান্তে বহ্নিসংযুক্ত অঙ্গমন্ত্র (শ্র এই রূপ মন্ত্রই অঙ্গ মন্ত্র) সকল প্রকার ন্যাসে বিহিত হইয়াছে, ইহা সকল প্রকার ফল দান করে। ৪৯

হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র। আস্য, উদর, পৃষ্ঠ, বাহুদ্বয়, করতলদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয় এবং জঘন–এই সমস্ত অঙ্গে যথাক্রমে মন্ত্রের অক্ষর ন্যাস করিবে। উত্তর-তন্ত্রে পূজার যে ক্রম উক্ত হইয়াছে, সূর্যের পূজাতেও সেইরূপ ক্রম জানিবে। ৫০-৫১

ঈশানকোণে সূর্যের বিসর্জন করিবে এবং বিদ্যা আদি আটটি সূর্যের শক্তি, ইহার নির্মাল্যধারিণী উগ্রচণ্ডা এবং মাঠর আদি পার্ষ্বি। ৫২

উত্তর তন্ত্রে ইহার বীজ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে পুত্র! যে নরোত্তম, এইরূপ বিধানে সূর্যের পূজা করে, সেই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয় এবং মরণান্তে ভাস্করের উদয়স্থানে গমন করে। ৫৩-৫৪

ভাস্করের অনতিদূরে শুভাচল অবস্থান করে, তাঁহার উর্দ্ধ সানূতে একটি উত্তম শিবলিঙ্গ আছে। ৫৫

অত্যন্ত বীর্য্যশালী মহাত্মা মানব সকল সেই শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করত পূজা করে। ৫৬

ত্রিস্রোতা নদীতে স্নান করিয়া যে মনুষ্য সেই শুভাচলস্থিত মহাত্মা শঙ্করকে অবলোকন করে, সে আপনার ইষ্টকাম প্রাপ্ত হয়। ৫৭

তাঁহার পূর্বে কুসুমমালিনী নামে দেবনদী, তাঁহার পর ক্ষীরোদাখ্যা নদী; এই উভয় নদীই দক্ষিণবাহিনী। ৫৮

এই নদীদ্বয়ে স্নান করিয়া মনুষ্য শঙ্করের আলয়ে গমন করে। তাঁহারও পূর্বদিকে নীলা নামে আর একটি নদী আছে। মনুষ্য মহামাঘীতে ঐ স্থানে স্নান করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ৫৯-৬০

তাঁহার পূর্বে শিবাচণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে একটী মহানদী আছে। মনোহর ধবলনামক পর্বত হইতে উহা নির্গত হইয়াছে। ৬১

তাঁহার অনতিদুরে দুইটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। তাঁহার মধ্যে একটির নাম গোলোক, অপরটির নাম শৃঙ্গী, ইহাদের উভয়ের মধ্যে এক ক্রোশ ব্যবধান মাত্র। ৬২

মনুষ্য, চণ্ডিকা নদীতে স্নান ও ধবলেশ্বর পর্বতের উপর আরোহণ করিয়া দক্ষিণ সাগর, গোলোক নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিবে। ৬৩

তাঁহার পর সেই স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতলস্থ শৃঙ্গী নামক মহেশ্বরে শিবপূজা বিধানানুসারে পূজা করিবে। ৬৪

এইরূপ করিলে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সকল প্রকার অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৬৫

এই যে সকল নদী কথিত হইল, ইহারা সকলে দক্ষিণবাহিনী। ঈশানকোণে গন্ধমাদন নামে যে পর্বত আছে, সেই স্থানে ভৃঙ্গেশ নামে শিবের একটি মহৎ লিঙ্গ আছে। ৬৬-৬৭

ক্ষেত্রের পশ্চিমে যে প্রান্ত নামে পর্বত আছে, সেই স্থানে দেবী কুলগামিনী হইয়া ব্রহ্মশিলা ধারণ করিয়াছিলেন। ৬৮

গন্ধমাদনের অন্তে ভৃঙ্গেশের দুইটি পদ আছে, উহা হইতে গঙ্গাজল নিঃসৃত হইতেছে, সেই স্থানে অন্তরালক নামে একটি কুণ্ড আছে। ৬৯

অন্তরালক কুণ্ডে স্নান ও তাঁহার জলপান পূর্বক ভৃঙ্গেশের পদযুগল দর্শন করিয়া মহাভৃঙ্গকে পূজা করিলে গণাধিপত্য লাভ হয়। ৭০

হে অন্তরাল! তুমি শম্ভুপাদ হইতে উদ্ভুত এবং ধর্ম্মের আকর। হে মহা বৃষ! তুমি বৃষধ্বজ পদদ্বয়কে সংযোজিত কর। ৭১

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অন্তরালজলে স্নান করিয়া কুজ-পীঠবাসী ভৃঙ্গদেবের দর্শন করিবে। ৭২

মণিকুট এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যনদ বহন করিতেছে। ৭৩

বর্ণাশা নদীর দক্ষিণদিকে লৌহিত্য নামে সাগর আছে। তাঁহার পূর্বে মণিকূট পর্বত, এইখানে হয়গ্রীব বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি আছে। ৭৪

বিষ্ণু হয়গ্রীবরূপে জরাসুরকে এবং হয়গ্রীবকেও হত করিয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত সেই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন। ৭৫

জরাসুরকে বিনাশ করিয়া সুরাসুর মনূজদিগের হিতের নিমিত্ত বিষ্ণু সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ৭৬

বিষ্ণু জ্বর কর্তৃক পীড়িত হইয়া এবং জরাসুরকে বধ করিয়া সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত সেই স্থলে অগদস্নান করিয়াছিলেন। ৭৭

সেই অগদস্নান হইতে একটি বৃহৎ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। এই জন্য হয়গ্রীব বিষ্ণু সেই তীর্থের নাম অপুনর্ভব রাখিলেন। ৭৮

যেহেতু সেই স্থানে স্নান করিলে মনুষ্যের আর পুনর্বার জন্ম হয় না, এই নিমিত্ত উহা অপুনর্ভব নামে কীর্তিত হয়। ৭৯

মণিকুট পর্বতে বিষ্ণু, হয়গ্রীবরূপে অবস্থান করিতেছেন, ঐ তীর্থের বিস্তার শত ব্যাম। ৮০

তাঁহার পূর্বে ভদ্রকাম, উহা সকল প্রকারে ত্রিকোণ; এই স্থানে কালহয় নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ৮১

তাঁহার দক্ষিণে অপুনর্ভব নামে একটা কুণ্ডও দৃষ্ট হয়। সেই অপূনর্ভব কুণ্ডের তীরে ভদ্রকাম নামক পর্বতে হয়গ্রীবা নামে ব্রহ্মস্বরূপিণী একখানি শিলা আছে। সেই স্থানে যোগজ্ঞ যোগী মহাদেব ধ্যানাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ৮২-৮৩

ইহাকে দেখিয়া মনুষ্য মরণান্তে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৮৪

সেই শিলাতেই গোকর্ণনামক একটি শিবমূর্তি আছে; কারণ ঐ স্থানে মহাদেব অন্ধকের বন্ধু গোকর্ণনামক অসুরকে নিহত করেন। ৮৫

গোকর্ণের ঈশানকোণে কেদার নামে মহাদেব আছেন। তিনি কমলাকার স্বরূপধারী। ৮৬

যে পর্বতে কেদার বাস করেন, তাঁহার নাম মদন। সেই স্থানেই লয়প্রদ মহাত্মা কমলও অবস্থিত। ৮৭

অপুনর্ভবের জলে স্নান করিয়া এবং গোকর্ণ পর্বতস্থিত কেদার ও কমলকে দেখিয়া পরে মাধবকে দেখিয়া মুক্ত হইবে। ৮৮

তাঁহার পর কামদেবকে দর্শন করিবে। কাম দর্শন করিয়া পুনর্বার অপুনর্ভবকে দর্শন করিবে। ৮৯

এইরূপ নিয়মে পূর্বোক্তক্রমে পীঠযাত্রা করিয়া উর্ধ্বতন সপ্ত, অধস্তন সপ্ত, এবং আপনাকে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে লইয়া যায়। ৯০

‘হে মহোদধি! তুমি বিষ্ণুর স্নান হইতে উদ্ভূত অপুনর্ভব হরি এবং ঈশ্বর স্বরূপ। ৯১

তুমি স্বর্গের হেতু, আমাকে স্বর্গ দান কর।’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পণ্ডিত অপুনর্ভবে স্নান করিবে। ৯২

হয়গ্রীবের তন্ত্র পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে যে স্বরূপে তাঁহার ধ্যান করা হয়, সেই স্বরূপ শ্রবণ কর। ৯৩

তাঁহার বর্ণ, কর্পূর এবং কুন্দের ন্যায় ধবল, তিনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট, চতুর্ভুজ, কুণ্ডলাদি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কত। ৯৪

বামদিকের হস্তদ্বয়ে বর এবং অভয়দানকারী দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পুস্তক এবং শ্বেত-পদ্ম-ধারী। ৯৫

বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভদ্বারা সমুজ্জ্বল, শোভাশালী এবং কখন কখনও বা গরুড়াসনে উপবিষ্ট। উত্তরতন্ত্রে যেরূপ পূজার ক্রম উক্ত হইয়াছে, এই স্থানে তাহাই গ্রহণ করিবে। ৯৬

তাঁহার নির্মাল্যধারী হয়ারি জানিবে এবং বিসর্জনও ঐ নিয়মে করিবে। গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে লোকের হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদা শিলারূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। ৯৭

হয়গ্রীবের মন্ত্র দ্বিলক্ষবার জপ করিলেই সিদ্ধি হয়। আজ্য এবং যাবক পায়স দ্বারা হোম করিয়া ইহার পুরশ্চরণ করিতে হয়। ৯৮

হে রাজেন্দ্র! একবার মাত্র পুরশ্চরণ করিলেই ইহলোকে যাবৎ অভিলষিত বস্তুর লাভ এবং অন্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। ৯৯

পূজক ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত মন্ত্রের দ্বারা তৎপুরুষাদি পঞ্চবক্ত্রের কামাদিপঞ্চ মূর্তির পূজা করিবে। কাম ও তৎপুরুষ এক, যোগী ও ঈশান এক। ১০০-১০১

অঘোর গোকর্ণরূপী, বামদেব কেদারস্বরূপ এবং সদ্যোজাতই কমলরূপে অবতীর্ণ। ইহাদিগকে পূর্বোক্ত মন্ত্রচতুষ্টয়দ্বারা পূজা করিবে। ১০২

উহাই কৈলাসপর্বত এবং কালিকাই শিব-গঙ্গা। হয়গ্রীবের পূর্বে এবং কেদারের পশ্চিমে ছায়াভোগ নামক স্থান আছে। ১০৩

সেই স্থানে ভোগবতী নামে একটি পুরী আছে। যে ব্যক্তি কৌতুকবশতঃ অপুনর্ভব মণিকুটে গমন করে, সে সকল তীর্থযাত্রার ফল লাভ করে। ১০৪-১০৫

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা বা অষ্টমীতেই অপুনর্ভব জলে স্নান করিয়া যে বিধিপূর্ব্বক নারায়ণকে দর্শন করে, সে সমুদয় কুশল লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১০৬

যে, সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাস নারায়ণকে দর্শন করে, সে নিজের নিখিলকুল-জনের সহিত বিষ্ণুতে লীন হয়। ১০৭

এই মণিকুটনামক স্থান অতি পবিত্র, ইহা বারাণসী হইতেও অধিক পবিত্র, সিদ্ধ এবং বিদ্যাধরগণ কর্তৃক অর্চিত। ১০৮

যে ব্রাহ্মণ মণিকূট নির্ণয়ের কথা শ্রবণ করে, সে সমুদয় বেদ শ্রবণের ফল প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১০৯

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একোনাশীতিতম অধ্যায় — তীর্থ-প্রসঙ্গ

ঔর্ব বলিলেন,–হে মহারাজ! তাঁহার পূর্বে দর্পণ নামে পর্বত, এই পর্বতে যক্ষগণের সহিত কুবের সর্ব্বদা বাস করেন। ১

ইহার মধ্যভাগে রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রোহিত নামে একটি পর্বত আছে। ২

যাঁহার স্পর্শে লৌহাদি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁহার অনতিদূরে দর্পণ নামে একটি নদ আছে, উহা হিমালয় হইতে প্রসূত এবং ফলদানে লৌহিত্যের তুল্য। লৌহিত্য উৎপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবগণের সহিত সকল তীর্থোদক দ্বারা স্নান করিয়াছিলেন। ৩-৪

তাঁহার স্নান হইতে পাপ ও দর্পের পাটল রঙ উদগত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত পূর্বকালে দেবগণ ইহাকে দর্পণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৫

যে মনুষ্য কার্তিক মাসের শুক্লপ্রতিপদ তিথিতে ঐ শ্রেষ্ঠ নদে স্নান করিয়া দর্পণাচলে কুবেরকে পূজা করে, সে শত ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে গমন করে। ৬-৭

দর্পণের পূর্বদিকে অগ্নিমাল নামে পর্বত আছে, উহার আকার সর্পের মত এবং দীর্ঘতা, উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও ঐরূপ। ৮

সেই পর্বতের অগ্নি-জ্বলিত উর্দ্ধভাগে সিন্দুর-পুঞ্জ-সঙ্কাশ মনোহর দারু শিলাতলে অগ্নিদেব অবস্থান করেন। ৯

সেই পর্বতে অদ্যাপি জ্বলন দ্রব্য-শূন্য বহ্নি এখনও দেখা যায়। ভৈরবের হিত এবং কামাখ্যার সেবনের নিমিত্ত প্রথম হইতেই বহ্নি আপনার দলবলের সহিত সাক্ষাৎরূপে সেইস্থানে বাস করিতেন। ১০

লৌহিত্যের জলে স্নান এবং বহ্নিমান পর্বতে আরোহণ করিয়া যে মনুষ্য বহ্নিদেবের পূজা করে, সে বিষ্ণু-মন্দিরে আমোদ উপভোগ করে। ১১

অগ্নিমান্ পর্বতের সম্মুখে বরুণনামক একটি কুণ্ড আছে, তাঁহার তীরে কংসকর নামে একটি শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে। সেই স্থানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। ১২-১৩

সেই কংসকর পর্বতে বরুণদেবের পূজা এবং সেই বারুণকুণ্ডে স্নান করিয়া মনুষ্য বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। ১৪

আদ্য ব্যঞ্জন ককার পঞ্চমস্বর উ এবং অর্ধচন্দ্রযুক্ত হইলে তাহা কৌবের বীজ নামে খ্যাত। ১৫

প হইতে সপ্তম অক্ষর অর্থাৎ ‘র’কার চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে তাহা বহ্নির বীজ হয়, এই বীজ দ্বারা বহ্নিদেবের পূজা করিবে। ১৬

ম হইতে পঞ্চম (ব) উহা অনুস্বারযুক্ত হইলে বরুণ বীজ হয়, এই সকল মন্ত্র দ্বারা ঐ পূর্বোক্ত দেবগণের পূজা করিবে। ১৭

বরুণাচলের পূব্বদিকে বায়ুকূটনামক পৰ্ব্বত আছে। উহা দ্বিখণ্ড বায়ুবীজাকার মণ্ডল দ্বারা যুক্ত। ১৮

হে ভূপতি! বায়ুলোকে চন্দ্র অবস্থান করেন, সেই চন্দ্র হইতে বায়ু নিঃসৃত হইয়া নিত্য উর্ধ্ব, ও অধোভাগে বহিতেছে। ১৯

সেই স্থানে বায়ুকে পূজা করিলে বায়ুলোক প্রাপ্তি হয়। ২০

বায়ুগিরির পূর্বে চন্দ্রকূট নামে আর একটি পর্বত আছে, উহা ত্রিকোণ এবং তাম্রের মত রক্তবর্ণ, উহার উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল। ২১

দ্বিতীয় বর্গের আদ্যক্ষর (চ) অর্ধচন্দ্র ও অনুস্বার দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে চন্দ্র বীজ হয়। ২২

উহা দ্বারা চন্দ্রের পূজা করিবে। চন্দ্র অদ্যাপি দশ অশ্বযুক্ত হইয়া সৰ্ব্বদা ইহাকে প্রদক্ষিণ করেন। ২৩

তাঁহার পূর্বভাগে সোমকুণ্ড নামে সরোবর আছে, তাহাতে স্নান ও তাঁহার জল পান করিয়া মনুষ্য কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। ২৪

কামাখ্যার সেবনের নিমিত্ত চন্দ্র, যখন স্বর্গ হইতে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার কিরণরাশি হইতে জলরাশি নিঃসৃত হয়। ২৫

সেই জলরাশিদ্বারা ইন্দ্র, পবিত্র মধ্যস্থলে ব্রহ্মশিলার উপর স্বনামে এবং চন্দ্রের নামে একটি কুণ্ড করেন। ২৬

'হে চন্দ্ররশ্মিসমূদ্ভূত মহোদধি-স্বরূপ চন্দ্রকুণ্ড! তুমি শ্রুতিদ্বারা লোকের আনন্দ উৎপাদন কর, তুমি আমার পাপ হরণ কর'। ২৭

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দ্র-সরোবরের জলে স্নান এবং চন্দ্রকূট পর্বতে আরোহণপূর্বক যে চন্দ্রমার পূজা করে, তাঁহার পত্নীর কখন সন্ততি বিচ্ছেদ হয় না। ২৮-২৯

মরণান্তে সেই মনুষ্য চন্দ্রপদ ভেদ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রকূটের তীরে নন্দন নামে একটি পর্বত আছে, সেই স্থানে কামাখ্যার সেবনে আসক্ত সুরপতি ইন্দ্র বাস করেন এবং সর্ব দেবেশ্বর হরিও সেই স্থানে ত্রিদশগণসেবিত আত্মভাব রক্ষা করিয়া সর্বদা বাস করেন। ৩০-৩১

প্রতি অমাবস্যায়, চন্দ্র তিনবার চন্দ্রকূট এবং নন্দন পর্বত প্রদক্ষিণ করেন। ৩২

চন্দ্রকূটজলে স্নান এবং চন্দ্রপর্বতে আরোহণ ও লোকপাল শক্রের পূজা করিলে মনুষ্য মহাফল প্রাপ্ত হয়। ৩৩

নন্দনের পূর্বভাগে ভস্মকূট নামে একটি পর্বত আছে। সেই স্থানে গমন করিলে লোকে উত্তম শান্তিলাভ করে। ৩৪

ভস্মকূটের দক্ষিণে উর্বশী নামে খ্যাত ইন্দ্রের প্রীতিকরী অমৃতধারিণী দেবী আছেন। ৩৫

পূর্বে দেবগণ ভোজনের নিমিত্ত যে অমৃত রক্ষা করিয়াছিলেন, উর্বশী কামাখ্যার নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিয়া এই স্থানে আগমন করেন। ৩৬

শিলারূপী মহাদেব তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন। সেই উর্বশী পূর্বোক্ত অমৃতরাশিকে কিছু কিছু অংশ করিয়া প্রত্যহ কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে অর্পণ করেন। ৩৭

ঊর্বশী সুধা-শিলার অন্তরে উর্বশী-কুণ্ডে বাস করেন। ঐ উর্বশীকুণ্ড ভস্মকূট পর্বতের মধ্যে অবস্থিত। ৩৮

ঐ কুণ্ড বত্রিশ ধনু বিস্তীর্ণ এবং পঞ্চাশ ধনু দীর্ঘ। এই স্থানে স্থান এবং ইহার জল পান করিয়া মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ৩৯

কামাখ্যা-যোনি-যোগিনী সর্ব্বদা ঈশানকোণের দিকে গমন করেন এবং উর্বশীকুণ্ডেও প্রবেশ করেন। ৪০-৪১

সেই স্থানে প্রত্যহ অমৃতদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হন এবং আনন্দযুক্ত হইয়া কামসহ রমণ করেন। ৪২-৪৩

ভস্মকূটের ঈশানকোণে মণিকূট নামে একটি পর্বত,–সেই স্থানে মণিকর্ণ নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে। ৪৪

সেই শিবলিঙ্গ সদ্যোজাতেরই প্রতিমূর্তি, সদ্যোজাতের মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ৪৫

চন্দ্রতীর্থের জলে স্নান, বাসবের সহিত চন্দ্রের স্পর্শ, মণিকর্ণেশ্বরের দর্শন এবং ভস্মাচলে গমন করিলে মুক্তি লাভ হয়। ৪৬

চন্দ্র–শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী, দশঅশ্বযুক্ত, সুবর্ণালঙ্কৃত, গদাপাণি, দ্বিহস্ত এবং বরপ্রদ। ৪৭।

ইন্দ্র, সহস্রনেত্র, গৌরাঙ্গ, দ্বিভুজ, বামহস্তে বজ্র এবং দক্ষিণ হস্তে অঙ্কুশধারী। ৪৮

ঐরাবতনামক হস্তীর পৃষ্ঠে স্থিত, বাণ ও তূণীরযুক্ত, কক্ষে ধনু এবং মহেশ্বরীর সেবায় নিরত। ৪৯

বকার যাঁহার অনন্তর বর্ণ, তাহা অর্থাৎ লকার অর্ধচন্দ্র এবং অনুস্বার যুক্ত হইলে ইন্দ্রের বীজ হয়, উহা দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিবে। ৫০

হিমালয় পর্বত হইতে নির্গত সুমঙ্গলা নামক শোভনা নদী, মণিকূটের পূর্বদিকে সর্বদা প্রবাহিত হইতেছে। ৫১

যে মনুষ্য, মণিকূটে আরোহণ করিয়া সেই নদীকে দর্শন করে, সে গঙ্গাস্নান জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ৫২

মণিকূট-অচলের পূর্বে মৎসধ্বজনামক একটি কুল পর্বত আছে; যে স্থানে কাম মহাদেবের নেত্রবহ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া তপস্যা দ্বারা বৃষধ্বজকে আরাধনা করিয়া পুনর্বার শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৩

মৎস্যরূপধারী বিষ্ণু সেই স্থানে অধিত্যকা ভূমিতে পৃথিবী অবলোকন করত অবস্থান করিতেছেন। ৫৪

সেই স্থানে দক্ষিণবাহিনী শাশ্বতী নামে নদী এবং কামসরো নামক সরোবর বিদ্যমান আছে। ৫৫

শাশ্বতীর জলে স্নান এবং কামসরোবরের জল পান করিলে সকল কাম হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে সম্মান প্রাপ্ত হয়। ৫৬

গন্ধমাদনের পূর্বে সুকান্তনামে একটি পর্বত আছে, তাহার প্রান্তে ইন্দ্রের কুণ্ড, উহার নাম বাসবামৃত-ভোজন। ৫৭

পূর্ব্বে শচীপতি ইন্দ্র, কামরূপে তাহার দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া শরীরের শ্রান্তিবশত অমৃতপান করিয়াছিলেন। ৫৮

বাসবকুণ্ডে স্নান এবং সুকান্তক পর্বতে আরোহণ করিলে বাসবের প্রিয় হইয়া শত্রুলোকে গমন করে। ৫৯

সুকান্তের পূর্বদিকে রক্ষঃকূট নামে পর্বত, এইখানে সর্বদা রাক্ষসেশ্বর নিঋতি বাস করেন। ৬০

তিনি খড়গহস্ত, তাঁহার শরীর অতি বৃহৎ, বামহস্তে ঢাল, মস্তকে জটাজূট উন্নত, দেখিতে একটি কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের তুল্য, দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত এবং গর্দভোপরি আরূঢ়। ৬১

আদি, প্রান্ত এবং উপান্ত বর্ণ, অনুস্বার ও বিসর্গের সহিত হইয়া যে বীজ হয়; উহার দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। ৬২

যে মনুষ্য রক্ষঃকূট পর্ব্বতে আরোহণ, রাক্ষসেশ্বর নিঋতি এবং রাক্ষসেশ্বরী চণ্ডিকাকে পূজা করে, তাহার আর রাক্ষস হইতে কখন ভয় হয় না। ৬৩

হে রাজন! রাক্ষস, পিশাচ, বেতাল এবং গণনায়কগণ তাহাকে দেখিয়া সর্বদা ভয় পায়। ৬৪

রক্ষঃকূট হইতে পূর্ব্বদিকে ভৈরবরূপী মাধব অবস্থান করেন, তাঁহার নাম পাণ্ডুনাথ এবং তাঁহার রূপ অতি ভয়ঙ্কর। ৬৫

সেই পাণ্ডুনাথ দেবতাকে এবং পাণ্ডুনাথ পর্ব্বতকেও সর্বদা অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। ৬৬

হে রাজন! যাঁহার বর্ণ রক্ত ও গৌর, বাম হস্তে গদা এবং পদ্ম, দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং শক্তি, হস্ত চারিখানি, আসন রক্তপদ্ম, মস্তকে মুকুট, কর্ণে বিশুদ্ধ কুণ্ডল, বক্ষস্থলে উত্তম শ্রীবৎস,-তাঁহাকে “নমো নারায়ণায়” এই বিষ্ণুর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করিলে, চতুর্বর্গ সিদ্ধি হয়। ৬৭-৬৯

পাণ্ডুনাথের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড নামে সরোবর, ইহা পূর্বে ব্রহ্মা স্বর্গবাসীদিগের স্নানের নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৭০

ইহার দীর্ঘতা একশত ব্যাম-পরিমিত এবং বিস্তার তাহার অর্ধ। ইহা সকল পাপহর, পবিত্র এবং দেবলোক হইতে আগত। ৭১

'হে ব্রহ্মকুণ্ড! তুমি কমণ্ডলু হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি অমৃতের সরোবর। আমার সকল পাপ হরণ কর এবং স্বর্গ ও পুণ্যের সাধন কর'। ৭২

মনুষ্য তাহার জলে এই মন্ত্র বলিয়া স্নান এবং পাণ্ডুনাথকে পূজা করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৭৩।

মনুষ্য ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, উমাপতির পূজা এবং বায়ুকূট পর্বতে আরোহণ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ৭৪

পাণ্ডুনাথের পূর্বদিকে চিত্রবহনামক পর্বত, সেখানে বিষ্ণু সর্বদা বরাহরূপ ধারণ করত বাস করেন। ৭৫

ইহার পূর্বে কামাখ্যা দেবীর আবাস,-নীলকূট পর্বত এবং তাহার পূর্ব ভাগে ব্রহ্মার আবাস স্থান। ৭৬

ব্রহ্মগিরি ব্রহ্মশৈলের পূর্বভাগে মাটির উপর শুভাবর্ত, মনোহর এবং গভীর কামাখ্যার নাভিমণ্ডল অবস্থিত। ৭৭

সেইস্থানে পরমেশ্বরী উগ্রতারারূপে রমণ এবং বাস করে। সেইস্থানে সেই শুভকারিণী দেবীকে সেই রূপেই পূজা করিবে। ৭৮

তাঁহার বীজমন্ত্র পূর্বে উত্তরতন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই শিবার ধ্যানযোগ্য রূপ শ্রবণ কর। ৭৯

তিনি কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী এবং দীর্ঘা, তাঁহার দন্তগুলি ছাড়া ছাড়া এবং রাঙা রাঙা, তাঁহার অঙ্গ কৃশ, হস্ত চারিখানি, দক্ষিণ দিকের দুই হাতে কাতারি এবং খর্পর, বাম দিকের দুই হাতে খড়্গ এবং ইন্দীবর, মস্তকে কেবল একটা জটা। তিনি বাম পাখানি শবের ঊরুদ্বয়ে এবং দক্ষিণ পাখানি একটু উঠাইয়া শবের বক্ষঃস্থলে রাখিয়া অট্টহাস করিতেছেন। তাঁহার গলায় সর্পের হার এবং মুণ্ডমালা, তিনি কামপ্রদায়িনী। ৮০-৮২

এই দেবীর মণ্ডল ত্রিকোণ, বীজ হুঁকার-মধ্য, দ্বারে নানাবিধ যোগিনী; হে নরশার্দূল! তাহাদের নাম ইহার পূজা-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহা সেই স্থান হইতে জানিবে। উর্বশীতে যথাবিধি স্নান, পাণ্ডুশিলাস্পর্শন এবং নীলকুটে আরোহণ করিলে মনুষ্য আর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। ৮৩-৮৪

‘হে উর্বশি! তুমি ইন্দ্রপুরী হইতে আগত, বারাণসী অপেক্ষাও অধিক ফলদায়িনী, তোমার শরীর অমৃত দ্বারা ব্যাপ্ত; তুমি আমার পাপ হরণ কর। ৮৫

হে দেবি উর্বশি! তুমি অমৃতস্রাবিণী, অমৃত রাশি দ্বারা পরিপূর্ণ তোমার ঐ অমৃত দ্বারাই আমাকে মোক্ষ প্রদান কর। ৮৬

হে দেবি উর্বশি! তুমি ইন্দ্রের প্রিয়া, বারাণসী অপেক্ষাও অধিক ফল দায়িনী এবং লৌহিত্য-হ্রদের সহিত সঙ্গতা, তুমি আমার পাপ নাশ কর। ৮৭

এইরূপ স্তুতিবাচক মন্ত্র পাঠ করিয়া উর্বশীর জলে স্নান করিয়া মনুষ্য সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বিরাজ করে। ৮৮

উর্বশী-দ্বিভুজা সুবর্ণকঙ্কণধারিণী, অমৃত স্রাবণের নিমিত্ত তাঁহার হাতে একটী সুবর্ণের পাত্র আছে। ৮৯

তিনি শুক্লবস্ত্রা, গৌরবর্ণা, পীনোন্নত-পয়োধরা, সর্বাঙ্গসুন্দরী, শুদ্ধা এবং সর্বাভরণভূষিতা। ৯০

ইহার নামের আদ্যাক্ষর (উকার) ই ইহার বীজ অর্থাৎ উমার যাহা মন্ত্র, ইহারও সেই মন্ত্র। কামাখ্যা পর্বতের পূর্ব্বদ্বারে গণেশ এবং মনোহর অগ্নিবেতাল অবস্থান করিতেছেন। ৯১-৯২

ইহাদের স্বরূপ এবং মন্ত্র মহাদেব পূর্বে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, হে মহারাজ! শ্রবণ কর। ৯৩

'ওঁ নমো উল্কামুখায়' মূল বীজাদি-সঙ্গত এই মন্ত্রই দ্বারে স্থিত সিদ্ধ গণেশের মূলমন্ত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ৯৪

এক্ষণে তাঁহার রূপ বর্ণন করিতেছি,–তিনি গজমুখ, ত্রিলোচন, লম্বোদর, চতুর্হস্ত, সর্পের যজ্ঞোপবীতধারী, শূর্পকর্ণ অর্থাৎ শুণ্ড দুটি কুলার মত, বৃহৎ শুণ্ড, একদন্ত, স্থূলোদর। ৯৫-৯৬

তাঁহার দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে দণ্ড এবং উৎপল ও বামদিকের হস্তদ্বয়ে লড্ডুক এবং পরশু শোভা পাইতেছে। ৯৭

তাহার শরীরের অতিশয় বৃহত্ত্ব হেতু গগন ভিন্ন হইয়াছে, তাঁহার স্কন্ধ, চরণ এবং করতলদ্বয় স্থূল। তিনি সুবুদ্ধি এবং কুবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত এবং মুষিকের উপর অবস্থিত। ৯৮

পঞ্চবক্ত্রের পূজায় যে মন্ত্র ও বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার পূজাতেও সেই মন্ত্র ও সেই বিধির অনুসরণ করিবে। ১৯

অগ্নিবেতাল দ্বিভুজ, স্কুলাস্য, রক্তনেত্র এবং দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর, ইহার ডান হাতে একখানি ছুরি এবং বাঁ হাতে রুধিরের পাত্র, ইহার দাঁতের জন্য মুখ আরও বিকট হইয়াছে, শরীর ক্ষীণ, সর্বাঙ্গে শির উঠিয়াছে, মাথায় একটা লম্বা জটা এবং মুখ হইতে অতি বিকট শব্দ উচ্চারিত হইতেছে। ১০০-১০১

প হইতে চতুর্থ বর্ণ অগ্নিবীজ এবং ষষ্ঠ স্বর যুক্ত হইলে অগ্নিবেতালের মন্ত্র, ইহা সর্ব্বত্র ভয়ের নাশকারী। ১০২

এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নিবেতালের যে পূজা করে, তাঁহার ভূতাদির ভয় থাকে না। ১০৩

হে নৃপ! শৈলপুত্রী প্রভৃতি অষ্ট যোগিনীর অষ্টাক্ষর মন্ত্র পূর্ব্বে বৈষ্ণবী তন্ত্রে ক্রমশঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে নৃপ-শার্দূল! পূর্বে শৈলপুত্রীর অপর যোগিনীগণের অঙ্গমন্ত্র ও স্বরূপ বিশেষ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৪-১০৫

হে নৃপসত্তম! এই সমুদয় যোগিনীগণকে প্রত্যক্ষর বীজ, দুর্গাবীজ অথবা নেত্রবীজদ্বারা পূজা করিবে। ১০৬

কাত্যায়নী এবং পাদদুর্গার দুর্গাতন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে এবং ঐ পূজার নিয়ম পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৭

কালরাত্রির মন্ত্রদ্বারা কালরাত্রির পূজা করিবে। কালরাত্রির রূপ এবং মন্ত্র পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১০৮

মহামায়ার তন্ত্র ও মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরীর পূজা করিবে। এই সকল যোগিনীগণ কামাখ্যার ন্যায় ফলদায়িনী। ১০৯

যে পূজার কোন প্রকার মন্ত্র বা দেবতার স্বরূপ বলা হয় নাই, সেই পূজা দুর্গাতন্ত্রোক্ত মন্ত্রদ্বারাই সম্পন্ন করিবে। ১১০

যে নরশ্রেষ্ঠ এক এক করিয়া সকল যোগিনীর পূজা করে, সে সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১১১

নাভিমণ্ডলের পূর্বে এবং ভস্মকূটের দক্ষিণে নীল শৈলের স্বরূপ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১১১

পূর্বে যমের প্রতিমূর্তিধারী কর্পট নামে পর্ব্বত আছে। সেই স্থানে নীলাঞ্জনতুল্য কৃষ্ণবর্ণ যাম্য শিলা অবস্থিত। হে রাজেন্দ্র! ঐ শিলা পর্বতের অধিত্যকায় অবস্থিত পঞ্চ বাণ বিস্তৃত। ১১৩-১৪

নিত্য প্রাণদণ্ডের সাধকদণ্ড যাঁহার হস্তে, ঐ শিলায় সেই যমের পূজা করিবে। ১১৫

যম–কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ; তাঁহার মস্তক উজ্জ্বল কিরীট এবং মুকুট বিরাজমান, বামহস্তে সর্বদা একখানি ছুরিকা আছে, বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ, পা দুখানি স্থূল, দাঁতগুলি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি মনুষ্যগণকে নিত্য ভয় এবং অভয় প্রদান করেন, তাঁহার বাহন মহিষ। ১১৬-১৭

সাধক যাম্য বীজ দ্বারা পরম ভক্তিসহকারে যমের পূজা করিবে। উপান্তবর্ণের আদি বর্ণ (য) অর্ধচন্দ্র এবং অনুস্বার যুক্ত হইলে, যমবীজ হয়। ইহা যমের প্রীতিকারক। ১১৮

কর্পটনামক পর্ব্বতে এই মন্ত্র দ্বারা যে যমের পূজা করে, তাহার আর মৃত্যু হয় না। ১১৯

কর্পট পর্বতের পূর্বে চিত্রনামক একটি পর্বত আছে। উহা ভৃঙ্গেশীর অগ্নিকোণে অবস্থিত। ১২০

ব্রহ্মপীঠের নীচে অর্বাক্ নামে পর্বত আছে, উহাতে নবগ্রহগণ যথেচ্ছাক্রমে বাস করেন। ১২১

সেই পর্ব্বতের উপর যে ব্যক্তি ঐ গ্রহদিগের পূজা করে, সে কখনও আপদ প্রাপ্ত হয় না। ১২২

চন্দ্র ও সূর্যের রূপ ও মন্ত্র পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট সাত জন গ্রহের মন্ত্র ও রূপের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। ১২৩

মঙ্গল–রক্তবস্ত্রধারী, শূলী, শক্তি ও গদাধর, চতুর্ভূজ, মেষবাহন এবং বরদ। ১২৪

বুধ-পীতবস্ত্রধারী, শূলী; পীতবর্ণের মালায় ভূষিত এবং পীতবর্ণের অনুলেপনে অনুলেপিত। তাঁহার হস্তে খড়্গ, চর্ম এবং গদা, বাহন সিংহ এবং তিনি বরদ। ১২৫

দেবগুরু বৃহস্পতি,–সুবর্ণের মত গৌরবর্ণ, পীতবস্ত্রধারী, সুবর্ণ পঙ্কজের উপর উপবিষ্ট, তিনি চতুর্ভূজ, চারি হস্তে মালা, কমণ্ডলু এবং পদ্ম ধারণ ও বর দান করিতেছেন। ১২৬-২৭

দৈত্যগুরু শুক্র,–সকল দেবগণের মান্য, মনোহর শুক্লবর্ণ, শুক্লবস্ত্রধারী, শঙ্খনাগের উপর উপবিষ্ট, চতুর্ভূজ; দক্ষিণ হস্তে অক্ষ মালা এবং পুস্তক ধারণ, বাম হস্তে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। ১২৮

শনৈশ্চর,-ইন্দ্রনীলের ন্যায় নীলবর্ণ, শূলী, বরদাতা, গৃধ্রবাহন, পাশ এবং ধনুকধারী। ১২৯

কামদেবের বীজ মঙ্গলের মন্ত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। দুর্গার নেত্রবীজের মধ্যস্থিত অক্ষরই বুধের বীজ, উহা সর্বকামফলপ্রদ। ১৩০-১৩১

তকার পঞ্চম চতুঃষট স্বর সংযুক্ত হইলে গণেশবীজ অন্তে–ইহা বৃহস্পতির মন্ত্র। ১৩২

সকল গ্রহদিগের মন্ত্রের বর্ণ কীর্তিত হইল। মহামতি ধীর মনুষ্য ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইয়া শান্তি ও পৌষ্টিক-কার্যে পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বারা ঐ সকল গ্রহদিগের পূজা করিবে। ১৩৩-১৩৭

রাহু,-একদিকের হস্তে বর এবং অভয়দান করিতেছেন। অপরদিকের হস্তে খড়্গ এবং চর্ম ধারণ করিতেছেন। সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পণ্ডিতগণকর্তৃক অভিহিত হন। ১৩৮

কেতু-ধূমবর্ণ, বিশালাক্ষ, পুচ্ছরূপী চতুর্ভূজ, খড়্গ, চর্ম, গদা এবং বাণধারী ও শবের উপরে স্থিত। ১৩৯

মনুষ্য চিত্রশৈলে এইরূপে নবগ্রহগণের পূজা করিয়া অভীপ্সিত এবং উত্তম শান্তি লাভ করে। ১৪০-৪২

চিত্রকূটের পূর্বদিকে কজ্জল নামক একটি উত্তম পর্বত আছে। সেই স্থানে বিদ্যাধর-আদি সকলপ্রকার দেবযোনি বাস করেন। ১৪৩

সেই পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক সকল দেবগণকে নমস্কার করিলে মনুষ্য ইহলোকে অতুল লক্ষ্মী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। ১৪৪

কজ্জলাচলের পূর্বদিকে শুভনামে একটি পৰ্ব্বত আছে, সেই পৰ্ব্বতে পূৰ্ব্বকালে সুরেশ্বর ইন্দ্র, শচীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। ১৪৫

তাঁহার পূৰ্ব্বে কপিলগঙ্গা নামে নদী আছে, সেই স্থানে স্নান করিয়া মনুষ্য গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৪৬

হে নরেশ্বর! কামাখ্যা-নিলয়ের পূর্ব এবং দক্ষিণদিকে ব্রহ্মবিল নামক একটি মহৎ আবৰ্ত্ত আছে। ১৪৭

উহার পরিমাণ পঞ্চবিংশতি যোজন। ঐ পূর্বোক্ত আবৰ্ত্ত হইতেই শ্বেতবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় দৃশ্যমান নদী নিঃসৃত হইয়াছে। ১৪৮

দেবগণ 'ক' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, যেহেতু সেই ব্রহ্মার বিল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে এবং গঙ্গার মত ফল দান করে এই নিমিত্ত উহার নাম কপিলগঙ্গা। ১৪৯

মন্বন্তরার দিন এই কপিলগঙ্গায় স্নান করিলে মনুষ্য প্রথমে স্বর্গ এবং তাহার পর ব্রহ্মলোকে গমন করে। ১৫০

ঐ নদী অতিক্রম করিয়া দমনিকা নামে আর একটি নদী আছে, উহার জল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ এবং ঐ নদী পাপের দমনকারিণী। ১৫১

তাহার পর ঐ নদীর পূৰ্ব্বভাগে বৃদ্ধা নামে আর একটি উত্তম নদী আছে, উহা গঙ্গার মত ফলদায়িনী। ১৫২

সমুদয় মাঘমাস ঐ নদীতে এবং দমনিকা নদীতে স্নান করিয়া মনুষ্য নির্বাণপদ প্রাপ্ত হয়। ১৫৩

দমনিকা নদীর পূর্বোত্তর কোণে যমুনাসদৃশ ফলদায়িনী দিব্যযমুনা নাম্নী এক মহতী নদী আছে। ১৫৪

দক্ষিণ-পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই দিব্যযমুনা দক্ষিণ-সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত। যে কোন মাসে এক মাস কাল তথায় স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়, এবং উত্তম ভোগ-সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়। ১৫৫-১৫৬

তন্মধ্যে, দুর্জ্জয়নামক গিরিবনে শিব-সম্ভোগ-সম্ভূত ভৈরবদেব এবং শরভরূপী মহাদেবের মহাভৈরব নামে প্রসিদ্ধ মধ্যখণ্ড বর্তমান। ১৫৭

যে জ্ঞানী পঞ্চবক্ত্র মন্ত্র দ্বারা তাহাকে পূজা করে, সে শিবলোকে গমন করে। ১৫৮

নীলতন্ত্রে কামেশ্বরের যে পূজা কথিত হইয়াছে, দুর্জয় পর্ব্বতে তদনুসারেই তাহার পূজা করিবে। ১৫৯

সেখানে, ভৈরব-গঙ্গা এবং ভৈরবসবোবর আছে, মনুষ্য, তথায় স্নান করিলে অমর হইয়া শিব-লোকে বাস করে। ১৬০

দুর্জয় পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বরাহ নামে এক নগর আছে, ঐ নগরের দক্ষিণে ক্ষোভক নামে এক নগর এবং তাহার দক্ষিণে ক্ষোভক নামে মহাশৈল আছে। সেই পর্ব্বতে রক্তশিলা-পৃষ্ঠে দেবী অবস্থিতা আছেন। তিনি পঞ্চযোনি-স্বরূপা এবং তাঁহার নাম পঞ্চ-পুষ্করিণী। ১৬১-৬২

হিমালয়-নন্দিনী দুর্গা, নিত্য একত্রই পঞ্চবক্ত্রকে পঞ্চযোনি দ্বারা সুখান্বিত করিতে তথায় বর্তমান আছেন। ১৬৩

সেই পর্ব্বতের পূর্বভাগে কান্তা নামে মহানদী; এই মহানদী উত্তর হইতে আসিয়া দক্ষিণ সাগরে গমন করিতেছে। ১৬৪

সেই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে দিব্যকুণ্ড নামে মহাকুণ্ড বর্তমান। তথায় স্নান করিয়া সেই দেবীকে পূজা করিবে। ১৬৫

যে সৌভাগ্যশালী মনুষ্য, দিব্যকুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চপুষ্করিণী দেবীকে পূজা করে, তাঁহার আর জন্ম হয় না। ১৬৬

তথায় পঞ্চযোনি পুষ্করিণীরূপে বর্ত্তমান, এইজন্যই ঐ দেবীর নাম পঞ্চ পুষ্করিণী। ১৬৭

কুশ-পুষ্প যেরূপ ভাবে থাকে, পঞ্চপুষ্করিণীর দেবীর সর্ব কামপ্রদ প্রচণ্ড পঞ্চযোনিও সেইরূপ ভাবেই আছেন। ১৬৮

সাধক-শ্রেষ্ঠগণ ত্রিপুর মন্ত্র বা কামেশ্বরী-মন্ত্র ও তদীয় পূজাবিধি অনুসারে তাঁহাকে পূজা করিবে। ১৬৯

ত্রিপুরা-বালা এবং কামেশ্বরীর যে মন্ত্র, ইহারও সেই মন্ত্র। ১৭০

উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা এবং চণ্ডা–পঞ্চপুষ্করিণী দেবীর এই পাঁচজন যোগিনী। ১৭১

সেই শিলাপৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ-পূর্বকোণে পঞ্চ পুষ্করিণী আছে, তথায় নায়ক হেরুকনামে শিব-লিঙ্গ আছেন, সাধক, তাহাকেও পূজা করিবে। ১৭২

ভৈরব মন্ত্রে তাহাকে পূজা করিলে স্বর্গ লাভ হয়। ১৭৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! শিব বলিয়াছেন–দেবী চণ্ডগৌরী এই পঞ্চপুষ্করিণী দেবীর নির্মাল্যধারিণী। ১৭৪

হে নরশ্রেষ্ঠ! বসন্তকালে কান্তা-সলিলে স্নান করিলে ইহলোকে রূপ-গুণ সম্পন্ন হয় এবং অন্তে শিবলোক লাভ করে। ১৭৫

সেই ক্ষোভক পর্বতের ঈশানকোণে উত্তুঙ্গ সন্ধ্যাচল, বসিষ্ঠ এইখানে থাকিয়াই উগ্রতারাদেবী প্রভৃতিকে শাপ দেন। ১৭৬

পূর্ব্বকালে ব্রহ্ম-নন্দন বসিষ্ঠ, নিমিরাজার শাপে দেহ-হীন হন; রাজর্ষি নিমিও বসিষ্ঠ-শাপে দেহহীন হন। ১৭৭

তখন বসিষ্ঠ ব্রহ্মার উপদেশে নির্জন কামরূপপীঠে সন্ধ্যাচলে তপস্যা করেন, তাহাতে বিষ্ণু তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ১৭৮

বিষ্ণু বরদান করিলে, মহর্ষি, সেই বরপ্রভাবে সন্ধ্যা-গিরি-প্রস্থে অমৃতানয়ন পূর্ব্বক মহাকুণ্ড নির্মাণ করিয়া তথায় স্নান ও তদীয় জল পান করিবামাত্র পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণ শরীর প্রাপ্ত হন। ১৭৯-১৮০

সেই অমৃতকুণ্ড হইতে সন্ধ্যানদী নিঃসৃত হইয়াছেন, তথায় স্নান করিলে মনুষ্য চিরজীবী এবং নীরোগ হয়। ১৮১

সেই নদীর পূর্বে ললিতানাম্নী মনোহারিণী দক্ষিণ-সাগর-গামিনী এক মহতী নদী আছে; মহাদেব ঐ নদীকে অবতারিত করেন। ১৮২

যে মনুষ্য, বৈশাখমাসের শুক্লতৃতীয়াতে ললিতা-স্নান করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ১৮৩

ললিতা নদীর পূর্বতীরে ভগবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে; ভগবান্ বিষ্ণু, লিঙ্গরূপে তথায় বর্তমান আছেন। ১৮৪

যে মনুষ্য, শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে ললিতা-স্নান করিয়া ভগবৎ-পর্বতে আরোহণপূর্ব্বক পরমেশ্বর বিষ্ণুর পূজা করে, সে সশরীরে বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১৮৫

পূর্বোক্ত এবং এই সমস্ত নদী–সকলেই উত্তরবাহিত এবং দক্ষিণ-সাগর গামিনী; এইসকল নদীই গঙ্গাসদৃশ। ১৮৬

উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অশীতিতম অধ্যায় — নদী বিবরণের উপসংহার

ঔর্ব বলিলেন,–মৎস্য-ধ্বজাধিষ্টিত শাশ্বতী নামে যে নদীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার পূর্বে দীপবতী নামে এক নদী আছে। ১

দীপবতী নদী হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন এবং দীপের ন্যায় অন্ধকার নষ্ট করে, এইজন্য দেব-মনুষ্য-সমাজে দীপবতী নামে তাহার প্রসিদ্ধি। ২

দীপবতী-নদীর পূর্ব্বদিকে শৃঙ্গাট নামে পর্ব্বত, তথায় দেবদেব মহাদেবের একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ৩

সিদ্ধ-ত্রিস্রোতা-নামে দক্ষিণসাগরগামিনী এক নদী শৃঙ্গাটক পর্বত হইতে ক্ষরিত হইয়া তদীয় পাদমূলেই প্রবাহিত। ৪

সেই শিব-প্রিয়-কারিণী নদী, সেখান দিয়াই দক্ষিণ সাগরে গিয়াছেন। ৫

যে নরশ্রেষ্ঠ, সেই নদীর জলে স্নান করিয়া শৃঙ্গাটক-পর্বতে আরোহণ পূর্ব্বক লিঙ্গরূপী শঙ্করের পূজা করে। সে, শুদ্ধচিত্ত ও উজ্জল-সুন্দর শরীর সম্পন্ন হইয়া ইহলোকে অতুলনীয় অভিলষিত বস্তুলাভ এবং অন্তে শিবলোকে গমন করে, তাহার পর মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ৬-৭

তথায় হর,–দ্বিভুজ–বৃষভ-বাহনরূপে উমার সহিত ক্রীড়া করত অবস্থিত; বামদেবের মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি অনুসারে তাঁহার এবং উমা-মন্ত্রানুসারে দেবীর পূজা করিবে। তাঁহার পূর্বদিকে বৃদ্ধ-বেদিকা নামে নদী। ৮-৯

মানুষ, সেখানে স্নান করিলে দেবিকা স্নানফল প্রাপ্ত হয়। ১০

তৎপরে হিমালয়গিরি সম্ভূতা ভট্টারিকা নামে মহানদী; দেবগণ সুখে এই নদীর জল সেবা করিয়া থাকেন। ১১

যে ব্যক্তি, চারিটি যুগাদ্যা তিথিতে সেই নদীতে স্নান করে, তাহার পরম পদ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ১২

নাটকপর্বতে মানস-সরোবরসদৃশ একটি সরোবর আছে; হে নর-শার্দূল! স্বর্ণ-কমল শোভিত এই সরোবরে মহাদেব পার্বতীর সহিত সতত জলক্রীড়া করেন। ১৩

সেই পর্বতের পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বভাগ হইতে তিনটী নদী উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। ১৪

তাঁহার পশ্চিমভাগোৎপন্ন নদীর নাম দিককরিকা; দিগন্তহস্তীদিগের আঘাতে উহার উৎপত্তি বলিয়া ঐ নদীর নাম হইয়াছে দিককরিকা। ১৫

যে নদী, মধ্যভাগ হইতে নিঃসৃতা, শঙ্করের অবতারিতা সেই নদীর নাম বৃদ্ধগঙ্গা; বৃদ্ধগঙ্গা গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী। ১৬

যে নদী, সেই গিরিবরের পূর্বভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাঁহার নাম সুবর্ণশ্রী; এই নদীও গঙ্গার ন্যায় ফলপ্রদা। ১৭

পার্বতীর স্নান করিবার সময়ে শরীরবিচ্যুত স্বর্ণকণিকা–এই নদী ধীরে ধীরে বহন করে। ১৮।

শম্ভু, ক্রীড়া সময়ে পার্বতীর গাত্রে সুবর্ণ-কণার সহিত যে চন্দনবিন্দু অর্পণ করেন, স্নান সময়ে সেই স্বর্ণকণিকা ও চন্দনবিন্দু স্বর্ণশীর জলে ধৌত হইয়া যায়, এই জন্য সেই সর্বশ্রেষ্ঠা নদী সুবর্ণ-শ্রীর নামান্তর স্বর্ণবহা। ১৯-২০

নরশ্রেষ্ঠ, চৈত্রমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে সংযতচিত্তে এই সকল নদীতে ত্রৈকালিক স্নান করিলে বহুকাল দেবী-গৃহে থাকিয়া শেষে ব্রহ্মলোকে গমন করে। তথা হইতে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সার্বভৌম নরপতি হয়। ২১-২২

বৃদ্ধগঙ্গার জলমধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে, বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং যোনিমণ্ডলরূপা মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত। ২৩

পূর্ব্বকালে জগৎপতি মহাদেব, তথায় হয়গ্রীবের সহিত যুদ্ধ করেন এবং হয়গ্রীবকে বধ করিয়া মণিকূটে গমন করেন। ২৪।

তথায় যে ব্যক্তি দ্বাদশী, অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে উপবাসী থাকিয়া, শারদামন্ত্র ও পূজাক্রমানুসারে ভগবতী দুর্গাকে, হয়গ্রীব-মন্ত্র-তন্ত্রানুসারে গরুড়ধ্বজকে এবং কামেশ্বরের মন্ত্র তন্ত্রানুসারে শঙ্করকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। ২৫-২৭

সে ব্যক্তি, তিন কল্পকাল শিবধামে, তিন কল্প বিষ্ণুধামে এবং তিনকল্প দুর্গাধামে অবস্থিত হইয়া পরিশেষে পৃথিবীতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ২৮

সুবর্ণশ্রী নদীর পূর্বভাগে নির্মলসলিলা কামা-নদী, কামা নদীর পূর্বভাগে সোমাশনা নদী। ২৯

সোমাশনা নদীর পূর্বদিকে বৃষোদকা-নাম্নী নদী। ৩০

তাহার পূর্বে কামরূপ পাঠের প্রান্তভাগে মহামায়া জগজ্জননী দেবী দিক্করবাসিনীরূপে অবস্থিত; পূর্বে ইহার কথা বলিয়াছি। ৩১

এই যে সকল নদী বলিলাম, ইহারা সকলেই দক্ষিণ-বাহিনী; ইহাতে স্নান এবং ইহাদিগের জল পান করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ৩২

দিক্করবাসিনীর প্রান্তভাগে শ্বেতগঙ্গা নামে স্বর্ণদী-সদা প্রবাহিত; এই নদী সাক্ষাৎ-গঙ্গা-সদৃশ ফলদায়িনী। ৩৩

ভূমি-পাঠস্থিতা দিক্করবাসিনী দেবী, অন্তঃসলিলে প্লাবিত করত বিষ্ণুর প্রত্যক্ষগোচর হন। ৩৪

শ্বেতগঙ্গাজলে স্নান করিবার পর, হরি-হর-বিরিঞ্চিকে দর্শনপূর্বক ললিতকান্তা দেবীর পূজা করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না। ৩৫

দিক্কর-বাসিনী দেবীর পাঠে স্বয়ং ভগবান্ শম্ভু লিঙ্গরূপে, বিষ্ণু শিলারূপে এবং ব্রহ্মা লিঙ্গরূপে অবস্থিত। ৩৬

আর সেখানে দেবী দুর্গা, তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা–এই দুইরূপে বিহার করেন। ৩৭

রাজন! ললিতকান্তা নাম্নী পরাৎপরা মঙ্গলচণ্ডিকারই নাম তীক্ষ্ণকান্তা। তীক্ষ্ণকান্তা দেবী কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, একজটারূপা। সেই দেবীকে সাধক, সতত সেই রূপানুসারেই পূজা করিবে। ৩৮-৪০

ইহার অঙ্গমন্ত্র, অঙ্গিমন্ত্র ও রূপ পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। মন্ত্রপাঠ পূর্বক ইহার ত্রিকোণমণ্ডল কর্তব্য। ৪১

"রেখে সুরেখে তথা তিষ্ঠন্তু" ইহাই তীক্ষ্ণকান্তার মণ্ডলন্যাস মন্ত্র কীর্তিত হইল। ৪২

নরান্তক, ত্রিপুরান্তক, দেবান্তক, যমান্তক, বেতালান্তক, দুর্ধরান্তক, গণান্তক এবং শ্রমান্তক- এই কয়জন, তীক্ষ্ণকান্তার দ্বারপাল। ৪৩

মণ্ডলের আটদিকে সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগের পূজা করিবে। সম্বোধনান্ত এক একটি এই নাম তৎপরে "বজ্রপুষ্পং" তৎপরে "স্বাহা" একত্র করিলে যাহা হয়, তাহাই এই দ্বারপালদিগের মন্ত্র। ৪৪

তীক্ষ্ণকান্তা ও উগ্রতারা এই দুই মূর্তিতেই পাত্র, উপকরণ, স্থান-ন্যাস ইত্যাদির–বিবরণ সমুদায় উত্তর-তন্ত্র-মতে গ্রাহ্য। ৪৫

রাজন! চামুণ্ডা, করালা, সুভগা, ভীষণা, ভগা এবং বিকটা-দেবীর এই ছয়জন যোগিনী। ৪৬

"হে ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে বিকটদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ" ইহাই পীঠদেবী তীক্ষ্ণ কান্তার গায়ত্রী। বিকট-চণ্ডিকা দেবী ইহার নির্মাল্যধারিণী। ৪৭-৪৮

ইহার জপমালা মৃন্ময়ী বা রুদ্রাক্ষ-সম্ভূতা হইবে। তীক্ষ্ণকান্তা দেবীর পূজাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহাই বলিলাম। ৪৯

এতদ্ভিন্ন উপচার বলিদান জপ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই পূর্ব্বোক্ত কামাখ্যা পূজার ন্যায় করিতে হইবে। ৫০

নরনাথ। তীক্ষ্ণকান্তাদেবীর পানীয়ের মধ্যে মদিরা, বলির মধ্যে নরবলি এবং নৈবেদ্যের মধ্যে মোদক, নারিকেল, মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষুই প্রশস্ত এবং তাঁহার প্রীতিপ্রদ। ৫১

বরাভয়দায়িনী দ্বিভুজা গৌরবর্ণা রক্তপদ্মাসনে অবস্থিতা মুকুট-কুণ্ডল-মণ্ডিতা রক্ত-কৌষেয়-বসন-পরিধানা সস্মিতমুখী প্রসন্নবদনা। ৫২-৫৩

নব-যৌবন-সম্পন্না চার্বঙ্গী ললিত-প্রভা ললিত-কান্তা নাম্নী মঙ্গলচণ্ডিকা-দেবীর মন্ত্র পূর্বোক্ত একাক্ষর উমা-মন্ত্রই জানিবে। তাদ্বারাই তাঁহার পূজা করিবে। ৫৪-৫৫

“নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ত্বাং চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নো ললিতকান্তা প্রচোদয়াৎ” ইহাই ইষ্ট সিদ্ধি-দায়িনী ললিত-কান্তার গায়ত্রী। মঙ্গলবারই ললিতকান্তা দেবীর প্রিয় বার। ৫৬-৫৭

বসন্তকাল এবং পঞ্চমস্বরও ইহার প্রিয়। উন্নতি উদ্দেশে অষ্টমী এবং নবমীতে ইহাকে পূজা করিবে। ৫৮-৫৯

ললিত চণ্ডিকাদেবী ইহার নির্মাল্যধারিণী। দূর্বাঙ্কুর এবং আতপ-তণ্ডুলে ইনি অতিশয় প্রীতিযুক্ত। ৬০

ললিত-কান্তা-পূজনে ইহাই বিশেষ বিধি; এতদ্ভিন্ন পূজার আর সমস্ত বিষয় বৈষ্ণবী পূজাপ্রণালী অনুসারে করিবে। ৬১

মহাদেবী মহামায়ার পূজাতে যেরূপ উপচার ও বলির ব্যবস্থা আছে, ইহার পূজাতে তাহাই গ্রাহ্য। ৬২

যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে, ঘটে, পটে বা প্রতিমাতে মঙ্গলচণ্ডী-দেবীকে পূজা করিবে, সেই সাধকশ্রেষ্ঠ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে। ৬৪

দিক্করবাসিনীর পূজনক্রম এই কথিত হইল, ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার কোনরূপ অশুভ হয় না। ৬৫

দিক্কর শব্দে সূর্য্য ও শিব; তিনি দিক্করের উপর অবস্থিতা বলিয়া দিক্করবাসিনী নামে অভিহিতা হন। ৬৬

ত্রিজগতে তাঁহার সদৃশ ললিত-সুন্দরী আর কেহ নাই, এইজন্য দেবীর "ললিত-কান্তা" নাম হইয়াছে। ৬৭

শঙ্করের পূর্ব্বোক্ত পূজাক্রমই এই শক্তির পূজাতেও গ্রাহ্য। হে রাজন! একাগ্রমনে ব্রহ্মার পূজনক্রম শ্রবণ কর। ৬৮

ব্রহ্মার বীজ পূর্বে কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য; মানব, তাদ্বারাই ব্রহ্মাকে পূজা করিলে, পরম নির্ব্বাণ লাভ করে। ৬৯

হে রাজন! মহাদেব, বেতালভৈরবের নিকট তার যে অঙ্গ-মন্ত্র ও রূপ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৭০

পবর্গের তৃতীয় বর্ণ, তন্নিম্নে রকার যোগ করিলে "ব্র" তাহাতে ঔকার এবং চন্দ্র-বিন্দু যোগ করিলে ব্রহ্মমন্ত্র কীর্তিত হয়। ৭১

যে ব্যক্তি এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিবে, সে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করে। ৭২

ব্রহ্মা,–উন্নতকায়, উন্নতাঙ্গ, কমণ্ডলুধারী চতুর্ভূজ এবং চতুর্মুখ; তিনি কখন রক্তকমলে, কখন বা হংসে আরোহণ করিয়া থাকেন। ৭৩

তাঁহার বর্ণ রক্ত-গৌর, তাঁহার উর্ধ্ব বাম-করে কমণ্ডলু, উর্ধ্ব দক্ষিণ করে স্রুক, অধো-বাম করে স্রুব, অধোদক্ষিণ করে মালা, সাবিত্রী ও আজ্যস্থালী তাঁহার বামপার্শ্বে; সরস্বতী দক্ষিণ পার্শ্বে। ৭৪-৭৫

সমস্ত বেদ ও ঋষিমণ্ডলী অগ্রভাগে অবস্থিত; এইরূপ ভাবে ব্রহ্মার চিন্তা করিবে। তাঁহার মণ্ডল, চতুষ্কোণ, চতুর্দ্বার, অষ্ট পত্র-সমন্বিত। ৭৬

মণ্ডলের চারিকোণে স্রক, কমণ্ডলু, স্রুক এবং স্রুব আঁকিবে। সম্মার্জনাদি অন্য সমুদায় প্রতিপত্তি এবং যোগপীঠের অঙ্গাদি সমস্তই উত্তরতন্ত্রমতে গ্রাহ্য। আধারশক্তি প্রভৃতি সকলকে এবং পদ্মের অষ্টপত্রে দিকপালদিগকে পূজা করিবে। ৭৭-৭৮

‘পদ্মাসনায় বিদ্মহে হংসারূঢ়ায় ধীমহি, তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ” ইহা ব্রহ্মার গায়ত্রী; ইহা দ্বারা পূজা করিবে। সনৎকুমার ইহার নির্মাল্যথারী। ৭৮-৮০

নেত্ররঞ্জন ব্যতীত পূর্বোক্ত সমস্ত উপচারই ব্রহ্মাকে দেওয়া যাইবে। রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র, ব্রহ্মার পরম প্রীতিকর। ৮১

আজ্য, পায়স এবং তিলযুক্ত ঘৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য। শ্বেত চন্দন ও রক্ত চন্দন মিশ্রিত চন্দন-ব্রহ্মার প্রিয়। ৮২

ব্রহ্মার পার্শ্বে বিষ্ণু ও শিবকে পূজা করিবে। ব্রহ্মার করস্থিত স্রুবাদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংস ও পদ্ম ইহাদিগের পূজা মণ্ডলমধ্যে করিবে। ৮৩

ইহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে হয়, ব্রহ্ম-পূজনে ইহাই বিশেষ। পদ্মবীজ সম্ভূত মালা দ্বারা ইহার জপ করিবে। ৮৫

পূর্ণিমা ও অমাবস্যা– ইহার পূজায় উপযুক্ত তিথি। রাজন! ব্রহ্মাকে দুগ্ধ দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। ৮৬

রাজন! শিব, নিজ পুত্রদ্বয়কে কামরূপ পাঠপ্রদর্শনপূর্বক যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা তোমাকে বলিলাম। ৮৭

সাধক, ব্রহ্মাকে যেখানে সেখানে পূজা করিতে পারে, তবে এই পীঠে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলে নির্বাণ-মুক্তি লাভ করে। ৮৮

ব্রহ্মার পূজা বলিলাম, এখন বিষ্ণুপূজা শ্রবণ কর, বাসুদেববীজ পূর্বেই বলিয়াছি। ৮৯

রাজেন্দ্র! বাসুদেবের অঙ্গ মন্ত্র দ্বাদশাক্ষর। “ওঁ নমো ভগবতে বাসু দেবায়” ইহাই বাসুদেবের অঙ্গমন্ত্র। ৯০

দধিবামন, প্রত্যঙ্গ রূপ; নরবর! শিব তাহার যে মন্ত্র বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৯১

“ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা” ইহা হৃদয়াসন্ন বিষ্ণুর প্রত্যঙ্গ মন্ত্র। ৯২

যে ব্যক্তি অঙ্গী, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ এই তিন মন্ত্র বিশেষত প্রত্যঙ্গ মন্ত্র জানে, সে ব্যক্তি দেবশরীরে থাকে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। ৯৩-৯৪

উত্তর তন্ত্রোক্ত সমুদায় পরিপাট্যই ইহার পূজাকার্যে গ্রাহ্য। ভূপতি! এই মন্ত্রত্রয়ে যাহা বিশেষ কথা আছে, তাহা শ্রবণ কর। ৯৫

রাজন! প্রথমতঃ বীজ মন্ত্রের রূপ শ্রবণ কর। হরি,–পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, গরুড়োপরি আসীন, চতুর্ভূজ, পীতবসনত্রয়ে আবৃতদেহ, তাঁহার উর্ধ্ব-দক্ষিণ করে গদা, অধোদক্ষিণ করে প্রফুল্ল পদ্ম, উর্ধ্ববাম-করে অত্যুগ্র সুদর্শন চক্র, অধোবাম হস্তে শঙ্খ। ৯৬-৯৭

তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস এবং প্রদীপ্ত কৌস্তুভমণি, বামকক্ষে বাণপূর্ণ তুণীর, দক্ষিণ কক্ষে শরাসন এবং কোষস্থিত নন্দক খড়্গ, তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট, কর্ণযুগলে কুণ্ডলদ্বয়, গলদেশে আজানুলম্বিত বিচিত্র বর্ণমালা, দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী, বামপার্শ্বে সরস্বতী,–এইরূপে সেই বরপ্রদ হরিকে চিন্তা করিবে। ৯৮-১০১

রাজন! বীজমন্ত্রের রূপ তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের রূপ শ্রবণ কর। ১০২

ইনি নীলকমল-দল-শ্যামল, চতুর্ভূজ, ইহার উর্ধ্ব-দক্ষিণহস্তে পদ্ম, অধো দক্ষিণহস্তে গদা, অধোবাম হস্তে অতুলনীয় চক্র, উর্ধ্ব বামহস্তে শঙ্খ, অপর সমস্ত পূর্বেরই ন্যায়–এইরূপে এই বরদ দেবকে চিন্তা করিবে। ১০৩-১০৪

রাজন! প্রত্যঙ্গ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের দারিদ্র্য ভয়নাশক রূপ বিবরণ একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর। ১০৫

ইনি পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কমনীয় শুক্লবর্ণ, দ্বিভুজ : ইহার বামহস্তে সুধাপূর্ণ ঘট, দক্ষিণ হস্তে দধি-অন্ন-খণ্ডযুক্ত স্বর্ণপাত্র। ১০৬-১০৭

ইনি চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যে স্বর্ণাসনে অবস্থিত, শুক্লবস্ত্রপরিধান, বামনাকৃতি স্মিত শোভিত। ১০৮

ত্রি-বিক্রম ত্রিলোক-পতি সৰ্ব্বকামফলপ্রদ বরদ দেবকে এইরূপে চিন্তা করিবে। ১০৯

পূর্বোত্তর তন্ত্রে দহন প্লাবনাদি বিষয় যেরূপ কথিত হইয়াছে, তদনুসারে মন্ত্র-পরিগ্রহ কর্তব্য। ১১০

শিব, যেরূপ তাঁহার মণ্ডল করিতে বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর;-নিত্য পূজাতে পঞ্চবর্ণের গুঁড়ির দ্বারা রেখা করিবে। ১১১

নৈমিত্তিক পূজাতে বেদভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত আছে; মণ্ডলটির পরিমাণ হইবে এক হস্ত, দ্বার থাকিবে চারিটি, একটি বর্তুল পদ্ম আকিবে। ১১২

চারিকোণে চারিটি শঙ্খ আঁকিবে, অষ্টদিকে অঙ্কিত দিকপালগণের অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা দ্বার সকল রুদ্ধ থাকিবে, পদ্মের বহির্ব্বেষ্টন থাকিবে। রাজন্! যেরূপ গুঁড়ি দ্বারা তাহা নির্মাণ করিতে হইবে, তাহা শুন। ১১৩-১৪

শ্বেত, পীত, রক্ত, শ্যাম এবং কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়িদ্বারা যথাক্রমে তাহা অঙ্কিত করিবে, অন্য রূপে করিবে না। ১১৫

মণ্ডলের পরিমাণ, চারি হাত, তিন হাত, দুই হাত এবং এক হাত হইতে পারে–ইহার ন্যূনাধিক হইবে না। ১১৬

রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞে চারিহাত মণ্ডল হইবে। রাজন্! সকল যজ্ঞাদিতেই তত্তৎকর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্রানুসারেই মণ্ডল করিবে। ১১৭

দিকপাল, তদীয় অস্ত্রাদি এবং পদ্মলিখন পূর্ব্ববৎই জানিবে। মধ্যস্থলে শুক্লবর্ণ গুড়ির দ্বারা সুবর্তুল পদ্ম নির্মাণ করিবে। ১১৮

১। হস্তমানং। ২। চতুরিং।

কমল কর্ণিকা এবং কেশরাগ্র পীতবর্ণ গুঁড়িদ্বারা কর্তব্য। পদ্মের সমস্ত বর্হিভাগ রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ গুঁড়ির দ্বারা পূরণ করিবে। ১১৯

বজ্র, শক্তি, লৌহদণ্ড, খড়্গ, পাশ, ধ্বজ, গদা এবং শূল অষ্টদিকপালের যথাক্রমে এই আটটি আয়ুধ। ১২০

শিব, গৌরী, ব্রহ্মা, রাম এবং কৃষ্ণ রজঃসংস্থিত এই পঞ্চদেবতাকে সতত পূজা করিবে। ১২১

পণ্ডিত-সাধক, শিব-গৌরীকে কদাচ বিয়োজিত করিবে না; বিয়োজন করিলে তাঁহার পূজা নিষ্ফল হয়। ১২২

গুঁড়িসকল বিচ্ছিন্ন, উর্ধ্বীভূত, রাশীভূত এবং শক্ত হইলে মণ্ডলের যে দোষ হয়, তাহা ন্যাসকালে পরিহার করিবে। ১২৩

বাসুদেবপূজায় সর্বত্রই এইরূপে মণ্ডল কর্তব্য; নৃপবর! অন্যথা তাঁহার পূজা নিষ্ফল হইবে। ১২৪

বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নরসিংহ এবং বরাহ–এই আটজন ইহার যোগী। ১২৫-২৬

কর্ণিকা মধ্যে নায়ক বাসুদেবকে পূজা করিবে; বাসুদেবের নায়িকা বিমলা। ১২৭

রাজন্! বলভদ্র প্রভৃতির যোগিনীদিগের নাম শ্রবণ কর। যথা–উৎকর্ষিণী, জ্ঞেয়া, জ্ঞান, ক্রিয়া, যোগ, প্রহ্বী, ঐশানী এবং অনুগ্রাহী। সকল যোগিগণই চতুর্ভূজ এবং বলভদ্র, কাম এবং ব্রহ্মা ব্যতীত সকলই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ১২৮-২৯

ব্রহ্মার রূপ পূর্বেই বলা হইয়াছে। বলভদ্রের হস্তে হল, মুষল, চক্র এবং খড়্গ; আর গদা, সতত পার্শ্ব-সন্নিহিত। ১৩০

কামের এক বামহস্তে পুষ্পশরাসন, অপর তিনহস্তে গদা, খড়্গ এবং চক্র, পদ্ম, সতত পার্শ্বসন্নিহিত। ১৩১-৩২

চক্র আর শঙ্খ, বরাহের দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে; এক দক্ষিণ এবং এক বামহস্তে নৃসিংহের শঙ্খ-পদ্ম বিষ্ণুর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে, শঙ্খ-গদা, নারায়ণের বামহস্তদ্বয়ে। ১৩৩-৩৪

হে নরবর! অনিরুদ্ধের অধো-দক্ষিণ হস্তে গদা, আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ জানিবে। ব্রহ্মাদি যোগিগণ যথাক্রমে শ্বেতরক্ত; পীত, দলিতাঞ্জনসন্নিভ, নীলোৎপল-দলশ্যামল, রত্ন-ঘনপ্রভ, ভ্রমর-শ্যামল পীত এবং স্বর্ণগৌর জানিবে। ১৩৫-৩৬

হে রাজন! বাসুদেবের যোগিগণের বর্ণ কীর্তিত হইল। যে যোগীর যেরূপ বর্ণ ও ধ্যান তদীয় যোগিনীগণকে তদনুরূপ এবং তাহাদিগের সমীপ বর্তিনী চিন্তা করিবে। ১৩৭-৩৮

রাজন্! আধারশক্তি প্রভৃতি আসন দেবীগণ; সমস্ত গ্রহ এবং দিকপালদিগকে যথাযোগ্য ধ্যান মন্ত্রানুসারে মণ্ডলের উপযুক্ত স্থানে যথাক্রমে পূজা করিবে। ১৩৯-৪০

চিন্তিত বাসুদেবের শরীরস্থিত এবং সংশ্লিষ্ট বস্তু পদ্মাদি শঙ্খ প্রভৃতি এবং গরুড় ইহাদিগকে পূজা করিবে। ১৪১

চক্র গদাদির আদি অক্ষরে প্রথম বর্ণই হউক আর দ্বিতীয়াদি বর্ণই হউক তাঁহার অনুস্বার দিলে ঐ ইন্দ্রাদির মন্ত্র হইবে। ১৪২

যথা গদামন্ত্র "গং" চক্রমন্ত্র "চং" ইত্যাদি। নারদপঞ্চরাত্রে এই মন্ত্রের কথা আছে। গদাদি পূজনে ইহাই গ্রাহ্য। ১৪৩

গরুড়ের বর্ণ সূর্যসদৃশ, গদা কৃষ্ণালৌহবর্ণ; সরস্বতীর শুক্লবর্ণ; লক্ষ্মী সুবর্ণ বর্ণা। ১৪৪

সুদর্শনচক্র মধ্যাহ্ন সূর্যসদৃশ, শঙ্খ পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ; শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভের অরুণবর্ণ, বনমালা বিচিত্রবর্ণ; বাণসমূহ বিদ্যুৎসদৃশ; শরাসন ইন্দ্রধনুর ন্যায়; বসন স্বর্ণচূর্ণ সদৃশ গৌর; কর্ণস্থিত কুণ্ডলদ্বয় নবোদিত দিনমণি-সন্নিভ; মস্তকের কিরীট সূর্যসমপ্রভ। রাজন! অনন্তর স্বর্গমোক্ষপ্রদ ন্যাসবিবরণ শ্রবণ কর, এই কয়টি ন্যাস করিলে সাধক মনুষ্য বিষ্ণুসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ১৪৫-৪৯

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, প্রথমতঃ বাসুদেবের দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা, তদীয় যোগিগণের বীজ দ্বারা, অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা এবং হৃদয়াদি ষড়ঙ্গমন্ত্র দ্বারা দ্বিবিধ রূপে এই চারিকার ন্যাস করিবে। ১৫০-৫১

এই চারি প্রকার ন্যাস করিয়া এক পূজা করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি, প্রথমে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে বাসুদেব বীজের আদিবর্ণ ন্যাস করিবে। ১৫২

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের শেষ বীজাক্ষর সকল যথাক্রমে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলি হইতে বামহস্তের কনিষ্ঠা পর্যন্ত ন্যাস করিয়া শেষাক্ষরদ্বয় করতলদ্বয়ে ন্যাস করিবে। ১৫৩

হৃদয়, মস্তক, শিখা, বাহুমূল, চক্ষু, উদর, পৃষ্ঠ, বাহু, হস্ত, জঙ্ঘা, জঘন এবং পদদেশে যথাক্রমে দ্বাদশ অক্ষর বিন্যাস করিবে। ১৫৪

প্রথমতঃ দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে বাসুদেববীজ ন্যাস করিবে; পরে তর্জনী প্রভৃতিতে বাসুদেব-যোগী বলভদ্রাদির বীজ ন্যাস করিবে। ১৫৫

মস্তক, চক্ষু, মুখ, কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল, নাভি, গুহ্য, জানু এবং পদদ্বয় এই নয় স্থানে বাসুদেববীজ ও তদীয় যোগিগণের বীজন্যাস করিবে। ১৫৬

রাজন্! পূর্ব্বে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা দক্ষিণ-বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রভৃতি পাঁচজোড়া অঙ্গুলিতে এক এক জোড়ায় এক একটি বীজ এই হিসাবে ন্যাস করিবে। ১৫৭

শেষ বীজটি শেষে করতলে ন্যাস করিবে। সেই সকল বীজ আবার হৃদয় হইতে করতল পর্যন্ত ন্যাস করিবে। ১৫৮

মন্ত্রক, চক্ষু, মুখ প্রভৃতি নয়টী বীজ-বিন্যাস-স্থান, মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, নটী অঙ্গে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের আদি নয়টী বীজাক্ষর ন্যাস করিবে। ১৫৯

অবশিষ্ট নয়টী বর্ণ স্কন্ধ, কর্ণ, পার্শ্ব, বস্তি, লিঙ্গ, কটিদ্বয়, ঊরুদ্বয়, জঙঘাদ্বয় এবং পদাঙ্গুলি এই নয়টি স্থানে বিন্যাস করিবে। ১৬০

শাস্ত্রে যে মন্ত্রের পূজা যেখানে করিতে বলা হইয়াছে, মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, সেই মন্ত্রের ন্যাস সেইখানেই করিবে। ১৬১

অথবা, বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল ন্যাসই এক স্থানে করিবে। ১৬২

সাধক, চতুর্বিধ ন্যাস করিলে নিষ্পাপ, বিশুদ্ধাত্মা অধিক কি সাক্ষাৎ বিষ্ণু তুল্য হয় এবং পূজাফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। ১৬৩

যে ধীর ব্যক্তি, পূজা ব্যতীতও শুদ্ধ এই চারিপ্রকার ন্যাস করে, সে পরমপদ বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ১৬৪

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞ সাধক, যোগপীঠ ধ্যান করিয়া তাহাতে গরুড়, শঙ্খ, চক্র, গদা, লক্ষ্মী এবং পদ্ম এই কয় বস্তু তাঁহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর, বায়ুকোণ কিম্বা দক্ষিণ এবং উত্তরদিকে যথাক্রমে বিন্যাস করিবে। ১৬৫-৬৬

পদ্মমধ্যে, বনমালা, শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভমণি বিন্যাস করিয়া শার্ঙ্গশরাসন তদীয় দক্ষিণে তূণীরদ্বয়, বামে খড়্গ, দক্ষিণে চর্ম্ম এবং সরস্বতীকে বামে বিন্যাস করিবে। ১৬৭-৬৮

অনন্তর, তাহাদিগের সকলকে পূজা করিয়া মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। বিষ্ণুর পুটপ্রভৃতি যে সকল মুদ্রা কথিত হইয়াছে, আর তদীয় যোগী বলভদ্রাদি ও নবগ্রহ এবং দিপালগণের যে সকল মুদ্রা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই পৃথক পৃথক্ প্রদর্শন করিবে। ১৬৯

পূর্বে যে সকল শেষ মন্তু কথিত হইয়াছে, অচ্ছিদ্রাবধারণ সময়ে তৎসমস্ত পাঠ করিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ১৭০

চতুর্ভূজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিলম্বিত-জটাজূট, রক্ত-পিঙ্গল-বর্ণ, শ্বেতপদ্মাসনে আসীন বিশ্বকসেনই বিষ্ণুর নির্মাল্যধারী। ১৭১

বকারে ঔকার ও চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাই বিশ্বকসেন মন্ত্র; তদ্দারা তাহাকে পূজা করিবে। ১৭২

বিষ্ণুর বিসর্জন ঈশানকোণেই করিতে হইবে; বলভদ্রপ্রভৃতি অপর দেবতা গণের বিসর্জন মনে মনে করিবে। ১৭৩

যে ব্যক্তি, দিক্করবাসিনী দেবীর পীঠে এইরূপে একবারও ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পূজা করে, তাঁহার পরম পদ লাভ হয়। ১৭৪

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যেখানেই কেন বিষ্ণুপূজা হউক না–বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ, সেইখানেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ১৭৫

তথায় দধিবামনকেও সংক্ষেপে পূজা করিবে। দধিবামনপূজাতে হৃদয়াদি অঙ্গপূজা করিতে হইবে না। ১৭৬

তথায় বাসুদেবকে সংক্ষেপে বা বাহুল্যে পূজা করিবে। ১৭৭

রক্ত, পীত, বা শুক্লবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র বাসুদেবের প্রীতিপ্রদ। ১৭৮

দীপের মধ্যে ঘৃতপ্রদীপ, চন্দনের মধ্যে মলয়জ শ্বেত চন্দন, আর পানপাত্র, অর্ঘ্যপাত্র এবং ভোজ্যপাত্রের মধ্যে তাম্রপাত্রই তাঁহার অতিশয় প্রীতিপ্রদ। ১৭৯

কিরীট, কুণ্ডল এবং হার এই কয় অলঙ্কার বিষ্ণুর সন্তোষকর। স্থানীয় পাত্রের মধ্যে শঙ্খ আর ধূপের মধ্যে অগুরুই বাসুদেবের সতত প্রীতিপদ। ১৮০

কদম্ব, কুব্জক, জাতী, মল্লিকা, মালতী এবং পদ্ম–এই ষড়্বিধ পুষ্প বিষ্ণুর প্রীতিপদ। ১৮১

নির্জন স্থণ্ডিল, তীর্থের জল, তদ্বিষ্ণোঃ ইত্যাদি মন্ত্র, পুরুষসূক্ত এবং পুত্রঞ্জীবসম্ভূত মালা বিষ্ণুপূজাতে প্রশস্ত। ১৮২

দ্বাদশীতিথি, বসন্তকাল, হবিষ্যান্ন–শাল্যোদন, যাবক, পায়স, ঘৃত এবং কৃশরান্ন আর পানীয়ের মধ্যে দুগ্ধ–বিষ্ণু পূজনে প্রশস্ত। ১৮৩

নৃপবর! পত্রের মধ্যে তুলসীপত্র, বিল্বপত্র এবং আমলকীপত্র ইহারাই বিষ্ণুর প্রীতিকর। পরকীয় সকল বস্তুই পূজাকার্যে পরিত্যাগ করিবে। ১৮৪

নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি সতত এইরূপে বিষ্ণুপূজা করে, সে কোটিকূল উদ্ধার করিয়া আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৮৫

রাজন্! আমি এই তোমার নিকট বাসুদেবপূজার বিধিব্যবস্থা এবং কামরূপপীঠের নির্ণয় সংক্ষেপে বলিলাম। ১৮৬

শিব, এইরূপে সমস্ত কামরূপপীঠ পুত্রদ্বয়কে দেখাইয়া, তাহাদিগের সহিত কৈলাস পর্বতে গমন করেন। ১৮৭

শিব, তথায় গিয়া নিজ তনয়দ্বয়কে যথাযোগ্য পদে স্থাপন করিলেন। তখন বেতাল-ভৈরব দুইজন, শিব এবং পার্বতী সকলেই শাপমুক্ত হন। ১৮৮

নৃপবর! তখন বেতাল-ভৈরবও দেবমধ্যে পরিগণিত হইলেন। ১৮৯

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই পবিত্র মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করে, তাঁহার শাপ ভয়, ব্যাধি বা মনঃপীড়া কিছুই থাকে না। ১৯০

সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্র-সম্পন্ন, ঐশ্বর্যশালী, ধনবান, সর্বপ্রিয়, নিখিল মঙ্গল ভাজন ও দীর্ঘজীবী হয়। ১৯১

যে নরশ্রেষ্ঠ, মহাপীঠ কামরূপের বিবরণ জানে, সে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পরম-নির্বাণ-পদ প্রাপ্ত হয়। ১৯২

যে ব্যক্তি, কামরূপ পীঠে পীঠযাত্রাপূর্ব্বক সকল স্থানে গিয়া সকল দেবতাকে পূজা করে, সে পূর্বতন দশ পুরুষ, অধস্তন দশপুরুষ এবং আপনি এই একুশ জনকে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া সকলের সহিত মুক্তি লাভ করে। ১১৩-১৪

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

একাশীতিতম অধ্যায় — বসিষ্ঠ শাপ

ঔর্ব বলিলেন;–পূর্বকালে সকল লোকেই মহাপীঠ কামরূপে তত্রত্য নদীতে স্নান, তদীয় জল পান, এবং তথাকার দেবতা পূজা করিয়া স্বর্গে যাইতে লাগিল। ১

কাহার কাহারও বা নির্বাণ মুক্তি লাভ কিম্বা শিবত্ব প্রাপ্তিও হইতে লাগিল। ২

যম, পার্বতীর ভয়ে তাহাদিগকে বারণ করিতে বা নিজভবনে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন না। ৩

যমদূত তথায় যাইতে গেলে শঙ্করগণেরা বাধা দেয়–যাইতে দেয় না; এই জন্য যমদূতেরা প্রেরিত হইলেও তাহাদিগের ভয়ে তথায় যায় না। ৪

যম, গতিক দেখিয়া কাজ-কর্ম বন্ধ করিলেন; একদা তিনি বিধাতার নিকট গিয়া বলিলেন,– বিধাতঃ! মানুষগুলি কামরূপে স্নান, পান ও পূজাদি করিয়া মরণান্তে কামাখ্যাদেবীর বা শিবের পার্শ্বচর হইতেছে। ৫-৬

আমার সেখানে অধিকার নাই; তাহাদিগকে বারণ করিতে আমি অসমর্থ। যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে উপযুক্ত উপায় বিধান করুন। ৭

লোকপিতামহ ব্রহ্মা যমের এই কথা শুনিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়াই বিষ্ণু ভবনে গমন করিলেন। ৮

সর্ব্ব-লোকেশ ব্রহ্মা, যমের কথিত সকল কথাই বিষ্ণুর নিকটে গিয়া অবিকল বলিলেন, বিষ্ণুও তাহা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। ৯

তখন বিষ্ণু, যম বিরিঞ্চি-সমভিব্যাহারে শিবের নিকট যাইলেন। শিব, আদর অভ্যর্থনা করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বিষ্ণু এই মিতবাক্যে বলিলেন। ১০

এই কামরূপ সকল দেবতা, সকল তীর্থ এবং সকল ক্ষেত্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। ১১

মানুষ, এই পীঠে আসিয়া তাঁহার পর মরিলে, অনেকেই স্বর্গ পাইতেছে; মুক্তি এবং তোমাদিগের পার্শ্বচরত্বও কেহ কেহ পাইতেছে; তাহাদিগের উপর যমের আর ক্ষমতা থাকিতেছে না। ১২

অতএব হে মহাদেব! এমন কোন উপায় কর, যাহাতে মনুষ্যাদির উপর যমের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যমের ভয় না থাকিলে এই পীঠেও ঠিক নিয়ম প্রতিপালিত হইবে না। ১৩

ঔর্ব বলিলেন,–শিব, বিরিঞ্চি-সহিত বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের বাক্য পালন করিতে মনে মনে স্থির করিলেন। ১৪

বৃষবাহন শম্ভু, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং যমকে বিদায় দিয়া নিজে স্বগণ সমভিব্যাহারে কামরূপ মধ্যে গমন করিলেন। ১৫

শঙ্কর, দেবী উগ্রতারাকে এবং সমুদয় নিজগণদিগকে বলিলেন,–অহে গণসকল! সত্বর এই কামরূপ পীঠ হইতে লোক সকল দূর কর; মহাদেবি! উগ্রতারে! তুমিও লোক-অপসারণে যত্নবতী হও। ১৬

তখন, গণসমস্ত এবং অপরাজিতা দেবী উগ্রতারা, সেই কামরূপ পীঠকে গোপনীয় করিবার জন্য তথা হইতে লোক সকল দূর করিয়া দিতে লাগিলেন। ১৭

সমস্ত লোক, চতুর্বর্ণ, এমন কি দ্বিজাতি পর্যন্ত উৎসারিত হইতে থাকিলে, সন্ধ্যাচল-স্থিত মুনিবর বসিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ১৮

উগ্রতারাদেবী গণসমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাকেও যখন তাড়াইবার জন্য ধরিলেন, তখন তিনি নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করত বলিলেন। ১৯

হে বামে! আমি মুনি; তথাপি তুমি যে আমাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ধরিলে, এই কারণে তুমি মাতৃগণসহ বামভাবে (শ্রুতি-বিরুদ্ধ পথানুসারে) পূজনীয়া হইবে। ২০

তোমার প্রমথগণ, মদ-মত্ত চিত্তে ম্লেচ্ছের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া ইহারা এই কামরূপ ক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ হইয়া থাকিবে। ২১

আমি শম-দম-সম্পন্ন বেদপারগ তপোধন মুনি; মহাদেবও যে ম্লেচ্ছবৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া আমাকে নিঃসারিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এইজন্য তিনিও ম্লেচ্ছপ্রিয় ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া এখানে অবস্থিতি করুন। ২২-২৩

এই কামরূপ-ক্ষেত্র ম্লেচ্ছসঙ্কুল হউক। স্বয়ং বিষ্ণু, যতদিন এখানে না আসেন ততদিন ইহা এইরূপ ভাবে থাক। ২৪

কামরূপের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক তন্ত্র সকল বিরল-প্রচার হউক। তবে যে পণ্ডিত, বিরল প্রচার কামরূপ-তন্ত্র অবগত হইবে, সেই ব্যক্তিই যথাকালে সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। বসিষ্ঠ, এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ২৫-২৬

সুরালয় কামরূপ পীঠে প্রমথগণ ম্লেচ্ছ হইল; উগ্রতারা বামা হইলেন; মহাদেবও ম্লেচ্ছ-রত হইলেন। ২৭

কামরূপ-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক তন্ত্র সকল বিরল-প্রচার হইল। বসিষ্ঠ-শাপে সেই কামরূপ, ক্ষণমধ্যে বেদ-মন্ত্রহীন এবং চতুর্ব্বর্ণশূন্য হইল। ২৮

বিষ্ণু আগমন করিলে, কামরূপ পীঠ শাপমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও দেবতা ও মনুষ্য পূর্ব্ববৎ আর তথাকার মাহাত্ম্য অবগত হইবেন না। তখন, ব্রহ্মা সমস্ত কুণ্ড গোপনের জন্য উপায় নির্ধারণ করিলেন। ২৯-৩০

অপুনর্ভব কুণ্ড, সোমকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, উর্বশীকুণ্ড, পূর্ব্বে কথিত ও অকথিত নানাবিধ নদী পোপনের জন্য অর্থাৎ লোকে যাহাতে সমস্ত কুণ্ড ও নদীকে এক বলিয়া মনে করে, তদ্বিষয়ে একটি উপায় করিলেন। ৩১-৩২

ব্রহ্মা, শান্তনু মুনির ভার্য্যা অমোঘার গর্ভে জলময় নিজতনয় উৎপাদন করিয়া সুবুদ্ধি জামদগ্ন্য পরশুরাম দ্বারা অব্যগ্রভাবে উহাকে অবতারিত করেন; কামরূপ সমস্তই তাহাতে প্লাবিত হইয়া যায়। ৩৩-৩৪

সেই জলময় ব্রহ্মপুত্র বীর, কামরূপের সমস্ত কুণ্ড প্লাবিত ও সকল তীর্থ আবৃত করিয়া অত্যন্ত গুপ্তভাবে রাখিলেন। ৩৫

যে সকল ব্যক্তি তথায় অন্যতীর্থ বা কুণ্ডের অস্তিত্ব জানেন না কেবল, লোহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদের অস্তিত্ব অবগত আছেন, তাহারা তাহাতে স্নান করিলে কেবল ব্রহ্মপুত্রস্নানফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই তীর্থ-গোপন, বসিশাপেই হইয়াছে। ৩৬-৩৭

যে নরশ্রেষ্ঠ, তথায় তীর্থকুণ্ডাদির বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, তাহারা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই তথাকার সতীর্থস্নানের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন। ৩৮

ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য, সকল নদী ও সর্ব্বতীর্থ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছেন। ৩৯

রাজন! আমি কামরূপের বিবরণ এই তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। এখন যাহা অভিলাষ হয় জিজ্ঞাসা কর, বলিতেছি। ৪০

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

দ্বশীতিতম অধ্যায় — ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিবিবরণ

মার্কণ্ডেয় বললেন,–হে দ্বিজবরগণ! রাজা সগর, ঔর্ব ঋষির কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য, অমোঘগর্ভে উৎপন্ন হইলেন কিরূপে? কমলাসন, শান্তনুপত্নীতে উপগত হইলেন কিরূপে? ২

পিতামহ ব্রহ্মার ঔরসে, পরস্ত্রীগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইল কেমন করিয়া? হে দ্বিজোত্তম! আমি এতৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি;-বলিতে আজ্ঞা হয়। ৩

ঔর্ব বলিলেন,–হে মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ! আমি এই ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের বিস্তৃত উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৪

প্রধান বর্ষ হরিবর্ষে শান্তনু নামে একজন মহাভাগ জ্ঞানবান তপোনিষ্ঠ মুনি ছিলেন। ৫

হিরণ্যগর্ভ-মুনির কন্যা তৃণবিন্দুর আশ্রমে প্রসূতা অমোঘা নাম্নী মহাসতী শান্তনুর ভার্য্যা ছিলেন। ৬

শান্তনু, অমোঘার সহিত, কখন সীমা-পর্বত কৈলাসে, কখন চন্দ্রভাগার উৎপাদক বৃহৎ লোহিতসরোবর তীরে, কখন বা গন্ধমাদন পর্বতে বাস করিতেন। ৭

একদিন, সেই তপস্বী, নিজ পুষ্পোদ্যানের বনমধ্যে বহুতর পক্ক ফল চয়ন করিতে গমন করেন। ৮

ইত্যবসরে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, যথায় শান্তনু-ভার্য্যা অমোধ্য বর্তমান ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। ৯

সুর-সুন্দরী সদৃশী অতিসুরূপা যুবতী অমোঘাকে দেখিয়া ব্রহ্মা মদন-মোহিত ও ইন্দ্রিয় বিকারপ্রাপ্ত হইলেন। ১০

কাম-পীড়িত ব্রহ্মা উদগতেন্দ্রিয় হইয়া সেই মহাসতীকে ধরিবার জন্য সম্মুখে ধাবমান হইলেন। ১১

মহাসতী অমোঘা, বিধাতাকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া “না-না, এরূপ করিবেন না” ইত্যাদি বলিতে বলিতে পর্ণ-শালার অভ্যন্তরে যাইলেন। ১২

তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতর হইতে সক্রোধে ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন। ১৩।

আমি মুনিপত্নী, স্বেচ্ছাক্রমে কদাচ গর্হিত কার্য্য করিব না; আর যদি বলাৎকার কর, তাহা হইলে শাপ দিব। ১৪

রাজন! অমোঘা এই কথা বলিলে, শান্তনু মুনির আশ্রমে বিধাতার রেতস্খলন হইল। ১৫

রেতস্থলন হইলে, ব্রহ্মা হংসযানে আরোহণ করিয়া লজ্জাপূর্ণ চিত্তে সত্বর নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। ১৬

বিধাতা চলিয়া যাইলে শান্তনু, নিজ-আশ্রমে আসিলেন; আসিয়া হংস কুলের পদচিহ্ন দেখিলেন। ১৭

ভূতল-পতিত অনল-সন্নিভ ব্রহ্মবীর্য নিরীক্ষণপূর্বক পর্ণশালার অভ্যন্তরে অবস্থিতা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুভগে! এখানে কি হইয়াছিল? ১৮

এই যে পক্ষীদিগের পদচিহ্ন এবং অলৌকিক বীর্য্য পতিত রহিয়াছে–এ কি?” অমোঘা শান্তনুর কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রোধবিবর্ণ-বদনে সেই মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন। ১৯

একজন কমণ্ডলুধারী চতুর্ম্মুখ হংস-বিমানে এখানে আসিয়া আমাকে সম্ভোগ করিতে প্রার্থনা করে। ২০

তাহার পর আমি এই পর্ণশালার মধ্য হইতে তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে, সে স্খলিত-বীর্য্য হইয়া আমার শাপভয়ে এখান হইতে পলায়ন করে। ২১

শান্তনু! যদি সমর্থ হন, তদ্বিষয়ে প্রতিকার করুন। তবে ইহা স্থির জানিবেন, কোন প্রাণীই আমাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ নহে। ২২

শান্তনু, অমোঘার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাই এখানে আসিয়া ছিলেন; ইহা স্থির করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ২৩।

জগতের হিতার্থে তীর্থোৎপাদন দেবগণের উপস্থিত কার্য্য; মুনি দিব্য জ্ঞানবলে তাহা অবগত হইয়া এবং তাঁহার পরিণাম চিন্তা করিয়া নিজ পত্নীকে বলিলেন। ২৪-২৫

অমোঘে! ত্রিভুবনের হিতার্থে এবং দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য আমার অনুমতিক্রমে এই ব্রহ্ম-বীর্য পান কর। ২৬

স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন; তোমাকে না পাইয়া মহৎ কার্য সাধনোদ্দেশে এই বীর্য্য আমাদিগের উভয়কে সমর্পণ করিয়া নিজালয়ে গিয়াছেন; এখন তুমি আমার কথা রাখ। ২৭

অমোঘা, শান্তনুর সেই কথা শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মহামুনি স্বামীকে প্রণামপূর্বক তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই বলিতে লাগিলেন। ২৮

তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিও না, আমি অপরের বীর্য্য ধারণ করিতে পারিব না; সে বিষয় মনে স্থান দিও না। ২৯

যদি নিতান্তই এ কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি এই তেজ পান করিয়া আমাতে নিষেক কর। ৩০

অনন্তর, শান্তনু–অমোঘার এই যুক্তিযুক্ত সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং সেই ব্রহ্ম-বীর্যপানপূর্বক অমোঘার গর্ভে নিষেক করিলেন। ৩১

শান্তনু এইরূপে ব্রহ্মতেজ সংক্রামিত করিলে, অমোঘা সতী,–ত্রিভুবনের হিতার্থে গর্ভবতী হইলেন। ৩২

যথাকালে সেই অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি ভূমিষ্ঠ হইল; দেখেন, সেই জলরাশির মধ্যে রত্নমালা-বিভূষিত, নীলাম্বরপরিধান, কিরীটধারী, ব্রহ্মার ন্যায় আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভূজ, পদ্ম-বিদ্যা-ধ্বজ-শক্তিধারী শিশুমার-মস্তকে আরূঢ় একটি পুত্র; ঐ জলরাশি এবং বর্ণিতদেহ উভয়ই তাঁহার শরীর। ৩৩-৩৪

লোকমঙ্গলকর শান্তনু, তদ্রূপে উৎপন্ন সেই ব্রহ্মপুত্রকে–চারিটি পর্বতের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। ৩

উত্তর পার্শ্বে কৈলাস, দক্ষিণ-পার্শ্বে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধিপর্বত, আর পূর্বে সম্বর্তকাদি পর্বতশ্রেণী। ৩৬

ব্রহ্মপুত্র, সেই পর্বতরাজির মধ্যে, কুণ্ডরূপে শারদ শুক্ল-শশধরের ন্যায় ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন। ৩৭

ব্রহ্মা, সেই জলরাশি-মধ্যগত নিজ পুত্রের নিকট আসিয়া তদীয় শরীর শুদ্ধির জন্য যথাক্রমে সমুদয় সংস্কার সম্পাদন করিলেন। ৩৮

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র, জলরাশিরূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধি পাইলেন। ৩৯

দেব-দেবী, অপ্সরোগণ, দ্বিতীয় সাগরসদৃশ মনোহর সেই শীত-নির্ম্মল-সলিল ব্রহ্মপুত্র কুণ্ডে স্নান ও তদীয় জল পান করিতে লাগিলেন। ৪০

তখন প্রতাপবান জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতার অনুমতিক্রমে মাতৃবধরূপ ঘোরতর অকার্য করেন। ৪১

তৎপরে মাতৃহত্যা-পাপ মোচনের জন্য পিতৃ-উপদেশে সেই ব্রহ্মপুত্র নামক মহাকুণ্ডে স্নান করিতে যান। ৪২

তথায় স্নান ও তদীয় জল পান করিয়া তিনি মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। তখন জামদগ্ন্য লোকহিতাভিলাষে পরশু-সাহায্যে উপযুক্ত পথ করিয়া ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে পৃথিবীতে অবতারিত করেন। ৪৩

সগর বলিলেন,–জমদগ্নিপুত্র রাম নিজমাতাকে বধ করিলেন কেন? তাহার মাতার নাম কি? রাম জননী কাহার কন্যা? আর মুনিতনয় পরশু রাম, তাদৃশ মহাবল ক্রুরতর হইলেন কিরূপে? ৪৪

সেই বীরবর এতাদৃশ যুদ্ধকুশল যে, তিনি ক্ষত্রিয়গণকে নির্ম্মল করিয়া ছিলেন। ৪৫

হে মুনিবর! আমি এতৎসমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; যদি গোপনীয় হয়, তথাপি তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। ৪৬

ঔর্ব বলিলেন,–রাজন! জমদগ্নি-পুত্রের চরিত্র শ্রবণ কর, তিনি যে কারণে ক্রুরতর হইয়াছিলেন ও মাতৃবধ করিয়াছিলেন তাহাও শুন। ৩৭

রাজন্! ভৃগু ব্রহ্মার পুত্র, ঋচীক ভৃগুর পুত্র; পূর্ব্বকালে ঋচীক বিবাহ করিবার মানসে বিচরণ করত কান্যকুজে গমন করেন। ৪৮

তিনি অরণ্যমধ্যে জহ্নুমুনির বংশোৎপন্ন নৃপশ্রেষ্ঠ কুশিকপুত্র গাধি তপস্যা করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। ৪৯

পুত্রাভিলাষে ভার্য্যাসহ তপঃপরায়ণ অরণ্যস্থিত গাধিরাজের দেবকন্যাসদৃশী গুণবতী এক কন্যা হইয়াছিল, ভৃগুপুত্র ঋচীক সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত নৃপশ্রেষ্ঠ গাধির নিকট প্রার্থনা করেন। ৫১

অনন্তর রাজা ঋচীককে বলেন,-সুমহাত্মা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করা আমার উচিত বটে, কিন্তু শুল্ক গ্রহণ করা আমাদিগের কুলধর্ম। ৫২

তাহা আবার যে সে শুল্ক নহে–যে ব্যক্তি এক কর্ণ-কৃষ্ণ-বর্ণ চন্দ্রবৎ বিশদ প্রভ এক সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করে, তাহাকেই আমরা কন্যাদান করিয়া থাকি। ৫৩

ঋচীক বলিলেন;–হে রাজন্। আমি তোমাকে তাদৃশ এক সহস্র অশ্ব দিব; কিন্তু কিছুকাল প্রতীক্ষা কর, আমি সেই অশ্ব লইয়া আসি। ৫৪

গাধি, ভৃগুপুত্রের নিকট "তাহাই হউক" বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঋচীকও অশ্ব আনিবার জন্য কান্যকুব্জের গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ৫৫

ভৃগুপুত্র, তথায় যাদসাং পতি বরুণকে আরাধনা করিয়া বরুণদত্ত সহস্র অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। ৫৬

হে নৃপবর! তিনি যে স্থানে সেই অশ্ব প্রাপ্ত হন, তাহা "অশ্বতীর্থ" নামে বিখ্যাত মহাফলজনক তীর্থস্থান। ৫৭

বরুণদত্ত গঙ্গাজলোত্থিত সহস্র অশ্ব গ্রহণ করিয়া ঋচীকমুনি গাধির নিকট গমন করিলেন। ৫৮

ক্ষীর সমুদ্র, যেমন নারায়ণকে লক্ষ্মীসম্প্রদান করিয়াছিলেন গাধি, সহস্র অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেইরূপ নিজ দুহিতা কল্যাণী সত্যবতীকে ঋচীক-হস্তে সম্প্রদান করিলেন। ৫৯

ঋচীক, অনিন্দিতা গাধি-নন্দিনীকে ভার্যারূপে লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ আশ্রমে ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ৬০

জ্ঞানী ভৃগু,–পুত্র দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন শুনিয়া পুত্রবধূ দর্শনার্থ ঋচীকাশ্রমে আগমন করিলেন; পুত্রবধূ দেখিয়া আনন্দিতও হইলেন। ৬১

দেবগণ-বন্দিত মহর্ষি ভৃগু আসীন হইলে, সেই বধূ-বর যথাযোগ্য তদীয় পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৬২

অনন্তর ভৃগু, অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজ পুত্রবধূকে বলিলেন;– "বরবর্ণিনি! বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর; অদেয় বা অত্যন্ত কঠিন হইলেও আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব"। ৬৩

অনন্তর সত্যবতী, আপনার জন্য বেদপারগ তপোনিষ্ঠ পুত্র এবং মাতার জন্য অমিতবিক্রমশালী বীরপুত্র প্রার্থনা করিলেন। ৬৪

ভৃগু, "ইহাই হইবে" বলিতে বলিতেই ধ্যানমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত দেখিয়া যত্নসহকারে শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ৬৫

তাঁহার নিঃশ্বাস-বায়ু হইতে দুইটী চরু নিঃসৃত হইল। ভৃগু পুত্রবধুকে সেই চরু দুইটি দিয়া বলিলেন। ৬৬

পুত্রবধূ সত্যবতি! এই দুইটি চরু গ্রহণ কর, তুমি এবং তোমার মা তোমরা ঋতু-স্নান করিয়া তদ্দিনে ইহা ভোজন করিও। ৬৭

তোমার মা, পুত্র প্রসবের জন্য অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই আরক্ত চরুটী ভোজন করিবেন। ৬৮

তুমি, উডুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া এই শুক্লবর্ণ চরুটী ভোজন করিবে; তাহাতে তোমার অত্যুৎকৃষ্ট কীর্তিমান তপোধন পুত্র হইবে। ৬৯

ভৃগু এই বলিয়া ইচ্ছামত স্থানে গমন করিলেন, বরবর্ণিনী সত্যবতীও সত্বর ভর্তার সহিত পিতৃমাতৃ-সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭০

অনন্তর, ঋতু-স্নানদিবসে সত্যবতী, ভ্রমক্রমে অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আরক্তবর্ণ-চরু ভোজন করিলেন, আর তাঁহার মাতা বীর্য্য-শূন্য শুক্লবর্ণ চরু ভোজন করিলেন। ৭১

দিব্য-জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ভৃগু, সেই বৈপরীত্য অবগত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক পুত্রবধূকে বলিলেন। ৭২

ভদ্রে! তুমি চরুভোজন ও বৃক্ষালিঙ্গনে বৈপরীত্য করিয়া ফেলিয়াছ। ৭৩

এই জন্য তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হইবে; আর তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণাচারী ক্ষত্রিয় হইবে। ৭৪

ভৃগু, এই কথা বলিলে, সাধ্বী সত্যবতী, গুরু ভূগুকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,–আমার পৌত্র এতাদৃশ হউক। পুত্র যেন ব্রাহ্মণাচার ব্রাহ্মণই হয়। ভৃগু, "তথাস্তু" বলিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ৭৫-৭৬

অনন্তর, গাধি-নন্দিনী সত্যবতী যথাকালে তেজস্বী জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন, আর তদীয় জননী তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। ৭৭

জমদগ্নি, অবিলম্বে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেন; আর ধনুর্বেদবিদ্যা সেই মহাত্মার স্বতঃসিদ্ধ হইল। ৭৮

বিশ্বামিত্রও অচিরকাল মধ্যে চতুর্বেদ এবং সমস্ত ধনুর্বেদে পারদর্শী হইলেন। ৭৯

অবশেষে তপস্যা-বলে ব্রাহ্মণও হইয়াছিলেন। ৮০

জাজ্বল্যমান তেজস্বী মহাতপা জমদগ্নি মুনি, বেদ-বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবে সূর্য্যবৎ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৮১

দ্বশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় — পরশুরামের উপাখ্যান

ঔর্ব বলিলেন,–কিছুকাল অতীত হইলে, মহাতপা জমদগ্নি স্বয়ং যত্নসহকারে, সুলক্ষণা বিদর্ভরাজ-তনয়া রেণুকাকে বিবাহ করিলেন। ১

রেণুকা, জমদগ্নিসংসর্গে রুষণ্বান, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু নামে চারিটি লোকপ্রিয় পুত্র প্রসব করেন। ২-৩

কার্তবীর্য-বধের জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ মধুসূদন, সর্বশেষে তদীয় গর্ভে উৎপন্ন হইলেন, এই পঞ্চম তনয়ের নাম হইল রাম। ৪

তিনি পৃথিবীর ভারহরণার্থ পরশুসহ উৎপন্ন হন; সেই তাঁহার সহজ পরশু কদাচ তাহাকে ত্যাগ করে নাই। ৫

এই রাম, নিজ পিতামহীর চরুভোজন-বৈপরীত্যের ফলে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়াচার ও ক্রূরকর্মা হন। ৬

পরশুরাম, পিতার নিকট নিখিল বেদ এবং ধনুর্বেদ সর্ব্বতোভাবে শিক্ষা করিয়া বেদবিদ্যা-বিশারদতা-নিবন্ধন কৃতার্থম্মন্য হইলেন। ৭

একদিন রাম-জননী রেণুকা-স্নানার্থ গঙ্গাতে গিয়া দেখেন, উত্তম-মাল্যধারী পরম সুন্দর চন্দ্রসন্নিভ তরুণ রাজা চিত্ররথ, অনুরূপা রমণীগণের সহিত জল ক্রীড়া করিতেছেন। ৮-৯

রেণুকা, তাদৃশ নরপতিকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কামার্তা হইয়া সেই সুন্দর রাজার প্রতি অভিলাষ করিলেন। ১০

অভিলাষ হইবামাত্র ক্লেদ নিঃসৃত হইল; কিন্তু তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। যাহা হউক, হঠাৎ মানসিক গতির দিকে লক্ষ্য হইল, অমনি সভয়ে সেই ক্লেদযুক্ত হইয়াই নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। ১১

জমদগ্নি, দেখিবামাত্র রেণুকার মনোবিকার বুঝিতে পারিয়া “ধিক্ তোকে পাপীয়সি!–ধিক্” ইত্যাদিরূপে বারংবার নিন্দা করিতে লাগিলেন। ১২

অনন্তর, মুনি প্রথমে সেই রুষণ্বৎপ্রমুখ চারিপুত্রকে একে একে বলেন,– “এই পাপীয়সী ব্যভিচারিণী রেণুকাকে ছেদন কর;” কিন্তু তাঁহার মৃঢ় ও জড়ের ন্যায় রহিল। তাহারা পিতৃ-আজ্ঞা পালন করে নাই। ১৩

তখন, জমদগ্নি কুপিত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় পুত্রদিগকে এই অভিসম্পাত দিলেন, “তোরা জড়বৎ বসিয়া রহিলি, আমার কথা শুনিলি না। ১৪

এই দোষে তোরা অবিলম্বে জড়ভাবাপন্ন এবং গোরুর ন্যায় জীবন ধারণ কর”। ১৫

অনন্তর অতিবীর্যশালী জামদগ্ন্য পরশুরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমদগ্নি তাহাকে বলিলেন, তোমার এই পাপীয়সী জননীকে ছেদন করিয়া ফেলো। ১৬

সেই মহাতেজা ভ্রাতৃগণকে পিতৃশাপে জ্ঞানবর্জিত অবলোকন করিয়া জননীকে কুঠারাঘাতে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৭

পরশুরাম রেণুকাকে ছেদন করিলেন দেখিয়া জমদগ্নি ক্রোধশূন্য হইলেন এবং সুপ্রসন্নভাবে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ১৮

পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যে আমার এই আজ্ঞা পালন করিলে, ইহাতে আমি প্রীত হইয়াছি; অতএব তুমি এখন আমার নিকট কতিপয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ১৯

পরশুরাম সাতটি বর প্রার্থনা করিলেন, জননীর পুনর্জীবন প্রথমেই প্রার্থনা করিলেন; অনন্তর হে নৃপশ্রেষ্ঠ! মাতাকে যে তিনি বধ করিয়াছেন, এ কথা মাতার বিস্মৃত হওয়া, ভ্রাতৃগণের শাপমোচন, মাতৃহত্যা পাপনাশ, সকল সময়ে জয় লাভ এবং কল্পান্ত পর্যন্ত আয়ু-পরশুরাম, যথাক্রমে এই কয়টি বর প্রার্থনা করিলেন। ২০

মহাতপা জমদগ্নি সকল বরই পরশুরামকে দিলেন, তখন রামজননী রেণুকা সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। ২১

পরশুরাম যে, তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন একথা রেণুকার স্মরণ হইল না। পরশুরাম তখনই যুদ্ধ-জয়-শক্তি এবং চিরজীবিতা লাভ করিলেন। ২২

পিতা জমদগ্নি, মাতৃহত্যা অপনয়নের জন্য তাহাকে বলিলেন;–বৎস রাম! বরদানমাত্রে মাতৃহত্যা-পাপ যায় না, অতএব ব্রহ্মপুত্র-সলিলে স্নান করিবার জন্য তুমি তথায় গমন কর। ২৩-২৪

তথায় স্নান করিবামাত্র পাপমুক্ত হইয়া অবিলম্বে তুমি প্রত্যাগমন করিবে। ২৫।

পুত্র! তুমি জগতের হিতার্থে সত্বর ব্রহ্মপুত্রকুণ্ডে গমন কর। তখন পরশুরাম পিতৃ উপদেশে পুণ্যসলিল ব্রহ্মপুত্রকুণ্ডে গমন করিয়া তথায় পরশু প্রক্ষালনপূর্বক যথাবিধি স্নান করিবামাত্র দেখিলেন, মাতৃহত্যা-পাপ তাঁহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইল। ২৬-২৮

পরশুরাম, সেই পরমতীর্থের প্রতি বিশ্বাসান্বিত হওয়াতে পরশুদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদকে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। ২৯

পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া কৈলাস পর্বতের উপত্যকা লোহিত সরোবরে পতিত হয়। ৩০

তখন, মহাবল পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ প্রস্তুত করত ব্রহ্মপুত্রনদকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করিলেন। ৩১

অনন্তর, জামদগ্ন্য কিয়দ্দূর পরে হেম-শৃঙ্গ গিরি ভেদ করিয়া, কামরূপ পীঠের মধ্য দিয়া এই নদকে প্রবাহিত করিলেন। ৩১

স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন লোহিত। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহার আর একটি নাম লোহিত্য। ৩৩

ব্রহ্মপুত্র নদ, জলরাশি দ্বারা সমস্ত কামরূপ পীঠপ্লাবিত ও সর্ব্বতীর্থ গোপন করিয়া দক্ষিণ সাগরের অভিমুখে চলিয়াছে। ৩৪

দিব্য যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল; মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশযোকন গিয়া পুনরায় ঐ লৌহিত্য নদে মিলিত হইয়াছে। ৩৫

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্যজলে স্নান করে, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ৩৬

যে ব্যক্তি শুচি ও পবিত্র-চিত্ত হইয়া সমস্ত চৈত্র মাস ব্রহ্মপুত্রজলে স্নান করে, সে কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। ৩৭

হে রাজন! পূর্বকালে বীর জামদগ্ন্য যে জন্য মাতাকে বধ করেন ও যে জন্য ক্রূরকর্ম্মকারী হন, তাহা তোমার নিকট এই বললাম। ৩৮

যে ব্যক্তি, প্রত্যহ এই মহৎ আখ্যান শ্রবণ করে, সে চিরজীবী, নিত্যহর্ষ-যুক্ত এবং বলবান হইয়া থাকে। ৩৯

হে রাজন! পার্বতী যেরূপে শিবের শরীরার্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, বেতাল ভৈরব যাহাদিগের নাম। ৪০

বেতাল-ভৈরব যাঁহার পুত্র, যেরূপে তাহারা গণাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন, তৎ সমস্তই তোমাকে এই বলিলাম। হে নৃপবর! এখন আর কি বলিব বল? ৪১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–হে বিপ্রগণ! পার্বতীর শম্ভূশরীরার্দ্ধ গ্রহণবিষয়ে মহাত্মা সগরের সহিত ঔর্বঋষির কথোপকথন হয়। ৪২

তৎসমুদয় এবং তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত উত্তম বিবরণ ভৈরবোপাখ্যান, পীঠনির্ণয় বলিলাম। ৪৩

ভৃঙ্গি-মহাকালের উৎপত্তি, এ সমস্তও বলিলাম; এখন হে দ্বিজবরগণ! যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর, আর কি বলিতে হইবে? ৪৪

মন্ত্রবেদময় বহুতর ফলজনক, প্রাজ্ঞনিশ্চায়ক সকল তন্ত্রশ্রেষ্ঠ এই তন্ত্র যে ব্যক্তি প্রত্যহ পাঠ করে, সে ব্যক্তি, তত্ত্বমাত্র লক্ষ্য-ঔপনিষদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জগতের রক্ষাকর্তা হয়। ৪৫

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

চতুরশীতিতম অধ্যায় — রাজনীতি

ঋষিগণ বলিলেন,–মহাভাগ। আপনি সকল কথাই বলিলেন, আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জনও করিলেন; গুরুদেব! আপনার প্রসাদে আমরা কৃতার্থ হইলাম। ১

দ্বিজবর! ভৃঙ্গী ও মহাকালই ত বেতাল ভৈরবরূপে উৎপন্ন হইল; কিন্তু গুরুদেব! বেতাল, মহাকাল, ভৃঙ্গী ও ভৈরব–এই চারিজনের কথা শুনিতে পাই কিরূপে? ২-৩

দ্বিজবর! বেতাল ভৈরব-ব্যতীত আর দুইজন ভৃঙ্গী মহাকাল কে? ইহা পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি। ৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–দ্বিজবরগণ! মহাকাল ও ভৃঙ্গী-মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির পর বেতাল ভৈরব নামে প্রসিদ্ধ হয়। ৫

ইহার পর বরলাভ করিলে, মহেশ্বর তপোনিষ্ঠ অন্ধকাসুরকে ভৃঙ্গিস্থানীয় করিলেন। ৬

পূর্বে অন্ধকাসুর, শিবের সহিত বিরোধ করিয়া বিপন্ন হয়, পশ্চাৎ শিবকে আরাধনা করিয়া তদীয় পুত্রত্বলাভ করিল। ৭

ভৃঙ্গীর প্রতি স্নেহবশত মহাদেব, সেই অন্ধকের নাম রাখিলেন ভৃঙ্গী। কৃষ্ণ, বলিপুত্র বাণ-রাজার বাহুচ্ছেদ করিলে মহাদেব, তাহাকে মহাকালস্থানীয় করিয়া মহাকাশের প্রতি স্নেহবশত বাণেরই মহাকাল নাম রাখিলেন। ৮

মুনিবরগণ! এইরূপেই বেতাল, ভৈরব, ভৃঙ্গী, মহাকাল–পৃথক পৃথক এই চারিজন হইয়াছেন। ৯

ঋষিগণ বলিলেন–ভার্য্যা, পুত্র, আত্মা ও গুরুর প্রতি যেরূপ নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে এবং রাজনীতি, সাধুনীতি এবং সদাচারে যে সকল বিশেষ নিয়ম আছে, তদ্বিষয়ে

সগর রাজা, মহামতি মহাত্মা ঔর্ব ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যে উত্তর প্রদান করেন। ১০-১১

হে দ্বিজবর! তপোধন! তৎসমস্ত বিশেষরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, মহাভাগ গুরুদেব! আমাদিগের নিকট তাহা কীর্তন করুন। ১২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–মহাত্মা ঔর্ব নীতিসম্বন্ধে যে যে বিশেষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎসমস্ত বলিতেছি। ১৩

হে দ্বিজবরগণ! শ্রবণ কর। রাজা সগর, মন্ত্রকল্পাদি শ্রবণ করিয়া মহামুনি ঔর্বকে নীতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৪

ঋষিবর! পুত্র, আত্মা এবং ভার্যার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তৎসমুদায় এবং সদাচার-আমার নিকট বলুন। ১৫

ঔর্ব বলিলেন,–রাজেন্দ্র! আত্মা, পুত্র, ভার্যার প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করা উচিত, তাহা সবিশেষরূপে আমি কীর্ত্তন করিতেছি, ক্রমে শ্রবণ কর। ১৬

প্রথমে জ্ঞান-বৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, অসূয়া-বর্জিত উদারচিত্ত বিপ্রমণ্ডলীর সেবা কর্তব্য। ১৭

তাহাদিগের নিকট প্রতিদিন শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত বিধিব্যবস্থা শ্রবণ করিবে; তাঁহারা যাহা বলিবেন, বিজ্ঞ রাজা তাহাই করিবেন। ১৮

শরীর একখানি রথ; পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাঁহার পাঁচটি অশ্ব; আত্মা তাঁহার আরোহী রথী, জ্ঞান অশ্বের লাগাম, মন তাহার সারথি। ১৯

অশ্ব সকল বিনীত করিবে, সারথিকে রথীর বশ করিবে, লাগাম দৃঢ় করিবে এবং শরীরের (রথের) স্থৈর্য সম্পাদন করা কর্তব্য। ২০

রথী, দুর্বিনীত-অশ্বচালিত রথে আরোহণ করিয়া অশ্বদিগের ইচ্ছানুসারে গমন করিতে করিতে বিপথে উপনীত হয়, আবার সারথি, রথীর অবশ হইয়া ইচ্ছামত অশ্ব চালনা করিলে, রথী বীর হইলেও তাহাকে রিপুর অধীন করিয়া ফেলে। ২১-২২

অতএব রাজা, বিষয় ভোগ করিবার সময় ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করিবে, জ্ঞান যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহা করিবে। ২৩

রাজশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা কশা (লাগাম) দৃঢ় হইলে, সারথি বশবত্তা থাকিলে, বিনীত অশ্ব ঠিক পথেই চালিত হইয়া থাকে। ২৪

অতএব রাজা, নিজ ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখিয়া জ্ঞানপথে অধিষ্ঠান করত আত্ম-হিতানুষ্ঠান করিবে। ২৫

রাজা স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে, কিন্তু বিপথে মন দিবে না। দেখা উচিত বলিয়া দেখিবে, ঔৎসুক্য সহকারে কিছুই দেখিবে না। ২৬

শ্রোতব্য হইলে শ্রবণ করিবে, অতিরিক্ত বিষয় শ্রবণ করিবে না। ধীর রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যতীত, আর কিছুতেই হঠাৎ বিশ্বাসযুক্ত হইবে না। ২৭

রাজা, নাসিকা ও ত্বগিন্দ্রিয়কেও এইরূপ নিজ ইচ্ছার বশবর্তী করিয়া স্বেচ্ছাক্রমেই বিষয়েপভোগ করিবে এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বিষয়লাভ করিবে। ২৮

রাজা এইরূপ হইলেই জিতেন্দ্রিয় হয়। শাস্ত্রানুশীলন ও বৃদ্ধসেবাই ইন্দ্রিয় জয়ের হেতু। ২৯

অবৃদ্ধসেবী, শাস্ত্রানভিজ্ঞ রাজা, শত্রুবশ হইয়া পড়েন। এই জন্য রাজা, শাস্ত্র অবলম্বনপূর্বক জিতেন্দ্রিয় হইবেন। ৩০

প্রসন্নতা, প্রাগলভ্য, উৎসাহ, বাকপটুতা, বিবেচনা, কুশলতা, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান, মৈত্রী, কৃতজ্ঞতা, শাসন-দার্ঢ্য, সত্য, শৌচ, কার্যস্থিরতা, পরের অভিপ্রায় জ্ঞান, সচ্চরিত্রতা,

বিপদে ধৈর্য, ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, গুরুদেব-দ্বিজপূজা, অসূয়া হীনতা, অক্রোধতা–রাজা এই সমস্ত গুণ অভ্যস্ত করিবে। ৩১-৩২

রাজা, কার্যাকার্য-বিভাগ, ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিবেন; অবসর মত তাহা পালনও করিবেন। ৩৩

সাম (সদ্ব্যবহারে মিটমাট), দান (কিছু দিয়া মিটমাট), ভেদ (শত্রু পক্ষের লোক ভাঙ্গান), দণ্ড (যুদ্ধ) এই চতুর্বিধ উপায়; রাজা ইহা জানিয়া যথাস্থানে প্রয়োগ করিবেন। ৩৪

সামপ্রয়োগ স্থলে, ভেদ-উপায় প্রয়োগ মধ্যম বলিয়া কীর্তিত। দানপ্রয়োগ স্থলে দণ্ডপ্রয়োগ বা দণ্ড প্রয়োগস্থলে দানপ্রয়োগ-অধম বলিয়া নিদিষ্ট। ৩৫-৩৬

সামপ্রয়োগ-স্থলে দণ্ডপ্রয়োগ অধমাপেক্ষা অধম। সাম, দান–এই দুইটি উপায় পরস্পরেই পরস্পরের সাহায্য কারী। ৩৭

রাজা, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড–সকল উপায় প্রয়োগস্থলেই মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিবেন। ৩৮

রাজার পক্ষে, কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, অভিমান ও মদ-ইহাদিগের আতিশয্য শত্রুবং নিরাকরণীয়। ৩৯

ক্ষোভ এবং গর্ব ব্যতীত, কাম প্রভৃতি অপর কয়েকটির–যথাকালে কিছু কিছু ব্যবহার করা যাইতে পারে। ৪০

রাজাদিগের তেজই সূর্যের ন্যায় তীব্র; গর্ব্ব তাহার রোগ, অতএব রোগ যুক্ত দেহের ন্যায় গর্ব্বমিশ্রিত তেজকে পরিত্যাগ করিবে। ৪১

মৃগয়াসক্তি, দ্যূতক্রীড়া, অত্যন্ত স্ত্রী-সম্ভোগ, পানদোষ, অর্থদূষণ, বাক পারুষ্য এবং দণ্ডপারুষ্য–রাজা এই সাতটি দোষ পরিত্যাগ করিবে। পরস্ত্রীতে কিংবা অননুরক্তা নিজ-স্ত্রীতেও কখনই আসক্ত হইবে না। ৪২-৪৩

তবে আপনার অনুরাগিণী সাধ্বী পত্নীতে অনুরূপ সময়ে উপগত হইবে। রতিক্রীড়া ও পুত্রোৎপত্তি ভার্যা করিবার ফল, অতএব সতী নিজ ভার্য্যাকে একেবারে পরিত্যাগ করিবে না; প্রত্যুত ঐ দুই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সময়ে আসক্ত হইবে, কিন্তু অতিশয় আসক্ত হইবে না। ৪৪

মৃগয়াতে অত্যাহিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, অতএব মৃগয়া রাজার সতত পরিহার্য; আর সৎকার্য-শক্তি-নাশক দ্যূতক্রীড়াও সর্ব্বতভাবে পরিত্যাজ্য। ৪৫

তবে অপরে দ্যূতক্রীড়া করিতেছে, রাজা কদাচিৎ তাহা দেখিতে পারেন। কিন্তু স্বয়ং কদাচ খেলিবেন না। ৪৬

দ্যূতক্রীড়ার ন্যায় কুকার্যের মূল এবং কর্মনাশক আর কিছুই নাই। গূঢ় মন্ত্রণা পান দোষে অযথাকালে প্রকাশ হইয়া পড়ে, অসময়ে অকারণে কলহ উপস্থিত হয়। ৪৭

সৎকার্য, শৌচ এবং মঙ্গল বিনষ্ট হয়, অতএব পানদোষ সর্ব্বতভাবে পরিহার করিবে। প্রাণক্ষয়কর অর্থ-দূষণ সতত পরিত্যাজ্য। ৪৮

অভিশস্ত, চোর, হত্যাকারী এবং আততায়ীদিগের উপরে, নরপতি সতত দণ্ডপারুষ্য করিবেন। কিন্তু হে নৃপবর! অন্যত্র দণ্ডপারুষ্য করা রাজার অনুচিত। রাজা বাক্যপারুষ্য (কটুবাক্য-প্রয়োগ) কখনই কাহারও প্রতি করিবেন না। ৪৯-৫০

সতত সত্য পালন করিবেন; সত্যই একমাত্র অবলম্বনীয়। রাজা কার্য্য বুঝিয়া ক্ষমা এবং তেজস্বিতা অবলম্বন করিবেন। ৫১

যান, স্থিতি, আশ্রয়-গ্রহণ, দ্বৈধ, সন্ধি এবং বিগ্রহ এই ছয়টি গুণ সতত অভ্যাস করিবেন; যে স্থানে যে গুণ অবলম্বনীয়, তাহাও স্থির করিবেন। ৫২

যে ব্যক্তি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, জনপদ এবং দণ্ডের পরিমাণাদি না বুঝে, সে রাজা রাজ্য শাসনে অনুপযুক্ত। ৫৩

কোষ জনপদ এবং দণ্ড এতৎসম্বন্ধীয় এক একটি কার্যে তিন তিন জনকে নিযুক্ত করিবে। আর একজনকে এই সকল কার্যে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে না। ৫৪

মিত্র হউক, শত্রুই হউক, আর উদাসীনই হউক,-প্রভাব ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই দেখাইবে। রাজারা জিগীষা, ধর্মকার্য, অষ্টবর্গ এবং শরীর-যাত্রা-নির্বাহেও উৎসাহ-সম্পন্ন হইবেন। ৫৫-৫৬

মন্ত্র, শস্ত্র, রাজ্য, পুত্র এবং অন্তঃপুর এই সকল বিষয়ে মন্ত্রণাপূর্ব্বক বুদ্ধি চালনা করিবে। ৫৭

কৃষি, দুর্গ, বাণিজ্য, সেতু-বন্ধন, গজ-বাজি বন্ধন; খনি-আকরাধিকার, করগ্রহণ এবং শূন্যনিবেশন চর-শুন্যাদি স্থানে চরাদিস্থাপন–ইহা অষ্টবর্গ। এই অষ্টবর্গে চর নিয়োগ করিবে। ৫৮-৬০

এই অষ্টবর্গে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কার্যাকার্য্য পরিজ্ঞানের জন্য আটজন চর নিযুক্ত করিবে। ৬১

অন্য যে দশ বিষয়ে চর নিয়োগ করিবে, যথাক্রমে তাহা শ্রবণ কর; রাজা, অমাত্য, রাজচক্র, মিত্র, কোষ, সৈন্যসামন্ত এবং দুর্গ–রাজ্যের এই গুরুকথিত সপ্তাঙ্গ। ৬২

অষ্টবর্গের মধ্যে দুর্গের কথা একবার বলা হইয়াছে, এবং আপনার প্রতিও চর প্রয়োগ করিতে হইবে না;–সুতরাং সপ্তাঙ্গের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে চর প্রয়োগ করিবে। ৬৩

অন্তঃপুর, নিজপুত্র, মাল্য-পূগাদি, পাকশালা এবং শত্রু ও উদাসীনের বলাবল পরীক্ষা এই পাঁচবিষয়ে–সর্বশুদ্ধ এই অষ্টাদশ বিষয়ে চর প্রয়োগ করিবে। ৬৪-৬৫

যাহা গোপনে জানিতে ইচ্ছা হইবে, তদ্বিষয়েই চর প্রয়োগ কর্তব্য। চর মুখে অবগত হইয়া প্রতিকার্য বিষয়ের অবশ্য প্রতিকার করিবে। ৬৬

নিযুক্ত চর, নিয়োগের অন্যথাচরণ করিতেছে জানিতে পারিলে, রাজা তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অধিকারচ্যুত করিবেন। ৬৭

মন্ত্রিসমেত রাজা, প্রদোষকালে নির্জনস্থানে বসিয়া চরদিগকে বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিবেন। ৬৮

নিজপুত্র, অন্তঃপুর, মহানস (পাকশালা) এবং মন্ত্রীর প্রতি যে সকল চর নিযুক্ত থাকিবে, রাজা নিশীথকালে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ৬৯

এই সকল চরকে রাজা মন্ত্রীব্যতীত একাকীই পরিদর্শন করিবেন। রাজা, অন্য চরদিগকে মন্ত্রীর সহিত পরিদর্শন করিয়া ফলাফল নির্দ্দেশ করিবেন। ৭০

একবেশধারী, উৎসাহ-বর্জিত, সর্বত্র পরিচিত, অতিদীর্ঘাকৃতি, খর্বাকার, সতত দিবাচারী, বেগসম্পন্ন, নির্বুদ্ধি, ধন-সম্পত্তি-হীন, পুত্রদার-বর্জিত ব্যক্তিদিগকে গোপনীয় সংবাদ জানিবার জন্য রাজা চর নিযুক্ত করিবেন না। চর একজন রাখিবেন না। ৭১-৭৩

বহুদেশতত্ত্ববিৎ, বহুভাষাভিজ্ঞ, পরাভিপ্রায়বেত্তা, দৃঢ়ভক্তি, সমর্থ ও নির্ভয় ব্যক্তিকে চর নিযুক্ত করা উচিত। ৭৪

রাজা–কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য এবং দুর্গাদিতে তত্তদ্বিষয়ে সুদক্ষ আত্মসদৃশ চর দিগকে নিযুক্ত করিবেন। ৭৫

অন্তঃপুরে, বৃদ্ধ বীর পিতৃতুল্য পুরুষদিগকে, বিচক্ষণ ষণ্ঢ-পণ্ড (খোজা) দিগকে এবং সুবুদ্ধি সুপণ্ডিতা বৃদ্ধা রমণীমণ্ডলীকেও চর নিযুক্ত করিবে। ৭৬

রাজা, কদাচ একাকী শয়ন বা ভোজন করিবেন না; একাকী মলত্যাগ করিতে যাইবেন না বা একাকিনী মহিষীর নিকট একাকী যাইবেন না। রাজা, নিজ মনের সন্তোষ হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রী, ভার্যা ও পুত্রদিগকে সতত উপধা-শুদ্ধ করিবেন। ৭৭-৭৮

প্রত্যেক পরিশুদ্ধ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ–চতুর্বর্গ সেবার নামই উপধা। ভার্যা ও পুত্রদিগকে অর্থ কাম-উপধাদ্বারা, ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম-উপধাদ্বারা এবং মন্ত্রীদিগকে সকল উপধাদ্বারা শুদ্ধ করিবে। ৭১-৮০

এই সকল কার্য্য, যজ্ঞ এবং দানাদিদ্বারা রাজা পুণ্যভাগী হইবে; অতএব রাজ্যার্থী তুমিও এইরূপ ধর্ম্মাচরণ কর। ৮১

এই রাজধর্ম, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, মন্ত্রণা, চরপ্রেরণাদি কার্য–যে রাজার নাই, অবিলম্বে তাঁহার রাজ্যচ্যুতি এবং প্রাণত্যাগ ঘটে সন্দেহ নাই। অতএব হে সাধুবর! তুমি এ সকল কার্য করিতে থাক। ৮২-৮৩

রাজা এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে গোপনে আনিয়া এবং প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া লোকের মন বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। ৮৪

মন্ত্রী যদি রাজ্যাভিলাষী হইয়া রাজা হইতে অধিক ধর্মাচরণ করেন, তাহা হইলে, রাজা তাঁহার ধর্মাচরণে ব্যাঘাত করিবেন। ৮৫

রাজার বিরুদ্ধে অভিচার কার্য করিলে, রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন; ব্রাহ্মণ এরূপ করিলে রাজা তাহাকে নির্বাসিত করিবেন। ৮৬

ইহার নাম ধর্মোপধা; পুত্র ও মন্ত্রীদিগকে ইহার দ্বারা জয় করিবে। এতাদৃশ অন্য উপধাও রাজা, ধর্মত আশ্রয় করিবেন। ৮৭

মন্ত্রী বা মন্ত্রণা-গোপন-ক্ষম রাজপুত্র বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজার নিয়মমত কোষাধ্যক্ষ আসিয়া বলিবে। ৮৮

এই প্রচুর ধন আপনার আয়ত্ত রহিয়াছে, অনুমতি করেন ত লইয়া আসি, আপনার অধীনে আমাদিগেরও জীবন নির্বাহ হইবে। এ প্রচুর ধন দ্বারা আপনিও যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। রাজা কোষসম্বন্ধীয় এই উপায় দ্বারা পুত্র এবং মন্ত্রীদিগকে পরিশোধিত করিবেন। ৮৯-৯১

কোষ-হানিকর ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড করিবেন, কিংবা নির্বাসিত করিবেন। কোষ-হানি করি কি–না করি এইরূপ বিতর্কিতচিত্ত ব্যক্তিকে অধিকারচ্যুত করিবেন এবং কোষরক্ষণে যত্ন করিবেন। ৯২

যে সকল বৃদ্ধা বিচক্ষণা দাসী ও শিল্পিনীগণ, মন্ত্রী প্রভৃতির জ্ঞাতসারে অন্তঃপুরে ও বাহিরে গতিবিধি করে। ৯৩

রাজা নির্জনে ভার্য্যাদির অলক্ষ্যে, তাহাদিগকে বলিয়া-কহিয়া মন্ত্রীদিগের নিকট পাঠাইবেন। ৯৪

তাহারা গিয়া ইহাদিগের মন বুঝিবে; বলিবে, রাজমহিষী প্রভৃতি সুন্দরীগণ, তোমার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে। ৯৫

তোমার যদি ইচ্ছা থাকে ত বল, আমি ঘটনা করিয়া দিতে পারি। আবার রাজমহিষী-প্রভৃতিকে বলিবে, বরবর্ণিনি! মন্ত্রী তোমার প্রতি অনুরক্ত। ৯৬

যদি ইচ্ছা হয় ত বল, আমি তাঁহার সহিত তোমার মিলন করাইয়া দিতে পারি। ৯৭

রাজা, এইরূপ উপায় এবং অন্য উপায় দ্বারা ভার্য্যা, কন্যা, পৌত্রী, স্নুষা ও পৌত্রবধূদিগকে এবং মন্ত্রী, পুত্র, পৌত্র ও সেবকদিগকে বিশুদ্ধ কি না জানিবে। ৯৮

ইহার মধ্যে যে সকল স্ত্রী-পুরুষ কামোপধাতে অশুদ্ধ, অবিবাদে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণ হইলে নির্বাসিত করিবে। ৯৯

মোক্ষমার্গাসক্ত হিংসা-পৈশুন্যবর্জিত ক্ষমা-সর্বস্ব মন্ত্রীকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন। ১০০

মোক্ষ-মার্গাসক্ত ব্যক্তি, দণ্ডের উপযুক্ত হইলেও তাহাকে রাজা দণ্ডিত করিবেন না; কারণ মোক্ষমার্গাসক্ত ব্যক্তি সর্বত্র সম-বুদ্ধি। ১০১

উপধার এই সূত্র। উশনা অনেক প্রকার উপধার বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন; তৎসমস্ত ঔশনস শাস্ত্রেই জ্ঞাতব্য। ১০২

ভূমিসম্পত্তি এবং মিত্রলাভ বহুতর হইবে,–নিশ্চয় থাকিলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে। ১০৩

নচেৎ অন্য উপায় অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। সপ্তাঙ্গের পরস্পর সম্ভাব, কোয় সঞ্চয় ও কোষ-রক্ষা, নৃপশ্রেষ্ঠগণের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ১০৪

রাজা, বহুবিদা-বিশারদ, বিনীত, সৎ-কুলোদ্ভব, ধর্মার্থ-কুশল, সরল চিত্ত ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। ১০৫

যথাকালে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অনেকের সহিত মন্ত্রণা এবং সর্বদা মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ। ১০৬

বিশেষ আবশ্যক হইলে, একবার একজনের সহিত আর একবার আর এক জনের সহিত-এইরূপে সকল মন্ত্রীর সহিতই মন্ত্রণা করিয়া লইবেন। অন্যের ছল করিয়া একেবারে সকলের সহিত মন্ত্রণাও করিতে পারেন। ১০৭

অত্যন্ত গোপনীয় এবং সুরক্ষিত গৃহে কিংবা উপদ্রব নির্জন অরণ্যে গিয়া মন্ত্রণা করা উচিত; রাত্রিতে মন্ত্রণা করা নিষিদ্ধ। মন্ত্রণাস্থলে, বালক, বানর, নপুংসক, শুক-সারিকা, এবং বিকৃত মনুষ্যদিগকেও আসিতে দেওয়া নিষেধ। ১০৮

রাজাদিগের গূঢ় মন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে যে দোষ হয়, তাহার প্রতিকার করা সুদক্ষ শত শত রাজারও সাধ্য নহে। ১০৯

রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত করিবেন, অদণ্ডনীয় ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিত করিবেন না। রাজা, দণ্ডার্হব্যক্তির দণ্ড না করিলে বা অদণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ড করিলে অকীর্তি প্রাপ্ত হন এবং চোর-পাপে পাপী হইয়া থাকেন। ১১০-১১১

রাজা–প্রাকার, অট্টালিকা ও তোরণ দ্বারা ভূষিত দুর্গ-নগরের অদূরে প্রস্তুত করাইবেন। ১১২

নগর যদি কোনরূপ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য। দুর্গ, রাজাদিগের প্রধান সহায়; দুর্গের প্রশংসা সর্বত্রই আছে। দুর্গস্থিত একজন ধনুর্ধারী অন্য স্থানস্থিত একশত লোকের সহিত এবং দুর্গস্থিত একশত লোক অন্য স্থানের দশসহস্র লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, এইজন্য দুর্গের এত প্রশংসা। ১১৩-১৪

জলদুর্গ, ভূমিদুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, বনদুর্গ, মরুদুর্গ এবং পর্বত-দুর্গ এই ষড়বিধ দুর্গ। সকল দুর্গেরই শেষে পরিখা করিতে হয়। ১১৫

এই ষড়বিধ দুর্গের মধ্যে দেশানুসারে যে কোন দুর্গ করিতে পারে। পার্বত্যদেশে সুবিধা হইলে পর্বত-দুর্গ, মারব দেশে মরুদুর্গ ইত্যাদি। দুর্গ করিতে হইলে, নগর ধনুর ন্যায় ত্রিকোণ, গোল বা চতুষ্কোণ করিবে, অন্যরূপ দুর্গ করিবে না।১১৬

মৃদঙ্গাকার দুর্গ, কুল-নাশক; রাক্ষসরাজের লঙ্কাদুর্গ মৃদঙ্গাকৃতি ছিল। ১১৭

বলিরাজের নগর শোনিতপুর–তোয়োময় দুর্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ব্যজনাকৃতি ছিল, এই জন্য বলি শ্রীভ্রষ্ট হন। ১১৮

রাজন! শাল্বরাজের যে পঞ্চকোণ সৌভনগর আকাশে রহিয়াছে, তাহাও ভ্রষ্ট হইবে। ১১৯

রাজন্! ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদিগের এই অযোধ্যানগর ধনুর ন্যায় ত্রিকোণ, এই জন্য ইহা ভূরি-জয়প্রদ। ১২০

রাজা, দুর্গ-ভূমিতে দুর্গাদেবীকে দুর্গদ্বারে দিপালগণকে,–যথাবিধি পূজা করিলে জয় লাভ করেন। ১২১

এই জন্য রাজা, জয়-বৃদ্ধি কামনায় দুর্গ সন্নিবেশিত করেন। রাজা, কদাচ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবেন না। ১২২

ব্রাহ্মণের অবমাননা করিলে রাজা পরলোকে দুঃখভাগী হইবেন। ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ বা ব্রাহ্মণের ধন হরণ করা রাজার অকর্ত্তব্য। ১২৩

রাজা তাহাদের কার্যশেষে সমুচিত সম্মানে সন্তোষিত করিবেন এবং ইহাদের নিন্দা অথবা দ্বেষ আচরণ করিবেন না। ১২৪

এই প্রকার স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে স্বপরাদিমণ্ডল পরিবৃত হইয়া, সাবধান গূঢ়দূত দ্বারা সর্ববার্তাবিং গুণবান্ মিষ্টভাষী ভাগ্যশালী নৃপতি,-প্রত্যহ তোমার ন্যায় অতুল ঐশ্বর্যের ঈশ্বর হন। ১২৫

এবং নিজের সদগুণসমূহ পুত্রে উপদেশ করেন। সেই পুত্র পৃথিবীপতি হইলেও তাহাকে স্বাধীন হইয়া কোন কার্য করিতে নিবারণ করা উচিত। ১২৬

যেহেতু রাজপূত্র স্বতন্ত্র হইলেই কামাদিদ্বারা অবস্থান্তর লাভ করে। সঙ্গদোষে চিত্তের বিকার জন্মে বলিয়া নীতিবিজ্ঞ বৃদ্ধমণ্ডলীর মধ্যে সর্বদা যুবরাজকে অবস্থাপিত করিবেন। ১২৭

পৃথিবীপতি অতিভোজন, রমণ, সুরাপান, বহুজনতা এবং ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে-সদাচার বিযোজিত করিবেন। পৃথিবীপতি স্ত্রীগণকে সর্বদা অস্বতন্ত্র করিবেন। ১২৮

স্ত্রীগণ যদি স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়। অতএব রাজা, সুন্দর ধর্ম এবং অর্থকাম প্রভৃতি দ্বারা পুত্র এবং পত্নীকে সংশোধিত করিয়া যৌবরাজ্য এবং অন্তঃপুরে নিয়োগ করিবেন। ১২৯-৩০

ভূপতি, পুত্র এবং পত্নীকে বহিঃপ্রদেশে এবং অন্তঃপুরে স্বতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্য করিতে দিবেন না। ১৩১

আমি সংক্ষেপে রাজধর্ম বিশেষ বর্ণন করিলাম এবং রাজপুত্রের গুণবর্ণন প্রসঙ্গে মহিষীগণের আচার বলিলাম। ১৩২

শুক্র এবং বৃহস্পতি রাজনীতি-তন্ত্রের স্রষ্টা, ইহারা যে সকল রাজনীতি শাস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে অন্য বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ১৩৩

এই প্রকারে পৃথিবীপতি রাজনীতিতে বিশেষ বিজ্ঞ হইলে কোন ক্লেশ অনুভব করেন না এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হন। ১৩৪

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় — বিশেষ বিশেষ সদাচার কথন

ঔর্ব বলিলেন,–হে নৃপতে! নৃপতিগণের অবশ্য কর্তব্য বিশেষ বিশেষ সদাচার সম্প্রতি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১

নির্দোষ সাধুসকল সৎ শব্দে বোধ হয়। তাহাদের আচার-তত্ত্বই সদাচার শব্দের প্রতিপাদ্য। ২

আগম, পুরাণ এবং মনু প্রভৃতি সংহিতা-সমূহে যে সকল সদাচার নির্ণীত হইয়াছে; রাজা, গৃহস্থের ন্যায় সেই সদাচার সমূহ পালন করিবেন। ৩

ঋষিগণকে বেদ পাঠ দ্বারা ষজন করিবেন। হোম দ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন। শ্রাদ্ধ এবং দান দ্বারা পিতৃগণকে এবং বলিদানে ভূতগণকে সন্তোষিত করিবেন। ৪

রাজা–মলত্যাগ, ভূষণ, স্নান, দন্তধাবন, অঞ্জন প্রভৃতি সকল কর্মই গৃহস্থবৎ আচরণ করিবেন। ৫

বিশেষ এবং নিত্যকৃত্য কর্ম্ম সকলও করিবেন, রাজা ব্রাহ্মণাদি সকলকে উত্তমরূপে ষটকর্মে নিযুক্ত করবেন। এবং ক্ষত্রিয়গণকেও স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ৬

যে ব্যক্তি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম আশ্রয় করে, রাজা তাহার যথোচিত দণ্ড করিয়া পুনর্বার তাহাকে স্বধর্মে সংস্থাপিত করিবেন। ৭

মহীপতি সংবৎসর-কর্তব্য-বিশেষ কর্ম্মসমূহ অবশ্যই আচরণ করিবেন। অবশ্যকর্তব্য বিশেষ বর্ণসকল শ্রবণ কর। ৮

শরৎকালীন মহাষ্টমী তিথিতে দুর্গার পূজা করিবেন এবং বলবৃদ্ধির নিমিত্ত দশমী তিথিতে নীরাজনাদি করিবেন। ৯

পৌষমাসের তৃতীয়া তিথিতে পুষ্পদি দ্বারা লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করিবেন। হে ভূপতে! রাজা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজানন্তর জল এবং শষ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীযজ্ঞ আচরণ করিবেন। ১০

জ্যৈষ্ঠমাসের দশহরায় বিষ্ণুর যজ্ঞ করিবেন। সূর্যদেব সিংহরাশিতে অবস্থান করিলে দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্রদেবের পূজা আচরণ করিবেন। ১১

নৃপতি, এই যজ্ঞ সকলকে বহু ব্যয়ে নিষ্পন্ন করিবেন। ১২

এই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বল, রাজ্য এবং ধনাগার পরিপূর্ণ হয় এবং ইহাদের অনুষ্ঠান না করিলে দুর্ভিক্ষ, মরক প্রভৃতি বহু উপদ্রব উৎপন্ন হয়। ১৩

অতিবৃষ্টি প্রভৃতি শস্য-বিঘ্নকর ছয় প্রকায় ঈতিও (উপদ্রব) উৎপন্ন হয়। অতএব বিশেষরূপে উক্ত যজ্ঞসমূহ আচরণ করবেন। শরৎকালীন মহাষ্টমীতে দুর্গাপূজার বিধি। ১৪

যাহা পূর্বে বর্ণন করিয়াছি, সেই বিধিতেই পূজা করিবেন। হে পৃথিবীপতে! নীরাজনের বিধি শ্রবণ কর। ১৫

ইহার দ্বারা অশ্ব, গজ প্রভৃতি সৈন্য বর্ধিত হয়। আশ্বিন-মাসের স্বাতিযুক্তা শুক্লা তৃতীয়াতে নিজপুরের ঈশানভাগে উত্তম স্থান সংস্কার করিবেন। ১৬

তদনন্তর অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে নীরাজন করিবেন। নীরাজনের উপযুক্ত কাল তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, সম্প্রতি নীরাজনার বিধি বর্ণন করিতেছি। ১৭

শ্রবণ কর; ইহা শ্রবণে তুমি কৃতকার্য হইবে। মহাবল মনোহর এক অশ্বকে সপ্তদিন পর্যন্ত গন্ধপুষ্প এবং বস্ত্রাদিদ্বারা আরাধনা করিবেন। তৃতীয়াদিতে পূজা করিয়া উক্ত অশ্বকে যজ্ঞস্থানে উপস্থাপিত করিবেন। ১৮-১৯

তাহার চেষ্টানুসারে শুভাশুভ পরিজ্ঞান হইবে। অশ্ব ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি পলায়ন করে, তাহা হইলে রাজার ক্ষয় হয়। ২০

অশ্ব যদি নয়নজল মোচন করে, তাহা হইলে রাজপুত্রের মৃত্যু হয় এবং অশ্ব যদি ভূমিগমনে প্রতিকূলতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজমহিষীর মৃত্যু হয়। ২১

অশ্ব যদি মুখ, নাসা, চক্ষু প্রভৃতিতে শব্দ করে, তাহা হইলে যেদিকে সম্মুখীন হইয়া ঐ শব্দ করে, সেই দিকে শত্রুসকল বিনষ্ট হয়। ২২

উক্ত অশ্ব যদি দক্ষিণপাদের অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া রাজার অগ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে ভূপতি সকল শত্রুকেই পরাজয় করেন। ২৩

হে নৃপমণে! দশমী তিথিতে প্রাতঃকালে নীরাজন করিবেন। দৈববশতঃ উক্ত তিথিতে অসমর্থ হইলে, উক্ত দশমীর পর দ্বাদশীতে নীরাজন করিবেন। ২৪

অথবা কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে উক্ত নীরজন-সম্পাদন করিবেন। ইহাতেও যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিজপুরের ঈশানকোণে ষোড়শ হস্ত-পরিমিত তোরণ নির্মাণ করিবে। ২৫

দশহস্ত-পরিমিত বিপুল তোরণ নির্মাণ করিবে। ২৬

দ্বাস্ত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ এবং ষোড়শ হস্ত পরিমাণে বিস্তৃত যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণ করিবেন। সেই মণ্ডপের মধ্যে বেদী নির্মাণ করিবেন। ২৭

বেদীর উত্তর ভাগে অত্যুত্তম বেদী নির্মাণ করিবেন, এই স্থানে পুরোহিতগণ ভাগ-সংস্থাপন করিয়া পূজা করিবেন। ২৮

হে নৃপ! শাল উড়ুম্বর অথবা অর্জ্জুনবৃক্ষের শাখাকে মৎস্যসমূহাঙ্কিত চক্র এবং ধ্বজদ্বারা বিভূষিত করিবেন। ২৯

নানাপ্রকার বহুমূল্য কনক এবং রত্নদ্বারা তোরণকে উপশোভিত করিবেন। যজ্ঞশান্তিদ্বারা স্বকার্য-সাধনের নিমিত্ত ঘোটকের কণ্ঠদেশ শালিকুণ্ঠ এবং তল্লাতকবৃক্ষে বন্ধন করিবে। ৩০-৩১

রাজা, বৈষ্ণবমণ্ডল নির্মাণ করিয়া দিকপাল, নবগ্রহ, বিষ্ণু প্রভৃতি বিশ্বদেব সকলের পূজা করিবেন। ৩২

পুরোহিত সপ্তাহকাল ঘৃত, তিল এবং পুষ্প একত্রিত করিয়া সূর্য, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিবেন। ৩৩

ধর্মার্থ-কামাদি চতুর্ব্বর্গসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যেক দেবের উদ্দেশে সহস্র বার অথবা অষ্টোত্তর এক শতবার প্রতিদিন হোম করিবেন। ৩৪

পলাশ, খদির, উডুম্বর, অশ্বথ প্রভৃতি কাষ্ঠদ্বারা পুরোহিত হোমকার্য সম্পন্ন করিবেন। ৩৫

সুবর্ণ রজত অথবা যথেচ্ছাক্রমে মৃত্তিকাদি নির্মিত–নানাপ্রকার পল্লব শোভিত আটটী ঘট সংস্থাপন করিবেন। ৩৬

পুরোহিত উক্ত ঘটসমূহে মঞ্জিষ্ঠা হরিতাল, চন্দন, কুষ্ট, প্রিয়ঙ্গু, মনঃশিলা, অঞ্জন, হরিদ্রা, শ্বেতদন্তি প্রভৃতি এবং ভল্লাতক, পূর্ণকোষ, সহদেবী, শতাবরী, বচা, নাগকেশর, সোমলতা, সুগুষ্ঠীকা, মঞ্চা, করবীর, তুলসীদল প্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। ৩৭-৪০

হে নৃপ! কলস, অম্বুজ এবং যজ্ঞকাষ্ঠ-সমূহ দ্বারা নীরাজনাবিধিতে শান্তিকামনায় স্রুকস্রুব নির্মাণ করিবেন। ৪১

এইরূপে সপ্তাহ পর্যন্ত পূজা এবং হোম দ্বারা পূর্বোক্ত দেবসকল আরাধ্যমান হইলে, যে পর্যন্ত নীরাজনা না হয়, রাজা সেইকাল পর্যন্ত রাত্রিকালে গৃহে অবস্থান করিবেন। শান্তিবাঞ্ছায় যজ্ঞভূমিতে থাকিবেন না। ৪২-৪৩

সেইকালে অশ্ব, গজ প্রভৃতি কোন যানেই আরোহণ করিবেন না। ৪৪

পূর্বোক্ত দেবগণকে মধু, পায়স, যাবক, মোদক, নূতন ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানা প্রকার উত্তম ভোজ্য দ্রব্যে সপ্তাহকাল বলিদান করিবেন। ৪৫-৪৬

সপ্তম দিনে মহাবাহু, দ্বিভুজ, কবচশালী, জাজ্বল্যমান বামকরে শুদ্ধবস্ত্রে সংযত কেশসমূহ ধারণকারী এবং দক্ষিণকরে খড়্গের সহিত মুখ-রজ্জু ধারণ করিয়া শুভ্রঅশ্বে উপবিষ্ট-সূর্যপুত্র রেমন্তকে তোরণপ্রান্তে প্রতিমায় অথবা ঘটে সূর্য্যপূজাবিধানে পূজা করিবে। ৪৭-৪৯

রেমন্তের পূজা শেষ হইলে অশ্বপাল এবং গজপাল পৃথক পৃথকভাবে ঈশান কোণে পূর্বনির্মিত বেদিকায় অশ্ব এবং গজকে উপস্থাপিত করিবে। ৫০

গজ এবং অশ্ব উক্ত স্থানে উপস্থাপিত হইলে, রাজা যত্নপূর্ব্বক পূর্বোক্ত নিমিত্ত দর্শনানুসারে ফল নিশ্চয় করিবে। ৫১

রাজা হোমকুণ্ডের উত্তরভাগে বেদবিৎ এবং অশ্ববিৎ পণ্ডিতের সহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া অশ্বকে দর্শন করিবেন। ৫২

পুরোহিত উক্ত সময়ে শীঘ্রই সুগন্ধি অন্নপিণ্ড শান্তিমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সম্মুখে সংস্থাপিত করিবেন। ৫৩।

যদি ঐ অন্নের ভোজন অথবা ঘ্রাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়। অন্যথা বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। ৫৪

পুরোহিত উডুম্বর, আম্র অথবা বকুলের শাখা ঘটজলে আপ্লাবিত করিয়া অশ্ব, গজ, রাজা, সৈনিক, রেখা প্রভৃতিকে পুষ্টিকর শান্তিমন্ত্রে স্পর্শ করিবে এবং বিপ্রগণের সহিত পূর্বোক্ত অশ্ব প্রভৃতিকেও সেচন করিবে। ৫৫-৫৬

দিকপাল এবং গ্রহগণকে বৈষ্ণব মন্ত্রে অনেকবার সেচন করিয়া রাজা, মন্ত্রী, রাজপুত্র, অমাত্য এবং অন্যান্য সৈনিক সকলকে সুবর্ণের ন্যায় দর্শন করাইয়া কল্পনাতে অন্য লোক সকলকে দর্শন করাইবেন। ৫৭-৫৮

শান্তিজলে চতুরঙ্গ বল এবং মৃন্ময়শত্রু নির্মাণ করিয়া অভিচারকের বক্ষে শূলবেধপূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা মস্তকচ্ছেদন করিবে। ৫৯

আচার্য্য, ভয়ানক ইন্দ্রপ্রতিপাদ্য এবং সূর্য্য-প্রতিপাদ্য অভিচারক মন্ত্রে অশ্বমুখরজ্জুকে বক্র করিবেন। ৬০

রাজা এই মন্ত্রে অশ্বে আরোহণ করত উত্তর-পূর্ব্বদিকে সকল জাতির সহিত গমন করিবে। ৬১

ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য প্রভৃতি সকলে–সাবধানে নিমিত্ত সকলের শুভাশুভ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার সহিত গমন করিবেন। ৬২

নানাপ্রকার বাদ্যসমূহের তুমুল শব্দে দিক্ আবৃত হইবে এবং ছত্রমণ্ডল তাঁহার আতপবারণ করিবে। এইরূপে নীরাজনার্থ গমন বেগে পৃথিবী কম্পমানা হইবেন। ৬৩

মণি-বিদ্রুম-মুক্তা-স্বর্ণাদিতে বিভূষিত হইয়া এক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। পূর্ব্ব দ্বারে নিজপুরে প্রবিষ্ট হইবেন। ৬৪

রাজা, পুরোহিত, বিপ্রগণের সহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া যথাশক্তি হিরণ্য, গো, তিল, দক্ষিণ দ্বিজগণকে দান করিবে। ৬৫

এই প্রকারে রাজা সৈন্যগণের নীরাজন করিয়া প্রতিদিন অচলা লক্ষ্মী লাভ করেন। ৬৬

হে অমৃতসঞ্জাত সাগরোদ্ভব অশ্ব! তুমি যে সত্যে শত্রুকে বহন করিতেছ, সেই সত্যে আমাকেও বহন কর। ৬৭

যে সত্যে দিবাকর এবং তৎপুত্র রেমন্তকে বহন করিতেছ, বিজয়াভিলাষী আমাকেও সেই সত্যে বহন কর। ৬৮

নৃপ এবং মন্ত্রী অশ্বে আরোহণ করিবেন, আরূঢ় হইয়া মহিষীর অন্তঃপুরে গমন করিবেন। ৬৯

মহিষী রাজাকে উত্তম পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত দূর্বা অক্ষত প্রভৃতি উপহারে অর্চনা করিবেন। ৭০

তৃতীয়া তিথিতে নীরাজন করিলে যদি ভূপতির জাতাশৌচ হয়, তাহা হইলে কার্য্যহানির আশঙ্কা থাকে না। ৭১

জাতাশৌচ এবং মৃতাশৌচ উভয় যদি হয়, রাজা যথাযথরূপে বিশেষ প্রকারে সৈন্যাদি নীরাজন করিবেন। ৭২

ব্যবহারানুসারে সদ্যই অশৌচ হইতে মুক্ত হইবেন। পররাষ্ট্রের অনিষ্ট উৎপাদনার্থ যজ্ঞ অধিষ্ঠিত করিবে। ৭৩

হে রাজন! নীরাজন-বিধি তোমার নিকটে বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম, পূর্বোক্ত পুষ্যস্নান-বিধি শ্রবণ কর। ৭৪

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ষড়শীতিতমহ অধ্যায় — পুষ্যস্নানাদি

ঔর্ব বলিলেন,–রাজন! পুষ্যস্নানবিধির ক্রম বর্ণন করিতেছি, ইহার বিজ্ঞানমাত্র বিঘ্নসমূহ বিনষ্ট হয়। ১

পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থিত হইলে রাজা সৌভাগ্য এবং কল্যাণ কর, দুর্ভিক্ষ-মরকাদি-কেশনাশক পুষ্য-স্নান আচরণ করিবেন। ২

বিষ্ট্যাদি দুষ্টকরণ এবং ব্যতীপাত, বৈধৃতি, বজ্র, শূল, হর্ষণ প্রভৃতি যোগে যদি পুষ্যানক্ষত্র তৃতীয়া তিথি এবং রবি, শনি অথবা মঙ্গলবার যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দিনে পুষ্যস্নান সৰ্ব্ব দোষ নাশ করে। ৩-৪

যদ্যপি রাজ্যে গ্রহদোষবশত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ছয় প্রকার ঈতি জন্মে, তাহা হইলে রাজা পৌষমাস ভিন্ন-মাসেও পুষ্যানক্ষত্রমাত্রে উক্ত স্নান করিবে। ৫

জগৎপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং দেবগণের শান্তির নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতিকে এই শান্তি উপদেশ করিয়াছেন। ৬

তুষ, কেশ, অস্থি, বল্মীক, কীট, শর্করা, কৃমি, ভস্ম, শিগ্রু, শ্লেষাতক প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু, এবং কাক, পেচক, কুকুর, কঙ্ক, কাকোল, গৃধ্র, বক ও জলৌকা প্রভৃতি দুষ্ট জন্তু-শূন্য সুস্থানে অথবা হংস কারণ্ডব প্রভৃতি শান্ত জলচরযুক্ত শুদ্ধ সরোবতীরে পুষ্যস্নানের নিমিত্ত রাজা উত্তম স্থান সংস্কার করিবেন। ৭-১০

তদনন্তর রাজা পুরোহিতের সহিত নানাপ্রকার বাদ্যের রবে পূৰ্ব্বদিন: প্রাতঃকালে, সংস্কৃত উত্তম স্থানে গমন করিবে। ১১

সেই স্থানের উত্তর দিকে পুরোহিত অবস্থিত হইয়া সুগন্ধ চন্দন কর্পূরাদি সুবাসিত জল, গোয়োচনা সিদ্ধার্থক ফল দিয়া “গন্ধদ্বারা” প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা সেই; স্থানকে অধিবাসিত করিয়া

দেবতা-সমূহের পূজা আরম্ভ করিবে। রাজা পুরোহিতের সহিত গণেশ, কেশব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, পার্বতীর সহিত পশুপতি এবং অন্যান্য গণদেবতা ও মাতৃকামণ্ডলের প্রত্যেকের পূজা করিবে। ১২-১৫

মঙ্গলাচরণ সকল করিয়া পায়স, সুস্বাদু ফল, মিষ্টান্ন এবং যাবকপ্রভৃতি নানাপ্রকার নৈবেদ্য দেবোদ্দেশে অর্পণ করিবে। ১৬

দূর্বা এবং সিদ্ধার্থ, অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা সেই স্থানকে অধিবাসিত করত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা ভূতগণকে তথা হইতে দূরীকৃত করিবে। ১৭

যাহারা পৃথিবী পালন করিতেছেন, সেই ভূতগণ দূরীভূত হউন, আমি তাহাদের অবিরোধে স্নানকর্ম্ম করিতেছি। ১৮

তদনন্তর রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া উক্ত মন্ত্রে দেবগণকে আবাহন করত পুষ্যস্নানপূর্ব্বক পূজা করিবেন। ১৯

যাহারা আমার পূজাগ্রহণে ইচ্ছুক, সেই দিকপাল ও দেবগণ আগমন করত নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করুন। ২০

তদনন্তর পুরোহিত, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে “অদ্য দেবগণ মদীয় স্থানে অবস্থান করুন, আগামী দিনে নৃপতিকে বর প্রদান করিবেন” এই স্তব পাঠ করিয়া রাজাকে সেই স্থানে রক্ষা করিবে। ২১-২২

রাজা এবং পুরোহিত স্বপ্নদ্বারা শুভাশুভ বোধ করিবেন। রাজা এইরূপে দেবগণের অর্চনা করিয়া রাত্রিতে সেই স্থানে নিদ্রিত হইবেন। স্বপ্নানুসারে শুভাশুভ অনুমান করিবেন। ২৩-২৪

যদ্যপি দুঃস্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা হইলে পুনর্বার পুণ্যস্নান করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ হোম করিবেন এবং একশত গো দান করিবেন। ২৫

স্বপ্নে যদি গো, অশ্ব, হস্তী এবং প্রাসাদে আরোহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যসম্পদ বৃদ্ধি ও মঙ্গল লাভ হয়। ২৬

যদি দেব, সুবর্ণ-বর্ণ সর্প, বীণা, দূর্ব্বা, অক্ষত, ফল, পুষ্প, ছত্র, বিলেপন, চন্দ্রমণ্ডল, শঙ্খ, এবং মিত্রের দর্শন হয়, তাহা হইলে নিজের লাভ এবং শত্রুর ক্ষয় হয়। ২৭-২৮

হে নৃপ! গ্রহণ দর্শন, নিগড় দ্বারা পাদবন্ধন, মাংস ভোজন, পর্বতভ্রমণ, নাভিদেশে বৃক্ষোৎপত্তি, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে রোদন, আগম্যাগমন, কূপপঙ্কে অবতরণ, পর্বত-নদীর উত্তরণ, শত্রুচ্ছেদন, স্বপুত্র-মারণ, রুধির এবং মদ্যের পান, পায়স ভোজন, মনুষ্যারোহণ প্রভৃতি স্বপ্ন দর্শন রাজার কল্যাণ, সুখ এবং বিপক্ষ ক্ষয়কর হয়। ২৯-৩২

গর্দভ, উষ্ট্র, মহিষ প্রভৃতিতে আরোহণ যদি দর্শন করে, তাহা হইলে রাজ্য নাশ হয়। ৩৩

নৃত্যগীত, হাস্য অশুভ বিষয়ের পাঠ, রক্তবস্ত্র পরিধান, রক্তমাল্য বিভূষণ, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীতে কামনা এই সকল স্বপ্ন দর্শন মৃত্যুকর হয় এবং কূপমধ্যে প্রবেশ, দক্ষিণদিকে গমন, পঙ্কে নিমজ্জিত এবং স্নান, ভার্য্যা পুত্র উভয়ের বিনাশকর হয়। ৩৪-৩৫

রাজা যদি স্বপ্নে নাভিদেশে মৃতব্যক্তির ঊরুর উৎপত্তি দর্শন করে এবং পক্ষীতে গর্ভনাড়ী গ্রহণ করত আকাশপথে পক্ষী উড্ডীয়মান হইয়া অন্য রাজার নিকট উপনীত হয়,–এরূপ প্রদর্শন করিলেও মহা কল্যাণ লাভ করে। ৩৬-৩৭

বিংশতি হস্ত দীর্ঘ, ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত, উত্তম লক্ষণান্বিত, উত্তম এক যজ্ঞ মণ্ডপ নির্মাণ করিবে। ৩৮

তদনন্তর পূর্ব এবং পরাহে মাতৃকা মণ্ডলের পূজা করিবে এবং ভিত্তিতে বসুধারা, নান্দীমুখাদি আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধও করিবে। ৩৯

চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, ধূপ ও কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা সম্মার্জিত মণ্ডল স্থানে ‘হ্রৌং শম্ভবে নমঃ’ এবং ‘অস্ত্রায় হুঁ ফট’ এই মন্ত্রদ্বয় লিখন করিবে। ৪০

মন্ত্রবিৎ এবং মণ্ডলজ্ঞ পণ্ডিত, কম্বলসূত্র অথবা কৌষেয়সূত্রে চারিহস্ত পরিমাণে প্রথমে স্বস্তিকাখ্য মণ্ডল লিখন করিবে। মণ্ডলের মধ্যে এক হস্ত পরিমাণে পদ্ম নির্মাণ করিবে। ৪১-৪২

রাজা মণ্ডলবৃদ্ধির জন্য কর্ণিকা-কেশরে উজ্জ্বল, শুভ্র, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, হরিতবর্ণ চূর্ণ, তণ্ডুল চূর্ণ, কৌসুম্ভ-মণ্ডল এবং হরিতবর্ণ চূর্ণ দ্বারা অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমাণ দ্বারা নির্মাণ করিবে। ৪৩-৪৪

সেই পদ্ম হইতে পশ্চিম দ্বারে পশ্চিমগামিনী নামে শতহস্ত বিশিষ্ট এক জনকে নির্দিষ্ট করিবে। ৪৫

মণ্ডল-ভাগ-বিজ্ঞ প্রত্যেক দ্বারের মধ্যে চূর্ণ দ্বারা পৃথক পৃথকৃরূপে অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ করিবে। ৪৬

চূর্ণদ্বারা সেই মণ্ডল নির্মিত হইলে সূত্র সকলকে উৎসারিত করিয়া প্রথমে মণ্ডলের পূজা আরম্ভ করিবে। ৪৭

তদনন্তর "ভবনায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণানন্তর হস্ত বিযোজিত করিবে। ৪৮

বাম হস্তের মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলি অবলম্বনপূর্বক যথেচ্ছাক্রমে উপবেশন করত চূর্ণপাতন করিবে। সাবধান হইয়া অঙ্গুলিকে নম্রীভূত করত চুর্ণনিঃক্ষেপ আচরণ করিবে। ৪৯

অঙ্গুলি সকল সমানভাবে পরস্পর অসংলগ্নরূপে বিচ্ছিন্ন রাখিবে এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি কৌশলে অঙ্গুলিপর্বকে উন্নতি-অনতি-রহিত এবং সমান করিবে। ৫০

নিপুণ ব্যক্তি, নিজ নৈপুণ্যে অসংলগ্ন, সমান, সূক্ষ্ম, অবিচ্ছিন্ন ও অকৃশ সীমা হইতে অবহির্ভূত অনাবৃত এবং অহ্রস্বরূপে লিখন করিবে। ৫১

মণ্ডল সংলগ্ন রূপে লিখিত হইলে কলহ, উর্দ্ধরেখ হইলে বিরোধ, অতিস্থূলে ব্যাধি, মিশ্রিত হইলে প্রত্যহ পীড়া, বিন্দু বিন্দু হইলে বিপক্ষপক্ষ হইতে ভয় হয়। ৫২

কৃশ হইলে অর্থহানি, ছিন্ন হইলে মরণ অথবা ইষ্ট দ্রব্য এবং পুত্র বিয়োগ হয়। ৫৩

যে ব্যক্তি অজ্ঞাতানুসারে যথেচ্ছক্রমে মণ্ডললিখনে প্রবৃত্ত হয়, পূর্বে যে যে দোষ বর্ণন করিয়াছি, সেই ব্যক্তি সেই সকল দোষের ভাজন হয়। ৫৪

শ্বেতসর্ষপ ও দূর্বাদি দ্বারা প্রমাণানুসারে রেখা অঙ্কিত করিবে। ৫৫

বিমল, বিজয়, ভদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্ধমান, দেব, তার্ক্ষ্য, কামদায়ক, রুচক ও মুষ্টিকাখ্য, এই দ্বাদশ প্রকার প্রসিদ্ধ মণ্ডলকে পণ্ডিতগণ স্থানভেদে যজ্ঞভেদে ব্যবহার করিবেন। ৫৬-৫৭

দেবগণ যেকালে সুধার নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন করেন, বিশ্বকর্ম্মা দেবগণ কর্তৃক মথ্যমান সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সুধার সংস্থাপনার্থ যাহাদিগকে নির্মাণ করিয়া ছিলেন, তাহারা দেবগণের কলার কলা অংশ করিয়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কলস নামে বিখ্যাত হয়। ৫৮-৫৯

সেই কলস নয়টি লিখিত হইয়া যে যে নামে প্রসিদ্ধ হয়, নামানুসারে তাহাদিগকে শ্রবণ কর। গোহ্য, উপগোহ্য, মরুৎ, ময়ূখ, মনোহা, ঋষিভদ্র, তনুদূষক, ইন্দ্রিয়ঘ্ন, বিজয়-এই নয় কলস, নয়টি নামে খ্যাত হইল। ৬০-৬১

হে ভূপতে! উক্ত কলস নয়টির সকল কালে শান্তিপ্রদ অন্য নয়টি নাম আছে, উক্ত নাম ক্রমে শ্রবণ কর। ৬২

প্রথম কলসের নাম ক্ষিতীন্দ্র, দ্বিতীয় জলসম্ভব, তৃতীয় পবন, চতুর্থ অগ্নি, পঞ্চম যজমান, ষষ্ঠ কোষসম্ভব, সপ্তম সোম, অষ্টম আদিত্য এবং নবম কলসের নামান্তর বিজয়। ৬৩-৬৪

পঞ্চমুখবিশিষ্ট উক্ত ঘট পঞ্চবক্ত্র, মহাদেবস্বরূপ; যে প্রকার মহাদেব বামদেবাদি নামে সম্যকরূপে দ্বিত্মণ্ডলে বিরাজমান হন। ৬৫

সেইরূপ পঞ্চবক্ত্র ঘটে পঞ্চমুখ পঞ্চানন স্বয়ং অচঞ্চলরূপে অবস্থান করেন। ৬৬

মণ্ডল-মধ্যস্থিত পদ্মের উপরি পঞ্চবক্ত্র ঘট সংস্থাপিত করিবে। ৬৭

ঐ ঘটের পূর্বভাগে ক্ষিতীন্দ্র, ঘটের পশ্চিমে জলসম্ভব, অগ্নিকোণে অগ্নি সম্ভব, বায়ুকোণে বায়ব্য, নৈর্ঋতকোণে যজমান, ঈশানকোণে কোষসম্ভব, উত্তরদিকে সোম এবং দক্ষিণে আদিত্য ঘটকে সংস্থাপিত করিয়া ঐ ঘটসমুহকে ক্ষিতীন্দ্রাদি ঘটরূপে চিন্তা করিবে। ৬৮-৬৯

কলসসমূহের মুখে ব্রহ্মা অবস্থিত, গ্রীবাদেশে মহাদেব বিরাজমান, মূলে বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন। মধ্যে মাতৃগণ সংস্থিত আছেন। দিকপাল দেবগণও কলসসমূহের দশদিকে অবস্থান করিতেছেন। ৭০-৭১

কুক্ষিদেশে সপ্ত সাগর, সপ্তদ্বীপ অবস্থিত হইয়াছে এবং নক্ষত্র, গ্রহসমূহ, কুলপর্বত, গঙ্গাদি নদী সকল, বেদ-চতুষ্টয় কলসে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে তাহাদের উক্ত উক্ত স্থানে অবস্থান চিন্তা করিবে। ৭২-৭৩

রত্ন, সর্ববীজ ফল, পুষ্প, হীরক, মৌক্তিক, বৈদূর্য্য, মহাপদ্ম, শ্রেষ্ঠ স্ফটিক প্রভৃতি ধাতু নির্মিত বস্তু কলসে স্থাপন করিবে। ৭৪

বিল্ব, নাগকেশর, উডুম্বর, বীজপূরক, আম্রাতক, জম্বীর, আম্র, দাড়িম, যব, শালি, নীবার, গোধুম, শ্বেত-সর্ষপ, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, মদলোচন, চন্দন, মদন, লোচন, মাংসী, এলাইচ, কুষ্ঠ, পত্রচূর্ণ, নির্যাসযুক্ত জল, শৈলেয়, বদর, জাতি, পত্রপুষ্প, পর্ণ, বচা, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, তুরষ্ক অষ্টপ্রকার মঙ্গলদ্রব্য, দূর্বা, মোহনিকা, ভদ্রা, শতমূলী, পূর্ণকোষা, সিতপীতগুঞ্জা শিরীষকানন, ব্যামিক, গজদন্ত, শতপুষ্প পুনর্নবা, ব্রাহ্মী, ত্রিসন্ধ্যা এই সকল উত্তম দ্রব্য, সমা- হরণকরত কলসে নিহিত করিবে। ৭৫-৮১

কলসের যথাস্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের সামান্যত যথাক্রমে পূজা করিয়া বিশেষরূপে মহাদেবের পূজা করিবে। ৮২

শম্ভুতন্ত্র-নির্দিষ্ট প্রসন্নমন্ত্রে প্রথমে নানানৈবেদ্য বন্ধন দ্বারা শম্ভুর আরাধনা করিবে। ৮৩

দশদিকপালকে ঘটে যোজিত করত তাহাদের পূজা করিবে। ৮৪

পূর্বে বহিঃপ্রদেশে স্থাপিত এবং কলসের মধ্যেও সংস্থাপিত দেবগণকে আরাধনা করিবে। মাতৃগণকে মাতৃঘটে আরাধনা করিবে। ৮৫

সর্ব্বদেবগণকে পৃথক পৃথক্ নিজ নিজ ঘটে পূজা করিবে। হে নৃপ! পূর্বোক্ত নয়টি ঘট মুখ্যতম। ৮৬

ঐ ঘটে ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় নানাপ্রকার পুষ্প, ফল, যাবক, পায়স এবং যথাসম্ভব নিয়োজিত অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা পুষ্যস্নানের নিমিত্ত সকল দেবগণের পূজা করিবে। ৮৭-৮৮

বেদবিৎ রাজপুরোহিত মণ্ডলের দক্ষিণদিকে পায়সপূর্ণ কুণ্ড নির্মাণ করত কাষ্ঠ দ্বারা সিদ্ধ শালি-অন্ন, ঘৃত, দূর্ব্বা, অক্ষত এবং কেবল আজ্যদ্বারা পূজিত দেবগণকে বৃদ্ধির নিমিত্ত হোমে সকল দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। হোমান্তে মণ্ডলের উত্তরভাগে রোচনা রক্ত-পট্ট এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার বেদিকায় সংস্থাপিত করিবে। ৮৯-৯০

বৃদ্ধ অঙ্গুলি আরম্ভ করিয়া ষড়বিংশ অঙ্গুলি পরিমাণে গোলাকার চতুষ্কোণ কিংবা ত্রিকোণ পদ্মের মধ্যে গো, স্বস্তি, বিনায়ক, শ্রী, শ্রীবৃক্ষ, বরারোহা শুভান্বিতা দেবীগণের সকল অলঙ্কার দ্বারা হস্তদ্বয় পরিমাণে পট করিতে হইবে। এক হস্ত পরিমাণে উন্নত সার্ধ নয়হস্ত দশ অল আসনান্বিত বর্তুলস্নানপট্ট করিবে। ৯১-৯৩

স্নানপট্ট হইতে চতুগুণ দীর্ঘ, এক-ধনু পরিমাণে গজ এবং সিংহ পরস্পরের আস্ফালনযুক্ত হেমরত্নবিভূষিত পীঠকযুক্ত শষ্যাপট্ট করিবে। চিত্রিত ব্যাঘ্রমুক্ত অর্ধহস্ত পরিমাণে সিংহাখ্যকুণ্ডলাসনসমন্বিত উপধান করাইবে। ৯৪-৯৫

অথবা কার্পাসপূর্ণ চর্মাধারে উপধান করিবে। শয্যার দৈর্ঘ্য আটহাত এবং বিস্তার তাহার অর্ধেক হওয়া চাই এবং উহা মনোহর হইবে। ৯৬

বিদ্যাবান রাজা শয্যা হইতে এক বিতস্তি অপেক্ষা অধিক উন্নত অর্ধচন্দ্রের সদৃশ উপধান করাইবেন। ৯৭

নানাপ্রকার বর্ণ এবং অনেক প্রকার চিত্রবিশিষ্ট কর্ণমূলাদি ভেদে ষোড়শ প্রকার উপধান করাইবেন। ৯৮

বেদির উত্তর ভাগে যান, সিংহাসন, পট্টশয্যা এবং তদুপকরণ প্রভৃতি রাজার যোগ্য নূতন দ্রব্য সকল সংস্থাপন করিবে। ৯৯

এই সকল বস্তুর পশ্চিম দিকে স্বর্ণ এবং রত্নরাশি নির্মিত উত্তম রত্নখচিত কাষ্ঠসমূহ রচিত বৃহৎ চন্দ্রাতপযুক্ত পর্যঙ্ক বৃষভ, ঊর্ণা, সিংহ, শার্দূল–এই চারি জন্তুর চর্মে আবৃত করিবে। ১০০-১০১

পৃথিবীপতি, সেই পর্যঙ্কের পৃষ্ঠদেশস্থিত রত্নশোভিত এবং উক্ত চর্ম ও খড়্গযুক্ত পাদপীঠে পাদস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন। ১০২

কম্বলাচ্ছাদিত বহুবর্ণবস্ত্র অলঙ্কারশোভিত সুখপরায়ণ রাজাকে ব্রাহ্মণগণের সহিত কলসস্থিত জল, বলি, পুষ্প এবং শালিচূর্ণ দ্বারা স্নান করাইবে। ১০৩-১০৪

অন্যূন অষ্টগুণিত ষোড়শ, বিংশতি অথবা একশত আট ঘট জলে স্নান প্রসিদ্ধ। যত অধিক হইবে, তদনুসারে ফল হয়। ১০৫

জয়-কল্যাণকর, মঙ্গলকর, শিবমন্ত্র অথবা বিষ্ণুমন্ত্র এবং দিকপাল গ্রহ মাতৃকাদি মন্ত্রে স্নান করাইবে। ১০৬

উক্ত দেবগণ হইতে আজ্য উৎপন্ন হইয়াছে, আজ্যই কেবল পাপনাশক, আজ্যই দেবগণের আহার, আজ্যদ্বারা লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১০৭

পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গাদি যে কোন স্থানের পাপ তোমার আশ্রিত হইয়াছে, সেই সকল পাপই আজ্যস্পর্শে প্রনষ্ট হউক। ১০৮

তদনন্তর গাত্র হইতে আবৃত কম্বল বস্ত্র প্রভৃতি অপনীত করিয়া, পুষ্যস্নান জলপূর্ণ কলসের জলে রাজাকে স্নান করাইবে। ১০৯

হে নরবর! এই সর্ব্বসিদ্ধি-সাধক সকল মন্ত্রে দেবগণ, কপিলাদি পুরাতন সিদ্ধসমূহ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাধ্য, মরুদগণ, অদিতিপুত্রগণ, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, বৈদ্যবর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবমাতা অদিতি, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিনীবালী, কুহূ, দিতি, সুরসা, বিনতা, কদ্রু,–যে সকল দেবপত্নী গণের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি; সেই দেবমাতৃগণ তোমাকে সেচন করুন। ১১০-১৪

কল্যাণকর অপ্সরোগণ, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, অহোরাত্র, উভয়ের সন্ধি, সংবৎসর, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, ক্ষণ, বৈতনিক দেবগণ, মনুগণ, সাগর, সরিৎ, সর্প, কিন্নর, বৈখানস, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, সদাচার সপ্তর্ষিমণ্ডল, নিত্যস্থানসমূহ, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন, দক্ষ, জৈগীষব্য-নন্দন, ভৃগু, জাবালি, কশ্যপ, দুর্ব্বাসা, দুর্বিনীত, কণ্ব, কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয়, দীর্ঘতমা, শুনঃশেফ, বিদূরথ, ঔর্ব, সম্বর্ত্তক, চ্যবন পরাশর, দ্বৈপায়ন, যবক্রীত, দেবরাত, তদভ্রাতা–ইহারা এবং অন্য বেদরতবিজ্ঞ সদাচার শিষ্যের সহিত তপোধনগণ তোমাকে সেচন করুন। ১১৫-১২২

পর্বত, তরু, নদী, পুণ্যায়তন, প্রজাপতি, ক্ষিতি, জগজ্জননী, গো, দেবগণের বাহনসমূহ, স্থাবর জঙমাত্মকত্রিজগৎ, অগ্নি পিতৃগণ, তারা, মেঘ, আকাশ দশদিক্ ইহারা এবং পুণ্যশ্লোক অন্যান্য সকলে সর্ববিঘ্নবিনাশন এই বারিতে তোমাকে সেচন করুন। ১২৩-১২৫

এই প্রকার মঙ্গলকর দিব্য, সৌর, নারায়ণ, রৌদ্র, ব্রাহ্ম, ইন্দ্রসম্ভবমন্ত্রে এবং "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রে স্নাত হইয়া কম্বলদ্বারা গাত্র আবৃত করত কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিবে। ১২৬-১২৭।

তদনন্তর রাজা আচমন করত দেবগুরু বিপ্রগুরুগণের পূজা করিবেন এবং মন্ত্র জপপূর্ব্বক ধ্বজ, ছত্র, চামর, ঘণ্টা, অশ্ব এবং গজ প্রভৃতি প্রদান করিবেন। পৃথিবীপতি, হুতাশনের

সমীপে গমন করত বহ্নিশোভা দর্শন করিবে। বিন্দুদর্শনে সুনিমিত্ত এবং কুনিমিত্ত নিশ্চয় করিবে। ১২৮

দৈবজ্ঞ, কঞ্চুকি, অমাত্য, বন্দী এবং পৌরজনে পরিবৃত হইয়া বাদ্যশব্দে শুভকর তুমুল তৌর্যত্রিক শব্দে দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া পুনর্বার শান্তি করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন। যথাবিধি কর্ম শেষ করিয়া সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবেন এবং ধান্য বস্তু দান করিয়া বিসর্জন দিবেন। ১২৯-১৩০

তদনন্তর পুরোহিত, অবশিষ্ট জলে সকল অমাত্য চতুরঙ্গ, রাজ্যাঙ্গ প্রভৃতি চেন করিবেন। ১৩১

এই প্রকারে মহীপতি সংযম অবলম্বনপূর্বক তিনবার স্নান করিবে এবং মাংস, মৈথুন প্রভৃতি ত্যাগ করিবেন। ১৩২

পষ্যাযুক্ত তৃতীয়া যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই দিনে মহাদেব ও চণ্ডীর আরাধনা করিবেন। ১৩৩

বালকগণের কৌতুক, পুত্তলিকা-বিবাহ এবং বিবাহবিধি দ্বারা চতুষ্পথসমূহে দেবদেবীগণের গৃহে চণ্ডিকা দেবীর আরাধনা করিবেন এবং দেবদেবীগণের গৃহ পতাকা-পঙক্তিতে পরিশোভিত করিবেন। ১৩৪-১৩৫

রাজা এইরূপে মহাশান্তিক পুষ্যা-স্নান-যজ্ঞ করিয়া চতুর্বর্গ ভার্যা পুত্র এবং রাজ্যমণ্ডলের সহিত ইহলোক পরলোক উভয় লোকেই কষ্ট পান না। ১৩৬

ইহা হইতে পুণ্যকর অন্য যজ্ঞ নাই। ইহা অপেক্ষা অন্য মহোৎসব নাই। এতদ্ভিন্ন শান্তি নাই, এতদ্ভিন্ন অন্য মঙ্গল নাই। ১৩৭

রাজপুরোহিত এই বিধান দ্বারা রাজ্যাভিষেক এবং যৌবরাজ্যাভিষেক করাইবে। এই বিধিতে যদি নূতন রাজ্যাভিষেক করান, তবে সেই রাজা চিরকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যসুখ ভোগ করেন। ১৩৮-১৩৯

স্বয়ং ব্রহ্মা এই যজ্ঞ ইন্দ্রের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। এই যজ্ঞ করিয়া রাজা উভয়লোকে সুখী হন। ১৪০

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় — শক্রোত্থান

ঔর্ব বলিলেন;–হে রাজন! সম্প্রতি শক্রোত্থান-দিনকর্তব্য শক্রধ্বজোৎসব বর্ণন করিতেছি। ইহার অনুষ্ঠানে ভূপতি শত্রুকর্তৃক পরাজিত হন না। ১

সূর্যদেব, সিংহরাশিগত হইলে (ভাদ্রমাসে) দ্বাদশী তিথিতে রাজা সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত শক্রধ্বজ উৎসব আচরণ করিবেন। ২

বসুনামক মহারাজ উপরিচর-নৃপতির নিকট অনুপম এই যজ্ঞ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন। ৩

রাজপুরোহিত বর্ষাঋতু ভাদ্রমাসের শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে নানাপ্রকার বাদ্য নৃত্য গীত সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত নির্দিষ্ট বৃক্ষকে আনয়ন করত বর্ধিত করিবেন। ৪

সংবৎসরে সেই বৃক্ষ বর্ধিত হইলে সকৌতুকে মঙ্গল কার্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিবেন। ৫

উদ্যান, দেবগৃহ, শ্মশান এবং পথমধ্যে যে সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে বৃক্ষ সমূহ ইন্দ্রধ্বজে অনুপযুক্ত। ৬

অনেক লতামণ্ডল-বেষ্টিত শুষ্ক, বহু কণ্টকযুক্ত, বক্র বৃক্ষান্তরযুক্ত এবং লতাকীর্ণ বৃক্ষকে গ্রহণ করিবেন না। ৭

পক্ষিকুলের কুলায়-সঙ্কুল, বহুকোটরযুক্ত বায়ুবেগে বিধ্বস্ত, অনলদগ্ধ বৃক্ষকেও যত্নে ত্যাগ করিবেন। ৮

নারী নামে যে সকল বৃক্ষ বিখ্যাত এবং অতি হ্রস্ব, অতি কৃশ, ধীর ব্যক্তি সেই বৃক্ষ সকল শক্রধ্বজে গ্রহণ করিবেন না। ৯

অর্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, উড়ুম্বর এবং বট এই পাঁচ বৃক্ষ ইন্দ্রধ্বজ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ। ১৯

অন্য প্রকার দেবদারু এবং শাল প্রভৃতি বৃক্ষও প্রসিদ্ধ। তাহাদিগকেও গ্রহণ করিবে। অপ্রশস্ত বৃক্ষ কদাচ গ্রহণ করিবে না। ১১

তৎপূর্ব্বে রাত্রিতে সেই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া “এই বৃক্ষে যে সকল ভূত অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহাদের মঙ্গল হউক এবং আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি। ১২

মদর্পিত এই উপহার গ্রহণ করত ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হউক, হে বৃক্ষবর! মহারাজ দেবরাজ ইন্দ্রধ্বজের নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন, তোমার মঙ্গল হউক। ১৩

এই পূজা গ্রহণ কর” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। তদনন্তর পরদিনে সেই বৃক্ষকে ছেদন করত অষ্টাঙ্গুল পরিমাণে মূল এবং চতুরঙ্গুল পরিমাণে অগ্রছেদন করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। ১৪

তদনন্তর সেই বৃক্ষকে পুরদ্বারে আনয়ন করত সেই স্থানে ধ্বজনির্ম্মাণ করিবে। ১৫

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে উক্ত ধ্বজকে বেদীতে সংস্থাপন করিবে। ১৬

দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত কেতু অধম, তাহা অপেক্ষা উন্নত দ্বিপঞ্চাশৎ হস্ত পরিমিত কেতু উত্তম। ১৭

হে নরবর! ইন্দ্রের শালকাষ্ঠ নির্ম্মিত পাঁচজন কুমারী করিবে এবং ইন্দ্রমাতাও নির্ম্মাণ করিবে। ১৮

ধ্বজের পাদ পরিমাণে ইন্দ্রের পঞ্চকন্যা নির্ম্মাণ করিবে। এবং মাতৃকার অর্ধ পরিমাণে কিংবা হস্তদ্বয় পরিমাণে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবে। ১৯

এই প্রকারে কুমারী মাতৃকা এবং কেতু নির্ম্মাণ করিয়া শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে উক্ত কেতুকে অধিবাসিত করিবে। ২০

"গন্ধদ্বারাদি" মন্ত্রে যষ্টিকে অধিবাসিত করিয়া অতি বিস্তৃত বাসবমণ্ডল নির্মাণ করিবে। ২১

প্রথমতঃ আদিদেব হরির পূজা করিবে। তদনন্তর সুবর্ণনির্মিতা কিংবা দারুনির্মিতা অথবা পিত্তলাদি ধাতু নির্মিতা সর্বাভাবে মৃন্ময়ী ইন্দ্রের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করত পূজা করিবে। ২২

মণ্ডলের মধ্যে ইন্দ্র মূর্তিকে বিশেষরূপে পূজা করিবে। তদনন্তর রাজা সুন্দরকালে কেতু উত্থাপিত করিয়া "বজ্রহস্ত! দৈত্যদমন! সহস্রনয়ন! পুরন্দর! সর্ব্বজগতের হিতসাধনার্থে এই পূজা গ্রহণ কর। ২৩-২৫

হে সকলামর-সিদ্ধ-সংস্তুত! হে বজ্রধর! সকল দেবগণের সহিত আগমন কর। তুমি শ্রবণা নক্ষত্রের আদ্যপাদে উত্থিত হইয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি। ২৬

এই পূজা অঙ্গীকার কর" এই উত্তর তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে এবং দহন প্লবনপ্রভৃতি ইন্দ্রমন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। ২৭

অপূপ, পায়স, গুড়, ধান্য এবং নানাপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা সম্পৎ বৃদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিবে। ২৮

ঘটে দশদিকপাল এবং গ্রহগণের পূজা করিবে। সাধ্যাদি দেবগণ এবং মাতৃগণেরও যথাক্রমে পূজা করিবে। ২৯-৩০

তদনন্তর রাজা সুন্দরকালে বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের সহিত এবং বিপ্র পুরোহিত গণের সহিত যজ্ঞবেদীর পশ্চিমভাগে মঙ্গলকর কেতুসংস্থাপনভূমিতে গমন করিবে। ৩১

রজ্জুপঞ্চকদ্বারা যন্ত্রের সহিত সুশ্লিষ্টরূপে বদ্ধ মাতৃগণ এবং কুমারী পঞ্চকযুক্ত দিকপালগণের এবং বৃহস্পতি ও অনন্তের বহু-দ্রব্যপূর্ণ বর্ণানুসারে যথাস্থানে স্থাপিত অস্ত্রবেষ্টিত পেটক-সমন্বিত, কিঙ্কিণীজাল এবং বৃহৎ ঘন্টাসমূহ চামরসংযুক্ত উচ্চ মকর এবং নানাপ্রকার মাল্যদ্বারা বিভূষিত সুগন্ধ অনেক পুষ্প ও রত্নমালাশোভিত, নানাপ্রকার মাল্য বস্ত্র এবং চারিটি তোরণযুক্ত ধ্বজকে অল্পে অল্পে উত্থাপিত করিবে। ৩২-৩৭

এবং সেই ধ্বজের নিম্নদেশে, মণ্ডল মধ্যে পূজিত ইন্দ্র প্রতিমাকে উত্থাপিত করিয়া অবস্থাপিত করিবে এবং ইন্দ্রদেবকে স্মরণ করিবে। ৩৮

পূর্ব্ববৎ সেই ধ্বজে শচী, মাতলি, কুমারজয়ন্ত, বজ্র, ঐরাবত, গ্রহগণ, দিকপাল, দেবসমূহ এবং সকল গণদেবতার পূজা করিবে। ৩৯

অপূপ পায়স প্রভৃতি পূজোপহারে অর্চনা করিবে। এবং পূজিত দেবগণকে নিরন্তর হোমদ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। ৪০

হোমান্তে ইন্দ্রের বলি প্রদান করিবে। ৪১

নরোত্তম! তিল, ঘৃত, অক্ষত, পুষ্প এবং দূর্বাদি দ্রব্যদ্বারা নিজ নিজ মন্ত্রে হোম করিয়া দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবে। ৪২

তদনন্তর হোমান্তে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। এই প্রকারে সপ্তরাত্রে প্রতিদিন পূজা করিবে। ৪৩

বেদবিদ্য-বিশারদ ব্রাহ্মণগণের সহিত সকল রাজা শক্র পূজা এবং যজ্ঞে যশোলাভ করেন। “ত্রাতারং” ইত্যাদি মন্ত্র বাসবের অতিশয় প্রিয়। ৪৪

এই রূপে প্রথমত দিবাভাগে শক্রোত্থাপন করিয়া রাজা স্বয়ং শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে ভরণীর অন্তভাগে রাত্রিযোগে বিসর্জন করিবে। ৪৫

রাজা যদ্যপি স্বপ্নে বিসর্জন দর্শন করেন, তাহা হইলে তাহাকে ছয়মাসে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। ৪৬

হে নৃপশার্দূল! অতএব রাজা শক্রুর বিসর্জন দর্শন করিবেন না। “হে শতক্রতো! ধ্বজরূপিন পুরন্দর! এই উপহার গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন কর। পুরাবিং পশুতগণ বিসর্জনের এই মন্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন। ৪৭-৪৯

জাতাশৌচ সমুৎপন্ন হইলে কিংবা মঙ্গল এবং শনিবারে অথবা ভূমিকম্পাদি উৎপাত উৎপন্ন হইলে ইন্দ্রধ্বজ বিসর্জন করিবে না। ৫০

উৎপাত উপস্থিত হইলে কিংবা উপদ্রব দৃষ্ট হইলে শনি মঙ্গল ভিন্ন বারে সপ্তাহের পর বিসর্জন করিবে। ৫১

সূতকাশৌচ উপস্থিত হইলে যেদিনে সূতকাশৌচ শেষ হয়, সেই সূতকান্ত দিনে বিসর্জন করিবে। ৫২

হে নৃপমণে! যেকাল পর্যন্ত বিসর্জন না হয়, সেকাল পর্যন্ত কেতুতে পক্ষি প্রভৃতি যাহাতে উপবেশন না করে, তাহা করিবে। ৫৩

যে প্রকারে অল্পে অল্পে উত্থাপন করা হয়, সেই প্রকারে অল্পে অল্পে নিপাতিত করিবে। অনবধানতায় উক্তকেতু ভগ্ন হইলে মরণ হয়। ৫৪-৫৫

রাজারা রাত্রিকালে শক্রকেতুকে অলঙ্কারাদির সহিত অগাধ জলে "হে বিঘ্নবিনাশিন মহাভাগকেতো! সর্ব্ব জগতের উৎপত্তির নিমিত্ত সংবৎসরকাল জলে অবস্থান কর" এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। ৫৬

পুনর্বার সর্ব্বলোকের সম্মুখে তূর্য্যধ্বনিতে উত্থাপন করিবে, ইহাই এই পূজার বিশেষ। ৫৭

এই প্রকারে যে ব্যক্তি মহাত্মা ইন্দ্রের পূজা করে, সে চিরকাল পৃথিবীর আধিপত্য করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করে। ৫৮

তাহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয় না। শস্যবিঘ্নকর ছয়প্রকার ইতি থাকে না। প্রজাগণ অধার্মিক হয় না এবং অকালমৃত্যু তাঁহার রাজ্যে অবস্থান করে না, প্রজাগণও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না। ৫৯

হে রাজন! ইন্দ্রের তাহার ন্যায় প্রিয় অন্য কেহও হয় না, তাহার পূজা সকলের পূজাস্বরূপ, অধিক কি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবও তাহাতে অনুকূল হন। ৬০

সকল কলুষহর ব্যাধিহর দুর্ভিক্ষনাশক সকল সৌভাগ্য-বর্দ্ধক, অমরাবতী গামি-শক্রকেতুর অর্চন শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিবর্ষে নিয়মিত দিনে করিবে। ৬১

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় — বিষ্ণুযজ্ঞ

ঔর্ব বলিলেন,–হে রাজন! জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরায় শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ শ্রবণ কর। নৃপগণের অবশ্য কর্তব্য বিষ্ণু যজ্ঞের বিধি বর্ণন করিতেছি। ১

পৃথিবীপতি, প্রতিবর্ষে হরির কনকময়ী অন্যধাতুময়ী, দারুময়ী কিংবা শিলাময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিবে। ২।

শিল্পিগণের দ্বারা যথা পরিমাণে নির্মাণান্তে বিপ্র এবং পুরোহিতগণ দ্বারা সেই প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাইবেন। ৩

প্রতিমাকে দেবগৃহে অবস্থাপিত করিয়া যত্নপূর্বক বাসুদেবের বীজমন্ত্রে এবং পূর্বোক্ত বিধিতে ভক্তিসহকারে মূর্তিমান বাসুদেবের পূজা করিবেন। ৪

পূজান্তে কুণ্ডল মধ্যস্থিত সংস্কৃত বহ্নিতে ব্রাহ্মণ, ঘৃত দ্বারা সহস্রবার আহুতি পূর্ব্বক হোম করিবে। ব্রাহ্মণ বাসুদেবের পূজান্তে হোম করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে সেই প্রতিমাকে মণ্ডলে সংস্থাপন করিবেন। ৫-৬

প্রতিমার কপোলদ্বয় দক্ষিণ পাণিদ্বারা স্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। ৭

হে নৃপবর! যথাবিধি প্রতিষ্ঠা আচরিত হইলে বিষ্ণুর প্রাণ সকল তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমায় আবির্ভূত হন এবং দেহে প্রাণসমূহ অধিষ্ঠিত হইলে, সেই দেবাদিদেব ভগবানের দেহ হয়। ৮-৯

প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে সেই প্রতিমা যে উপাদানে গঠিত হয়, সেই উপাদানই থাকে, তাহাকে আর বিষ্ণু বলা যায় না। ১০

হে পৃথিবীপতে! এইরূপ অন্য প্রতিমারও দেবত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ১১

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সুবর্ণময়ী প্রতিমা সাধারণ সুবর্ণস্বরূপেই পরিগণিত হয়। শিলা, দারু এবং অন্যপ্রকার প্রতিমাও তত্তদ্রূপেই অবধারিত হয়। ১২

বাসুদেবের বীজমন্ত্রে এবং "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গ এবং অঙ্গিমন্ত্রে বিষ্ণুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা আচরণ করিবে। ১৩

মন্ত্রজ্ঞ, দেবমূর্তির বক্ষে অঙ্গুলি নিধানপূর্ব্বক উক্ত মন্ত্রে বক্ষদেশেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা সমাপন করিবে। ১৪

"এই প্রতিমাতে প্রাণসমূহ অধিষ্ঠিত হউন। ইহাতেই প্রাণসমূহ অধিষ্ঠিত হউন।" ১৫

প্রতিমূর্তির দেবত্ব সম্পাদনের নিমিত্ত উক্ত মন্ত্র, অঙ্গিমন্ত্র, এবং বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ১৬

মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি পূজাভাগের বিশুদ্ধির নিমিত্ত পূজাকালে অগ্রে আত্ম-প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। ১২

পণ্ডিতগণ আত্মপ্রাণ প্রতিষ্ঠ। না করিয়া পূজা আচরণ করিবে না। বেদ বিরুদ্ধ উক্ত কর্ম করিলে প্রাণহানির সম্ভব। ১৮

হে পৃথিবীপতে! এই বিষ্ণুর প্রিয় যজ্ঞ দশমীতে আচরণ করিবে। এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ণ হলে প্রতিমাকে স্থাপন করিবে। ১৯

এই প্রকারে পৃথিবীপতি হরিপ্রিয় যজ্ঞ দশহরায় আচরণ করিয়া নির্বিঘ্নে সকল কামনায় সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। ২০

শ্রী পঞ্চমীতে কুন্দপুষ্পদ্বারা প্রতিবৎসর লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করিবে। এবং গজরাজ ঐরাবত-উপরিস্থিত ইন্দ্রদেবকে নানা উপহারে অর্চনা করিবে। ২১

লক্ষ্মীদেবী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের তন্ত্র এবং মন্ত্র পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। এই পূজাতেও পূর্ববৎ মণ্ডলাদি ক্রম সংগ্রহ করিবে। ২২

এই প্রকারে শ্রীপঞ্চমীতিথিতে বিশেষরূপে শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিয়া সর্ব সম্পৎসম্পন্ন হয় এবং কোনকালেও কমলাদেবী তাহার প্রতি অকরুণ হন না। ২৩

হে পৃথিবীশ্বর! বিশেষ বিশেষ সদাচার তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। নৃপতিগণের বিশেষরূপে নিষিদ্ধ বিষয় বর্ণন করিতেছি। ইহা শ্রবণে রাজা শ্রীমান হন। ২৪

রাজা-বিষ্ণু, শিব, অগ্নি এবং ইন্দ্র প্রভৃতির পূজা না করিয়া এবং যাচকগণের অভিলষিত ধনাদি দান না করিয়া কোন দিনও ভোজন করিবেন না।

পুরোহিত দ্বারা প্রতিদিন অগ্নিহোত্র হোম করাইবেন। অগ্নিহোত্র হোম না করিয়া ভোজন করিসে ঘোরতর নরকে নিবাস করিতে হয়। ২৬

রাজা-রক্ষক এবং রত্নপ্রদীপশূন্য গৃহে কোন কালেও নিদ্রা যাইবেন না, স্ত্রীগণের সহিতও শয়ন করিবেন না। ২৭

অন্নভোজনান্তে বিল্ব এবং আমলকী ফল ভোজন করিবে না, মাষ, মসুর এবং মৃত্তিকা এই সকল বস্তু ভোজনে বুদ্ধিহানি হয়। নিম্ব, আম্রপ্রভৃতি ভোজনে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। ২৮

যে সকল বস্তু ভোজনে বুদ্ধিক্ষয় হয়, রাজা সেই বস্তু সকল ভোজন করিবেন না এবং বুদ্ধিবৃদ্ধিকর বস্তুসমূহকে প্রতিদিন ভোজন করিবে। ২৯

রাজা আচ্ছাদনহীন আসনে উপবেশন করিবেন না। ৩০

অনুৎসাহপূর্বক অশ্ব গজ রথাদিযানে আরোহণ করিবেন না। রাজা নির্জনস্থানে কদাচ একাকী ভ্রমণ করিবেন না। ৩১

যে সকল বস্তু ভোজনে মত্ততা হয়, এতাদৃশ দ্রব্য কখনও ভোজন করিবেন না। অষ্টমী তিথিতে কদাচ মাংস এবং মৈথুন উপভোগ করিবেন না। ৩২

পৃথিবীপতি, পিতা বর্তমানে গয়াশ্রাদ্ধ, দর্শশ্রাদ্ধ, তিলদ্বারা তর্পণ করিবেন না। করিলে পাপভাক হইবেন। ৩৩

ঔরসপুত্র বর্তমান থাকিতে ক্ষেত্রজাত পুত্রকে পিতৃঋণ মোচনের নিমিত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে না। ৩৪

ঔরস, ক্ষেত্রজাত, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ পূত্র পৈতৃকধনের ভাগাধিকারী। ৩৫

কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, পোষ্য এই ছয় পুত্র নিন্দিত। ৩৬

ঔরসাদি পূর্বনিরূপিত পুত্রের অভাবে কানীনাদি পশ্চাদুক্ত পুত্রকে অভিষিক্ত করিবে। পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত এবং দাসপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে না। ৩৭

অন্যের ঔরসে উৎপন্ন দত্তক প্রভৃতি পুত্র সংস্কার দ্বারা নিজ গোত্রের অন্তর্গত করিলে পুত্রত প্রাপ্ত হয়। ৩৮

হে পৃথিবীপতে! চূড়াকরণাদি সংস্কার যদি নিজ গোত্রে করা যায়, তাহ হইলে দত্তকাদি পুত্র রূপে পরিগণিত হয়, অন্যথা দাসরূপে উল্লিখিত হয়। ৩৯-৪০

হে রাজন! দত্তপুত্রও যদি পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমে গৃহীত হয়, তাহা হইলে পুত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে এবং পঞ্চমবৎসর সময়ে ঐ পুত্রকে গ্রহণ করত প্রথমে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবেন। ৪১

পৌনর্ভবপুত্র জাতমাত্রে আনয়ন করিয়া পৌনর্ভবষ্টোম যজ্ঞ প্রথমে করিবে। ৪২

তদনন্তর জাতকর্ম্মাণি সংস্কারসমূহ আচরণ করবে। পৌনর্ভবষ্টোম যজ্ঞ আচরিত হইলে পৌনর্ভব পুত্র হয়। ৪৩

কিন্তু পার্বণাদি শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার তাহার হয় না। মূল্য দ্বারা যে পত্নীরূপে পরিগণিত হয়, তাহাকে দাসী বলা যায়। ৪৪

তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে সেই দাসীপুত্র সে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং শ্রাদ্ধাদি বেদবিহিত কার্য্যে তাহার ক্ষমতা থাকবে না। সকল পুত্রের মধ্যে সেই অধম, তাহাকে কোন কার্য্যে গ্রহণ করিবে না। ৪৫

রাজা বিধিপথ উল্লঙ্ঘনপূর্বক শূদ্রকে পুরাণ ধর্মশাস্ত্র এবং মুনিগণনির্দিষ্ট ষট সংহিতা অধ্যয়ন করিতে বারণ করিবেন। ৪৬

যে রাজার সাম্রাজ্যে শূদ্রজাতি নিরন্তর পুরাণসংহিতাদি পাঠ করে, উক্ত পাপে রাজা, বংশ এবং রাজ্যমণ্ডলের সহিত হতায়ু হন। ৪৭

শূদ্রজাতি অজ্ঞানবশত অথবা ইচ্ছাপূর্বক যদ্যপি পুরাণসংহিতা কিংবা স্মৃতি অধ্যয়ন করে, তাহা হইলে পরলোকগামী পিতৃগণের সহিত কুম্ভীপাক নরকে অবস্থিতি করে। ৪৮

শূদ্রগণের উচ্চারণীয় যে সকল মন্ত্র বিহিত হইয়াছে, সে মন্ত্র শূদ্র স্বয়ং উচ্চারণ না করিয়া ব্রাহ্মণমূখে শ্রবণানন্তর উচ্চারণ করিবে। ৪৯

রাজা শূদ্রকে ব্যবহার-দর্শনে (ধর্মাধর্ম্ম বিচারে) নিযুক্ত করিলে উক্ত পাপে তামিস্র নরকে নিপতিত হয় এবং প্রজাগণ উক্ত পাপে হতায়ু হয়। রাজার বংশীয় সকলেও অল্পায়ু হয়। ৫০-৫১

রাজা,–অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পুত্রহীন, অনভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, হ্রস্বাকৃতি এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরোহিত করিবেন না। ৫২

রাজা কৃপণ ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন না। ব্রহ্মস্ব হরণ এবং লোভপর তন্ত্রতায় নিয়মিত অপেক্ষা অধিক কর গ্রহণ করিবেন না। ৫৩

কামুক এবং মত্ত মাতঙ্গে রাজা আরোহণ করিবেন না। আরোহণ করিলে উভয়লোকেই অতিশয় কষ্ট অনুভব করেন। ৫৪-৫৫

যে কর্ম আচরণ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়, তাদৃশ কর্ম কদাচ করিবেন না। সকল ধনের দ্বারা আয়ুষ্কর কার্য্য করিবেন। ৫৬

হে নৃপবর! মঙ্গাদি ক্রবার অষ্টমী এবং ষষ্ঠী তিথিতে অঞ্জন গ্রহণ এবং তাম্বুল ভোজন করিবেন না। ৫৭

রাজা, চন্দ্র এবং সূর্যের অল্পপরিমাণে কিংবা সম্পূর্ণভাবেই হউক স্বয়ং গ্রহণ দর্শন করিবেন না। ৫৮

নৃপতি, স্বর্গ, পৃথিবী এবং আকাশ প্রভৃতিতে যে কোন উৎপাত হউক, স্বয়ং দর্শন করিবেন না। কারণবশত দর্শন করিলে দিনত্রয় উপবাস করিবেন। ৫৯

নিরন্তর দূর্বার সহিত মঙ্গলকর রত্ন ধারণ করিবেন এবং বস্ত্রাদি দ্বারা অনাবৃত অঙ্গ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করাইবেন না। ৬০

জলে প্রতিবিম্বিত নিজ মুখ দর্শন করিবেন না এবং পূর্ণিমা অমাবস্যায় মাংস ভোজন করিবেন না। খর এবং উষ্ট্রযানে এবং গর্ভবতী অশ্বে আরোহণ করিবেন না। ৬১

এই প্রকারে রাজা সর্বদা নীতিপথের অনুসরণে চতুর্বর্গ ফল ভোগ করেন। ৬২

বীর্যক্ষয়কর ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় এবং ক্ষার, শাকাদি, বহু অম্ল ও তিক্তকর দ্রব্য রাজা পরিত্যাগ করিবেন। ৬৩

আয়ুঃক্ষয়কর কাংস্য রজত রঙ্গনির্মিত পাত্রস্থিত মূত্রবৃদ্ধিকর শুক্রনাশক জলপান করিবেন না। ৬৪

তাম্র লৌহ অথবা শীসপাত্রস্থিত জল এবং মাংসবৃদ্ধিকর শুক্রবর্ধক জল পান করিবেন। ৬৫

সর্বদা সদাচারে আত্মরক্ষণপূর্বক ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্যের ঈশ্বর হইয়া পরলোকে ইন্দ্রপুরে অবস্থান করেন। ৬৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;–এইরূপে ঔর্বমুনি সগররাজাকে নীতিশাস্ত্র বিজ্ঞাত করাইলেন এবং শাস্ত্রসমূহ সুগোপ্য সদাচার সকল বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন। ৬৭

পূর্বে ঔর্বমুনি সগরের সমীপে যাহা কীর্ত্তন করেন নাই, এরূপ রাজনীতি ছিল না। ৬৮

সগরও সংহিতা পুরাণ এবং আগমসমূহ-নির্দিষ্ট-সারবিষয় এবং অন্যান্য শাস্ত্রান্তরসমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ৬৯

হে দ্বিজবরগণ! আমি পূর্বে বিষ্ণুধর্মোত্তরনামক অতি-সুগোপ্য গ্রন্থে উক্ত শাস্ত্রসমূহের বিষয় অল্পপরিমাণে বর্ণন করিয়াছি; এবং গ্রন্থান্তরে যে বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ৭০

রাজনীতি বেদ-বেদাঙ্গ-সঙ্গত সদাচারসমূহ এবং সুগোপ্য বিষ্ণু দর্শন প্রভৃতিও উক্ত পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছি। ৭১

হে দ্বিজগণ! সেই সকল বিষয়ের সংশয়চ্ছেদক প্রবন্ধ তোমাদের নিকট বর্ণন করিলাম। ৭২

ইহা কালিকাপুরাণ অনুক্তি-হেতু উৎপন্ন সংশয় নাশ করে এবং এই পুরাণ যে ব্রাহ্মণ অভ্যাস করে, সে বেদাধ্যয়নের ফলভোগী হয়। ৭৩

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

ঊননবতিতম অধ্যায় — বেতাল-ভৈরব বংশকীর্ত্তন

মুনিগণ বলিলেন;–ঔর্বমুনি সগর রাজার সমীপে যে সদাচার এবং রাজনীতি বর্ণন করিয়াছেন। তাহা আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম। ১

বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তর-নামক শাস্ত্রে এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে এবং সদাচারসমূহও আপনার অনুগ্রহে জানিতে পারিব। ২

কিন্তু আমাদের অন্য একটা সংশয় আছে, আপনি পূর্বে তাহা অপনোদন করেন নাই। অতএব সম্প্রতি আমরা প্রশ্ন করিতেছি, সংশয় ছেদনপূর্বক আমাদের কৌতুক বর্ধন করুন। ৩

বেদবাক্যে এবং লোকতঃ শ্রুত হইয়া থাকে, পুত্রহীন ব্যক্তির গতি নাই। বেতাল এবং ভৈরব পূর্বে তপস্যার্থে পর্বত আশ্রয় করিয়াছিল। ৪

তৎপূর্বে তাহারা দারপরিগ্রহ করিয়াছিল, তাদের পুত্র ছিল না। তাহাদের পুত্র উৎপন্ন হয় নাই, কি হইয়াছিল–তাহাদের অবস্থার বিষয় বর্ণন করুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন-হে সাধুগণ! অপুত্রক ব্যক্তির গতি নাই, ইহা নিশ্চয়। নিজপুত্র অথবা ভ্রাতৃপুত্র দ্বারাও সপুত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ৬

হে মহর্ষিগণ! বেতাল এবং ভৈরব মহাবলশালী ছিলেন এবং তাহাদের পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। বিশেষরূপে তাহাদের বংশ বর্ণন করিতেছি। ৭

বেতাল এবং ভৈরব যে কালে অভিমত সিদ্ধি লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া আনন্দিতচিত্তে শিবমন্দির কৈলাসশিখরে গমন করে, হে দ্বিজগণ! সেইকালে মহাদেবের আজ্ঞায় পার্ষদপ্রবর নন্দী নির্জনে তাহাদিগকে শান্ত বাক্যে প্রবোধিত করিয়া বলিতে লাগলেন। ৮-৯

মহাদেবের আত্মজ আপনারা পুত্রহীন। পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত চেষ্টা করুন। পুত্র বা ব্যক্তি সর্বত্র সদগতি লাভ করে। ১০

পুত্রহীন ব্যক্তি পুন্নাম নরকে নিবাস করে। তপস্যা, যজ্ঞ এবং ধর্ম্মাদি দ্বারাও সেই নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই। ১১

কেবল পুত্রদ্বারাই পুন্নাম নরক হইতে মুক্তিলাভ হয়; অতএব আপনারা দেবযোনিতে নিজপুত্র উৎপাদনের প্রয়াস করুন। ১২

পর্বত-নন্দিনীর স্তন্য পানে আপনাদিগের মনুষ্যত্ব দূর হইয়াছে। কাত্যায়নীর পুত্র মনুষ্য হইতে পারে না। ১৩

অতএব আপনারা সুররমণীতে পুত্র উৎপাদন করিয়া শীঘ্র মহাদেবের প্রিয় পাত্র হউন ১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–বেতাল এবং ভৈরব নদীর বচনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, তোমার কথানুরূপ কার্য করিবে। ১৫

তদনন্তর নিরন্তর নন্দীর বাক্য স্মরণপূর্বক তাহারা ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬

অনন্তর একদিন ভৈরব অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা মনোহারিণী উর্বশীকে হিমালয় পর্বতের শিখরে দর্শন করিলেন। ১৭

কামাকৃষ্ট হইয়া উর্বশীর নিকট সুরতোৎসব প্রার্থনা করিলেন। সেও বেশ্যাভাবে সন্তুষ্টা হইয়া ইচ্ছানুরূপ আদেশ করিল। ১৮

তদনন্তর ভৈরবও তাহার অভিপ্রায় মতে তাহার সহিত সুরতক্রীড়া আরম্ভ করিলেন; এবং সন্তুষ্টা উর্বশীর সহিত বিহারে সন্তুষ্ট হইলেন। ১৯

তাঁহার রমণে সন্তুষ্টা উর্বশীর গর্ভে সূর্যসদৃশ বীর্যবান পুত্র সদ্যই উৎপন্ন হইল। ২০

উর্বশী সেই পুত্রকে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, ভৈরবও সেই পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া নিজ স্থানে আগমন করিলেন। ২১

প্রমথগণশ্রেষ্ঠ ভৈরব আনন্দিতচিত্তে সেই পুত্রটির জাতসংস্কারাদি করত সুবেশ নামে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ২২

অনন্তর চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় কান্তিশালী সুবেশ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাধরগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইলেন। ২৩

বিদ্যাধররাজ সুবেশ, গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পরম-সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ২৪

সেই কন্যার গর্ভে সুবেশের ঔরসে রুরু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল। রুরুর ঔরসে মেনকার গর্ভে বাহু নামে পুত্র উৎপন্ন হইল। ২৫

বাহুর–তপন, অঙ্গদ, ঈশ্বর এবং কুমুদ নামে চারিজন পুত্র জন্মে। তাহার মধ্যে পরম সুন্দর কুমুদ কনিষ্ঠ। ২৬

কুমুদের ঔরসে মহাবলশালী দেবসেন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। সুন্দর সেই দেবসেন পৃথিবীমণ্ডলে আগমন করত যৌবনাশ্ব মান্ধাতার কন্যা কোমলাঙ্গী অপ্সরাসদৃশী কেশিনীর সহিত নিরন্তর রমণ করিতে লাগিলেন। ২৭-২৮

যৌবনাশ্ব মান্ধাতা স্বীয় কন্যা কেশিনীকে ইন্দ্রের কথা অনুসারে দেবসেনের হস্তে প্রদান করিলেন। ২৯

দেবসেন, যথাবিধি কেশিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া হরনগরী কাশীধামে তাঁহার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০

পশুপতি তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অভিমত বরদানের নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৩১

দেবসেন তাঁহার নিকট অভিলষিত বরত্রয় প্রার্থনা করিলেন। যতকাল পর্যন্ত প্রভাকর নিজ প্রভা বিস্তার করিবেন, ততদিন পর্যন্ত আমার বংশীয় রাজগণ কাশীপুরের অধিপতি হইবে এবং আপনিও আমার বংশে প্রসন্ন থাকিবেন। ৩২

মহামতি দেবসেন মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহে বহুকাল পর্যন্ত কাশীর আধিপত্য করিলেন। ৩৩

অনন্তর, দেবসেন কেশিনীর গর্ভে সাতটি পুত্র উৎপন্ন করেন, তাহাদের নাম এবং কীর্তি শ্রবণ কর। ৩৪

সুমনা, বসুদান, ঋতধৃক, যবন, কৃতী, নীল এবং বিবেকী এই সকল দেবসেনতনয় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বংশবর্ধক এবং সংশীল। ৩৫-৩৬

অনন্তর দেবসেন, যথাসময়ে পুত্রসকলের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ভার্যার সহিত বিদ্যাধরলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দেবসেনের পুত্রগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুমনাকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহার অনুগত হইয়া রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

সুমনার শাস্ত্রার্থ-বিশারদ মহা-বলশালী বীর সুমতি, বিরূপ এবং সত্য নামে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হইল। ৩৯

সুমতির কল্প নামে এবং সত্যের ডিণ্ডিম নামে পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কল্প, সিংহাসনে উপবেশন করে। ৪০

কল্পের বিজয় নামে এক পুত্র হয়। বিজয় সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল এবং মহাবল নৃপমণ্ডলকে জয় করেন। কল্পপুত্র বিজয় ইন্দ্রের আদেশে খাণ্ডব নামে শত যোজন বিস্তৃত বন নির্মাণ করেন। ৪১-৪২

এই বনকে পাণ্ডুপুত্র মহাবল অর্জ্জুন হুতাশনের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত দগ্ধ করেন। ৪৩

ঋষিগণ বলিলেন,–হে তপোধন! বিজয় কি নিমিত্ত শত যোজন পরিমাণে খাণ্ডব বন নির্মাণ করিয়াছিলেন? সেই বিষয় এবণ করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। ৪৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–চন্দ্রবংশে মহাত্মা মহাবল ধীর সুন্দর এবং প্রতাপবান সুদর্শন নামে নৃপতি হইয়াছিলেন। ৪৫

মুনিগণ! মহাবল শিবভক্ত সুদর্শন রাজা হিমালয় পর্বতের সমীপে হিংস্র সিংহবাঘ্রসমূহকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। ৪৬

ত্রিংশৎ যোজন পরিমাণে বিস্তৃত ও শত যোজন দীর্ঘ খাণ্ডবী নামে নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪৭

উন্নত প্রাকারমণ্ডলপরিবৃত সেই নগর উন্নত অট্টালিকা পঙক্তিদ্বারা বিরাজিত হইয়াছিল। নিম্ন এবং উন্নত পরিখা সেই নগরের চতুষ্পার্শে পরিবৃত থাকিত। ৪৮

সেইজন্য বিপক্ষীয় সৈন্যের প্রবেশ করিবার সাধ্য ছিল না এবং তথায় নানা প্রকার মনুষ্য সর্বদা অধিষ্ঠান করিত। দীর্ঘিকা, বহুতর উপবন, সরোবর এবং উন্নত মনুষ্যগণ সর্বদা মহানন্দে অধিষ্ঠান করিত। ৪৯

তাহারা স্বর্গস্থিত দেবগণের সহিত অতুল ঐশ্বর্যে এবং অনন্ত আনন্দে স্পর্ধা করিত। ৫০

সুদর্শন রাজা ভূমি বিদারণ করিয়া কনখলা নামে প্রসিদ্ধা গঙ্গাদেবীকে খাণ্ডবীপুরে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ৫১

এ উক্ত নদী খাণ্ডবীর মধ্য দিয়া খাতপথে উত্তাল তরঙ্গলেখায় উক্ত নগরীকে সিক্ত করিয়া সীতানাম্নী নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন। ৫২

রাজা সুদর্শন অনেক অনেক পৃথিবীপতিগণকে জয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিলেন। অনেক অনেক রত্নরাশিতে খাণ্ডবী নগরী মণ্ডিত করিলেন। ৫৩

পৃথিবীপতি সুদর্শন, অন্যান্য নরপতিগণের রাজ্য হইতে প্রজাগণকে আনয়ন করত নিজ নগরে স্থাপিত করিলেন। ৫৪

রাজা সুদর্শন যুদ্ধে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করিয়া দেববৃক্ষ, দেবরত্ন ও দৈবী ঔষধি বৃক্ষ আনিয়া খাণ্ডববনে রোপণ করাইয়াছিলেন। ৫৫

দেব এবং মনুষ্যগণের অপকারকারী সুদর্শনের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া বিজয় নরপতি তাহার অনিষ্ট চেষ্টা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ৫৬

বারাণসীর ঈশ্বর বিজয় রাজা সুদর্শনের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাকে মন্ত্রি পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৫৭

অনন্তর মহাবলশালী বিজয়, ছিদ্রান্বেষণ-পর হইয়া কোনছলে সুদর্শনকে আক্রমণ করিলেন। ৫৮

সুদর্শন, বিজয়ের গতিরোধার্থ চতুরঙ্গ-বলের সহিত সমরাভিমুখ হইলেন।

বিজয় নরপতি চতুরঙ্গসৈন্যের সহিত রথে আরোহণ করত সুদর্শনের সহিত সুস্থচিত্তে মুদ্ধযাত্রা করিলেন। ৫৯-৬০

পূর্ব্বে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরে যে প্রকার অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার মহাত্মা বিজয় এবং সুদর্শনের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ৬১

সুদর্শন নৃপতির সেনাধ্যক্ষ রুমণ্বান্ সুবর্ণরথে আরোহণ করত মহাবেগে বিজয় রাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৬২

বিজয় রাজার অস্ত্রধারিণী সাত অক্ষৌহিণী সেনা চতুর্দিক পরিবৃত করিয়া ক্রোধান্ধ শত্রুসেনাকে আক্রমণ করিল। ৬৩

বিজয় রাজার সেনাপতি রিপুঞ্জয় সঞ্জয়, সেনার সহিত সেনাপতি রুমণ্বানকে গ্রহণ করিল। সেনাপতিদ্বয়ের পরস্পর মহাবলে বিপুল যুদ্ধ হইল। রুমণ্বান সঞ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। ৬৪-৬৫

সিংহ যে প্রকার গজরাজকে দর্শন করত তুমুল শব্দ করে, রুমণ্বান্ সেই প্রকার ঘোর শব্দ করিয়া বিংশতি বাণে সঞ্জয়কে বিদ্ধ করিল এবং যুদ্ধকুশল রুমণ্বান্ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সঙ্গয়ের ধনুক ছেদন করিল। ৬৬

সঞ্জয়ও অন্য ধনুক গ্রহণ করত তিন বাণে রুমন্বানকে বিদ্ধ করিল এবং ভল্ল অস্ত্রে ধনুক ছেদন করিল। ৬৭

সঞ্জয় রুমণ্বানের আট শত হস্তী, পাঁচ ছয় হাজার পদাতিক এবং তিন হাজার অশ্ব তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে ছেদন করিল। ৬৮

রুমণ্বান অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনুকে ভল্লাস্ত্র সংযোজিত করিয়া সঞ্জয় সারথির মস্তক দেহ হইতে পাতিত করিলেন। ৬৯

বাণচতুষ্টয়ে ঘোটক-চতুষ্টয়কে যমভবনে প্রেরণ করিয়া, পাঁচ বাণে সঞ্জয়কে বিদ্ধ করিল। ৭০

সঞ্জয়ও তৎক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করত এক গদা গ্রহণপূর্বক রুমণ্বানের পশ্চাতে ধাবন করিতে লাগিল। ৭১

সমর-প্রবীণ রুমণ্বান পশ্চাদধাবী সঞ্জয়কে শীঘ্রই বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া নিবারিত করিলেন। ৭২

সিংহ যে প্রকার মদমত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করে, সেইরূপ রিপুঞ্জয় সঞ্জয়ও প্রচণ্ড গদার ভ্রামণে বাণবর্ষণ নিবারিত করিয়া রুমণ্বানের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৭৩

সঞ্জয় দুর্জয় গদা ভ্রামণ করত একবার প্রহারে রথের সহিত রুমণ্বানকে ভূমিসাৎ করিল। ৭৪

রুমণ্বান গদাঘাতে বন-মধ্যস্থিত উন্নত শালবৃক্ষ যে প্রকার বজ্রাঘাতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ পৃথিবী মধ্যে পতিত হইল। ৭৫

সুদর্শন রাজা রুমণ্বানকে পতিত দর্শন করিয়া ধূমমুক্ত বহ্নির ন্যায় শোক এবং ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইলেন। ৭৬

এবং শোকাকুল হইয়াও ক্রোধবশে বেগবান্ অশ্বযুক্ত ব্যাঘ্রচর্ম-পরিবৃত, সুবর্ণ দ্বারা চিত্রিত এরং সিংহধ্বজযুক্ত রথে আরোহণকরত বার বার কার্মুক বিস্ফারিত করিয়া বেগে সসৈন্য সঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। ৭৭-৭৯

মৃগরাজ সিংহ যে প্রকার ক্ষুদ্র মৃগসমূহকে অবলীলাক্রমে বিনাশিত করে, সেই প্রকার সুদর্শনও নিশিত শস্ত্রসমূহ দ্বারা শত্রুসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিলেন। ৮০

তিমিরহারী সূর্য্য যে প্রকার অন্ধকার নাশ করেন, রাজাও সেইরূপ দুই ক্রোশ অগ্রগামিণী মহাবল এক অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিলেন। ৮১

এই প্রকারে এক অক্ষৌহিণী সেন নাশ করিয়া একাকী সঞ্জয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া ছয় বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৮২

এবং এক বাণে রথধ্বজ ছিন্ন করিলেন। সমরকুশল সঞ্জয়ও বিংশতি বাণে সুদর্শনকে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার ললাট ভেদ করিলেন। ৮৩

অর্ধচন্দ্রবাণে সুদর্শনের ধনুক ছেদন করিয়া দশবাণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ৮৪

তদনন্তর সুদর্শন রাজা অন্য ধনুক গ্রহণ করত ভয়ানক শরবর্ষণ দ্বারা সঞ্জয়কে ব্যাকুল করিলেন। ৮৫

পূর্বে যে প্রকার ইন্দ্র ও দৈত্যেন্দ্র বলির পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই প্রকার সর্ববিস্ময় সুদর্শন এবং সঞ্জয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৮৬

তদনন্তর, সুদর্শন রাজা, সুতীক্ষ অস্ত্রে সঞ্জয়ের ধনু ছেদন করিলেন। শাণিত শস্ত্রদ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ৮৭

এবং বাণদ্বারা ঘোটকচতুষ্টয়কে যমভবনে প্রেরণ করিলেন। ধনুক ছিন্ন করিয়া তাহাকেও বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর সঞ্জয় ধনু এবং রথ বিনষ্ট হইলে অবনীতে অবতরণ করিয়া খড়গ এবং চর্ম গ্রহণপূর্ব্বক সুদর্শন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুদর্শন রাজা, সঞ্জয়কে ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া অর্ধচন্দ্র বাণে খড়্গ এবং ভল্ল দ্বারা চর্মচ্ছেদন করিলেন। ৮৮-৯২

সুদর্শন সারথি বেগে আগমন করত উৎকৃষ্ট সঞ্জয়রথ হস্ত দ্বারা ভূতলসাৎ করিল। ৯৩

সুদর্শন খড়্গদ্বারা রথ-সমীপগত সঞ্জয়ের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। সঞ্জয়ও ছিন্ন মস্তক হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। ৯৪

কানন-মধ্যে কুঠার দ্বারা ছিন্ন কুসুমিত শালবৃক্ষ পতিত হইলে যে প্রকার হয়, সঞ্জয়ও সুদর্শন রাজার খড়্গে ছিন্ন হইয়া সেইরূপ হইয়াছিল। ৯৫

বিজয়রাজা সঞ্জয়কে শত্রুশরে পতিত দেখিয়া ক্রোধভরে শঙ্খনাদ দ্বারা গগন মণ্ডল শব্দিত করত স্বর্ণ-চিত্রিত ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-শোভিত অর্ধযোজন বিস্তৃত কেতুবিশিষ্ট রথের রবে দশদিক্ নিনাদিত করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৯৬-৯৮

শত্রু-জয়কারী বিজয় রাজ সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিন বাণে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করত 'স্থির হও ভঙ্গ দিও না' এই কথা বলিলেন। ৯৯

সুদর্শনও হস্তীর ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলে বিজয় রাজা দশবাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। ১০০

সুদর্শন রাজা তিনবাণে বিজয় নৃপতির ধনু ছেদন ও তাহাকে বিদ্ধ করিয়া সিংহসদৃশ ভয়ানক নিনাদ করিলেন। ১০১

বিজয় অপর ধনুক গ্রহণ করত কঙ্ক পত্রশোভিত তিন শর দ্বারা সুদর্শনের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন এবং তদনন্তর বিজয় রাজা সুদর্শনের উদ্দেশে জাজ্বল্যমান কোপবশে সকল বস্তুকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত অনুপম সুবর্ণ দণ্ড শোভিত সুতীক্ষ্ণ তৈমধৌত এবং সুনির্মল নাগকন্যা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১০২-১০৪

হে দ্বিজগণ! সুদর্শন, তাহার আঘাতে ব্যাকুল হইয়া রথসমীপে উপবেশন করিলেন। ১০৫

এবং বিজয় সুদর্শন মূর্ছিত হইলে তাঁহার সম্মুখ এবং পার্শ্ববর্তী সৈন্যসমূহকে কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০৬

দশ সহস্র হস্তী, পঞ্চবিংশতি সহস্র বেগবান্ অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতি তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন। ১০৭

তদনন্তর সুদর্শন সংজ্ঞা লাভ করিয়া দৃঢ়তর ধনুগ্রহণপূর্বক বিজয়ের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১০৮

সুদর্শন, বিজয়ের প্রতি শর বর্ষণ করত ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। ১০৯

ভল্ল দ্বারা সারথির মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং অশ্বচতুষ্টয়ও নষ্ট করিলেন। অনন্তর সুদর্শন রাজা, রথশূন্য বিজয় নরপতিকে কঙ্কপত্রবিশিষ্ট দশ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাদ করিলেন। ১১০-১১১

বিজয়, বিজয় আকাঙ্ক্ষায় রথ এবং ধনুঃ শূন্য হইয়া মহাবেগে গদা গ্রহণ পূর্বক সুদর্শনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ১১২

বর্ষাকালীন বারিধর যে প্রকার ভূধরের উপর বারিবর্ষণ করেন, সেইপ্রকার সুদর্শনও বেগে আগত বিজয় রাজার প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১৩

বিজয় রাজা গদা ভ্রামণদ্বারা সুদর্শনের শরবৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করিয়া রথারূঢ় সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১১৪

অনন্তর বিজয় মহাবল সুদর্শনের সমীপে উপস্থিত হইয়া গদাদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ১১৫

বজ্রপাণির বজ্রাঘাতে যে প্রকার গিরিশিখর চুর্ণ হয়, সেই প্রকার সুদর্শন গদাঘাতে আহত হইয়া নিপতিত হইলেন। ১১৬

সুদর্শন, সমরে প্রাণত্যাগ করিলে সেনাপতিগণ সেনার সহিত চতুর্দিকে ধাবমান হইল। ১১৭

বিজয় রাজা, সেনার সহিত সুদর্শন নিহত হইলে খাণ্ডবী পুরে প্রবিষ্ট হইয়া পর্বতের ন্যায় রাশি রাশি পরিমাণে অনেক সুবর্ণ এবং রত্নসমূহ দর্শন করিলেন। সেই নগরে প্রফুল্ল কমলাদি কুসুমসমূহে বিরাজিত। ১১৮-১১৯

হংস কারণ্ডব প্রভৃতি নানাপ্রকার জলচর জন্তুসমূহে সকল দিকে পরিপূর্ণ সরোবরসমূহও দর্শন করিলেন। ১২০

বিজয় রাজা পর্বতের ন্যায় রাশি রাশি স্বর্ণ এবং রত্নসমূহ, প্রফুল্ল পুষ্পসমূহে বিভূষিত ভ্রমরগণের গুন্ গুন্ শব্দে গুঞ্জরিত। মন্দরাদি দেব-বৃক্ষ, সুধা-ধবল কৈলাস-সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গৃহ, উচ্চ হস্তী এবং প্রতি গৃহস্থিত সুগন্ধ পুষ্পশোভিত উদ্যান প্রভৃতি দ্বারা অমরাবতী-সদৃশ শক্তনগরী দর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল নয়ন হইয়াছিলেন। ১২১-১২২

তিনি আশ্চর্য্য নগরশোভা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, অমরাবতী এই পুরীরূপে স্বর্গ হইতে আগমন করত পৃথিবী নিবাস করিতেছেন। ১২৩

দেবরাজ ইন্দ্র আগমন করত নগরশোভা দর্শনে বিস্মিত বিজয়রাজকে সান্ত্বনাপূর্বক মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১২৪

হে রাজন! সুদর্শন নৃপতি, দেব নর গন্ধর্ব যক্ষ এবং মুনিগণের মনোহর নিবাসস্থান উৎসারিত করিয়া নিরন্তর আমার অপ্রিয় আচরণ করিত এবং অতি সুগোপ্য তপোবনকে ভগ্ন করিয়া খাণ্ডবী নামে নগর নির্মাণ করিয়াছে। ১২৫-১২৬

হে নরাধিপ! অতএব তুমি পুনর্বার পূর্ববৎ বন নির্মাণ কর। ঐ বনে নির্জনে তক্ষকের সহিত বিহার করিব। ১২৭

হে পৃথিবীপতে! তোমার অনুগ্রহে মুনিগণেরও রমণীয় তপস্যা স্থান হইবে এবং কিন্নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরও ক্রীড়াস্থান হইবে। ১২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,–বিজয়রাজ এই প্রকার ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার গৌরববর্ধনের নিমিত্ত খাণ্ডবী নগরীকে বনরূপে পরিণত করিলেন। ১২৯

নগরবাসী প্রজাগণকে বলিলেন,–প্রজাগণ! তোমরা ইচ্ছানুরূপ ইচ্ছামত স্থানে প্রস্থান কর। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার ভূজবলে পরিপালিত বারাণসী নগরে গমন কর। ১৩০-১৩১

তদনন্তর প্রজাগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার বাহুবলে পরিপালিত বারাণসী নগরে গমন করিল। ১৩২

বিজয় নৃপতিও সেই সকল ধনরত্নরাশি সূবর্ন রূপ্য এবং অশ্বসমূহ পৃথক পৃথক রূপে নৌকাদ্বারা নিজ নগরী বারাণসীতে উপস্থাপিত করিলেন। ১৩৩

সুদর্শন, বাহুবলে দেব এবং গন্ধর্বাদির যে সকল রত্নাদি দ্রব্যসমূহ আহরণ করিয়াছিল, বিজয় তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যর্পণে প্রসন্ন করলেন। ১৩৪

তাহারাও আনন্দিত-চিত্তে নিজ নিজ দ্রব্য গ্রহণপূর্বক খাণ্ডবী হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন। ১৩৫

শত যোজন পরিমাণ দীর্ঘ এবং ত্রিংশং যোজন পরিমাণে বিস্তৃত সেই নগর পূর্ব্ববৎ বনরূপে পরিণত হইল। ১৩৬

ইন্দ্রের অনুমতি অনুসারে তক্ষক নিজগণের সহিত সেই বনে বহুকাল নিবাস করিল এবং বন জনশূন্য হইল। ১৩৭

সেই বনে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ বিজয় রাজার জয় প্রার্থনা করিয়া সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৩৮

অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে বহ্নিদেব ভিক্ষুকরূপে অর্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ১৩৯

অর্জ্জুন অঙ্গীকৃত পরিপালনের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর অগ্নিদেব নিজরূপ ধারণ করত অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। ১৪০

পার্থ! আমি স্বয়ং অগ্নি, যজ্ঞে অতিশয় ভোজন করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার ব্যাধি নিবারণ কর। ১৪১

হে অর্জ্জুন! পক্ষী, রাক্ষস এবং মৃগ প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্তুপূর্ণ খাণ্ডব নামে নগর আছে, সেই বন যদি আমাকে ভোজন করাইতে পার, তাহা হইছে অদ্যই আমি অনন্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করি। ১৪২

পূর্বে বিজয় রাজা খাণ্ডবী নামক নগর ভগ্ন করিয়া বন নির্মাণ করায় উক্ত বন খাণ্ডবনামে প্রসিদ্ধ। ১৪৩

কিন্তু দেবেন্দ্র সেই বনের রক্ষক। অতএব আমি স্বয়ং অন্য সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ হইব না। ১৪৪

হে মহাত্মন! অতএব তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সাহায্য করিলে আমি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই বন ভোজন করিয়া ব্যাধি-মুক্ত হই। ১৪৫

বহ্নিদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত মহাবল অর্জ্জুন সকল প্রকার প্রাণিযুক্ত সেই বনকে দগ্ধ করিলেন। ১৪৬

অর্জুন অগ্নিদেবের হিতকামনায় দেবকীতনয় বাসুদেবের সাহায্যে খাণ্ডব বন দাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৪৭

বহ্নিদেব অর্জুনের বলে খাণ্ডব ভোজন করিয়া আনন্দিত চিত্তে বরস্বরূপ বরুণদেব নির্মিত গাণ্ডীবধনুঃ প্রদান করিলেন। ১৪৮

অগ্নিদেব, অক্ষয়তূণীর রৌপ্যাভ অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত হনূমদধিষ্ঠিত রথ এবং সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অর্জুনকে প্রদান করিলেন। ১৪৯

তিনি তাঁহার অনুগ্রহে রোগশূন্য হইলেন। অর্জ্জুন অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণ, গাণ্ডীবধনু, খড়্গ এবং বানরধ্বজ ঘোটক-চতুষ্টয়যুক্ত রথ দ্বারা অমরদুর্জয় অজেয় রিপুকুল জয় করিয়াছিলেন। ১৫০

এই প্রকারে ভৈরবীর বংশে মহাকৃতী বিজয় জন্মগ্রহণ করত খাণ্ডববন নির্মাণ করেন। ১৫১

রাজন! বিজয়ের ত্রয়োদশ জন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হয়; তাহাদিগের নাম–দ্যুতিমান, সৌম্যদর্শী, ভূরি, প্রদ্যুম্ন, ক্রতু, তুণ্ড, বিরূপাক্ষ, বিক্রান্ত, ধনঞ্জয়, প্রহর্ষ, প্রণব, কেতু এবং উপরিচর। ১৫২-১৫৩

কনিষ্ঠ উপরিচরই ইহাদিগের মধ্যে রাজা হন। ইনি বারাণসী নগরীতে একলক্ষ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১৫৪

পৃথিবীতে এই মহাভাগ উপরিচর রাজা ভিন্ন আর কেহই একলক্ষ যজ্ঞ করেন নাই, করিবেনও না। ১৫৫

ইহাদিগের পুত্র-পৌত্রে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। মাদৃশ কোন ব্যক্তিই বহুকালেও তাহাদিগের সংখ্যা করিতে পারে না। ১৫৬-১৫৭

হে ব্রাহ্মণগণ! এই আমি ভৈরবের বংশবিবরণ কীর্ত্তন করিলাম, এই বংশচরিত শ্রবণ করিলে মনুষ্য অপুত্র হয় না। ১৫৮

যে ব্যক্তি এই পবিত্র বিজয়চরিত শ্রবণ করে, তাহার সর্বদা জয় হয়, পরাভব হয় না। ১৫৯

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই উত্তম বিবরণ শ্রবণ করিবে, কদাচ তাহার বংশ বিচ্ছেদ হইবে না। ১৬০

ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

—

নবতিতম অধ্যায় — সমাপ্তি

মার্কণ্ডেয় বলিলেন-হে মুনিবরগণ! বেতালের বংশবিবরণ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। ১

সর্বলোকোপকারিণী গো সমূহ-জননী মহাভাগ সুরভি নামে যে দক্ষ-কন্যা আছেন, প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে তাঁহার গর্ভে এক কন্যা উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম রোহিণী, তিনি শুক্লবর্ণা এবং মনুষ্যদিগের নিখিল কাম-প্রসবিনী। ২-৩

অতি তপস্বী মুনিবর শুনঃশেফের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে সর্বলক্ষণসম্পন্না কামধেনু নাম্নী গাভী উৎপন্ন হন। ৪

কামধেনুর বর্ণ শুক্লবর্ণ-মেঘ-সদৃশ, পদচতুষ্টয় চতুর্বেদ-সন্নিভ, চারিটি স্তন ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদানে তৎপর। ৫

সহজ-সুন্দরী কামধেনুর কিছুকাল পরে নির্মল-মনোহর যৌবন-সঞ্চার হইল। ৬

একদা বেতাল, সেই চারুরূপা সুলক্ষণা কামধেনুকে সুমেরু পর্ব্বতের উপরে বিচরণ করিতে দেখিয়া কামাতুর হইলেন। ৭

কামধেনু, সেই চন্দ্রশেখরপুত্র বেতালকে কামুক জানিয়া পশুধর্মক্রমে আপনিই তাহাকে ভজনা করিলেন। ৮

শিবপুত্র বেতাল, কামধেনুকে পাইয়া পরম আনন্দযুক্ত–কামধেনু তাহাকে পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ৯

তাহাদিগের উভয়ের সুরত ক্রীড়া হইলে কামধেনুর গর্ভ হইল। পরে যথা কালে কামধেনু এক মহাবৃষ প্রসব করিলেন। ১০

সেই বৃষ, অচিরকাল মধ্যেই প্রকাণ্ডকায় হইয়া উঠিল। তাঁহার বৃহৎ ককুদ, মনোহর শৃঙ্গদ্বয়, উন্নত চপল কর্ণযুগল এবং সুদীর্ঘ পুচ্ছ হইল। ১১-১২

তদীয়, ককুদ, কর্ণদ্বয় এবং শৃঙ্গদ্বয় শুক্লবর্ণ; দেবগণ, তাহাকে শৃঙ্গ শোভিত জঙ্গম কৈলাস পর্বত বলিয়া বোধ করিতেন। হে দ্বিজগণ! বেতাল–তাঁহার নাম রাখিলেন “শৃঙ্গ”। ১৩

সেই জ্ঞানী শৃঙ্গ, মহাদেবের আরাধনা করে; তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। ১৪

মহেশ্বর, সেই বৃষকে দেব-শরীর করিয়া তাহাকেই নিজ বাহন করেন। সেই পৃথিবী-ধারণ-সমর্থ বলবান্ দীর্ঘজীবী বৃষ মহাদেবের রথ-কেতুও হইল। ১৫

মহাবৃষ শৃঙ্গ, শঙ্করের বাহন, এইজন্য তাঁহার শৃঙ্গী বলিয়া আর একটি নাম প্রসিদ্ধ হইল। ১৬

মহাদেব ধ্যানমগ্ন হইলে, কখন কখন সেই শৃঙ্গ-বৃষ বরুণালয়ে অবস্থিত রূপ যৌবন-সম্পন্ন সুরভি-তনয়া গাভীগণের সহিত সুরত ক্রীড়া করিতে যায়। ১৭-১৮

হে বিপ্রগণ! বরুণের গৃহে সর্বলক্ষণসম্পন্ন অনেক গাভী আছে; তাহা দিগের গর্ভে শৃঙ্গ-বৃষের অনেক পুত্র উৎপন্ন হইল। ১৯

তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমস্ত জগৎ পূর্ণ। সেই গো হইতেই যজ্ঞ-প্রবৃত্তি। দেবগণ ঘৃতদ্বারা সন্তুষ্ট, ঘৃতের উপরই যন্ত্রের নির্ভর; আর সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎই যজ্ঞের অধীন। ২০-২১

যজ্ঞ যাহার অধীন, সেই ঘৃত–গাভীগণের অধীন; সুতরাং গাভীই সকলের মূলাধার। হে দ্বিজোত্তমগণ! অতএব সমস্ত জগৎ গোরুর অধীন। ২২

সর্বপ্রিয় গো-গণ বেতালের বংশ। যে ব্যক্তি, নিত্য এই মহাত্মা বেতালের সন্তান-সন্ততির জন্ম বিবরণ শ্রবণ করে, সে সুখী ও বলবান হয়। গোধন বা অন্য কোন সম্পত্তি কদাচ তাহার নষ্ট হয় না। ২৩-২৪

ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি তাহাকে দেখে না, বেতাল স্বয়ং সতত তাহার রক্ষাকর্তা হইয়া থাকেন। ২৫

বিপ্রগণ! বেতাল ভৈরব যেরূপে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন, কালিকা দেবী যেরূপে শিবকে মোহিত করেন, যেরূপে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং যেরূপে শিবের শরীরার্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই তোমাদের নিকট বলিলাম, তোমাদিগের সংশয়ও দূর হইল। ২৬-২৭

যে ব্যক্তি, প্রতিদিন "কালিকায়ৈ নমস্তুভ্যং" বলে, অন্তে তাহার মুক্তি করতলস্থিত,– ইহলোকেও সে সুখভাগী হয়। ২৮

মন্ত্র-যন্ত্রময় পরম বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রদ বাঞ্ছাপূরক এই কালিকাপুরাণে কথিত হইল। ২৯

দ্বিজগণ! এই পূরাণ–দেবতা গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণের সদা গ্রহণীয় এবং লোকে ও বেদে অত্যন্ত গোপিত। ৩০

মহাত্মা বসিষ্ঠ, এই অমৃতময় উৎকৃষ্ট পুরাণ আমার নিকট অধ্যয়ন ও শ্রবণ করেন। ৩১

তিনি কিন্তু সুরালয় কামরূপ পীঠে ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। হে মহর্ষিগণ! আজ আমি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। ৩২

তোমরাও লোকে এই পুরাণকে গোপনে রাখিবে। শঠ, চঞ্চল-চিত্ত, নাস্তিক, অজিতেন্দ্রিয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিহীন ব্যক্তির নিকটে কদাচ প্রকাশ করিবে না। ৩৩

যে ব্যক্তি কালিকাপুরাণ একবারও পাঠ করে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অন্তে মুক্তি লাভ করে। ৩৪

দ্বিজগণ! এই উত্তম কালিকাপুরাণ লিখিত হইয়া যাহার গৃহে থাকে, তাহার কদাচ বিঘ্ন হয় না। ৩৫

দ্বিজবরগণ! যে ব্যক্তি এই পরম গুহ্য পুরাণ প্রত্যহ পাঠ করে, তাহার নিখিল বেদ পাঠের ফল হয়। ৩৬

তাহা অপেক্ষা অধিক কৃতার্থ ও বিচক্ষণ আর কেহ থাকে না। সে ব্যক্তি সুখী, বলবান এবং দীর্ঘজীবী হয়। ৩৭

যিনি এই ত্রিলোককে সতত ধারণ ও পালন করিতেছেন, যিনি কল্পশেষে এই সমস্ত জগৎ সংহার করেন, ভ্রমাত্মক বা প্রমাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড যাহার রূপ প্রপঞ্চমাত্র–সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ৩৮

প্রকৃতি পুরুষ যাঁহার প্রপঞ্চ, যিনি যোগিজনহৃদয়ে পুরাণাধিপতি বিষ্ণুরূপে বিরাজিত, সেই শিব তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৯

যে সনাতন পুরাণ-পুরুষ জগতের শাশ্বত প্রধান কারণ, সেই পুরাণকর্তা পুরণবেদ্য পরমেশ্বরকে পুরাণশেষে স্তব ও প্রণাম করিতেছি। ৪০

যে ত্রিলোক-পালিনী দেবী লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে মোহিত করিয়া আছেন এবং শিবারূপে শিবের সন্তোষ সাধন করিতেছেন, সেই মায়া তোমাদিগকে বিভব বিতরণ করুন। ৪১

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সম্পূর্ণমেতৎ কালিকাপুরাণম্।

—

পাদটীকা

১. “তৎ কুরুষ সদার্থবৎ” এইরূপ পাঠও আছে। তাহার অর্থ;-আমরা যাহাতে তাৎপর্যসমেত ইহা বুঝিতে পারি, আপনি সর্বদা তাহা করুন।” “তংকুরুবৈতদাত্মবিৎ” এই পাঠানুসারে অনুবাদ করিয়াছি।

২. ১। “সায়ংসন্ধ্যাং যজন্তিযাং”। ২। “সায়ংসন্ধ্যা জয়ন্তিকা”। ৩। সায়ংসন্ধ্যা বরান্তিকা” এই তিন প্রকার পাঠ আছে। আমরা মূলে প্রথমোক্ত পাঠের ব্যাখ্যা করিয়াছি। “ইনি সর্বোৎকৃষ্টা সায়ংসন্ধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী” ইহা ২ পাঠের অর্থ। “এই সন্ধ্যা দক্ষ প্রভৃতির জ্যেষ্ঠা ভগিনী তুল্য” ইহা ৩ পাঠের অর্থ।

৩. “শরান্ ন সঞ্জহারাশু” এই পাঠ থাকিলে তাহার অর্থ “তিনি যোজিত শর পরিত্যাগ করিলেন না” এইরূপ হইবে।

৪. অথর্ব্ববেদিগণ যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যস্থল ক্ষীণ করিয়া থাকেন।

৫. ১ “অনুরাগময়ং চিত্রম” এই পাঠানুসারে ব্যাখ্যা করা হইল। ২। “অনুরাগময়ং মিত্রং” এই পাঠও আছে–তাহার অর্থ “অনুরাগরূপী বন্ধু” এ পাঠ অপেক্ষা প্রথমোক্ত পাঠ স্ফূটার্তযুক্ত।

৬. যা মূর্তিং বিততাং সর্বধরিত্রী বিভ্রতী ক্ষিতিঃ ইহা পাঠান্তর। যে সর্বাধারভূতা পৃথিবী বিস্তৃত মূর্তি ধারণ করিয়া আছেন, তুমিই সেই পৃথিবীস্বরূপ। উক্ত পাঠের এইরূপ অর্থ হয়।

৭. ‘সমক্ষমন্যস্য ন কর্ত্তু মোজঃ” এই পাঠ বহুসম্মত। মূলের অনুবাদ এতদনুসারে হইয়াছে। “সমক্ষমপ্যস্য এই পাঠের অনুবাদ,–“অথবা ইহাঁর সমক্ষে ইহারা ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে না।”

৮. “প্রতিসঙ্গং” এই পাঠ বহুসন্মত। এই পাঠের অর্থ উপরে লিখিত হইল। “প্রতিসঙ্গং” পাঠের অর্থ—“মহাদেব যাহাতে প্রতি দৃষ্টিতেই মোহিত হন।”

৯. “জঘনস্যোর্ধ্বং” ও “জম্বুমূলং সমাসাদ্য” এই পাঠের অনুসৃত অর্থ এই–জঘন ভাগস্থিত জম্বুতরুমূল পর্যন্ত গমন করে, জঘনের ঊর্ধ্বে যাইতে পারে না।”

১০. ভৃগু (মুনিবিশেষ) পুস্তকান্তরের পাঠ।

১১. সূর্য্য দ্বাদশটী।

১২. মস্তক, মুখ, হৃদয়, লিঙ্গ এবং পদযুগলেও এই সহরোং ইত্যাদি মন্ত্র ন্যাস করিবে। ইহা তন্ত্রসারকর্তা কৃষ্ণনন্দের মত। মূলের ভাব হইতেও কষ্টকল্পনা দ্বারা এ অর্থ করা যায়।

—